تدبر القرآن

তাদাব্বুরে কুরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী

তাদাব্বুরে কুরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল
মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
অনুবাদ
মাওলানা সাঈদ আহমদ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

স্বত্ব ঃ আধুনিক প্রকাশনীর

আঃ প্রঃ ৪০৫

১ম প্রকাশ

মহররম	১৪২৯
মাঘ	১৪১৪
জানুয়ারী	২০০৮

বিনিময় মূল্য ঃ ৪৯০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

TADABBURE QURAN-2nd Volume by Moulana Amen Ahsan Islahe. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 490.00 Only

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! অবশেষে আধুনিক প্রকাশনী পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন হযরত মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর 'তাদাব্বুরে কুরআনের' বাংলা অনুবাদ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করলো। তাফসীর অনুবাদ ও প্রকাশের খানিকটা প্রতিযোগিতার মহড়ায়ই আধুনিক প্রকাশনীকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এ কাজটি করতে হয়েছে। এজন্য আবারও করুণাময় আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।

আল্লাহর দীনকে বুঝার ও তাঁর দীনকে কায়েম করার জন্য গোটা বিশ্বে এক বিরাট আলোড়ন চলছে। এ আলোড়ন ও আন্দোলনকে সফল হবার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন আল্লাহর বাণী কালামুল্লাহকে বুঝার। কুরআন বুঝা ও এর উপর বাস্তব আমল করা ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠা ও দীনকে সফলতার দুয়ারে পৌঁছাবার আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

আল্লাহর রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দুনিয়ার পরিসমাপ্তি আল্লাহর দীনের উপরই ঘটবে। আল্লাহর শোকর—এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী গোটা দুনিয়ায়ই এখন কাজ চলছে। এরই ফলে যুগে যুগে কালে কালে কুরআনের বহু তাফসীর বিশ্বের সব জায়গায় অসংখ্য ভাষায় অনেক মনীষী ও মুজাদ্দিদগণ লিখেছেন। বাংলা ভাষায় তাফসীরের সংখ্যা আজ আর কম নয়।

এর সাথে নতুন করে সংযোজিত হলো আর একটি নতুন তাফসীর 'তাদাব্বুরে কুরআন'। মনীষীদের লিখা সব তাফসীরই এক একটা এক এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রত্যেকটি তাফসীরই সে সময়ের প্রেক্ষাপটে ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে লিখা। সবগুলো তাফসীর খুবই মূল্যবান ও মুসলিম উম্মাহর জন্য অতীব প্রয়োজনীয় আল্লাহর এক নেয়ামত। বিশ শতকের মনীষী আল্লামা আমীন আহসান ইসলাহী তাঁর সময়ের দুনিয়ার সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থাকে দৃষ্টিতে রেখে 'তাদাব্বুরে কুরআন' লিখেছেন।

এ তাফসীরের বৈশিষ্ট্য হলো—

ক. আয়াতের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস।

খ. আভিধানিক অর্থের সাথে সাথে শব্দের প্রয়োগ বিধি ও অর্থের প্রকাশ।

গ. অনুবাদের আগে ভূমিকাধর্মী আগাম নির্দেশ।

ঘ. কুরআনিক ভাষ্যের আলংকারিক বিশ্লেষণ।

ঙ. অধ্যয়নের পথনির্দেশনা।

চ. কুরআনের ভিতর থেকেই শানেনুযূলের প্রেক্ষাপট নির্ধারণ।

www.pathagar.com

ছ. সর্বোপরি সূরা ও আয়াতের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র। যার তাফসীরী দৃষ্টান্ত এর গোটা অঙ্গন জুড়ে বিস্তৃত।

এ পর্যায়ে আমরা সফল কি বিফল সে বিবেচনা পাঠকবৃন্দের। তবে আমরা মনে করি নিবিষ্ট মনে অধ্যয়নকারী ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক পাঠকবৃন্দের জ্ঞানপিপাসা এদ্বারা বহুলাংশে নিবারণ হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবের আবরণে আজ লাখোকোটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের খেদমতে এর দ্বিতীয় খণ্ড উপস্থিত করা সম্ভব হয়েছে। তাই মহান আল্লাহর দরবারে আমরা আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সূরা আলে ইমরানের তাফসীর ২১

ক. সূরার মূল স্তম্ভ (আলোচ্য বিষয়) ও পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক ২৩
খ. সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের দিকসমূহ ২৩
গ. উভয় সূরার অগ্র-পশ্চাতের কারণসমূহ ২৭
ঘ. সূরার বক্তব্য বিষয় পর্যালোচনা ২৮
১. শব্দার্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৩০
চিরঞ্জীবত্ব ও চিরস্থায়ীত্বের রহস্যাবলী ও তার ফলশ্রুতি ৩১
কুরআন নাযিলের আবশ্যকতা ৩৩
তাৎপর্যের সারসংক্ষেপ ৩৪
সুবিচার প্রতিষ্ঠার ওপর আল্লাহর গুণাবলীর সাহায্যে প্রমাণ উপস্থাপন ৩৫
২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৭-১৭ আয়াত ৩৫
৩. শব্দসমূহের অর্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা ৩৯
اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ-এর অর্থ ৪০
اُمُّ الْكِتٰبِ -এর অর্থ ৪১
اٰيٰتٌ مُّتَشٰبِهٰتٌ-এর অর্থ ৪১
মুতাশাবিহাত এর কতক উদাহরণ ৪২
'তাবীল'-এর অর্থ ৪৪
মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত সম্পর্কে কতিপয় সতর্কবাণী ৪৪
زَيْغٌ শব্দের তাৎপর্য ৪৬
আহলে কিতাবের সাধারণ রোগ ৪৭
ইহুদী ও নাসারাদের গোমরাহীতে পার্থক্য ৪৭
মুতাশাবিহাত দ্বারা গোমরাহী হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত ৪৮
وَمَا يَعْلَمُ الاية আয়াতের ওয়াকফ ৪৯
হক পথের আসল প্রতিবন্ধকতা ৫২
প্রকৃত রোগের ওপর আবরণ চড়ানোর প্রয়াস ৫২
شَدِيْدُ الْعِقَابِ-এর অর্থ ৫২
কুরআন অস্বীকারকারীদের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন ৫৩
বদর যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান ৫৩
বদরের যুদ্ধে কাফিরদের জন্য নিশানী ৫৪
ইহুদীদের জন্য নিশানী ৫৪
খৃস্টানদের জন্য নিশানী ৫৫
কুরাইশদের জন্য নিশানী ৫৫
উহ্য করণের একটি পদ্ধতি ৫৫
কারা কাদেরকে দ্বিগুণ দেখেছিল ? ৫৬
একটি প্রশ্নের জবাব ৫৬
عِبْرَتٌ-শব্দের অর্থ ৫৮
সুশোভিত করে দেয়ার তাৎপর্য ৫৯
مُقَنْطَرَةٌ ও قِنْطَارٌ শব্দের অর্থ ৫৯
مُسَوَّمَةٌ -এর অর্থ ৫৯
لِلنَّاسِ দ্বারা এক বিশেষ দলকে বুঝানো হয়েছে ৬০
নফসের নিকট আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ ৬০
শ্রোতাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের আহ্বান ৬১
পবিত্র জীবন সঙ্গিনী ৬১
رِضْوَانٌ রিদওয়ান ৬১
بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ এতে ভীতি প্রদর্শন ও সান্ত্বনা প্রদান উভয় শামিল ৬২
কুরআনের বাহকদের গুণাবলী ৬২
সবরের তাৎপর্য ৬২
সত্যপরায়ণতার তাৎপর্য ৬৩
قُنُوْتٌ-এর মর্মকথা ৬৩
ইনফাক-এর তাৎপর্য ৬৩
ইস্তেগফারের তাৎপর্য ৬৪
৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৮-২২ আয়াত ৬৫
৫. শব্দসমূহের তাহকীক ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৬৭
তাওহীদ ও ন্যায়নীতির সাক্ষ্যের তিনটি দিক ৬৭
প্রকৃতির সাক্ষ্য ৬৭
ইতিহাসের সাক্ষ্য ৬৮
মানবীয় সত্তার প্রমাণ ৬৮
ওহীর প্রমাণ ৬৯
ফেরেশতাদের সাক্ষ্য ৬৯
ইলমধারীদের সাক্ষ্য ৭০
قِسْطٌ শব্দের অর্থ ৭০
দীন ইসলামই আল্লাহর দীন ৭৩
اُمِّىٌّ শব্দের অর্থ ৭৪

www.pathagar.com

অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা ৭৬
امرين بالقسط-এর অর্থ ৭৬
حبط عمل-এর তাৎপর্য ৭৭
৬. 'আল্লাহ ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত'
—এ সত্যের ওপর ঈমান আনা
ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ ৭৭
ঈমান বিল কিস্ত-এর চারটি দিক ৭৭
৭. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৩-২৭ আয়াত ৭৯
৮. শব্দসমূহের অর্থ ও
আয়াতগুলোর বিশ্লেষণ ৮১
الم تر সম্বোধনের ধরন ৮১
কুরআন ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের
মধ্যে আংশিক ও পূর্ণাঙ্গতার
সম্পর্ক বিদ্যমান ৮২
মতভেদ দূরীকরণের দিক থেকে
কুরআনের প্রয়োজনীয়তা ৮৩
ইহুদীদের সামষ্টিক দলীয় চরিত্র ৮৩
ইহুদীদের মিথ্যা আশাবাদের
একটি দৃষ্টান্ত ৮৪
মুসলিম জাতির জন্য দোয়ার ভঙ্গীতে
এক বিরাট সুসংবাদ ৮৬
প্রাকৃতিক আইনের হিফাজত ৮৮
بغير حساب-এর দুটি অর্থ ৮৮
৯. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৮-৩২ আয়াত ৮৯
১০. শব্দের তাহকীক ও আয়াতের তাফসীর ৯০
২৮ আয়াতে মু'মিনীন বলতে
দোদুল্যমান মুসলমান ও কাফিরীন
বলতে ইহুদীদের বুঝানো হয়েছে ৯১
মুসলমানদের বিপরীত কাফিরদের সাথে
সুসম্পর্ক রাখা নাজায়েয ৯১
الا ان تتقوا-এর প্রকৃত অর্থ ৯২
মুনাফিকদের জন্য সতর্কীকরণের
একটি বিশেষ দিক ৯২
ঈমানদারদের জন্য সঠিক কর্মনীতি ৯৫
১১. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৩৩-৪৪ আয়াত ৯৬
১২. শব্দাবলীর ব্যাখ্যা ও
আয়াতের তাফসীর ১০০
হযরত ঈসা মসীহ-এর খান্দান ১০০
হযরত মারইয়াম আ.-এর প্রাথমিক
জীবনের কাহিনী ১০১
হযরত মারইয়ামের আধ্যাত্মিক
মর্যাদা ও পরিপূর্ণতা ১০২
رزق-এর অর্থ হিকমাত ও মারিফাত ১০৩
হযরত ইয়াহইয়ার প্রাথমিক
জীবনের কাহিনী ১০৪
ملئكة শব্দটি বহুবচনে
ব্যবহারের কারণ ১০৫
كلمة من الله -এর সত্যায়ন ১০৬
নবী তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ও দাওয়াতের
বিচারে নেতা হয়ে থাকেন ১০৬
حصور শব্দের অর্থ ১০৭
نبيا من الصالحين-এর অর্থ ১০৮
প্রশ্নটির উদ্দেশ্য সত্যায়নের অনুসন্ধান ১০৮
সুসংবাদটি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে
তার নিশানী ১০৯
হযরত মারইয়ামকে মনোনীত করা
হয়েছিল কোন্ কাজের জন্য ? ১১০
একটি সৌজন্যমূলক সংলাপ ১১১
হযরত মারইয়াম আ.-এর ব্যাপারে
লটারীর ধরন ১১২
বিবাদ ছিল কোন্ বিষয়ে ১১২
১৩. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৪৫-৬৩ আয়াত ১১২
১৪. শব্দের ব্যাখ্যা ও
আয়াতসমূহের তাফসীর ১১৭
'মসীহ' শব্দটি উপাধি স্বরূপ ১১৮
وجيه শব্দের তাৎপর্য হযরত মসীহ
আ.-এর সম্মানের কয়েকটি দিক ১১৮
হযরত মসীহ আ. ইবনে মারইয়াম ১১৯
দোলনায় থাকাকালীন হযরত মসীহ
আ.-এর কথা বলা ১২০
كهل শব্দের অর্থ ১২০
ইঞ্জীল হিকমাত ও প্রজ্ঞার সমষ্টি ১২১
নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য ১২২
জীবন কাহিনী বর্ণনায় অপ্রয়োজনীয়
অংশ উহ্য রাখা ১২৩
তাওরাত ও কুরআনের বর্ণনায়
একটি পার্থক্য ১২৩
অনির্দিষ্ট শব্দের ব্যবহার এককত্ব বুঝানোর
জন্য নয় সাধারণ অর্থ বুঝাবার জন্য ১২৩
مصدقا لما بين يدى -এর দুটি অর্থ ১২৪
হযরত মসীহ আ. কোন্ কোন্ হারাম
বস্তু হালাল সাব্যস্ত করেন ১২৫
আল্লাহর জন্য পিতা শব্দ
ব্যবহারের তাৎপর্য ১২৫
তাওহীদ-ই সরল সঠিক পথ ১২৬

www.pathagar.com

'হাওয়ারী' শব্দের অর্থ ১২৬
اَنْصَار শব্দের অর্থ ১২৭
৫২ নম্বর আয়াতের তাৎপর্য ১২৭
নবীদের কর্মতৎপরতার একটি দিক ১২৭
مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللهِ-এর অর্থ ১২৮
ভাষা ও বক্তব্যের একটি সূক্ষ্ম রহস্য ১২৮
نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ-এর অন্তরনিহিত তাৎপর্য ১২৮
مَكْر শব্দের প্রকৃত অর্থ ১৩০
সম্মানিত নবীদের জীবনের একটি সাধারণ সত্য ১৩১
হযরত মসীহ আ.-এর বিরুদ্ধে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ১৩১
হযরত মসীহ আ.-এর হিফাযতের জন্য খোদায়ী ব্যবস্থা ১৩২
تَوَفِّى শব্দের আভিধানিক ও ভাবগত অর্থ ১৩২
শব্দটির অর্থ মৃত্যু নেয়ার বিপক্ষে যেসব ইঙ্গিত বর্তমান ১৩২
হযরত মসীহ আ.-এর অনুসারীদের ইহুদীদের ওপর বিজয় ১৩৫
একটি সন্দেহের অপনোদন ১৩৫
রাসূল স্বীয় কওমের জন্য বিচারক হয়ে থাকেন ১৩৬
নবী স.-এর প্রতি সদয় দৃষ্টি ১৩৭
ঈসা আ-এর দৃষ্টান্ত আদম আ. সদৃশ ১৩৮
ইবনে বা সন্তান শব্দের ব্যবহার অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ১৩৮
اَلْعِلْمُ শব্দের তাৎপর্য ১৩৯
৬১ নম্বর আয়াতের কতিপয় উহ্য বিষয় ১৩৯
মুবাহিলার প্রেক্ষাপট ও স্থান ১৩৯
শিরক পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির নামান্তর ১৪০
১৫. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৬৪-৭১ আয়াত ১৪০
তাওহীদ একটি সাধারণ সত্য ১৪০
হযরত ইবরাহীম আ. মুসলিম ছিলেন ১৪০
মুসলমানদের সতর্কীকরণ ১৪১
১৬. শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও আয়াতসমূহের তাফসীর ১৪২
سَوَاء শব্দের ব্যাখ্যা ১৪৩
দীনের দাওয়াতের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ১৪৩
হযরত ইবরাহীম আ.-এর দীন ১৪৬
আহলে কিতাবকে ভর্ৎসনা ১৪৭
১৭. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৭২-৭৬ আয়াত ১৪৯
ইহুদীদের কতিপয় নষ্টামী ১৪৯
১৮. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ১৫১
মুনাফেকসুলভ দুষ্কর্মের একটি বিশেষ ধরন ১৫১
বাকভঙ্গীর কতিপয় জটিলতা ১৫২
ইহুদীদের দুরভিসন্ধি ১৫৩
'উম্মিয়্যীন'-এর অর্থ ১৫৫
سَبِيْل শব্দের অর্থ ১৫৫
ইহুদীদের একটি মনগড়া ফতোয়া ১৫৫
উপরোক্ত আলোচনার উপসংহার ১৫৭
১৯. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৭৭-৮০ আয়াত ১৫৭
২০. শব্দের তাহকীক ও আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা ১৫৯
اشتراء শব্দের অর্থ ১৫৯
عَهْدُ اللهِ-এর অর্থ ১৫৯
اَيْمَانَ শব্দের অর্থ ১৬০
ইহুদীদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ ১৬০
لوى يلوى শব্দের অর্থ ১৬১
আল্লাহর অঙ্গীকার থেকে পালাবার একটি কৌশল ১৬১
حكم শব্দের বিভিন্ন অর্থ ১৬২
رَبَّانِى শব্দের অর্থ ১৬৩
পরবর্তী আলোচনা ঃ ৮১-৯১ আয়াত ১৬৪
২২. শব্দের ব্যাখ্যা ও আয়াতের তাফসীর ১৬৭
নবীদের ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের প্রতিজ্ঞা ১৬৭
উম্মী নবী স.-এর ব্যাপারে অঙ্গীকার ১৬৮
বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণের পদ্ধতি ১৬৯
ইসলাম সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির দীন ১৭০
ইসলামের পূর্ণাঙ্গ কালিমা ১৭১
هِدَايَتْ শব্দের বিশেষ অর্থ ১৭২
যাদের তওবা কবুল হবার নয় তাদের বর্ণনা ১৭৩
২৩. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৯২-৯৯ আয়াত ১৭৫
মুসলমানদের ওপর ইবরাহীমি মিল্লাতের বিরোধিতার অভিযোগ ১৭৫
২৪. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ১৭৮
আল্লাহর আস্থা অর্জন করার শর্ত প্রিয়

www.pathagar.com

সম্পদ ব্যয় করা ১৭৮
ইহুদীদের একটি অভিযোগের জবাব ১৭৯
ইহুদীদের হারামকৃত পবিত্র বস্তুসমূহের
তিনটি প্রকারভেদ ১৮০
بَكَّة শব্দের ব্যাখ্যা ১৮১
কা'বার বায়তুল্লাহ হবার নিশানী ১৮২
মাকামে ইবরাহীম এর অর্থ ১৮৩
মক্কা নিরাপত্তার শহর ১৮৩
হজ্জের সুন্নত ১৮৪
হজ্জের ব্যাপারে একটি সতর্কীকরণ ১৮৪
২৫. পরবর্তী আলোচনা ঃ
১০০-১০৯ আয়াত ১৮৫
২৬. শব্দের ব্যাখ্যা ও আয়াতের তাফসীর ১৮৮
মুসলমানদেরকে কিতাবধারী দুষ্টচক্র
থেকে আত্মরক্ষা করার তাকিদ ১৮৮
ফিতনা থেকে সুরক্ষিত থাকার কৌশল ১৮৮
اعْتِصَامٌ بِاللّٰه -এর তাৎপর্য ১৮৯
حَبْلُ اللّٰهِ বলতে কি বুঝায় ১৯০
اعْتِصَامٌ بِحَبْلِ اللّٰهِ
জামায়াতবদ্ধভাবেই কাম্য ১৯১
মুসলমানদের উদ্দেশ্যে
একটি সতর্কবাণী ১৯২
খেলাফত প্রতিষ্ঠার মৌল উদ্দেশ্য ১৯২
মুসলমানদের উদ্দেশ্যে
কতিপয় সতর্কীকরণ ১৯৪
২৭. পরবর্তী আলোচনা ঃ
১১০-১২০ আয়াত ১৯৪
২৮. শব্দের ব্যাখ্যা ও আয়াতের তাফসীর ১৯৮
সর্বোৎকৃষ্ট জাতির পদমর্যাদা সংশ্লিষ্ট
গুণ-বৈশিষ্ট্যের শর্তাধীন ১৯৯
ঈমান প্রত্যেক ভাল কাজের মূল ১৯৯
এ উম্মতের নেতৃত্ব পদের ঘোষণা ১৯৯
أَذًى শব্দের অর্থ ২০০
অপমানকর শাস্তি ২০০
إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ-এর অর্থ ২০১
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ-এর অর্থ ২০১
مَسْكَنَةٌ অর্থ ২০২
ذِلَّتٌ ও مَسْكَنَةٌ-এর শাস্তির কারণ ২০২
আহলে কিতাবের ঈমানদার দল ২০৩
কুফরী ও শিরক দ্বারা যাবতীয় ভালকাজ
ধ্বংস হয়ে যায় ২০৫
আল্লাহর স্বয়ংসম্পূর্ণ কিতাব
স্রেফ কুরআন ২০৬
মুসলামনদেরকে আহলে কিতাব থেকে
সতর্ক থাকার হেদায়াত ২০৭
২৯. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১২১-১২৯ আয়াত ২০৮
৩০. শব্দাবলীর ব্যাখ্যা ও
আয়াতসমূহের তাফসীর ২১১
উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীর
ওপর পর্যালোচনা ২১১
فَشَلٌ শব্দের অর্থ ২১১
أَذِلَّةٌ শব্দের অর্থ ২১২
মুনাফিকদের একটি অপকর্ম ২১২
আল্লাহ ঈমানদরদের কর্মসম্পাদনকারী ২১৩
বদর যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে
দেয়া হলো ২১৩
ব্যাপক অর্থে তাকওয়া ২১৩
مُسَوِّمِينَ শব্দের অর্থ ২১৪
প্রিয় নবী স.-কে সান্ত্বনা দান ২১৬
৩১. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৩০-১৪৩ আয়াত ২১৬
৩১. শব্দার্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতের তাফসীর ২১৯
أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً-এর শর্ত
লাগাবার উদ্দেশ্য ২১৯
সুদখোরীতে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে
ইনফাকে প্রতিযোগিতার আহ্বান ২১৯
জান্নাতের প্রশস্ততার একটি উদাহরণ ২২০
ইনফাকের পথে একটি প্রতিবন্ধকতা ২২২
سُنَنٌ শব্দের অর্থ ২২৩
وَهْنٌ-এর অর্থ ২২৪
الْقَوْمِ শব্দের অর্থ ২২৪
الْأَيَّامِ শব্দের তাৎপর্য ২২৪
معطوف - مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ ছাড়া
এর ব্যবহার ২২৪
شُهَدَاء শব্দের অর্থ ২২৫
تَمْحِيصٌ শব্দের অর্থ ২২৫
তাওহীদের উদ্দেশ্য কুফরীকে
মিটিয়ে দেয়া ২২৬
হক-এর পথে পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী ২২৭
৩৩. পরবর্তী আলোচনা ঃ
১৪৪-১৪৮ আয়াত ২২৮
৩৪. শব্দার্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতের তাফসীর ২৩০
মুনাফিকদের দুটি বিশেষ দুর্বলতা ২৩১
وهن، ضعفت ও استكانت শব্দের অর্থ ২৩২

www.pathagar.com

আম্বিয়া ও তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের একটি সুন্নত ২৩২
৩৫. পরবর্তী আলোচনা : ১৪৯-১৫৫ আয়াত ২৩৩
৩৬. শব্দার্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতের বিষদ ব্যাখ্যা ২৩৬
কাফির ও মুনাফিকদের প্রচারণা ২৩৬
প্রচারণার জবাব ২৩৬
শিরকের কোনো ভিত্তি নেই ২৩৭
حَسَّ يَحُسُّ শব্দের অর্থ ২৩৮
فشل শব্দের অর্থ ২৩৮
مَا تُحِبُّونَ-এর অর্থ ২৩৮
উহুদ পরাজয়ের কারণ ২৩৮
আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি শর্তাধীন ২৩৯
اصعاد শব্দের অর্থ ২৪০
غَمًّا بِغَمٍّ-এর অর্থ ২৪০
১৫৩ নম্বর আয়াতের শৃঙ্খলা ২৪০
পরীক্ষার উদ্দেশ্য ২৪১
উহুদের পরীক্ষায় বিপদ দূরীকরণ ২৪১
اَمَنَةً শব্দের অর্থ ২৪৩
যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে নিদ্রার গুরুত্ব ২৪৩
ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ-এর অর্থ ২৪৩
উর্ধ্ব করণের একটি দৃষ্টান্ত ২৪৪
উহুদের ঘটনা প্রবাহের ওপর পর্যালোচনা ২৪৪
৩৭. পরবর্তী আলোচনা : ১৫৬-১৮৯ আয়াত ২৪৫
৩৮. শব্দাবলীর অর্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ২৫২
ل অক্ষরের অর্থ ২৫৩
জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ারে ২৫৩
فظ শব্দের অর্থ ২৫৪
মুনাফিকদের ব্যাপারে মহানবী স.-এর কর্মনীতির সঠিকতা প্রতিপাদন ২৫৪
ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় শূরা পদ্ধতির স্থান ২৫৫
সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্পতা বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিকোণ ২৫৭
কয়েকটি সূক্ষ্ম বিষয় ২৫৭
غل শব্দের সঠিক অর্থ ২৫৮
মহানবী স.-এর প্রতি মুনাফিকদের অভিযোগ ও তার জবাব ২৫৮
নবী করীম স.-এর বরকতময় আবির্ভাব ২৬০
একটি ভুল ধারণার অপনোদন ২৬১
হকের পথে পরীক্ষার হেকমাত ২৬৩
মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কবাণী ২৬৪
শহীদদের ঈমানদার উত্তরসূরীদের জন্য বিশেষ রেয়াত ২৬৪
উহুদের পরাজয়ের পরও নিষ্ঠাবানদের মনোবল অক্ষুণ্ন রইলো ২৬৫
বেগবান নদীতে বাঁধ দিলে তার গতি যায় বেড়ে ২৬৬
অনুগ্রহ প্রকাশক আয়াত ২৬৭
উহুদের ঘটনার কল্যাণকর দিক ২৬৮
ইনফাকের ক্ষেত্রে মুনাফিকদের দুর্বলতা ২৬৯
আল্লাহর সাথে মুনাফিকদের বিদ্রূপ ২৬৯
অলংকার শাস্ত্রের একটি সূক্ষ্ম দিক ২৭০
ইহুদীদের একটি কুকীর্তি ২৭১
নবী স.-এর প্রতি সহানুভূতি ২৭২
بينات শব্দের অর্থ ২৭২
زبر শব্দের অর্থ ২৭২
كتاب منير এর অর্থ ২৭২
একই সাথে সতর্কীকরণ ও সান্ত্বনা প্রদান ২৭২
মুসলমানদেরকে সবর ও তাকওয়ার প্রশিক্ষণ ২৭৩
আহলে কিতাবের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ সতর্কবাণী ২৭৩
তাওরাত ও ইনজীলে কিতাব প্রকাশ করার তাকিদ ২৭৩
৩৯. পরবর্তী আলোচনা : ১৯০-২০০ আয়াত ২৭৫
৪০. শব্দার্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের তাফসীর ২৭৮
বিচক্ষণদের দৃষ্টিশক্তি ২৭৯
বিশ্বজাগতিক দর্শন ২৭৯
চিন্তা করার মতো কয়েকটি দিক ২৮০
ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে জ্ঞানবানদের কর্মনীতি ২৮১

www.pathagar.com

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের প্রতি
একটি সূক্ষ্ম কটাক্ষ ২৮২
নির্ভেজাল ও যথাসময়ে কৃত দোয়া
অবিলম্বে কবুল হয় ২৮২
দোয়ায় নিহিত অলংকার ২৮২
মযলুম ও দুর্বলদের উৎসাহ দান ২৮৩
আমলের পাল্লায় পুরুষ ও স্ত্রীলোক
উভয়ই সমান ২৮৩
আমল ও আমলের প্রতিক্রিয়া ২৮৪
لَا يَغُرَّنَّكَ -এতে রয়েছে সাধারণ
সম্বোধন ২৮৪
মুসলমানদের অধিকতর
সাহস যোগানো ২৮৫
সৎ আহলে কিতাবের প্রশংসা জ্ঞাপন ২৮৫
শরীয়তে নির্ধারিত হক আদায় করার
জন্য বুনিয়াদী হেদায়াত ২৮৬
সবরের হাকীকত ২৮৬
ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতার অর্থ ২৮৬
مرابطت শব্দের তাৎপর্য ২৮৬
تقوى শব্দের তাৎপর্য ২৮৭

সূরা আন নিসা-এর তাফসীর ২৮৯

ক. সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ ও
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ২৯১
খ. সূরার তাৎপর্য বিচার ২৯২
১. শব্দের অর্থ ও আয়াতের ব্যাখ্যা ২৯৯
خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا-এর অর্থ ২৯৯
تَسَاءَلُ-এর অর্থ ২৯৯
اَرْحَام শব্দের অর্থ ৩০০
সমাজ সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট
বুনিয়াদী সত্য ৩০০
২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২-১০ আয়াত ৩০১
৩. শব্দের অর্থ ও আয়াতের তাফসীর ৩০৪
২ নম্বর আয়াতের সম্বোধন
এতিমদের অভিভাবকদের প্রতি ৩০৫
طَيِّب ও خَبِيث শব্দদ্বয়ের অর্থ ৩০৫
এতিমদের মাল হিফাযতের জন্য
জরুরী হেদায়াত ৩০৫
يَتَامى শব্দের অর্থ ৩০৬
مَاطَابَ لَكُم অর্থ ৩০৬
نِسَاء বলতে এতিমদের মাতা-ই উদ্দেশ্য ৩০৬
বিশেষ কারণ ও প্রয়োজনে একাধিক
স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ৩০৬
একটি সন্দেহের অপনোদন ৩০৭
আরেকটি সন্দেহের নিরসন ৩০৭
মোহরানা আদায়ের শর্তারোপ ৩০৮
نِحْلَةً শব্দের অর্থ ৩০৮
سُفَهَاء-এর অর্থ নির্বোধ এতিম ৩০৯
এতিমদের মাল কখন তাদের ফিরিয়ে
দিতে হবে ? ৩১০
দৈহিক বিচারে বালেগ হওয়া বুদ্ধিবৃত্তিক
বালেগ হওয়াকে অবশ্যম্ভাবী করে না ৩১০
গরীব পৃষ্ঠপোষকদের এতিমের মাল
থেকে ন্যায্য পরিমাণে উপকৃত
হওয়ার অনুমতি ৩১০
মাল ফিরিয়ে দেয়ার সময় সাক্ষী
রাখার হেদায়াত ৩১১
এতিমদের হকের সুসংরক্ষণ
অন্যদের হকের পথ খুলে দিয়েছে ৩১১
৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১১-১৪ আয়াত ৩১২
ওয়ারিশী সম্পত্তির শরঈ বণ্টন ৩১২
৫. শব্দসমূহের অর্থ ও
আয়াতসমূহের তাফসীর ৩১৪
وَصِيَّتْ শব্দের প্রকৃত অর্থ ৩১৪
কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানের
অংশ দ্বিগুণ রাখার কারণ ৩১৫
আল্লাহর বণ্টন পদ্ধতির বিরোধিতা করা
তাঁর প্রতি তাচ্ছিল্যের শামিল ৩১৫
ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা
জায়েয নয় ৩১৬
غَيْرَ مُضَار শর্তারোপের হেকমত ৩১৬
৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৫-১৮ আয়াত ৩১৭
যৌন বিশৃংখলা প্রতিরোধ একটি
কৃত্রিম নির্দেশ ৩১৭
৭. শব্দসমূহের অর্থ বিশ্লেষণ ও
আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ৩১৯
فَاحِشَة শব্দটি ব্যভিচার বুঝাবার
জন্য প্রসিদ্ধ ৩১৯
مِنْ نِسَاءِكُمْ-এর অর্থ ৩১৯
কৃত্রিম নির্দেশ হওয়ার ইঙ্গিত ৩১৯
কুকর্মকারীদ্বয়ের মধ্যে পুরুষের প্রবলতর
পক্ষ হওয়ার জন্য পুংলিঙ্গ বাচক ক্রিয়া ৩১৯
اِيذَاء শব্দের অর্থ ৩১৯
দু'টি পৃথক হেদায়াত ৩২০
মহিলাদের ব্যাপারে কঠোরতর
সাবধানতার হেকমত ৩২০
শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে কারাবন্দী
করা জায়েয ৩২১
جَهَالَت শব্দের অর্থ ৩২১
তাওবা কবুল হওয়ার শর্ত ৩২২

www.pathagar.com

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ৩২২
৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৯-২২ আয়াত ৩২৩
৯-শব্দসমূহের অর্থ বিশ্লেষণ ও
আয়াতসমূহের তাফসীর ৩২৪
عضل শব্দের অর্থ ৩২৪
معاشرت بالمعروف বা সদ্ভাবে
জীবন যাপন ৩২৪
জাহিলী আরবের একটি অপসন্দনীয়
প্রথার সংশোধন ৩২৪
অপসন্দের স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার
করার হেদায়াত ৩২৫
একটি সাহিত্যিক সূক্ষ্ম বিষয় ৩২৫
قنطار শব্দের অর্থ ৩২৬
افضى بعضكم الى بعض-এর তাৎপর্য ৩২৬
স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া
সৌজন্য পরিপন্থী ৩২৬
বিবাহ বন্ধন একটি মযবুত
অঙ্গীকারনামা ৩২৭
الا ما قد سلف-এর অর্থ ৩২৮
ঘৃণার্হ বৈবাহিক সম্পর্ক ৩২৮
বিশেষ শ্রেণীসমূহের মন্দ কাজের বর্ণনা
সাধারণ ভাষ্যে ৩২৮
১০. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৩-২৫ আয়াত ৩২৮
১১. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতসমূহের
বিশদ ব্যাখ্যা ৩৩১
রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে নিকটতম
মহিলাদের বিয়ে করা হারাম ৩৩১
দুধপান জনিত সম্পর্ক
মাতৃসম্পর্ক সদৃশ ৩৩১
দুধপান জনিত সম্পর্ক সমাজের জন্য
মহা আশীর্বাদ স্বরূপ ৩৩২
গ্রহণযোগ্য দুধপানের শর্ত ৩৩২
رَبِيبَةٌ কোন্ অবস্থায় নিষিদ্ধ ৩৩২
দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা
নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ৩৩৩
احصان শব্দের অর্থ ৩৩৩
مسافحت ও سفح শব্দের অর্থ ৩৩৪
বিয়ের জন্য দু'টি বুনিয়াদী শর্ত ৩৩৪
মোহরানার শর্তারোপ করার
মূল উদ্দেশ্য ৩৩৪
احصان-এর শর্ত 'মোতা'
বিবাহের প্রতিবন্ধক ৩৩৫
فَاحِشَةٌ শব্দটি অনির্দিষ্ট হিসেবে ব্যবহার ৩৩৬
ভিন্ন মালিকের বাঁদীর সাথে বিয়ের
অনুমতি সাবধানতার জন্য ৩৩৬
ইসলামী সমাজে গোলাম-বাঁদীদের স্থান ৩৩৭
গোলাম-বাঁদীদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষে
কতিপয় বিধান ৩৩৭
পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তির উৎস ৩৩৮
১২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৬-২৮ আয়াত ৩৩৮
১৩. শব্দসমূহের অর্থ ও
আয়াতসমূহের তাফসীর ৩৩৯
اَرَادَ শব্দের দু'টি অর্থ ৩৩৯
১৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৯-৩৩ আয়াত ৩৪১
১৫. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতসমূহের
বিশদ ব্যাখ্যা ৩৪২
সম্পদের সুরক্ষা ও জীবনের সুরক্ষার
মাঝে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক ৩৪৩
কোনো লেনদেন জনিত বিষয়ে উভয়
পক্ষের প্রকৃত সম্মতি শর্ত ৩৪৩
لَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ-এর অর্থ ৩৪৪
আল্লাহর রহমতের দাবী ৩৪৪
ظلم ও عدوان শব্দের বিশেষ অর্থ ৩৪৪
একটি সূক্ষ্ম বিষয় ৩৪৫
'কবিরা' ও 'সগীরা' বলতে কি বুঝায় ? ৩৪৫
জান্নাতের পথ ৩৪৬
সগীরা থেকে বাঁচার উপায় ও কবীরা
বর্জন করা ৩৪৬
প্রতিযোগিতার আসল ক্ষেত্র
অর্জিত গুণাবলী ৩৪৭
مولى শব্দের অর্থ ৩৪৮
আল্লাহর নির্ধারিত ওয়ারিশরাই
প্রকৃত ওয়ারিশ ৩৪৮
১৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৩৪-৩৫ আয়াত ৩৪৯
পরিবারের শৃংখলার জন্য হেদায়াত ৩৪৯
১৭. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও
আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৩৫০
قَامَ عَلَى-এর অর্থ ৩৫০
পরিবার রাষ্ট্রের কর্ণধার পুরুষ ৩৫১
পুরুষের নেতৃত্বের সপক্ষে দু'টি প্রমাণ ৩৫১
পরিবার প্রধানের অনুগত ও বিশ্বস্ত স্ত্রীই
নেক স্ত্রী ৩৫১
حفظت للغيب-এর অর্থ ৩৫২
نُشُوزٌ-এর তাৎপর্য ৩৫২
অবাধ্যতাজনিত অবস্থায়
পুরুষের ইখতিয়ার ৩৫৩
সংশোধনের পর পেছনের কালিমা
ভুলে যেতে হবে ৩৫৩
পরিস্থিতির উন্নতির আরেকটি উপায় ৩৫৩
স্বামী-স্ত্রীকে মীমাংসায় উপনীত হতে

www.pathagar.com

উৎসাহ দান ৩৫৪
১৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৩৬-৪৩ আয়াত ৩৫৫
১৯. শব্দ মালার বিশ্লেষণ ও
আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৩৫৭
প্রতিবেশীর তিনটি প্রকারভেদ ৩৫৮
আল্লাহর হকই সবচেয়ে বড় ৩৫৮
আল্লাহর পরে পিতা-মাতার হকই
সবচেয়ে বড় ৩৫৯
আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও
প্রতিবেশীর হক ৩৫৯
অধিকার আদায় করার
কুণ্ঠিত মানসিকতা ৩৫৯
আত্মম্ভরী ও অহংকারী লোকদের
কতক বৈশিষ্ট্য ৩৬০
কৃপণ ধনীদের একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক ৩৬০
লোক দেখানো ইনফাক ৩৬১
কিয়ামতের দিন নিজ নিজ উম্মত
সম্পর্কে নবীদের সাক্ষ্যদান ৩৬২
صلوة শব্দটি নামায ও নামাযের স্থান
উভয় অর্থে ৩৬৪
শরাব নিষিদ্ধকরণ ইসলামের
প্রাথমিক পদক্ষেপ ৩৬৪
নেশা বোধশক্তির নাজাসাত আর
অপবিত্র অবস্থা দেহের নাজাসাত ৩৬৫
তায়াম্মুমের হেকমত ৩৬৫
তায়াম্মুমের তিনটি পরিস্থিতি ৩৬৫
স্বাভাবিক অপবিত্রতা ও জানাবাত
উভয় অবস্থায় তায়াম্মুমের অনুমতি ৩৬৬
৪৩ নম্বর আয়াতের প্রেক্ষাপট ও
আলোচ্য বিষয় ৩৬৬
২০. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৪৪-৫৭ আয়াত ৩৬৭
২১. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও
আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৩৭১
কুরআন ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের
মধ্যে সম্পূর্ণ ও আংশিক-এর
তারতম্য বিদ্যমান ৩৭১
ইহুদীদের একটি দুষ্কর্ম ৩৭২
সুন্দর ও শিষ্ট শব্দের ব্যবহার
বিদ্রূপচ্ছলে ৩৭২
سمعنا, اطعنا -এর অর্থ ৩৭২
راعنا, শব্দের অর্থ ৩৭৩
নবীকে বিদ্রূপ করা দীনকেই বিদ্রূপ
করার শামিল ৩৭৪
চেহারা বিকৃত করে দেয়ার কারণ ৩৭৪
وجوها, শব্দটি অনির্দিষ্ট 'نكره'
নেয়ার অলংকার ৩৭৫
فنردها على ادبارها-এর অর্থ ৩৭৫
ইহুদীদের প্রতি সর্বশেষ সতর্কীকরণ ৩৭৫
ইহুদীরা যে লা'নতের যোগ্য ছিল ৩৭৫
আমল ও শাস্তির মধ্যে সাদৃশ্য ৩৭৬
জিব্ত ও তাগুতের অর্থ ৩৭৭
দীনের বুনিয়াদ তাওহীদের
ওপর স্থাপিত ৩৭৭
আল্লাহ শিরককে মাফ করবেন না ৩৭৭
ইহুদীদের মুশরিকী আমল ও আকীদা ৩৭৮
নিকৃষ্ট আমল ও নাপাক রূহ ৩৭৮
ঈমানদারদের মুকাবিলায়
মুশরিকদের সহায়তাদান ৩৭৯
ইহুদীরা ছিল বনী ইসমাঈলের
প্রতি বিদ্বেষী ৩৮০
ইবরাহীমের বংশধর মানে
বনী ইসমাঈল ৩৮০
বনী ইসমাঈলের জন্য আল্লাহ তাআলার
তিনটি প্রতিশ্রুতি ৩৮১
ঘটনার আচরণে ওয়াদার উল্লেখ ৩৮২
রাজত্ব, কিতাব ও হেকমতেরই
ফলশ্রুতি ৩৮২
বনী ইসমাঈলকে সতর্কীকরণ ৩৮৩
২২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৫৮-৭০ আয়াত ৩৮৪
২৩. শব্দসমূহের অর্থ বিশ্লেষণ ও
আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৩৮৮
امانت শব্দটি ব্যাপক অর্থে ৩৮৮
আমানতের হক ৩৮৮
আমানতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ৩৮৯
اولوا الامر-এর অর্থ ৩৮৯
'উলুল আমর'-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ৩৯০
'তাবীল' শব্দের অর্থ ৩৯০
ইসলামে আদেশ ও আনুগত্যের
তিনটি কেন্দ্রবিন্দু ৩৯১
মতভেদ জনিত কারণে কুরআন ও
সুন্নাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ ৩৯১
ইজমা মতভেদ নিরসনের
প্রামাণ্য পদ্ধতি ৩৯২
কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদ ৩৯২
আল্লাহর কিতাবের ন্যায় সুন্নাহর
মর্যাদাও চিরস্থায়ী ৩৯২
মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে হুশিয়ারী ৩৯৪
মুনাফিকদের কর্মকৌশল ৩৯৪
একটি রাজনৈতিক সূক্ষ্ম বিষয় ৩৯৫
মুনাফিকদের অন্তরের আসল

www.pathagar.com

গোপন রহস্য ৩৯৫
قَوْلًا بَلِيغًا-এর অলংকার ৩৯৬
রাসূলের প্রকৃত মর্যাদা ৩৯৬
রাসূল স. আল্লাহর শরঈ
সার্বভৌমত্বের প্রতীক ৩৯৭
গোপনে ও প্রকাশ্যে রাসূলের আনুগত্য
ঈমানের মৌলিক শর্ত ৩৯৭
রাসূলের ক্ষমা প্রার্থনা
শাফাআতের শামিল ৩৯৮
মুনাফিকদের মৌলিক দুর্বলতা ৩৯৯
সত্যপ্রীতির আসল দাবি ৩৯৯
হিজরত ও জিহাদের বরকত ৪০০

২৪. পরবর্তী আলোচনা : ৭১-৭৬ আয়াত ৪০০

২৫. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৪০২

حذر শব্দের বিশ্লেষণ ৪০৩
ثبات শব্দের অর্থ ৪০৩
بَطَّا يُبَطِّئُ-এর অর্থ ৪০৩
মুনাফিকদের কাপুরুষতা ও
মুসলমানদের সফলতার ওপর
ওদের হিংসা ৪০৪
شرى يشرى-এর অর্থ ৪০৪
আল্লাহর পথে জিহাদের যোগ্য কারা ? ৪০৫
জিহাদের একটি অন্যতম উদ্বোধক ৪০৫
৭৫ নম্বর আয়াতের ইঙ্গিতসমূহ ৪০৬

২৬. পরবর্তী আলোচনা : ৭৭-৮৫ আয়াত ৪০৭

২৭. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৪১১

কথায় আছে কাজে নেই ৪১২
জিহাদ এবং নামায ও যাকাতের মধ্যে
নিবিড় সম্পর্ক ৪১২
মৃত্যুর ভয়ের কারণ ও তার প্রতিকার ৪১৩
রাসূলের প্রতিটি কাজ আল্লাহর
তত্ত্বাবধানে হয় ৪১৩
কল্যাণ আল্লাহর রহমতের আর
অকল্যাণ মানুষের কৃতকর্মের ফলশ্রুতি ৪১৪
মন্দকে অবকাশ দেয়ার হেকমত ৪১৫
রাসূলের কোনো কাজে আপত্তি করা
তাঁর রেসালাতকে প্রত্যাখ্যান
করার শামিল ৪১৫
বিভ্রাট সৃষ্টি না হলে সর্বনামের
বিভিন্নমুখী ব্যবহারে কোনো
দোষ নেই ৪১৬
مبتدا বিলোপ করার উপকারিতা ৪১৬
بَيَّتَ يُبَيِّتُ-এর অর্থ ৪১৬

কুরআনে আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্ন অন্য
কারো ইচ্ছার কোনো দখল নেই ৪১৭
أُولُوا الْأَمْرِ-এর ওপর আলোচনা ৪১৮
اسْتِنْبَاط শব্দের অর্থ ৪১৮
গুজবের প্রতি মুনাফিকদের আগ্রহ ৪১৯
গুজবের ব্যাপারে সঠিক কর্মনীতি ৪১৯
ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব ও
উলুল আমর-এর মর্যাদা ৪১৯
شفع শব্দের অর্থ ৪২০
ভাল সুপারিশ বনাম মন্দ সুপারিশ ৪২০
مقيت শব্দের অর্থ ৪২০
হকের সমর্থনে মুখে কিছু বলার জন্যও
পুরস্কার রয়েছে ৪২১

২৮. পরবর্তী আলোচনা : ৮৬-১০০ আয়াত ৪২১

২৯. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৪২৭

تحية শব্দের অর্থ ৪২৭
ইসলামী সমাজে সালামের গুরুত্ব ৪২৭
দারুল কুফরের মুসলমানদের ঈমান ও
কুফরের মানদণ্ড ও হিজরত ৪২৯
উপরোক্ত আদেশের কতক ব্যতিক্রম ৪৩০
فتنه-এর অর্থ ৪৩১
سلطان শব্দের অর্থ ৪৩১
নিরপেক্ষতার মিথ্যা দাবীদারদের
ব্যাপারে হুকুম ৪৩১
দারুল হরবের নিষ্ঠাবান মুসলমানদের
জীবন সংরক্ষণ ৪৩২
ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা
গুরুতর অপরাধ ৪৩৩
সামাজিক রীতিনীতির ওপর ভিত্তিশীল
বিধান অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা
পরিবর্তিত হয়ে যায় ৪৩৩
গোলামের বিকল্প ৪৩৪
তাওবার তাকিদ ও তার
সহায়ক বিষয়াদী ৪৩৪
দারুল হরবের মুসলমানদের সুরক্ষার
জন্য অধিকতর ব্যবস্থা ৪৩৫
জিহাদে উৎসাহ দান ৪৩৬
বহুবচন ব্যবহারের একটা বিশেষ স্থান ৪৩৭
ধমকের সুরে প্রশ্ন ৪৩৭
সকল সুস্থ সবল মুসলমানদের হিজরত
করার হুকুম ৪৩৮
হিজরতের সাথে সংশ্লিষ্ট
কতিপয় বাস্তবতা ৪৩৮

www.pathagar.com

৩০. পরবর্তী আলোচনা ঃ
১০১-১০৪ আয়াত ৪৩৯
জিহাদের প্রকৃত প্রাণসত্তা নামায ৪৩৯
জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব ৪৪০
আত্মরক্ষার গুরুত্ব ৪৪০
পয়গম্বর স.-এর ইক্তেদার গুরুত্ব ৪৪১
৩১. শব্দাবলীর বিশ্লেষণও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৪৪২
আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই নামাযে কসরের অনুমতি ৪৪৩
কসরের অনুমতি একটি রুকসত ৪৪৩
কসরের অনুমতি কেবলমাত্র জিহাদের সফরের সাথেই নির্দিষ্ট নয় ৪৪৩
حذر শব্দের অর্থ ৪৪৪
নবী করীম স.-এর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত নামাযের জামায়াত ও আত্মরক্ষা এতদুভয়ের চাহিদার মাঝে সমন্বয় সাধন ৪৪৫
১০২ নম্বর আয়াতের আলোকে ভয়কালীন নামায ৪৪৫
এ বিশেষ পদ্ধতিটি নবী স.-এর জীবিত ও উপস্থিত থাকাকালীন অবস্থার সাথে জড়িত ৪৪৬
কসরের ক্ষতিপূরণ আল্লাহর বেশী বেশী যিকির দ্বারা ৪৪৭
নবী করীম স. কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারিত দায়িত্বেরই নামান্তর ৪৪৭
القوم বলতে বুঝানো হয়েছে দুশমনদের ৪৪৮
জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে অধিকতর তাকিদ ৪৪৮
৩২. পরবর্তী আলোচনা ঃ
১০৪-১১৫ আয়াত ৪৪৮
৩৩. শব্দাবলীর ব্যাখ্যা ও আয়াতসমূহের তাফসীর ৪৫২
ارا ءت শব্দের অর্থ ৪৫২
مجادلة শব্দটি ভাল ও মন্দ উভয় অর্থে ৪৫২
মুনাফিকী হচ্ছে খোদ নিজের বিবেকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল ৪৫৩
সম্বোধন নবী স-এর উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা অন্যদের লক্ষ করে ৪৫৩
আল্লাহ ও মু'মিনদের পসন্দ অপসন্দের মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না ৪৫৩
মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের কষ্টিপাথর আল কুরআন ৪৫৪
ها শব্দটি সতর্কীকরণমূলক শব্দ ৪৫৫
وَكِيْل শব্দের তিনটি অর্থ ৪৫৫
মুনাফিকদের সহায়তাদানকারীদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন ৪৫৫
কুচক্রীদের একটি বিশেষ অস্ত্র ৪৫৬
মহানবী স.-এর প্রতি সদয় দৃষ্টি ও মুসলমানদের অবহিত করণ ৪৫৭
সত্য পথ বর্জনকারীরা নিজেরাই নিজেদের গোমরাহ করে ৪৫৭
نجوى শব্দের অর্থ এবং এতে ভাল ও মন্দের দুটি দিক ৪৫৮
সদুদ্দেশে গোপন সংলাপ ৪৫৮
مشاقة ও الهدى শব্দদ্বয়ের অর্থ ৪৫৮
سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ-এর অর্থ ৪৫৮
نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى-এর বাকভঙ্গী ৪৫৯
মুনাফিকদের কানাঘুষার ধরন ৪৫৯
৩৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ
১১৬-১২৬ আয়াত ৪৬০
শিরকের হাকীকত ৪৬১
আখেরাতের সাফল্য তাওহীদবাদীদের জন্যই নির্ধারিত ৪৬১
আল্লাহর দরবারে একমাত্র ঈমানও সৎকর্মই কাজে আসবে ৪৬১
কোনো মিল্লাতই ইবরাহীমী মিল্লাতের অপেক্ষা অধিকতর তাওহীদের বাহক নয় ৪৬১
৩৫. শব্দাবলীর অর্থ ও আয়াতসমূহের বিশদব্যাখ্যা ৪৬৩
دُوْنَ শব্দটির অর্থ ৪৬৪
শিরকের অমার্জনীয় অপরাধ হওয়ার কারণ ৪৬৪
আল্লাহর হেদায়াত বিরোধী কোনো পদ্ধতির অনুসরণ করা শিরক ৪৬৪
اناث অর্থ কল্পিত দেব-দেবী ৪৬৫
শিরকের মূল হোতা হচ্ছে শয়তান ৪৬৬
لَعَنَهُ اللّٰهُ মধ্যবর্তী বাক্যের অর্থে ৪৬৬
বনী আদমের প্রতি শয়তানের হুমকী ৪৬৭
অন্যায় আশা-আকাঙ্ক্ষা ৪৬৮
মুশরিক সুলভ উৎসর্গসমূহ ৪৬৮
تَغْيِيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ এর অর্থ ৪৬৮
امر শব্দের বিভিন্ন অর্থ ৪৬৯
শিরকের দুর্বলতা ও তার বংশপরিচয় ৪৬৯
ঈমান ও নেক আমলেই নাজাতের পথ, মিথ্যে আশা নয় ৪৭১

www.pathagar.com

মিল্লাতে ইবরাহীম ৪৭১
ইবরাহীম আ.-এর আল্লাহর বন্ধু হওয়ার কারণ ৪৭২
৩৬. পরবর্তী আলোচনা : ১২৭-১৩৪ আয়াত ৪৭২
৩৭. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৪৭৬
প্রশ্ন উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত করণই অলংকারপূর্ণ ৪৭৬
الكتب। বলতে এই সূরারই ২-৪ নম্বর আয়াত বুঝানো হয়েছে ৪৭৬
বিবাহে মোহরানা আদায় করা ও ইনসাফ বজায় রাখার ব্যাখ্যা ৪৭৬
প্রশ্নের জবাব ও আরবী ভাষার একটা বিশেষ রীতি ৪৭৭
বৈবাহিক সম্পর্ককে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়কে স্বার্থ ত্যাগে উৎসাহ দান ৪৭৮
স্ত্রীদের ব্যাপারে ইনসাফের মাপকাঠি ৪৭৯
আত্মত্যাগের সীমা ৪৮০
لله ما فى السموت وما فى الارض الاية -এর পুনরাবৃত্তিতে রয়েছে অলংকার ৪৮০
حذف করার একটা রীতি ৪৮১
৩৮. পরবর্তী আলোচনা : ১৩৫-১৫২ আয়াত ৪৮২
৩৯. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৪৮৬
তোমাদের পক্ষে বা বিরুদ্ধে সর্বাবস্থায় ইনসাফের ওপর কায়েম থাকবে ৪৮৭
ধনী-গরীব উভয়ের একই বাটখারা ও একই তুলাদণ্ড ৪৮৭
প্রবৃত্তির অনুসরণ আল্লাহর হেদায়াতের পরিপন্থী ৪৮৮
সত্য ও সুবিচার নীতি ধ্বংস করার দুটি পদ্ধতি ৪৮৮
ভাষার একটা ভঙ্গী ৪৮৮
কুরআনের পূর্বে প্রকৃত আসমানী কিতাবের মর্যাদা কেবল তাওরাতেরই রয়েছে ৪৮৯
نَزَّلَ ও اَنْزَلَ শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য ৪৮৯
১৩৬ নম্বর আয়াতটি তার পূর্বের ও পরের আয়াতদ্বয়ের মধ্যবর্তী মণিহার ৪৮৯
আহলে কিতাবের মধ্য থেকে আগত মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড ৪৯০
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ- এতে সূরা আনআমের ৬৮ নম্বর আয়াতের হাওয়ালা রয়েছে ৪৯১
মজলিশে আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ৪৯১
استحوذ عليه-এর অর্থ ৪৯২
মুনাফিকদের দ্বিমুখী চক্রান্ত জাল ৪৯২
মুনাফিকদের দোদুল্যমানতার চিত্র ৪৯৩
আল্লাহর সাথে প্রতারণাকারী নিজেই প্রতারিত ৪৯৩
সর্বাগ্রে মসজিদে উপস্থিতি ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী চিহ্ন ছিল ৪৯৪
মুসলামানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব কুফরীর প্রমাণবহ ৪৯৪
الدارك الاسفل-এর অর্থ ৪৯৫
দীন আনুগত্যের অর্থে ৪৯৫
মুনাফিকদের অবস্থান কাফিরদেরও নীচে ৪৯৫
বিশেষ বিশেষ লোকদের সাথে দুর্ব্যবহারের বহিঃপ্রকাশ স্রেফ মযলুমের জন্য জায়েয ৪৯৬
জামায়াতী জিন্দেগীর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ৪৯৬
আল্লাহর গুণাবলী উল্লেখের অর্থ এ গুণের বাস্তবায়ন অনিবার্য ৪৯৭
পসন্দনীয় কর্মকাণ্ডের বর্ণনা ৪৯৭
আহলে কিতাব কট্টর কাফির ৪৯৮
৪০. পরবর্তী আলোচনা : ১৫৩-১৬২ আয়াত ৪৯৯
৪১. শব্দের বিশ্লেষণ ও আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা ৫০২
بِظُلْمِهِمْ -এর অর্থ ৫০২
سُلْطَانًا مُبِيْنًا এর অর্থ ৫০২
তূর পর্বত উত্তোলন ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ৫০২
বালাগাত (অলংকার) শাস্ত্রের একটি নিয়ম ৫০৩
বাণীর উদ্দেশ্য শব্দ ও ভাষার পোশাকে ৫০৩
عطف وَبِكُفْرِهِمْ-এর ৫০৪
হযরত মারইয়াম আ.-এর ওপর অপবাদের ধরন ৫০৪
মসীহ আ.-এর হত্যার কথিত ঘটনা খণ্ডন করার উদ্দেশ্য ৫০৫
وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ-এর অর্থ ৫০৫

www.pathagar.com

ইঞ্জীলের আলোকে ঘটনার ধরন প্রকৃতি	৫০৫
মসীহীরা অন্যের যাত্রাভঙ্গ করতে গিয়ে নিজেদের নাক কেটে বসেছে	৫০৬
رَفَعَ শব্দ দ্বারা স্রেফ মর্যাদা বৃদ্ধির অর্থ নেয়া আরবী ভাষারীতির খেলাপ	৫০৭
পুনঃ মূল বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা	৫০৭
وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ-এর অর্থ ইহুদী ও নাসারা উভয় সম্প্রদায়	৫০৭
اِيْمَانٌ। শব্দটি একীন করার অর্থে	৫০৮
لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ এতে উল্লিখিত ضمير এর مرجع	৫০৮
এটা সংবাদ দানই নয় ভীতি প্রদর্শনও	৫০৯
ইকরামার অভিমত	৫০৯
মহানবী স.-এর সাক্ষ্যদান দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে	৫০৯
ইহুদীদের ওপর জায়েয বস্তুসমূহের হারাম হওয়ার ধরন	৫১০
সূদের হারাম হওয়ার নির্দেশ যাত্রাপুস্তকে	৫১০
ইহুদীদের আসল ঈমানবিরোধী কর্মকাণ্ড	৫১০
رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ-এর অর্থ আহলে কিতাবের হকপন্থী উলামা	৫১১
اَلْمُؤْمِنُوْنَ মানে স্বচ্ছজ্ঞান ও আল্লাহভীতির অধিকারী লোকজন	৫১২
وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ -এর বর্ণনা ভঙ্গী ও তার উপকারিতা	৫১২
শরীআতে সবর ও সালাতের স্থান	৫১৩
৪২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৬৩-১৭৫ আয়াত	৫১৩
৪৩. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা	৫১৭
যাবূর	৫১৭
আল্লাহর সাথে মূসা আ.-এর কথোপকথনের ধরন	৫১৮
নবীদের নামোল্লেখে ক্রমিক ধারার ধরন	৫১৮
নবীদের প্রসঙ্গ উল্লেখের উদ্দেশ্য	৫১৮
উপরোক্ত আয়াতগুলোতে কি প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে ?	৫১৯
নবীদের অভিন্ন মিশন	৬১৯
নবীদের প্রেরণ করার প্রয়োজনীয়তা	৫২০
হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়	৫২১
এই বাণী নবী স.-এর সান্ত্বনার জন্য	৫২১
নবীর সত্যতার একটি অভ্যন্তরীণ প্রমাণ	৫২১
একটি সাধারণ সতর্কীকরণ, বক্তব্যের লক্ষস্থল ঈসায়ী সম্প্রদায়	৫২২
غلو শব্দের অর্থ	৫২৩
غلو নামক ফিতনার যেভাবে প্রচলন হয়	৫২৪
মসীহ আ.-এর আসল হাকীকত	৫২৪
তিন খোদার আকীদা	৫২৫
غلو-এর সবচেয়ে বড় কারণ অহংকার	৫২৬
হেদায়াত মানে কাঙ্ক্ষিত ও উদ্দীষ্ট লক্ষের সন্ধান লাভ	৫২৭
৪৪. পরবর্তী আলোচনা ১৭৬ আয়াত	৫২৮
সর্বশেষ আয়াত পরিশিষ্ট হিসেবে	৫২৮
৪৫. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা	৫২৯
কালালার মীরাসের বিধান	৫২৯
আল মায়েদা	৫৩১
ক. সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়	৫৩৩
খ. সূরার তাৎপর্যের ধরন	৫৩৩
গ. সূরার তাৎপর্যের পর্যালোচনা	৫৩৪
১. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা	৫৪২
عقد শব্দের অর্থ ও তার ব্যাপকতা	৫৪৩
الانعام ও بهيمة -এর মধ্যে পার্থক্য	৫৪৩
ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারের নিষিদ্ধতা ও তার গুরুত্ব	৫৪৩
নিদর্শনাবলীর সম্মান বজায় রাখা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই কাম্য	৫৪৫
قَلَائِدَ ও هَدْىَ -এর অর্থ	৫৪৫
শত্রুর শত্রুতাও নিদর্শনাবলীর অসম্মান করার বৈধতার দলীল নয়	৫৪৬
অন্যদের প্ররোচনায় আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করাও গোনাহর কাজে সহযোগিতা	৫৪৬
مَيْتَةٌ-এর বিস্তারিত বিবরণ	৫৪৮
বেদী ও মাযারে কুরবানী করা নিষিদ্ধ	৫৪৮
اسْتِقْسَام بالْاَزْلَام -এর ধরন	৫৪৯
কাফিরদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা	৫৪৯

www.pathagar.com

দীনের পূর্ণাঙ্গতা ও নিয়ামতের সম্পূর্ণতা ৫৫০
নিরূপায় অবস্থার শরঈ সীমা ৫৫১
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর ধরে আনা শিকারের হুকুম ৫৫২
হালাল ও হারামকরণ পর্যায়ে একটি মূলনীতি ৫৫৩
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর পরিচয় ৫৫৪
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ-এর অর্থ ৫৫৪
শিকার মরুবাসীদের একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজন ৫৫৫
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ৫৫৭
আহলে কিতাবের খাদ্যদ্রব্য হালাল হারামের ইসলামী সীমারেখার শর্তাধীনে জায়েয ৫৫৮
কিতাবী নারীদেরকে বিয়ে করা জায়েয হবার শর্ত ৫৫৯
كُفْرٌ بِالْاِيْمَانِ-এর তাৎপর্য ৫৬০
২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৬-১১ আয়াত ৫৬০
৩. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৫৬৩
অযু দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করার পদ্ধতি ৫৬৩
অযু ও তায়াম্মুমের বিধানের কারণ ও হিকমাত ৫৬৪
শরীআতের অঙ্গীকারের দায়িত্ব অর্পিত আছে উম্মতের ওপর ৫৬৬
৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১২-১৪ আয়াত ৫৬৮
৫. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ৫৭০
نَقِيْب শব্দের অর্থ ৫৭০
বনী ইসরাঈলের সাথে অঙ্গীকার ৫৭০
ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গের ফলাফল ৫৭২
নাসারাদের ওয়াদা ভঙ্গের ফলাফল ৫৭৪
৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৫-১৯ আয়াত ৫৭৫
ইহুদী ও নাসারাদের জন্য নাজাতের পথ ৫৭৫
৭. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতসমূহের তাফসীর ৫৭৭
اخفاء শব্দটি বিকৃত করণের একটি ব্যাপক পরিভাষা ৫৭৭
كِتَابٌ مُّبِيْنٌ ও نُوْرٌ-এর অর্থ ৫৭৮
হেদায়াতের জন্য আগ্রহ ও অনুসন্ধান ৫৭৮
পলের আকীদার মৌল প্রাণসত্তা ৫৭৯
খৃষ্টানদের প্রতি গোস্বা প্রকাশ ৫৭৯
আহলে কিতাবের আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবার ভ্রান্ত ধারণা ৫৮০
তাদের ইতিহাস দ্বারাই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ৫৮০
প্রকৃত সত্যের প্রকাশ ৫৮১
فَتْرَةٌ শব্দের অর্থ ৫৮২
আহলে কিতাবদের সতর্কীকরণ ৫৮২
৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২০-২৬ আয়াত ৫৮২
বনী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৫৮২
৯. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৫৮৪
ইহুদীদের ইতিহাসের একটি অধ্যায় ৫৮৪
একটি রাজনৈতিক সূক্ষ্মতত্ত্ব ৫৮৫
পবিত্র ভূমি বলতে কেনান বা ফিলিস্তিনকে বুঝানো হয়েছে ৫৮৫
হযরত মূসা আ.-এর একটি ভাষণ ৫৮৫
বনী ইসরাঈলের ভয়কাতরতা ৫৮৭
ইউশা ও কালেব-এর দৃষ্টান্তমূলক কর্মকুশলতা ৫৮৮
ইউশা ও কালেবের ঐতিহাসিক ভাষণ ৫৮৯
বনী ইসরাঈলের বিলাপ ৫৯০
আল্লাহর দরবারে হযরত মূসা আ.-এর আবেদন ৫৯০
বনী ইসরাঈলকে শুন্য প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর শাস্তিদান ৫৯১
সামষ্টিক কর্মোদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ৫৯১
১০. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৭-৩১ আয়াত ৫৯২
হাবিল-কাবিলের কাহিনীর শিক্ষা ৫৯২
১১. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৫৯৫
আল্লাহর যমীনে ইনসাফ ও যুলুমের প্রথম দ্বন্দ্ব ৫৯৫
بِالْحَقِّ-এর অর্থ ৫৯৫
হাবিল ও কাবিলের কাহিনী তাওরাতের ৫৯৬
কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনায় সুস্পষ্ট ফারাক ৫৯৬
কাবিলের কুরবানী কবুল না হওয়া ৫৯৭
কাবিলের প্রতি হিংসাপরায়ণতা ৫৯৭
হাবিলের যবানীতে কুরবানীর

দর্শন বর্ণনা ৫৯৮
কাবিলের হত্যার হুমকির মুকাবিলায়
হাবিলের মু'মিন সুলভ আচরণ ৫৯৮
باثمی ও واثمك-এর অর্থ ৫৯৯
কোনো মুমিনকে হত্যার
শাস্তি জাহান্নাম ৫৯৯
কাবিলের বিফল মনোরথ হওয়া ৬০০
কাকের বেশে শয়তান ৬০০
আল্লাহর একটি স্থায়ী বিধান ৬০১
১২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৩২-৩৪ আয়াত ৬০২
কিসাসের আইনের বুনিয়াদ ৬০২
১৩. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের
বিশদ ব্যাখ্যা ৬০৪
من اجل ذلك-এর অর্থ ৬০৪
কিসাস বিধানের হেকমত ও শ্রেষ্ঠত্ব ৬০৫
কিসাস বিধানের দায়িত্ব মিল্লাতের
প্রতিটি সদস্যের ওপরই বর্তায় ৬০৫
আইনের সাথে আইনকে স্মরণ করিয়ে
দেয়ার ব্যবস্থা ৬০৬
افساد, ও السراف-এর অর্থ ৬০৬
محاربه-এর অর্থ ৬০৭
ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য শাস্তি
বিধানের নীতিমালা ৬০৮
পরিস্থিতির আলোকে সরকারের
উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের স্বাধীনতা ৬০৯
শাস্তি দিতে হবে দলীয়ভাবে ৬১০
উক্ত আইন প্রয়োগের কতিপয় দৃষ্টান্ত ৬১০
অপরাধ ও অপরাধীদের নতুন দর্শনের
ওপর আলোচনা ৬১০
পরাজিত হবার পূর্বেই যারা সংশোধিত
হবে তাদের হুকুম ৬১১
১৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৩৫-৪০ আয়াত ৬১১
১৫. শব্দের অর্থ ও আয়াতের তাফসীর ৬১৩
অসীলা শব্দের অর্থ ৬১৩
ব্যাপক অর্থে জিহাদ শব্দের ব্যবহার ৬১৪
আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্য উপায় উপকরণের
ওপর নির্ভরকারীদের পরিণাম ৬১৪
চুরির শাস্তি ৬১৫
হাত কাটার শাস্তির জন্য শর্তাবলী ৬১৫
হাত কাটার হেকমত ৬১৬
তাওবার সাথে আত্মসংশোধনের শর্ত ৬১৮
একটি বিরাট সতর্কীকরণ ৬১৮
১৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৪১-৫০ আয়াত ৬১৯
১৭. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও
আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৬২৪
রাসূলের দায়িত্ব ৬২৪
মুনাফিকদের ইহুদী সখ্যতা ৬২৫
মুনাফিকদের সুপ্রিয় খাদ্য ৬২৫
মুনাফিকরা ইহুদীদের হাতের
কাঠের পুতুল ৬২৫
বাণীকে তার সুস্পষ্ট অর্থ থেকে সরিয়ে
দেয়া দীনের বিকৃতি সাধন বৈ নয় ৬২৬
হেদায়াত দান ও গোমরাহ করার
ক্ষেত্রে আল্লাহর স্থায়ী নীতি ৬২৭
অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার পর্যায় ৬২৮
سحت শব্দের অর্থ ৬২৮
মিথ্যা ও উৎকোচ ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থাকে
নিঃশেষ করে দেয় ৬২৯
শরীআতের বাহক হওয়াই উম্মতের
আসল কতব্য ৬২৯
ইহুদীদের একটি কূটচাল ও
তা ছিন্নকরণ ৬৩০
উম্মাতকে সর্বাবস্থায় হকের ওপর কায়েম
থাকার হেদায়াত ৬৩০
শরীআত থেকে পলায়ন করার জন্য
ইহুদীদের দ্বিমুখী অপতৎপরতা ৬৩১
তাওরাতের মর্যাদা ৬৩২
তাওরাতের ব্যাপারে তার নিষ্ঠাবান
অনুসারীদের কর্মনীতি ৬৩২
আল্লাহর কিতাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য ৬৩৩
ইহুদীদের প্রতি একটি সূক্ষ্ম কটাক্ষ ৬৩৩
ইহুদীদের উদ্দেশ্যে একটি স্মরণিকা ৬৩৩
আল্লাহর ভয়ই আল্লাহর
অঙ্গীকারের রক্ষাকবচ ৬৩৪
প্রকৃত কাফির ৬৩৫
প্রকৃত যালিম ৬৩৬
৪৫ নম্বর আয়াতটি স্পষ্ট অর্থবোধক
নাকি রহিত ৬৩৭
নবীদের পারস্পরিক সাদৃশ্য তাদেরকে
চেনার অন্যতম চিহ্ন ৬৩৭
নবী তার দাওয়াত থেকে আলাদা
কিছু নন ৬৩৭
ইঞ্জীল প্রদানকালে ইঞ্জীলের বাহকদের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে হেদায়াত ৬৩৮
সত্যিকার ফাসি ৬৩৮
কুরআনের ধারক-বাহকদের দায়িত্ব ৬৩৯
مُهَيْمِن শব্দের অর্থ ৬৩৯
বিভিন্ন উম্মাতের জন্য শরীআত
বিভিন্নরূপ হওয়ার হেকমত ৬৪২
বিরোধীদের প্রতি ধমকী ৬৪৪
আল্লাহর আইনের বিপরীত সর্বপ্রকার
আইনই জাহিলিয়াতের আইন ৬৪৫
১৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৫১-৬৬ আয়াত ৬৪৫
১৯. শব্দাবলীর বিশ্লেষণ ও
আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৬৫০
মুনাফিকদের সম্বোধন ৬৫০
ইহুদী ও নাসারাদের সাথে আচরণ
সামষ্টিক দিক থেকে ৬৫০
মুনাফিকদের অন্তরের ব্যাধি ৬৫১
মুনাফিকদের কর্মনীতি
ধর্মান্তরেরই কর্মনীতি ৬৫৩
মুনাফিকদের সামনে আয়না ৬৫৪
একটি সন্দেহ দূরীকরণ ৬৫৬
ঈমানের বাস্তব ব্যাখ্যা নামায ও যাকাত ৬৫৭
নামায ও যাকাতের মূল প্রাণসত্তা ৬৫৭
حزب الله-এর অর্থ ৬৫৮
দীনের বিদ্রূপকারীদের সাথে বন্ধুত্ব
আত্মমর্যাদার পরিপন্থী ৬৫৮
আযান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম ৬৫৯
ইহুদীদের বাজখাই উক্তি ৬৬০
মানুষের আকৃতিতে বান ও শূকর ৬৬০
ইহুদীদের একটি বিশেষ দল ৬৬২
ইহুদীদের ঈমানের দাবীর
অসারতা প্রমাণ ৬৬৩
ইহুদী উলামা ও ফুকাহদেরকে তিরস্কার ৬৬৩
আল্লাহর সাথে ইহুদীদের বেআদবী ৬৬৪
ইহুদীদের ইতরামির মূল কারণ ৬৬৫
মুসলমানদের সান্ত্বনাদান যে ইহুদীদের
কোনো ইতরামি সফল হবে না ৬৬৫
এ পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা
আল্লাহর মর্জির খেলাপ ৬৬৫
২০. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৬৭-৮৬ আয়াত ৬৬৭
২১. শব্দের অর্থ ও আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা ৬৭৩
আহলে কিতাবের জন্য একটি
গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ৬৭৩
পয়গামের ভাষ্য ৬৭৫
وَمَا أُنْزِلَ الاية বলতে কুরআনকে
বুঝানো হয়েছে ৬৭৫
কুরআন ইহুদীদের পূঞ্জীভূত বিদ্বেষকে
উস্কে দিল ৬৭৬
ইহুদীদের অপরাধ ৬৭৭
আল্লাহর অনুগ্রহ তাদের ঔদ্ধত্যকে
আরো বাড়িয়ে দিল ৬৭৭
ইহুদীদের ওপর দুটি ধ্বংসলীলা ৬৭৮
নাসারাদের পাপ ৬৭৯
হযরত মসীহ আ.-এর মানবত্বের দলীল ৬৮০
নাসারাদের সীমালংঘন ৬৮১
খৃস্টবাদ সর্বতোভাবে মূর্তিপূজারী
জাতিসমূহেরেই অনুকরণ বৈ নয় ৬৮১
ইহুদীদের প্রতি নবীদের লানত বর্ষণ ৬৮২
হযরত মসীহ আ.-এর লানত ৬৮৩
নবীদের বরাত পুরো
ইতিহাসেরই বরাত ৬৮৫
পাপ ও পাপের ওপর হঠকারিতা
লানতকে অবশ্যম্ভাবী করে ৬৮৫
ইহুদীদের নৈতিক অধঃপতনের
চূড়ান্ত সীমা ৬৮৫
قسيس ও رهبان শব্দের অর্থ ৬৮৬
ইসলাম বিদ্বেষে ইহুদীরা মুশরিকদের
সমানে সমান ৬৮৭
হযরত মসীহ আ.-এর খলীফায়ে
রাশেদ শামউনের অনুসারী নাসারাগণ ৬৮৭
পলের অনুসারীদের নাসারা শব্দের প্রতি
বিরূপ মনোভাব ৬৮৭
কুরআনের ব্যাপারে ভাল
নাসারাদের কর্মপন্থা ৬৮৯
২২. পরবর্তী আলোচনা ঃ
৮৭-১২০ আয়াত ৬৯০
২৩. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও
আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ৬৯৯
طيبات শব্দের ব্যাখ্যা ৬৯৯
اعتداء শব্দের অর্থ ৭০০
কতিপয় প্রশ্নের জবাব ৭০০
تحريم-এর অর্থ ৭০১
নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম ও
হালালকরণ আল্লাহর সীমায়
হস্তক্ষেপের শামিল ৭০১

www.pathagar.com

আল্লাহর শরীআতে কসমের গুরুত্ব ৭০২
কসমের কাফফারা ৭০৩
কুরআনের ব্যাখ্যামূলক আয়াতের অর্থ ৭০৩
প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ ৭০৩
জুয়া ও মদ শয়তানের আবিষ্কার বৈ নয় ৭০৪
সমাজের ওপর জুয়া ও মাদকের প্রভাব ৭০৪
আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীনতা জীবনের বাস্তবতা থেকে উদাসীনতাই শামিল ৭০৫
আরবীতে প্রশ্নবোধক উক্তির বিভিন্ন অর্থ ৭০৫
শরীআত ইলাহীর দাবী ৭০৬
শরীআতে ক্রমান্বয়ে বিধান প্রদানের রীতি বান্দার আসানীর জন্যই ৭০৭
ক্রমধারার পর্যায়সমূহ ৭০৭
তাকওয়া, ঈমান ও ইহসান ৭০৮
ভবিষ্যতের পরীক্ষাসমূহ সম্পর্কে অবগতকরণ ৭০৯
এ সাবধান বানীর গুরুত্ব ৭১০
বনী ইসরাঈল ও মুসলিম জাতির পরীক্ষা সাদৃশ্য ৭১০
পরীক্ষণীয় বিধানের মৌলিক দিক ৭১১
ইহরাম অবস্থায় স্বেচ্ছাকৃত শিকারের কাফ্ফারা ৭১১
ভুলক্রমে অপরাধ করে বসলে তার বিধান ও তৎসংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসআলা ৭১২
একটি কঠোর হুশিয়ারী ৭১২
বনী ইসরাঈল ও মুসলিম উম্মাহর পরীক্ষায় পার্থক্য ৭১৩
সকল নিদর্শনাবলীকে সম্মান করার তাকিদ ৭১৪
شعائر-এর হেকমত ৭১৪
হুশিয়ারী ও সুসংবাদ দান ৭১৫
কোনো অন্যায়ের আধিক্য তা জায়েয হওয়ার প্রমাণ নয় ৭১৫
অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ৭১৭
শরীআত কর্তৃক সমর্থিত নয় এমন নিদর্শনাবলীকে পরিহার করে চলার নির্দেশ ৭১৮
অন্ধভাবে ঐতিহ্য পূজার নিন্দাবাদ ৭১৯
মুসলমানদের সান্ত্বনা দান যে, তোমাদের দায়িত্ব নিছক হক পৌঁছে দেয়া ৭২০
সর্বপ্রকার সাক্ষ্যদানের ওপর অঙ্গীকার ৭২১
অসিয়ত সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্যদানের হেদায়াত ৭২২
আল্লাহর অঙ্গীকারের দায়িত্ব দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ৭২৫
নবীদের নিকট প্রশ্ন তাদের উম্মতদের কর্মনীতি সম্পর্কে ৭২৫
বিভিন্ন প্রশ্ন নাসারাদের অপমান করণার্থে ৭২৬
হাওয়ারীদেরকে আলোচনায় টেনে আনার হেকমত ৭২৭
প্রশ্ন ছিল আল্লাহর সাধ্য সম্পর্কে নয় হেকমত সম্পর্কে ৭২৮
নাসারাদের লাঞ্ছনা—আখেরাতে ৭২৯
নাসারাদের শাফাআত থেকে হযরত মসীহ্ আ. এর নিঃসম্পর্কতা ৭২৯
সত্যনিষ্ঠদের চরম সফলতার দিন ৭৩০

www.pathagar.com

৩

আলে ইমরান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ক. সূরার মূল তত্ত্ব (আলোচ্য বিষয়) ও পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক

নিম্নে বর্ণিত দিকগুলোর বিচারে বক্ষমান সূরা পূর্বোক্ত সূরা (আল বাকারা)-এর সাথে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

১. উভয় সূরার বিষয়বস্তু একই। অর্থাৎ নবী করীম স.-এর রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করা সাধারণভাবে জনগণের নিকট এবং বিশেষভাবে আহলে কিতাবের নিকট।

২. উভয় সূরাতে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে দীনের মৌলিক বিষয়ের ওপর আলোচনা এসেছে।

৩. উভয় সূরার কুরআনী নামও একই। অর্থাৎ الٓمٓ আলিফ-লাম-মীম।

৪. আকৃতির দিক থেকেও উভয় সূরা একই কাণ্ড থেকে নির্গত দুটি প্রকাণ্ড ডাল সদৃশ পরিদৃষ্ট হয়। নবী করীম স.-ও সূরা দুটিকে সূর্য ও চাঁদের সাথে উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হাশরের দিন এ দুটি সূরা দুই খণ্ড মেঘের আকৃতিতে আবির্ভূত হবে। জ্ঞানী ও বিজ্ঞজন বুঝতেই পারছেন গুণাগুণ ও উপমার এ ঐক্য ও সাদৃশ্য উভয়ের গভীর সম্পর্ক সম্বন্ধ ছাড়া হতে পারে না।

৫. উভয় সূরার মধ্যে জুড়ির ন্যায় সম্পর্ক বিদ্যমান। এক সূরায় যে বিষয়টি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। অপরটিতে তা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। অনুরূপ একটিতে যে শূন্যস্থান রয়ে গেছে। অপরটি সে শূন্যস্থান পূরণ করে দিয়েছে। যেন উভয় সূরা একজোট হয়ে একটি উচ্চতর লক্ষ্যকে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ ও আকৃতিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পেশ করছে।

খ. সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের দিকসমূহ

কিন্তু দুটি সূরার মধ্যে উক্ত সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য বর্তমান থাকার সাথে সাথে উভয়টির কিছু কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে—যা তাদের একটিকে অপরটি থেকে স্বাতন্ত্র ও পৃথক মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। যেমন ঃ

সূরা বাকারার ওপর গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সূরাটি ঐ যুগে নাযিল হয়েছে যখন আহলে কিতাব এটা বুঝে নিয়েছে যে, ইসলাম একটি সত্য দীন এবং এটি ধীরে ধীরে শিকড় বিস্তার করছে। কিন্তু হিংসা ও একগুয়েমীর দরুন তারা তা কবুল করতে প্রস্তুত হয়নি। এ উপলব্ধি তাদেরকে এক কঠিন দ্বন্দ্বে নিপতিত করল। তারা ভাবাবেগের আতিশয্যে উক্ত দীনের বিরুদ্ধাচরণে কৃতসংকল্প হলো। কিন্তু বিরুদ্ধাচরণের এ অভিযান কোন্ ফ্রন্ট থেকে পরিচালনা করতে হবে তা তাদের বুঝে আসছিল না। যার মুখে যা আসল তা-ই তারা উদগীরণ করতে লাগলো। কেউ বললো, নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য তো বনী ইসরাঈলের ঘরানাই নির্দিষ্ট রয়েছে। উক্ত ঘরানার বাইরে কারো পক্ষে নবুওয়াত প্রাপ্তি কি করে সম্ভব হতে পারে? কেউ বললো, হেদায়াতের জন্য

তো তাওরাতই যথেষ্ট। তাওরাতের বাহক আমরা, আমাদের বর্তমান থাকা সত্ত্বেও নতুন কোনো হেদায়াতের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে কি করে ? এহেন ক্রোধ ও বিরক্তির মাঝেই কেউ কেউ হযরত জিবারাঈল আ.-কেও কলংকিত করে ছাড়ল। তারা বললো, এ ফেরেশতা প্রথম থেকেই আমাদের শত্রু। কিছু সংখ্যক লোক ইহুদী ও খৃস্টানদের একটি ঐক্যজোট গঠন করে বিরুদ্ধাচরণের একটা পন্থা অবলম্বন করলো। তাহলো এই যে, ঐশী হেদায়াত ইহুদীবাদের মধ্যে নিহিত আছে অথবা খৃস্টবাদের মধ্যে রয়েছে। হেদায়াত লাভে ইচ্ছুক যে কেউ এ দুটির যে কোনো একটিকে যেন গ্রহণ করে নেয়। এতদ্ভিন্ন ঐশী হেদায়াত হাসিলের অন্য কোনো উপায় নেই। একদল ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার নীতি অবলম্বন করল। তারা মুসলমানদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাইলো যে, আমাদেরও তো ঈমান আছে। মুসলমানরা যেন নিজেদেরকেই ঈমানের সোল এজেন্ট মনে করে না নেয়। আল্লাহ আখেরাত এবং নিজেদের পয়গাম্বরকে তো আমরা মান্য করি। নতুন নবুওয়াতের দাবীদারকে মেনে না নিলে তাতে এমন কিইবা এসে যায় ? এ পটভূমিতেই এ সূরাটি নাযিল হয়। এতে আহলে কিতাবের পক্ষ থেকে ইত্থাপিত যাবতীয় আপত্তি ও অভিযোগের জবাব বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে। অপর দিকে উম্মী নবী মুহাম্মদ স.-এর নবুওয়াত ও রিসালাতের যে সুমহান প্রমাণ খোদ তাদের নিকট রক্ষিত ঐশী গ্রন্থাদিতে মজুদ ছিল, তার বিশদ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় উম্মী নবীর রিসালাতের সাহায্যে সত্য দীনের যে নবায়ন ও পরিপূর্ণতা সাধন হয়েছিল তার প্রতি দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এভাবে এ সূরাটি যেন একদিকে ঈমানের দাওয়াত ও রিসালাত প্রমাণের দলীল অপরদিকে কিবলার স্বাধীনতার লক্ষ্যে জিহাদের আহবান ও বদর যুদ্ধের বিবরণও বটে।

সূরা আলে ইমরানের ওপর সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে জানা যাবে যে, সূরা বাকারা নাযিল হওয়ার কিছুকাল পর ঐ সময় এটি নাযিল হয়। যখন দিকদিগন্তে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ইসলামের বিজয় ও সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিলো। যে পরিস্থিতিতে আহলে কিতাবের পক্ষে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করা সম্ভবপর ছিল না। আলোচ্য পরিস্থিতি আহলে কিতাবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিল। এক দলতো ইসলাম কবুল করে নিল। কিন্তু এ ইসলাম তাদের মৌখিক স্বীকৃত পর্যন্তই সীমিত ছিল। তাদের অন্তরে তা প্রবেশ করেনি। অপর দল ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে একটা বোঝাপড়া করে নেয়ার চেষ্টা করলো। এ আপোষ মীমাংসার জন্য তাদের উপস্থাপিত দর্শনের সারকথা ছিল, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্য তাদের নিজস্ব ধর্ম সত্য ও সঠিক। তাই মুসলমানরা যেন আমাদেরকে ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের ওপর ছেড়ে দেয়। আমরাও মুসলমানদেরকে তাদের ইসলামের ওপর ছেড়ে দেব। এভাবে আমরা উভয় পক্ষ নিজ নিজ দীনের ওপর কায়েম থেকে একই দেশে একসাথে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করতে সক্ষম হব।[১]

১. সূরা বাকারার শুরুতে ঐ দলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এদলটি প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়নি। বক্ষমান সূরাতে তারা খোলস মুক্ত হয়ে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের এ দর্শনটি আধুনিক যুগের ধর্মীয় ঐক্যের প্রবক্তার উপস্থাপিত দর্শনের সাথে হুবহু খাপ খেয়ে যায়।

www.pathagar.com

এভাবে ইসলামের সাথে উপরোক্ত দুটি দলের আচরণ তো পরিবর্তীত হয়ে গেল। কিন্তু এ পরিবর্তন তাদের অন্তরের পরিবর্তনের ফলশ্রুতি ছিল না। এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে কৌশলগত নীতির ওপর ভিত্তিশীল। প্রথম দলটি ইসলামের ঘোষণা দিয়েছিলো বটে। কিন্তু এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ভবিষ্যত সাফল্যের দিনগুলোতে যেন তারা অংশীদার হতে পারে। অপর দলটি আপোষ মীমাংসার যে নীতি গ্রহণ করেছিল। তারও উদ্দেশ্য ছিল নিছক আসন্ন অবশ্যম্ভাবী বিপদাশংকা থেকে নিজেদের রক্ষা করা।

এ পটভূমিতেই সংঘটিত হলো উহুদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানদেরই একদল লোকের কৌশলগত ভুলের দরুন তাদেরকে একটা কৃত্রিম পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে নিতে হয়। আহলে কিতাবের উপরোক্ত দুটি দলের ওপরই এ ঘটনার বিশেষ প্রভাব পড়লো। এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম সম্পর্কে তারা তাদের নীতির পরিবর্তন সাধন করলো। যারা নিছক পার্থিব সাফল্যের বশবর্তী হয়ে ইসলামের সারিতে এসে স্থান করে নিয়েছিল তারা যখন দেখলো যে, এ পথে বিপদ-ঝঞ্ঝাও আসতে পারে। তখন তারা এ বিপদের সওদা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতার ঘোষণা উচ্চারিত করলো। তারা ইসলামের আনুগত্য পরিহার করে পুনরায় কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করলো। অপর দলটি যখন মনে করলো ইসলামকে পরাজিত করাও সম্ভব তখন তারা ভাবলো আমরা ইসলামের অগ্রসরমান শক্তি ও বীর্যবত্তায় শংকিত হয়ে তার সাথে যে আপোষ মীমাংসার নীতি গ্রহণ করে নিয়েছি এটা ভুল। ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তিসমূহকে শক্তি ও মদদ দান করে একে সমূলে উৎখাত করার প্রচেষ্টা আমরা নেবনা কোন যুক্তিতে ? তাই এরাও সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে নিজেদের শত্রুতার ঘোষণা দিয়ে বসলো।

এভাবে এ দুটি দলই প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতায় একাত্মতা ও ঐক্যজোট হয়ে ময়দানে নামল। তারা বিচিত্র প্রতারণা ও চক্রান্ত জাল বিস্তার করে মুসলমানদের মনে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা শুরু করলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা যেমন বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। মুসলমানরাও যেন তদ্রূপ নিজেদের ঐক্য ও সংহতি হারিয়ে বিক্ষিপ্ত ও বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। এবং তাদের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়। পরিস্থিতির অনিবার্য দাবী এটাই ছিল আহলে কিতাব ও মুসলমান উভয়ের সামনে দীনের এ মহাসত্য স্পষ্ট করে তুলে ধরা যে, আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের জন্য একাধিক দীন নয়, বরং একমাত্র দীন প্রদত্ত হয়েছে আর তার নাম হলো ইসলাম। এ দীনে কোনো প্রকার ভাগ বণ্টন বিচার পর্যালোচনার অবকাশ নেই। এর কিছু অংশ মান্য করা হবে আর কিছু অংশ করা হবে অমান্য—এ সুযোগ এতে নেই। একই সময়ে এ সম্পূর্ণ দীনকে গ্রহণ করতে হবে নচেত বর্জন করতে হবে। এ দীনের দাবী সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর বিধানের ফরমাবরদারী ; পরিস্থিতি সহজ হোক কিংবা কঠিন। পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক অথবা প্রতি পদক্ষেপে পরীক্ষা ও রকমারী বিপর্যয় বাধা -প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করুক তাতে কিছু এসে যায় না। সত্য সর্বাবস্থায়ই সত্য। কখনো তা সাময়িকভাবে চোখের আড়ালে চলে যেতে পারে ঠিক যেমন খোসার আড়ালে থাকে ফলের শাঁস। কিন্তু সত্য কখনো বিলুপ্ত হয় না। এহেন পরিস্থিতিতে কেবল তাঁরাই অবিচল

www.pathagar.com

থাকে যাদের ঈমান ও ইলমে রয়েছে বিশেষ মযবুতি। যারা সত্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয় তাদের পদস্খলন ঘটে, তারা পরাভূত হয়।

উহুদের যুদ্ধও জনগণের সামনে একটি পরীক্ষা হিসেবে আবির্ভূত হয়। বদর যুদ্ধ ছিল ফুরকান তথা সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারীর ভূমিকায় ; এ যুদ্ধ হক ও বাতিলকে আলাদা করে দিয়েছিল। আর এ উহুদের যুদ্ধ ছিল রীতিমত এক দুর্বোধ্য আয়াত সদৃশ। যার অভ্যন্তরে হেকমাত ও সূক্ষ্ম রহস্য নিহিত ছিল। কিন্তু তার বাহ্যরূপ দুর্বল লোকদের জন্য হয়ে গেল পরীক্ষা স্বরূপ। এরি ফলশ্রুতিতে এ যুদ্ধ যাদের অন্তরে ছিল বক্রতা যাদের মন-মগযে ছিল দুষ্ট চিন্তা, তাদের থেকে প্রখর চিন্তাশক্তি মযবুত ঈমানের অধিকারী মুসলমানদেরকে বাছাই করে সম্পূর্ণ আলাদা ও পৃথক করে দিল।

ঠিক এ পটভূমিতেই নাযিল হয়েছিল এ সূরাটি। সুতরাং ঐ পরিস্থিতিতে মুসলমান হোক কিংবা আহলে কিতাব উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রকাশমান যাবতীয় দুর্বলতা এবং গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে এ সূরাতে। আহলে কিতাব যে সন্দেহ-সংশয় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা জনিত বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল তাও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। মুনাফিক ও দুর্বলচেতা মুসলমানদের তরফ থেকে প্রকাশিত মতভেদ ও আনুগত্য হীনতার অশুভ পরিণামের ওপরও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের শত্রুরা তাদের পরাস্ত করার জন্য যেসব চক্রান্ত আঁটছিল মুসলমানদেরকে সে সম্পর্কেও অবহিত করা হয়। উহুদের পরাজয় জনিত কারণে তাদের মধ্যে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিতে তার অপনোদন করা হয়েছে। এদিক থেকে চিন্তা করলে আপনি অনুভব করবেন যে, সূরা বাকারা যেমন সূরা বদর রূপে অভিহিত ঠিক তেমনি সূরা আলে ইমরান সূরা উহুদ পর্যায়ে অভিষিক্ত। আরো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, বাকারায় ঈমানের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে, আর এ সূরায় আলোচিত হয়েছে ইসলামের তাৎপর্য। অন্য কথায় আপনি এও বলতে পারেন যে, বাকারায় আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করার দাওয়াত উচ্চকিত হয়েছে আর এ সূরায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে দাখিল হওয়ার দাওয়াত ব্যক্ত হয়েছে।

দুটি সূরার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান দিক সম্পর্কে আমরা যা কিছু নিবেদন করলাম, এ দ্বারা এটা স্পষ্ট করাই আমাদের উদ্দেশ্য যে, বাকারায় ঈমানের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে আর এ সূরায় ইসলামকে পরিব্যক্ত করা হয়েছে। নবী করীম স.-এর কার্যক্রম থেকেও আমরা একই পথ নির্দেশনা লাভ করি। বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যায় নবী করীম স. কখনো নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা বাকারা থেকে ঈমান সম্পর্কিত আয়াত পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলে ইমরান থেকে ইসলাম সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করতেন। এ দ্বারা একথার প্রতিই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্যের বিচারে এ দুটি সূরার মূল আলোচ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে কি এবং কেমন। এছাড়া সূরা বাকারার সমাপ্তি এমন একটি আয়াতের ওপর হয়েছে যেটি ঈমান অধ্যায়ে অত্যন্ত তাৎপর্যময় আয়াত হিসেবে বিবেচিত। আয়াতটি হলো ঃ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ الاية। আর আয়াতটির সমাপ্তি হয়েছে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যসূচক বক্তব্যের ওপর।

যাতে আমাদের নিকট এ সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমানের অনিবার্য ফল ইসলাম। খাঁটি ও বিশুদ্ধ ঈমান যেখানে পাওয়া যাবে সেখান থেকে অপরিহার্যভাবে ইসলাম বিকাশ লাভ করবে। এভাবে সূরা বাকারার সর্বশেষ আয়াত সূরা আলে ইমরানের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়টি খোদ স্পষ্ট করে দিল।

দ্বিতীয়ত, দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্যের আরেকটি দিক হলো সূরা বাকারায় অধিকাংশ সম্বোধন করা হয়েছে ইহুদীদের প্রতি। এর কারণ কিতাবধারী হিসেবে প্রকৃত মর্যাদা তাদেরই স্বীকৃত ছিল। খৃস্টানদের অবস্থানটা ছিল নেহাত প্রাসঙ্গিক উপদল হিসেবে মাত্র। তাই সূরা বাকারায় তাদের সম্বোধন করা হলেও তার ধরন একান্তই ভাসা ভাসা। অবশ্য সূরা আলে ইমরানে তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং অধিকাংশ আলোচনা তাদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। সূরার সূচনাটিও হয়েছে সামষ্টিক অর্থবোধক ভাষ্যের মাধ্যমে যা ইহুদী ও খৃস্টান উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। অতপর যে আলোচ্য বিষয় শুরু হয়েছে তা ক্রমান্বয়ে খৃস্টবাদের খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান করায় পর্যবসিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, সূরা বাকারায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন সব প্রাকৃতিক বিষয়ের মাধ্যমে প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে যা কাফির ও আহলে কিতাব উভয়ের বেলায় সমানভাবে দলীল হতে পারে। পক্ষান্তরে সূরা আলে ইমরানে প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহর গুণাবলী অথবা এমন সব স্বীকৃত বিষয়াদির সাহায্যে যা একান্তই আহলে কিতাবের জন্য নির্দিষ্ট।

চতুর্থত, মহান আল্লাহ যদিও উভয় সূরাতেই আহলে কিতাবকে কঠোর ভর্ৎসনা করেছেন, কিন্তু উভয় সূরাতে ভর্ৎসনার ভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন। সূরা বাকারায় সরাসরি তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এর বিপরীতে সূরা আলে ইমরানে তাদেরকে সরাসরি ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে পয়গাম্বর আ.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে এ সতর্কবাণী পৌছে দাও। এটা যেন এ মর্মে ইঙ্গিত যে, মহান আল্লাহর তরফ থেকে প্রমাণ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর এরা যেন সম্বোধনের যোগ্য আর রইলো না। এক্ষণে সম্বোধনের যোগ্য কেবলমাত্র পয়গাম্বর আ. ও ঈমানদাররাই রয়ে গেল।

গ. উভয় সূরার অগ্র-পশ্চাতের কারণসমূহ

এ উভয় সূরার আলোচ্য বিষয় নাযিল হওয়ার সময়কালের বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের বর্ণনাভঙ্গীর বৈশাদৃশ্য ইত্যাদির ওপর আমরা যা কিছু নিবেদন করলাম, তা থেকে এ সত্য স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, আলোচ্য বিষয়াদির মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের ধরনটা এমন যে, কুরআন মজীদে অগ্র-পশ্চাতের বিচারে সূরা দুটির ক্রমবিন্যাস এরূপই হওয়া উচিত ছিল যেমনটি বিন্যস্ত রয়েছে। আলে ইমরানের অগ্রে বাকারা-এর বিন্যাসের নিম্নোক্ত কারণগুলো স্বতঃই স্পষ্ট ঃ

ঈমান ইসলামের ভিত্তি ; যেরূপ ইলম আমলের ভিত্তি।

www.pathagar.com

ইহুদীরা খৃস্টানদের অগ্রবর্তী। তাই ইহুদীদের ওপরই অগ্রে প্রমাণ সমাপ্ত করা অপরিহার্য ছিল।

প্রাকৃতিক দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপনা করা আল্লাহর গুণাবলী দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপনের তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট। অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর ও সমধিক ব্যাপক ও প্রশস্ত। এজন্য কুরআন প্রথমে সেটাকেই ব্যবহার করেছে।

একই নিয়মে হযরত আদম আ. ও হযরত ইবরাহীম আ. যেহেতু প্রাচীনতম নবীদের অন্তর্গত তাই এটাই শোভন ছিল যে, প্রথমে তাদের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের বরাত ও উদ্ধৃতি দেয়া হবে ও তাদ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে। অতএব সূরা আল বাকারায় তাদের প্রতিশ্রুতির বরাত দেয়া হয়েছে এবং পরবর্তী সূরায় অন্যান্য নবীদের প্রতিশ্রুতির বিষয় আলোচিত হয়েছে।

এ আলোচনা থেকে এটা জানা গেল যে, যারা সূরার বাহ্যিক আকৃতিগত ছোট বড় হওয়াকে সূরাসমূহের অগ্রপশ্চাতে বিন্যাসের মৌল কারণ বলে ধরে নিয়েছেন তাদের ধারণা সঠিক নয়। আমাদের মতে এর সম্পর্ক অর্থ ও তাৎপর্যের সাথে জড়িত অর্থগত বিন্যাসের বিচারে যে ক্রমধারা অনুসরণ যৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়েছে, কুরআনে সে বিন্যাসটিই অবলম্বন করা হয়েছে। অবশ্য অর্থের দিক থেকে দুটি সূরা একই মান ও একই ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ হলে সেক্ষেত্রে হয়তো আকার আকৃতির বিচার একটিকে অপরটির অগ্র পশ্চাতে স্থাপন ও বিন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাও এটাকে নিছক অনুমানের সীমা পর্যন্ত সঠিক বলা যেতে পারে। অন্যথায় এরূপ ক্ষেত্রেও এটাই অনুমিত হয় যে, গভীর কোনো তাৎপর্যগত হিকমাতের জন্যই একটাকে অপরটির অগ্রে স্থাপন করা হয়েছে। যদিও উক্ত হিকমাত আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

ঘ. সূরার বক্তব্য বিষয় পর্যালোচনা

এতক্ষণ আমরা যা কিছু নিবেদন করলাম তা ছিল সূরার আলোচ্য বিষয়, তার বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা ও পূর্ববর্তী সূরার সাথে তার সংযোগ সম্পর্কিত। এক্ষণে আমরা সূরার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু কথা বলবো।

এ সূরার ওপর যে কেউ চিন্তা ও গবেষণামূলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে তার নিকট এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সূরাটি বিরাট দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমার্ধে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রমাণ ও আহলে কিতাব বিশেষত খৃস্টানদের গোমরাহী ও বিপথগামীতার বর্ণনা এসেছে। দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদেরকে আহলে কিতাবের ঐসব বিভ্রান্তিকর চক্রান্ত থেকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যা তারা তাদেরকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অবলম্বন করছে বা করার ফন্দি আঁটছে। একই সাথে তাদেরকে আল্লাহর রজ্জুকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরার আনুগত্যে অবিচলিত থাকার, জিহাদ করার, পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হলে বিক্ষিপ্ত ও মতভেদে লিপ্ত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করার তাকিদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এভাবেই তারা ইসলামের অনুসরণ করার যথাযথ হক আদায় করতে সক্ষম হবে। এবং সহজ ও কঠোর উভয় পরিস্থিতিতে আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে সমর্থ হবে। তারা এসব ব্যাপারে

www.pathagar.com

অন্যথা করলে তাদের পরিণাম তাই হবে যা হয়েছিল হযরত মূসা আ.-এর উম্মতের। তারা তাদের পয়গাম্বরের নাফরমানী করেছিলো। ফলে একাদিক্রমে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা শূন্য প্রান্তরে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরপাক খেয়েছিল।

এদিক থেকে লক্ষ্য করলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, সূরার প্রথমার্ধ ভূমিকার মর্যাদা সম্পন্ন এবং দ্বিতীয়ার্ধ উদ্দেশ্যের আসনে অভিষিক্ত। এর আলোকে সমগ্র সূরাটি তেলাওয়াত করুন তাহলে আয়াতসমূহের পারস্পরিক সংযোগ ও শৃংখলা বুঝা অতীব সহজ হবে। আর এ ভূমিকাটির অবতারণার উদ্দেশ্যও তাই। প্রশ্ন হচ্ছে আয়াতসমূহের পারস্পরিক শৃংখলা ও তার অর্থ ও তাৎপর্যের বিশদ ব্যাখ্যা কি ? হ্যাঁ, এ বিষয়টি তখনই আমাদের সামনে দেদীপ্যমান হয়ে উঠবে যখন আমরা সূরা বাকারার ন্যায় এর বিভিন্ন অংশকেও পৃথক পৃথক একক রূপে গ্রহণ করে তার তাফসীর ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবো। অতপর মহান আল্লাহর তাওফীক নির্দেশিত পথে আমরা সূরার তাফসীর শুরু করতে যাচ্ছি।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلاَّ بِاللّٰهِ[১]

১. ভূমিকায় প্রদত্ত বক্তব্য প্রধানত উস্তাদ রহমতুল্লাহ আলাইহি-এর আলোচনা থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

রুকূ'-২০ | ৩. সূরা আলে ইমরান-মাদানী | আয়াত-২০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

الٓمّٓ ۝١ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝٢ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝٣ مِنْ
قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٤ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى
عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝٥ هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي
الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٦

১. এটা আলিফ লা-ম মী-ম। ২. নেই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। ৩. তিনি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন করে। আর তিনি নাযিল করেছেন তওরাত ও ইঞ্জীল। ৪. ইতোপূর্বে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং তিনি সত্য মিথ্যা পার্থক্যকারী কুরআনও নাযিল করেছেন। নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী কঠোর দণ্ডদাতা। ৫. নিশ্চয় আল্লাহ এমন যে, আসমান যমীনের কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। ৬. তিনিই সেই সত্তা যিনি মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। নেই কোনো উপাস্য তিনি ছাড়া। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১. শব্দার্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১

الٓمّٓ ۝

الم ঃ আলিফ লা-ম মী-ম। সূরা বাকারার তাফসীরে আমরা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা বা হুরূফে মুকাত্তাআ'ত-এর ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবতারণা করেছি। সেখানে আমরা এ পর্যায়ে উস্তাদ ইমাম মাওলানা ফারাহী রহমাতুল্লাহি-এর দৃষ্টিভঙ্গীও তুলে

ধরেছি। সেখানে আমরা যা কিছু উপস্থাপন করেছি এখানে তা ছাড়া উল্লেখ করার মত নতুন কোনো তত্ত্ব আমাদের হাতে নেই।

আয়াত ঃ ২

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ○

এ আয়াতে উল্লেখিত আসমায়ে হুস্‌না বা সুন্দরতম নামসমূহের শাব্দিক ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। কতক শব্দের তাফসীর সূরা ফাতেহায় ও কতকের সূরা আল বাকারায় বর্ণিত হয়েছে।

চিরঞ্জীবত্ব ও চিরস্থায়ীত্বের রহস্যাবলী ও তার ফলশ্রুতি

ভূমিকায় আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, এ সূরায় আল্লাহর গুণাবলী দ্বারাই অধিকাংশ প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। আরো স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী হওয়ার দুটি গুণই সর্বাগ্রে নেয়া হয়েছে। এদুটি গুণের রহস্য ও তাৎপর্যসমূহ আমরা আয়াতুল কুরসীর রহস্য ও তাৎপর্য আলোচনা করতে গিয়ে যথাস্থানে বর্ননা করে এসেছি। এখানে তার পুনরালোচনা অনর্থক কলেবর বৃদ্ধির কারণ ঘটবে। বাচনভঙ্গীর যে প্রেক্ষাপটে এ গুণগুলোর অবতারণা করা হয়েছে, ঐশী গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য। তাই পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এ বাস্তবতার প্রতিই ইঙ্গিত প্রমাণিত হয়। এ সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহ যিনি ছাড়া দাসত্ব পাওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। তিনিই যখন চিরঞ্জীব সত্তা তবে এটাতো অনিবার্য যে, তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। আমাদের দোয়া-প্রার্থনা ও আকুতি-আবেদন তাঁর নিকট পৌঁছায়। আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড তাঁর নখদর্পণে। এ থেকে এটা অনিবার্যরূপে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা মোতাবেক আমাদের দোয়া কবুল করে থাকেন এবং আমাদের ক্রিয়া কলাপের ওপর তিনি শাস্তি ও পুরস্কারও প্রদান করবেন। উপরন্তু এটাও অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে, বান্দা তার জীবনে ঠিক সে কর্মনীতিই গ্রহণ করবে যা আল্লাহ পসন্দ করেন। এ প্রেক্ষাপটের একান্ত দাবী এ দাঁড়ায় যে, বান্দাকে লাগাতার অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। কোন সব কাজ আল্লাহ পসন্দ করেন, আর কোন্ কাজগুলো অপসন্দ করেন। তবেই সে তাঁর আনুগত্য ও হেদায়াতের পথ অবলম্বন করে সৌভাগ্যের মর্যাদা হাসিল করতে পারবে এবং প্রকৃত জীবনের সঞ্জীবনী সরোবর থেকে কল্যাণ লাভে ধন্য হতে সক্ষম হবে।

আহলে কিতাব 'খোদাওন্দ' ও 'চিরঞ্জীব খোদা'—পরিভাষাগুলোর সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল। এ জাতীয় ব্যাখ্যা বর্ণনা তাদের নবীদের আনীত ঐশী গ্রন্থসমূহে বহুলভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেখানেই মহান আল্লাহর কুদরত তাঁর ইলম ও মর্যাদার বহিপ্রকাশ ঘটেছে সেখানেই সাধারণত "চিরঞ্জীব খোদাওন্দ" পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। খৃস্টানরা যদিও তাদের ধারণা মোতাবিক ক্রুশবিদ্ধ খোদার পূজা করে থাকে তথাপি তারা "চিরঞ্জীব খোদা" এর ধারণা সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। তারা একদিকে জীবন্ত খোদার ধারণা পোষণ করে অপরদিকে তাঁর শুলবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়াও বিশ্বাস করে। এটা বাহ্যতই তাদের বিভ্রান্তি ও গোঁজামিল বৈ নয়।

www.pathagar.com

একইভাবে 'কাইয়্যুম' গুণবাচক শব্দটিও নবীদের আনীত গ্রন্থাবলীতে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। মহান আল্লাহর 'কাইয়্যুম' হওয়ার তাৎপর্য এই যে, আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর হুকুম ও তাঁর অসীম কুদরতে কায়েম রয়েছে। এ গুণটি মহান আল্লাহর মৌলিক গুণাবলীর অন্যতম ; যার ওপর জ্ঞানের বিচারে ঈমান আনয়ন করা জরুরী এবং নবীদের আনীত ঐশী গ্রন্থের আলোকেও অপরিহার্য। খৃস্টানরাও এ ঐশী গ্রন্থাবলীর প্রতি ঈমানের দাবীদার। কিন্তু এতদসত্ত্বে তারা ঈসা মসীহ আ.-এর খোদা হওয়ার প্রবক্তা। তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তোমরা নিজেরাই যখন স্বীকার করছ, হযরত মসীহ আ. ক্ষুৎ পিপাসা অনুভব করতেন। খাদ্য পানীয়-এর প্রয়োজন বোধ করতেন। এসব জিনিস ব্যতিরেকে তিনি নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে অক্ষম ছিলেন, তাহলে তিনি খোদা হলেন কি করে ? অথচ তোমাদের নবীদের বক্তব্য অনুসারে যিনি খোদা হবেন তাঁকে অবশ্য কাইয়্যুম অর্থাৎ চিরঞ্জীব হতে হবে। অথবা এও প্রশ্ন করা যেতে পারে তোমাদের নিজেদের ইঞ্জীল গ্রন্থাবলী দ্বারাই এটা প্রমাণিত যে, বিপদ আপদ ও কষ্ট মসিবতে পতিত হয়ে হযরত মসীহ আ. ক্রন্দন করেছেন, তাঁর অন্তরাত্মা সংকুচিত ও মর্মাহত হয়েছে এবং শূলবিদ্ধ হয়ে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। এই যদি হয় ঘটনা তাহলে তিনি আসমান ও যমীনকে ধরে রেখেছেন এবং এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত ও সুসংরক্ষিত করে চলেছেন—এটা কি করে সম্ভব হতে পারে ? বলাবাহুল্য এসব প্রশ্নের জবাবে তাদের নিকট হটকারিতা ও খোঁড়া যুক্তি ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না।

এখানে 'কাইয়্যুম' গুণের উদ্ধৃতি এ বিষয়ের স্পষ্ট দলীল যে, মহান আল্লাহর কাইয়্যুম হওয়ার অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ আমাদেরকে হেদায়াত করার দায়িত্ব একমাত্র তাঁরই। এ সংক্ষিপ্ত উক্তির ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়, তিনিই আমাদের পালনকর্তা। তিনি যেমন আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও জীবনদাতা তদ্রূপ তিনিই "আয়াতুল কুরসীতে যেমন বলেছেন—স্বীয় সৃষ্টিকে কায়েম রাখেন ও তার জন্য সর্বপ্রকার উপায় উপকরণ পয়দা করে রেখেছেন।" তিনি যখন আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এতসব উপায় উপাদানের ব্যবস্থা করলেন, তখন আমাদের সামাজিক জীবনের জন্য ঐ জিনিস তিনি কিভাবে না দিয়ে থাকতে পারেন যা আমাদের টিকে থাকা ও আমাদের স্থিতীশীলতার জন্য একান্ত অপরিহার্য ? বলাবাহুল্য এটাইতো আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। এটাতো ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলকথা এবং এটাই মহান আল্লাহর তরফ থেকে শরীআত ও যাবতীয় বিধিবিধান নাযিলের ভিত্তি বলে পরিগণিত করেন। সামগ্রিক জীবনের এ নীতিমালা ব্যতিরেকে মানব প্রকৃতি উন্নতি ও সমৃদ্ধির ঐ উচ্চতর মর্যাদা কিছুতেই হাসিল করতে পারতো না, যা তার সত্তা ও অস্তিত্বের মাঝে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

চিরস্থায়ীত্বের এ গুণের এও অন্যতম দাবী যে, চিরস্থায়ী ও সর্বময় কর্মসম্পাদনকারী খোদা এদিকেও লক্ষ রাখবেন যে, বান্দা যখন স্বেচ্ছাচারিতা ও খোদাদ্রোহিতার পথ অবলম্বন করে তাঁর ইনসাফের রাজত্বকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়ার চেষ্টা করবে তখন তিনি তাঁর এমন সব বান্দাদের উত্থান ঘটাবেন যারা ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা পুনর্বহাল করার জন্য নিজেদের সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করবেন। এ প্রেক্ষাপটেই দুনিয়ার ইতিহাস সাক্ষী যে, সর্বশেষ নবী আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ মোস্তফা স.-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মহান

www.pathagar.com

আল্লাহ পৃথিবীকে সত্য ও সুবিচার এবং স্বীয় সরল সঠিক পথে অবিচল রাখার জন্য তাঁর অসংখ্য নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবীর হাতে দীনকে পরিপূর্ণ দান করার ও ঐশী গ্রন্থ কুরআনকে সর্বপ্রকার বিকৃতির হাত থেকে সুসংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয় একই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে প্রত্যেক যুগেই এ উম্মতের মধ্য থেকে একদল লোক চাই তা সংখ্যায় যত ক্ষুদ্রই হোক পয়দা করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এঁরা নিজেরা সত্য ও সুবিচারের ওপর অবিচল থাকবে এবং অন্যদেরকেও হক ও ইনসাফ কায়েম করার জন্য দাওয়াত দিয়ে যেতে থাকবে। বিভিন্ন হাদীসেও এ সত্যের বিশদ বিবরণ এসেছে। বক্ষমান সূরাতে এ সম্পর্কে বেশ কিছু সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ক্রমান্বয়ে আসবে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা যথাযথ স্থানে এ সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

আয়াত ঃ ৩-৪

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۙ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ط اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

কুরআন নাযিলের আবশ্যকতা

حَقّ ঃ এ শব্দটির অর্থের বিশ্লেষণ আমরা সূরা বাকারার তাফসীরের শুরুতে করেছি। এর অর্থগুলোর মধ্যে এখানে বুঝানো হয়েছে অকাট্য বাণী। অর্থাৎ ঐ জিনিস যা ঝগড়া ও মতভেদের মীমাংসা করে দেয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে যে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তাতে এমন সব মতভেদ সৃষ্টি করে যদ্দরুন প্রকৃত সত্যই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। হারিয়ে যাওয়া সত্যকে উদ্ধার করার জন্য মহান আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করলেন যাতে মানুষ আল্লাহর আসল দীন লাভে ধন্য হয় এবং যাবতীয় মতভেদ ও ঝগড়া বিবাদের চোরাবালি থেকে বেরিয়ে এসে দীনের প্রকৃত রাজপথে ফিরে আসতে পারে।

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ঃ বাক্যাংশের ওপরও বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারার তাফসীরে অতিবাহিত হয়েছে। কুরআনের مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ হওয়ার একটা প্রসিদ্ধ মানে তো এই যে, এটি মৌলিকভাবে পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহের যাবতীয় সঠিক শিক্ষার সত্যায়ন করে। বিকৃতকারীরা তার সাথে যা কিছু যোগ করেছে শুধু সেগুলোই সে প্রত্যাখ্যান করে। কুরআন ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহের মাঝে বিদ্যমান এ সুসামঞ্জস্য ও পারস্পরিক ঐকতান একথারই পরিষ্কার সাক্ষ্য বহন করে যে; এগুলো সবই সত্যের একক সূর্যের কিরণ এবং একই আলোর উৎস সঞ্জাত দীপশিখা। এর অপর তাৎপর্য হলো, কুরআন ও তার বাহকের গুণাবলী পূববর্তী গ্রন্থগুলোর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে বিধৃত রয়েছে। এ ভবিষ্যদ্বাণী গুলো এ যাবত সত্যায়ন প্রত্যাশী ছিল। কুরআনের অবতারণ ও মুহাম্মদ স.-এর আবির্ভাবের দ্বারা তার সত্যায়ন হয়েছে। এটা কুরআনের সত্যতার এক বিরাট সাক্ষ্য। একই সাথে এদ্বারা উক্ত সহীফাগুলোরও সত্যায়ন হচ্ছে এভাবে যে, ঐ কিতাবগুলোতে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী

www.pathagar.com

মজুদ ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো। এদিক থেকে যারা পূর্ববর্তী সহীফাগুলোর ওপর ঈমানের দাবীদার ছিল তাদের তরফ থেকে সর্বাগ্রে কুরআনকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা প্রত্যাশিত ছিল। কারণ মূলত কুরআনের আত্মপ্রকাশের দ্বারা তাদেরই শির সর্বাধিক উন্নত হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের একগুয়েমী ও হটকারিতার দরুন তাকে অস্বীকার করে বসলো।

তাৎপর্যের সারসংক্ষেপ

وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ-الاية ঃ এটি উপরোক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত উক্তির ব্যাখ্যা, যদ্বারা কুরআনের অবতরণের আবশ্যকতা স্পষ্টই হয়ে উঠে। অর্থাৎ কিনা যেহেতু মহান আল্লাহ্ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সেহেতু তিনি আমাদের জীবনের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য ও আমাদেরকে সততা ও সুবিচারের ওপর সমুন্নত রাখার জন্য কুরআনকে অকাট্য ও মীমাংসাকারী বাণীরূপে অবতীর্ণ করেছেন। ইতোপূর্বে তিনি মানব জাতির হেদায়াতের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছিলেন। কিন্তু সেগুলোর অনুসারীরা তাতে বিকৃতি সাধন করে এবং তার বিভিন্ন অংশকে বাদ দিয়ে এতে সীমাহীন মতভেদ সৃষ্টি করে। যার ফলে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করাই অসম্ভব হয়ে পড়লো। এ পটভূমির ফলশ্রুতি স্বরূপই মহান আল্লাহ কুরআনকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের কষ্টিপাথর হিসেবে নাযিল করা জরুরী মনে করেছিলেন। তাই তিনি এ কিতাব অবতীর্ণ করলেন। এক্ষণে যারা এ কিতাবকে অস্বীকার করবে তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কারণ এহেন চরিত্রের লোক মহান আল্লাহর সততা ও সুবিচারমূলক নিয়ম-শৃঙ্খলার শত্রু। অথচ এ খোদায়ী ব্যবস্থাপনাই তাঁর সৃষ্টির কল্যাণ ও মঙ্গল এবং তার পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জাহানের সৌভাগ্য লাভের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা এ জাতীয় লোকদের ছেড়ে দিলে আল্লাহ প্রদত্ত সুবিচার নীতির সাথে শত্রুতার জন্য তাদের শাস্তি প্রদান না করলে তার অর্থ এটাই দাঁড়াবে যে, তিনি তাঁর জগতকে ধ্বংসের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন এবং এর স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার জন্য তাঁর কোনোই আগ্রহ নেই। অথচ খোদ এ সূরাতেই তাঁর অন্যতম গুণ বর্ণিত হয়েছে। قَائِمًا بِالْقِسْطِ অর্থাৎ তিনি সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক মহান সত্তা। এ সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অনিবার্য দাবী হলো, তিনি ঐ সুবিচারের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেবেন এবং তাদের বাধ্যতামূলক শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি আযীয অর্থাৎ মহাশক্তিশালী ও পরাক্রমের অধিকারী। তিনি এমন দুর্বল ও অসহায় নন যে কেউ তাকে অসহায় ও অক্ষম করে দেবে। তিনি দণ্ডদাতা ও প্রতিশোধ গ্রহণকারীও। অর্থাৎ ইনসাফ ও সুবিচারের প্রশ্নে তিনি বড়ই সচেতন। এ ব্যাপারে তিনি মোটেই এমন শীতল ও অনুভূতিহীন নন যে, বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদবে আর তিনি তার ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন। যেসব জাতি আল্লাহর দেয়া সুবিচারের নিয়মকে উৎখাত করেছিল একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেয়ার পর তিনি তাদেরকে এ বিশ্বচরাচর থেকে চিরতরে বিলীন করে দিয়েছেন। বস্তুত ওটা ছিল তাঁর এ গুণেরই বাস্তব ফলশ্রুতি। আর ঠিক এ পৃথিবীতে যখনই আল্লাহ প্রদত্ত শরীআত এবং আইন ও বিধানকে ধ্বংস ও বিলোপ করার প্রচেষ্টা চলেছে, তখনই তিনি তা নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ও নবরূপে

সজ্জিত করার সুব্যবস্থা করেছেন। ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করা এবং স্থিতিশীল রাখার জন্য তাঁর এ চিরন্তন নীতি ও বিধানকেই এখানে اِنْتِقَام বা প্রতিশোধ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আয়াত ঃ ৫-৬

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۞ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

সুবিচার প্রতিষ্ঠার ওপর আল্লাহর গুণাবলীর সাহায্যে প্রমাণ উপস্থাপন

পূর্বোক্ত আয়াতে আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচারীদের তথা ইনসাফ ও সুবিচারের ধ্বংসকামীদের জন্য শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে কারো এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, আল্লাহর এ পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি বেখবর। কোনো ব্যাপার ক্ষুদ্র হোক কিংবা বিরাট তা আসমানে সংঘটিত হোক বা যমীনে তাঁর থেকে কিছুই গোপন থাকতে পারে না। তাঁর ইলম প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি স্থানকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর পরিবেষ্টন না-ই বা করবে কেন, তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন প্রতিটি জিনিস আর তিনিই তো আকৃতি গঠন করেন জরায়ুর নিভৃত প্রদেশে। অতপর যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আকৃতি রচনা করেছেন তিনি অনবহিত থাকবেন তা কি করে হতে পারে? اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ "যিনিই সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না?"

অতপর তাওহীদ ও আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে عَزِيْزٌ ও حَكِيْمٌ শব্দদ্বয়ের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, সার্বিক ও সর্ববিষয়ের জ্ঞানধর মহান সত্তা যদি ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা না করেন তবে তার কারণ এটাই হবে যে, তাঁর শক্তি ও পরাক্রম নেই অথবা শক্তি ও পরাক্রম আছে ঠিকই, কিন্তু তিনি স্বীয় কর্মকাণ্ডে কোনোরূপ প্রজ্ঞা ও যুক্তিবাদীতার ধার ধারেন না। সবই এক খেলোয়াড়ের খেল-তামাশা মাত্র। ভালো হোক কি মন্দ, অবিচার হোক কি সুবিচার সে ব্যাপারে তার কোনো মাথাব্যাথা নেই। উভয়ই তার দৃষ্টিতে এক বরাবর। বলাবাহুল্য, এ ধারণা আদতেই ভুল ও অবান্তর। মহান আল্লাহ যেমন 'আযীয' তেমনি 'হাকীম'ও। প্রতিটি জিনিসের ওপর তাঁর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা বর্তমান। তার প্রতিটি কাজে সুবিচার ও প্রজ্ঞাময়তা বিদ্যমান এবং প্রত্যেক বিষয়ে তিনি সম্যক অবহিত। এটাই যদি হয় বাস্তবতা, পৃথিবীতে আবার নূতনভাবে সত্য ও সুবিচারের বিজয় পতাকা উড্ডীন করার জন্য যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন ঐ কুরআনকে যারা অস্বীকার করবে আল্লাহ তাদের থেকে কোনোরূপ প্রতিশোধ নেবেন না। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে।

২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৭-১৭ আয়াত

কুরআন অবতীর্ণের আবশ্যকতা স্পষ্ট করার পর এক্ষণে যারা কুরআনকে অস্বীকার করছে তারা কি ধরনের লোক এবং এ অস্বীকৃতির জন্য তারা কী কী জিনিসকে অজুহাত

www.pathagar.com

হিসেবে খাড়া করছে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, অমান্য ও অস্বীকৃতির পথ তারাই গ্রহণ করেছে যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা এবং সভাব প্রকৃতিতে রয়েছে অশান্তি ও বিপর্যয়কর চিন্তা-চেতনা। তাদের এ অধপতিত মন-মানসিকতার দরুন তারা কুরআনের মৌল শিক্ষার সাথে কোনোরূপ একাত্মতা পোষণ করে না। তারা তাতে কেবল এমন সব বিষয়ই অনুসন্ধান করে বেড়ায় যেগুলোর আশ্রয় ও প্রশ্রয় নিয়ে তারা কুরআনের বিরুদ্ধে জনগণের অন্তরে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে পারে। ফলে তারা নিজেরাও সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে এবং তাদের সাধ্যানুযায়ী সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত অন্যদেরকেও বিপদগামী করতে সক্ষম হবে। তাই তাদের সর্বময় আগ্রহ উৎসাহ কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের পরিবর্তে কেবলমাত্র দ্ব্যর্থবোধক এবং জটিল ও দুর্ভেদ্য আয়াতসমূহকে ঘিরেই নিয়োজিত থাকে। কেননা এসব আয়াতের সম্পর্ক সাধারণত পরকালীন জীবনের উপমা ও উদাহরণসমূহের সাথেই হয়ে থাকে। এসব আয়াতকে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে কোনো প্রকার খুত আবিষ্কার করা যায় কিনা তা-ই হয় তাদের সার্বিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য বস্তু। যাতে তাদের নিজেদের বিপথগামী হওয়ার পক্ষে একটি অজুহাত খাড়া করা যেতে পারে এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়।

এরপর যাদের জ্ঞান বুদ্ধিমত্তার মধ্যে রয়েছে গভীরতা ও মযবুতী তাদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে এরা আল্লাহর আয়াতসমূহে যথাযথ সম্মান করে এবং তার শিক্ষা ও হেদায়াত থেকে উপকৃত হয়ে থাকে। এরা কুরআনের মুহকাম আয়াত-সমূহের ন্যায় মুতাশাবিহ তথা দুর্বোধ্য ও জটিল আয়াতসমূহের সম্মান ও মূল্যায়ন করে। তারা এগুলোকে আপত্তি ও ফিতনার উপকরণ বানানোর পরিবর্তে জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে। এবং সাচ্চা দিলে এগুলোর ওপর ঈমান আনয়ন করে। কোনো বিষয় নিজেদের বোধশক্তির অগম্য ও অনুধাবন ক্ষমতার অতীত বিবেচিত হলে তারা তা তত্ত্ব ও তাৎপর্য অনুসন্ধানে তৎপর হয় না এবং তাকে আপত্তি ও ভ্রষ্টতার পথ খোঁজার মাধ্যমে পরিণত করে না। বরং তারা তাকে আল্লাহর প্রতি ন্যস্ত করে দেয়। আর এটাই মযবুত ও গভীর ইলম ও ঈমানের দাবী। উপরন্তু তাদের অন্তরে থাকে আখেরাতের প্রতি সুগভীর আস্থা ও একীন। এরি ফলশ্রুতিতে তারা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও বিভ্রান্তিকর প্ররোচনার হাত থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়াও করে থাকে। ঈমানের সম্পদে সুসমৃদ্ধ করার পর আল্লাহ যেন তাদেরকে ভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন তজ্জন্য তারা ফরিয়াদ করে থাকে।

এরপর বিপথগামী হওয়ার ঐসব উপকরণের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যা তাদের পূর্বসূরীদের ধ্বংসের কারণ ঘটেছিল। একই সাথে মুসলমানদের সাফল্যের কতক সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর অবতারণা করা হয়েছে। এদ্বারা এ সত্য উদ্ভাসিত করে তোলা হয়েছে যে, এসব ঘটনাবলীর দ্বারা তারা যদি শিক্ষাগ্রহণ না করে তাহলে তাদেরকেও তাদের পূর্বসূরীদের পরিণাম ভোগ করতে হবে।

এরপর ঐসব আচ্ছাদন ও প্রতিবন্ধকতাসমূহের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে যা তাদের ও কুরআনের মধ্যে অন্তরাল হয়ে রয়েছে। একই সাথে ঐসব বস্তুসম্ভারের নগণ্যতা এবং অস্থায়িত্ব ও ক্ষণভঙ্গুরতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ধ্বংসশীল পৃথিবীর

www.pathagar.com

যেসব বস্তুর আকর্ষণে বিভোর হয়ে তোমরা কুরআন থেকে বিমুখ হচ্ছ তার প্রকৃত মূল্য চাকচিক্যময় মরিচিকার অধিক কিছু নয়। এসবের পেছনে ধাওয়া করার পরিবর্তে চিরন্তন জীবনের নেয়ামত ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের অন্বেষণকারী হও। ধৈর্য, সততা, সত্যবাদিতা, আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় ও ইস্তেগফারের মাধ্যমেই এ পথের অবমুক্তি সম্ভব। আর সে পথের দিকে আহবান করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন।

এবারে এর আলোকে তেলাওয়াত করুন নিম্নোক্ত আয়াতগুলো ঃ

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ
مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ
إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (৭) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا
مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (৮) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ
لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (৯) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن
تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ
النَّارِ (১০) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (১১) قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا
سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (১২) قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي
فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم
مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً

www.pathagar.com

لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾
قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

৭. তিনিই আপনার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এতে আছে কতক দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত। সেগুলোই হলো মূল কিতাব। আর অন্যগুলো হলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা-কুটিলতা রয়েছে কেবল তারাই ফিতনা সৃষ্টি ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। অথচ তার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপূর্ণ তারা বলে আমরা এতে ঈমান এনেছি। এসবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে। জ্ঞানবানরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। ৮. হে আমাদের পরওয়ারদেগার! সরল-সঠিক পথ আমাদের প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে পুনরায় বক্র ও সত্যলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করে দিও না। আর আমাদের দাও তোমার অপার রহমত। তুমি তো মহাদাতা। ৯. হে আমাদের রব! তুমি তো মানব জাতিকে এমন একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে যার আগমনে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।

১০. যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর কাছে কোনো কাজে আসবে না। আর এরাই হবে জাহান্নামের ইন্ধন। ১১. ফিরাউনের সম্প্রদায় ও তাদের পূর্বসূরীদের যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের যে পরিণতি হয়েছিল, এদেরও ঠিক একই পরিণতি হতে বাধ্য। তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। ফলে তাদের পাপের জন্য আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর দণ্ডদাতা।

www.pathagar.com

১২. বলে দিন তাদের যারা কুফরী করে। শিঘ্রই তোমরা পরাভূত হবে এবং জাহান্নামে তোমাদের একত্র করা হবে। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল। ১৩. যে দুটো দলের মধ্যে পরস্পর মুকাবিলা সংঘটিত হয়েছিল তাদের কাহিনীতে অবশ্য তোমাদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল আর অপর দলটি ছিল কাফিরদের—তারা স্পষ্টতই মুসলিমদের নিজেদের অপেক্ষা দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে চান নিজ সাহায্যে শক্তিদান করেন। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় যারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তাদের জন্য।

১৪. মানুষের কাছে মনোরম ও সুশোভিত করা হয়েছে পার্থিব আকর্ষণীয় কাম্য বস্তুসমূহের ভালোবাসা—যেমন নারীর, সন্তান-সন্ততির, স্তুপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বারোহির, গবাদি পশুর এবং ক্ষেত-খামারের এসবই হলো পার্থিব জীবনের ভোগের সামগ্রী। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। ১৫. আপনি বলে দিন! আমি কি তোমাদের এসব বস্তুর চেয়ে উত্তম কোনো বস্তুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করবে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে এমনসব জান্নাত যার পাদদেশে নদ-নদী প্রবহমান। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আরো আছে তাদের জন্য পবিত্র জুড়ি সঙ্গিনী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি। আল্লাহ বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা, যথাযথ অবহিত। ১৬. মুত্তাকী তারা যারা এই বলে দোয়া করতে থাকে; হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদের গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ১৭. তারা ধৈর্য-ধারণকারী সত্যপরায়ণ, বিনয়ী, নেক কাজে ব্যয়কারী আর শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

৩. শব্দসমূহের অর্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৭

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط
فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ
تَاْوِيْلِهٖ ج وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ م وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ لا
كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ ঃ (তিনিই সে মহান সত্তা যিনি আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন।) এ দ্বারাই ঐ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় এবং চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর এ দ্বারা এখানে কতক বিষয়ের প্রতি শ্রোতাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য।

প্রথমত ঃ ঐ মহান রহমত ও আর্শীবাদের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যা এ গ্রন্থের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটা মহান আল্লাহর চিরঞ্জীব হওয়া ও চিরস্থায়ীত্ব গুণেরই বহিঃপ্রকাশ

www.pathagar.com

যে, তিনি তাঁর বান্দাদের চিরন্তন জীবনদানে ধন্য করা এবং সত্যের পথে মযবুত ও অবিচল রাখার জন্য এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ মহা নিয়ামাতের হক হলো বান্দা তার সম্মান ও মূল্য উপলব্ধি করবে। এর ওপর ঈমান আনবে এবং এর সাহায্যে চিরন্তন জীবন ও অমরত্ব হাসিল করবে।

দ্বিতীয়তঃ এতে ঐসব লোকের জন্য ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্কীকরণের দিকও বর্তমান রয়েছে যারা একে প্রত্যাখ্যান করবে ও এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে। কারণ যে খোদা এটিকে নাযিল করেছেন তিনি একাধারে মহাপরাক্রান্ত ও চিরস্থায়ীও। তাঁর এ পরাক্রম ও প্রজ্ঞা এবং চিরন্তন গুণের অনিবার্য দাবী হলো যারা ঐ লোকদের শাস্তি প্রদান করা যারা সত্য ও সুবিচারমূলক আইন বিধানের পথে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক হবে।

তৃতীয়ত, এদ্বারা মূল কিতাবের প্রকৃতি ও মেজাযের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। তাহলো এটি এক পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় বাণী। এ কারণে খোদ এ কালামও পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। তাইতো কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর গুণ আযীয ও হাকীম রূপে বিধৃত হয়েছে। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এ কিতাব দুর্ভাগ্য প্রপীড়িত হওয়ার, বিশৃংখলা সৃষ্টি ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য নাযিল হয়নি। এটি নাযিল হয়েছে প্রত্যেকের অনুধাবন ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী ফায়দা হাসিল করার জন্যই। এ কূল কিনারাহীন অথৈ পারাপারের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে সাধ্যানুযায়ী উপকৃত হওয়া প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। তারা এর সমুদয় নিগূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য উদঘাটন করে ফেলতে পারবে এমনটি আশা করা বাঞ্ছনীয় নয়। কুরআন মজীদের যেসব বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না সেগুলোকে ফিতনা ও সংশয় সন্দেহের মাধ্যম ও উপকরণে পরিণত করা যাবে না, বরং সেগুলোকে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দিতে হবে।

এ আয়াতে এমন কতক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলোর ধরন অনেকটা কুরআনী পরিভাষার মত। এ পরিভাষাগুলোর তাৎপর্য ভালোভাবে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আয়াতের অর্থ সঠিক ও যথাযথভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠবে না। তাই আমরা সর্বাগ্রে ঐ শব্দগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা তুলে ধরেছি।

اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ-এর অর্থ

اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ ঃ আয়াতে মুহকামাত বলতে কুরআন মজীদের ঐসব আয়াতকে বুঝা যা বাহ্যজগত ও অন্তর্জগত (افاق و انفس) -এর বাস্তব সত্যের বিবরণ সর্বজন সমর্থিত ভাল ও মন্দ এবং সৎকাজ ও মন্দকাজের অকাট্য বিষয়াদি ও মৌল বিশ্বাসজনিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। যেগুলোকে অন্তর নির্দ্বিধায় কবুল করে নেয়। এবং যেগুলোকে কবুল করার জন্য সুস্থ অন্তকরণ হওয়া ব্যতিরেকে অন্যকোনো শর্ত নেই। যেগুলোর সপক্ষে প্রত্যেক বিবেকই সাক্ষ্য প্রদান করে। তবে শর্ত হলো তার ওপর গোঁড়ামী ও কুসংস্কার, আবেগ প্রবণতা এবং অস্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারার আবরণ যেন না পড়ে। এসব মুহকামাতের ওপরই প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ ধর্মমতের বুনিয়াদ স্থাপিত। এ কারণে সকল আসমানী ধর্মমত এবং সকল নবী থেকেই এগুলো পরম্পরাগতভাবে বর্ণিত ও অনুসৃত হয়েছে। মানব প্রকৃতিতে

www.pathagar.com

এগুলোর মূল অত্যন্ত মযবুতভাবে প্রোথিত থাকে। সংশয়-সন্দেহের ঝঞ্ঝাবাত্যা এগুলোকে বিচলিত করতে ও মচকাতে পারে না। এজন্যই কুরআন এগুলোকে 'মুহকামাত' বলে অভিহিত করেছে।

أُمُّ الْكِتَابِ-এর অর্থ

اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ : মুহকাম আয়াতসমূহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এগুলোই হচ্ছে উম্মুল কিতাব তথা কিতাবের আসল অংশ। এর তাৎপর্য এই যে, অবশিষ্ট সমগ্র কিতাবের প্রত্যাবর্তন স্থল ও কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এ মুহকাম আয়াতগুলোই। সর্বময় আলোচনা এরি ওপর নির্ভরশীল সকল ডাল-পালা থেকেই উৎপন্ন হয়। কোনো ঝগড়া ও মতভেদের উৎপত্তি হলে এরি কষ্টিপাথরে যাচাই করে তার মীমাংসা করা হয়, এগুলোরই এমন মর্যাদা রয়েছে যে, এগুলোকে মূলনীতি সাব্যস্ত করে তা থেকে খুঁটিনাটি বিধিসমূহ নির্গত করা হবে। এবং এ বিধিগুলোর ওপর ঠিক তদ্রূপ নির্ভর করা যাবে, যেরূপ নির্ভর কর' হয়ে থাকে খোদ মূলনীতির ওপর তথা মূল কাণ্ডের ওপর।

اٰيٰتٌ مُتَشٰبِهٰتٌ-এর অর্থ

مُتَشٰبِهٰتٌ : মুতাশাবিহাত বলতে ঐসব আয়াতকে বুঝায় যেগুলোতে আমাদের জানা শোনা ও দেখার ক্ষমতার বহির্ভূত বিষয়াদি উপমা ও উদাহরণের ভঙ্গিতে কুরআন উপস্থাপিত করেছে। এগুলো যে বুনিয়াদী সত্য তথ্যের সাথে সম্পর্কিত সেগুলো স্বতই স্পষ্ট ও প্রামাণ্য হয়ে থাকে। বোধশক্তি তার ঠিক ঐ পরিমাণ অংশই বুঝতে সক্ষম হয়, যতটা বুঝা তার জন্য জরুরী। অবশ্য তার সম্পর্কে যেহেতু এক অদর্শনীয় জগত সম্পর্কে হয়ে থাকে, এজন্য কুরআন এগুলোকে উপমা ও উদাহরণের ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে থাকে। যাতে ইল্‌মের অনুসন্ধানকারী তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুপাতে এগুলো থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারে এবং তার প্রকৃত অবস্থা ও তাৎপর্য আল্লাহর ইল্‌মের ওপর ন্যস্ত করে দিতে সক্ষম হয়। এগুলো সাধারণত আল্লাহর গুণাবলী ও ক্রিয়া কলাপ বা আখেরাতের নেয়ামতরাজি ও তার দুঃখ-কষ্টের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে যে পরিমাণ বুঝা আমাদের জন্য জরুরী তা আমাদের বুঝে এসে যায়। তাদ্বারা আমাদের ইলম ও একীনে প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। কিন্তু আমরা সীমা অতিক্রম করে ঐগুলোর আসল রূপ ও নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ধার করার চেষ্টা করলেই তা ফিতনা তথা গোমরাহীতে পর্যবসিত হয়। এর অনিবার্য ফল এটাই দাঁড়ায় যে, মানুষ তার মন থেকে একটি সন্দেহের কাঁটা বিদূরীত করতে গিয়ে তাতে সীমা, সংখ্যাহীন কাঁটা বিদ্ধ করে নেয়। এমনকি এ দূরতিক্রম্য অসম্ভব অর্জন প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে স্বীয় অর্জিত সম্পদকেও বিনষ্ট করে ছাড়ে। অতপর অত্যন্ত স্পষ্ট সত্য সমূহকেও এ অজুহাতে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে শুরু করে যে, এর প্রকৃত রূপ ও আকৃতি এখনো তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। এদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করেছে কুরআন : بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ "বরং তারা অস্বীকার করে সে বিষয় যার জ্ঞান তারা আয়ত্ব করতে পারেনি এবং এখনো তার নিগূঢ় তত্ত্ব তাদের সামনে প্রকাশিত হয়নি।"–সূরা ইউনুস : ৩৯

www.pathagar.com

মুতাশাবিহাত এর কতক উদাহরণ

এখানে আমরা কুরআন মাজীদ থেকে মুতাশাবিহাত এর কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত করছি। সূরা মুদ্দাসসিরে কুরআন জাহান্নামের আযাবের চিত্র অংকন করেছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ ۝ لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ ۝ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۝ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

"আমি অচিরেই তাকে দাখিল করব সাকারে (জাহান্নামে)। আপনি কি জানেন সাকার কি ? এটা কিছুমাত্র অনুকম্পাও দেখাবে না, এবং ছাড়বেও না। এটা মানুষকে দগ্ধ করে ঝলসে দেবে। এ সাকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন ফেরেশতা।"

–সূরা আল মুদ্দাসসির ঃ ২৬-৩০

এ আয়াতে যে শাস্তির কথা বিবৃত হয়েছে তা এক জ্বলন্ত সত্য। শাস্তি ও পুরস্কার সংক্রান্ত আইন ও বিধানের প্রতি যার ঈমান রয়েছে তার পক্ষে একে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু এর যে বিস্তারিত রূপ তা একান্তই অদৃশ্য জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই তার প্রকৃত চিত্র কিছুতেই আমাদের আয়ত্বে আসতে পারে না। এ জাতীয় ব্যাপারসমূহে সঠিক কর্মনীতি হলো এগুলোর যে পরিমাণ মানুষের জ্ঞানে ধরবে তার ওপর তুষ্ট থাকতে হবে। আর যা বুঝে আসবে না তা এ জগতে বুঝে আসা সম্ভব নয়। তাই সেগুলোর পেছনে কালক্ষেপণ না করে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দেয়াই বাঞ্ছনীয়। সুস্থ মনের অধিকারী যারা তারা তাই করে থাকে। কিন্তু যাদের অন্তরে রয়েছে কুটিলতা এবং জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে বক্রতা ও জটিলতা তারা এ নীতিভঙ্গী গ্রহণের পরিবর্তে মুতাশাবিহাত ও রূপক উপমার নিগূঢ় তত্ত্ব উদঘাটনে তৎপর হয়ে ওঠে। ফলে তারা নিজেরাও বিপথগামীতে জড়িয়ে পড়ে এবং নিজেদের মতো অন্যদেরও ব্যাপকভাবে বিপথগামী করে ছাড়ে। অতএব লক্ষ করুন, উপরোক্ত আয়াতে تِسْعَةَ عَشَرَ বা উনিশ বলে যে শব্দটি এসেছে এ সম্পর্কে কুরআনই কুটিল ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের প্রতিক্রিয়া এই ব্যক্ত করেছে যে, তারা এরি পশ্চাতে লেগে গিয়েছে। তারা বলছে এর আবার তাৎপর্য কি ? এ দ্বারা যদি ফেরেশতাই বুঝানো হয়ে থাকে তারা প্রশ্ন তুলেছে—তাতে উনিশ সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ করারই বা রহস্য কি ? তাদের এ প্রতিক্রিয়ার ওপর কুরআন পর্যালোচনা পেশ করেছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ص وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ لا وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ط كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ط وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝ - المدثر : ٣١

"আর আমি জাহান্নামের প্রহরী কেবল ফেরেশতাদেরকেই নিযুক্ত করেছি। আমি তাদের সংখ্যা এরূপ রেখেছি কেবল কাফিরদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মু'মিনরা সন্দেহে পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা ও কাফিররা বলে যে, আল্লাহ্ এ উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন সৎপথে পরিচালিত করে থাকেন। আপনার প্রতিপালকের সেনাবাহিনীর সংখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আর এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য কেবল উপদেশ মাত্র।"–সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৩১

অনুরূপভাবে সূরা বাকারায় রূপক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জান্নাতের নিয়ামত রাজির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে জান্নাতীদের সম্মুখে যখন জান্নাতের নেয়ামতরাজি পেশ করা হবে তখন তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠবে। বলবে এতো দেখছি ঐসব নিয়ামতরাজি যেগুলো সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো কুরআনের মাধ্যমে ঃ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ط وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ط - البقر: ٢٥ "তারা চিৎকার করে বলে উঠবে, এতো অবিকল তাই যা ইতোপূর্বে আমাদের দেয়া হয়েছিল। বস্তুত সাদৃশ্যপূর্ণ ফলই তাদের দেয়া হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫

অর্থাৎ বিভিন্ন উদাহরণ ও রূপক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কুরআন মজীদে জান্নাতের যেসব নেয়ামত সম্ভারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তদ্দারা মু'মিনদের এতটুকুন ফায়দা অবশ্যি হয়েছে যে, তারা পার্থিব জগতে অবস্থান করেই স্বর্গীয় উদ্যানসমূহে এক ধরনের পরিভ্রমণ করে নিতে পেরেছে। কিন্তু এসব উদাহরণ ও রূপক দৃষ্টান্তগুলোর সংশ্লিষ্ট বিকৃত চিন্তা এবং গোমরাহী লোকদের কর্মনীতির বর্ণনা এসেছে। কুরআন মজীদের নিম্নরূপ ভাষ্যে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْىٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ج وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا م

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا لا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ط وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۙ البقرة : ٢٦

"নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জা ও সংকোচবোধ করেন না। উপমা দিতে কোনো বস্তু দিয়ে হোক তা মশা কিংবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কিছু। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, তাদের রবের পক্ষ থেকে এ উপমা সঠিক ও নির্ভুল। কিন্তু যারা কাফির তারা বলে, আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে এ তুচ্ছ বস্তুর উপমা দিয়েছেন ? এ দিয়ে আল্লাহ্ অনেককে বিপথগামী করেন এবং অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তবে ফাসিক ও আল্লাহর নাফরমানদের ছাড়া অন্য কাউকে তিনি এরূপ উপমা দিয়ে গোমরাহ করেন না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬

এ বর্ণনা দ্বারা এটা জানা গেল যে, আয়াতে মুতাশাবিহাত বলতে কুরআন মজীদের ঐসব আয়াতকে বুঝায় যাতে আখেরাতের নেয়ামত ও শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোনো নেয়ামত ও শাস্তির বর্ণনা উদাহরণ ও রূপক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

অথবা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্রিয়াকলাপসমূহের কোনোটিকে উদাহরণ ভঙ্গীতে পেশ করা হয়েছে। যেমন আদম আ.-এর মধ্যে আল্লাহর নিজের রূহ ফুঁৎকার করে দেয়া অথবা হযরত ঈসা আ.-কে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করা ইত্যাদি। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে এ ধরনের আয়াতসমূহ দ্বারা যারা প্রকৃত ঈমানদার তাদের ইল্‌ম ও ঈমানে প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। কিন্তু যাদের স্বভাব প্রকৃতিতে রয়েছে পংকিলতা ও ফিতনা সৃষ্টির নষ্ট মানসিকতা তারা এসবের মধ্যে ছিদ্রান্বেষণ করে নানা রকম ফিতনা আবিষ্কার করে নেয়।

'তাবীল'-এর অর্থ

'تَاْوِيْلُ' ঃতাবীল শব্দটিও এ আয়াতে একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এদ্বারা উপরে বর্ণিত বস্তুসমূহের ন্যায় কোনোটির নিগূঢ় তত্ত্ব ও তার সঠিক চিত্র বুঝানোই উদ্দেশ্য। এ আয়াতে যে অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে একই অর্থে সূরা ইউসূফেও এটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ قَالَ يَاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُؤْيَاىَ مِنْ قَبْلُ ز قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا ط "ইউসুফ বললো ঃ হে আমার আব্বা ; এ হলো আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার রব একে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০০

মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত সম্পর্কে কতিপয় সতর্কবাণী

এখানে সতর্কবাণী হিসেবে আরো কিছু কথা উল্লেখযোগ্য। এতে এ পর্যায়ে সৃষ্ট যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিভ্রান্তি বিদূরীত হয়ে যাবে—ইনশাআল্লাহ।

এক ঃ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গী চূড়ান্ত পর্যায়ের নয়। তাই এ ধারণা করা বাঞ্ছনীয় হবে না যে, কুরআনের আয়াতসমূহ মুহকাম ও মুতাশাবিহ—কেবল মাত্র এ দু' শ্রেণীতেই বিভক্ত। এখানে এ দু' শ্রেণীর উল্লেখ পরস্পর বিরোধী দুটি প্রকারভেদ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ করার উদ্দেশ্য নিছক ফিতনাপন্থী ও হেদায়াতপন্থীদের বিবদমান মানসিকতাকে দেদীপ্যমান করে তুলে ধরা বৈ নয়। অর্থাৎ যাদের স্বভাব ও প্রকৃতিতেই ধরেছে ফিতনা ও ভ্রষ্টতার চিন্তা-চেতনা, তাদের সার্বিক আগ্রহ নিছক মুতাশাবিহাতকে ঘিরে আবর্তিত হয়। যাতে তাদের ফিতনা আক্রান্ত মানসিকতার জন্য আহার্য সহজলভ্য হতে পারে। পক্ষান্তরে যারা ইলম ও মারিফতের অন্বেষণকারী এবং যাদের ওপর প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতার প্রভাব সমধিক তাদের সার্বিক আগ্রহ উৎসাহ মুহকামাতকে ঘিরেই পরিচালিত হয়। মুতাশাবিহাত-এর আয়াতসমূহের যে পরিমাণ তাদের বুঝে আসে তদ্বারা তারা ফায়দা হাসিল করে নেয়। আর যা বুঝে আসে না তার আকার আকৃতি উদ্ধার প্রচেষ্টায় তারা তৎপরতা হয় না। বরঞ্চ তা আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করে দেয়। মুহকামাতের সাহায্যে তাদের ইলম যেহেতু সুগভীর হয়ে যায় সেহেতু ইত্যাকার জিনিসসমূহ তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসকে দ্বিধাগ্রস্থ ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে দেয় না। কুরআনে এ দু' প্রকার ছাড়াও আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এখানে কুরআনের আয়াতসমূহের সার্বিক প্রকারভেদ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় বিধায় সেগুলোর উল্লেখ করা জরুরী বিবেচিত হয়নি। যেমন ধরা যাক কুরআনের কিসসা কাহিনী উদাহরণমালা, ইশরা ও ইঙ্গিতমালা ইত্যাদি। এগুলো কিতাবের

www.pathagar.com

আসল অংশের অন্তর্ভুক্ত ও মর্যাদা সম্পন্ন যেমন নয়, তদ্রূপ ঐসব মুতাশাবিহাতের পর্যায়ভুক্ত নয়। যেগুলোর তত্ত্ব উদ্ধারে গভীরতর চিন্তা-গবেষণা নিষিদ্ধ হবে।

দুই ঃ এ মহাসত্য স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কুরআনের আয়াতসমূহের মুহকাম ও মুতাশাবিহাত হওয়া নির্ভর করে সর্বতোভাবে অর্থ ও তাৎপর্যের বিচারে ; শব্দের বিচার অবশ্যই নয়। শব্দ ও ভাষার বিচারে কুরআন সামগ্রিকভাবেই 'আরবী মুবীন' তথা সরল প্রাঞ্জল আরবী এর অন্তর্গত, শব্দমালার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যেসব মতভেদ পরিলক্ষিত হয় তার মূলে সাধারণভাবে তিনটি কারণ নিহিত। হয় অনুসন্ধান ও গবেষণায় ত্রুটি রয়েছে অথবা গলদ আকীদা-বিশ্বাসজনিত কুসংস্কার ও গোঁড়ামী এর কারণ হয়েছে কিংবা আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা তার হেতু গণ্য হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, যেখানে এসব কারণে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, তার ওপর আরবী ভাষার সুপরিচিত ও স্বীকৃত নিয়ম-নীতি ও বিধিমালার আলোকে চিন্তা-গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এগুলো এমন কোনো বিষয় নয় যার ওপর চিন্তা-গবেষণা করা নিষিদ্ধ হবে।

তিনঃ মুতাশাবিহাত হোক কিংবা মুহকামাত কুরআন মজীদে এ উভয় প্রকারই স্বতন্ত্র ও সুপরিচিত। কতক আকীদা শাস্ত্রবিদের ধারণা, এ দু'প্রকার পরস্পর স্বতন্ত্র ও সুচিহ্নিত নয়। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। আর এটাও ঠিক নয় যে, শব্দসমূহের স্বকীয় অর্থ ও তাৎপর্যই সন্দেহপূর্ণ দ্ব্যর্থবোধক ও জটিল। যারা এটা বুঝেছেন তারা সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। তন্মধ্যে প্রথম বিষয়টি তো স্পষ্টতই ভুল। আর দ্বিতীয় বিষয়টি অত্যন্ত হেঁয়ালিপূর্ণ ; যা রীতিমতো কুরআন থেকেই হতাশ করে দেয়। অথচ মহান আল্লাহ কুরআনকে আলো ও প্রমাণ রূপে নাযিল করেছেন। যেসব বিষয় অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পর্কিত সেসব ব্যাপারে আমাদের প্রয়োজন সীমা পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তার যে অংশটুকু আমাদের জ্ঞান বহির্ভূত রেখে দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা তো প্রচ্ছন্নই রয়েছে।

চার ঃ কুরআন এখানে মুহকাম ও মুতাশাবিহ্-এর এক বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেছে ; যা তাদের আভিধানিক অর্থ থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। কুরআনের অন্য কতক স্থানেও এ শব্দগুলোর ব্যবহার হয়েছে। সেসব স্থানে অবশ্য এগুলোর আভিধানিক অর্থই নেয়া হয়েছে। যেমন মুহকাম বলতে ঐ বাণীকে বুঝায় যা ব্যাপক অর্থবোধক স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত। এমতাবস্থায় এর বিপরীত শব্দ হয় مُفَصَّل তথা বিস্তারিত। كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ : هود : ١ "এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতগুলোকে প্রথমত মুহকাম করা হয়েছে। অতপর সেগুলোর বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে।"–সূরা হূদ ঃ ১

কুরআন নাযিলের এলাহী পদ্ধতি এটাই ছিল যে, প্রথম প্রথম মহান আল্লাহ স্বীয় শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও হেদায়াতসমূহ মুহকাম বাণীরূপে নাযিল করেন। যাতে তা মানুষের মন-মগজে ও স্মৃতিতে ভালভাবে বসে যেতে ও সুসংরক্ষিত হতে পারে এবং অন্তকরণ ও জিহ্বা উভয়ের জন্য তা অনুভূত হয় হালকা ও সহজসাধ্য, অতপর মহান আল্লাহ ওহীর সাহায্যে অথবা নবী স.-এর সুন্নাহর মাধ্যমে তার বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন। অনুরূপভাবে মুতাশাবিহাত-এর একটা সাধারণ অর্থ রয়েছে। তা হচ্ছে একটি অপরটির

www.pathagar.com

সাথে মিল খায়। সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমপর্যায়ভুক্ত বিষয়। এ অর্থের দিক থেকে তো গোটা কুরআনই মুশাবিহ তথা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। এ বিচারেই কুরআনকে বলা হয়েছে মুতাশাবিহ। যেমন ঃ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ : زمر : ٢٣ "তা এমন কিতাব যা সুসামঞ্জস্য বারবার বর্ণিত।"–সূরা আয যুমার ঃ ২৩

পাঁচ, কুরআন যেরূপ মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত এ উভয় প্রকার আয়াতের সমষ্টি অনুরূপ আলমে আফাক ও আলমে আনফুসে (বাহ্যজগত ও অর্ন্তজগত) যেসব নিশানী-সমূহ রয়েছে তাও মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত এ উভয় শ্রেণীতে বিভক্ত। এগুলোর ব্যাপারেও ইলম ও প্রজ্ঞার অধিকারী এবং বক্র ও কুটিল চিন্তার দুরাচারীদের আচরণ অনুরূপই হয়ে থাকে যেরূপ ওপরে উল্লেখিত হয়েছে। যাদের চিন্তা-চেতনায় দৃঢ়তা রয়েছে তারা মুহকামাতের সাহায্যে অবিচল আস্থা ও প্রশান্তি হাসিল করে। আর মুতাশাবিহাতের দ্বারা শোবা সন্দেহে পতিত হওয়ার পরিবর্তে সেগুলোকে আল্লাহর ইলম ও হেকমতের ওপর ন্যস্ত করে দেয় এবং নিজের ইলমের ক্রুটি ও অপ্রতুলতার স্বীকৃতি প্রদান করে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা তারা এ মুতাশাবিহাতগুলোকে নিজেদের ও অন্যদের গোমরাহীর উপকরণে পরিণত করে। এ বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোচনা আমরা সূরা কাহফের তাফসীরে পেশ করবো, ইনশাআল্লাহ। উহুদ যুদ্ধের ঘটনাটিও—প্রাথমিক আলোচনায় যেমন আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি—একটি মুতাশাবিহ ঘটনার মর্যাদায় অভিষিক্ত। ফলে ঐ যুদ্ধের পর এ মহান আয়াতটি নাযিল হয়। আর এ আয়াতটি নাযিল করা হয়েছিল বিশ্ব জাহানের এক মস্তবড় নিগূঢ় তত্ত্বের ওপর থেকে পর্দা উন্মোচন করার জন্য। ওপরে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, বদর যুদ্ধ যেমন ছিল হক ও বাতিলের মধ্যে বিভাজন ও পার্থক্য নিরূপণের দিন। এ দ্বারা ঈমানদারদের অন্তর মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে প্রশান্তি অর্জন করে। আর এ যুদ্ধ একটি মুহকাম আয়াত বা নিদর্শনে পরিণত হয়ে কুফরী শক্তির ওপর মহান আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্ত করে দেয়। ঠিক এর বিপরীতে উহুদ যুদ্ধের মর্যাদা একটি মুতাশাবিহ আয়াত সমতুল্য। কারণ এতে বাহ্যত হকের ওপর বাতিলের বিজয় সূচিত হয়। এতে কাফিরদের এ ধারণা জন্মেছে যে, যুদ্ধে সফলতা ও ব্যর্থতার সম্পর্ক নিছক কৌশল ও উপায় উপকরণের সাথেই জড়িত। তাতে আল্লাহর কোনো দখল যেমন নেই, তেমনি হক ও বাতিলের সাথে কোনো সম্পর্কও নেই। সন্দেহ নেই যে, এটা ছিল এক মারাত্মক ভুল ধারণা যা বিদূরীত হওয়া ছিল অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং যখন এ ভুল ধারণা অপনোদন করার উপযুক্ত সময় এসে গেল তখন মহান আল্লাহ এ সূরার মাধ্যমে তা অপনোদন করে দিলেন। আর এ প্রসঙ্গে এটি এক মহান আয়াত।

زَيْغٌ শব্দের তাৎপর্য

এ আয়াতে যে زَيْغٌ শব্দটি এসেছে সংক্ষেপে তার তাৎপর্যও বুঝে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

زَيْغٌ শব্দের আসল অর্থ অবনমিত হওয়া অর্থাৎ নত হওয়া, স্নেহ প্রবন হওয়া ও আসক্ত হওয়া। শব্দটি একই সাথে দুটি অর্থ বহন করে। একটি হলো বক্রত্ব ও বাঁকা অপরটি হলো পতিত হওয়া। কোনো দণ্ডায়মান বস্তু যখন অবনমিত হয়ে পড়ে তখন তা পতিত হওয়ার

নিকবর্তী হয়ে যায়। এ অবস্থা رسوخ তথা দৃঢ়তা ও স্থির প্রতিষ্ঠার বিপরীত ব্যবস্থা যা আয়াতের رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ অংশে বিবৃত হয়েছে।

আহলে কিতাবের সাধারণ রোগ

এ বক্রতাতো গোমরাহ লোকদের সাধারণ রোগ। কিন্তু আহলে কিতাব এ রোগে সর্বাধিক কঠোরভাবে আক্রান্ত। ইহুদীদের ইতিহাস সাক্ষী যে, তারা প্রথম থেকেই এ রোগে আক্রান্ত ছিল। আর তাদের বক্রতার এ দিকটি বিশেষভাবে অত্যন্ত কঠিন ও স্পর্শ কাতর যে, তারা তাদের পয়গাম্বরের উপস্থিতিতেই এতে আক্রান্ত ছিল। আর এটাই একমাত্র কারণ যদ্দরুন তারা আল্লাহর শাস্তিতে নিপতিত হয়। কুরআনে এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। সূরা সাফ-এ তার বর্ণনা এসেছে এভাবে ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ط

فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ○ صف : ٥

"স্মরণ কর মূসা তার কওমকে বলেছিল, হে আমার কওমের লোকেরা। তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দাও অথচ তোমরা তো জান যে আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। অতপর তারা যখন বক্রই রয়ে গেল। তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে আরো বক্র করে দিলেন। আর আল্লাহ পাপাচারী কওমকে পথ প্রদর্শন করেন না।"–সূরা আস সাফ ঃ ৫

ইহুদী ও নাসারাদের গোমরাহীতে পার্থক্য

এরাই ঐ ইহুদী জাতি যারা কালিমাতুল্লাহ ও এ জাতিয় অন্যান্য কতিপয় শব্দের তাৎপর্যের বিশ্লেষণে দার্শনিকতা সুলভ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্ভাবন করে তাদের এহেন দুজ্ঞেয় ও রহস্যাবৃত করে দিল যাতে খৃস্টানদের গোমরাহ হওয়ার পথ উন্মুক্ত হলো। অনন্তর তারা হযরত মসীহ আ.-এর উলুহিয়াতের ভ্রান্ত আকীদায় নিমজ্জিত হলো। পরবর্তীতে মূর্তিপূজারী সম্প্রদায়গুলোর অন্ধ অনুসরণে খৃস্টানদের গোমরাহী আরো বৃদ্ধি পেল। অতপর ধীরে ধীরে তারা সত্য থেকে এতটাই দূর-দূরান্তে চলে গেল যে, তার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। এমনকি তারা স্পষ্ট কুফরীতে নিমজ্জিত হলো। কুরআন তাই তাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘোষণা দিল। لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ "নিসন্দেহে তারা কুফরী করেছে যারা বলে মসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ।"–সূরা মায়েদা ঃ৭২·

ইহুদী ও খৃস্টানদের গোমরাহীর মধ্যে যে পার্থক্য তার ধরন হলো ইহুদীদের গোমরাহী মূলত আমল ও কার্যক্ষেত্রে আর খৃস্টানদের আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। এ পার্থক্যের দরুন হক এর বিরোধিতায় তাদের কর্মনীতি ও আচরণও একে অন্য থেকে ভিন্ন। ইহুদীরা তো কুরআনকে সত্য ও যথার্থ জানা সত্ত্বেও তার বিরোধিতা করতো। খৃস্টানরা একদিকে তাওরাত ও ইঞ্জিলের মুতাশাবিহাতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার দরুন গোমরাহ

হয়েছিল। অপরদিকে কুরআনের বেলাও তাদের সার্বিক আগ্রহ উৎসাহ ছিল মুতাশাবিহাতকে ঘিরেই। এগুলোতেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে তারা নানা প্রকার ফিতনা উদ্ভাবন করতো। এভাবে একদিকে নিজেদের গোমরাহীর উপকরণ সংগ্রহ করতো ও অপরদিকে অন্যদেরও গোমরাহ করতো। কুরআনের মুহকামাত সম্পর্কে তাদের নিজেদের যেমন আগ্রহ ছিল না তেমনি যাদের ওপর তাদের প্রভাব কার্যকর ছিল তাদেরও আগ্রহ ও মনোযোগ দিতে দিতো না। এক কথায় মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর বক্রতা এবং মুতাশাবিহাত এর অনুসরণের ক্ষেত্রে ইহুদী ও খৃস্টান উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থান ছিল একই সমতলে, এ রোগে তারা ছিল সমভাবে আক্রান্ত। কিন্তু রুচি প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাদের প্রবণতা কিছুটা পৃথক ছিল। ইহুদীরা ফিতনার অনুসন্ধানে অধিকতর আগ্রহী ছিল। আর খৃস্টানরা কদর্য ও অপব্যাখ্যার অনুসন্ধানে বেশী তৎপর ছিল। এসব গোমরাহী দুনিয়ার সকল গোমরাহী ও ভ্রষ্ট লোকদের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান ছিল বিধায় কুরআন তার বর্ণনাভঙ্গী সাধারণভাবে উপস্থাপন করেছে যাতে বাণীর মধ্যে প্রশস্ততার অবকাশ থাকে। ইহুদী ও খৃস্টানদের নির্দিষ্টকরণ করা হয়নি। কিন্তু কুরআনের ভাবশিষ্য যারা তারা ঠিকই জানেন যে, তাদের প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সূরা ফাতেহায়ও একই বাকরীতি অনুসৃত হয়েছে। সেখানেও مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ও ضَالِّيْنَ শব্দগুলো সাধারণভাবে সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক হওয়ার কারণে এতে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এগুলোর বিশেষ ইঙ্গিত মূলত ইহুদী ও খৃস্টানদের প্রতি।

মুতাশাবিহাত দ্বারা গোমরাহী হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত

মুতাশাবিহাত এর অনুসরণজনিত কারণে খৃস্টানরা যে ধরনের গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তা স্পষ্ট করা কল্যাণপ্রদ হবে।

কুরআন ও ইঞ্জিল উভয়ই এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত মসীহ আ. কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহর বাণী। কালিমাতুল্লাহ এর অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, এদ্বারা আল্লাহর হুকুম ও নির্দেশ ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। হযরত মসীহ আ.-এর জন্ম যেহেতু প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরপীত নিয়মে হয়েছিল সেহেতু মহান আল্লাহ তাঁকে স্বীয় কালিমা বা বাণী বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর জন্ম মহান আল্লাহর كُنْ বা 'হও' শব্দ দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। এটা এ মহাসত্যের বাস্তব প্রমাণ ছিল যে, কোনো জিনিসের অস্তিত্ব লাভের পেছনে মহান আল্লাহর নির্দেশই মূলত আসল কার্যকর শক্তি। উপকরণ নিছক বহির্ভাগের পর্দা বৈ নয়। এ বিষয়টি কুরআন মজীদে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। আর এতে এতটুকু ঘোরপ্যাচ বা অস্পষ্টতা নেই যে, সুস্থ্য মন ও পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী লোকের মধ্যে কোনোরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। কুরআন অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে ঃ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ - ال عمران : ٥٩ "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মত। তিনি আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তাঁকে বলেছিলেন, হয়ে যাও ; তখনই সে হয়ে গেল।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৯

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আদমকে 'হও' শব্দ দ্বারা সজীব ও সবাক সত্তায় পরিণত করেছেন। একই বিষয়কে অন্যত্র আত্মা বা রূহ ফুঁকে দেয়া বলে ব্যক্ত করেছেন। অবিকল একই ব্যাপার ঘটেছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রেও।

খৃস্টানরা এ স্পষ্ট বিষয়টিতে যে বিকৃতি সাধন করেছিলো তার রূপ ছিল এই যে, মূর্তি পূজারী জাতিগুলোর সাথে যখন তাদের মেলামেশার সূচনা হলো এবং ওদের সাথে তাদের ধর্মীয় বিতর্ক শুরু হলো তখন ওরা খৃস্টানদের ওপর এ অভিযোগ উত্থাপন করলো যে, তোমরা তো এক ক্রুশবিদ্ধ খোদার উপাসনা কর। আমরা তোমাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল। কারণ আমরা পূজা করি আসমানী দেবতাদের। খৃস্টানরা তাদের প্রতিপক্ষের এ অভিযোগ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য নিজেদের আকীদাকে তাদের আকীদার ছাঁচে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করলো। এ লক্ষে তারা দাবী করে বসলো যে, মসীহতো আল্লাহর পুত্র সে সৃষ্ট নয়। নিজেদের এ নতুন মতবাদকে সজ্জিত করার জন্য তারা একদিকে গ্রীক অগ্নিপূজারী ও হিন্দুদের চিন্তা ও দর্শন থেকে মাল-মসলা গ্রহণ করল। অপরদিকে ইহুদী দার্শনিকদের আকীদা শাস্ত্র থেকে পথনির্দেশিকা হাসিল করলো। আর এটা ছিল ইহুদীদের শেষ যুগের আবিষ্কারের অন্তর্গত। যারা ছিল স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে অসীলা ও মাধ্যমের প্রবক্তা। শুধু তাই নয়, তারা তাদেরকে আলাদা সত্তার মর্যাদা দান করতো ও তাদেরকে আল্লাহর বাণী বলে অভিহিত করতো। খৃস্টানরা হুবহু এ আকীদাই হযরত ঈসা আ.-এর জন্য ইখতিয়ার করলো। কিছুকালের জন্য তো এ ধারা অব্যাহত রইলো। কিন্তু ধীরে ধীরে এক গোমরাহী থেকে আরেক গোমরাহীর উদ্ভব ঘটতে লাগলো। তারা তাঁকে আল্লাহর সমকক্ষ, আল্লাহরই সত্তাগত এবং অনাদিকাল থেকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত বলে ঘোষণা দিল। অতপর এ আকীদাকে শক্তিশালী করার জন্য ইঞ্জিলের যোহনের সূচনায় বিকৃতির চোরাপথে কিছু গদও প্রবিষ্ট করে দিল। যাতে করে বাইরে থেকে আমদানী করা এ আকীদার সাথে আপন ঘরনা থেকেও একটি দলীল সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়।

وَمَا يَعْلَمُ الاية আয়াতের ওয়াকফ

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ ঃ "আর তার প্রকৃত মর্ম জানে না কেউ আল্লাহ ছাড়া।" ওপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে এটা স্বতই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এখানে ওয়াক্ফ (বিরতি) রয়েছে, অধিকাংশ আহলে সুন্নাতের মতও এটাই। হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আয়েশা, হযরত আলী, হযরত হাসান ও মালেক ইবনে আনাস রা. এবং কাসাই ও ফররা থেকেও একই মতামত বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য শীয়া কতক কালাম শাস্ত্রবিদ এখানে সংযুক্ত করে পড়ার প্রবক্তা। তাদের মতে মুতাশাবিহাত এর তাৎপর্য মহান আল্লাহ ছাড়া সুগভীর ইলমের অধিকারীরাও জানেন। এর কারণ শীয়াদের আকীদা মতে তাদের ইমামদের রয়েছে সর্ববিষয় সম্যক জ্ঞান। অন্যান্য যারা এ মতকে সমর্থন করেছেন তাদের দৃষ্টিতে তাবীল শব্দের মানে—অর্থ। অথচ আয়াতের পূর্বাপর এ মতের পরিপন্থী। ওপরে এর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।[১]

১. এ অর্থ ও তাৎপর্যের অধিকাংশ উস্তাদ ইমাম র.-এর রচনা থেকে নেয়া হয়েছে। কেবল কোনো কোনো অর্থের ব্যাখ্যা আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাই সঠিক কথাগুলো তাঁর বলে ধরে নিন। আর কোথাও কোনো ত্রুটি ও দুর্বলতা পাওয়া গেলে তার দায়িত্ব এককভাবে আমার।

www.pathagar.com

যদিও আয়াতের শব্দাবলী ও তার বিভিন্ন অংশের এ বিশ্লেষণের পর আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা আপনা-আপনিই আমাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে তথাপি এর গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর পরিতৃপ্তির জন্য আমরা এর বিশদ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য উপস্থাপিত করছি।

এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনিই তো তাওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছেন। অতপর তাতে যখন বিকৃতি ও হেরফের করে দেয়া হলো। তখন প্রজ্ঞা ও চিরন্তনতার অনিবার্য দাবী হয়ে পড়ল কুরআনের অবতারণা। যাতে এর সাহায্যে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ সম্ভবপর হয়। অতপর যারা এর বিরোধিতা করবে ও এর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তাদের এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ হক ও হক-এর ধারক বাহকদের মযলুম ছেড়ে দেবেন না। তিনি তার প্রতিশোধ অবশ্যই নেবেন।

এরপর এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আহলে কিতাব এ ফুরকানের যে বিরোধিতা করছে তার মূল কারণ এ নয় যে, খোদ এ কিতাবে এমন কোনো বিষয় রয়েছে যা তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কারণ প্রতীয়মান হচ্ছে। বরঞ্চ তার আসল কারণ হলো, তাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা। এই বক্রতার দরুনই এ কিতাবের মুহ্কামাতের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনোই কৌতুহল নেই। বলাবাহুল্য এ মুহ্কামাতই কিতাবের আসল অংশের মর্যাদায় অভিষিক্ত। আর এগুলোর ওপর কিতাবের সমগ্র শিক্ষা ও সার্বিক হিকমাত ও দর্শনের বুনিয়াদ স্থাপিত। তাদের যত কৌতুহল নিছক আয়াতে মুতাশাবিহাতের ব্যাপারে নিবদ্ধ ; যাতে কোনো বিষয় উদাহরণ ও রূপক দৃষ্টান্তের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা তাদের বিকৃত স্বভাবের দরুন সেগুলোর ব্যাপারে তৎপর থাকে। তারা সেগুলোর স্বরূপ উদঘাটন ও মর্ম উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে শুধুই ফিতনা ও বিশৃংখলা ছড়ানোর জন্য। অথচ এগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জানা নেই। এগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত জ্ঞান আল্লাহ অবারিত করে দিয়েছেন। এরি ওপর তাদের তুষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। এগুলোর প্রকৃত তাৎপর্যের বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দেয়া কর্তব্য। এ আয়াতগুলোর তাৎপর্য উদঘাটিত হবে সেদিন, যেদিনটি ভবিষ্যতে আসবে। যারা অগাধ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী, মুতাশাবিহাতের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এটাই হয়ে থাকে। তারা মুহ্কামাত ও মুতাশাবিহাত এ উভয় প্রকার আয়াতকেই তাদের রবের উপহার বলে মনে করে। এবং উভয়ের প্রতিই সমানভাবে ঈমান পোষণ করে। তারা তাদের ব্যাপক ও গভীর ইলমের কারণে এ রহস্য সম্পর্কে অবগত রয়েছে যে, আল্লাহর আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়া বৈ নয়। আর তারা বোধশক্তি সম্পন্ন বিধায় সেগুলো থেকে যে পরিমাণে উপকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় উপকৃত হয়। নিষ্ফল ও অবান্তর চেষ্টা-সাধানার পেছনে মূল্যবান সময় নষ্ট করে তারা তাদের ধ্বংসের উপকরণ সংগ্রহ করে না। মহান আল্লাহর স্থায়ী বিধান এটাই যে, তাঁর আয়াতসমূহ থেকে একমাত্র তারাই উপকৃত হয়ে থাকে যাদের রয়েছে বোধশক্তি এবং যারা উক্ত বোধশক্তি সঠিকভাবে কাজে লাগায়।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৮-৯

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ○ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ○

এ দুটি আয়াতে কোনো আভিধানিক কিংবা ব্যাকরণগত সমস্যা বা জটিলতা নেই। زَيْغٌ শব্দের ব্যাখ্যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

এটা ব্যাপক ও গভীর ইলমের অধিকারীদের দোয়া। এদ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা স্বীয় দীনের ব্যাপারে এতটা বেপরোয়া নয় যে, খামোখাই সন্দেহ-সংশয়কে আহ্বানকারীদের পাঠিয়ে আহ্বান করবে ও নিজেদের ঈমান ও ইসলামকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। বরং তারা স্বীয় ঈমানের সুরক্ষার জন্য অব্যাহতভাবে তাদের রবের নিকট দোয়া করতে থাকে। যেন দীনের ওপর তাদের অবিচল থাকার পর তা থেকে তাদের পদস্খলন না ঘটে এবং যখন ফিতনার ঝঞ্ঝাবার্তা প্রবাহিত হয় তখন সর্বপ্রদাতা মহান আল্লাহ যেন তাদের জন্য সেই রূহানী সাহায্য প্রেরণ করেন যা তাদের অটল ও অবিচল থাকার উপায় ও মাধ্যম হবে।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে ঐ একীন ও দৃঢ় আস্থার বহিপ্রকাশ ঘটেছে যা গভীর ইল্‌মধারীদের মধ্যে আখেরাত সম্পর্কে বিরাজমান থাকে। যে প্রেক্ষাপটে এ বাণীটি এসেছে তা এ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে এ আখেরাত বিশ্বাসই মন-মস্তিষ্ক উভয়ের রক্ষক। এর অবর্তমানে এমন কিছু নেই। যা মানুষের চিন্তা ও মনন শক্তিকে বাজে ও অবান্তর ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত রাখতে পারে। আখেরাতে যার বিশাস নেই সে জীবনকে খুবই সহজ ও স্বচ্ছন্দময় মনে করে এবং যে কোনো কাজে তাকে নিয়োজিত করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু যাদের মধ্যে আখেরাত বিশ্বাস গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। তারা প্রতিটি কদম সাবধানতার সাথে উত্তোলন করে এবং অতি যত্নে জায়গাটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে পা রাখে। এ সাবধানতা তাদেরকে সর্বদা সরল সঠিক ও মযবুত পথে অবিচল রাখে।

আয়াত ঃ ১০-১১

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ○ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

www.pathagar.com

হক পথের আসল প্রতিবন্ধকতা

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا দ্বারা কুরআনের অস্বীকারকারীদের বুঝানো হয়েছে। ৪ নম্বর আয়াতেও তাই উক্ত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আজ সূর্যাপেক্ষা অধিক দীপ্যমান সত্যকে গ্রহণ করার পথে তাদের জন্য অন্তরায় হয়ে রয়েছে। আল্লাহর পাকড়াও থেকে এগুলো তাদের রক্ষা করতে পারবে না। তাই এগুলোর প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার আতিশয্যে ঐ আল্লাহকে ভুলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যার হক ও অধিকার সর্বাগ্রগণ্য এবং যার পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর ভয়াবহ। সত্য গ্রহণের পথে মূল বাধা হিসেবেই এখানে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী ১৪ নম্বর আয়াতে আরো বিস্তারিতভাবে এর বর্ণনা আসছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মহব্বতই মানুষের সত্যকে গ্রহণ করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ প্রকৃত ব্যাপার স্বীকার করাকে এড়িয়ে যায়। আর নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমন কিছু বাহানা তালাশ করে, যা তার আসল রোগের ওপর আবরণ চড়িয়ে দিতে পারে। কুরআন এখানে ঐসব লোকের প্রকৃত অভ্যন্তরীণ রোগের ওপর থেকে পর্দা উন্মোচন করেছে যে, সম্পদ ও সন্তানাদির মহব্বতই প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে কুরআনের পেশকৃত সত্যের সম্মুখে মাথা নত করতে বাধা প্রদান করছে। কিন্তু তারা এটাকে গোপন করার জন্য মুতাশাবিহাত এর মধ্য থেকে কিছু আপত্তি ও সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। যাতে করে তাদের দুনিয়া পূজার বিষয়টি প্রকাশ হয়ে না পড়ে। মানুষের এটা একটা সাধারণ দুর্বলতা যে, তারা কোনো একটা সত্যকে নিছক প্রবৃত্তির দুর্বলতার হেতু এড়িয়ে যায়। কিন্তু ভাব অনেকটা এমন দেখায় যাতে শ্রোতা এরূপ মনে করে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তার এড়িয়ে যাওয়ার পেছনে সত্যিই কিছু কারণ ও অজুহাত এবং কিছু অভিযোগ ও সন্দেহ-সংশয় বর্তমান রয়েছে।

প্রকৃত রোগের ওপর আবরণ চড়ানোর প্রয়াস

এরপর বলা হয়েছে যে, তাদের এ আচরণ হুবহু তাদের পূর্ববর্তী ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং আল্লাহর রাসূলদের অস্বীকারকারী অন্যান্য জাতি সম্প্রদায়গুলোর মতই। তারাও সম্পূর্ণ জেনেশুনে নিছক দুনিয়ার মুহব্বতে আল্লাহর নিশানীসমূহ ও তার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে। আর প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে এটা যে তারা নবীকে গণক কিংবা যাদুকর এবং তাঁর পেশকৃত নিশানীসমূহকে যাদু কিংবা ভেল্কিবাজি মনে করেছে। আর এ কারণেই তাঁকে কবুল করে নিতে পারছে না। অবশেষে তাদের অপরাধের ফলস্বরূপ মহান আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন। আর যখন পাকড়াও করলেন তখন তাঁর পাকড়াও থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ ছিল না।

شَدِيْدُ الْعِقَابِ-এর অর্থ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ শব্দে দুটি অর্থ নিহিত রয়েছে। একটি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষ যে শাস্তিই ভোগ করুক না কেন তা তার নিজেরাই কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া বৈ নয়। অপরটি হলো আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানের ফলাফল যেমন অনিবার্য ও অপরিহার্য তদ্রূপ আল্লাহর নৈতিক বিধানের ফলাফলও অনিবার্য ও অপরিহার্য। যখন তার আত্মপ্রকাশের

www.pathagar.com

সময় আসবে তা এমনই সর্বগ্রাসী সুনিশ্চিত ও সর্বনাশা রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে যে, তা থেকে না কেউ রক্ষা পাবে আর না কেউ তা থেকে অন্যকে রক্ষা করতে পারবে।

আয়াত ঃ ১২

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ٥

কুরআন অস্বীকারকারীদের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন

এক্ষণে কুরআন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে কুরআনের অস্বীকারকারীদের এ ভীতি প্রদর্শন করেছে যে, কুরআনের বিরুদ্ধে তোমরা যেসব ষড়যন্ত্র করছ তা কিছুতেই সফল হওয়ার নয়। তোমরাই কুরআনের বাহকদের হাতে পরাভূত হবে। যেসব উপায় উপকরণের ওপর তোমাদের বড়ই অহংকার, যে সংখ্যা শক্তির ওপর তোমাদের অত্যধিক আস্থা ও নির্ভরতা—এসবের কিছুই বিন্দুমাত্রও উপকারী বলে প্রমাণিত হবে না। তোমরা দুনিয়াতেও পরাস্ত হবে এবং আখেরাতেও তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর ঐ জাহান্নামকে কোনো সাধারণ বস্তু মনে করো না। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাসস্থল—এ কারণেই এ ভীতি প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ যা স্বচক্ষে দেখেনি প্রথমত তার সম্পর্কে সঠিক অনুমানই করতে পারে না। যদি বা একটা সীমা পর্যন্ত অনুমান করতেও পারে তবু স্বীয় উদাসীনতা জনিত স্বভাবের দরুন সে সম্পর্কে সহজ ও উপেক্ষার নীতি গ্রহণ করে থাকে।

আয়াত ঃ ১৩

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ط فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ط وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ٥

বদর যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান

এটি উপরোক্ত দাবীর পক্ষে একটি দলীল। এমন একটি ঘটনার দ্বারা এ দলীলটি পেশ করা হয়েছে যেটি নিকট অতীতেই সংঘটিত হয়েছিল। ইঙ্গিতটি বদর যুদ্ধের ঘটনার প্রতিই। এর তাৎপর্য এই যে, কুরআনের বাহকগণ ও তার বিরোধীদের মধ্যে বর্তমানে যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান তাতে অবশেষে পরাজয় বিরুদ্ধচারীদেরই হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার একটা নিসানী কুরাইশ ও মুসলমানদের মাঝে সংঘটিত এ যুদ্ধের মধ্যে বিদ্যমান। এ যুদ্ধে একপক্ষ আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য উত্থিত হয়েছিল। আর অপর পক্ষ-যারা ছিল কাফির—উত্থিত হয়েছিল শয়তানের বাণীকে সমুন্নত করার জন্য, যদিও কাফিরদের সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক আর মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট মাত্র তিনশ তেরজন। কিন্তু উভয় দল যখন পরস্পর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলো তখন কাফিররা স্বচক্ষে মুসলমানদেরকে তাদের নিজেদের

www.pathagar.com

অপেক্ষা দ্বিগুণ দেখতে পেল। এটা একান্তই মহান আল্লাহর বিশেষ মদদ ও সাহায্যের ফলেই হয়েছিল। বলাবাহুল্য, জয় ও পরাজয়ের সম্পর্ক সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্পতার ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং এটা নির্ভর করে মহান আল্লাহর মদদ ও সাহায্যের ওপর। আর এ মদদ ও সাহায্য তারাই লাভ করে যারা তার বাণীকে সমুন্নত করার জন্য উত্থিত হয়। যারা প্রকৃতই চক্ষুষ্মান তারা এ ঘটনার মধ্যে ভবিষ্যতের চিত্র প্রত্যক্ষ করতে পারে। তারা দেখতে পারে যে, হক ও বাতিলের এ সংগ্রামে অবশেষে কোন্ পরিণতিতে সমাপ্তি লাভ করে।

বদরের যুদ্ধে কাফিরদের জন্য নিশানী

বদরের ঘটনায় কাফিরদের এমন প্রত্যেক দলের জন্যই সত্যের জয়ের নিশানী মজুদ ছিল যারা ঐ সময় কুরআন ও ইসলামের বিরোধিতায় ছিল সবচেয়ে অগ্রগামী। ঐ সময় ইহুদী, খৃস্টান ও কুরাইশ এ তিনটি দলই সরাসরি ইসলামের বিরোধিতা করছিল। এবারে দেখুন এ তিনটি দলেরই চোখ খুলে দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ কিভাবে বদরের যুদ্ধকে একটি নিশানী বানিয়ে দিয়েছেন।

ইহুদীদের জন্য নিশানী

ইহুদীদের সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমরা সূরা আল বাকারায় তালূত জালূত-এর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করে এসেছি। আমরা বলেছি যে, এ যুদ্ধ স্বীয় উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য, যুদ্ধের ষ্ট্রাটেজি ও তালূতের সৈন্য সংখ্যার বিচারে হুবহু বদর যুদ্ধের প্রতিচিত্র ছিল। যেভাবে মুসলমানদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত ও স্বীয় কিবলা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তদ্রূপ বনী ইসরাইলীদেরকেও তাদের মাতৃভূমি থেকে বেদখল ও তাদের কিবলা—তাবূত—থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। মহানবী স.-এর সাথে যেমন তিনশ তেরজনের বাহিনী ছিল, বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে জানা যায়, তালূতের সাথে অনুরূপ সংখ্যক লোক ছিল। মহানবী স. যুদ্ধের পূর্বে যেমন তাঁর বাহিনীর মনোবলের পরীক্ষা নিয়েছিলেন, তদ্রূপ তালূতও এক বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁর সাথীদের শৌর্যবীর্য ও শৃংখলার যাচাই পরখ করেছিলেন। অতপর মহান আল্লাহ মহানবী স.-কে উক্ত যুদ্ধে স্বীয় মদদ ও সাহায্য দ্বারা ধন্য করেন। ফলে অত্যন্ত বিরূপ ও প্রতিকূল পরিবেশেও মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয় এবং কুরাইশদের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ নিহত হয়। একই অবস্থা হয়েছিল তালূতের ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরও। মহান আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছিলেন। তাঁর স্বল্প সংখ্যক সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বিপুল সংখ্যক শত্রুবাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করে। ফিলিস্তিনীদের প্রসিদ্ধ সেনানায়ক হযরত দাউদ আ.-এর সাঁড়াশী আক্রমণে মৃতের পাহাড় তৈরী হলো। এ উভয় যুদ্ধের এহেন বিস্ময়কর সাদৃশ্য ইহুদীদের নিকট স্পষ্ট ছিল। একটির পূর্ণ চিত্র তারা তাদের আসমানী গ্রন্থাবলীতে প্রত্যক্ষ করেছিল। আর অপরটির বাস্তব ঘটনা প্রবাহ তারা স্বচক্ষেই অবলোকন করে। এ কারণে তাদের জন্য এটা অনুমান করা কিছুমাত্র কঠিন ছিল না যে, বদর প্রান্তরের লড়াই অস্ত্র-শস্ত্রের লড়াই ছিল না। এটা ছিল মূলত হক ও বাতিলের লড়াই। এখানে মানুষে মানুষে যুদ্ধ হয়নি। যুদ্ধ হয়েছিল ফেরেশতাকুল ও শয়তান বাহিনীর মধ্যে। অতএব কুরআনে—সূরা

আনফালের তাফসীরে আমরা তার বিশদ আলোচনা করার একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহুদীদের নিকট এ সত্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল। কিন্তু তথাপি তারা সর্বশেষ নবী স.-এর এ নিশানী কিছুমাত্র মূল্যায়ন করেনি এবং লাগাতার ইসলামের বিরোধীতায়ও অনড় থাকে।

খৃস্টানদের জন্য নিশানী

একইভাবে খৃস্টানদের জন্যও এ যুদ্ধে মহানবী স. সত্যতার নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। যোহনের আধ্যাত্মিক দলীলসমূহ এ বাণী বর্তমান রয়েছে যে, প্রতিশ্রুত নবী তথা শেষ নবী স. যখন আত্মপ্রকাশ করবেন তখন তিনি হক-এর শক্তি নিয়ে জিহাদ করবেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকবে উঁচুস্তরের ফেরেশতাদের সৈন্যবাহিনী। এ ভবিষ্যদ্বাণী বদর প্রান্তরে এভাবে প্রকাশ পায় যে, দর্শকরা স্বচক্ষে ফেশেতাদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখেছে। এ নিশানী প্রত্যক্ষ করার পরও খৃস্টানরা মুতাশাবিহাত এর গোলক ধাঁধায় জড়িয়ে পড়লে এবং হক এর স্বীকৃতি দানের সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হলে—তাকে তাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে?

কুরাইশদের জন্য নিশানী

কুরাইশদের জন্য তো এ যুদ্ধ তাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেও কুরআন ও ইসলামের সত্যতার অকাট্য ও অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য ছিল। তারা অত্যন্ত স্পষ্ট ও নগ্নভাবেই এ যুদ্ধকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের কষ্টিপাথর বলে আখ্যা দিয়েছিল। তাদের এটা প্রকাশ্য ঘোষণাই ছিল যে, এ যুদ্ধে যাদের জয় হবে তারাই সত্যের ওপর রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে যাদের পরাজয় হবে তারাই বাতিল তথা মিথ্যার ওপর রয়েছে বলে প্রতিষ্ঠা হবে। আবু জাহেল ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এ দোয়া করেছিল যে- اللهم اقطعنا للرحم فاحنه الغداة "হে আল্লাহ দু' দলের মধ্যে যারা অধিকতর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বলে গণ্য আগামীকাল তুমি তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিও।" এ যুদ্ধ সম্পর্কে একদিকে খোদ কুরআন ও অপরদিকে মহানবী স. অত্যন্ত সন্দেহাতীত ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং অক্ষরে অক্ষরে তা বাস্তবায়িত হয়েছিল। মহানবী স. তো বিশিষ্ট বিশিষ্ট কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিহত হওয়ার স্থান পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে লোকেরা দেখতে পেল যে, মহানবী স.-এর প্রতিটি কথা সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুত এসব কারণেই কুরআন বদর যুদ্ধকে 'ফুরকান' বলে অভিহিত করেছে। অর্থাৎ কিনা এ যুদ্ধ হক ও বাতিলের মধ্যে এমন এক পার্থক্য নির্ধারণ করে দিল যদ্বারা ইসলামের সহযোগীদের তাদের নিজেদের সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ হস্তগত হয়ে গেল। অপরদিকে ইসলাম বিরোধীদের ওপর আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গেল।

উহ্য করণের একটি পদ্ধতি

আয়াতে ঈমানদারদের গুণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, "তারা যুদ্ধ করছিল আল্লাহর পথে" কিন্তু কাফিরদের ব্যাপারে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, তাদের যুদ্ধ করা পথে ছিল। এটা স্পষ্ট করে না বলার কারণ কি? বলাবাহুল্য আরবী ভাষার এ সর্বজন

বিদিত রীতি কুরআনে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—আর তা হচ্ছে দুই বিপরীতধর্মী বিষয়ের মধ্য থেকে সংক্ষিপ্ত করণের উদ্দেশ্যে একটিকে উহ্য বা অনুক্ত করে দেয়া হয়। কারণ ব্যক্ত বিষয়টি অব্যক্তটির প্রতি দিকনির্দেশ করে থাকে। এখানে ঐ রীতি অনুযায়ী পুরো বাক্য ব্যক্ত করে দিলে বাক্যের রূপ হবে নিম্নরূপ ঃ "فِئَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ" বাক্যের প্রথম অংশ থেকে مُؤْمِنَةٌ শব্দটিকে উহ্য করে দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ থেকে فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ শব্দগুলো উহ্য করে দেয়া হয়েছে। কারণ দ্বিতীয় অংশের كَافِرَةٌ গুণবাচক শব্দটি প্রথমাংশে مُؤْمِنَةٌ শব্দের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ করেছে। অপরদিকে প্রথমাংশে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর উদ্ধৃতি দ্বিতীয়াংশে فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ -এর প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করছে। উহ্য করণের এ রীতি কুরআন মজীদে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যা স্পষ্ট না হলে বাণীর প্রকৃত শক্তিমত্তা বুঝে আসবে না। এটা ايجاز বা সংক্ষিপ্তকরণের একটি দৃষ্টান্ত আর ইজমা হচ্ছে বালাগাত তথা অলংকার শাস্ত্রের প্রাণ।

কারা কাদেরকে দ্বিগুণ দেখেছিল ?

يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ ঃ এতে يَرَوْنَهُمْ -এর কিরআত ইমাম নাফে রহ. تَرَوْنَهُمْ বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে এ কিরআত তাফসীর হিসেবে প্রযোজ্য তাঁদের মতে এর তাৎপর্য এই যে, এ দেখার কাজটি শ্রোতা তথা কাফিরদের জন্য। অর্থাৎ হে কাফিররা তোমাদের অবস্থাতো ছিল এই যে, তোমরা মুসলমানদেরকে নিজেদেরকে অপেক্ষা দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিলে। তিনি তাঁর এই তাফসীর দ্বারা এ সত্য স্পষ্ট করেছেন যে, প্রতিপক্ষকে দ্বিগুণ দেখার ব্যাপারটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়নি। বরং কাফিরদের ক্ষেত্রে হয়েছে, নাফে-এর এ ব্যাখ্যা অত্যন্ত সঠিক বলে অনুমিত হয়—কারণ আয়াতে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবেই এসেছে যে, এটাকে মহান আল্লাহ কাফিরদের জন্য একটি আয়াত বা নিশানী বানিয়েছেন এবং এটাও পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, তারা এ নিশানীকে চাক্ষুষভাবেই প্রত্যক্ষ করেছে। ঘটনা যদি এর বিপরীতই হতো অর্থাৎ মুসলমানরা যদি কাফিরদেরকে নিজেদের অপেক্ষা দ্বিগুণ দেখতে পেত তাহলে এতে কাফিরদের জন্য কি নিশানী হতো ? এবং তাদেরকে সম্বোধন করে উক্ত নিশানীর উল্লেখই বা কেন করা হতো ?

একটি প্রশ্নের জবাব

এখানে কারো কারো মনে একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে। তা এই যে, সূরা আনফালে যেখানে বদর যুদ্ধের ঘটনা আলোচিত হয়েছে, সেখান থেকে এটা জানা যায় যে, কাফিরদেরও মুসলমানদের দৃষ্টিতে কমসংখ্যক করে দেখানো হয়েছিল। অপরদিকে মুসলমানদেরকেও কাফিরদের দৃষ্টিতে কম করে দেখানো হয়েছিল। এটাতো আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যার বিপরীত হয়ে যায়। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব আমাদের মতে এই যে, কম দেখানো ও বেশী দেখানোর ব্যাপার দুটি পৃথক ক্ষেত্রে দুটি পৃথক আকার আকৃতিতে প্রকাশ পায়। যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেতো নিসন্দেহে অবস্থা এটাই ছিল যে, মুসলমানরাও কাফিরদের সংখ্যা নগণ্যই অনুভব করে এবং কাফিররাও মুসলমানদেরকে

www.pathagar.com

অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থান ও মর্যাদায় রয়েছে বলে বিবেচনা করে। কিন্তু কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার ও যথারীতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর আকস্মিকভাবে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। ঐ মুহূর্তে কাফিররা যুদ্ধক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেল যে, গোটা যুদ্ধের চিত্রই ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। ফেরেশতাদের অংশ গ্রহণে মুসলিম বাহিনী এতটাই প্রাধান্য বিস্তার করেছে যে, কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের নিজেদের অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিলক্ষিত হতে লাগল। কুরআনের বর্ণনা থেকে অনুমিত হয়, দুটি পৃথক স্তরে এরূপ প্রকাশ পাওয়া একটা খোদায়ী লীলা বৈ নয়। আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল মহান আল্লাহ হক ও বাতিলকে পরস্পর সংঘাতে জড়াবেন এবং হক এর শক্তি বৃদ্ধির জন্য স্বীয় অদৃশ্য মদদ ও সাহায্য প্রকাশ করে হক এর বিরোধীদের ওপর আপন হুজ্জতকে সম্পূর্ণ করবেন। সুতরাং এ হিকমাতের পেক্ষাপটে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানদের দৃষ্টিতে কাফিরদেরকে এবং কাফিরদের দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে অল্প দেখিয়েছেন। যাতে তাদের কোনো একটি পক্ষই একে অন্যের সাথে সংঘর্ষ জড়াতে কুণ্ঠিত না হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যখন সংঘর্ষ বেধেই গেল এবং যুদ্ধক্ষেত্র উত্তপ্ত হয়ে উঠল তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের সাহায্যে মুসলমানদের সাহায্য করলেন অপর দিকে কাফিররা যুদ্ধের ময়দানের চিত্র দেখে সম্পূর্ণ ভীত শংকিত হয়ে পড়লো। আমরা এখানে সূরা আনফালের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। যাতে উভয় প্রেক্ষাপটের পার্থক্য ও উভয়ের হেকমত ও যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়ে যায়। এরশাদ হচ্ছে ঃ

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْتَوَاعَدْ تُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعٰدِ لا وَلٰكِنْ لِّيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً لا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ لا اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلاً ط وَلَوْ اَرٰكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَّيُقَلِّلُكُمْ فِىْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝ الانفال : ٤٢-٤٤

"স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে আর কাফেলা ছিল তোমাদের থেকে নিচে। আর যদি তোমরা একে অন্যকে চরমপত্র দিয়ে বের হতে তবে অবশ্যই তোমরা সে সিদ্ধান্তে মতভেদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ তার ব্যবস্থা করলেন, যাতে তিনি এমন ফায়সালা করতে পারেন যা ছিল তাঁর অভিপ্রেত ও নির্ধারিত। যাতে যে ধ্বংস হবার সে যেন স্পষ্ট প্রমাণ প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে বেঁচে থাকার সে যেন বেঁচে থাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রকাশের পর। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদের সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন। যদি তিনি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তবে তোমরা সাহস হারা হয়ে পড়তে এবং তোমরা পরস্পর যুদ্ধের ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

www.pathagar.com

স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল তখন তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে তাদেরকে অল্প সংখ্যক দেখালেন এবং তাদের দৃষ্টিতে তোমাদেরকে অল্প সংখ্যক দেখালেন। যেন আল্লাহ সম্পন্ন করেন অভিপ্রেত নির্ধারিত কাজ। আর সব বিষয়ই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।"–সূরা আনফাল ঃ ৪২-৪৪

এ বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, আলোচ্য আয়াত ও সূরা আল আনফালের আয়াতসমূহে স্থান ও কালের পার্থক্য রয়েছে। সূরা আল আনফালে যে সময়ের উল্লেখ রয়েছে—ওপরেও আমরা তার উল্লেখ করেছি। তা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেকার এবং আলোচ্য আয়াতে যে সময়ের উল্লেখ রয়েছে তা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পরের ; যখন আল্লাহর সাহায্য ফেরেশতাদের মদদ ও সাহায্যের আকারে প্রকাশ পেয়েছিল। এমতাবস্থায় উভয় আয়াতের মধ্যেই পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এটাও উল্লেখ যোগ্য সূরা আনফালে এ ইঙ্গিত বর্তমান রয়েছে যে, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর কাফিরদের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রের চিত্র অনেকটা ভিন্নই পরিলক্ষিত হয়। আর এ পরিস্থিতি তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়। এ ইঙ্গিতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে আলোচিত হবে। সেখানে আমরা এটাও স্পষ্ট করে তুলে ধরবো যে, ইহুদীরা যদিও পর্দার অন্তরালে কুরাইশদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কিন্তু বদরের চিত্র দেখে তারাও সাহস হারিয়ে ফেলে وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ (আল্লাহ যাকে চান নিজ সাহায্যে শক্তিদান করেন।) এতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর মদদ ও সাহায্য দ্বারা যাকে ইচ্ছা ধন্য করতে সক্ষম আর যাকে তিনি স্বীয় মদদ ও সাহায্য দ্বারা ধন্য করেন তার জন্য স্বল্পতা বা আধিক্যের প্রশ্ন ওঠে না। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে বিন্দুকে সিন্দু ও পরমাণুকে গ্রহরাজ সূর্যে পরিণত করতে পারেন। কত দুর্বল ও শক্তিহীন দলসমূহকে তিনি বিশাল বাহিনীর ওপর বিজয় দান করেছেন। জয় পরাজয়ের মূল চাবিকাঠি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ।

عِبْرَتْ-শব্দের অর্থ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ঃ "নিশ্চয়ই এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়।" عِبْرَتْ শব্দের অর্থ এক তত্ত্ব অন্য তত্ত্বের দিকে অতিক্রম বা গমন করা। একজন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ও একজন নির্বোধের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এটাই যে, একজন তো নিজের নাকের অগ্রেও কিছু দেখতে পায়না, কিন্তু অপরজনের জন্য একটি ক্ষুদ্র নিশানী, একটি সামান্য সতর্কবাণী ও একটি আবছা ইঙ্গিতই তত্ত্ব ও তত্ত্বের এক বিশাল ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয়। তার জন্য একটি দ্বার খুলে যাওয়ার পর আরেকটির দ্বারোদঘাটনের জন্য চাবি হস্তগত হয়ে যায়। এ ধরনের লোকদেরই কুরআন "উলুল আবসার" তথা, চক্ষুষ্মান বলে অভিহিত করে। কারণ তাদের চোখে দৃষ্টিশক্তির সাথে সাথে অন্তদৃষ্টির আলোও বর্তমান থাকে যা অংশের মধ্যে সমগ্র ও বিন্দুসম পানির মধ্যে দজলাসম নদী প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা রাখে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১৪

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

সুশোভিত করে দেয়ার তাৎপর্য

আয়াতে شهوات বা আকর্ষণ বলতে مشهيات অর্থাৎ আকর্ষণীয় ও সুপ্রিয় বস্তু বুঝানো হয়েছে। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী-পরিজন এমন জিনিসসমূহের অন্তর্গত যা স্বভাবতই মানুষের নিকট সুপ্রিয় এবং এগুলোর সুপ্রিয় হওয়াও বাঞ্ছনীয়। কারণ এগুলো তার সত্তা ও প্রজাতির স্থায়ীত্বের জন্য অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু এখানে এসব বস্তুর প্রতি শুধু আকর্ষণই আলোচ্য নয়। বরং এগুলোকে সুশোভিত করে দেয়ার বিষয়টিরও উল্লেখ রয়েছে। تَزْيِيْن বা সুশোভিত হওয়ার তাৎপর্য কোনো বস্তুর কারো চোখে এহেন সুন্দর ও মনোরম বিবেচিত হওয়া যে, মানুষ তার প্রভাবে প্রতিটি জিনিসকে তারই আলোকে দেখতে শুরু করবে। এমন কি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার পক্ষে কোনো বস্তুকে অবলোকন করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রতিটি জিনিসকে পরিমাপ করতে ও যাচাই-বাছাই করতে উক্ত জিনিসকেই তুলাদণ্ড ও কষ্টিপাথর সাব্যস্ত করবে। এটা স্পষ্ট যে, কোনো বস্তুর প্রতি আকর্ষণের এহেন আতিশয্য বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা ও একক নিয়ন্ত্রার মর্জি ও ইচ্ছার পরিপন্থী। এদ্বারাই জীবনে ঐসব ভারসাম্যহীনতার আবির্ভাব ঘটে, যা মানুষকে স্বভাব ও শরীয়তের সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। এটা একটা অসুস্থতাজনিত অবস্থা যা দূরদৃষ্টির অভাব, আল্লাহর দেয়া সীমারেখার প্রতি অশ্রদ্ধা, অন্য কথায় তাকওয়াহীনতা থেকে সৃষ্টি হয়। আর এতে নফস ও শয়তানের প্রভাবই সর্বাধিক হয়ে থাকে। নফস বা প্রবৃত্তি তার চাহিদার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে আগে চলে যায়। অতপর শয়তান ঐ চাহিদাগুলোর ওপর এহেন চিত্তাকর্ষক প্রলেপ চড়িয়ে দেয় যে, মানুষের দৃষ্টি ঐগুলো অতিক্রম করে অন্য কোনো দিকে ধাবিতই হয় না। এজন্যই কুরআন অন্যত্র মনোরম ও সুশোভিত করার বিষয়টিকে শয়তানের কারসাজি বলে অভিহিত করেছে।

قِنْطَار ও مُقَنْطَرَة শব্দের অর্থ

قِنْطَار মানে প্রচুর সম্পদ। এর সাথে مُقَنْطَرَةٌ -এর সিফাত ঠিক ঐভাবে ব্যবহার হয় যেভাবে ليل اليل অথবা ظل ظليل ইত্যাদির তারকীবসমূহ ব্যবহার হয়ে থাকে।

مُسَوَّمَةٌ -এর অর্থ

مسومة শব্দটি سومة শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ চিহ্ন। তাই مسومة -এর প্রকৃত অর্থ হবে চিহ্নিত। যেহেতু উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান অশ্বরাজির ওপর সাধারণত চিহ্ন দেয়া হয়ে

www.pathagar.com

থাকে, সেহেতু এ শব্দটি উৎকৃষ্টতা ও কোনো কিছু বিশুদ্ধতাজনিত অবস্থা ব্যক্ত করার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

للناس দ্বারা এক বিশেষ দলকে বুঝানো হয়েছে

আয়াতে 'للنَّاس' শব্দটি বাহ্যত সাধারণ হলেও এর দ্বারা একটি বিশেষ দলকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে اِنْسَان শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এটির ব্যবহারও ঠিক তদ্রূপ। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে একটা বিশেষ দল—যাদের অবস্থা উক্ত স্থানে আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে। এখানকার পূর্বাপর অবস্থা প্রমাণ করে যে, এদ্বারা ঐসব লোকদের বুঝানো উদ্দেশ্য যারা অন্তর্দৃষ্টি ও তাকওয়াবর্জিত। এ কারণে দুনিয়ার আকর্ষণীয় বস্তুসম্ভারের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কুরআন যেসব উন্নত মূল্যবোধের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করছে না।

নফসের নিকট আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ

নফস বা প্রবৃত্তির নিকট আকর্ষণীয় বস্তুসমূহের একটা বিশেষ বিন্যাস লক্ষণীয়, যার থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সর্বাগ্রে পরিবার-পরিজনের উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ মুহব্বত ও ভালোবাসার বিচারে তাদের স্থানই সবার শীর্ষে। অন্যান্য বস্তুর ভালোবাসা মূলত তাদের অধীন বরং অনেকাংশে তাদেরই জন্য। এরপর ধন-সম্পদের উল্লেখ করা হয়েছে। আর ধন-সম্পদের মধ্যে উচ্চমূল্যের কারণে অন্যান্য সম্পদের তুলনায় স্বর্ণই সবার অগ্রে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সম্পদরাজির মধ্যে সর্বাগ্রে ঘোড়ার উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ আরববাসীরা সৌন্দর্য, গর্ব-অহংকার ও আত্মরক্ষা—তিনটির দৃষ্টিকোণ থেকে ঘোড়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতো। এরপর গবাদী পশুর কথা বলা হয়েছে। কারণ, সভ্যতা বিকাশের পূর্বে যাযাবর জীবন যাপনের যুগে জীবনধারণের অবলম্বন অনেকাংশে এরি ওপর নির্ভরশীল ছিল। শেষদিকে উল্লেখ রয়েছে ফল-ফসল ও বাগ-বাগিচার। কেননা এগুলোর গুরুত্ব সভ্যতার যুগে প্রবেশের পর শুরু হয়েছে—যখন মানুষ শহর ও গ্রামে বসবাস করতে শুরু করে।

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ঃ ক্ষুদ্র এ বাক্যের মধ্যে অর্থ ও তাৎপর্যের এক জগত লুক্কায়িত রয়েছে। এতে এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের প্রতি যেমন ইঙ্গিত রয়েছে তেমনি এসব জিনিসের অন্তসারশূন্যতার প্রতিও রয়েছে ইশারা। অধিকন্তু এক অবিনশ্বর জগতের মোকাবিলায় এ নশ্বর জগতের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উপভোগে বিভোর হওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতার প্রতিও রয়েছে অংগুলি সংকেত।

বাচনভংগীর দিক থেকে এ আয়াত যেন ওপরের ৯ নম্বর আয়াতের আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা। তাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছিল যে, মানুষকে প্রকৃতপক্ষে যে বস্তু কুরআনের বিরোধিতায় প্রলুব্ধ করে তা হচ্ছে দুনিয়ার মহাব্বত ও এখানকার আকর্ষণীয় বস্তুসম্ভারের প্রতি লালসা। কিন্তু এ রোগটিকে লুকিয়ে রাখার জন্য এরা নানা প্রকার সন্দেহ সংশয় ও আপত্তি, অভিযোগ আবিষ্কার করে ও তা প্রচার করে। তাদের এ আত্মপ্রতারণাকে বৈধতা দানের জন্যই তাদের এ ব্যর্থ প্রয়াস।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১৫-১৭

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝

শ্রোতাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের আহ্বান

এটা শ্রোতাদের প্রতি তাদের জীবন সংক্রান্ত দৃষ্টিভংগী পরিবর্তনের আহ্বান। কারণ তার পরিবর্তন ব্যতিরেকে কুরআনী মূল্যবোধের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে সৃষ্টি হতে পারে না। কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের প্রকৃত রোগ তার দৃষ্টির সংকীর্ণতা, আকাঙ্ক্ষার দুর্বলতা ও উদ্যমহীনতা। তারা পার্থিব জীবনের হাতে গোণা ক'টা দিনকে পূর্ণ জীবন মনে করে বসেছে। যার ফলে তাদের সামগ্রিক দৌড় ঝাঁপ এ দুনিয়ার আকর্ষণীয় ও মনলোভা বস্তু সম্ভার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অথচ প্রকৃত জীবন তো আখিরাতের জীবন—যা চিরন্তন ও অবিনশ্বর। যদি ঐ জীবনের সন্ধানে মানুষ তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে—অর্থাৎ এ দুনিয়ার ব্যাপারে আল্লাহ হালাল-হারামের যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার যথার্থ অনুসরণ করে, তাহলে সে আখেরাতের চিরন্তন জীবনে এমনসব নেয়ামত লাভ করবে, এখানে বসে যার কল্পনাও সে করতে পারে না।

পবিত্র জীবন সঙ্গিনী

নেয়ামতসমূহের মধ্যে أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ তথা পূত-পবিত্র জীবন সঙ্গিনীর কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এ শব্দটির ওপর আমরা সূরা বাকারার ২৫ নম্বর আয়াতের অধীনে আলোচনা করে এসেছি। এখানে বিশেষভাবে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে এর উল্লেখ এ কারণে করা হয়েছে যে, উপরোক্ত ১৪ নম্বর আয়াতে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, দুনিয়ার আকর্ষণীয় বস্তুসম্ভারের মধ্যে সবার শীর্ষে রয়েছে পরিবার-পরিজন। এ কারণে জান্নাতের নেয়ামতরাজির মধ্যেও তাদের উল্লেখ বিশেষভাবে করা হয়েছে।

رِضْوَانٌ রিদওয়ান

'রিদওয়ান'-এর মানে তো হলো আল্লাহর রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি। কিন্তু কুরআন মজীদে সাধারণভাবে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের একটা ব্যাপক বর্ণনা হিসেবে এর ব্যবহার হয়েছে। এর উল্লেখ করার অর্থ যেন সার্বিক নেয়ামতেরই উল্লেখের নামান্তর। যেসব নেয়ামতরাজির শাব্দিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোর ক্ষেত্রে যেমন এটি প্রযোজ্য অনুরূপ যেসব নেয়ামত ধারণা-কল্পনা ও অনুমানেরও অতীত সেগুলোও এর মধ্যে শামিল।

www.pathagar.com

بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ এতে ভীতি প্রদর্শন ও সান্ত্বনা প্রদান উভয় শামিল

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ঃ "আল্লাহ্ বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা—যথাযথ অবহিত।" ভীতি প্রদর্শন ও সান্ত্বনা প্রদান উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার হতে পারে। এখানে প্রেক্ষাপট প্রমাণ করে যে, সান্ত্বনা প্রদানের লক্ষেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যারা আখেরাতের জন্য এ পার্থিব জীবনে তাকওয়া ও খোদাভীতির নীতি অবলম্বন করবে মহান আল্লাহ্ তাদের সার্বিক কুরবানী এবং কষ্ট ও দুর্ভোগ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তিনি তাদের যাবতীয় কুরবানী ও আত্মত্যাগের প্রতিদান দেবেন, তাদের কোনো কুরবানীকেই বিনষ্ট করবেন না।

اَلَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ الاية ঃ বাক্যটি لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا থেকে بدل (বদল) হয়েছে। এ ব্যাখ্যা ও বিবরণ ঐসব লোকদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে যারা কুরআনের এ দাওয়াতকে কবুল করে আখেরাত থেকে গাফিল করে দেয় এমনসব মনোহর ভোগ্যবস্তু থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। যারা নিজেদের অতীত জীবনের ভুল-ত্রুটিসমূহ থেকে তাওবা করে ঈমান ও সৎকর্মের পবিত্র জীবনে ফিরে এসেছে। একই সাথে এতে একটা নিরব তাবলীগও রয়েছে ওসব লোকদের জন্য যারা এ পথে আসতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় দোদুল্যমান এবং তাদের এ দোদুল্যমানতার জন্য বিভিন্ন প্রকার বাহানা ও অজুহাত সৃষ্টি করে চলেছে।

কুরআনের বাহকদের গুণাবলী

اَلصّٰبِرِيْنَ الاية ঃ এ আয়াতটি দ্বিতীয় بدل (বদল) এতে ওসব নৈতিক গুণাবলীর কথা ব্যক্ত হয়েছে যদ্বারা এসব পবিত্র গুণের অধিকারীরা গুণান্বিত ও সুসজ্জিত। আর এদ্বারা এটাও স্পষ্ট হচ্ছে যে, ঐ চরিত্র ও গুণপনা কোন্ কোন্ অংশ দ্বারা পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করে—যা কুরআনের বাহক হওয়ার জন্য জরুরী ও অপরিহার্য। এ আয়াতটি যেন পূর্বোক্ত زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ আয়াতে বর্ণিত সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র ও কর্মকুশলতার চিত্র পেশ করছে। এখানে কেবলমাত্র সবর, সত্যপরায়ণতা, বিনয়-নম্রতা, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় ও ক্ষমা প্রার্থনা এ পাঁচটি গুণাবলী বিবৃত হয়েছে।

সবরের তাৎপর্য

সবর ও ধৈর্যের তাৎপর্য হলো, সহজ ও কঠিন সর্বাবস্থায় হক-এর ওপর অটল-অবিচল থাকা, দারিদ্র, রোগ, শোক, বিপদ, মসিবত ও যুদ্ধ-জিহাদ এক কথায় যে কোনো পরিস্থিতির শিকারই মানুষ হোক-না কেন দৃঢ় মনোবল ও সাহসের সাথে তা বরদাশত করবে, তার মোকাবেলা করবে, নিজ দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করবে এবং সাধ্যানুযায়ী সত্যের ওপর অবিচল থাকবে। অন্তরকে হতাশা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা থেকে, জিহ্বাকে তকদীরের প্রতি অভিযোগ আরোপ করা থেকে, নিজের মাথাকে কোনো বাতিল ও অন্যায়ের সম্মুখে অবনত করা থেকে রক্ষা করবে। দীনের বৃহদাংশ এ সবরের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। কারো মধ্যে এ গুণটি বর্তমান না থাকলে যেকোনো লোভ-লালসা, প্ররোচনা কিংবা যে কোনো পরীক্ষা তাকে হক থেকে বিচ্যুত করে বাতিলের সামনে নতশির করে দিতে পারে। যে সততা ও সত্যপরায়ণতার পথে চলতে ইচ্ছুক ও তাতে অটল ও

www.pathagar.com

অবিচল থাকতে সংকল্পবদ্ধ তাকে সর্বাগ্রে নিজের মধ্যে সবরের এ গুণ অন্তরে সৃষ্টি করতে হবে। বাধা-প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলার জন্য—বলাবাহুল্য এপথে প্রতি পদক্ষেপেই বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য। সেক্ষেত্রে বান্দার নিকট প্রকৃত হাতিয়ার এ সবরই ইসলামী জীবন দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে দীনের অর্ধাংশ শোকর ও অধিকাংশ হচ্ছে সবর। কিন্তু বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় যে, কারো মধ্যে সবর না থাকলে সে শোকরের হকও আদায় করতে সমর্থ হয় না। এখানে ওসব লোকদের প্রতি সম্বোধন বর্তমান, যাদের সত্যপরায়ণতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার জন্য দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, এ কারণে তাদের সামনে যেভাবে আদর্শবান লোকদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে তেমনি চরিত্র ও গুণপনার মধ্যে সর্বাগ্রে সবরের দিকটিকেই উচ্চকিত করা হয়েছে।

সত্যপরায়ণতার তাৎপর্য

صِدْقٌ বা সততার প্রকৃত অর্থ হলো কোনো বস্তুর অবিকল বাস্তবতার অনুরূপ হওয়া। দৃঢ়তা ও সুনিবিড়তা এর প্রাণসত্তা। বর্শার ফলাসমূহ দেখতে যেমন মযবুত মনে হয়, পরীক্ষার দ্বারাও তদ্রূপ মযবুত প্রমাণিত হলে এরূপ বর্শাকে আরবীতে صَادِقُ الْكُعُوبِ বলা হয়। জিহবার অন্তরের প্রতিরূপ হওয়া কর্ম কথার অনুরূপ হওয়া, গোপন ও প্রকাশ্য এক রকম হওয়া ও বিশ্বাস ও কর্ম পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া। এসবই সততার দৃষ্টান্ত বৈ নয়। মানব জীবনের সর্বময় গুপ্ত ও ব্যক্ত এসবের দ্বারাই উদ্ভাসিত। এ না হলে মানব জীবনের সার্বিক তাৎপর্যই নিরর্থক ও নিঃশেষিত হতে বাধ্য। এ মহতী গুণই মানুষকে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে দেয়। ফলে সে আত্মিক উন্নতির উচ্চতম মার্গে উন্নীত হয়। আর এতে তার সবর ও ধৈর্যগুণও বিকশিত হয়।

قُنُوتٌ-এর মর্মকথা

قُنُوتٌ-এর প্রকৃত অর্থ মহাসম্মানিত আল্লাহর প্রতি বিনয় ও নম্রতা। এটা মহান আল্লাহর অসীম নেয়ামতরাজির উপলব্ধি ও তাঁর সীমাহীন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অনুভূতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এটা নেয়ামতকে শোকরের এবং মসিবতকে সবরের উপায় ও মাধ্যমে পরিণত করে। এটা সর্বাবস্থায় বান্দাকে মহান আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট রাখে। প্রকৃতপক্ষে তো এটা বোধ-বুদ্ধি ও অন্তরের বিনয়-নম্রতা। কিন্তু যেরূপ অন্তরের প্রতিটি অবস্থার প্রতিবিম্ব মানুষের বাহ্যিক সত্তার ওপর বিম্বিত হয়। অনুরূপ এর প্রতিবিম্বও মানুষের ব্যক্তিত্ব, চাল-চলন, কথা ও কর্ম কুশলতা—প্রতিটি জিনিসে প্রতিভাত হয়ে থাকে। এটা ঐ গর্ব ও আত্মম্ভরিতার বিপরীত যা নেয়ামাতরাজিকে তার ব্যক্তিগত অধিকারের ফলশ্রুতি মনে করার পরিণাম হয়ে থাকে। আর ঐ অস্থিরতা ও ধৈর্যহীনতার ও পরিপন্থী যা সবর, সততা ও সত্যপরায়ণতার অনুপস্থিতি জনিত কারণে সৃষ্টি হয়।

ইনফাক-এর তাৎপর্য

'ইনফাক'-এর মানেতো পরিষ্কার। এটা পার্থিব আকর্ষণীয় বস্তু সম্ভারের প্রতি ভালবাসার বিপরীত গুণ—যা পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। পার্থিব কাম্যবস্তুসমূহের মহব্বত অন্তরে যদি এমনভাবে বদ্ধমূল হয় যে, তা আল্লাহ ও বান্দার অধিকারসমূহ থেকে মানুষকে

www.pathagar.com

ফিরিয়ে রাখে। তবে এটাই সে জিনিস যাকে কুরআন زُيِّنَ لِلنَّاسِ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। ইনফাক বা আল্লাহর পথে ব্যয় করার অভ্যাস এ কথার সাক্ষ্য ও প্রমাণ বহন করে যে, ব্যয়কারীর দৃষ্টিতে প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা পার্থিব ভঙ্গুর মৃৎপাত্রের টুকরাসমূহের নয় ; বরং প্রকৃত মূল্য আখেরাতের চিরন্তন জীবন ও তার অবিনশ্বর নেয়ামত রাজির। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে পলায়ন করে সে তার আমল দ্বারা প্রমাণ করে যে, তার দৃষ্টিতে সার্বিক মূল্য ও মর্যাদা নশ্বর জগতের নশ্বর স্বাদ আনন্দেরই ; আখেরাতের জীবনের কোনো ধারণা আদতেই তার চিন্তা-চেতনায় বর্তমান নেই।

ইস্তেগফারের তাৎপর্য

ইস্তেগফার অর্থ মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ ও কান্নাকাটি করা। যেন তিনি তাঁর বান্দার ভুল-ত্রুটি-গোনাহ ও অপরাধসমূহকে ক্ষমা করেন। অন্তরে মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও নেয়ামত রাজির অনুভূতি এবং তাঁর ইনসাফ ও কঠোর দণ্ডদানের ভাবধারা থেকে সৃষ্ট লজ্জা ও ভয়েরই ফলশ্রুতি এ কান্নাকাটা। এর সাথে শেষরাতের শর্তটি জুড়ে দেয়া হয়েছে। এদ্বারা এ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য যে, এ সময়টি ইস্তেগফার কবুল হওয়ার জন্য সর্বাধিক উপযোগী, লোক দেখানোর বিপদ থেকে সবচেয়ে সুরক্ষিত এবং মানসিক প্রশান্তি ও আল্লাহর আয়াতসমূহে চিন্তা-গবেষণার জন্য সবচেয়ে উপযোগী ও মানানসই। কুরআন ও হাদীসে বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা ও বিবরণ এসেছে। মহা সম্মানিত পরওয়ারদেগারের বড় অনুগ্রহ এই যে, তিনি ইস্তেগফারের হেদায়াত দানের সাথে সাথে ইস্তেগফার কবুল হওয়ার সর্বাধিক উপযোগী সময়ও নিজেই বাতলে দিয়েছেন।

এ আয়াতের ওপর গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, কোন্ সব গুণাবলীর অধিকারী লোক কুরআনের বাহক হওয়ার যোগ্য হতে পারে। অপরদিকে এটাও জানা যাবে যে, কুরআন ও তার বিরোধিতাকারীদের মাঝে কোন্ সব জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। বুঝা গেল, শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সে সবর বর্তমান নেই যা নফস ও শয়তানের সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলায় তাদেরকে সুদৃঢ় রাখতে সক্ষম। ঐ সততা ও সত্যপরায়ণতা নেই, যা তাদের আকীদা ও আমল, কথা ও কাজ তথা গুপ্ত ও ব্যক্ত সবক্ষেত্রে সুসামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পারে। সে বিনয় ও নম্রতা নেই, যা সর্বোচ্চ মহান আল্লাহর সম্মুখে তাদের ঘাড় ও দিলকে অবনমিত করে দেবে। চিরন্তন জীবনের সে আকাঙ্ক্ষা নেই যা তাদেরকে আখেরাতের জন্য দুনিয়াকে কুরবান করতে উৎসাহিত করে তুলবে। পরম অনুগ্রহদাতা ও সুবিবেচক আল্লাহর অনুগ্রহ ও শাস্তিসমূহের সে অনুভূতি ও উপলব্ধি নেই, যা তাদেরকে আরামের শয্যা থেকে শেষ রাতের মুনাজাতের জন্য তাদের রবের হুজুরে দণ্ডায়মান করে দেবে। একই সাথে বর্ণনাভঙ্গি এদিকেও একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রদান করে যে, আজ যারা এ কুরআনকে কবুল করে নিয়েছে এবং তার প্রচার ও প্রসারে আল্লাহর রাসূলের সহযোগিতা করছে তারাই ঐসব গুণাবলী দ্বারা ভূষিত। আর ঐসব গুণাবলী দ্বারা ভূষিত বলেই তারা এ কঠিন বোঝা বহন করার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৮-২২ আয়াত

উপরে উল্লিখিত আলোচ্য বিষয়ই আরেকটি জাঁকজমকপূর্ণ ভূমিকা সহ ভিন্ন আঙ্গিকে বিবৃত হয়েছে। তার সারকথা হলো, আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাকুল ও প্রকৃত ইলমের সকল ধারক-বাহকদের প্রথমাবধি সাক্ষ্য এটাই যে, এক আল্লাহ ভিন্ন কোনো মাবুদ নেই। আর তিনি ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। বান্দাদের হেদায়াত ও তাদেরকে ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করার জন্য যে দীন তিনি দান করেছেন তাহলো ইসলাম। এটাই তাঁর প্রকৃত দীন। এ দীনই তিনি নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু ইহুদী ও খৃস্টানরা তাঁদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের দরুন সম্পূর্ণ জেনে শুনে এ দীনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। আর ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমা স্থাপন করে নিয়েছেন।

অতপর পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, ইহুদী ও খৃস্টানরা এ সত্য দীন সম্পর্কে তোমাদের সাথে কলহ করতে চাইলে তোমরা তাদের এ বিরোধিতাকে বিন্দুমাত্রও পাত্তা দেবে না। তোমরা পরিষ্কার ভাষায় আহলে কিতাব ও কুরাইশদের এটা জানিয়ে দাও যে, আমি ও আমার সাথীরা তো ইসলামের পথ অবলম্বন করে নিয়েছি। এক্ষণে যার ইচ্ছা সে গোমরাহীতে নিমজ্জিত থাকুক। আল্লাহ বলছেন, তোমাদের ওপরতো দায়িত্ব শুধু পয়গাম পৌছে দেয়া। এরপর যাবতীয় বিষয়াদি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দাও। তিনি সবার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। প্রত্যেককেই তিনি তার ন্যায্য ও যথাযথ প্রাপ্য দেবেন।

অতপর মহানবী স.-এর মাধ্যমে আহলে কিতাবকে এ ভীতি প্রদর্শন করা হয় যে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে বরাবর অস্বীকার করে আসছে। যারা আল্লাহর নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং যারা দীনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাকামী সংস্কারবাদী ইনসাফ ও সুবিচারের পতাকাবাহীদের হত্যা ও নির্যাতনের নিশানা বানিয়েছে, তাদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার দিন এসে গেছে। তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জাহানে তাদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। কেউই তাদের কোনো প্রকার সাহায্য কিংবা সহযোগিতা করতে পারবে না।

এরি আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا ۢ بِالْقِسْطِ ؕ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ؕ

www.pathagar.com

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ
اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۭ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ۭ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۭ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ
مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

১৮. আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও ইল্‌মধারীদের সাক্ষ্য এই যে, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ ইনসাফ ও ন্যায় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ।

১৯. নিসন্দেহে ইসলামই হলো আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন। যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের কাছে প্রকৃত জ্ঞান আসার পর শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। আর কেউ আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলে, সে জেনে রাখুক.নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী। ২০. যদি তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে তবে আপনি বলে দিন। আমিতো আত্মসমর্পণ করেছি আল্লাহর কাছে এবং আমাকে যারা অনুসরণ করে তারাও। আর আহলে কিতাব ও নিক্ষরদের বলুন, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ ? তারা যদি আত্মসমর্পণ করে তবে অবশ্যই তারাও সরল-সঠিক পথ পাবে। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার দায়িত্ব তো শুধু পৌঁছে দেয়া। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

২১. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, আর যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরও হত্যা করে, তাদের শুনিয়ে দিন এক মহাযন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ। ২২. এরাই সেসব লোক যাদের কার্যাবলী দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে আর তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারীও নেই।

৫. শব্দসমূহের তাহকীক ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১৮

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا ۢ بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

তাওহীদ ও ন্যায়নীতির সাক্ষ্যের তিনটি দিক

এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর একত্ববাদ ও ন্যায়-নীতির ওপর তাঁর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে তাঁর নিজের, ফেরেশতাদের ও ইল্‌মধারীদের সাক্ষ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। আর এ সাক্ষ্যের রয়েছে তিনটি দিক।

প্রকৃতির সাক্ষ্য

একটি হলো প্রকৃতির সাক্ষ্য। এ সংক্ষিপ্ত কথার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, এ বিশ্বজাহানকে মহান সৃষ্টিকর্তা যেভাবে তৈরী করেছেন এবং যেভাবে এর শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন, তা থেকে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি একজনই। কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই। কুরআন এ সাক্ষ্য ও প্রমাণকে তাওহীদের দলীল শিরোনামে এতটাই বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করেছে যে, তার সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উদ্ধৃতি করার আবশ্যকতা নেই। অতপর এ বিশ্বচরাচরের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা থেকে কুরআন এটা প্রমাণ করেছে যে, এর প্রতিটি দিক ও বিভাগে এ বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা একটি দাড়িপাল্লা রেখে দিয়েছেন। প্রতিটি বস্তুর জন্য যে স্থিতি-স্থাপকতা ও কক্ষপথ নির্ধারিত রয়েছে তা থেকে ইঞ্চি বরাবর এদিক ওদিক হওয়ার সাধ্য কারো নেই, এটা একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, এর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি পসন্দ করেন। তাঁর সৃষ্টিরাজির মধ্যে কেউ ইনসাফ ও সুবিচার থেকে পশম বরাবর হেরফের করুক এটা তিনি চান না। কুরআনে এ মহাসত্যের অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আমরা সংক্ষিপ্তকরণ উদ্দেশ্যে উদাহরণ স্বরূপ শুধু একটি আয়াত উদ্ধৃত করছি। এরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ۝ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝

"সূর্য ও চন্দ্র উভয়টি হিসাব মত আবর্তন করে। আর নক্ষত্র ও বৃক্ষ উভয়ই তাঁর প্রতি সিজদাবনত অনুগত। তিনি আসমানকে সুউচ্চ করেছেন এবং তাতে এক মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। যেন তোমরা পরিমাপে কম বেশী না কর। আর ন্যায়-পরায়ণতার সাথে তোমরা ওজন কায়েম কর এবং ওজনে ও পরিমাপে কম দিও না।"—সূরা আর রহমান ঃ ৫-৯

www.pathagar.com

অর্থাৎ এ বিশ্বজগত স্বীয় অস্তিত্বের দ্বারা একথার সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, এর সৃজনকর্তা ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে পসন্দ করেন। তাঁর সৃষ্ট সূর্য ও চন্দ্র, উদ্ভিদ ও পাথর, আসমান ও যমীন প্রতিটি জিনিস তাদের নির্বাক ভাষায় প্রতিটি মুহূর্তে এ পাঠ দিয়ে চলেছে যে, এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত মানদণ্ড থেকে কেশাগ্র পরিমাণও সীমালংঘন করে না। তাদের প্রতিটি গতিপ্রবাহ উক্ত মানদণ্ডে কাঁটায় কাঁটায় মাপঝোখ করা আছে। ঠিক তদ্রূপ মানুষও যেন তার জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে আল্লাহর দেয়া মানদণ্ডে মাপাঝোখা জীবনাচার অবলম্বন করে। তাঁর নির্ধারিত সীমারেখাকে এক বিন্দুও লংঘন না করে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য

এ প্রকৃতির সাক্ষ্যের অধীনে জাতি সম্প্রদায়সমূহের ইতিহাসও অন্তর্ভুক্ত। কুরআন বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাস উপস্থাপন করেও এটা প্রমাণ করেছে যে, এ পৃথিবী কোনো অন্ধকার নগরী নয়, বরং তার সৃজনকর্তা ও অধিকর্তা এটিকে এক ইনসাফ ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক সুশৃংখল নিয়মের অধীনে পরিচালনা করছেন। এ পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে তিনি একের পর এক বিভিন্ন জাতিকে প্রেরণ করেন ও তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দেখতে চান, তাঁর ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির রাজত্বের অধীনে তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে, না তাঁর বিদ্রোহ ও নাফরমানীর পথ অবলম্বন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতি আল্লাহর দেয়া সীমার মধ্যে থেকে নিজেদের যোগ্যতার ব্যবহার করে, তিনি তাদের সৌভাগ্যশালী করেন ও উন্নতির সোপানে আরোহণ করান। পক্ষান্তরে তারা যখন উক্ত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নাফরমানী ও অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে, একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেয়ার পর তিনি তাদের ধ্বংস করে দেন ও অপর কোনো জাতিকে তাদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। কুরআন আল্লাহর এ বিধানকে অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা করেছে।

মানবীয় সত্তার প্রমাণ

অপর সাক্ষ্য বা প্রমাণ হলো 'আনফুস' তথা মানবসত্তার প্রমাণ। মহান আল্লাহ মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে এরূপ বানিয়েছেন যে, এটা সততই তাওহীদের তথা মহান আল্লাহর ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করছে। এ সাক্ষ্য দানের প্রমাণাদি আমরা এ কিতাবের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করবো। অবশ্য বিশেষভাবে এ বিষয়টির ওপর আমরা শিরকে হাকীকত ও তাওহীদের হাকীকত নামে দুটি বই রচনা করেছি। বিস্তারিত জানতে যারা আগ্রহী তারা বই দুটি পড়ে নিতে পারেন। মানব প্রকৃতির তাওহীদ প্রীতির কারণেই কুরআন তাওহীদকে ফিতরাতের দীন বলে অভিহিত করেছে। বলা হয়েছে ঃ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا "এটা আল্লাহর দেয়া ফিতরাত। এরি ওপর তিনি সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে।" এ ন্যায়-নীতির নিষ্ঠা ও সুবিচার নীতির ওপর ভিত্তি করেই শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থাকে অস্বীকারকারীদের উদ্দেশ্যে কুরআন প্রশ্ন উত্থাপন করে নিম্নোক্ত ভঙ্গিতে ঃ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ - قلم : ٣٥-٣٦ "আমি কি আত্মসমর্পণকারী বান্দাদেরকে অপরাধীদের সমতুল্য গণ্য করবো ? তোমাদের কি হয়েছে তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ ?"–সূরা আল কলাম ঃ ৩৫-৩৬

www.pathagar.com

ওহীর প্রমাণ

তৃতীয় সাক্ষ্য বা প্রমাণ ওহীর প্রমাণ। মহান আল্লাহ্ তাঁর পসন্দ অপসন্দ এবং আদেশ ও নিষেধসমূহ বান্দাদের অবহিত করার জন্য তাঁর অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের সকলের নিকট স্বীয় তাওহীদ ও তাঁর ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ঐ সকল নবী ও রাসূলগণ এ সাক্ষ্য নিজ নিজ উম্মতকে পৌছে দিয়েছেন। এ সাক্ষ্য প্রদানের চিহ্ন ও নিশানীসমূহ আজো ওসব উম্মতের ইতিহাস ও ঐশী গ্রন্থাদির শিক্ষা-দীক্ষায় বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তারা উক্ত ইতিহাস-ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে নিজেদেরকে এমনসব মতবাদ ও আকীদা-বিশ্বাসে জড়িয়ে ফেলেছে, যা একই সাথে তাওহীদের পরিপন্থী ও আল্লাহর ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও বিপরীত। কিন্তু উম্মতের এ ভুল নীতি ও আচরণ সত্ত্বেও তিনি উক্ত মহৎ গুণাবলী হারিয়ে ফেলেননি। তিনি সর্বদা তার এ মহৎ গুণাবলীতেই ভূষিত ও গুণান্বিত থাকবেন। তাই এ মহৎ গুণাবলীর দাবী এই যে, তিনি কুরআনকে—ভূমিকায় যেমনটি বলা হয়েছে—হক ও বাতিলের মধ্যে ফুরকান বা পার্থক্যকারীরূপে নাযিল করেছেন। যাতে সত্য ও ন্যায়বিচারের সরল সঠিক পথ পুনরায় লোকদের সামনে মূর্ত ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বাতিলের ওপর অবিচল থাকার পক্ষে কোনো অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে।

এ বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর ন্যায়নীতির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাক্ষ্য শুধু একদিক থেকে নয় বরং তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর সৃজিত বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনা ও তার ইতিহাস এ সাক্ষ্য প্রদান করছে, তাঁরই সৃষ্টি করা ফিতরাত এর ওপর সাক্ষী এবং তাঁর সকল নবী-রাসূল সর্বদা এ সত্যেরই আহবায়ক ছিলেন। এ আয়াতে বিষয়টি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদের ত্রিশ পারায় এ সংক্ষিপ্ত বাণীর ব্যাপক ও বিস্তারিত বিবরণ ছড়িয়ে আছে।

ফেরেশতাদের সাক্ষ্য

মহান আল্লাহ এখানে নিজের সাক্ষ্যদানের সাথে ফেরেশতাদের সাক্ষ্যদানের বিষয়টিও উপস্থাপন করেছেন। এটি একটি বাস্তব বিষয়ের বিবৃত বৈ নয়। বিশ্ব-জাহানে আল্লাহর মর্জি ও ইচ্ছা বাস্তবায়নের উপায় আল্লাহর নবীদের নিকট তাঁর ওহী পৌছাবার মাধ্যম ফেরেশতারাই হয়ে থাকেন। এ কারণে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে সৃষ্টিরাজির মধ্যে সর্বপ্রথম সাক্ষী তো তারাই। তাদের সাক্ষ্য হওয়ার ব্যাপারটি তো স্বতই বাস্তব ; এটা বাদ দিলেও এদিক থেকেও বিশেষভাবে এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, নির্বোধেরা এদেরকে আল্লাহর শরীক ও অবাস্তব শাফায়াতকারী সাব্যস্ত করে থাকে। এভাবে তারা একদিকে তাওহীদকে অস্বীকার করে। অপরদিকে আল্লাহর ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্টিত হবার বিষয়টিকেও অবান্তর সাব্যস্ত করে। কেননা ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি যদি এটাই হয় যে, সুপারিশ হককে বাতিল ও বাতিলকে হকে পরিণত করতে পারে তাহলে আল্লাহর ন্যায়নীতির ওপর কায়েম থাকার ধারণাটি কিভাবে বহাল থাকতে পারে ? ফেরেশতাদের সম্পর্কে এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য কুরআন খোদ তাদের ভাষ্য

www.pathagar.com

দ্বারাও বিভিন্ন স্থানে তাদের স্বীকৃতিসূচক বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। সংক্ষিপ্তকরণ উদ্দেশ্যে আমরা কেবল একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করার প্রয়াস পাব। এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا مِنَّا اِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۝ وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ ۝ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۝

"ফেরেশতারা বলে, আমাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে এক নির্দিষ্ট স্থান। আমরা তো রয়েছি সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং আমরা তো তাঁর তাসবীহ্ পাঠে নিয়োজিত আছি।"–সূরা আস সাফফাত ঃ ১৬৪-১৬৬

ইলমধারীদের সাক্ষ্য

ফেরেশতাদের পরে ইল্‌মধারী তথা জ্ঞানীদের সাক্ষ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। اَلْعِلْمُ কুরআনের একটি পরিভাষা। এদ্বারা ঐ প্রকৃত ইলম ও জ্ঞানকে বুঝানো হয়ে থাকে যা নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর হস্তগত হয়েছে। এ সম্পর্কে অন্যত্র আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ইলমের ধারক বাহকরা প্রত্যেক যুগেই আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এদ্বারা যুগে যুগে জন্ম নেয়া সংস্কারক ও দীনের পুনর্জাগরণের দিশারী মনীষীবৃন্দের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা আল্লাহর দীনকে বিদআত ও সংমিশ্রণের হাত থেকে পবিত্র করেছেন। যারা আকীদা-বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ তাওহীদের বুনিয়াদের ওপর এবং শরীআত ও শরীআতের বিধি-বিধানকে এবং আমল ও আখলাককে সত্য ও ন্যায় বিচারের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করেছেন। বস্তুত এ শ্রেণীর লোকদের প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ শব্দাবলী দ্বারা। এঁদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে, আহলে কিতাব এঁদেরকে হত্যা করত।

দীনের এ সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণটি লক্ষণীয় যে, এখানে আল্লাহ ও ফেরেশতাকুলের সাথে ইসলামের ধারক বাহকের আর তাওহীদের সাথে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে আলেম ও প্রজ্ঞাবানদের মর্যাদা কতবেশী এবং আল্লাহর দেয়া শরঈ জীবন বিধানে ইনসাফ ও সুবিচারের সম্মান ও মর্তবা কত উর্ধে। খাঁটি ইলমের ধারক বাহকরা ফেরেশতাদের দলভুক্ত। সুবিচার ও ন্যায়-নীতি আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে সুউচ্চ ও শীর্ষ মর্যাদার অধিকারী, তাওহীদের পর সর্বাগ্রে যার উল্লেখ করা যেতে পারে তা হচ্ছে এটাই।

قِسْطٌ শব্দের অর্থ

قَائِمًا بِالْقِسْطِ ঃ বাক্যাংশ আরবী تركيب বা বাক্য সংগঠনের বিচারে আমাদের মর্তে اَنَّهُ -এর ضمير বা অব্যয় থেকে حال -এর অবস্থানে রয়েছে। তাই এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তার কোনো সমকক্ষ নেই। সকল ক্ষমতা ও ইখতিয়ার এককভাবে তারই হাতে নিবদ্ধ। আর তিনি সে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে সঠিক ও যথাযথভাবে পূর্ণ ইনসাফ ও সুবিচারের সাথে ব্যবহার করছেন।

www.pathagar.com

قِسْطُ ঃ শব্দের অর্থ কি ? আমরা আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় হক, আদল, ইনসাফ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যা বুঝিয়ে থাকে قِسْطُ মানে তাই। এর বিপরীত হল যুলম, অত্যাচার ও অন্যান্য সমার্থক শব্দাবলী। চিন্তা, কর্ম, কথা, নৈতিকতা, কর্ম নৈপুণ্য, গঠন ও আকৃতি এক কথায় প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন যাবতীয় প্রতিটি বস্তু সম্ভারের প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে একটি অমোঘ নিয়ম। আর তা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি জিনিসেই তার সৃষ্টিকর্তা ও অধিকর্তার দেয়া স্বভাবধর্ম ও তার নির্ধারিত সীমা ও শর্তাবলীর আওতাধীন। এটাকে ভারসাম্য নীতি অন্য কথায় আদল ও ইনসাফের পরাকাষ্ঠা বলা যায়। সৃষ্টিজগতের কোনো স্তরে অণু পরিমাণ ব্যতিক্রম সংঘটিত হলে তাই হবে ইনসাফ ও সুবিচারের পরিপন্থী। বিশ্বাস ও সম্পর্কের পরিবর্তনে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও বারবার পরিবর্তন হতে থাকবে। কোনো ক্ষেত্রে আমরা এ পরিবর্তনকে যুলম ও অত্যাচার বলে ব্যক্ত করি আবার কোনো ক্ষেত্রে কদাকৃতি ও অসুন্দর চেহারা বলে অভিহিত করি। কোনো দিক থেকে এ ভারসাম্যকে সত্য ও সুবিচার বলে থাকি আর কোনো ক্ষেত্রে শোভা সৌন্দর্য আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার সর্বক্ষেত্রে একই থাকবে। তাহলো একটি বস্তু তার স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলেই ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে যায়। আর তার জুড়ির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে গেলেই তা গড়া বলে অভিহীত হয়।

বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা যেহেতু এ পৃথিবীর স্রষ্টা ও শাসনকর্তা তাই তিনি এখানে কোনো ভাঙ্গা নয় গড়া কামনা করেন। তিনি তাঁর প্রাকৃতিক আইন ও ব্যবস্থাপনা এরূপ কাঁটায় কাঁটায় সংস্থাপন করেছেন যে, তাতে কোথাও এতটুকু ছিদ্র বা ত্রুটি সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। যদি বা তাঁর অসীম কুদরতের অলৌকিক নিদর্শন স্বরূপ কোথাও কোনো বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিপুণ হাতের ছোঁয়া উক্ত বিচ্যুতির সংশোধনে এগিয়ে আসে। যাতে যে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার ওপর এ বিশ্ব কারখানা সংস্থাপিত তাতে কোনো প্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে না পারে। তাঁর এ ভারসাম্য প্রীতি, আমাদের জীবনের যে পরিমণ্ডলে তিনি আমাদেরকে সীমিত পরিমাণের স্বাধীনতা দান করেছেন, তার জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তির ভুল প্রয়োগ দ্বারা আমাদের আখলাক ও আমলের কোনো পর্যায়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করলে তিনি আমাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার এ অবকাশ একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত প্রলম্বিত। আমাদেরকে আমাদের নফসের দাসত্বের জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া ও তাঁর ফলশ্রুতিতে তার সৃষ্টিলোককে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হতে দেয়া তাঁর ভারসাম্য ও সুবিচার নীতি কিছুমাত্র পসন্দ করে না। বরং তিনি অবকাশের পর পাকড়াও করেন এবং আমাদের সৃষ্টি ভাংগন ও বিপর্যকে নতুনভাবে সংশোধিত করে দেন। কারণ তিনি তো ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমলের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ও বিধান রেখে দিয়েছেন। এজন্য তিনি নবী-রাসূল ও শরীআত তথা ঐশী জীবন পদ্ধতি প্রেরণের সিলসিলা অব্যাহত রেখেছেন। এরি জন্য তিনি মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের পাঠাবারও ব্যবস্থা করেছেন। শরীয়াতে বিকৃতি ও বিদআত সৃষ্টিজনীত কারণে বিপর্যয় সৃষ্টি হলে এঁরাই তার সংস্কার সাধন ও দীনের পুনর্জাগরণের জন্য জীবন বাজি রেখে ময়দানে নামেন। এরি জন্য

www.pathagar.com

তিনি জাতিসমূহের উত্থান পতনকে তাদের নৈতিক উত্থান-পতনের অধীন করে দিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি এ ইনসাফ ও সুবিচারের পূর্ণরূপ উদ্ভাসিত করে তুলে ধরার জন্য এমন একটি দিন নির্ধারণ করেছেন যেদিন তাঁর সুবিচারের মানদণ্ড সংস্থাপিত হবে। আর এ মানদণ্ড জানিয়ে দেবে কে তার কোন্ আমলের দ্বারা উত্তীর্ণ হবে আর কে হবে অনুত্তীর্ণ ও বিফল। অতপর এরি সাহায্যে কার্যকর হবে শাস্তি ও পুরস্কার।

এখানে এ সূক্ষ্ম বিষয়টি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এ আয়াতে দু'বার তাওহীদের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর উভয়টির সাথেই রয়েছে মহান আল্লাহর পৃথক পৃথক গুণাবলীর উদ্ধৃতি। প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতপর বলা হয়েছে, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। এ বাক-ভঙ্গীতে শ্রোতা—আহলে কিতাবের জন্য রয়েছে কঠোর সাবধান বাণী। তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ ফেরেশতা ও সকল ইলমধারীদেরই সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ ব্যতিরেকে কোনো ইলাহ নেই। আর সে ইলাহ পার্থিব ব্যাপার ও বিষয়াদি থেকে নিঃসম্পর্ক নন। তিনি এমন কোনো সত্তা নন যে, তাদেরকে লাগামহীন উটরূপে নফসের গোলাম হয়ে যত্রতত্র বিচরণ করার জন্য ছেড়ে দেবেন। সে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে জীবন যাপন করবে এবং তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী হওয়া সত্ত্বে তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ও বেখবর থাকবেন। বরং তিনি তো সেই সত্তা যিনি তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার মুখে ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির লাগাম অবশ্যই পরাবেন ও সুবিচার কায়েম করবেন। এ পথের বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সাধ্য কারো নেই। অতপর তিনি বলেছেন, তিনি কেনইবা এমনটি করবেন না ; তিনি তো এক ও অদ্বিতীয় সত্তা, তার কোনো শরীক নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর পরাক্রম ও প্রজ্ঞা উভয়টিরই দাবী এমনটি করা। তিনি এরূপ না করলে তার অর্থ তো এই দাঁড়ায়, হয় তিনি শক্তি সামর্থহীন ও হকের ব্যাপারে তাঁর কোনো আত্মমর্যাদাবোধ নেই। অথবা তিনি একজন খেলোয়াড়, যিনি দুনিয়াকে নিছক ক্রীড়া কৌতুক রূপে তৈরী করেছেন। এটা স্পষ্ট যে আল্লাহর যে সুমহান সত্তা তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা-কল্পনা করাও সম্পূর্ণ অবান্তর।

আয়াত ঃ ১৯

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا
جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

اَلدِّيْنُ মানে প্রকৃত দীন, অর্থাৎ ঐ দীন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হেদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন, এর ওপর ال ঠিক তদ্রূপ ব্যবহৃত হয়েছে যেরূপ اَلْكِتٰبُ -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আল বাকারার শুরুতে আমরা তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছি।

اَلْعِلْمُ দ্বারা علم حق বা সত্যের জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যকে স্পষ্ট করার ও মতভেদকে দূরীভূত করার জন্য নাযিল হয়েছে।

www.pathagar.com

দীন ইসলামই আল্লাহর দীন

এর তাৎপর্য এই যে, মহান আল্লাহ যেহেতু ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠাতা, সেহেতু তিনি তাঁর বান্দাদের সঠিক ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনের পদ্ধতি উপহার দেয়ার জন্য একটি দীন দান করেছেন—যার নাম ইসলাম। এ দীনই আল্লাহর দীন। এ দীন ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির মানদণ্ড। এ দীনই বিশ্ব-জগতের সমগ্র প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনায় চালু রয়েছে। এ দীনের ওপরই সৃষ্টি হয়েছে মানব প্রকৃতি। প্রথম দিন থেকে তিনি সকল নবী ও রাসূলদের প্রতি এ দীনই নাযিল করেছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কাউকে আর কোনো দীন প্রদান করেননি। কিন্তু ইহুদী ও খৃস্টানরা পারস্পরিক মতভেদ হিংসা বিদ্বেষ ও ঝগড়া বিবাদের কারণে এতে প্রচুর মতভেদ সৃষ্টি করে। অতপর ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ নামে দুটি পৃথক ধর্ম আবিষ্কার করে নেয়। তাদের এ মতভেদ কোনোরূপ অজ্ঞতার ওপর ভিত্তিশীল ছিল না। বরঞ্চ হক সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নিছক বিকৃত মানসিকতা পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও তাদের স্ব স্ব বিদআতসমূহের ওপরই ছিল এর ভিত্তি। এভাবে তারা আল্লাহর মহানিয়ামত পেয়েও তা নষ্ট করে দিল। আল্লাহ যেহেতু চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেহেতু তিনি ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির ব্যবস্থা তথা ইসলামকে নতুনভাবে অভিনব ও পূর্ণাঙ্গ অবয়বে নাযিল করেন। যাতে মানুষ হেদায়াতের সরল সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সফলতা অর্জন করতে পারে। ইতোপূর্বে তাদের যে নীতি আদর্শ ছিল, এখনো যদি তারা একই কর্মনীতি গ্রহণ করে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে, তাহলে মনে রেখো তিনি এ জাতীয় লোকদের হিসেব অতি দ্রুতই চুকিয়ে দিবেন। অর্থাৎ তাদের প্রাপ্ত এ অবকাশকে তোমরা অনেক দীর্ঘ ভেবো না। বরং হযরত ইয়াহ্ইয়া আ.-এর ভাষায় এরূপ ধরে নাও যেঃ "বৃক্ষের মূলে প্রস্তুত রয়েছে কুঠার।"

এ বিষয়টি সূরা বাকারায়ও আলোচিত হয়েছে, সেখানে আমরা এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা আয়াত উদ্ধৃতি করে দিচ্ছি। বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রয়াসী উক্ত স্থানে এর তাফসীর দেখে নিতে পারেন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ ج بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ ط وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ - البقرة : ٢١٣

"সকল মানুষ একই উম্মত ছিল, তারপর আল্লাহ নবীদের পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করলেন যাতে মানুষের মাঝে যে বিষয় মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি, বরং স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর পারস্পরিক বিদ্বেষ বশত তারাই মতভেদ করেছে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল। মু'মিনরা যে সত্য সমন্ধে

www.pathagar.com

মতভেদ করতো আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সে ব্যাপারে হেদায়াত প্রদান করেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৩

আয়াত ঃ ২০

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ط فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ○

اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ ঃ "আমি আমার মুখমণ্ডল আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলাম।" এটা নিজেদের সমগ্র সত্তাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে দেয়ার স্বীকৃতি ও তার ভাষারূপ। মুখমণ্ডল মানবীয় সত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন অংশ। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন অংশকে সমর্পণ করে দেয়ার মানে সবকিছুকেই সমর্পণ করে দেয়া। কারো প্রতি আনুগত্যকে বুঝানোর জন্য আমরা যেরূপ শির অবনমিত করে দেয়া বলে থাকি, এটাও ঠিক তদ্রূপ। এ বক্তব্যের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়-নম্রতা ও আত্মনিবেদনের ভাবধারা বিদ্যমান। এটি একটি প্রামাণ্য স্থান। তাহলো এই যে, বাক-ভঙ্গী মূলতঃ ইসলাম গ্রহণের ব্যাঞ্জনা তুলে ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু একই সাথে এদ্বারা ইসলামের প্রাণসত্তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যাতে করে দীনদারীর ঐসব তথাকথিত দাবীদারদের প্রতিও যারা ইসলামের বিরোধিতায় বিতর্ক ও ঝগড়ার জন্য আস্তিন গুটিয়ে সদা প্রস্তুত ছিল— সতর্কবাণী হয়ে যায় যে, তারা কিসের বিরুদ্ধে শক্তিক্ষয় করে চলেছে।

اُمِّىْ শব্দের অর্থ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত বা পুঁথিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বঞ্চিত বা তার সাথে পরিচয়বিহীন ব্যক্তিকে উম্মী বলা হয়। ইসমাঈলী আরবদের জন্য উপাধি হিসেবে "امیین" শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, এরা প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে অনবহিত এবং নিজেদের সাদাসিধে যাযাবর জীবনের ওপর কায়েম ছিলেন। এমনিভাবে কিতাবের বাহক বনী ইসরাঈলের উম্মী হওয়ার গুণটি তাদের জন্য ছিল একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক চিহ্ন। আরবদের উদ্দেশ্য এ শব্দটি ব্যবহারের সূচনা আহলে কিতাবের দ্বারাই হয়েছে বলে অনুমিত হয়। কারণ ইসমাঈল আ. ও তাঁর বংশ যাযাবর জীবন যাপন ও উম্মী হওয়ার গুণের উল্লেখ তো তাওরাতেও রয়েছে। কিন্তু এটা একান্তই স্পষ্ট যে, এ শব্দের ব্যবহারে আরবদের জন্য কোনোরূপ অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের দিক বর্তমান ছিল না। তাই কুরআন এ শব্দটিকে আরবদের আহলে কিতাব থেকে স্বতন্ত্রীকরণের জন্য ব্যবহার করেছে। এদিক থেকেই মহানবী স.-এর জন্য "উম্মী নবী" এর উপাধি ব্যবহার হয়েছে। এতে তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের প্রতিও একটি ইঙ্গিত রয়েছে। আরবরা নিজেরাও এ শব্দটিকে নিজেদের জন্য ব্যবহার করতো। এতে

www.pathagar.com

স্পষ্টতই এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা এতে কোনো প্রকার হীনমন্যতা বোধ করতো না। কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহানবী স. তাঁর কওমের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ঐ হাদীসটি স্মরণযোগ্য যাতে উক্ত হয়েছে ঃ نَحْنُ اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ الحديث। কোনো কোনো স্থানে শব্দটি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হলেও সেখানে নিছক আভিধানিক অর্থই ব্যবহৃত হয়েছে, পারিভাষিক অর্থে নয়। যেমন ঃ مِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الاية। "তাদের মধ্যে রয়েছে নিরক্ষর লোকজন, যারা (লেখাপড়া) জানে না।".... এ দ্বারা ইহুদীদের মধ্যকার নিরক্ষর সাধারণ লোকদের বুঝানো হয়েছে।

ءَ اَسْلَمْتُمْ ঃ "তা তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করবে ?"এ বাকভঙ্গীতে সতর্কীকরণ ও দাওয়াত উভয়টি শামিল রয়েছে। বরং মোটামুটি এদ্বারা অসন্তুষ্টিও প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ তোমাদেরও ইসলাম কবুল করার ইচ্ছা থাকলে কবুল করে নাও। আমরা তোমাদের সাথে তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদ করে আমাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। আমরা তো আমাদের পথ ধরেছি। অতপর আমরা আমাদের অবস্থানকে মসিলিপ্ত করতে প্রস্তুত নই।

আয়াতের তাৎপর্য এই যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা যখন আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা ইসলামকে ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদরূপে বিকৃত করেছিল, তখন তা জেনে শুনেই করেছিল। এক্ষণে ইহুদীবাদ ও খৃস্টাবাদের সহযোগিতা ও ইসলামের বিরোধিতায় এরা যে, তোমাদের সাথে বিতর্ক ও বাদানুবাদের অবতারণা করে চলেছে, এটাও তারা জেনে শুনেই করছে। তাদের খুব ভাল করেই জানা আছে যে, হক কোন্‌টি ? এবং তোমরা যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছ তারই বা মর্যাদা কি ? এ কারণে তাদের সাথে তর্ক বিতর্ক ও ঝগড়া বিবাদে সময় নষ্ট করাতে কোনোই ফায়দা নেই। তাদেরকে এবং উম্মী আরবদেরকেও জানিয়ে দাও যে, আমি এবং আমার সঙ্গীরা তো নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিয়েছি এবং নিজেদের ঘাড়ে ইসলামের রজ্জু পরে নিয়েছি। তোমরাও যদি এ পদক্ষেপ নেয়ার মত সাহসী পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত হও তবে আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে অগ্রসর হও। আর যদি প্রস্তুত না হও আমাদের পথ ছেড়ে দাও। তোমাদের পেছনে নিষ্ফল সময় ব্যয় করতে আমরা ইচ্ছুক নই।

এরপর এরা যদি ইসলামের পথ অবলম্বন করে, সে ক্ষেত্রে মহানবী স.-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে এরা যদি এ পথ অবলম্বন না করে বরং নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর ওপরই অটল থাকতে চায় তাহলে তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। তোমাদের ওপর তো দায়িত্ব ছিল হককে পৌঁছে দেয়া। আর সে দায়িত্ব তোমরা পালন করেছ। এক্ষণে তোমরা তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে মুক্ত। তাদের ফয়সালার ভার এখন আল্লাহর হাতে। তিনি তো তাঁর বান্দাদের সার্বিক অবস্থা ও বিষয়-আশয় দেখতে পাচ্ছেন। তিনি প্রত্যেকের সাথে ঠিক ঐ আচরণই করবেন যে আচরণ পাওয়ার সে যোগ্য।

আয়াত ঃ ২১

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

www.pathagar.com

অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা

يَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ঃ এতে 'بِغَيْرِ حَقٍّ' শব্দ দ্বারা ইহুদীদের জঘন্য ও গুরুতর অপরাধের বিষয়টি প্রকাশ পাচ্ছে। কারণ হত্যা করাটাই এক গুরুতর অপরাধ। আর তা যদি হয় অন্যায়ভাবে কোনো নবীকে হত্যা করা তবে তো তার জঘন্যতাও প্রশ্নাতীত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত এদ্বারা হক এর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে যে, হক হচ্ছে সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ জিনিস। এমনকি নবীরা পর্যন্ত হক এর অধীন হয়ে থাকেন। আমাদের নবী করীম স.-ও এ সত্যটিকে নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন।

أمرين بالقسط-এর অর্থ

اَلَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ দ্বারা সংস্কারক ও মুজাদ্দিদদের বুঝানো হয়েছে। যারা সাধারণ লোকদের মধ্য থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং যারা ইহুদী ও খৃস্টানদের বিকৃতি ও বিদআতের সংশোধন করেছেন। তাঁদের জীবনকে নতুনভাবে আল্লাহর দেয়া সত্য ও সুবিচারের নীতি ও ব্যবস্থার অধীন আনয়ন করার চেষ্টা-সাধনা করেছেন। ইহুদী ও খৃস্টানরা তাঁদের সাথেও ঠিক তদ্রূপ আচরণই করেছে, যেরূপ করেছিল আল্লাহর নবীদের সাথে। তাদের বিরুদ্ধাচরণে সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগ করেছে তারা। আর যার ওপর তাদের খড়গ-কৃপাণ চালনা করা সম্ভবপর ছিল, তাকে হত্যা করতেও তাদের এতটুকু বাধেনি।

পূর্বোক্ত আয়াতের শেষদিকে আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থার প্রতি সম্যক দ্রষ্টা, হেদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে যাকে যেটির যোগ্য পাবে, তাকেই সেটি দিবেন—এক্ষণে তার মধ্যে নিহিত তাৎপর্য প্রকাশিত হচ্ছে। তা এই যে, যাদের সার্বক্ষণিক অভ্যাস ও রীতি-নীতিই ছিল আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা, নবীদেরকে হত্যা করা এবং ঐসব লোকদেরও হত্যা করা যারা সংশোধন, পুনর্গঠন ও সত্য সুবিচারের দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হন—এটা কি করে সম্ভব যে আজ তাদের কর্মনীতি পাল্টে যাবে ? যে সত্য ও সুবিচারের নীতিকে তারা সর্বদা বিপর্যস্ত করেছে, এ নীতি আদর্শকে সঠিক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠাকামীদের নির্যাতন করে এসেছে ও তাদের হত্যা পর্যন্ত করেছে—সে একই ন্যায় বিচারের আদর্শ ও তার আহবায়কদের আজ তারা কিভাবে গ্রহণ করে নেবে ? পরবর্তী প্রজন্ম যখন তাদের পূর্বসুরীদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছে, তখন আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সমাজ সংস্কারকদের হত্যাকারী এবং তাওরাত ও ইঞ্জীলের বিকৃতি সাধনকারীদের বংশধরের কাছ থেকে এটা কিভাবে আশা করতে পার যে, তারা তোমাদেরকে ও তোমাদের পেশকৃত কিতাবকে ঠাণ্ডা মাথায় গ্রহণ করে নেবে ? ইঞ্জীলের বিভিন্ন স্থানে আমাদের নেতা হযরত মসীহ্ আ. ও নবীদের হত্যাকারীদের বংশধরদের ঈমান ও তাদের নাজাতের ব্যাপারে যে হতাশার কথা ব্যক্ত করেছেন, তাও সম্পূর্ণ এ প্রেক্ষাপটেই করেছেন, অবিকল একই কথা কুরআন এখানে তার নিজস্ব ভঙ্গীতে বলেছে যে, এরা ঈমান ও ইসলামের পথ অবলম্বন করে নাজাত ও কামিয়াবীর সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য নয় ; এদেরকে বরং এক মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ২২

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ○

حَبْطِ عَمَل-এর তাৎপর্য

حَبْطِ عَمَل -এর মানে প্রয়াস-প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম নিষ্ফল হয়ে যাওয়া। এটা স্পষ্ট যে, তাদের আমল ও দীনদারী যদিবা ছিল মসীহ্ আ.-এর ভাষায় মশা নিধন ও হাতী গেলার সমার্থক, তথাপি তাদের এ দীনদারী আখেরাতে বিন্দুমাত্রও ফলপ্রসূ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অপরদিকে তারা কুরআন ও ইসলাম অন্য কথায় মহান আল্লাহর ইনসাফ ও সুবিচার নীতির বিরুদ্ধাচরণে যেসব পরিকল্পনা ও অপপ্রয়াস চালাচ্ছিল, বক্ষমান আয়াত তারও নিষ্ফল হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করে দিয়েছে। বলাবাহুল্য এ আয়াতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তাদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল ও বিনষ্ট হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। একই সাথে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, এ লাঞ্ছনা ও অশুভ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের কোনো সাহায্যকারী কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারবে না ; না কোনো আত্মিক সাহায্য কিংবা বস্তুগত সাহায্য। ইতিহাস সাক্ষী, কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬. 'আল্লাহ্ ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত'
—এ সত্যের ওপর ঈমান আনা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ

সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত আয়াতগুলোতে উম্মতকে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে আমরা তার ওপর আলোকপাত করেছি। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমান পর্যায়ে মহান আল্লাহর ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গুণ সম্পর্কিত যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তা ঈমানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর ইসলামের মৌল ভাবধারায় এর গুরুত্ব ও মর্যাদা এতই বেশী, যেন এরি নাম ইসলাম। এর এ গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে উস্তাদ ইমাম র.-এর কতক সূক্ষ্ম দিক তুলে ধরা জরুরী মনে করি। যাতে দীনের হিকমাত সম্পর্কে যারা চিন্তা-গবেষণা করতে ইচ্ছুক তারা এ থেকে ফায়দা নিতে পারেন। মাওলানা র.-এর মতে আল্লাহর উক্ত গুণটির গুরুত্ব নিম্নোক্ত দিকগুলোর বিচারে অপরিসীম।

ঈমান বিল কিস্ত-এর চারটি দিক

১. إِيمَان শব্দটি امن থেকে নির্গত। এর অর্থ নির্ভরতা, বিশ্বস্ততা এবং আস্থা বিশ্বাসও এর প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে। এ দ্বারা জরুরী হয়ে পড়ে যে, ঈমানের জন্য এটা অপরিহার্য যে, মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। কিন্তু বিবেকের সৃষ্টি মূলত সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যই ; গোমরাহী করার জন্য নয়—এ সত্যটির ওপর যতক্ষণ পর্যন্ত আস্থা অর্জিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি সম্ভব নয়। অর্থাৎ এটা স্বীকার করতে হবে যে, আকল বা

www.pathagar.com

বিবেক প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার একটি মানদণ্ড। অতপর এ জিনিসটিই আরেকটি জিনিসকে অনিবার্য করে তোলে যে, ফিতরাতকে তার সৃষ্টিকর্তা হক ও সুবিচারের মূলনীতিসমূহের ওপরই নির্মাণ করেছেন। কারণ মহান আল্লাহ নিজেই সার্বিক ও সর্বাত্মকভাবে ইনসাফপূর্ণ ও সুবিচারময় সত্তা। ইনসাফ ও ন্যায়-নীতিকে তিনি ভালবাসেন এবং তিনি এর প্রতিষ্ঠাকারী। এ সকল ধারণাই জ্ঞানগত দিক থেকে অপরিহার্য বরং সত্য ও বাস্তবও। এ থেকে বুঝা গেল যে, ফিতরাতের তথা সভাব প্রকৃতি স্রষ্টাকে হক ও ন্যায়নিষ্ঠ মেনে না নেয়া পর্যন্ত কোনো জিনিসের হক হওয়ার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করাই সম্ভব নয়। এরি সাহায্যে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড হক তথা যথার্থ ও সত্য হওয়া প্রমাণিত হবে। জ্ঞানগত দিক থেকে এটা যেমন অনিবার্য, অনুরূপ নৈতিক সর্বসম্মত বিষয়াদির দ্বারাও তার প্রমাণ সাব্যস্ত হয়। আর একটু বিস্তারিতভাবে বললে বলতে হয়, নেকীকে মহান আল্লাহ ফিতরাতের অন্তর্গত করেছেন। অন্তরে তাকে কবুল করার ও তাকে সম্মান দেয়ার আকর্ষণ মানুষের মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন। এমতাবস্থায় আমরা নিজেরা নেকীকে পসন্দ করবো আর আল্লাহ নেকীকে পসন্দ করেন না বলে মনে করবো—এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? খোদ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ভাল ও সৎকাজকে ভালবাসার ব্যাপারে আমাদের মন যদি তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত না হয় তাহলে আমাদের এ সত্যপ্রীতির সঠিকতা ও বিশুদ্ধতার ওপর আমরা কিভাবে তৃপ্তি ও আস্থা অর্জন করতে পারি? আমরা নেকী ও ভাল কাজ করে তাঁকে তো এজন্যই সন্তুষ্ট করতে চাই যে, আমাদের এ আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি ভাল কাজকে পসন্দ করেন। তাঁকে উত্তম ও সুন্দর গুণাবলী দ্বারা আমরা যে প্রশংসিত করে থাকি তার ভিত্তিওতো এটাই যে, উক্ত গুণাবলী দ্বারা তাঁকে ভূষিত করার মাধ্যমে আমাদের স্বভাব প্রকৃতির বিশুদ্ধ হওয়ার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

২. ঈমানের মূলকথা আল্লাহর মুহাব্বত। আমরা এমন মাবুদের প্রতি ঈমান পোষণ করি, যাকে আমরা ভালবাসি। যার কাছ থেকে আমরা আশা করি, যার সন্তুষ্ট আমরা কামনা করি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এ দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মাবে যে, তিনি সর্বপ্রকার যুলুম ও অবিচারের চিহ্নমাত্র থেকে মুক্ত, ততক্ষণ পর্যন্ত এ ভাবধারা সৃষ্টি হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তিনি তো তাদের প্রতিই অনুগ্রহ করবেন, যারা তাঁর আনুগত্য করবে। আর শাস্তি তাদেরকেই দেবেন যারা তার যোগ্য বিবেচিত হবে। কোনো যালেম ও অবিচারক মনিবকে ভালবাসা মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

৩. মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও উপঢৌকনসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করলে মানব প্রকৃতিতে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার যে তাগিদ সৃষ্টি হয়, তার বুনিয়াদ শোকরের ওপর স্থাপিত। এ শোকর ও কৃতজ্ঞতা ঐ অবস্থায়ই অপরিহার্য হয়ে ওঠে যখন আমরা এটা স্বীকার করে নেই যে, এটা অনুগ্রহকারীর হক এবং তারই অনুগ্রহের অনিবার্য দাবী। কুরআন মজীদে শিরক্‌কে যুলুম ও ঈমানকে যে শোকর বলে অভিহিত করা হয়েছে তার গূঢ় রহস্যও এটাই। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই সকল অধিকার প্রাপ্তির বুনিয়াদ আদল ও সুবিচারের নিশ্চয়তার ওপর সংস্থাপিত করা হয়েছে। এটা শরীআত ও আইনের একটা প্রাথমিক ও আবশ্যিক মৌলনীতি ও বাস্তবতা। এ কারণেই প্রত্যেক শরীআতের ভিত্তি ও বুনিয়াদ ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা।

www.pathagar.com

৪. ঈমানের ফল আল্লাহর আনুগত্য আর আল্লাহর আনুগত্যের ফল তাঁর সন্তুষ্টি। মহান আল্লাহ্ প্রতিটি দিক ও বিভাগে কর্ম ও তার প্রভাব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এ সম্পর্ক স্বীয় সৃষ্টি ও পরিকল্পনা এবং হুকুম ও নির্দেশের মাধ্যমে কায়েম করে রেখেছেন। এবং বিভিন্ন উপায়ে এ সত্যের প্রতি আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। আমরা এ আমলসমূহের ফলাফলের ওপর যেহেতু পূর্ণ আস্থা রাখি, সেহেতু তাঁর ওয়াদা প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে তাঁর আনুগত্য করে থাকি। মহান আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার পরিপন্থী কিছু করতে পারেন না—একথার প্রতি আমাদের ঈমান না থাকলে আমাদের যাবতীয় আমলের ভিতই চূর্ণ হয়ে যাবে। আর তখন সম্পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা দুটি জিনিসের মধ্যে যে কোনো একটির ওপর অবশিষ্ট থাকতে বাধ্য হবে। হয়তো খৃষ্টানদের ন্যায় মিথ্যা শাফায়াতের ওপর। যেমন তাদের সমগ্র নির্ভরতা হযরত মসীহ্ আ.-এর ওপর। তারা তো তাঁকে উপাস্য বানিয়ে তাঁর ইবাদাত করে, আল্লাহর চেয়ে তাঁকে বেশী ভালবাসে। অথবা ইহুদীদের ন্যায় পূর্ণ ভবঘুরেপনা ও পথভ্রষ্টতা এবং অপরিণামদর্শীতার ওপর। তারা হাওয়ার অনুকূলে তাদের তরী ভাসিয়ে দিয়েছে। তাদের অহংকার ও হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট হয়নি। যেন তাদের মতে মহান আল্লাহর নিকট ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য কোনো আইন ও রীতি-নীতিই বর্তমান নেই। এ গোমরাহী থেকে রক্ষা পাবার জন্য মহান আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত—একথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। তাঁর প্রতিটি হুকুম ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রতিটি ওয়াদা পরম সত্য। যেমন তিনি বলেছেন ঃ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً "আপনার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১১৫

এ চারটি দিকের ওপর যে কেউ চিন্তা করবে তার নিকট এ সত্য ভালোভাবেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, "ঈমান বিলকিস্ত" ঈমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। আর এর ওপরই ভিত্তিশীল রয়েছে আকীদা-বিশ্বাস, আখলাক এবং শরীআতের অত্যন্ত বুনিয়াদী মাসআলা-মাসায়েলসমূহ।

৭. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৩-২৭ আয়াত

প্রথমে এ কুরআন প্রত্যাখ্যানকারীদের আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, আহলে কিতাব হওয়ার কারণে সঙ্গত কারণেই তাদের কাছ থেকে কিছু বিষয়ের আশা করা গিয়েছিল। তাদেরকে ইতোপূর্বেই কিতাবের একটা অংশ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা তো খুইয়ে বসেছিল। আশা করা গিয়েছিল তাকে নতুনভাবে পূর্ণাঙ্গ অবয়বে পাওয়ার পর তার যথাযথ মূল্যায়ণ করবে ও তার আলোকে নিজেদের যাবতীয় মতভেদ ভুলে গিয়ে নতুন উদ্যমে ন্যায়-নীতি ও হক-এর পথ অবলম্বন করবে। কিন্তু তারা তাদের পুরানো অভ্যাস মতো মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ও প্রত্যাখ্যান করার পথই অবলম্বন করলো।

অতপর তাদের এ বিমুখ হওয়ার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা নিজেদের একটা মর্যাদাসম্পন্ন জাতি মনে করার দরুন এ

www.pathagar.com

ভুল আক্বীদা আবিষ্কার করে নিয়েছে যে, এরা মোটামুটি জাহান্নামের আযাব থেকে সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত থাকবে। প্রথমত তারা তো জাহান্নামে নিক্ষিপ্তই হবে না। যদি বা নিক্ষিপ্ত হয়, সাধারণ হালকা কিছু শাস্তি প্রাপ্তির পর তা থেকে নাজাত পেয়ে যাবে। এ আকীদা তাদের একটা মনগড়া আকীদা বৈ নয়। মূলত বাস্তবতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ আত্মপ্রতারণাই তাদেরকে তাদের দীন থেকে সম্পূর্ণ গাফেল করে দিয়েছে। অথচ একদিন তো অবশ্য কড়ায় গণ্ডায় হিসেব গ্রহণ করা হবে। সেদিন তাদের চোখ খুলে যাবে। তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তাদের সম্মুখে হাজির করা হবে। তারা নিজ চোখেই দেখতে পাবে আল্লাহর তুলাদণ্ড তাদের কারো প্রতি আদৌ কোনো পক্ষপাতিত্ব করেনি। কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম কিংবা অবিচারও করেনি।

এরপর এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা এক্ষণে নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত হয়েছে। আল্লাহর শরীয়াতের এ আমানত এ উম্মতের ওপর ন্যস্ত করা যাচ্ছে। কারণ এরাই বর্তমানে আল্লাহর দৃষ্টিতে এ আমানতের যোগ্য উত্তরাধিকারী। শাহানশাহ রাজাধিরাজ—সেই আল্লাহই রয়েছেন। "যার থেকে ইচ্ছে তিনি তা ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা তাকে প্রদান করেন। সম্মানিত ও লাঞ্ছনা সবকিছু তাঁরই করায়ত্ব। রাতকে দিনের মাঝে প্রবেশ করিয়ে দেয়া, জীবিতকে মৃত থেকে বের করে আনা তাঁরই কাজ।" কথাগুলো নিছক সংবাদচ্ছলে না বলে নবী স. ও তাঁর মাধ্যমে সাহাবীদেরকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ কঠিন দায়িত্ব এ মুহূর্তে যাদের স্কন্ধে অর্পণ করা হচ্ছে তারা যেন এটাকে আল্লাহর দেয়া আমানত মনে করে এবং এ দায়িত্ব পালনে তাঁরই সাহায্যের প্রত্যাশি হয়। এবারে এরি আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ
تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ

www.pathagar.com

الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

২৩. তাদের প্রতি একটু লক্ষ্য করে দেখুন না, যাদের কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিল! তাদের আহ্বান করা হয়েছিল আল্লাহর কিতাবের দিকে। যাতে এ কিতাব তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, এরপরও তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তারাই অমান্যকারী। ২৪. এটা এজন্য যে, তারা বলে থাকে, জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না। তবে হাতে গোণা সামান্য কয়েকদিন ছাড়া। তাদের মিথ্যা মনগড়া উদ্ভাবন দীনের ব্যাপারে তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। ২৫. কিন্তু কি অবস্থা হবে তাদের, যখন আমি তাদের সবাইকে একত্র করবো সেদিনে যেদিনের আগমনে কোনো সন্দেহ নেই। এবং যেদিনে প্রত্যেককে তার কর্মের প্রতিদান পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।

২৬. দোয়া করুন, হে আল্লাহ! তুমিই মালিক সার্বভৌম শক্তির। তুমি যাকে ইচ্ছে রাজত্ব দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছে রাজত্ব ছিনিয়ে নাও। যাকে ইচ্ছে তুমি সম্মানিত করো এবং যাকে ইচ্ছে লাঞ্ছিত অপমানিত করো। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে নিহিত। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২৭. তুমিই প্রবেশ করাও রাতকে দিনের ভেতর এবং প্রবেশ করাও দিনকে রাতের ভেতর। তুমিই জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করে আনো, আবার মৃতকে জীবিতের ভিতর থেকে বের করে আনো। আর যাকে চাও তুমি বিনা হিসেবে অপরিমিত রিয্ক দান করো।

৮. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতগুলোর বিশ্লেষণ

আয়াত ঃ ২৩

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ○

أَلَمْ تَرَ সম্বোধনের ধরন

أَلَمْ تَرَ ঃ এরূপ সম্বোধনের ওপর আমরা সূরা বাকারায় আলোকপাত করেছি। সবখানে এটিকে একবচনের অর্থে গ্রহণ করা সঠিক নয়। এদ্বারা জামায়াত বা দলকেও সম্বোধন করা হয়ে থাকে। যেন দলের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়।

তাছাড়া এটা নিছক সাদাসিধে কোনো সম্বোধনও নয় বরং এর মধ্যে বিস্ময় প্রকাশের ব্যঞ্জনাও নিহিত রয়েছে।

কুরআন ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের মধ্যে আংশিক ও পূর্ণাঙ্গতার সম্পর্ক বিদ্যমান

نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ দ্বারা তাওরাত ইঞ্জীল ইত্যাদি কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। আর কিতাবুল্লাহ মানে কুরআন মজীদ। অতীত যুগের আসমানী ধর্মসমূহ ও ইসলামী শরীয়াতের মধ্যেকার সম্পর্ক যেরূপ আংশিক ও পূর্ণাঙ্গতার তদ্রূপ অন্যান্য আসমানী গ্রন্থাবলী ও কুরআনের মধ্যেও আংশিক ও পূর্ণতার সম্পর্ক বিদ্যমান। আল্লাহর দেয়া শরীয়াত মানবীয় চিন্তা-চেতনা ও মানবীয় সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নের বিচারে স্তরে স্তরে প্রদান করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পূর্ণাঙ্গ শরীআত ও পূর্ণাঙ্গ কিতাবের যোগ্য হয়ে ওঠেনি, ততক্ষণ তাদের পূর্ণাঙ্গ শরীআত ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব প্রদান করা হয়নি। বরঞ্চ তাদের অবস্থা ও তাদের প্রয়োজন মোতাবিক কিতাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই গ্রন্থটি মূলতঃ ঐ পূর্ণাঙ্গ শরীআত ও ঐ পূর্ণাঙ্গ কিতাবেরই একটি অংশ ছিল। যা তার জন্য প্রথম থেকেই আল্লাহর পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট ছিল। বনী ইসরাঈলের নবীরা যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স.-এর শিক্ষা থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না বরং এ শিক্ষারই ঐ পরিমাণ অংশ ছিল যা তাদের যুগ ও তাদের অবস্থার জন্য উপযোগী ছিল। অনুরূপভাবে তাওরাত ও ইঞ্জিল কুরআন মজীদ থেকে আলাদা কোনো বস্তু নয়। বরং এগুলো ছিল এ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থেরই এমন অধ্যায় যা সর্বশেষ উম্মতের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নাযিল হয়েছিল। এমনিভাবে সমস্ত আসমানী গ্রন্থই যেন এ একটি মাত্র খোদাই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ ও বিভিন্ন অধ্যায়। মূলগত ও স্বভাবগত দিক থেকে এগুলোর মধ্যে রয়েছে পূর্ণ সাযুজ্য ও সাদৃশ্য। তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে সংমিশ্রণ ও বিকৃতি সংঘটিত না হলে সেগুলোর শিক্ষা ও কুরআনের শিক্ষার মধ্যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বিস্তারিত বিবরণ এবং সূচনা ও সমাপ্তি ব্যতিরেকে কোনোই পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো না। তথাপি আজো একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি সহজেই এটা অনুমান করতে পারেন যে, সবগুলো গ্রন্থ একই ইলম ও মারিফাতের আলোকশিখারই জ্যোতি এবং একই পবিত্র বৃক্ষের পত্র-পল্লব। এ পারস্পরিক সাদৃশ্যের কারণে যারা তাওরাত ও ইঞ্জিলকে জানতো ও মানতো তাদের পক্ষে কুরআনকে চেনা কিছুমাত্র কঠিন ছিল না, অবশ্য যদি না তাদের চোখে পক্ষপাতিত্ব ও হঠকারিতার বাধা প্রতিবন্ধক বাঁধা না থাকতো। যে কিতাবের প্রাথমিক অধ্যায়গুলো তারা পড়েছে, যে কিতাবের ধরন-ধারণ, ভাব-ভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল, যার হেদায়াত ও শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রাথমিক চিত্র ও সারসংক্ষেপ তারা দেখেছে, যার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সম্পর্কে তারা অবহিত এবং তার বাস্তবায়নের জন্য ছিল অপেক্ষমান—এটা কি করে সম্ভব যে, ঐ সম্মানিত কিতাব যখন স্বীয় মৌল সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণ অবয়বে আত্মপ্রকাশ করল; তখন এরা তাকে চিনতে পারলো না। সত্যিই এটা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আহলে কিতাব এ গ্রন্থ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং সবকিছু জেনে শুনেও সম্পূর্ণ না জানার ভান করলো।

www.pathagar.com

মতভেদ দূরীকরণের দিক থেকে কুরআনের প্রয়োজনীয়তা

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ঃ এতে কুরআনের একটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। আহলে কিতাব সত্যিই যদি আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের মূল্যায়নকারী হতো, তাহলে এখানে বর্ণিত উদ্দেশ্যটি তাদের নিকট অত্যন্ত সুপ্রিয় হবার কথা ছিল। ওপরে বিবৃত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাদের হেদায়াতের জন্য তাওরাত-ইঞ্জীল নাযিল করেছিলেন। কিন্তু তারা তাতে অসংখ্য মতভেদ সৃষ্টি করলো। তাই মহান আল্লাহ কুরআন মজীদকে তথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে নাযিল করলেন। যাতে এগুলো যাবতীয় মতভেদের মীমাংসা করে প্রকৃত সত্যকে পুনরায় উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। একথাটিরই এখানে পুনরুক্তি করা হয়েছে, যে, যে কিতাবের দিকে এদেরকে আহবান করা হচ্ছে তা এজন্য নয় যে, তাতে আহবানকারীর কোনো স্বার্থ নিহিত রয়েছে। বরং এতে তো স্বার্থ ও কল্যাণ একমাত্র তাদেরই। আল্লাহর দেয়া শরীআতে তারা যেসব মতভেদ সৃষ্টি করে নিয়েছে এগুলো যাতে দূরীভূত হয়ে যায় এরি জন্য তাদের আহবান করা হচ্ছে। তারা যে হেদায়াতকে হারিয়ে ফেলেছে তা পুনরোদ্ধার করত ধন্য হওয়ার জন্যইতো এ প্রচেষ্টা।

ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ঃ “এরপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় আর তারাই অমান্যকারী।” “ثُمَّ” শব্দটি এখানে বিস্ময় প্রকাশের অর্থে হয়েছে। আর فَرِيقٌ مِّنْهُمْ তারা আহলে কিতাবের একটা ক্ষুদ্র দল আল্লাহর কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে—এটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ এ অপরাধে তো সামগ্রিকভাবে গোটা আহলে কিতাবই নিমজ্জিত ছিল। তাদের মধ্য থেকে অতি সল্পসংখ্যক লোকই এমন বের হলো যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এর উল্লেখ রয়েছে। আয়াতটিতে বরং مِّنْهُمْ শব্দের ওপরই অধিক জোর দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এটা যে, এই মুখ ফিরিয়ে নেয়া দলটি এ আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত যাদের ঈমান গ্রহণকারীদের দলভুক্ত হওয়াই ছিল সর্বাধিক অগ্রগণ্য ও সবচেয়ে প্রত্যাশিত। কিন্তু তারা ঈমানের পথে অগ্রগামী হওয়ার পরিবর্তে কুফরীর পথেই অগ্রগামী হলো।

ইহুদীদের সামষ্টিক দলীয় চরিত্র

আয়াতের শেষে وَهُمْ مُّعْرِضُونَ দ্বারা আহলে কিতাবের প্রকৃত দলীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের সত্য বিমুখতা নতুন কিছু নয়। বরং চিরকাল তাদের এ একই কর্মনীতি ছিল। এ বাক্যাংশে আহলে কিতাবের জন্য কঠোর ভর্ৎসনার দিক বিদ্যমান রয়েছে। অপরদিকে নবী করীম স.-এর জন্যও রয়েছে স্বস্তি ও সান্ত্বনার বাণী। তাৎপর্য এই যে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা যাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে, তাদের অন্তরে যদি হক প্রবিষ্ট না হয়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই বা হক এর কোনো ত্রুটি নেই তাদের বিকৃত ও নষ্ট চিন্তা-চেতনাই বরং এর জন্য দায়ী। পাথরে জোক লেগেছে—একথা কে কবে শুনেছে?

বনী ইসরাঈলের ইতিহাস সম্পর্কে যারা অবগত রয়েছেন তারা ভাল করেই জানেন যে, হযরত মূসা আ. থেকে শুরু করে আমাদের নেতা হযরত মসীহ আ. পর্যন্ত একাধারে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেক নবীই তাদের চিন্তা ও কর্মনীতির ওপর বেদনাশ্রু বর্ষণ করেছেন। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে—এ আশংকা না হলে আমরা বনী ইসরাঈলের আসমানী গ্রন্থসমূহ থেকে তার বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরতাম।

আয়াত ঃ ২৪

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

এ বিষয়টি সূরা আল বাকারায়ও এসেছিল। সেখানে আমরা এর প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলাম। সেখানে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ط قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ البقرة : ٨٠-٨١

"তাঁরা বলে কখনো আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না হাতে গোণা কয়েকদিন ব্যতিরেকে। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো অঙ্গীকার নিয়েছ যে, আল্লাহ্ তাঁর সে অঙ্গীকার কখনো খেলাফ করবেন না। না কি তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু মিথ্যা রচনা করছো যা তোমরা জান না। হ্যাঁ প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, যে ব্যক্তি পাপ উপার্জন করেছে এবং তার পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে। এরূপ লোকেরাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৮০-৮১

ইহুদীদের মিথ্যা আশাবাদের একটি দৃষ্টান্ত

সূরা আল বাকারায় এ আয়াতটি বনী ইসরাঈলের মিথ্যা ও অলীক আশাবাদসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে, যেগুলো সম্পর্কে তাদের ধর্মে কোনো প্রকার দলীল প্রমাণ বর্তমান নেই। তাদের ধর্মীয় নেতারা নিছক তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে এসব মনগড়া কথাবার্তাকে তাদের শরীআতের অংশ বানিয়ে নিয়েছিল। তাদের নিকট এগুলো খুব আকর্ষণীয় ছিল বিধায়ী এসব বিদআত ও নতুন উদ্ভাবন তাদের সাধারণ জনগণের অন্তরে এত গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের সমগ্র আস্থা ও অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এসব মিথ্যা ও অলীক আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোই। এছাড়া তাদের মনগড়া আকীদার অন্তর্ভুক্ত এটাও ছিল যে, বনী ইসরাঈল একটি সম্মানিত জাতি হিসেবে তাদের আমল যাই হোক না কেন তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে না। প্রথমত তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না। আর যদিবা নিক্ষেপই করা হয় তাদের অপরাধ ও পাপের স্বল্প পরিমাণ শাস্তি ভোগ

www.pathagar.com

করার পরই তারা নিষ্কৃতি লাভ করবে। এটা স্পষ্ট যে, এ আকীদা উদ্ভাবন করে নেয়ার পর দীনের প্রকৃত দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে জানা-বুঝার কোনো প্রয়োজন তাদের অবশিষ্ট থাকলো না। অতপর তারা ঐ কুরআনের প্রতি কিভাবে মনোযোগী হতে পারে, যা তাদেরকে ঐ বোকার স্বর্গ থেকে বের করে আনতে চাচ্ছিল। অতপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাদেরকে ঐসব দায়িত্বের মুখোমুখি এনে দাঁড় করতে চাচ্ছিল যা তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতই তাদের ওপর আরোপিত হয়। কুরআন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের এ আকীদা اِفْتِرَاءٌ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ মহান আল্লাহর ওপর এক মনগড়া উদ্ভট অপবাদ এক গুরুতর মিথ্যাচার। তিনি তো বনী ইসরাঈলকে কখনোই অনুমোদন পত্র প্রদান করেননি যে, তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। অতপর কয়েকদিন মাত্র শাস্তিভোগ করার পর তারা জান্নাতে পৌছে যাবে। কুরআন তো এটাও বলে দিয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তাদের এসব আজে-বাজে উক্তি ও মনগড়া বিদআতে নিমজ্জিত হওয়ার দরুণ তারা তাদের দীনের ব্যাপারে ধোঁকা ও প্রতারণার জালে জড়িয়ে পড়েছে। এক্ষণে তো তাদের দীন তাদের কতিপয় মনভোলানো আশা-আকাংখা ও তাদের কতক চিত্তাকর্ষক নষ্টামীর সমষ্টিতে পরিণত হয়েছে। যার ফলে এ দীন আল্লাহর নিকট তাদের জন্য অসংখ্য অধিকারের তো আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু তাদের ওপর কতিপয় রসম-রেওয়াজ ছাড়া কোনো দায়িত্বই বর্তায়নি।

আয়াত ঃ ২৫

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ قف وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

অর্থাৎ তারাতো এ আশা পোষণ করে অপেক্ষমান রয়েছে এবং আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। কিন্তু তখন কি উপায় হবে যখন আমি তাদেরকে এমন এক চূড়ান্ত দিনের অবস্থা ও পরিণতি প্রত্যক্ষ করার জন্য একত্র করবো, যা এ মহাবিশ্বের চিরন্তন অলংঘনীয় সত্য। যার আগমনে বিন্দু মাত্র সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই? আমাদের মতে لام এখানে فى-এর অর্থেও হতে পারে। কেননা এতে ظرفيت -এর অর্থও বিদ্যমান রয়েছে। আর আরবী ভাষার নিয়ম-কানুন অনুযায়ী এখানে حرف جار এর পরে একটি مضاف বা সম্বন্ধ পদ উহ্য রয়েছে বলে ধরে নেয়ারও অবকাশ রয়েছে। আমরা এ দ্বিতীয় অবস্থাটিকে বিবেচনায় রেখেই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছি।

ঐ দিনের একটা বৈশিষ্ট্যতো এ বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত দিনের আগমনে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, সেদিন প্রত্যেককে তার কর্মের পুরোপুরি প্রতিদান প্রদান করা হবে। কাউকে এতটুকু কম দেয়া হবে না। অর্থাৎ কিনা এক্ষণে এ আহলে কিতাবের নিজেদেরই ভেবে দেখা কর্তব্য যে, আজ একটা মনগড়া আকীদায় নিমজ্জিত হয়ে এরা যে সুখ স্বপ্নের স্বাদ আস্বাদন করে চলেছে। এ থেকে জাগ্রত হওয়ার পর কি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে তাদেরকে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ২৬-২৭

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

মুসলিম জাতির জন্য দোয়ার ভঙ্গীতে এক বিরাট সুসংবাদ

এখানে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা স.-কে ও তাঁর মাধ্যমে গোটা উম্মতকে একটি দোয়া শেখানো হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

১. প্রথম বিষয়টি হল ঐ বিরাট সুসংবাদ যা এ উম্মতের জন্য এতে নিহিত রয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের বিশদ বিবরণ এই যে, এই দোয়া পরোক্ষভাবে এ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আহলে কিতাবের হটকারিতা ও তাদের প্রতিহিংসার পরিপ্রেক্ষিতে বনী ইসরাঈল এ যাবত নেতৃত্ব কর্তৃত্বের যে মর্যাদাপূর্ণ আসনে অভিষিক্ত ছিল, আহলে কিতাবের হঠকারিতা ও তাদের প্রতিহিংসার পরিপ্রেক্ষিতে তা এক্ষণে বনু ইসমাঈলের প্রতি স্থানান্তরিত হচ্ছে। আর বনী ইসরাঈলের কোনো বিরোধিতাই আল্লাহর এ ফায়সালাকে পরিবর্তন করতে পারবে না। সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ। যাকে ইচ্ছা তিনি রাজত্ব দান করেন আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন। যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। কল্যাণের সকল ভাণ্ডারের একচ্ছত্র অধিপতি তিনিই। বনী ইসরাঈল যে মনে করেছে যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গলের একমাত্র উত্তরাধিকারী ও প্রাপক তারাই অন্য কেউ নয়। বিশেষ করে বনু ইসমাঈলের জন্য ঐ কল্যাণের কোনো অংশই প্রাপ্য নয়। এ দোয়া তাদের ঐ ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি ভূমিকে পাল্টে দিয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিশ্ব-জাহানের অধিপতি এক্ষণে উক্ত কল্যাণের ভাণ্ডারের কুঞ্জিসমূহ ওয়াদা ভঙ্গকারী ও খেয়ানতকারীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যারা এর যোগ্য।

২. এ সুসংবাদের সাথে এতে বনী ইসরাঈলের জন্য সতর্কীকরণ ও ভীতিপ্রদর্শনও রয়েছে। আর এ সতর্কীকরণ প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত সুসংবাদেরই স্বাভাবিক ফল। নেতৃত্ব যখন বনু ইসমাইলের হস্তগত হবে তখন অনিবার্যভাবে বনী ইসরাঈল নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। বনু ইসমাঈল সম্মান ও মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত হবে তার মানেই অনিবার্যভাবে এটাই দাঁড়ায় যে, বনী ইসরাঈলের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমাণ ভাগ্যলীপি হয়ে গিয়েছে— উত্থান ও পতন, সম্মান ও অপমান, জীবন ও মৃত্যু উভয়ের উল্লেখ করে কুরআন তার বিরোধী ও সমর্থক উভয়ের জন্য তকদীরের ফায়সালা জানিয়ে দিয়েছে।

৩. এতে এ উম্মতের জন্য এক বিরাট উপদেশ রয়েছে। তা এই যে, এক্ষণে তোমাদের কাছে যে আমানতটি হস্তান্তরিত হচ্ছে, ইহুদীদের ন্যায় তোমরা একথা মনে করে বসো না যে,

এটা তোমাদের জন্মগত অধিকারের ফলশ্রুতি অথবা তোমাদের বংশীয় আভিজাত্যের ফল। বরং এটা হচ্ছে আগাগোড়া সম্পূর্ণ আল্লাহর অনুগ্রহ। তোমরা যতক্ষণ এর হক আদায় করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। উপরন্তু এর দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অব্যাহতভাবে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকলেই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত থাকবে।

এ বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, এ আয়াত মূলত ইহুদীদেরকে তাদের পদমর্যাদা থেকে অপসারণের ঘোষণা এবং উম্মতে মুসলিমার উত্থানের সুসংবাদ বৈ নয়। কিন্তু বিষয়টি সংবাদ কিংবা সুখবরের পরিবর্তে দোয়ার ভঙ্গীতে উপস্থাপিত হয়েছে, এর কারণ দুটি। প্রথমত এ আয়াতগুলো নাযিলের সময় পর্যন্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি পুরাপুরি অনুকূল ছিল না। আর এহেন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপরোক্ত বাক-ভঙ্গীই উপযোগী ছিল যে, উম্মত তার জন্য দোয়া করবে। আর দ্বিতীয়ত এতে এ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, উম্মত যেন এ সুসংবাদকে গর্ব ও অহংকার সহকারে গ্রহণ না করে, বরং বিনয়, নম্রতা, দাসত্বের অনুভূতি ও দোয়ার সাথে কবুল করে। কারণ সমগ্র ক্ষমতা এখতিয়ার আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। যে বঞ্চিত হয় সে আল্লাহর হুকুমেই বঞ্চিত হয়, আর যে অর্জন করে সে-ও আল্লাহর পক্ষ থেকেই অর্জন করে থাকে।

দোয়ার ভঙ্গীতে সুসংবাদ প্রকাশ পাওয়ার আরো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন হিজরতের নির্দেশ প্রাপ্তির কিছু পূর্বে মহানবী স.-কে নিম্নোক্ত দোয়াটি শেখানো হয়েছিল ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ

سُلْطَانًا نَّصِيْرًا ○ وَقُلْ جَاۤءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ○

"আর দোয়া করুন। হে পরোওয়ারদেগার, আমাকে দাখিল করুন সম্মানের সাথে এবং আমাকে বের করুন সম্মানের সাথে। আর আমাকে আপনার কাছ থেকে সাহায্যকারী শক্তি দান করুন। আর আপনি এ ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবার জন্যই।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮০-৮১

এ দোয়াতে হিজরতেরও সংবাদ রয়েছে। আর একই সাথে এ সুসংবাদও রয়েছে যে, আপনার মক্কা থেকে বহির্গমন ও দারুল হিজরতে প্রবেশ করা উভয়ই ইজ্জত ও সম্মানের সাথে সম্পন্ন হবে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার সার্বিক হিফাজতের জন্য বিশেষ প্রহরা ও সাহায্যের বিশেষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। বরং এতে এ ব্যাপারেও একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, আপনার বহির্গমনের পূর্বেই পূর্ণ সম্ভ্রম ও সম্মান সহকারে আপনার প্রবেশের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা হয়েছে। দোয়াতে বহির্গমনের পূর্বেই প্রবেশের উল্লেখ করা দ্বারা এ দিকই ইঙ্গিত বুঝা যায়। বরং অধিকতর গবেষণার দৃষ্টিতে তাকালে এটাও আয়াত থেকে বুঝতে পারা যায় যে, হিজরত মূলত বিজয়ের সূচনা ও হক-এর সফলতার প্রাথমিক ভূমিকা। কিন্তু এ সবকিছুই খবর বা সুসংবাদের ভঙ্গীতে না বলে দোয়ার আঙ্গিকে বলা হয়েছে। আর এতে উপরোল্লিখিত হিকমাতই রয়েছে যার প্রতি এইমাত্র আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি।

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক আইনের হিফাজত

تُولِجُ اللَّيْلَ الاية ঃ এ আয়াতটিতে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক আইনের সাক্ষ্যই উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ কিনা, যে আল্লাহ রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেন এবং রাতের পরে দিনের অভ্যুদয় ঘটান, যিনি মৃত থেকে জীবিত ও জীবিত থেকে মৃতকে বের করে আনেন, তিনি ছাড়া উত্থান ও পতন, সম্মান ও অপমানের ক্ষমতা ও ইখতিয়ার কারইবা হতে পারে ?

এখানে দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া, রাতের পর দিন ও দিনের পর রাতের আগমন নির্গমনের অত্যন্ত সুন্দর উপমা বিধৃত হয়েছে। মনে হয় উভয়টি যেন পূর্ণ তৎপরতার সাথে একটি অপরটির পশ্চাদ্ভাবন করে চলেছে। কখনো বা রাত দিনের ভেতর প্রবিষ্ট হয় কখনো বা দিন রাতের ভেতর ঢুকে যায়। এ আবর্তন পূর্ণ ধারাবাহিকতা সহকারে চলমান ও কার্যকর রয়েছে। কুরআনে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রসঙ্গটি বিবৃত হয়েছে। অনুরূপ মৃত থেকে জীবিত ও জীবিত থেকে মৃতের বের হওয়া ও প্রকাশ পাওয়ার নিশানীসমূহ সর্বত্র প্রতিনিয়ত প্রতিভাত হয়ে চলেছে। দৃশ্য অদৃশ্য বস্তু ও ভাবজগতের সর্বত্র এ নিয়ম বিরাজমান। এদ্বারা বনী ইসরাঈলের মৃত্যু ও বনী ইসমাঈলের জীবন ও সজীবতার যে লক্ষণ পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছিল তার প্রতিও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বিদ্যমান। হযরত ইবরাহীম আ. যে ক্ষুদ্র চারাটি ফিলিস্তীনের সবুজ-শ্যামল উর্বর ভূমিতে লাগিয়েছিলেন এতদিনে তা শুষ্করূপ ধারণ করেছিলেন। হযরত ইয়াহইয়া আ. তো বলেছেন তার মূলের ওপর কুঠার রাখা হয়েছিল। এর বিপরীতে তিনি যে বৃক্ষচারাটি আরবের শুষ্ক অনুর্বর ও বিরাণ ভূমিতে রোপণ করেছিলেন এবং যেটি মৃতবৎ পড়েছিল। এক্ষণে তাতে মুকুল গজাচ্ছিল। হযরত ঈসা আ. তো বলেছেন সেটি একটি পত্র-পল্লবে সুশোভিত মহীরূহে পরিণত হয়ে গোটা পৃথিবীকে আপন ছায়াতলে আশ্রয় দানে উজ্জীবিত ও প্রস্তুত ছিল।

بِغَيْرِ حِسَابٍ-এর দুটি অর্থ

وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ঃ এখানে রিযিক মানে অনুগ্রহ ও পুরস্কার ; রুযি বা জীবিকা-এর সীমিত অর্থে নয়। بِغَيْرِ حِسَابٍ এখানে দুটি অর্থ বহন করে। প্রথমত আধিক্যের অর্থ। অর্থাৎ তিনি যাকে ইচ্ছা এত অনুগ্রহ ও উপঢৌকন দানে ধন্য করেন ; যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -"ধৈর্যশীলদেরকে তাদের সবর ও ধৈর্যের অপরিমিত প্রতিদান দেয়া হবে।" দ্বিতীয়ত এর মানে অভাবনীয় অকল্পনীয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ - طلاق : ٦٥ -"তিনি তাদের এমন স্থান থেকে রিযিক দেবেন যা তাদের ধারণা কল্পনারও অতীত।"–সূরা আত তালাক ঃ ৩

www.pathagar.com

৯. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৮-৩২ আয়াত

ওপরের বর্ণিত আয়াতসমূহ দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এক্ষণে আহলে কিতাবের অবস্থা হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রায় জন-মানবহীন গৃহের ন্যায়। যার ধ্বংস হওয়া অনিবার্য ভাগ্যলিপি হয়ে গিয়েছিল। এজন্য পরবর্তী আয়াতগুলোতে আহলে কিতাব বিশেষ করে ইহুদীদের প্রতি আগ্রহ পোষণ করত এমন সব দুর্বলমনা ও মোনাফেকীতে নিমজ্জিত মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এক্ষণে ওদের সাথে ভাব ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা একটা বিরাণ ও পোড়া বাড়ীর দারোয়ানী করার সমতুল্য। আর তার পরিণাম ফল এছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, যখন ঐ বাড়ী বা ঘরটি পতিত হবে তখন তার দেয়ালের নীচে যারা ছায়ার সন্ধানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল তারাও একই সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

এরপর তাদের ঐ মোনাফেকী ও কপটচারিতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের অন্তরে যদি কুফর ও কুফরীর ধারক-বাহকদের মুহব্বত লুক্কায়িত থাকে তবে তারা যেন মনে রাখে আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কিছুই গোপন ও প্রচ্ছন্ন নেই। তিনি সবকিছুই জানেন। এমন একদিন আসন্ন, যখন প্রত্যেকের সমগ্র গুপ্ত প্রকাশ্য বিষয় তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হবে। সেদিন আল্লাহর আদল ও ন্যায়বিচার প্রকাশিত হবে। প্রতিটি মানুষ তার স্বাদ আস্বাদন করবে। মহান আল্লাহ যেহেতু তাঁর বান্দাদের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের দয়ালু ও মেহেরবান সেহেতু পূর্বাহ্নেই তিনি ঐদিন সম্পর্কে সতর্ক করছেন।

অতপর আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভালবাসার সঠিক ও যথার্থ দাবী স্পষ্ট করেছেন। বলেছেন, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভালবাসার দাবীদার। আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতাকারীদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখা তাদের জন্য জায়েয নয়। তাদের পক্ষে তো সঠিক কর্মনীতি এটাই যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের তাবেদারী করবে। যারা এটা করবে আল্লাহও তাদের ভালবাসবেন। এটাই আল্লাহর প্রিয় হবার একমাত্র পথ। যারা এর বিপরীত চিন্তা ও কর্মনীতি অবলম্বন করবে তারা প্রকৃতপক্ষে কাফির। আর মহান আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না।

এরি আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ
نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ
يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۛ وَمَا عَمِلَتْ
مِن سُوٓءٍ ۛ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ
وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ
ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ
فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

২৮. মু'মিনরা যেন কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে মু'মিনদের বন্ধুত্ব ছেড়ে। যে কেউ এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো বন্ধুত্ব থাকবে না। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে কোনোরূপ অনিষ্টের আশংকা করো, তাহলে তা ব্যতিক্রম। সেক্ষেত্রে তোমরা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করবে। আর আল্লাহ তাঁর সত্তা সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে। ২৯. বলে দিন, তোমাদের অন্তরে যা আছে, তোমরা যদি তা গোপন রাখ অথবা ব্যক্ত কর, আল্লাহ তা জানেন এবং যা কিছু আছে আসমান ও যা কিছু আছে যমীনে তাও তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৩০. যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃত ভাল কাজসমূহ সামনে উপস্থিত পাবে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তাও পাবে। সেদিন সে ব্যক্তি তার ও সেসব মন্দ কাজের মধ্যে দূর-দূরান্তের ব্যবধান কামনা করবে। আল্লাহ নিজের সত্তা সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন, আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, মমতাময়।

৩১. বলে দিন, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ মার্জনা করে দিবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩২. বলে দিন, তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহ এবং রাসূলের। তবে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ কাফিরদের ভালোবাসেন না।

১০. শব্দের তাহকীক ও আয়াতের তাফসীর

আয়াত ঃ ২৮

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ

فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

২৮ আয়াতে মু'মিনীন বলতে দোদুল্যমান মুসলমান ও কাফিরীন বলতে ইহুদীদের বুঝানো হয়েছে

مُؤْمِنُوْنَ শব্দটি বাহ্যত সাধারণ। কিন্তু এর দ্বারা বিশেষভাবে ঐসব মুসলমানদের বুঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে তখনো পুরাপুরী একাগ্রতা আসেনি। যারা কিছুটা ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার নিরিখে এবং কিছুটা ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে সংসয়াপন্ন থাকার কারণে ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতো। এ দিকটি পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। ইহুদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেমন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র আঁটিত, তাতে তারা এদেরকে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করতো এবং এরাও গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এক্ষণে ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখা বিরাণ ঘরের দ্বাররক্ষীর দায়িত্ব পালনের সমার্থক। একই সাথে এরূপ কর্মনীতি ঈমান ও ইসলামের দাবীর পরিপন্থীও।

كَافِرِيْنَ দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে আহলে কিতাব—বিশেষ করে ইহুদীদেরকে। যেমন ইতোপূর্বে ২১ আয়াতে তাদের কুফরীর বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছিল।

মুসলমানদের বিপরীত কাফিরদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা নাজায়েয

وَلِيّ মানে কর্ম সম্পাদনকারী, পৃষ্ঠপোষক, সঙ্গী, বন্ধু ও সাহায্যকারী ; প্রয়োজনের সময় যাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায় বা করা হয়। উষ্ণতা ও সহযোগিতার মনোভাব সহকারে যাকে সাহচর্য দান করা হয়। বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য কাফিরদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানানো জায়েয নেই। কিন্তু তার সাথে مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ এর শর্তও রয়েছে। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে শুধু ঐ ধরনের সম্পর্ক ও বন্ধুত্বই নাজায়েয যা মুসলমানদের বন্ধুত্বের বিপরীত বা তাদের স্বার্থ ও কৌশলগত সুযোগ সুবিধার পরিপন্থী। ইসলাম ও মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অন্য সকল অধিকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অপেক্ষা অগ্রগণ্য। এজন্য মুসলমানদের কোনো জামাআতের জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ কৌশলের বিপরীত কোনো কাফির দলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কায়েম করা বৈধ নয়। এ শর্ত এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যুদ্ধরত নয় এমন কাফিরদের সাথে ভাল, সুবিচার ও ইহসানের সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ নয়, আর এরূপ সদাচারের নির্দেশ ও হেদায়াত তো ইসলাম সর্বমানবিক পর্যায়েই প্রদান করেছে। মুসলমানরা অমুসলিম জাতি ও সরকারগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চুক্তিও করতে পারে ; কিন্তু শর্ত হলো তা مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ বা মু'মিনদের বন্ধুত্ব ছেড়ে বা মু'মিনদের স্বার্থহানি করে হতে পারবে না। এ বিষয়ের ওপর আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

www.pathagar.com

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا-এর প্রকৃত অর্থ

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً : "কিন্তু এই যে, তোমরা আত্মরক্ষা করবে, যেরূপ আত্মরক্ষা করার অধিকার তোমাদের রয়েছে।" تُقَاةً শব্দটি এ সূরারই ১০২ আয়াতে যেরূপ مفعول مطلق হিসেবে ব্যবহার হয়েছে অনুরূপ এ আয়াতেও مفعول مطلق বা সাধারণ কর্মবাচ্য হয়েছে। যদ্বারা فعل এর تاكيد প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ কিনা, যে মুসলমান ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই আল্লাহর সাথে। এ ধরনের লোক—যেমন অন্যত্রও বলা হয়েছে وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সাথে ওরা বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্ক বজায় রাখে। আল্লাহ ও আল্লাহর দুশমন উভয়ের সাথে একই সাথে বন্ধুত্ব কায়েম রাখা যায় না। আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের জন্য ওসব লোকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা অপরিহার্য, যারা আল্লাহর, তাঁর দীনের ও তাঁর নিবেদিত প্রাণ বান্দাদের দুশমন।[১] এ বাক্যটি যেন لَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ থেকে استثناء ; অর্থাৎ ঐ নেতিবাচক বক্তব্য থেকে মুক্ত কেবল তারাই যাঁরা উর্পরোক্ত কাফিরদের সাথে ইসলামের খেলাফ বন্ধুত্ব থেকে এভাবে আত্মরক্ষা করে যেভাবে আত্মরক্ষা সমীচীন। এ আয়াত থেকে যারা আত্মরক্ষা করা জায়েয হওয়ার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তারা ভাষা ও অভিধান কুরআনী দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ এবং পূর্বাপর সম্পর্ক সবকিছুকেই উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু সঠিক ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এক্ষণে তা খণ্ডন করার প্রয়োজন আর অবশিষ্ট রইলো না।

মুনাফিকদের জন্য সতর্কীকরণের একটি বিশেষ দিক

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ : "আর আল্লাহ তার সত্তা সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন।" এতে মুনাফিকদের জন্য রয়েছে সতর্কীকরণের একটা বিশেষ সংকেত। তা এই যে, আল্লাহর দয়াশীলতা ও উদারতাগুণের ধোঁকায় পড়ে তাঁর সত্তার অন্যান্য দিক সমূহকে তোমরা উপেক্ষা করো না। তিনি যদিবা পাপ ও অপকর্মসমূহকে ক্ষমা করেন, ষড়যন্ত্র জালকে উপেক্ষা করেন ও কূটচক্রান্তের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। তার মানে এ নয় যে, এসব অপরাধ তাঁর দৃষ্টিতে কোনো অপরাধই নয় বা এসব অপরাধের বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই অপারগ। বরং এর কারণ শুধু এটাই যে, তিনি বান্দাদের চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। যাইহোক এ অবকাশতো অবকাশই যার সমাপ্তি একদিন ঘটবেই। এরপর তাঁর আদল ও ন্যায়বিচার প্রকাশ পাবেই। আর এ আদল ও তাঁর সত্তারই একটি গুণ-বৈশিষ্ট্য। এটা এ মুহূর্তে প্রকাশ পাচ্ছে না বলে কেউ যেন এটা মনে করে না বসে যে, এটা বুঝি প্রকাশই পাবে না। আল্লাহর কাজ দেরীতে হয়। কিন্তু একেবারেই হবে না তা কিন্তু নয়। তাঁর সত্তার এ দিকটিই যখন উন্মোচিত হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তির

১. এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটিও প্রনিধানযোগ্য :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔

"যারা আল্লাহর প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে আপনি এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে।"–সূরা মুজাদালা : ২২

www.pathagar.com

নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তাঁর অপেক্ষা শক্তিশালী। অধিকতর সার্বভৌম ও তাঁর চেয়ে বড় প্রতিশোধ গ্রহণকারী ও প্রবল প্রতাপান্বিত আর কেউ নেই, মহান আল্লাহ্ তাঁর সত্তার এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই এখানে সতর্ক করে দিয়েছেন। এরপরে আরো স্পষ্ট হবে, তিনি বারবারই সতর্ক করেছেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمُ অর্থাৎ হে মানুষ! কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করল তোমার এমন মহান প্রভু পরোয়ারদেগার সম্পর্কে (সূরা আল ইনফিতর ঃ ৬) এখানেও ঐ একই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যে দুর্বল ও মুনাফিক ধরনের মুসলমানদের লক্ষ্য করে এখানে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, একই প্রসঙ্গে এ সূরার পরবর্তী পর্যায়েও আলোচনা আসছে। উক্ত আয়াত দ্বারা এ আয়াতের বিভিন্ন অনুক্ত ও গোপন দিকের ওপর আলোকপাত হয়ে যায়, লক্ষ্য করুন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَايَاْلُوْنَكُمْ خَبَالاً ط وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاۤءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ج وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○ هٰاَنْتُمْ اُوْلَاۤءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ج وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا ق وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবে না। যা তোমাদের কষ্ট দেয় তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ হয়েই পড়েছে। কিন্তু যা তাদের হৃদয় গোপন করে রাখে তা আরো গুরুতর। আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্কবাণী বিশদভাবে প্রকাশ করে দিয়েছি, যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার। হ্যাঁ তোমরা এরূপ যে, তোমরা তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না। অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবের ওপর ঈমান রাখ। আর যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু যখন তারা পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশবশত নিজেদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা তোমাদের আক্রোশ নিয়েই মর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের কথা সবিশেষ অবহিত। যদি তোমাদের কোনো মঙ্গল বা সফলতা আসে তবে তা তাদের খারাপ লাগে আর যদি তোমাদের কোনো অকল্যাণ হয় তাহলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তা পরিবেষ্টন করে আছেন যা তারা করে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১৮-১২০

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ২৯-৩০

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْتُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ج وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ج تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗۤ اَمَدًا بَعِيْدًا ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○

مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ ঃ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঐ মোনাফেক ও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের প্রতি যা এঁরা তাদের অন্তরে পোষণ করতো। বলা হয়েছে তোমরা তা গোপন করো অথবা প্রকাশ করো তাতে কিছু এসে যায় না। আল্লাহ থেকে কোনো কিছুই গোপন নেই। তিনি শুধু তোমাদের অন্তরের অন্তস্থলের গোপন তত্ত্বই জানেন না। বরং আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে এবং যাকিছু সংঘটিত হয়ে চলেছে সবই জানেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। এহেন জ্ঞান ও ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি যে অবকাশ দিচ্ছেন, তা শুধু এ কারণে যে, তিনি পুরস্কার ও শাস্তি দানের জন্য একটি বিশেষ দিন নির্ধারিত করে রেখেছেন; যেদিন প্রত্যেকের ভালমন্দ সবকিছু তার সামনে উপস্থিত হবে। সেদিন তা এমন সব ফলাফল সহকারে এসে হাজির হবে যে, যারা এ অবকাশের দ্বারা ধোঁকায় পড়ে ঐ দিনকে এতই দূরবর্তী বলে ভেবে নিয়েছিল যে, তার জন্য এতটুকু চিন্তা পরিকল্পনা করারও প্রয়োজন মনে করেনি ; তারা সেদিন কামনা করবে, হায়! তাদের ও তাদের কর্মফলের মাঝে অনন্তকালের দূরত্ব ও ব্যবধান যদি আড়াল হয়ে যেত !

مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ এর পরে مُحْضَرًا শব্দটি উহ্য রয়েছে। পূর্বোক্ত বাক্যাংশে যেহেতু এটি উক্ত হয়েছে এজন্য পুনরুক্তি পরিহার করণার্থে তা উহ্য করা হয়েছে। بَيْنَهَا এতে প্রথম ضمير এর مرجع হল এবং দ্বিতীয় سوء محضر এর وَبَيْنَهٗ ।

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ، رَءُوْفٌ শব্দের ওপর আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, এতে মন্দ প্রতিরোধের দিকটিই প্রধান। অর্থাৎ মহান আল্লাহ যেহেতু তাঁর বান্দাদের প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের দয়ালু ও স্নেহশীল, সেহেতু তিনি তাদেরকে তাদের কর্মের মন্দ ফলাফল থেকে রক্ষা করতে চান। এজন্য তিনি তাদেরকে তাঁর সত্তা সম্পর্কে বারবার সতর্ক করছেন, তারা যেন তাঁর অবকাশদানে কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝিতে পতিত না হয়। তিনি অবকাশ দেন এটা সত্য ; কিন্তু যখন তিনি পাকড়াও করবেন জেনে রেখো তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর হবে।

আয়াত ঃ ৩১-৩২

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

ঈমানদারদের জন্য সঠিক কর্মনীতি

এখানে দোদুল্যমান প্রকৃতির মুসলমানদের সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যে কর্মনীতি সত্যিকার মুসলিম হিসেবে তাদের অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় বলা হয়েছে, তোমরা যদি আল্লাহর সাথে মুহব্বত রাখার দাবীদার হয়ে থাক তাহলে উক্ত মুহব্বতের সাথে ওসব লোকের মুহব্বত ও ভালোবাসা একত্রিত হতে পারে না যারা আল্লাহর, তাঁর কিতাবের ও তাঁর দীনের দুশমন। বরং তার পথ তো একমাত্র আল্লাহর রাসূলের তাবেদারী করা। তোমরা যদি রাসূলের অনুসরণ কর তবে এটাই মূলত আল্লাহর সাথে ভালোবাসার পথ। আর এর পুরস্কার হলো, আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন। তাছাড়া এ যাবত তোমাদের পক্ষ থেকে যেসব ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে তা ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এরপর অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ও ভীতি প্রদর্শনচ্ছলে নবী করীম স.-এর ভাষায় এ ঘোষণা করিয়ে দিয়েছেন যে, তাদেরকে সাবধান করে দিন। তোমরা সোজাসুজি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তারা যদি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা যেন স্মরণ রাখে যে, তারাও ঐসব কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সাথে রয়েছে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। একই সাথে এটাও যেন তারা স্মরণ রাখে যে, আল্লাহ কাফিরদের সাথে কোনো প্রকার বন্ধুত্ব রাখেন না।

এ দুটি আয়াতে বেশ কিছু কথা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।

প্রথমত, উভয় আয়াতের ভাব ও ভাষা একান্তই পৃথক। প্রথম আয়াতে রয়েছে দয়াদ্রতা ও সহানভূতি আর দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে সতর্কীকরণ তথা ভীতিপ্রদর্শন। অর্থাৎ কিনা কোমলতা ও কঠোরতার পাশাপাশি অবস্থান।

দ্বিতীয়ত, ঈমানের মূল প্রাণসত্তা আল্লাহর মুহব্বত। আর এ মুহব্বতের জন্য শর্ত হলো এর সাথে এমন কোনো মুহব্বত একাট্টা হতে পারে না যা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

তৃতীয়ত, আল্লাহর সাথে ভালোবাসার একটাই পথ তাহলো আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ। এ থেকে বিচ্যুত হয়ে যে পথই উদ্ভাবন করা হোক না কেন তা সবই বিদআত ও গোমরাহী বৈ নয়।

চতুর্থত, আল্লাহর প্রিয় হবার পথও একমাত্র রাসূল স.-এর অনুকরণ ও অনুসরণ। যদি কারো জীবন রাসূলের সুন্নতের বিপরীত পথে পরিচালিত হয়, আর তার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল থাকে যে, সে আল্লাহর প্রিয় বা অন্যেরা তাকে 'মাহবুবে খোদা' মনে করে, তবে এটা নিতান্তই প্রগলভতা ভিন্ন আর কিছু নয়।

www.pathagar.com

পঞ্চমত, দীনের ন্যূনতম দাবী আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য। যদি কেউ এ চাহিদা পূরণে পরাঙ্মুখ হয়, তবে দীনের অস্বীকারকারীরূপেই সে পরিগণিত। মহান আল্লাহ এদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখেন না।

১১. পরবর্তী আলোচনা : ৩৩-৪৪ আয়াত

৩২ আয়াতে সূরার ভূমিকা সমাপ্ত হয়েছে। এক্ষণে পরবর্তী আয়াতসমূহে খৃস্টানদের বিদআতসমূহ খণ্ডন করা শুরু হচ্ছে। যা কিনা এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের মর্যাদা রাখে। এর সূচনা করা হয়েছে একটা ভূমিকার মাধ্যমে, প্রথমেই মহান আল্লাহ এ পৃথিবীকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যে হেদায়াত ও সঠিক দিক নির্দেশনা দান করেছেন, তার বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে হযরত আদম আ., হযরত নূহ আ., হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত ইমরান-এর বংশধরের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বদান ও হেদায়াতের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলে ইমরান অর্থাৎ ইমরানের বংশধরের প্রসঙ্গের অবতারণা যেন বিশেষ করে আমাদের নেতা হযরত মসীহ আ.-এর আলোচনার ভূমিকা হিসেবে করা হয়েছে। কেননা এ বরকতময় খান্দানের গৌরব হচ্ছেন হযরত মারইয়াম আ.। এ মহাত্মা মারইয়ামের উদরেই সৌভাগ্যময় জন্ম হয়েছে আমাদের নেতা হযরত ঈসা মসীহ আ.-এর। হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে আলে ইবরাহীম আ. ও আলে ইমরান পর্যন্ত এ দীর্ঘ সিলসিলার উদ্ধৃতি দানের উদ্দেশ্য হযরত মসীহ আ. ও তাঁর সম্মানিত মাতা হযরত মারইয়াম আ. সম্পর্কে খৃস্টানদের ভুল ধারণার অপনোদন করা। তাদের সামনে যেন এ বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, তাদের স্বীকৃত ইতিহাস থেকে যা প্রমাণিত হয় তাতো এ নয় যে, হযরত মসীহ আ. ও তাঁর মাতা কোনো অতিমানব। বরং তা থেকেও এটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তাদের সম্পর্কও সত্য সঠিক পথ ও পন্থার সেই সোনালী ধারার সাথে যুক্ত, যাকে মহান আল্লাহ পৃথিবীর হেদায়াতের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। এ মোবারক ঘরানাকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথের দিশারী ও হেদায়াতের কাণ্ডারী হিসেবে সম্মান ও মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছেন। এটা সত্য—কিন্তু এ সম্মান ছিল আল্লাহর বন্দেগী ও বন্দেগীর দাওয়াত দানের জন্যই। এ সোনালী ধারায় যুক্ত আল্লাহর অন্যান্য সম্মানিত বান্দাদের মতই হযরত মসীহ আ.-ও ছিলেন আল্লাহর এক সম্মানিত বান্দা। এমতাবস্থায় তাকে ও তাঁর মাতাকে উলূহিয়াতের বা খোদার মর্যাদা দানের বৈধতা সৃষ্টি হয় কোথা থেকে ?

এরপর হযরত মারইয়াম আ.-এর প্রাথমিক জীবনের ঘটনা প্রবাহের উদ্ধৃতি এসেছে। আর জন্মের পূর্বে কেমন করে তাঁর মাতা উদরস্থ শিশুর উদ্দেশ্যে এক মানত করেছিলেন। অতপর তাঁর আকাঙ্ক্ষার বিপরীত একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তিনি কিরূপ সমস্যা ও বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হলেন, মহান আল্লাহ কিভাবে তাঁর এ পেরেশানীর অবসান ঘটালেন, হযরত যাকারিয়া আ. কিভাবে তার লালন-পালনের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিলেন এবং কেমন করেই বা আল্লাহ তাআলা তাঁকে কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করলেন—ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। এমনকি তাঁর রূহানী বরকত ও কল্যাণ দ্বারা হযরত যাকারিয়া আ.-

www.pathagar.com

এর ন্যায় কল্যাণ ও মঙ্গলের আধার ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত এতটা প্রভাবিত হন যে, তিনি নিজের জন্য ও নেক সন্তানের দোয়া করে বসলেন। হযরত মারইয়াম আ.-এর এ কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য খৃস্টানদের নিকট এ সত্য তুলে ধরা যে, এটা মহান আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ এক মহিয়সী ও একান্ত অনুগত বাঁদীর কাহিনী ; তাদের ধারণা মোতাবেক—নাউযু বিল্লাহ—আল্লাহর মাতার নয়!

এরপর হযরত যাকারিয়ার দোয়া কবুল হওয়ার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। যদিও তিনি চূড়ান্ত বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীও ছিলেন বন্ধ্যা। কিন্তু তথাপি মহান আল্লাহ তাঁকে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জন্মের সুসংবাদ প্রদান করলেন। আর এ সুসংবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এদ্বারা একথার প্রতিই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, স্বভাব নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত উপায় সন্তান জন্মদান মহান আল্লাহর অপার কুদরত ও ক্ষমতার একটি নিশানী। এর মানে এ নয় যে, যার জন্ম উপায়-উপকরণের স্বাভাবিক নিয়ম পদ্ধতির বিপরীত নিয়মে হবে তাকে আল্লাহ কিংবা অবতার বানাতে হবে। খৃস্টানরা স্বভাব নিয়মের বিপরীতে জন্ম নেয়ার জন্য হযরত ঈসা আ.-কে যদি ইলাহ সাব্যস্ত করে বসে তবে এ দলীল তো হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর ক্ষেত্রেও বর্তমান রয়েছে।

এরি আলোকে এবারে খৃস্টবাদের অসারতার স্মারক এ ভূমিকাটি পড়ুন। এরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ
رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ
حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا
الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ
مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ هُنَالِكَ دَعَا

www.pathagar.com

زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ
الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ
يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي
عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ
قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا
وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ
وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ
وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ
مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ মনোনীত করেছেন আদমকে, নূহকে, ইবরাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্ববাসীর জন্য ৩৪. তারা একে অন্যের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৫. স্মরণ কর! ইমরানের স্ত্রী যখন বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা। আমি মানত করলাম তোমার জন্য যা আছে আমার গর্ভে তাকে সবকিছু থেকে মুক্ত রেখে, সুতরাং আমার কাছ থেকে তা কবুল করো। তুমি তো সব শোন, সব জান। ৩৬. তারপর যখন সে তাকে প্রসব করলো। তখন সে বললো, হে আমার পরোয়ারদেগার ! আমি তো এক কন্যা প্রসব করেছি। আসলে সে কি প্রসব করেছে আল্লাহ তা খুব ভালই জানেন।

www.pathagar.com

বস্তুত ছেলে কন্যার মত নয়। আর আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম এবং তাকে ও তার সন্তানদের তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত শয়তানের কবল থেকে বাঁচার জন্য। ৩৭. অতপর তার পালনকর্তা মারইয়ামকে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন ও উত্তম রূপে তাকে লালন-পালন করার ব্যবস্থা করলেন আর তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তিনি যাকারিয়াকে দিলেন। যখনই যাকারিয়া মারইয়ামের কক্ষে যেত তখনই তাঁর কাছে পানাহারের বস্তু দেখতে পেত। সে জিজ্ঞেস করতো, হে মারইয়াম ! এসব কোথা থেকে তোমার কাছে এলো ? সে বলতো এসব আল্লাহর কাছ থেকে আসে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, অপরিমিত রিযিক দান করেন।

৩৮. তখনই যাকারিয়া তার পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা করে বললো, হে আমার পরোয়ারদেগার! তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে পূত-পবিত্র সন্তান দান করো। তুমিই তো শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শ্রবণকারী। ৩৯. তারপর যখন সে মিহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললো, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়ার ; সে হবে আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং নেককারদের মধ্যে থেকে একজন নবী। ৪০. যাকারিয়া বললো, হে আমার রব ! কেমন করে আমার পুত্র হবে ? আমার তো বার্ধক্য এসে গেছে এবং আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা। আল্লাহ বললেন, এ অবস্থাতেই হবে। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা করে দেন। ৪১. সে বললো, হে আমার পালনকর্তা, আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। আল্লাহ বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকের সাথে কথা বলতে পারবে না। তবে ইশারা ইঙ্গিতে পারবে। আর তোমার পালনকর্তাকে বেশী করে স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

৪২. আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের ঊর্ধে মনোনীত করেছেন। ৪৩. হে মারইয়াম! তুমি আনুগত্যে লেগে থাক তোমার পালনকর্তার এবং সিজদা করো আর রুকূ' করো—রুকূ' -সিজদাকারীদের সাথে।

৪৪. এসব হলো গায়েবী সংবাদ যা আমি আপনাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেই। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না যখন তারা নিজ নিজ কলম নিক্ষেপ করছিল এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের মধ্যে থেকে মারইয়ামের অভিভাবক কে হবে তা নির্ধারণ করা হোক। তাঁরা যখন নিজেরা বাদানুবাদ করছিল তখনও আপনি তাদের কাছে ছিলেন না।

www.pathagar.com

১২. শব্দাবলীর ব্যাখ্যা ও আয়াতের তাফসীর

আয়াত ঃ ৩৩-৩৪

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

হযরত ঈসা মসীহ-এর খান্দান

আদম আ., নূহ আ. ও ইবরাহীম আ. নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতার মূল ভিত্তি ও স্তম্ভ। এদের উল্লেখ করা হলে বুঝতে হবে যেন গোটা কল্যাণময় নবুওয়াতী সিলসিলারই উল্লেখ করা হয়েছে। ইবরাহীম আ.-এর আলোচনার সাথে তাঁর বংশধরের আলোচনায় তাঁর থেকে উৎসারিত দু'টি শাখারই সমন্বয় ঘটে। অর্থাৎ হযরত ইসহাক আ.-এর শাখা ও হযরত ইসমাঈল আ.-এর শাখা। প্রথমোক্ত শাখার সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা আ. এবং দ্বিতীয় শাখায় আবির্ভূত হয়েছেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স.। ইবরাহীমের বংশধরের পর ইমরানের বংশধরের উল্লেখ করার পেছনে এখানে একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এটি ঐ কল্যাণময় বংশধরের উল্লেখ যাতে হযরত মারইয়াম আ.-এর কল্যাণময় জন্ম হয়েছে। ইমরান ইবনে মাতান হযরত মারইয়াম আ.-এর সম্মানিত পিতার নাম। ইনি ছিলেন হযরত ঈসা আ.-এর নানা। এ গোটা বংশ পরম্পরার উল্লেখ দ্বারা এটাই দেখানো উদ্দেশ্য যে, হযরত ঈসা আ. এ মোবারক সিলসিলারই একজন সম্মানিত সদস্য। তাঁর মাতা, তাঁর নানা ও তাঁর অন্যান্য পিতৃপুরুষ সর্বজনবিদিত ও পরিচিত। এ গোটা বংশই একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও সম্পর্কিত এবং একে অন্যের বংশধর। অর্থাৎ কিনা অতপর উক্ত বংশধর থেকেই উত্থিত এক ব্যক্তিকে উলুহিয়াতের মর্যাদায় পৌঁছে দেয়ার কি মানে থাকতে পারে ?

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ঃ "আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহান আল্লাহ যাদেরকে নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য নির্বাচন করেছেন, তাঁর এ নির্বাচন সম্পূর্ণ আল্লাহর শ্রবণশক্তি এবং ইলম ও প্রজ্ঞার ওপর ভিত্তিশীল। তিনি যাদেরকে এ মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য পেয়েছেন তাদেরকেই এজন্য বাছাই করেছেন। এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে বিশেষ যোগ্যতা এবং মহান আল্লাহর হিকমত ও নীতি কৌশলের ওপর নির্ভরশীল। এতে কোনো বংশের বংশীয় আভিজাত্যের বিন্দুমাত্র দখল নেই। অথচ বংশীয় আভিজাত্যের ধ্বজাধারী ও আত্মম্ভরি লোকদের ধারণা উক্ত রূপই হয়ে থাকে।

আয়াত ঃ ৩৫

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

www.pathagar.com

হযরত মারইয়াম আ.-এর প্রাথমিক জীবনের কাহিনী

পূর্বোক্ত আয়াতে ইমরানের বংশধরের বংশধারা স্পষ্ট করে দেয়ার পর এখানে হযরত মারইয়াম আ.-এর জন্মের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি যখন তাঁর মায়ের গর্ভে ছিলেন, তখনই তাঁর মা—ইমরানের স্ত্রী—মানত করেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে যে সন্তানটি জন্মগ্রহণ করবে তাকে আমি মহান আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দেব। বনী ইসরাঈলে কোনো সন্তানকে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মানে এটাই দাঁড়াত যে, তাকে ইবাদাতখানার খিদমতের জন্য বিশেষভাবে নিবেদন করে দেয়া হবে।

مُحَرَّرًا-এর অর্থ মুক্ত করে ; অর্থাৎ বয়প্রাপ্ত হলে উক্ত সন্তানকে ঘরবাড়ী ও কামাই রোজগারের কোনো দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে না। তার গোটা জীবন নিছক বায়তুল মাকদাসের খিদমতের জন্যই ওয়াকফ করে দেয়া হবে। পরে একথাটি আসছে যে, হযরত মারইয়ামের মায়ের আশা ছিল একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হবে। কিন্তু জন্ম হয়েছে একটি কন্যা সন্তান। এটা তার জন্য একটা বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। কেননা, হায়কলের (বাইতুল মাকদাসের) খিদমতের জন্য কন্যা সন্তান বা মহিলাদের উৎসর্গ করার কোনো রেওয়াজ ছিল না। অথচ মহান আল্লাহ হযরত মারইয়ামের মায়ের মানত কবুল করে নিয়েছিলেন এবং তাকে যথারীতি হায়কলে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। হযরত মারইয়ামের প্রাথমিক জীবনের এ কাহিনী এবং পরবর্তী অবস্থা ইত্যাদি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এটা স্পষ্ট করে দেয়া যে, আল্লাহর যে দাসীর জীবন তার জন্মের পূর্বেই আল্লাহ ও তার হায়কলের খিদমত এবং আল্লাহর ইবাদাত আনুগত্যের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছিল এবং জন্ম হওয়ার পর থেকেই আমৃত্যু তারই উদ্দেশ্যে ওয়াকফ ছিল—ভাগ্যের কি পরিহাস তাকে আল্লাহর দাসী সাব্যস্ত করার পরিবর্তে অবলীলায় তাঁরই মাতা রূপে আখ্যা দেয়া হলো —নাউযুবিল্লাহ!—আল্লাহ আমাদের পানাহ দিন।

আয়াত ঃ ৩৬

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ط وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ج وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

وَاِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى - "আমিতো এক কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।" এদ্বারা এ ইঙ্গিতই বুঝা যায় যে, হযরত মারইয়ামের মাতার—যেমন ওপরেও আলোচিত হয়েছে—প্রত্যাশা ছিল একটি পুত্র সন্তানের। আর এ প্রত্যাশার ভিত্তিতেই তিনি মানত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাশার বিপরীত জন্মগ্রহণ করেছে কন্যা সন্তান। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর রবের নিকট স্বীয় উৎকণ্ঠার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। বলাবাহুল্য আমি তোমার উদ্দেশ্যে যে সন্তানকে মানত করেছিলাম আমার ধারণা মতে সে ছিল পুত্র সন্তান। এ কন্যা তো তার স্থান পূরণ করতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তুমি যদি এ নিকৃষ্টতর মানতকে কবুল করে নাও তবে তা হবে তোমার অসীম অনুগ্রহ।

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ –"আসলে সে কি প্রসব করেছে আল্লাহ তা খুব ভালোই জানেন।" এটি হযরত মারইয়াম আ.-এর মায়ের কথার মাঝখানে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি প্রাসঙ্গিক বাক্য। মারইয়ামের মায়ের এটা বলা যে, 'اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى' "আমি তো এক কন্যা সন্তান প্রসব করেছি"। সদ্য প্রসূত সন্তান সম্পর্কে নিকৃষ্টতার অনুভূতিই প্রকাশ করছিল। তাঁর দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর সন্নিধানে নিজের এ উপঢৌকনকে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সর্বোচ্চ পর্যায়ের মমতা ও দয়ার্দ্রতা দ্বারা এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মারইয়ামের মাতা তো মারইয়ামের কন্যা সন্তান হওয়ার জন্য তাকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করছিলেন। কিন্তু আল্লাহর এটা ঠিকই জানা ছিল যে, কন্যার আদলে তার গর্ভ থেকে কত মহান ও বরকতময় সত্তার আবির্ভাব ঘটেছে।

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى –এটা মারইয়ামের মাতার কথার অংশ, আর এর তাৎপর্য তাই যা আমরা ওপরে বিবৃত করেছি। অর্থাৎ যে পুত্র সন্তানের কল্পনা অন্তরে বিদ্যমান ছিল তার স্থান বা কোথায়, আর যে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তার স্থানই বা কোথায় ? এতো তার স্থান পূরণ করতে পারে না। তবু যদি তুমি গ্রহণ কর তবে তা তোমারই মহত্ত্ব।

وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ –"এবং আমি তাঁকে ও তাঁর সন্তানদের তোমার আশ্রয়ে সোপদ করছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে বাঁচার জন্য।" এ দোয়া মারইয়ামের মাতার পক্ষ থেকে মারইয়াম ও তার সন্তানদের জন্য একটা স্বভাবজাত অভিব্যক্তি, এর মর্মার্থ হলো, যে কন্যার মাতা তাঁর কন্যা ও সন্তানদের জন্য এ দোয়া করছেন এবং যাকে আল্লাহর সমীপে মানত হিসেবে পেশ করতে গিয়ে তার মাঝে এহেন বিব্রতকর অস্বস্তিমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, তাকেই কিনা খৃস্টানরা আল্লাহর মাতা রূপে উপস্থাপন করে থাকে। এ সমগ্র কাহিনী তুলে ধরার পেছনে কুরআনের উদ্দেশ্য ঃ ঘটনার প্রকৃত রূপটি সামনে উপস্থিত করত জনগণকে দেখিয়ে দেয়া যে, একটা সোজা সাপ্টা ও বিভ্রান্তিমুক্ত ঘটনা প্রবাহকে কিভাবে একটা কল্পকাহিনীর রূপদান করা হয়েছে।

আয়াত ঃ ৩৭

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

হযরত মারইয়ামের আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও পরিপূর্ণতা

فَتَقَبَّلَهَا الاية অর্থাৎ মারইয়ামের মাতার মারইয়ামের কন্যা হওয়ার সুবাদে যে অনুভূতি ছিল। তার বিপরীতে মহান আল্লাহ উত্তমরূপে তাকে গ্রহণ করত ধন্য করেডছন। তাঁর জ্ঞানগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যাবতীয় যোগ্যতাসমূহ উন্নতির সুউচ্চ শিখরে আরোহণ

www.pathagar.com

করেছে। আর এটাও মহান আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ যে, তাঁর তত্ত্বাবধান ও লালন পালনের দায়িত্ব ভার হযরত যাকারিয়া আ. গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একদিকে মারইয়ামের খালু আর অপরদিকে সে যুগের বায়তুল মাকদাসের—ইসরাঈলী পরিভাষায় —সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিন বা ধর্মীয় নেতা।

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ঃ "যখনই যাকারিয়া মারইয়ামের কক্ষে যেত তখনই তার কাছে পানাহারের বস্তু দেখতে পেত।" মিহ্‌রাব মানে হয়তো ইবাদাতখানার ঐ অংশ যা মহিলাদের ইবাদাত ও এ'তেকাফের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অথবা কোনো বিশেষ নির্জন কক্ষ বা প্রকোষ্ট, যেটি হযরত মারইয়ামের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। বায়তুল মাকদাসে ইবাদাতকারীদের জন্য এরূপ কক্ষ ও প্রকোষ্ঠ তৈরী করা ছিল। كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ দ্বারা একই সাথে দুটি কথা প্রমাণিত হয়। প্রথমত হযরত যাকারিয়া হযরত মারইয়ামকে দেখাশোনা করার জন্য প্রায়শই তার নিকট যাওয়া আসা করতেন। দ্বিতীয়ত, হযরত মারইয়াম আ. তাঁর পুরো সময়ই মিহ্‌রাবে যিকির ও ইবাদাতে অতিবাহিত করতেন।

وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا–"সে তাঁর কাছে পানাহারের বস্তু দেখতে পেত।" এ দ্বারা হযরত মারইয়ামের অসাধারণ আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গতার পরিচয় মেলে। হযরত যাকারিয়ার ন্যায় কামেল পুরুষও তাঁর নিকট গমন করলে তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চাঙ্গতা অনুভব করতেন। এমনকি একদিন তিনি বিস্ময় মেনে ও তার শ্রেষ্ঠত্বে অভিভূত হয়ে এও প্রশ্ন করে বসলেন, হে মারইয়াম, এসব জিনিস তোমার নিকট কোত্থেকে এলো ?

رِزْقٌ-এর অর্থ হিকমাত ও মারিফাত

এখানে رِزْقٌ মানে হিকমত ও মরিফাত। কুরআন এ শব্দটিকে ওহী ও হেদায়াতের জন্য একাধিকবার ব্যবহার করেছে। কুরআন ও ইঞ্জিলেও এ ব্যাখ্যা বর্তমান রয়েছে। হযরত মসীহ্ আ.-এর প্রসিদ্ধ উক্তি—মানুষ শুধু রুটির ওপর বেঁচে থাকতে পারে না বরং সে ঐ বাণী দ্বারাই বেঁচে থাকে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে। পরবর্তী আয়াতে এসেছে যে, হযরত যাকারিয়া হযরত মারইয়ামের ইলম ও মারিফাতের বিষয়াদি দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। এমনকি তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ হওয়া ও তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্যও এরূপ এক নেক সন্তানের জন্য দোয়া করলেন। এটা স্পষ্ট যে, হযরত যাকারিয়ার ন্যায় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে আপেল ও আঙ্গুর সদৃশ রিযিক এত প্রভাবিত করতে পারে না যে, এ অলৌকিক দৃশ্য দেখেই তিনি সন্তানের জন্য দোয়া করতে শুরু করবেন। এ ধরনের জিনিস উৎকর্ষ মণ্ডিত ব্যক্তিত্বদের নিকট বিশেষ কোনো গুরুত্ব ও মর্যাদার দাবী রাখে না। হযরত যাকারিয়ার ন্যায় কামিল ব্যক্তিত্ব তো প্রভাবিত হতে পারেন এমন কোনো আধ্যাত্মিক রিযিকের দ্বারাই যা তার নিজস্ব আধ্যাত্মিক প্রবণতাকে আরো উৎকর্ষতা দান করবে। যা প্রত্যক্ষ করে তিনিও খুশীতে আত্মহারা হয়ে যাবেন। এবং যা তার মাঝেও এরূপ আকাঙ্খার সৃষ্টি করে দেবেন যে, কতনা ভালো হতো, তাঁদের বংশেও যদি এরূপ কোনো কামিল ব্যক্তিত্বের আর্বিভাব হতো।

www.pathagar.com

أَنَّى لَكِ هٰذَا –"এসব জিনিস কোথা থেকে তোমার নিকট আসে ?" জানার জন্য প্রশ্ন কিংবা যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস নয়। বরং বিস্ময় প্রকাশ ও মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়েই এ প্রশ্নের অবতারণা। যদি কারো শ্রেষ্টত্ব তার বয়স অনুপাতে অত্যন্ত বেশী ও বক্তার ধারণা অনুমানকেও বহুদূর ছাড়িয়ে যায়। তাহলে এ ধরনের বিস্ময় প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। এ বিস্ময় প্রকাশ মাহাত্ম্য প্রকাশের একটা ভঙ্গী। এদ্বারা হযরত যাকারিয়ার বিনয় প্রকাশ ও মূল্যায়ণ করার দিকটিও প্রকাশ পাচ্ছে। নিজের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ক্ষুদ্র একটি বালিকার যোগ্যতার ওপর কত উদারভাবে স্বীকৃতি প্রদান করছেন তিনি। هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ বলে মারইয়ামের জবাব দানেও তাঁর এ স্বল্প বয়সে পরিপক্ক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। কারণ তিনি এসব কিছুকেই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বলে অভিহিত করেছেন। একে তার নিজস্ব তাকওয়া ও কর্মসাধনার ফলশ্রুতি বলে আখ্যায়িত করেননি। اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ আমাদের মতে এ অংশটুকু হযরত মারইয়ামের জবাবের অংশ নয়। বরং এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মারইয়ামের প্রশংসা ও স্বীয় অসীম অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ বৈ নয়। بِغَيْرِ حِسَابٍ -এর অর্থ আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি।

আয়াত ঃ ৩৮

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ○

হযরত ইয়াহইয়ার প্রাথমিক জীবনের কাহিনী

هُنَالِكَ দ্বারা এটা প্রকাশ পাচ্ছে যে, হযরত মারইয়ামের বিস্ময়কর হিকমাত ও মারিফাতের দ্বারা হযরত যাকারিয়া এতই অভিভূত ও প্রভাবিত হন যে, তাঁর মধ্যে সুপ্তাবস্থায় লুক্কায়িত সন্তানের আকাঙ্ক্ষা আকস্মিকভাবেই উচ্চকিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কতই না ভালো হতো হিকমাত ও মারিফাতের কোনো উত্তরাধিকারী যদি মহান আল্লাহ তাঁকেও দান করতেন। তাই তিনি এজন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করলেন। مِنْ لَّدُنْكَ শব্দ দ্বারা এটা প্রকাশ পাচ্ছে যে, নিজের বার্ধক্য ও স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের কারণে বাহ্যিক অবস্থা ইত্যাদি তো তাঁর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ প্রতিকূলই ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর এ প্রত্যাশা ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করলে তার অনুগ্রহ ও ক্ষমতা বলে এক অশীতিপর বৃদ্ধের আকাঙ্ক্ষাও বাস্তবায়িত হতে পারে এবং এক বৃদ্ধা বন্ধ্যা নারীর ক্রোড়ও ভরে উঠতে পারে। উপায় উপকরণ তো নিছক বাহ্য বস্তুর মোড়ক বৈ নয়। প্রকৃত বস্তুতো আল্লাহর কুদরত ও অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়।

আয়াত ঃ ৩৯

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

مَلٰٓئِكَةُ শব্দটি বহুবচনে ব্যবহারের কারণ

مَلٰٓئِكَةُ শব্দটি এখানে এবং বিশেষ এ প্রসঙ্গে যেখানেই এসেছে বহুবচনেই এসেছে। আমাদের মতে এর কারণ এই যে, হযরত যাকারিয়া আ. অদৃশ্য স্থান থেকে ফেরেশতার আহ্বান শ্রবণ করেছিলেন। নির্দিষ্টভাবে তিনি ফেরেশতাকে সনাক্ত করতে পারেননি। এই সন্দেহ ও দ্ব্যর্থবোধকতার কারণেই কুরআন কোনো বিশেষ ফেরেশতার পরিবর্তে ফেরেশতাগণের উল্লেখ করেছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, যাকারিয়া আ. কর্তৃক শ্রুত আওয়াজটি ছিল ঐশী আওয়াজ। কিন্তু একই সাথে এটাও প্রকাশ পাচ্ছে যে, এটা ছিল তাঁর কানে শ্রুত একটি গায়েবী আওয়াজ।

وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ ঃ অর্থাৎ গায়েবী ফেরেশতার আওয়াজ তিনি তখনই শুনেছিলেন যখন তিনি প্রকোষ্ঠের মধ্যে নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন। এ আওয়াজ যে ঐশী হবে এটা তারই একটা অন্যতম ইঙ্গিত। কারণ নামাযরত অবস্থা ফেরেশতাদের নৈকট্য ও সান্নিধ্যের জন্য সর্বাধিক উপযোগী সময়। এ দ্বারা আরেকটি বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, দোয়া মোনাজাত ও স্বীয় রবের সাথে নিরব ও নির্জন সংযোগ স্থাপনের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত সময় হলো তাই, যখন বান্দা নামাযরত থাকে। এরি সাহায্যে নামাযে জীবন ও জীবনের স্পন্দন জাগ্রত হয়। আর এ নামাযই আমাদের খালিক ও মালিকের সাথে সরাসরি সম্পর্ক কায়েম করে দেয়। কুরআন মজীদের সকল সংকট ও বিভ্রাট কালে নবী করীম স.-কে যে নামাযের তাগিদ দেয়া হয়েছে তাতেও এটাই প্রমাণিত হয় যে, জীবনের যাবতীয় সংকট ও সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি এরি মাঝে নিহিত। হাদীস গ্রন্থাবলীতে রাসূলুল্লাহ স. ও সাহাবায়ে কেরামের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকেও এটাই অনুমিত হয় যে, তাঁদের নামায ছিল সত্যি সত্যি আল্লাহর সাথে গোপন সংলাপ ও সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম। তাঁদের সকল দোয়া ও বিনীত প্রার্থনা নামাযের সিজদা ও নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায়ই নিবেদিত হতো। তাঁরা যখন নামায থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন প্রত্যাবর্তন করতেন তাদের অঞ্জলী ও খাঞ্চা ভর্তি করে। তাদের জীবনে নামায এমনি এক জরুরী অনুসঙ্গ ছিল। ঠিক যেমন পিপাসার্তের জন্য জরুরী নদীর তীর বা পানির ঘাটলা। আমাদের নামাযের মধ্যে আজ আর সেই ভাব গাম্ভীর্য ও প্রাণ সত্তা অবশিষ্ট নেই। আজ আমাদের নামায নিছক প্রাণহীন অনুষ্ঠান সর্বস্বতায় পরিণত হয়েছে। জীবনের সাথে তার কোনো সম্পর্কই অবশিষ্ট থাকেনি। এখন আমরা যে নামায পড়ি তা নিতান্তই নির্জীব ও নিষ্প্রাণ। নামায সমাপণান্তে সুদীর্ঘ দোয়া প্রার্থনা করি। অথচ যাঞ্চা করার প্রকৃত সময়তো নামাযরত অবস্থায় ; যখন বান্দা তার রবের সর্বাধিক সান্নিধ্যে উপনীত হয়।

اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى الاية ঃ ইনিই সে ইয়াহইয়া যার নাম ইঞ্জীল কিতাবসমূহে 'ইউহোন্না' বলে উক্ত হয়েছে। ইঞ্জিলের বিবৃতি থেকে জানা যায়, ইনি হযরত ঈসা আ.-এর মাত্র ছ' মাস পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর জন্মের সুসংবাদ দানের সাথে তাঁর তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

كَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ -এর সত্যায়ন

প্রথমত তিনি হবেন مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ তথা আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী। অর্থাৎ তিনি মহান আল্লাহর এক বাণীর সত্যায়ণ করবেন ও তার সুসংবাদ প্রদান করবেন। كَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ এর অর্থ হযরত ঈসা আ.। তাই পরবর্তী ৪৫ আয়াতে স্পষ্টভাবেই এ উপাধি সহকারে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ - ال عمران : ٤٥ -"হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তোমাকে একটি বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন তার নাম হবে মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৫। হযরত ঈসাকে আল্লাহর বাণী বলার কারণ এই যে, তাঁর জন্ম জাগতিক উপায় উপকরণের সাধারণ নিয়মের বিপরীত মহান আল্লাহর 'হও' বাণী দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। كَلِمَةٌ শব্দটি অনির্দিষ্ট আকারে ব্যবহার দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মহান আল্লাহর সীমা-সংখ্যাহীন বাণীসমূহের মধ্যে হযরত ঈসা আ.ও একটি বাণী। মহাবিশ্বের অগণিত সৃষ্টিসত্তার যেরূপ 'হও' শব্দমাত্র দ্বারা অস্তিত্বে এসেছে, অনুরূপ হযরত ঈসা আ.-ও উক্ত বাণীর দ্বারাই আত্মপ্রকাশ করেছেন। এদ্বারা খৃস্টানদের একটি দাবীর খণ্ডন হচ্ছে। তাহলো তারা বলে আল্লাহর বাণী স্রেফ হযরত মসীহ। আর এদ্বারা তারা তাঁর খোদায়ী বা উলুহিয়াতের আকীদা প্রমাণ করে থাকে।

بِكَلِمَةٍ এর মধ্যে 'بِ' অক্ষরটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এখানে تَصْدِيْق বা সত্যায়ন করার শব্দটির মধ্যে সুসংবাদ প্রদানের অর্থও শামিল রয়েছে। অর্থাৎ হযরত ইয়াহইয়া আ. হযরত ঈসা আ.-এর সত্যায়নও করবেন এবং তার সুসংবাদও প্রদান করবেন। ইঞ্জীল দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি এ উভয় দায়িত্বই যথারীতি পালন করেছেন। তিনি নিজে তাঁর যে জীবন লক্ষ্য তুলে ধরেছেন তা এটাই ছিল যে, তিনি অদূর ভবিষ্যতে আগমনকারীর পথ পরিষ্কার করার জন্যই এসেছেন। তাই তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য জীবনোৎসর্গের শপথ নিয়েছিলেন। তাঁর জীবন ছিল আপাদমস্তক আমাদের নেতা মসীহ আ.-এর সত্যায়ন করা। স্মরণ রাখতে হবে যে, তাঁর জন্মও একদিক থেকে হযরত মসীহ আ.-এর জন্মের ন্যায় স্বভাব নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল এবং জিতেন্দ্রিয় জীবন যাপনের বিচারে অবিকল তাঁর উত্তরসূরীর পূর্ব দৃষ্টান্ত বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ ছিলেন। আর যে জাঁকজমক ও প্রতাপ সহকারে তিনি হযরত ঈসা আ.-এর ঘোষণা দিয়েছিলেন, সত্য কথা এই যে, তাতে সমগ্র গিরি-দরি-বন গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল।

নবী তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ও দাওয়াতের বিচারে নেতা হয়ে থাকেন

দ্বিতীয়ত তিনি সাইয়েদ তথা নেতা হবেন। সাইয়েদ মানে নেতা বা (Leader)। নবী তাঁর স্বীয় স্বভাব-প্রকৃতি, তাঁর দাওয়াত ও মিশনের বিচারে সরদার ও নেতা হয়ে থাকেন। তিনি আহ্বায়ক হয়ে লোকদের আহ্বান করেন, সতর্ককারী রূপে মানুষকে জাগ্রত করেন এবং হাদী ও পথপ্রদর্শক হয়ে জনগণকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন। এ মহতী কাজের জন্য তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় উপাদান ও উপায় উপকরণে

www.pathagar.com

সজ্জিত হয়ে থাকেন। তাঁর বক্ষদেশ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ মমতায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। তাঁর বাণী ও ভাষণে প্রচণ্ড গতিশীলতা ও মর্যাদা নিহিত থাকে। তাঁর কণ্ঠস্বরেও চলন-বলনে থাকে গাম্ভীর্য। তাঁর সমুজ্জ্বল ললাট দেশ তাঁর মহত্ব এবং সততা ও সত্যপরায়ণতার সাক্ষ্য প্রদান করে। যদিও তিনি পরিধান করেন কম্বলের পোশাক, জীবন জীবিকা হিসেবে পানাহার করেন বন্য মধু ও পাখির গোশত। কিন্তু তাঁর অসামান্য প্রভাব-প্রতাপ ও ভাবগাম্ভীর্যে রাজাধিরাজ সম্রাটরাও প্রকম্পিত হয়ে যায়।[১] তিনি রাজা বাদশাদেরও ঠিক তদ্রূপ ভর্ৎসনা করেন, যেরূপ ভর্ৎসনা করেন অন্যদের। হযরত ইয়াহইয়া আ. ও হযরত ঈসা আ. উভয়ের সম্পর্কেই ইঞ্জীলে বলা হয়েছে যে, তাঁরা রীতিমত ক্ষমতাসীন-এর ন্যায় কথা বলতেন। এটা স্পষ্ট যে, তাঁদের বাণী ও বক্তব্য এত শানিত ও বলিষ্ঠ হতো যে, তা তাঁদের পদ ও পদবীর তথা নেতৃত্ব গুণেরই প্রতিষ্ঠিত মনে হতো। তাঁর গচ্ছিত ধনের মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পশুপালও ন্যস্ত থাকে। যার রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব তাঁর ওপর সোপর্দ করা হয়ে থাকে। পালের পশুগুলো তাঁর আনুগত্য মেনে নিল কি নিল না, তাতে তার নবী সত্তার মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য সূচিত হয় না। তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করলে তাঁর নেতৃত্যের হক আদায় হয়ে যাবে—আর এটাই মূলত তাঁর থেকে কাম্য। উক্ত শব্দ দ্বারা একথার পুরোপুরি খণ্ডন হয়ে যায় যে, হযরত ইয়াহইয়া ছিলেন একজন দুনিয়াবিরাগী সন্ন্যাসী আর তার জীবন ছিল জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যথার্থই মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ঐ তাওবা ও অনুশোচনার জন্য উৎসর্গকৃত ছিল, যে জন্য তিনি আদিষ্ট ছিলেন। আর এ পথেই তিনি তাঁর শির কর্তন করিয়ে দেন—জীবন উৎসর্গ করেন।

حَصُوْر শব্দের অর্থ

তৃতীয়ত, তিনি হবেন حَصُوْر ; حَصُوْر শব্দটি حَصْرٌ শব্দ থেকে নির্গত فعول -এর ওযনে। এর আভিধানিক অর্থ নিজেই নিজেকে বেষ্টনকারী। এ থেকেই শব্দটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে যে দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত, এবং নিজেই নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী। যে নেতৃত্বের কথা ওপরে বলা হয়েছে, তার জন্য তো এ আত্মনিয়ন্ত্রণ অন্যতম বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। কারণ যে ব্যক্তি খোদ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসংযম করতে সক্ষম হবে সেই তো অন্যদেরও নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু হযরত ইয়াহইয়া আ. ও হযরত মসীহ আ. উভয় নবীর জীবনই ছিল সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর দরবেশী জীবন। তাঁরা ঐসব স্বাদ আহলাদের বস্তু থেকেও কোনো ফায়দা নেননি, যেগুলোকে সাধারণ অবস্থায়ও কোনোভাবেই দুনিয়াদারীর বলে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। কিন্তু অনুমিত হয়, উক্ত সম্মানিত ব্যক্তিদের অবস্থা ছিল বিশেষ পর্যায়ের। তাঁদের যুগে ইহুদীদের ওপর দুনিয়া এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তাদের মনোযোগ তা থেকে ফেরানোর জন্য তাঁদের সম্পূর্ণ দুনিয়া বিমুখ, তাকওয়া ও দরবেশ সুলভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়েছিল। এটা বিপরীতধর্মী

১. ইঞ্জীল থেকে জানা যায়, হযরত ইয়াহইয়া আ. কম্বলের পোষাক পরিধান করতেন। বন্য মধু ও পঙ্গপাল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন। এ ছিল তাঁর জীবন ধারণের উপায় উপকরণ। কিন্তু একটা জঘন্য কাজের জন্য তিনি তৎকালীন শাসককে কঠোর ভর্ৎসনা করেছিলেন।

www.pathagar.com

ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসার একটা পদ্ধতি যা দৈহিক চিকিৎসার ন্যায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ করা জরুরী হয়ে পড়ে। এদ্বারা উদ্দেশ্য তো এটাই যে, এ উম্মত ক্রমান্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে। বলা বাহুল্য, আল্লাহর সর্বশেষ দীনের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে তারা তাই প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু খৃষ্টানরা তাদের এ যুহ্দ ও পরিচ্ছন্ন জীবনকে সন্ন্যাসব্রত ও বৈরাগ্যবাদের রংয়ে রঞ্জিত করে দিল এবং পরবর্তীকালে একে যথারীতি পূর্ণাঙ্গ একটা ব্যবস্থা বা মতবাদ হিসেবেই রূপদান করলো।

نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ-এর অর্থ

চতুর্থত, তিনি হবেন নবী। নবীর মানে তো স্পষ্ট। অবশ্য তার সাথে مِنَ الصّٰلِحِيْنَ -এর যে ব্যাখ্যা রয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁদের দলগত বেশিষ্ট্য তুলে ধরা। অর্থাৎ তাঁরা সামগ্রিক গুণাবলী ও পূর্ণাঙ্গতার বিচারে সৎকর্মশীল ও সত্যপরায়ণদেরই দলভুক্ত ছিলেন। এমন নয় যে, তাদের উলুহিয়াতের কোনো মর্যাদা হাসিল হয়ে গিয়েছে এমতাবস্থায় যে উৎকর্ষতা ও মর্যাদা ছাড়াও ইয়াহইয়া আ. হযরত ঈসা আ.-এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক সূত্রে জড়িত এবং তাঁর জন্ম হযরত ঈসা আ.-এর জন্মের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। এমনকি ইঞ্জীল দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, তিনিই হযরত ঈসা আ.-কে ধর্মীয়ভাবে পবিত্রকরণ করেন। আর হযরত ঈসা আ. তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, মায়েরা যত সন্তান প্রসব করেছে তাদের মধ্যে ইউহোন্না অপেক্ষা মর্যাদাবান আর কেউ নেই।

আয়াত ঃ ৪০

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ط قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○

প্রশ্নটির উদ্দেশ্য সত্যায়নের অনুসন্ধান

এ প্রশ্ন বিস্ময়, সন্দেহ বা অস্বীকৃতিসূচক নয়, বরং এটা অত্যন্ত সুন্দর ও অলংকারিক ভঙ্গীতে সত্যায়নের অনুসন্ধান বৈ নয়। তাঁর সামনে সুসংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা ছিল সেগুলো বর্ণনা করে হযরত যাকারিয়া চেয়েছেন, এটা স্পষ্ট করে নেবেন যে, এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ সুসংবাদ বাস্তবায়িত হওয়ার স্বরূপটা কি হবে? বলা হলো ঃ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ –এটা এভাবেই সংঘটিত হবে। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা এরূপই যে, ইয়াহইয়া আ.-এর জন্ম বৃদ্ধ পিতা ও বন্ধ্যা মাতার মাধ্যমেই হবে। মহান আল্লাহর ইচ্ছাই মূল বিষয়। উপায়-উপকরণ তো নিছক বাহ্য বস্তুর মোড়ক। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো পাথরের মধ্য থেকেও ঝর্ণা প্রবাহিত হতে পারে। মরুভূমির বক্ষ চিরেও উত্থিত হতে পারে বুদ্বুদ। কুরআনে এ জাতীয় প্রশ্নোত্তর হযরত ইবরাহীম আ.-এর কাহিনীতেও উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানেও বর্ণনার ধরন হুবহু এরূপই।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৪১

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝

সুসংবাদটি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নিশানী

হযরত যাকারিয়া এসব কথা গায়েবী ফেরেশতার পক্ষ থেকে শুনেছিলেন এবং ভাল মুহূর্তে ও ভাল অবস্থাতেই শুনেছিলেন। এ কারণে তাঁর ধারণা তো এটাই ছিল যে, এ সুসংবাদ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, মুত্তাকী ও অতিশয় সাবধানী বান্দা। এজন্য অন্তরের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে কিঞ্চিৎ এ সন্দেহও ঘনীভূত হলো যে, স্বীয় অন্তরের গম্বুজে প্রতিধ্বনীর শব্দও তো শ্রুত হতে পারে। হতে পারে তাতে অন্তরের সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো দখল রয়েছে। যদ্বারা হয়তো শয়তান কোনো ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করেছে। এ কারণে তিনি তাঁর রবের কাছে এ দরখাস্ত করেছেন যে, হে আমার রব, আমার জন্য একটি নিশানী নির্ধারণ করুন। যদ্বারা আমি মনের এ প্রশান্তি অর্জন করতে পারি যে, এ সুসংবাদ তোমারই পক্ষ থেকে, এতে নফস বা শয়তানের কোনো ধোঁকা নেই। মহান আল্লাহ তাঁর এ দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন এবং বললেন, তোমার জন্য নিশানী হচ্ছে এই যে, তুমি তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত কারো সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না, শুধু ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলতে পারবে। অবশ্য আল্লাহ তাআলার যিকির ও তাঁর তাসবীহ করতে পারবে। কাজেই এ সময়ে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করবে এবং সন্ধ্যায় ও সকালে আপন রবের পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকবে।

এটা স্পষ্ট যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারো ওপর এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাওয়া যে, সে মুখে কোনো পার্থিব কথাবার্তা বলতে পারবে না, কিন্তু তাসবীহ ও তাহলীল ঠিকই করতে পারবে এটা—কোনো শয়তানী কারসাজী ফলশ্রুতি অবশ্যই হতে পারে না। এটা একমাত্র দয়াময় আল্লাহর কর্মকুশলতারই কীর্তি হতে পারে। কোনো শয়তানী প্রভাব দ্বারা এ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তার ফলাফল এর সম্পূর্ণ বিপরীতই হবার কথা ছিল। সে ক্ষেত্রে কেউ পার্থিব কথাবার্তা ঠিকই বলতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ করা তার পক্ষে সুকঠিন হয়ে পড়ত। হযরত যাকারিয়ার ওপর এ অবস্থা তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত উপায়েই সঞ্চারিত হয়ে থাকলে তবেতো এটা একটা অকাট্য নিশানী যে, তিনি যে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা নিশ্চিতভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছিলেন। তাতে শয়তানী প্রতারণার কোনোই দখল নেই। ইঞ্জীলের লূক-এ যে বর্ণনা এসেছে প্রসঙ্গক্রমে কুরআন তাও খণ্ডন করে দিয়েছে। তাহলো এই যে, হযরত যাকারিয়া কর্তৃক কৃত অপরাধের শাস্তি স্বরূপই তাঁর ওপর এ বিপদ আপতিত হয়েছিল। কারণ তিনি ফেরেশতাদের কথায় আস্থা স্থাপন করেননি। এবং প্রশ্ন করে বসলেন যে, তাহলে আমাকে কোনো নিশানী প্রদান করা হোক।

www.pathagar.com

যারা কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন, তাদের মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, আয়াতে তো এটা উল্লেখ রয়েছে যে, তুমি তিনদিন ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কারো সাথে কথা বলতে পারবে না। কিন্তু এটা তো স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, যিকির ও তাসবীহ্ করতে পারবে। এ সন্দেহের জবাব এই যে, আয়াতে এটা স্পষ্ট করে বলার পরিবর্তে তাসবীহ ও তাহলীল করার হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, একাজ করতে সক্ষম হবেন বলেই এ হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে। এ হেদায়াতের সাথে সাথেই উক্ত বিষয়টিও স্পষ্ট করে বলা হলে তা হতো অনর্থক দীর্ঘ কথন। যা হতো কুরআনের অতি উচ্চাঙ্গের অলংকারিত্বের পরিপন্থী।

بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ-ও এ জাতীয় অন্যান্য বর্ণনাভঙ্গীর সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি যে, এটা সামগ্রিকতার অর্থ প্রদান করে এবং তারই প্রমাণ বহন করে। যেমন আমরা বলে থাকি, সকাল-সন্ধ্যা, রাত-দিন আল্লাহকে স্মরণ রেখ।

আয়াত ঃ ৪২-৪৩

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَٰلَمِينَ ○ يَٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّٰكِعِينَ ○

হযরত মারইয়ামকে মনোনীত করা হয়েছিল কোন্ কাজের জন্য?

اصْطِفَاءٌ মানে বাছাই করা ও নির্বাচন করা। কুরআনের পরিভাষায় এর অর্থ মহান আল্লাহ কর্তৃক কোনো বান্দাকে বিশেষ কোনো কাজের জন্য বাছাই ও নির্বাচন করা। হযরত মারইয়ামকে মহান আল্লাহ তাঁর এক সুমহান নিশানী প্রকাশ করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন। এ নিশানী আল্লাহর এক বিরাট আমানত ছিল, যা তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। একই সাথে এক মহা পরিক্ষাও বটে। এর দাবী এটাই ছিল যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ আমানতের বোঝা বহন করার জন্য তাঁকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দান করা হবে। যাতে অনাগত ভবিষ্যতে যেসব অবস্থা ও পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে তিনি তার মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। এ প্রশিক্ষণকেই এখানে পবিত্রকরণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অতপর اصْطَفَاءٌ সম্পর্কে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এ 'ইস্তিফা' মামুলি কোনো ইস্তিফা বা মনোনীতকরণ নয় ; বরং এটা ছিল গোটা বিশ্ব নারী সমাজের ওপর। اصْطَفَاءٌ শব্দের পরে عَلَىٰ শব্দের صله আসলে তার মধ্যে অগ্রাধিকার দান ও সম্মানের অর্থও সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কিনা মহান আল্লাহ্ স্বীয় মহান আমানত সোপর্দ করার জন্য সমগ্র পৃথিবীর নারী সমাজের মধ্য থেকে তাঁকেই নির্বাচন করেছেন। এটা এমনই এক সম্মান ও মর্যাদা যাতে হযরত মারইয়ামের শরীক ও অংশীদার বলতে কেউ নেই।

এ মহা আমানতের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে গায়েবী ফেরেশতা তাকে নির্দেশ দিয়েছেন এই বলে اقْنُتِي لِرَبِّكِ الاية ; قُنُوت শব্দের অর্থ আমরা অন্যত্র স্পষ্ট করেছি যে, পরিপূর্ণ

বিনয় ভাব নতি স্বীকার ও পুরোপুরি নম্রতার সাথে আত্মনিবেদন করা। এ নতি স্বীকার ও বিনয়-নম্রতার উৎকৃষ্টতম বহিঃপ্রকাশ নামাযের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এ কারণে এরপরে উল্লিখিত وَارْكَعِىْ وَاسْجُدِىْ যেন সংক্ষিপ্ত উক্তি وَاقْنُتِىْ এরই ব্যাখ্যা হয়ে গেল। অলংকার শাস্ত্রের এ সূক্ষ্ম দিকটিও লক্ষণীয় যে, এখানে নামাযের উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশের দ্বারা। কুরআন মজীদের যেসব স্থানে এ বর্ণনাভঙ্গী অবলম্বন করা হয়েছে। তদ্বারা নামাযের একাগ্রতা ও তাতে মন প্রাণ ঢেলে দেয়া, নামায কায়েমে অবিচল থাকা এবং তার জন্য পেরেশানী ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়। আল্লাহ চাহেতো تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা এ সূক্ষ্ম দিকটির ওপর বিশদ আলোচনা করবো। এর সাথে مَعَ الرَّكِعِيْنَ -এর শর্তটি জামায়াত সহকারে নামায পড়ার গুরুত্বকেও উচ্চকিত করে তোলে। আর এটা ছিল সৌভাগ্যের ধন্য হযরত মারইয়াম কর্তৃক আদায়কৃত নামাযেরও সার্থক প্রতিচ্ছবি। তিনি যেহেতু হায়কলেই ইতিকাফরত ছিলেন সেহেতু নিভৃতে নামায পড়ার সাথে সাথে জামায়াত সহকারে নামায পড়ার বরকত লাভেও তিনি ধন্য ছিলেন।

আয়াত ঃ ৪৪

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ط وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ص وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

একটি সৌজন্যমূলক সংলাপ

কথা ও সংলাপের মধ্যস্থলে এ আয়াতটি নবী করীম স.-এর প্রতি একটি অনুগ্রহ ও সৌজন্যমূলক আচরণের মর্যাদা রাখে। তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এগুলো গায়েবের কথাবার্তা অর্থাৎ আপনার ইলম ও অবগতির বহির্ভূত বিষয়। কারণ এগুলো না তাওরাত ইঞ্জীলে রয়েছে আর না আপনি ব্যক্তিগতভাবে এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়াকালীন উপস্থিত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও এহেন বিশুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততা সহকারে এসব ঘটনাবলী বর্ননা করা কি করে সম্ভব ; যদ্দারা খোদ আহলে কিতাবের জ্ঞান চক্ষুও খুলে যায় ? বস্তুত মহান আল্লাহ কর্তৃক তাকে রিসালাতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা ও ঐশী বাণীর সম্মানে ভূষিত করা ভিন্ন এটা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। এটা আহলে কিতাবের ওপর আপনার নবুওয়াত ও রিসালাতের একটি উৎকৃষ্ট দলীল ও প্রমাণ।

মজার ব্যাপার হল, ইঞ্জীল গ্রন্থসমূহে আহলে কিতাবের ইতিহাসের এ অংশটি প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। স্রেফ লূক গ্রন্থে হযরত ইয়াহইয়া আ. সম্পর্কে কতক বিছিন্ন কথাবার্তা ও মরিয়ম আ. সম্পর্কে কিছু ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সর্বাধিক পরিতাপের বিষয় হলো, হযরত মারইয়াম সম্পর্কে যৎসামান্য যে আলোচনাটুকু আছে, তাও একজন সাধারণ মহিলার আলোচনা বলেই অনুমিত হয়। আরো বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো, ইঞ্জীলের বিভিন্ন স্থান থেকে তো এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, হযরত মসীহ আ.-ও তাঁকে এতটুকু সম্মান করতেন না যেরূপ মায়ের সম্মান করা উচিত। খৃস্টানরা আকীদাগত

www.pathagar.com

দিক থেকে হযরত মারইয়াম আ.-কে যে মর্যাদাই দিক না কেন, প্রকৃত ব্যাপার হলো তাঁর আসল ও যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা কুরআনই সমুন্নত করে তুলে ধরেছে। পরবর্তী পর্যায়ে যথাস্থানে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

হযরত মারইয়াম আ.-এর ব্যাপারে লটারীর ধরন

قَلَام মানে লটারীর তীর। জুয়ার তীর ব্যবহার করা তো শরীআতে হারাম। কিন্তু লটারীর জন্য শর ব্যবহার করতে কোনো দোষ নেই। অধিকার যেখানে সবারই সমান, সেক্ষেত্রে বিবাদ মীমাংসার জন্য লটারীর পদ্ধতি সম্পূর্ণ জায়েয। এখানে এ প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, লটারীর এ পদ্ধতি শুধু হযরত মারইয়ামের অভিভাবকত্বের বেলায়ই অবলম্বিত হয়েছে কিংবা হায়কলের অন্যান্য লালন-পালনাধীন খাদেমদের জন্যও একই রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আমাদের মতে উভয়টারই সম্ভাবনা বিদ্যমান। এটাও সম্ভব যে, প্রত্যেক নবাগত সেবকদের অভিভাবকত্বের ফায়সালা এ পদ্ধতিতেই চলে এসেছে। আবার এটাও সম্ভব যে, হযরত মারইয়ামের ব্যাপারটি বালিকা হওয়ার দরুন বিশেষ স্পর্শকাতর পর্যায়ভুক্ত ছিল। এ কারণে তার ফায়সালা করা হয়েছে লটারীর মাধ্যমে। লটারী একটা গায়েবী ইঙ্গিত হিসেবেও পরিগণিত হয়ে থাকে। হায়কলে তার সেবকদের দায়িত্ব কর্তব্য বন্টনের জন্যও লটারীর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। লূক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, যেদিন হযরত যাকারিয়া পুত্র সন্তানের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেদিন তিনি যে খিদমাতে আদিষ্ট ছিলেন, তারও ফায়সালা লটারীর মাধ্যমেই হয়েছিল।

বিবাদ ছিল কোন্ বিষয়ে

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ঃ এতে বিবাদের উল্লেখ রয়েছে। এটা শুধু হযরত মারইয়াম আ.-এর অভিভাবকত্বের সম্পর্কিত ছিল বলে মনে হয় না। যদি তাই হতো তাহলে তার উল্লেখ পৃথকভাবে করার প্রয়োজন ছিল না, বরং তাও প্রথম বাক্যাংশে আসা উচিত ছিল। আমাদের ধারণা সম্ভবত প্রশ্ন এটাই ছিল, হায়কলের খাদেমদের মধ্যে কোনো কন্যা সন্তান অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কি পারে না ? আমরা ইতোমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, হায়কলের ইতিহাসে অন্ততপক্ষে এ ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল না। এ কারণে এ বিষয়টি বিতর্কিত ও বিবাদপূর্ণ হতেই পারতো। এটাও অসম্ভব নয় যে, ভাল ও কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতাই উক্ত বিবাদের কারণ ছিল। কেননা, যে বালিকাটিকে ইবাদাতখানার সেবায় ওয়াকফ করা হচ্ছিল, যার গ্রহণযোগ্যতা প্রথম দিন থেকেই সুবিদিত ছিল—এমন একটি বালিকার অভিভাবকত্বের ব্যাপারটি ছিল যারপরনাই সৌভাগ্যপূর্ণ। যার থেকে বঞ্চিত হওয়া হায়কলের সেবকদের মধ্যে কেউই পসন্দ করতে পারছিল না।

১৩. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৪৫-৬৩ আয়াত

এক্ষণে ঐ মূল বিষয়টি আসছে যা প্রকৃতপক্ষে এ সূরার আসল স্তম্ভ। ভূমিকায় আমরা ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে, এ সূরায় সম্বোধন মূলত খৃস্টানদের প্রতি। আর এর উদ্দেশ্য হলো,

www.pathagar.com

তাদের নিকট হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটন করা। ইতোপূর্বে ইমরান বংশের পুরুষ পরম্পরা হযরত মারইয়ামের জন্ম ও তার উদ্দেশ্যে তাঁর মায়ের মানত, হযরত যাকারিয়া কর্তৃক পুত্র সন্তানের জন্য দোয়া এবং হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জন্মের ঘটনাবলী ইত্যাদি যা বিবৃত হয়েছে-এর সবই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনার ভূমিকা ও অবতরণিকা হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে পরবর্তী আয়াতগুলোতে আলোচিত হচ্ছে যে, যেরূপ ফেরেশতা হযরত যাকারিয়াকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, তদ্রূপই ফেরেশতা হযরত মারইয়ামকেও সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, তাঁর গর্ভে আল্লাহর 'হও' বাণীর সাহায্যে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হবে, যার নাম হবে ঈসা ইবনে মারইয়াম। হযরত ইয়াহইয়ার ব্যাপারে যেমন বলা হয়েছিল যে, তিনি হবেন নেতা, আত্মনিয়ন্ত্রণকারী, নবী ও সত্যপরায়ণ। তদ্রূপ ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কেও বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তিনি হবেন সম্মানিত আল্লাহর নৈকট্য ভাজন ও সৎকর্মপরায়ণ। হযরত যাকারিয়া স্বীয় বার্ধক্য ও স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের কারণে উক্ত সুসংবাদে যেরূপ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, ঠিক তদ্রূপ হযরত মারইয়াম বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি বললেন, তাঁকে যখন কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি, এমতাবস্থায় তাঁর সন্তান হবে কি করে? ফেরেশতা হযরত যাকারিয়াকে যে জবাব দিয়েছিলেন, হযরত মারইয়ামকেও ঠিক একই জবাব দিলেন যে, প্রকৃত ব্যাপার হল মহান আল্লাহর হুকুম। তিনি যখন কোনো কাজ করার ফায়সালা করেন তখন তা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকেন আর তৎক্ষণাত তা হয়ে যায়। তাই উক্ত 'হও' বাণীর সাহায্যেই তিনি মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে সৃষ্টি করবেন। আর তাঁকে দেবেন কিতাব ও হিকমাতের প্রশিক্ষণ এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি তাঁকে প্রেরণ করবেন রাসূল রূপে।

অতপর তিনটি আয়াতে হযরত ঈসা আ.-এর বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি তাঁর রিসালাতের প্রমাণ প্রতিষ্ঠা ও এ উদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বনী ইসরাঈলকে যে প্রাথমিক পয়গাম দিয়েছিলেন তা ব্যক্ত হয়েছে।

এরপর দুটি আয়াতে বিবৃত হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের আলেম ও ফকীহগণ তাদের জেদ ও হঠকারিতার দ্বারা তাঁকে হতাশ করে দিল। তখন তিনি তাদেরকে বর্জন করে ঐ সকল দারিদ্র পীড়িত লোকদের স্বীয় সাহায্যকারী ও সাথী হিসেবে বরণ করে নিলেন, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। তাদেরকেই তিনি আল্লাহর দীনের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য কৃত সংকল্প হওয়ার দাওয়াত দেন। অতপর এ গরীব ও নিঃস্ব লোকেরাই তাঁর সাথী হলো এবং এঁদেরকেই দীন প্রচারের অভিযানে প্রেরণ করলেন।

অতপর চারটি আয়াতে বনী ইসরাঈলের নেতৃবৃন্দ ফকীহগণ ও দূরদর্শী প্রজ্ঞাবানদের ওপর ঈসা আ.-এর সর্বশেষ প্রচেষ্টা ও তার প্রতিক্রিয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। একই সাথে মহান আল্লাহ্ হযরত ঈসা আ. ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের যেভাবে সাহায্য করেন এবং ভবিষ্যতে সাহায্য করার ওয়াদা করেন তাঁর বিবরণ এসেছে।

এরপর পাঁচটি আয়াত ইলতিফাত তথা পরোক্ষভাষণ সম্বলিত, যাতে নবী স.-কে সম্বোধন করে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এ যাবত যা বিবৃত হলো তাই হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে

www.pathagar.com

প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য। এ স্পষ্টকরণের পরও যদি খৃষ্টানরা তোমাদের সাথে বিবাদ বিসম্বাদ করতে থাকে, তাহলে তাদের বলে দাও যে, এস উভয় আমরা মুবাহিলা করি তথা মিথ্যাচারীদের ওপর আল্লাহর লানত নাযিল হওয়ার জন্য দোয়া করি। তারা যদি এ থেকেও পশ্চাদপসরণ করে, তবে বুঝে নেবে যে, এরা নির্ভেজাল ঝগড়াটে ও বিপর্যয়কামি। তাদের ব্যাপার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দাও—এবারে এরি আলোকে সামনের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

إِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ
يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ
إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَالتَّوْرَىٰةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ۙ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم
بِاٰيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۙ أَنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ
فَيَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْىِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ
اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِاٰيَةٍ مِّن
رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا
صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ

www.pathagar.com

إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ
اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ
كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ
نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ
الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ
وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

www.pathagar.com

৪৫. স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাকে একটি বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন। তাঁর নাম মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম। সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখেরাতে এবং সে আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্যতম। ৪৬. সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে এবং সে হবে নেককারদের অন্যতম। ৪৭. মারইয়াম বললো, 'হে আমার রব!' কেমন করে আমার সন্তান হবে। অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। আল্লাহ বললেন, এভাবেই হবে। আল্লাহ সৃষ্টি করেন, যা ইচ্ছা করেন। যখন তিনি কোনো কাজ করতে মনস্থ করেন তখন তাকে শুধু বলেন "হও" অমনি তা হয়ে যায়। ৪৮. আর তিনি সে সন্তানকে শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হিকমাত এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল। ৪৯. এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল হিসেবে মনোনীত করবেন। সে বলবে আমি তো তোমাদের কাছে এসেছি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে। তা এই যে, তোমাদের জন্য আমি কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতির ন্যায় আকার গঠন করবো, তারপর তাতে ফুৎকার দেব ; ফলে তা আল্লাহর হুকুমে উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হবে। আর আমি নিরাময় করবো জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে এবং জীবিত করবো মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদের বলে দেব যা তোমরা খাও এবং যা তোমরা তোমাদের ঘরে মওজুদ কর। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশানী তোমাদের জন্য, যদি তোমরা মু'মিন হও। ৫০. আর আমি এসেছি আমার সামনে তাওরাতে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের জন্য কতিপয় বস্তু হালাল করার জন্য যা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছিল। আর আমি তোমাদের কাছে এসেছি নিশানী সহকারে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমরা ভয় করো আল্লাহকে এবং অনুসরণ করো আমাকে। ৫১. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো। এটাই সরল-সঠিক পথ।

৫২. তারপর যখন ঈসা তাদের মধ্যে অবাধ্যতার উপলব্ধি করতে পারল তখন সে বললো, কেউ কি আছে, যে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে ? হাওয়ারীগণ বললো, আমরাই আল্লা র পথে সাহায্যকারী। আমরা তো আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম আত্মসমর্পণকারী। ৫৩. হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যা নাযিল করেছ আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করেছি রাসূলের। সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করো।

৫৪. আর তারা গোপন ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করলেন। বস্তুত আল্লাহ হলেন কৌশলীদের তথা চক্রান্ত নস্যাৎকারীদের শ্রেষ্ঠ। ৫৫. স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! অবশ্যই আমি তোমার কাল পূর্ণ করবো। তোমাকে আমার দিকে তুলে নেব এবং যারা কুফরী করেছে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র ও মুক্ত করবো। যারা খাঁটিভাবে তোমার অনুসরণ করবে, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের আমি

www.pathagar.com

কাফেরদের ওপর প্রাধান্য দেব। অতপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে আমি তোমাদের মধ্যে তার মীমাংসা করে দেব। ৫৬. অতএব যারা কুফরী করেছে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের কঠোর শাস্তি দেব। আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। ৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তিনি তাদের পুরোপুরি দেবেন তাদের প্রতিফল। আল্লাহ যালিমদের পসন্দ করেন না।

৫৮. এসব যা আমি তোমার নিকট পাঠ করছি তা নিদর্শন ও জ্ঞানগর্ভ বাণীর অন্তর্ভুক্ত। ৫৯. নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও; ফলে সে হয়ে গেল। ৬০. এ সত্য তো তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে; সুতরাং তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৬১. তোমার নিকট বিশুদ্ধ জ্ঞান আসার পরও যে কেউ তোমার সাথে ঈসা সম্বন্ধে বিতর্ক করে, তাকে বলে দাও, এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমরা ডেকে নাও তোমাদের পুত্রদের, আমরা একত্রিত করি আমাদের নারীদের; তোমরা একত্রিত করো তোমাদের নারীদের, আমরা নিজেরা সবাই জামায়েত হই; এবং তোমরাও সকলে জামায়েত হও—তারপর সবাই মিলে বিনীতভাবে আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর দেই আল্লাহর লানত। ৬২. নিশ্চয়ই এ বর্ণনা অতি সত্য বৃত্তান্ত, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৬৩. এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত।

১৪. শব্দের ব্যাখ্যা ও আয়াতসমূহের তাফসীর

আয়াত ঃ ৪৫

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى
ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

পুনরায় اِذْ শব্দের ব্যবহার একথার প্রমাণ যে, এখানে যে বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে, তা ওপরে বর্ণিত বক্তব্য থেকে আলাদা। প্রথমে হযরত মারইয়ামকে দোয়া ও ইবাদাতে নিবিষ্ট হওয়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে। এর কিয়ৎকাল পরেই ফেরেশতা এ সুসংবাদ নিয়ে হযরত মারইয়ামের নিকট আসেন।

كَلِمَةٌ শব্দের অর্থ ও এটিকে অনির্দিষ্ট نكره রূপে ব্যক্ত করার তাৎপর্য ওপরে বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রেক্ষাপটের বিচারে একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়ার দাবী রাখে। তা হচ্ছে এই, মূল সুসংবাদ তো এটাই ছিল যে, হযরত মারইয়াম আ.-এর গর্ভে কোনো পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই জন্ম নেবে। কিন্তু কথাটি বলা হচ্ছিল হযরত মারইয়ামের উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

যিনি ছিলেন একাধারে কুমারী এবং লজ্জা ও সম্ভ্রমের মূর্তপ্রতীক। এ কারণেই অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে—বরং সংশয়পূর্ণ শব্দে স্রেফ কালিমা বা বাণীর সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে হযরত ঈসা আ.-এর নাম ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কালিমা-এর অর্থ ও তাৎপর্য কি ?

'মসীহ' শব্দটি উপাধি স্বরূপ

'মসীহ' হযরত ঈসা আ.-এর উপাধি। লকব বা উপাধির নিয়ম হলো, এটা নামের পূর্বে ব্যবহার হয়ে থাকে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ ঐতিহ্য চলে আসছিল যে, তাদের মধ্যে ভবিষ্যত নবীর মাথায় তাঁর পূর্বসূরী নবী এক প্রকার পবিত্র তেল মর্দন করে তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করতেন। নবী হওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে যখন রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার সিলসিলা শুরু হলো তখন মাসেহ বা মর্দন করার একই ঐতিহ্য রাষ্ট্রপ্রধানদের বেলায়ও অনুসৃত হলো। যিনি যুগের নবী হতেন তিনি ভাবী বাদশার মাথায় পবিত্র তেল মালিশ করে দিতেন। যদ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যেত যে, এ লোক ভবিষ্যতের বাদশা এবং একই সাথে আল্লাহর সম্মানিত বান্দাও বটে। তাওরাত থেকে জানা যায়, তালূত ও হযরত দাউদ আ.-কে শ্যামুয়েল নবী এভাবে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। হযরত মসীহ আ. সম্পর্কে ইঞ্জিল থেকে তো প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইয়াহইয়া আ. তাকে পবিত্রকরণ করেছেন। কিন্তু তেল মর্দন করার কোনো উল্লেখ নেই। তাঁর বেলায় হয় তো এটাও সম্ভব যে, তিনি জন্মগতভাবেই মসীহ ছিলেন। বুখারী শরীফে তার দেহাবয়বের যে বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, তাঁর মস্তকের অবস্থা ছিল এই যে, যেন তা থেকে তেল ঝরে পড়ছে। তাঁর এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই হয় তো তাঁকে মসীহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়, ইঞ্জীলে তাঁর জন্য 'আল্লাহর মসীহ' শব্দদ্বয়কে ব্যবহার করা হয়েছে।

وَجِيْهًا শব্দের তাৎপর্য হযরত মসীহ আ.-এর সম্মানের কয়েকটি দিক

وَجِيْهًا শব্দ দ্বারা নেতৃত্বের ঐ জাকজমকের প্রতি ইঙ্গিত বুঝাচ্ছে, যার উল্লেখ হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়েছে। লূক এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, মাত্র ১২ বছর বয়সে হযরত মসীহ আ. প্রথমবার হায়কলে শিক্ষাদান করেছেন। কিন্তু এত অল্প বয়স সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষার হিকমাত ও মারিফাত, বাণীর অলংকার ও গাম্ভীর্য এবং ভাষা ও কণ্ঠস্বরের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের এমনি মহিমা ও উৎকর্ষ ছিল যে, ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান, নেতৃস্থানীয় ভবিষ্যদ্বক্তা এবং হায়কলের সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে লাগল এ কোন্ ব্যক্তিত্ব, যে এহেন আত্মবিশ্বাস সহকারে সমালোচনার কষাঘাত ছুঁড়ে দিচ্ছেন, মনে হয় যেন তিনি সরাসরি আসমান থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এসেছেন। ইহুদীয়ার লোকালয়সমূহে যখন তিনি ইসলাম প্রচার করলেন, তখন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত রীতিমত তোলপাড় হয়ে গেল। সমগ্র জনস্রোত যেন তাঁর ওপর ভেঙ্গে পড়লো। ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান সকলেই এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো যে, তারা তাঁকে উত্যক্ত করার এবং জনগণের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস করার জন্য নানা

www.pathagar.com

প্রকার প্রশ্নবানে তাঁকে জর্জরিত করে তুলতো। কিন্তু হযরত মসীহ আ. দুটি শব্দে এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন যে, পুনরায় তাদের মুখ খুলারও দুঃসাহস হতো না। স্বল্প দিনের ব্যবধানেই তাঁর সম্মান ও প্রতাপ এহেন সর্বদিকপ্লাবী ও সুদূর প্রসারী হয়ে ওঠলো যে, সাধারণ জনগণ তাঁকে ইসরাঈলের বাদশা বলতে লাগল ও তাঁর রাজত্বের সঙ্গীত গাইতে লাগল। এমনকি রোমের শাসকদ্বয় হিরোদেশ ও পিলাতোস এর সামনে এ বিষয়টি একটি অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হল। কিন্তু তারাও তাদের যাবতীয় শক্তি ক্ষমতা ও পরাক্রম সত্ত্বেও হযরত মসীহ আ.-এর মহত্ব ও বিশ্বস্ততা এবং তাঁর অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতায় ভীত কম্পিত হয়ে গেল।

এ সম্মান ও যশ খ্যাতির দ্বিতীয় দিকটি এই যে, এটা সর্বজন বিদিত যে, হযরত মসীহ আ. পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন। আর পিতা ছাড়া জন্ম হওয়া কোনো শিশুর জন্য সাধারণ অবস্থায় কোনো সম্মান ও পরাক্রমের বিষয় একথা কল্পনাই করা যেতে পারে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, হযরত মসীহ আ. যেহেতু মহান আল্লাহর "হও" শব্দ দ্বারা পয়দা হয়েছিলেন সেহেতু তাঁর এ মুজিযার প্রভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যে, প্রথম দিন থেকেই জনগণের দৃষ্টিতে তিনি সে সম্মান ও মর্যাদা হাসিলে সক্ষম হয়েছিলেন, যা ঐ যুগে অন্য কেউ অর্জন করতে পারেনি। তিনি আজীবন কট্টর শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু এদিক থেকে কারো পক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে এতটুকু দুর্নাম রটনা করার দুঃসাহস হয়নি। ইহুদীদের একটি গোষ্ঠী যদিও বা কিঞ্চিত এ সাহস করেছিল, তাও ছিল পরবর্তীকালের ঘটনা। তাঁর মুবারক যুগে কারো এরূপ সাহস হয়নি, তাঁর জন্মের সুসংবাদের সাথে সাথে তাঁর এ অযাচিত সম্মানের সুসংবাদও হযরত মারইয়ামকে দেয়া হলো। দেয়া হলো এজন্য যে, তাঁর মনে যেন এরূপ কোনো পেরেশানী বা খট্‌কা না থাকে যে, পিতা ছাড়া পয়দা হওয়ার কারণে শিশুর কিংবা তাঁর নিজের সম্মানের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে কিনা।

এর তৃতীয় দিকটি হল এই যে, এর দ্বারা ঐসব বাজে ও অনর্থক কথা-বার্তার খণ্ডন হয়ে যাচ্ছে যা ইঞ্জীলে উল্লিখিত হয়েছে। তাতে রয়েছে ইহুদীরা আমাদের নেতা মসীহ আ.-কে নাউযুবিল্লাহ—চড় মেরেছে, তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছে, তাঁকে গালি গালাজ করেছে, তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছে ইত্যাদি। এসব গাল গল্পের অধিকাংশই সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। পরবর্তী পর্যায়েও আমরা এ সম্পর্কে আলোকপাত করবো। আল্লাহর রাসূলগণের অবজ্ঞা ও অপমানের ক্ষেত্রে এরা চরম দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেছে। এদিকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেও একটা সীমা পর্যন্ত তারা অবকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ অবকাশ একটা সীমা পর্যন্ত হয়ে থাকে। যখন কোনো কওম উক্ত সীমা অতিক্রম করার দুঃসাহস করে, তখন মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বীয় হিফাযতের অধীনে নিয়ে নেন এবং উক্ত নীচাশয় জাতির জীবন তরীকে ধ্বংসের অতল গহবরে নিমজ্জিত করে দেন। আরো পরে আমরা এ ব্যাপারে আল্লাহর স্থায়ী রীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করবো।

হযরত মসীহ আ. ইবনে মারইয়াম

এ আয়াতে কুরআন হযরত ঈসা আ.-কে ইবনে মারইয়াম বলে অভিহিত করেছে। এভাবে কুরআন ঐসব লোকদের বক্তব্যের ফাঁকফোকরকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দিয়েছে,

www.pathagar.com

যারা অত্যন্ত দুর্বল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে কুরআনের অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন দলীল-প্রমাণের বিকৃতি সাধন করতে চেয়েছে। হযরত ঈসা আ. যদি কোনো পিতার সন্তানই হবেন তাহলে কুরআন তাকে মসীহ ইবনে মারইয়াম-এর পরিবর্তে তাঁর পিতার প্রতি সম্পর্কিত করে বর্ণনা করেনি কেন ? এ পথে কি অন্তরায় ছিল ? কুরআনও তো মসীহ ইবনে ইউসুফ বলতে পারতো। কিন্তু কুরআন তা বলেনি। কেন তা বলেনি ?

আয়াত ঃ ৪৬

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

দোলনায় থাকাকালীন হযরত মসীহ আ.-এর কথা বলা

হযরত মসীহ আ.-এর দোলনায় থাকাবস্থায় কথা বলা হযরত মারইয়ামের নেকশীলতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য মহান আল্লাহর একটি মুজিযা ছিল। সন্তান জন্মের সুসংবাদের সাথে সাথেই উক্ত মুজিযার সুসংবাদও হযরত মারইয়ামকে প্রদান করা হয়েছিল। আর এটা এজন্যই করা হয়েছিল, মহান আল্লাহ তাঁর এক মহান নিশানী প্রকাশের জন্য যেমন তাঁকে মাধ্যম বানিয়েছেন, ঠিক তেমনি শত্রুদের কটুভাষণ থেকে তাঁর সম্মান ও সম্ভ্রমকে সুরক্ষারও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। হযরত মারইয়ামকে আশ্বস্থ করার জন্যই মূলত এ ব্যবস্থা। আল্লাহ এহেন সুন্দর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যে, কারো কোনো অপবাদ আরোপের কোনো সুযোগই যেন অবশিষ্ট না থাকে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান। এটা কি করে সম্ভবপর ছিল যে, তাঁর এক মু'মিন ও একান্ত বিনীত ও অনুগত এক বাদীকে সমগ্র উলুহিয়াতের নিশানা ও লক্ষ্যস্থল বানানো হবে। অথচ তিনি তা প্রতিরোধ করার জন্য এমন কোনো কণ্ঠস্বর খুলে দেবেন না, যা সকলের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবে ।

كَهْل শব্দের অর্থ

كَهْل শব্দের অর্থ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জিল গ্রন্থসমূহ থেকে তো এরূপই ধারণা পাওয়া যায় যে, হযরত ঈসা আ. বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার অনেক পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কুরআনের এ আয়াত থেকে পরিষ্কার এটা জানা যায়। হযরত মারইয়ামকে প্রসঙ্গক্রমে ঈসা আ.-এর বার্ধক্যবস্থা পর্যন্ত উপনীত হওয়ারও সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছিলো। রাসূলদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর যে রীতি আবহমান কাল থেকে চলে এসেছে, তার বিচারে একথাই সঠিক ও বিশুদ্ধ বলে অনুমিত হয়। ইঞ্জীলেও কতিপয় ইঙ্গিত এ মতের পোষকতা করে। যেমন যোহন ইউহোন্না ৮ ঃ ৫৭ শ্লোকে রয়েছে ঃ

> "তখন যিহুদীরা তাঁহাকে কহিল, তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই, তুমি কি অব্রাহামকে দেখিয়াছ ?"

এটা স্পষ্ট যে, একথা এমন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করেই বলা যেতে পারে, যার বয়স পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি উপনীত হয়েছে।

দোলনায় কথা বলার সাথে তাঁর বার্ধক্যে কথা বলার উদ্ধৃতি দেয়ার দ্বারা এদিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাঁর দোলনার কথাবার্তা শিশুদের ন্যায় হবে না। বরং তার মধ্যেও থাকবে

www.pathagar.com

পূর্ণ বয়স্কতা ও পরিপক্কতার ছাপ ও জ্ঞান-গরিমা। কারণ এ কথাবার্তা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আয়াতের শেষে وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ বলে যেমন আমরা ওপরে ইঙ্গিত দিয়েছি— এটা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তিনি সৎকর্মশীলদের দলভুক্ত হবেন। অর্থাৎ এ সকল উৎকর্ষ ও গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এমন নয় যে, তার উলুহিয়াতের কোনো মর্যাদা হাসিল হয়ে যাবে না, বরং তিনি তো সৎ ও নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

আয়াত ঃ ৪৭

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৪০ নম্বর আয়াতের অধীনে এ আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ অংশের বিশ্লেষণ অতিবাহিত হয়েছে। অবশ্য তাতে একথারও ব্যাখ্যা হয়ে গিয়েছে, যদ্বারা হযরত ঈসা আ.-এর জন্ম হয়েছে। আর তা হচ্ছে ঃ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ। "আল্লাহ যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত করেন তখন তাকে বলেন 'হও' অমনি তা হয়ে যায়"।

আয়াত ঃ ৪৮

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ○

ইঞ্জীল হিকমাত ও প্রজ্ঞার সমষ্টি

তাওরাত ও ইঞ্জীল শব্দদ্বয় এখানে কিতাব ও হিকমাতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা স্বরূপ এসেছে। তাৎপর্য এই যে, মহান আল্লাহ তাঁকে এ উভয় কিতাবের শিক্ষা দেবেন। হযরত মসীহ আ. কিতাব ও শরীয়াতের বিচারে মূলত হযরত মূসা আ.-এর শরীয়াতেরই অনুসারী ও আহ্বানকারী ছিলেন। তিনি তাওরাত অপেক্ষা ভিন্ন কোনো শরীয়াত নিয়ে আগমন করেননি। তিনি নিজেই এ সত্যের কথা বারংবার অত্যন্ত জোরালোভাবে ও তাকিদ সহকারে ঘোষণা করেছেন। ইঞ্জীল গ্রন্থসমূহে স্পষ্টভাবে এ সবের উল্লেখ মওজুদ আছে। অবশ্য তিনি উক্ত শরীয়াতের প্রাণসত্ত্বা ও তার হিকমাত অত্যন্ত মুজিযা সুলভ ভঙ্গীতে উন্মোচন করেছেন। আর ইঞ্জীলসমূহ মূলত তাঁর উক্ত হিকমাত ও প্রজ্ঞাসমূহেরই সমষ্টি বৈ নয়। ইহুদীরা তাওরাতকে সম্পূর্ণ প্রাণহীন বিধানাবলী ও নির্জীব প্রথা ও অনুষ্ঠান সর্বস্বতার সমষ্টিতে পরিণত করে ছেড়েছিল। এ কারণে তাদের শরীআত জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও তাদের জন্য নিছক একটা বোঝায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। হযরত মসীহ আ. তার মধ্যে স্বীয় হিকমাতের শিক্ষা দ্বারা প্রাণের সঞ্চার করেন। কিন্তু ইহুদীরা বুঝতে চেষ্টা করেনি।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৪৯

وَرَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য

رَسُوْلاً শব্দের পূর্বে একটি ক্রিয়া উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يَبْعَثُهُ رَسُوْلاً হযরত মসীহ আ. হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর ন্যায় শুধু একজন নবীই ছিলেন না। বরং যেরূপ হযরত মূসা আ. ফিরাউন ও তার কওমের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তদ্রূপ ইনিও বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। রাসূল ও নবীর মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। যে কওমের প্রতি রাসূল প্রেরণ করা হয়, তিনি উক্ত কওমের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিচারক হয়ে এসে থাকেন, তিনি অপরিহার্যরূপে উক্ত কওমের মীমাংসাকারী হয়ে যান। যদি তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, নাজাত পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে তারা যদি কুফরীর ওপর অটল থাকে এবং তাদের নবীকে আঘাত করার চেষ্টা করে, তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়। এ দিকটির প্রতি হযরত ইয়াহইয়া আ. তাদেরকে নানাভাবে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। যেমন আমি তোমাদেরকে পানি দ্বারা পবিত্রকরণ করছি। কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি তোমাদেরকে আগুন দ্বারা পবিত্রকরণ করবেন। অথবা এক্ষণে মূলে কুঠার স্থাপিত আছে। "কিংবা তাঁর হাতে থাকবে পরিষ্কারক লৌহদণ্ড। তিনি তাঁর শস্যগুলোকে উত্তম রূপে ঝাড়া দেবেন এবং ভূষি থেকে গম আলাদা করে ছাড়বেন।" এর বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র আসবে।

এদ্বারা হযরত ঈসা আ.-এর রিসালাত বনী ইসরাঈলের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া স্পষ্ট হয়ে গেল। হযরত মসীহ আ.-এর নিজস্ব ঘোষণাও এটাই। তিনি যখন তাঁর সাহায্যকারীদের— হাওয়ারীদের তাবলীগে দীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়ে দিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বনী ইসরাঈল ভিন্ন অন্য কারো উদ্দেশ্যে যেতে বারণ করে দেন। তিনি বললেন ঃ "আমি স্রেফ বনী ইসরাঈলের হারানো ভেড়াগুলোর অনুসন্ধানের জন্য এসেছি।" এক অ-ইসরাঈলী মহিলা তাঁর নিকট রোগমুক্তির দোয়া চাইতে আসলে, তিনি তার জবাবে এটাই বলেছিলেন যে, "শিশুদের অংশের রুটি কুকুরদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা ঠিক নয়।" বাইবেলে মেহমানদারী বিষয়ক যে দৃষ্টান্ত আছে, তাতেও এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁর দাওয়াত সেসব সৎ ও মহৎ কার্যাবলীর ওপর ভিত্তিশীল ছিল। সেসব সৎ কার্যাবলী বনী ইসরাঈলের জন্য দলীল ও প্রমাণ হওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু অন্যান্য জাতির পক্ষে তা বুঝা সম্ভব ছিল না। এ কারণে এ দাওয়াত স্বীয় ফিতরাত ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকেই

www.pathagar.com

অন্যান্য জাতির সম্প্রদায়ের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অনুপোযোগী। তাই বাস্তবতা এই যে, অন্যান্য কওম যাদের সামনে এ দাওয়াত পেশ করা হয়েছিল—এ দাওয়াতের কিছুই বুঝলো না। তারা বাইবেল থেকে শুধু এটুকুই বুঝলো যে, হযরত ঈসা আ. অগণিত মুজিযা প্রদর্শন করেছেন। এর যে প্রভাব তাদের ওপর পতিত হয়েছে তা এই যে, তারা এসব মুজিযায় অভিভূত হয়ে তাঁকে একটি উপাস্য বা আল্লাহর আসনে সমাসীন করে দিল।

জীবন কাহিনী বর্ণনায় অপ্রয়োজনীয় অংশ উহ্য রাখা

رَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْ اِسْرَاءِ يْلَ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ঃ এখানে এরপরে হযরত মসীহ আ.-এর কাহিনীর একটি বিরাট অংশ উহ্য রাখা হয়েছে। তাঁর জন্মের সুসংবাদ ও কার্যত বনী ইসরাঈলের সামনে তাঁর রিসালাতের দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়টি এখানে উহ্য ও অনুক্ত রয়েছে। কুরআন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের কাহিনী বর্ণনা করতে যেয়ে উহ্য করণের এ প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছে। এর উপকারিতা এই যে, এতে পাঠকের মনোযোগ আসল উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। কোনো আবশ্যক জিনিস মধ্যখানে দৃষ্টি বিভ্রান্ত ঘটাতে পারে না। এখানেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে তোলার পর যেন তাঁকে আহ্বায়ক বানিয়ে বনী ইসরাঈলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। অতপর তিনি দাওয়াত দিলেন এবং স্বীয় রিসালাতের প্রমাণ উপস্থাপনে এসব নিশানী প্রদর্শন করলেন।

তাওরাত ও কুরআনের বর্ণনায় একটি পার্থক্য

এখানে উল্লিখিত মুজিযাসমূহের মধ্যে প্রথম ও শেষটি ছাড়া ইঞ্জীলেও (বাইবেল) সবগুলো উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য কুরআনে প্রত্যেকটির সাথেই بِاِذْنِ اللّٰهِ তথা আল্লাহর অনুমতিক্রমে-এর শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইঞ্জীলে (বাইবেল) এ ধরনের স্পষ্টোক্তি বিদ্যমান নেই, কারণ যখন হযরত ঈসা (আ)-এর জন্য উলুহিয়াতের ধারণা সৃষ্টি হলো। তখন এ জাতীয় শব্দ তাঁর উলুহিয়াতের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিবেচনা করে হয়তো নির্বাসন দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর প্রকৃত সত্যকে কতইবা আর গোপন করবে? তাদের সঠিক ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইঞ্জীলে (বাইবেল) বিশুদ্ধ তাওহীদের এমন সব সাক্ষ্য-প্রমাণ মওজুদ রয়েছে, বিস্মিত হতে হয় যে, এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও খৃস্টানরা কিভাবে শিরকে নিমজ্জিত হয়ে গেল। পরে আমরা এর কতক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করবো।

অনির্দিষ্ট শব্দের ব্যবহার এককত্ব বুঝানোর জন্য নয় সাধারণ অর্থ বুঝাবার জন্য

جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ এতে اٰيَت শব্দটি অনির্দিষ্ট লওয়া হয়েছে। এটি এককত্ব নয় বরং সাধারণত্বকেই প্রকাশ করে। অর্থাৎ আমি আমার রিসালাতের সমর্থনে স্বীয় রবের তরফ থেকে নিশানী নিয়ে এসেছি। কয়টি নিশানী নিয়ে এসেছি সেটা অবশ্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৫০

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ -এর দুটি অর্থ

مُصَدِّقًا শব্দটি যদিও حَال কিন্তু নিছক সামঞ্জস্যের কারণে পূর্বোক্ত বাক্যের ওপর عطف হয়েছে। এর দুটি অর্থ। এ দুটো অর্থেরই বিশ্লেষণ আমরা অন্যত্র করে এসেছি। প্রথমত, আমি তাওরাতের সত্যায়ন করছি। এ সত্যায়নের সাক্ষ্য-প্রমাণ ইঞ্জীলে মওজুদ রয়েছে। হযরত মসীহ আ. অত্যন্ত জোরালোভাবে ও বিশেষ তাকিদ সহকারে বারংবার একথা বলেছেন যে, আমি তাওরাতকে রহিত করার জন্য আসিনি, আমি এসেছি তা কায়েম করার জন্য। তিনি এও বলেছেন ঃ "আসমান ও যমীন স্থানচ্যুত হতে পারে, কিন্তু এর (তাওরাতের) একটি নোক্তাও এদিক সেদিক হতে পারে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি বিষয় সম্পূর্ণ অর্জন করে।" তিনি নিজে কার্যত যে,শরীআতের অনুসরণ করছেন এবং যার অনুসরণ করার জন্য তাঁর অনুবর্তীদের হেদায়াত করেছেন, তা ছিল তাওরাতেরই শরীয়াত। তাওরাতের ওপর তিনি যেটুকু সংযোজন করেছেন তা শরীয়াতের অন্তর্গত নয়, তা ছিল স্রেফ হিকমাতের অন্তর্গত। আর এ প্রবৃদ্ধির ধরন ছিল, তিনি তাওরাতের ঐ প্রচ্ছন্নতাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যার থেকে তাদের উলামা ও দূরদর্শীদের চক্ষু ছিল বন্ধ। তাদের উত্তরসূরীরা তাওরাতের সাথে বিদ্রোহের ঘোষণাতো করেছে পলের আমল থেকে।

দ্বিতীয়ত, আমি তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের বাস্তব ফলশ্রুতি। আমার আত্মপ্রকাশের দ্বারা তার সত্যায়ন হয়েছে। হযরত ঈসা আ.-এর পূর্বসূরী নবীদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী মওজুদ ছিল। যার ভিত্তিতে ইহুদীরা একজন নবীর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষমান ছিল। অতপর হযরত ঈসা আ.-এর প্রসিদ্ধতা যখন ছড়িয়ে পড়লো, তখন অনেক মহল থেকেই এ আলোচনা পর্যালোচনা উচ্চারিত হতে লাগলো যে, যার জন্য অপেক্ষা ছিল, তিনি এসে গিয়েছেন। কেউ কেউ যার জন্য প্রতীক্ষা করা হচ্ছিল তার নাম বলেছেন—ইলিয়া। ইঞ্জীলে হযরত ইউহোন্না সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি হিরোদেশ-এর নির্দেশে কারাগারে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর কতিপয় শাগরেদকে হযরত মসীহ আ.-এর খেদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁকে তাদের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলেন "তারা যার জন্য অপেক্ষমান ছিল, আপনিই কি তিনি, অথবা আমরা অন্য কারো জন্য অপেক্ষা করবো?" হযরত মসীহ আ. বার্তা বাহকদের বললেন, যা কিছু তোমরা প্রত্যক্ষ করছো, তাই তাকে গিয়ে জানাবে যে, খঞ্জরা চলাচল করছে, মূক বধিরেরা কথা বলছে, অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছে, এক্ষণে আর কিসের অপেক্ষা? হযরত ঈসা আ. নিজেও এরূপ বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, পূর্ববর্তী নবীগণ তাঁর সম্পর্কে যা যা বলেছিলেন, এসব উদ্ধৃতি ইঞ্জীলেও মওজুদ রয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত মসীহ আ. কোন্ কোন্ হারাম বস্তু হালাল সাব্যস্ত করেন

وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ এ বাক্যটিও অর্থের ওপর عطف হয়েছে। কতিপয় হারামকৃত বস্তুকে হালাল করা দ্বারা ঐসব বস্তুকে হালাল করা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো ইহুদী আলেমরা নিছক তাদের মনগড়া ফতোয়া ও তাদের সীমালঙ্ঘন জনিত কারণে হারাম সাব্যস্ত করে রেখেছিল। আর এগুলোই ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে শরীআতে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ শনিবারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রসঙ্গটিকে ধরে নিন। এ ঘটনাটিকে ইহুদী ফকীহ ও প্রাজ্ঞজনরা এতটাই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, শনিবারে কোনো রোগীর নিরাময়ের জন্য দোয়া করা ছিল তাদের মতে শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিপন্থী। সুতরাং শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রশ্নে হযরত মসীহ আ. ও ইহুদী ওলামাদের মধ্যে বিভিন্ন বিবাদ ও বিতর্কের উল্লেখ ইঞ্জীলেও (বাইবেল) এসেছে। অনুরূপভাবে এমন কতিপয় ঐতিহ্যে ও সংস্কারের উল্লেখও ইঞ্জীলে (বাইবেল) রয়েছে। যেগুলোকে হযরত মসীহ আ. ও তাঁর শাগরেদরা প্রকাশ্যেই নির্মূল করেছেন। এগুলো নির্মূল করা প্রসঙ্গে ইহুদী আলেমরা যখন তাঁর ওপর ধর্মদ্রোহিতার অপবাদ আরোপ করলো, তখন তিনি তাদের এ মিথ্যা দীনদারীর মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন।

আয়াত ঃ ৫১

إِنَّ اللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝

আল্লাহর জন্য পিতা শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য

ইঞ্জীলে (বাইবেলে) আল্লাহকে বুঝাতে আমার পিতা ও তোমাদের পিতা-এর যে, অভিধা বার বার ব্যবহার হয়েছে, কুরআন তার সংশোধন করেছে। কুরআন বলেছে, হযরত ঈসা আ. মূলত যা বলেছে তা ছিল, আল্লাহই আমার রব এবং তোমাদেরও রব। সুতরাং একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো। কিন্তু খৃস্টানরা দুর্বোধ্য ও দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের অনুসরণ করেছে এবং তার সুস্পষ্ট শিক্ষা-দীক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইবরানী ভাষায় اب শব্দটি পিতা ও রব বা প্রভু উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে। অনুরূপ ابن শব্দটি পুত্র ও 'আবদ' বা দাস উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। এটা স্পষ্ট যে, যখন কোনো শব্দ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তার পূর্বাপর সম্পর্কই এটা নির্ধারণ করে দেয় যে, শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু খৃস্টানরা যখন হযরত মসীহ আ.-এর উলুহিয়াতের আকীদা ধারণ করল, তখন যা কিছুই তাদের উদ্দেশ্যের জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হলো তাকেই তারা উক্ত আকীদার সমর্থনে ব্যবহার করেছে। তারা এটা লক্ষ্য করেনি যে, এর স্থান-কাল-পাত্র ও প্রেক্ষাপট কি ? তাছাড়া মূল ইঞ্জীলের (বাইবেল) পরিবর্তে যখন শুধু তার অনুবাদটাই রয়ে গেল তখন প্রতিটি জিনিসের ব্যাখ্যা প্রতিটি অনুবাদের সাথে বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। কিন্তু এ সকল বিকৃতি সত্ত্বেও আজো পর্যন্ত ইঞ্জীলে এমন সব স্পষ্ট বাণী মওজুদ রয়েছে ; যদ্বারা এটা একেবারে সুস্পষ্ট যে, হযরত মসীহ যখন আল্লাহকে

www.pathagar.com

ابٌ বলেন তখন এদ্বারা রবকেই বুঝিয়ে থাকেন। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন স্থানে তিনি অন্যান্য সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে এর তাৎপর্যকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাছাড়া যোহন (ইউহোন্না) অধ্যায় ২০ ঃ ১৭ এতে রয়েছে ঃ

"কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর তাঁহার নিকটে আমি উর্দ্ধে যাই।"

এ বক্তব্য থেকে এটা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত ঈসা আ. যে অর্থে মহান আল্লাহকে নিজের ابٌ বলেন, উক্ত অর্থে তিনি তাঁকে গোটা সৃষ্টির ابٌ বলে থাকেন। এবং এ দ্বারা এটাও স্পষ্ট যে, তিনি উক্ত শব্দটি দ্বারা মহান আল্লাহকে বুঝানোর জন্য তাঁর রুবুবিয়াত গুণের দিক থেকে ওটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর সাথে স্বীয় বংশীয় সম্পর্ক জোড়ার জন্য নয়। এ ছাড়া তিনি আল্লাহর জন্য ঈশ্বর অভিধাও ব্যবহার করেছেন। এবং তাঁকে যেমন অন্যদের ঈশ্বর বলে থাকেন। তদ্রূপ তাঁকে নিজেরও ঈশ্বর বলে অভিহিত করেন।

তাওহীদ-ই সরল সঠিক পথ

هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সরল সঠিক পথ এটাই যে, একমাত্র তাঁকেই রব মেনে নেয়া হবে, নিজেরও এবং অন্যেরও এবং ইবাদাতও করতে হবে একমাত্র তাঁরই। যারা এর মাঝে অন্যান্য অসীলা ও মাধ্যম সৃষ্টি করে নিয়েছে, তারা এ সরল পথে অনেক বক্রতা-বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে নিয়েছে। যার ফলে তারা শিরক ও গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে। এ পথটি তো সম্পূর্ণ বক্রতামুক্ত। (نكره) এটি সোজা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। শব্দটি অনির্দিষ্ট লওয়া হয়েছে। তাই এটি এখানে ফিতরাতের রাজপথের গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রতি দিক নির্দেশ করছে।

আয়াত ঃ ৫২-৫৩

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ج اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ج وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

'হাওয়ারী' শব্দের অর্থ

حَوَارِيٌّ শব্দটি ইবরানী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় এসেছে বলে মনে হয়। এর আভিধানিক অর্থের ব্যাপারে ভাষাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমাদের মতে এর অর্থ শুভাকাঙ্ক্ষী, সহায়তাকারী, সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষকতাকারী। আনসার শব্দটি যেরূপ মদীনার ঐসব নিবেদিত প্রাণ মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে, যারা ইসলামের সূচনা লগ্নেই মহানবী স-এর সাহায্য করেছিলেন। তদ্রূপ হাওয়ারী শব্দটিও হযরত ঈসা আ.-এর ঐসব বিশেষ শাগরেদদের জন্য ব্যবহার হয়েছে। যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল।

www.pathagar.com

সর্বপ্রকার দৈব-দুর্বিপাকে তাকে সঙ্গদান করেছে। তিনি পূর্ণ সহানুভূতি ও আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে দিবা-রাত্র যাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করেছেন এবং যারা অবশেষে তাঁর পক্ষ থেকে দাঈ, দলপতি ও তাঁরই পয়গাম বাহক হিসেবে বনী ইসরাঈলের প্রতিটি পাড়ায় পৌঁছেছিলেন। এ শাগরেদদের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা ইঞ্জীলে (বাইবেলে) রয়েছে।

اَنْصَار শব্দের অর্থ

اَنْـصَـار শব্দটি نَـاصِـرٌ শব্দের বহুবচন এবং نَـصِـيْـرٌ শব্দেরও বহুবচন, এর অর্থ স্পষ্ট। আমাদের মতে—যেমন আমরা ওপরে ইঙ্গিত দিয়েছি—অর্থের দিক থেকে اَنْصَارٌ ও حَـوَارِيْـنَ আরবী শব্দদ্বয়ের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। তাই এ অর্থগত সামঞ্জস্যের দিক থেকেই কুরআন হাওয়ারীদেরকে মদীনার আনসারদের উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করেছেন। সূরা সাফ-এ আমরা এ সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

৫২ নম্বর আয়াতের তাৎপর্য

আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হযরত ঈসা আ. যখন বনী ইসরাঈলের আলেম সম্প্রদায় ও নেতৃবৃন্দের আচরণ থেকে এটা উপলব্ধি করলেন, এরা ঈমান আনবার নয়। তখন তিনি তাঁর সার্বিক মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন তাঁর ঐ দরিদ্র সঙ্গীদের প্রতি, যারা যদিও পদ-পদবী ও সম্মান-মর্যাদার অধিকারী ছিল না, কিন্তু ঈমানের সম্পদে ছিল সুসমৃদ্ধ। আম্বিয়া আ.-এর এটা একটা স্পষ্টত রীতি চলে এসেছে যে, প্রথমতো তাঁরা তাদের নিজ নিজ কওমের প্রভাবশালী লোকদের ঘুম ভাঙ্গানোর ও তাদের জাগিয়ে তোলারই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারলেন যে, মরণ-ঘুমে আচ্ছন্ন এ লোকগুলো পার্শ্ব পরিবর্তন করার নয়। তখন তারা এ আত্মভোলা লোকদের তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিলেন এবং তাদের সার্বিক মনোযোগ স্বীয় দরিদ্র ঈমানদার সঙ্গী-সাথীদের প্রতি নিবদ্ধ করলেন। কুরআন মজীদে মহানবী স.-কে কাফিরদের উপেক্ষা করার ও ঈমানদারদের উপদেশ প্রদান করার জন্য যে বারবার হেদায়াত দেয়া হয়েছে, তা এ পর্যায়েরই ব্যাপার ছিল। এটাই ছিল সে পর্যায় যাতে আমাদের নেতা মসীহ আ. সমুদ্র তীরে জেলেদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে মৎস শিকারীরা এসো আমি তোমাদের মানুষ শিকারকারী বানিয়ে ছাড়বো।

নবীদের কর্মতৎপরতার একটি দিক

এ আয়াত দ্বারা সম্মানিত আম্বিয়া আ.-এর কর্মনীতির ওপরও আলোক সম্পাত হয়। অর্থাৎ তারা অবস্থার বিপর্যয়ে ও স্বজাতির হঠকারিতায় নিরাশ এবং মনোবল হারিয়ে ফেলেন না। বরং আল্লাহর পথে তারা তাদের সংগ্রাম-সাধনা অব্যাহত রাখেন। সমাজের শক্তিমান ও প্রভাবশালী লোকেরা তাঁদের সহযোগিতা না করলে তারা তাদের দরিদ্র, বিশ্বস্ত, দুর্বল ও প্রভাবহীন সঙ্গীদের নিয়েই তাদের অভিযাত্রা চালিয়ে যান। পরিস্থিতির সমাচ্ছন্ন অন্ধকার তাদের মধ্যে আলো এবং কওমের নির্দয় আচরণ তাদের মধ্যে অধিকতর শক্তি ও মনোবল সৃষ্টি করে দেয়। কবির ভাষায় ঃ

حدی راتیز ترمی خواں چو محمل اگراں بینی

সূরা নূহ-এর তাফসীরে আম্বিয়াদের কর্মপদ্ধতির এ দিকটির ওপর আমরা আল্লাহ চাহে তো বিস্তারিত আলোচনা করবো।

مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ-এর অর্থ

مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ দ্বারা একদিকে তো দাওয়াতের উদ্দীপনা প্রকাশ পাচ্ছে—যার প্রতি আমরা ওপরে ইঙ্গিত দিয়েছি। অপরদিকে ঐ পদক্ষেপ এবং কঠোর ও দৃঢ় সংকল্পের বিষয়টিও প্রকাশ পাচ্ছে যা আল্লাহ ভিন্ন সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা যাবে যে, দাওয়াতের এ দৃপ্ত আহবানের মধ্যে এ বিষয়টিও প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, দেখ আমি তো আমার রবের পথে আগুয়ান ও চলমান হলাম। এক্ষণে যার মধ্যে দৃঢ় মনোবল সাহস রয়েছে সে যেন এ বন্ধুর কন্টকাকীর্ণ পথে আমার সঙ্গী-সহযাত্রী হওয়ার দুঃসাহস করে।

নবীর এ চূড়ান্ত মীমাংসাসূচক সিদ্ধান্ত মৃতদের মাঝেও জীবনের স্পন্দন জাগ্রত করে দেয়ার প্রভাব রাখে। যে সকল আত্মার কিছুমাত্র যোগ্যতাও বিদ্যমান থাকে, তারা শুধু জাগ্রত হয় তাই নয় ; বরং স্পন্দিত হয়ে ওঠে। আর যখন স্পন্দিত হয়ে ওঠে তখন বহু বছরের মঞ্জিল কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করে যায়।

ভাষা ও বক্তব্যের একটি সূক্ষ্ম রহস্য

যারা আরবী ভাষার ওপর বিশেষ দক্ষতা রাখেন, তাদের জন্য এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। হযরত মসীহ আ. তো বলেছেন ঃ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ কিন্তু হাওয়ারীগণ যে জবাব দিয়েছেন তা এটা ছিল না যে- نَحْنُ اَنْصَارُكَ اِلَى اللّٰهِ বরং নির্দ্বিধায় জবাব দিয়েছেন ঃ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ (আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী)। হযরত মসীহ আ.-এর বক্তব্য اِلَى শব্দটি ঐ দূরত্বকে স্পষ্ট করছে যা পথ ও গন্তব্যস্থলের মধ্যে বিদ্যমান। একজন আহ্বায়ক হিসেবে তাঁর সুমহান মর্যাদার দাবী এটাই ছিল যে, তিনি পথের সমস্যা সংকট ও মাঝের দূরত্ব সম্পর্কে অবহিত করবেন। কিন্তু হাওয়ারী তথা তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ তাদের জবাবে ত্যাগ ও কুরবানীর উদ্দীপনায় এক লাফেই যেন সমগ্র দূরত্বকে অতিক্রম করে গেলেন। হক-এর দাওয়াতের এ নাজুক পর্যায়ে ঈমান ও ইসলামের প্রতি তাদের ত্যাগ ও উদ্দীপনা ছিল, এটাই তো ছিল তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা।

نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ-এর অন্তরনিহিত তাৎপর্য

এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে, হাওয়ারীগণ এটা ভাল করেই জানতো যে, আল্লাহর সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ কি আর এ ক্ষুদ্র কথার মধ্যে কোন্ সব বিষয় শামিল রয়েছে ও কত ত্যাগ ও কুরবানী প্রচ্ছন্ন আছে। তাদের এটা ভাল করেই জানা ছিল, আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়ার দাবীর অর্থ এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে। অনুসরণ করতে হবে তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধানের সম্পূর্ণ নিঃশর্তভাবে। মেনে নিতে হবে তাঁর নাযিলকৃত সবকিছুকে। তাবেদারী করতে হবে তাঁর প্রেরিত রাসূলকে। স্বীয় কথা ও কাজ এবং জীবন ও মরণ—সবকিছুর বিনিময়ে ঐ সত্যের

www.pathagar.com

সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে, যে আমানত সোপর্দ করেছেন মহান আল্লাহ তাকে। এটাই সে সাক্ষ্য কেউ যদি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে দেয়, তবেই হাসিল হতে পারে উক্ত সাক্ষ্যদানের প্রকৃত মর্যাদা।

এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, হাওয়ারীগণ হযরত মসীহ আ.-কে যে বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে সাক্ষী করেছে, তাহলো তাদের মুসলিম হওয়া। এ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, হাওয়ারীদের চিন্তা-চেতনায় নিছক ইসলাম ও মুসলিমের ধারণাই বর্তমান ছিল, খৃষ্টান ও খৃষ্টবাদের কোনো ধারণা ছিল না। একথাটি এ সূরার মূল স্তম্ভের সাথে সম্পর্কিত। আমরা এ সূরার প্রাথমিক আলোচনায় এটা স্পষ্ট করেছি যে, এ সূরার মূল স্তম্ভ হচ্ছে ইসলাম।

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ঃ এটা এ বিষয়ের দোয়া যে, কিয়ামতের দিনে যেন সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে তাদের গণ্য করা হয়, সত্য গোপনকারীদের মধ্যে নয়। সত্যের সাক্ষ্যদানই ঐ মৌল দায়িত্ব যা প্রত্যেক নবীর উম্মতের ওপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ন্যস্ত করা হয়েছিল। নবী জীবন বাজি রেখে উম্মতের ওপর আল্লাহর দীনের সাক্ষ্য প্রদান করেন। আর নবীর পরে এ সত্যের সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব বর্তায় উম্মতের ওপর। সর্বপ্রকার লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে গোটা মানব জাতির সামনে এ সাক্ষ্যদান করা তার কর্তব্য। চিন্তা-চেতনা, রসনা, বাকশক্তির ও কর্মশক্তি এবং জীবন ও সম্পদের কুরবানীর মাধ্যমে সর্বতোভাবে এ সাক্ষ্যদান করাই দীনের দাবী। এ সাক্ষ্যদানের বিপরীত হল সত্য গোপন করা, যা আল্লাহর দেয়া শরীআতের কঠিনতম পাপসমূহের অন্তর্গত। দীন ও ধর্মের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীরা এ পাপটি সবচেয়ে বেশি করতো। আর এ অপরাধ মোটামুটি ঐ সকল গুনাহের অন্তর্গত যার কারণে তারা মহান আল্লাহর লানতের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। হাওয়ারীদের উক্ত দোয়া সম্পর্কে চিন্তা করলে এটা উপলব্ধি করা যাবে যে, এতে প্রসঙ্গক্রমে ইহুদীদের সত্য গোপনের ওপর পরোক্ষ অভিযোগও রয়েছে।

উক্ত আয়াতের আলোচ্য বিষয় কিঞ্চিত শাব্দিক পার্থক্য সহকারে সূরা আস সাফ-এও বর্ণিত হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝

"ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম হাওয়ারীদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে ? তখন হাওয়ারীরা বলেছিল, 'আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী'। অতপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফরী করলো। পরিশেষে আমি, যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে শত্রুদের মুকাবিলায় সাহায্য করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হলো।"–সূরা আস ছফ ঃ ১৪

www.pathagar.com

এখানে এটা ব্যক্ত করা জরুরী নয় যে, আল্লাহকে সাহায্য করা মানে আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর ঐ দীনের সাহায্য ও সহযোগিতা করা যা কায়েম করার দাওয়াত নিয়ে আল্লাহর রাসূল আগমন করে থাকেন। مَنْ اَنْصَارِیْٓ اِلَی اللّٰهِ শব্দগুচ্ছ দ্বারা সুষ্ঠভাবেই সত্য প্রকাশ পাচ্ছে। মহান আল্লাহ সর্বপ্রকার সাহায্য থেকে বেনিয়ায ও তার উর্ধে হওয়া সত্ত্বেও এটাকে স্বীয় সাহায্য বলে ব্যক্ত করেছেন, এর কারণ এ কাজ আল্লাহর পসন্দনীয় কাজ এবং এতে রয়েছে তাঁর বান্দাদের সার্বিক কল্যাণ ও সফলতা।

আয়াত ঃ ৫৪

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝

مَكْرٌ শব্দের প্রকৃত অর্থ

مَكْرٌ শব্দের অর্থ কারো ক্ষতি করার জন্য কোনো গোপন পরিকল্পনা করা, অভিসন্ধি করা। এতে নিন্দনীয় দিকের সৃষ্টি হয়েছে এদিক থেকে যে, গোপন কার্যব্যবস্থা গ্রহণ মানুষের দুর্বলতার পরিচায়ক। যেহেতু সাধারণ নিয়ম এটাই যে, গোপন কার্যব্যবস্থা দুর্বল লোকেরাই ব্যবহার করে থাকে। সেহেতু এর নিন্দনীয় দিকটিই সবার নিকট প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই এটাই সাধারণ ধারণায় পরিণত হলো যে, مكر অবশ্যম্ভাবীরূপে নিন্দনীয়ই হয়ে থাকে। কিন্তু এটা প্রকৃত সত্যের পরিপন্থী। গোপন পরিকল্পনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো চক্রান্তকারীর চক্রান্তকে নস্যাৎ করার জন্য বা তার শাস্তি বিধান হিসেবেও ব্যবহার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। একজন গোপন চক্রান্তকারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কোনো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সে তাকে যুলুম ও বাড়াবাড়ি বলে অভিহিত করবে এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ লোক তাকেই নির্দোষ ও সত্যপন্থী বলে সাব্যস্ত করবে। একইভাবে কোনো ষড়যন্ত্রকারী শত্রুর বিরুদ্ধে অনেক সময় তাকে সতর্ক করার জন্যও গোপন কার্যব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে। যাতে তার নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার চক্রান্তজাল আর গোপন নেই। যাদের জন্য সে এ ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে চলেছে তারা এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এটা তাকে লাঞ্ছিতও করে এবং ভবিষ্যতের জন্য তাকে এ ধরনের তৎপরতা থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যও সহায়ক হয়ে থাকে। অবশ্য শর্ত এই যে, তার মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ করার যোগ্যতা থাকতে হবে। এখানে মহান আল্লাহর প্রতি যে مكر-কে সম্পর্কিত করা হয়েছে তা দ্বারা এ مكر-ই উদ্দেশ্য ; যা হক-এর শত্রুদের চক্রান্তকে নস্যাৎ করা বা তাদের শাস্তি প্রদান করার জন্য মহান আল্লাহ গ্রহণ করে থাকেন। এসব কর্মপরিকল্পনা এমনই অব্যর্থ তীরের ফলা হয়ে থাকে যে, শত্রুর প্রতারণা জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং একই সাথে এদ্বারা সৃষ্টিরাজির সীমাসংখ্যাহীন কল্যাণ অর্জিত হয়। وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ দ্বারা এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মহান আল্লাহ হযরত মসীহ আ.-কে ইহুদীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য কি কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ? এর জবাবের জন্য সূরা নিসায় যথাযোগ্য স্থান সামনে আসছে।

www.pathagar.com

সম্মানিত নবীদের জীবনের একটি সাধারণ সত্য

এ আয়াতে যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তা সকল আম্বিয়া আ.-এর জীবনের একটি সাধারণ সত্য ও বাস্তবতা, সকল নবীর জীবনই এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, যখন তারা নিজেদের কওমের সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ থেকে নিরাশ হয়ে তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন তাদের দরিদ্র সঙ্গী-সাথী ও জাতির সাধারণ লোকদের প্রতি, এবং তাদের মধ্যে দাওয়াত উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করেছে, তখনই এ সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এটাকে তাদের ক্ষমতার জন্য একটা ভয়াবহ বিপদ বলে গণ্য করেছে। তারা তখন নবীর বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র আঁটিতে শুরু করে ; যাতে তাঁকে হত্যা করার কোনো অজুহাত সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তাদের ধারণা মোতাবিক তারা এ মহাবিপদ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে।

হযরত মসীহ্ আ.-এর বিরুদ্ধে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

এ পরীক্ষার সোপানতো প্রত্যেক নবীর জীবনেই এসেছে—যেমন আমরা ওপরে আলোচনা করেছি। কিন্তু এখানে আমরা হযরত মসীহ্ আ.-এর বিরুদ্ধে ইহুদীদের সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেসব ষড়যন্ত্র এঁটেছিল তার উল্লেখ করব।

ইঞ্জীল (বাইবেল) থেকে জানা যায় যে, ইহুদীদের আলেম ভবিষ্যদ্বক্তা ও ফকীহ্ সম্প্রদায় এ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেছিল।

প্রথমত, তারা হযরত মসীহ্ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ওপর পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য ভঙ্গ করার ও সম্মানিত ব্যক্তিদের অবজ্ঞা ও অপমান করার অভিযোগ আরোপ করে। যাতে জনসাধারণকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে।

দ্বিতীয়ত, তারা এ ষড়যন্ত্র জাল বিছিয়েছিল যে, তারা তাদের বিশেষ বিশেষ লোকদের তাঁর নিকট প্রেরণ করত। এরা তাঁর নিকট এমন সব প্রশ্ন করত, যার জবাব থেকে তাদের বিরুদ্ধে কুফরী ও ধর্মচ্যুতির ফতোয়ার মাল মসলা যোগাড় করা সম্ভবপর হয়, ইহুদী ফকীহ্ ও ধর্মজ্ঞরা এ কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার ও তৎপরতার সাথে সম্পন্ন করেছে। তারা হযরত মসীহ্ আ. প্রদত্ত উদাহরণ ও দৃষ্টান্তসমূহের মধ্য থেকে নিজেদের জ্ঞাতসারে ঐসব মালমসলা সংগ্রহ করে নেয় ; যার ভিত্তিতে তাঁকে হত্যা করা ওয়াজিব—এ ফতোয়া জারী করা সম্ভবপর হয়।

তৃতীয়ত, যেহেতু ঐ যুগে দেশের ওপর রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল রোমকদের হাতে, সে কারণে তাদেরকে উত্তেজিত করার প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণও সংগ্রহের অপচেষ্টা করা হয়। প্রথমে তো কর উসুলের ব্যাপারে সাইয়েদ মসীহ্ আ.-এর নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। যাতে এটা প্রমাণ করা যায় যে, এ লোক কায়সারকে কর প্রদানে বাধা প্রদান করে থাকে। কিন্তু সাইয়েদ মসীহ্ আ. এ জাতীয় প্রশ্নের এহেন দাঁতভাঙ্গা জবাব দান করেন যে, ইহুদী আলেমরা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

অতপর তারা অভিযোগ আরোপ করে যে, এ ব্যক্তি ইসরাঈলের রাষ্ট্রপ্রধান হবার দাবী করছে। এ উদ্দেশ্যে তারা হযরত মসীহ্ আ.-এর বিভিন্ন দৃষ্টান্তমূলক বাণী থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ও তদ্বারা রোমক সরকারকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

চতুর্থত, এ চক্রান্ত করা হয় যে, সাইয়েদ মসীহ আ.-এর ১২ জন শাগরেদের মধ্য থেকে ইহুদা নামক এক শাগরেদকে যে ছিল মুনাফিক—ইহুদীরা ঘুষের বিনিময়ে একথার ওপর রাজী করিয়ে নেয় যে, সে হযরত মসীহ আ.-এর পেছনে গুপ্তচরবৃত্তি করবে ও তাঁকে গ্রেফতার করিয়ে দেবে।

এ সমস্ত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ ইঞ্জীলে (বাইবেল) মওজুদ রয়েছে। পুস্তকের কলেবর দীর্ঘ হওয়ার ভয় না থাকলে আমরা এ সমগ্র উপকরণাদি একটা যথাযোগ্য ধারাক্রম অনুযায়ী এখানে সম্পূর্ণ তুলে ধরতাম। কিন্তু কুরআন যেরূপ ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে, আমরাও তদ্রূপ ইঙ্গিত দিয়ে ক্ষান্ত হওয়াই ভাল মনে করলাম।

নবীর জীবনে এটাই সে সোপান হয়ে থাকে, যখন তিনি স্বীয় কওমকে ছেড়ে এবং নিজ দুশমনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা উচ্চকিত করেন ও হিজরত করে থাকেন। আর এ হিজরতও প্রকাশ পেয়ে থাকে বিভিন্ন আকার ও প্রকারে। এ সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

আয়াত ঃ ৫৫

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى إِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

হযরত মসীহ আ.-এর হিফাযতের জন্য খোদায়ী ব্যবস্থা

মহান আল্লাহ ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে সাইয়েদ মসীহ আ.-কে সুরক্ষা করার জন্য যে সুন্দরতম গোপন কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করে ছিলেন, এক্ষণে তাই বিবৃত হচ্ছে। বলাবাহুল্য, আল্লাহর গৃহীত এ কার্যব্যবস্থার ফলে তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র জাল সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

تَوَفِّى শব্দের আভিধানিক ও ভাবগত অর্থ

تَوَفِّى শব্দের প্রকৃত অর্থ আরবী অভিধানে اَلْاَخْذُ بِالتَّمَامِ কোনো বস্তুর সম্পূর্ণটা নিয়ে নেয়া বা কোনো কিছুকে নিজের দিকে টেনে নেয়া, আয়ত্বাধীন করে নেয়া। মৃত্যু দেয়ার অর্থে এ শব্দের ব্যবহার প্রকৃত অর্থে নয় ; রূপক অর্থে হয়ে থাকে। যেসব শব্দ তার প্রকৃত ও রূপক উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে, সেগুলোর সঠিক অর্থ নির্ধারণের জন্য কুরআনের কাছেই ধর্ণা দিতে হয়।

শব্দটির অর্থ মৃত্যু নেয়ার বিপক্ষে যেসব ইঙ্গিত বর্তমান

এখানে শব্দটির অর্থ মৃত্যু নেয়ার বিপক্ষে যেসব ইশারা-ইঙ্গিত রয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

www.pathagar.com

প্রথমত, এখানকার যে প্রেক্ষাপট তাহলো হযরত মসীহ্ আ. ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের জন্য মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা, সকল রাসূলগণের জীবন কথা এ বিষয়ের সাক্ষী যে, যখন তাঁদের কওমের লোকেরা তাঁদের হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে, তখন মহান আল্লাহ্ তাদেরকে সুরক্ষা ও সাহায্যের সুসংবাদ প্রদান করেন। এখানেও আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে এটাই উপলব্ধি করা যাবে যে, সুসংবাদ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদানই সম্পূর্ণ আয়াতটির প্রতিপাদ্য বিষয়। এটাই যখন আয়াতের পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়, তখন এখানে একথা বলার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে যে, 'আমি তোমাকে মৃত্যু প্রদান করবো ?' এটাতো ছিল প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, মৃত্যু ইহুদীদের হাতে না হয়ে মহাশক্তিধর আল্লাহ্র হাতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, এখানে যদি এ শব্দটির অর্থ 'মৃত্যু দান করা' নেয়া হয়, তাহলে এর পরে رَافِعُكَ اِلَىَّ শব্দগুলো সম্পূর্ণ নিরর্থক ও অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে এটা বলার মধ্যে এমন কি উপকারিতা ও তাৎপর্য থাকতে পারে যে, আমি তোমাকে মৃত্যু দেব ও আমার দিকে তুলে নেব ? এখানে مُتَوَفِّيكَ শব্দের পরে رَافِعُكَ اِلَىَّ-এর শব্দগুলো تَوَفِّىْ শব্দের অর্থকেই স্পষ্ট করছে। অর্থাৎ তোমার تَوَفِّىْ-এর পদ্ধতি হবে এই যে, আমি তোমাকে আমার দিকে তুলে আনবো।

তৃতীয়ত, رَافِعُكَ اِلَىَّ-এর মানে নিছক মর্যাদা সমুন্নত করা, গ্রহণ করা সঠিক নয়। সে অবস্থায়তো اِلَىَّ শব্দটি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, কুরআনে কোনো একটি শব্দও অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়নি। যদি নিছক উচ্চমর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আরবী ভাষার বিচারে رَافِعُكَ যথেষ্ট ছিল ; اِلَىَّ - এর প্রয়োজন ছিল না। কুরআনে লক্ষ্য করে দেখুন, যেখানেই এ শব্দটি উচ্চমর্যাদা অর্থে ব্যবহার হয়েছে اِلَى ছাড়া ব্যবহার হয়েছে, যেমন ঃ

مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ - البقرة : ٢٥٣

"আর তাদের মধ্যে তারাও রয়েছে যাদের সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন আর কাউকে উচ্চমর্যাদা দান করেছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৩

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ - الاعراف : ١٧٦

"অবশ্য আমি যদি চাইতাম তবে তাকে সে নিদর্শনাবলীর বদৌলতে উচ্চমর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৬

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا - مريم : ٥٧

"এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চমর্যাদায়।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৫৭

اِلَى শব্দটির সত্যিকার হক আদায় করতে হলে বলা বাহুল্য, হক আদায় করা জরুরীও رَافِعُكَ اِلَىَّ "আমি তোমাকে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে আমার দিকে তুলে নেব।"

www.pathagar.com

চতুর্থত, কুরআন অন্যান্য স্থানে, যেখানে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে مُتَوَفِّيكَ শব্দটি সম্পূর্ণ পরিহার করেছে। হত্যা ও শূলিবিদ্ধ করার বিষয় নাকচ করার পরে যে বিষয়টির সমর্থন করেছে তাহল শুধু উঠিয়ে নেয়া। بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ঃ "বরং আল্লাহ তাকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।" এটা এ বিষয়ের অত্যন্ত স্পষ্ট ইঙ্গিত যে, কুরআন এ تَوَفِّى এর প্রকৃত স্বরূপ বলে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট উত্তোলন করে নিয়েছেন। আয়াতটি লক্ষণীয় ঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ ط مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ج وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

"অথচ তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলিতেও চড়ায়নি বরং তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। আর যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, নিশ্চয়ই তারা তাঁর ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। এ সম্পর্কে তাদের অনুমান করা ছাড়া কোনো জ্ঞানই ছিল না। আর তারা তাকে হত্যা করেনি একথা নিশ্চিত। বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৫৭-১৫৮

হযরত ঈসা আ.-এর মৃত্যু কিভাবে হয়েছে তা বর্ণনা করার জন্য এ আয়াতটিই ছিল সর্বাধিক উপযোগী স্থান। কারণ যারা তাঁর হত্যা কিংবা শূলিবিদ্ধ হওয়ার দাবীদার ও প্রবক্তা ছিল কুরআন এখানে তাদের বক্তব্যকে অত্যন্ত প্রবলভাবে ও কঠোরতার সাথে খণ্ডন করেছে। যথার্থই যদি তাঁর মৃত্যু সংঘটিত হতো, তাহলে এ প্রসঙ্গেই কুরআন পরিষ্কার এরূপ বলে দিতো যে, না তাঁকে হত্যা করা হয়েছে আর না শূলিতে চড়ানো হয়েছে, বরং আল্লাহ তাঁকে ওফাত দিয়েছেন। কিন্তু কুরআন যে শুধু এটা বলেনি তাই নয় বরং এখানে تَوَفِّى শব্দটিও ব্যবহার করেনি। শুধু رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ এ শব্দই ব্যবহার করেছে। ভাষাজ্ঞানে পারদর্শী মাত্রই অনুমান করতে পারেন যে, হত্যা ও শূলির বিষয়টি নাকচ করার পর رَفَعَ শব্দের অর্থ 'মৃত্যু' গ্রহণ করার কতটুকু অবকাশ বিদ্যমান ?

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ঃ অর্থাৎ এ অপবিত্র সমাজ থেকে পৃথক করে তোমাকে সৎকর্মশীল ও নেককারদের দলভুক্ত করে দেব। আম্বিয়া আ.-এর জন্য আল্লাহর স্থায়ী নীতি এই যে, তারা যে কওমের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে তাঁরা ততক্ষণ পর্যন্তই অবস্থান করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমান গ্রহণের আশা ও সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। এ সম্ভাবনা ঠিক তখনই নিঃশেষ হয়ে যায় যখন জাতির লোকেরা নবীকে হত্যার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে নবী আল্লাহর নির্দেশক্রমে হিজরত করে চলে যান। অতপর আত্মা পৃথক হয়ে যাবার পর দেহের জন্য যেরূপ পঁচে গলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না, ঠিক তদ্রূপ নবীর পৃথক হয়ে যাবার পর তাঁকে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য পরাস্ত ও লাঞ্ছিত অপমানিত হওয়া ভিন্ন আর কোনো পথ অবশিষ্ট থাকে না। নবী ও তাঁর সঙ্গীরা অপবিত্র পরিবেশ থেকে বেরিয়ে

www.pathagar.com

পবিত্র স্বাস্থ্যকর পরিবেশে দাখিল হয়ে যান, যাতে করে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও সুস্থতা বর্ধিত হয়, পক্ষান্তরে নবীর দুশমনরা প্রাণদায়ক উপাদান থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়। উস্তাদ ইমাম র. সূরা কাফিরুন এর তাফসীরে হিজরতের উক্ত প্রভাব ও ফলাফলের ওপর সবিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাইয়েদ মসীহ আ.-এর এই আকাশে উত্তোলনও যেহেতু এক ধরনের হিজরতের মধ্যেই গণ্য সেহেতু অন্যান্য সকল রাসূলরা যেরূপ হিজরতের পর বিজয় ও সফলতার সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন, তদ্রূপ তিনিও উক্ত হিজরতের সঙ্গে বিজয় ও সফলতার সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন। পরে এ পর্যায়ে বর্ণনা আসবে।

হযরত মসীহ আ.-এর অনুসারীদের ইহুদীদের ওপর বিজয়

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الاية ঃ এতে এ বিষয়ের সুসংবাদ রয়েছে যে, হযরত মসীহ আ.-এর পন্থানুসারীরা তাঁকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের ওপর সর্বদাই বিজয়ী থাকবে। ঐতিহাসিকভাবে এটি একটি বাস্তব সত্য। এ সুসংবাদের পর থেকে জাতি হিসেবে খৃষ্টানরা ইহুদীবাদের ওপর বরাবরই প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী থেকেছে। আজো পর্যন্ত যদিও বাহ্যত একটা ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে ইহুদীদের রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, তথাপি এ সত্য আপন জায়গায় একইভাবে কায়েম ও অবিচল রয়েছে—যেরূপ প্রথম থেকে কায়েম ও অবিচল ছিল। কারণ ইহুদীদের এ তথাকথিত রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়েছে খৃষ্টানদেরই হাতে এবং টিকেও আছে তাদেরই শক্তি-ক্ষমতার আশীর্বাদে।

একটি সন্দেহের অপনোদন

অবশ্য একটি বিষয় এখানে অবশ্যই অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক করে যে, এ খৃষ্টানরাই বা খোদ মসীহ আ.-এর অনুসারী ছিল কবে ? এরাতো সবাই নতুন মতবাদের উদগাতা ও হযরত মসীহ আ.-এর শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী ও বিপথগামী ? এর জবাব আমাদের মতে এই যে, الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু তাঁর সঠিক অনুসারীরাই নয় ; বরং এতে তাঁর সাধারণ অনুসারী ও তাঁর স্মরণকারীরাও শামিল রয়েছে। আমাদের এ মতের সপক্ষে কয়েকটি বিষয় নিম্নে আলোচিত হচ্ছে। যেমন ঃ

প্রথমত, কুরআন মজীদে اَهْلُ الْكِتَابِ ও الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ-এর শব্দাবলীও দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় এগুলো দ্বারা আহলে কিতাব বলতে গোষ্ঠী বুঝানো হয়েছে। তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাক মূলত কি, সে প্রশ্নটি সেখানে গৌণ। অনুরূপভাবে আমাদের মতে الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ (যারা তোমার অনুসরণ করেছে) শব্দের মধ্যেও রয়েছে অর্থের প্রশস্ততা। হযরত মসীহ আ.-এর সর্বস্তরের অনুসারীই এতে শামিল রয়েছে চাই তারা তাঁর সত্যিকার অনুসারী হোক কিংবা হোক তাঁর স্রেফ স্মরণকারী।

দ্বিতীয়ত, এখানে الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ-এর বিপরীত الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এ ইঙ্গিতই প্রমাণ হয় যে, পারস্পরিক মোকাবিলা বুঝানো হয়েছে মূলত মসীহ আ.

www.pathagar.com

বিরোধী ও মসীহ্ সমর্থকদের মধ্যে নিষ্ঠাবান অনুসারী ও বিদআত সংযোজনকারীদের মধ্যে নয়।

তৃতীয়ত, এটা প্রেক্ষাপট সুসংবাদ দানের। সুসংবাদ প্রশস্ততারই দাবী রাখে। الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ দ্বারা কেবলমাত্র প্রকৃত অনুসারীদেরই বুঝানো হলেতো সুসংবাদের পরিসর অত্যন্ত সীমিত ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। যেমন দেখা যায়, মহান আল্লাহ্ ইবরাহীমের বংশধরের জন্য রিযিকের যে সুসংবাদ প্রদান করেছেন তা শুধু ঈমানদারদের পর্যন্তই সীমিত রাখেননি। বরং ঈমানদার ও ঈমানদার নয় এমন সবার জন্যই তা উন্মুক্ত রেখেছেন। তদ্রূপ এখানে اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ ও খাঁটি ও অখাঁটি সকল অনুসারীদের জন্যই অবারিত।

রাসূল স্বীয় কওমের জন্য বিচারক হয়ে থাকেন

ইতোপূর্বে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, নবীদের মধ্যে যারা রিসালাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন তারা আপন কওম ও জাতির জন্য বিচারকের মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাদের মাধ্যমে অবশ্যম্ভাবীরূপে কওমের মধ্যে হক ও বাতিলের মীমাংসা হয়ে যায়। রাসূল ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিজয় অর্জিত হয় এবং তাঁর বিরোধীতাকারীরা পরাস্ত হয়। রাসূলের বর্তমান থাকা অবস্থায় এ বিজয় অর্জিত হোক কিংবা তাঁর বিদায় হয়ে যাওয়ার পর হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। সাইয়েদ মসীহ আ. সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনার আলোকে ওপরে এটাই জানা গিয়েছে যে, তিনি শুধু নবীই ছিলেন না। বরং رَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর এ পদমর্যাদার অপরিহার্য দাবী এটাই ছিল যে, তাঁর অনুসারীরা তাঁর বিরোধীদের ওপর ঐ বিজয় অর্জন করবে। যার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে উক্ত আয়াতে। বলা বাহুল্য لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ বক্তব্য সম্বলিত আয়াতেও আল্লাহর একই স্থায়ী সুন্নত ও বিধানেরই বর্ণনা রয়েছে। এটাই সে বিচারকসুলভ মর্যাদা যার উল্লেখ বার বার এসেছে ইঞ্জীলে। রাসূলদের এ মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণেই মহান আল্লাহ্ তাঁদের শত্রুদের এমন সুযোগ ও অবকাশ দেন না যে, তারা তাঁদের হত্যা করে ফেলবে। তাই দেখা যায়, রাসূলদের মধ্যে কেউ নিহত হয়েছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একথাটিও হযরত ঈসা আ.-কে শূলবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে খৃষ্টানদের যে দাবী তার বিপরীতে যায়। এ বিষয়টির ওপর সূরা মায়েদায় বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

আয়াত ঃ ৫৬-৫৭

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

www.pathagar.com

এটাতো ঐ বিচারকসুলভ মর্যাদারই বহিঃপ্রকাশ যার প্রতি আমরা ওপরে ইঙ্গিত দিয়েছি এবং যা কোনো কওমের প্রতি রাসূল প্রেরণের অনিবার্য ফলশ্রুতি। এতে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় প্রকার শাস্তিরই ভীতি প্রদর্শন রয়েছে। ইহুদীদের ওপর এ পৃথিবীতে যেসকল মর্মবিদারী বিপদ মসিবত আপতিত হয়েছে তার সবই তাদের এ কুফরীরই ফল। وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ থেকে এ ইঙ্গিতও প্রকাশ পায় যে, মসিহ আ.-এর ওপর ঈমান রাখার দাবীদারও যদি ঈমান আনয়ন করার পর শিরক ও বিদআতে নিমজ্জিত হয়, তবে আখেরাতের পাকড়াও থেকে তারাও রক্ষা পাবে না। কারণ মহান আল্লাহ তো তাদের পসন্দ করেন না, যারা ঈমানের পর শিরক ও বিদআতে নিমজ্জিত হয়, আরও তাদের ভালোবাসেন না যারা নিজেদের উপর যুলুম ও অবিচার করে।

আয়াত ঃ ৫৮

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○

নবী স.-এর প্রতি সদয় দৃষ্টি

এ আয়াত এবং এর সাথে পাঁচটি আয়াত নবী স.-এর প্রতি সদয় অভিজ্ঞানের মর্যাদা রাখে। বাণী সম্ভারের মধ্যখানে নবী স.-কে সম্বোধন করে বিরোধী বিশেষ করে খৃস্টানদের কর্মনীতির মোকাবিলায় সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। আর কতিপয় জরুরী হেদায়াতও প্রদত্ত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, ঈসা আ.-এর সম্পূর্ণ ইতিহাস তোমাদের শোনানো হলো এটাই হলো মসীহ আ.-এর মূল হাকীকত। এটা এমন কোনো মনগড়া কাহিনী নয়, যেমনটি খৃস্টানরা রচনা করে রেখেছে। বরং এগুলো হচ্ছে আল্লাহর আয়াত এবং এগুলো হলো হিকমাতপূর্ণ স্মরণিকা। অর্থাৎ খৃস্টানরাতো এটাকে একটা মাইথলোজি তথা পৌরাণিক কাহিনী বানিয়ে রেখেছে; যা থেকে কেবল গোমরাহীই অর্জন করা যায়। কিন্তু আল্লাহ এটাকে নতুনভাবে তোমাদের মাধ্যমে সমোদ্ভাসিত করেছেন, যাতে এদ্বারা হক ও হেদায়াত এবং হিকমাত ও উপদেশের পথ উন্মুক্ত হয়। ঠিক অবিকল এরূপ অবিজ্ঞানই পরবর্তী ১০৮ নম্বর আয়াতে আসছে। তা দ্বারা এ আয়াতের কতক শব্দের ব্যাখ্যাও হচ্ছে। এরশাদ হয়েছে ঃ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ - "এসব হলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি আপনাকে যথাযথভাবে পাঠ করে শোনাচ্ছি। আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি কোনো যুলুম করতে চান না।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৮। অর্থাৎ এ সত্যকে নতুনভাবে এজন্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি যাতে লোকদের জন্য গোমরাহীর ওপর অটল থাকার পক্ষে কোনো ওজর অবশিষ্ট না থাকে। এবং তারা যদি গোমরাহীর ওপর অটলই থাকে। তবে তার দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তাবে।

আয়াত ঃ ৫৯-৬০

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

www.pathagar.com

ঈসা আ-এর দৃষ্টান্ত আদম আ. সদৃশ

এ আয়াত এ সম্পর্কিত আলোচনার শেষ আয়াত। অর্থাৎ কিনা যেভাবে আল্লাহ আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বলেছেন হয়ে যাও। অতপর তিনি হয়ে গেলেন। ঠিক তদ্রূপ মহান আল্লাহ তার বাণী 'হও' দ্বারা ঈসা আ.-কে পয়দা করেছেন। বরং জন্মের ব্যাপারে ঈসা আ.-এর ওপর আদম আ.-এর এ শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যে, তাঁর জন্মের পেছনে পিতা কিংবা মাতা কারোরই কোনো ভূমিকা নেই। এতদসত্ত্বেও খৃস্টানরা যেখানে তাকে উপাস্য স্বীকার করে না, সেখানে হযরত ঈসা আ.-কে তারা উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে কোন্ যুক্তিতে ?

ইবনে বা সন্তান শব্দের ব্যবহার অন্যান্যদের ক্ষেত্রে

ঈসা আ.-এর জন্ম হওয়ার ব্যাপারে যেমন কোনো ভুল বুঝাবুঝির কারণ বিদ্যমান ছিল না, ঠিক তদ্রূপ ইবনে বা সন্তান শব্দ থেকেও কোনোরূপ গোমরাহীতে নিমজ্জিত হওয়ার কারণ বর্তমান ছিল না ; অবশ্য যদি খৃস্টানরা বোধশক্তি দ্বারা কাজ নিত। তাওরাত ও ইঞ্জীলে (বাইবেল) ইবনে বা সন্তান শব্দের ব্যবহার শুধু ঈসা আ.-এর ক্ষেত্রেই করা হয়নি। বরং হযরত আদম আ.-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়েছে। দেখুন লূক ৩ ঃ৩৮ ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়েছে। দেখুন ১ বংশাবলি ৬ ঃ ২ ও ৪ হযরত ইয়াকুব আ.-এর জন্যও ব্যবহার হয়েছে। দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ ঃ১ এবং খৃস্টানদের বেলায়ও ব্যবহার হয়েছে। দেখুন ইউহোন্না (যোহন)১ঃ ১১-১২ অধ্যায়। কাউকে মাবুদ বা উপাস্য বানাবার জন্য এশব্দটিই যদি যথেষ্ট হয় তবে হযরত ঈসা আ.-এর এমন কোনো বিশেষত্ব অবশিষ্ট থাকে না। সে ক্ষেত্রে তো উপাস্যদের একটা বাহিনী তৈরী হতে পারে ; খৃস্টানরা কেবলমাত্র হযরত ঈসা আ.-কেই মাবুদ বানিয়ে সন্তুষ্টি থাকল কেন ?

যেন প্রমাণ পূর্ণ করার আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে। তাই কুরআন اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ বলে অধিক আলোচনা ও বাক্যালাপের দরোযা বন্ধ করে দিয়েছে। এ বাক্যে আমাদের মতে مبتداء উদ্দেশ্য উহ্য রয়েছে। আর এটা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি যে, অর্থাৎ যখন বাক্যের উদ্দেশ্যকে উহ্য করে দেয়া হয় তখন তার অর্থ হয় শ্রোতার সম্পূর্ণ মনোযোগকে خبر বা বিধেয়ের প্রতি নিবদ্ধ করে দেয়া। অর্থাৎ হযরত মসীহ্-এর ব্যাপারে প্রকৃত সত্য তা-ই যা কুরআন ব্যক্ত করেছে। অবশিষ্ট যা কিছু রয়েছে তার সবই খৃস্টানদের গল্প-কাহিনী বৈ নয়। فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ এতে বাহ্যত সম্বোধন নবী স.-এর প্রতি হলেও এ ধরনের স্থানসমূহে ইতোপূর্বে একাধিক জায়গায় আমরা স্পষ্ট করেছি যে—কথার লক্ষ নবী স.-এর প্রতি নয়, বরং উম্মতের প্রতি হয়ে থাকে। আর এর মধ্যে কোনো প্রকার ভর্ৎসনা নিহিত থাকলে তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মূলত বিরোধিতাকারীরা। কিন্তু তারা যেহেতু সম্বোধনের যোগ্যই বিবেচিত হয় না, সেহেতু তাদের পরিবর্তে আপন লোকদেরই সম্বোধন করে বক্তব্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

আয়াত ঃ ৬১

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاۤءَنَا

وَاَبْنَاۗءَكُمْ وَنِسَاۗءَنَا وَنِسَاۗءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۣ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَي الْكٰذِبِيْنَ ○

الْعِلْمُ শব্দের তাৎপর্য

الْعِلْمُ শব্দ সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি যে, কুরআনে এর দ্বারা ঐ প্রকৃত জ্ঞানকেই বুঝানো হয় যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে এসে থাকে। এর বিপরীত শব্দ ظن বা ধারণা-অনুমান।

৬১ নম্বর আয়াতের কতিপয় উহ্য বিষয়

এ আয়াতে আরবী ভাষা রীতি অনুসারে কতিপয় জিনিস উহ্য রয়েছে। উহ্য বিষয়গুলোকে প্রকাশ করে দিলে পূর্ণ বক্তব্য হবে নিম্নরূপ ঃ نَدْعُ نَحْنُ اَبْنَاۗءَنَا وَاَنْتُمْ اَبْنَاۗءَكُمْ وَنَجْتَمِعُ نَحْنُ نِسَاۗءَنَا وَاَنْتُمْ نِسَاۗءَكُمْ وَنَحْضُرُ نَحْنُ اَنْفُسَنَا وَاَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ نَحْنُ وَاَنْتُمْ আমরা অনুবাদে এ উহ্য জিনিসগুলোকে ব্যক্ত করে দিয়েছি।

মুবাহিলার প্রেক্ষাপট ও স্থান

'মুবাহিলা' মানে দোয়া ও কান্নাকাটা করা। কিন্তু এর মধ্যে বর্জনের ব্যঞ্জনাও পাওয়া যায়। এ কারণে এটি একে অন্যের প্রতি লা'নত ও বদদোয়ার জন্যও সুপরিচিত।

যেসব ব্যাপারে মতভেদের ভিত্তি জ্ঞানগত প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয় হয়ে থাকে, সেসব ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দলীল-প্রমাণই সমাধানের সঠিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও দলীল-প্রমাণের সকল পর্যায় সমাপ্ত হয়ে যায়, শ্রোতা দলীল-প্রমাণ থেকে থাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, প্রকৃত সত্য তাদের সম্মুখে থাকে সূর্যালোকের ন্যায় সমুজ্জল, তা থেকে তাদের গা বাঁচাবার ও পলায়ন করার কোনো পথই থাকে না, কিন্তু তারা নিছক কথার মারপ্যাচ ও হঠকারিতার ভড়ং ধরে রাখার জন্য নিজেদের কথার ওপর থাকে অনড়—এরূপ পরিস্থিতিতে সর্বশেষ পন্থা হিসেবে মুবাহিলার আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, খৃস্টানরা কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার দুঃসাহস করেনি। যদ্বারা এটা চূড়ান্তরূপে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, হযরত মসীহ আ. সম্পর্কে তারা নিজেদের অবস্থানকে সঠিক মনে করতো না। বরং তাদের গোষ্ঠীগত গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়েই তারা এ মতের সহযোগিতা ও পোষকতা করতো। পক্ষান্তরে মহানবী স.-এর পক্ষ থেকে এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ একথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর অবস্থানের বিশুদ্ধতা ও সত্যতার ওপর তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

মুবাহিলায় নিজেদের সাথে আপন পরিবার পরিজন ও একান্ত নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সংশ্লিষ্টতা এর গাম্ভীর্য ও গুরুত্বকে দ্বিগুণ বরং দশগুণ বর্ধিত করে দেয়। কারণ কেউ জেনেশুনে নিজের স্ত্রী-পরিজন ও আপন শুভার্থী ও প্রিয়জনদের ওপর লানত ও অভিসম্পাত করার দুঃসাহস করতে পারে না।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৬২-৬৩

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ○

অর্থাৎ হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধতম বর্ণনা। তার যা কিছু সম্মান ও মর্যাদাই থাক না কেন, তা একান্তই আল্লাহর এক বান্দা ও তাঁর নবী ও রাসূল হিসেবে। আল্লাহর উলুহিয়াতে তাঁর কোনোই অংশ নেই। মা'বুদ ও উপাস্য তো স্রেফ মহান আল্লাহই। আর তিনি হচ্ছেন 'আযীয' ও 'হাকীম' । আযীয মানে সর্বোপরি বিজয়ী ও পরাক্রমশালী। হাকীম মানে তাঁর সব কাজই হিকমাত তথা প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও যুক্তির ওপর ভিত্তিশীল। এ উভয় গুণই শিরকের মূলোচ্ছেদ করে দেয়।

শিরক পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির নামান্তর

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুবাহিলাই ছিল এ সমস্যা সমাধানের চূড়ান্ত ব্যবস্থা। কিন্তু তারা যখন এতেও রাজী হলো না তখন তার পরিষ্কার মানে এই দাঁড়ায় যে, তারা আসলে হক-এর অনুসরণ করতে ইচ্ছুক নয়। বরং তারা চায় সত্যের বিরোধিতা করে আল্লাহর যমীনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে। কারণ শিরকই হলো সকল বিপর্যয়ের মূল। যমীন ও আসমানে যদি বহুসংখ্যক উপাস্যই থাকত, তাহলে সম্পূর্ণ এ প্রাকৃতিক জগতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। অনুরূপভাবে দীনের মধ্যে শিরকের অবকাশকে স্বীকার করে নিলে এ পার্থিব জগতের ইনসাফ ও সুবিচারের সকল ব্যবস্থাপনাও ছিন্নভিন্ন ও বিপর্যস্ত হয়ে যেতে বাধ্য।

১৫. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৬৪-৭১ আয়াত

তাওহীদ একটি সাধারণ সত্য

হযরত মসীহ আ.-এর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা ও খৃস্টানদের ওপর প্রমাণ চূড়ান্ত করে দেয়ার পর ইহুদী ও খৃস্টান উভয়কে সম্বোধন করে তাদেরকে তাওহীদ ও ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তার সূচনা করা হয়েছে এভাবে যে, তাওহীদকে একটা সাধারণ সত্য বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যেভাবে ইসলাম এর দাওয়াত নিয়ে এসেছে, অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী নবীগণও ঐশী গ্রন্থসমূহে একই বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছে। এ কারণে তোমরা যদি তাওহীদকে অস্বীকার করো তাহলে শুধু কুরআনকেই অস্বীকার করা হয় না। বরঞ্চ নিজ নিজ নবীদের ও স্বীয় ঐশী গ্রন্থাবলীকেও অস্বীকার করা হয়ে যায়।

হযরত ইবরাহীম আ. মুসলিম ছিলেন

অতপর হযরত ইবরাহীম আ.-এর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নিজেদের বিদআত সমূহের সমর্থনে তোমরা তাঁর নামকে জড়িয়ে ফেলছো কেন ? তিনি তো ইহুদী ছিলেন

www.pathagar.com

না, খৃস্টানও ছিলেন না। তিনি তো ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। তাওরাত ও ইঞ্জীলতো নাযিল হয়েছে তাঁর পরে। আর ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ নামক গোষ্ঠীবাদ তোমরা কায়েম করেছো তাঁর পরবর্তী আমলে। অতপর নিজেদের সমর্থনে তোমরা তাঁকে টেনে আনছো কোন্ যুক্তিতে ? তাঁর সাথে সম্পর্ক ও সান্নিধ্যের হকদার তো তারাই হতে পারে যারা তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলামের অনুসরণ করে। বস্তুত এ মর্যাদার অধিকার কারো থাকলে সেতো মুহাম্মদ স. ও তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছে তাদেরই রয়েছে—তোমাদের নয়, যারা কিনা ইসলামের বিরোধিতায় রয়েছে সকলের অগ্রে।

মুসলমানদের সতর্কীকরণ

এরপর মুসলমানদেরকে আহলে কিতাবের ফিতনা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। তাদেরকে সার্বিক প্রচেষ্টা তোমাদেরকে সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে গোমরাহীর পথে নিক্ষেপ করার জন্যই নিয়োজিত। একই সাথে আহলে কিতাবকেও ভর্ৎসনা করা হয়েছে এই বলে যে, হককে সম্পূর্ণ জেনে শুনে হক-এর বিরোধিতা করা এবং অন্যদেরকেও হক-এর প্রতি বিদ্রোহী করে তোলার প্রচেষ্টা চালান কি ধরনের অভ্যাস—যা কিনা তোমরা কিতাবধারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জন্য পসন্দ করে নিয়েছো ? এবারে এরি আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ
فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ
فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَىٰةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ حَـٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا
لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ
يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَـٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾
إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۗ
وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾ وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ

www.pathagar.com

وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

৬৪. আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন। তাহলো আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করি, কোনো কিছুকেই যেন তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে, আল্লাহকে ত্যাগ করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বলো, "তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলিম।"

৬৫. হে আহলে কিতাব ! কেন তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে তর্ক করো ? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীলতো তার অনেক পরে নাযিল করা হয়েছিল। তবুও কি তোমরা বুঝ না ? ৬৬. হাঁ, তোমরা ইতোপূর্বে তর্ক করেছো এমন বিষয়ে যাতে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে, তবে যে বিষয় তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ ? আল্লাহ সবই জানেন, তোমরা জান না। ৬৭. ইবরাহীম ইহুদীও ছিল না নাসারাও ছিল না। সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ৬৮. মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম তারা যারা তার অনুসরণ করেছিল এবং এ নবী ও যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে তারা। আর আল্লাহ মু'মিনদের বন্ধু ও অভিভাবক।

৬৯. আহলে কিতাবের একটি দল মনে-প্রাণে চায় যেন তোমাদের বিপথগামী করতে পারে। অথচ তারা বিপথগামী করতে পারে না নিজেদের ছাড়া কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। ৭০. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করছো, অথচ তোমরাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছ। ৭১. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করছো এবং সত্য গোপন করছো, অথচ তোমরা জান ?

১৬. শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও আয়াতসমূহের তাফসীর

আয়াত ঃ ৬৪

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ

وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ-এর সম্বোধন যদিও ইহুদী ও খৃস্টান উভয়ের জন্য সমভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে, কিন্তু এ সূরায় খৃস্টানরাই যেহেতু বিশেষভাবে সম্বোধনের লক্ষ্য, এজন্য কথার লক্ষ্যস্থল প্রধানত তারাই।

سَوَاءٍ শব্দের ব্যাখ্যা

سَوَاءٍ শব্দের অর্থ মধ্যভাগ, কেন্দ্র। سَوَاءِ الرَّأْسِ মাথার মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয়। سَوَاءِ الطَّرِيْقِ -এর অর্থ হবে রাজপথের মধ্যস্থল। যে জিনিস দুটি দলের মাঝামাঝি হবে তা উভয়ের মধ্যে এক ও অভিন্ন, স্বীকৃত ও চেনা-জানা হওয়ারই কথা। তাওহীদ সম্পর্কে কুরআন মজীদের দাবী এই যে, এটা আহলে কিতাব ও মুসলমানদের মধ্যে সমান, অভিন্ন ও স্বীকৃত। কুরআন এ অভিন্ন কালিমাকে ভিত্তি সাব্যস্ত করেই তাদের সাথে বিতর্কের সূচনা করেছে যে, যখন তাওহীদ আমাদের ও তোমাদের মাঝে এক ও অভিন্ন সত্য, তখন যাচাই করো যে, এ ধরনের অভিন্ন মানদণ্ডের নিরিখে কোন্‌টা উত্তীর্ণ হয়, কুরআন ও ইসলাম, না ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ?

দীনের দাওয়াতের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি

বিতর্ক ও বাদানুবাদের এ পদ্ধতি কুরআনের ঐ প্রস্তাবিত পদ্ধতির সম্পূর্ণ মোতাবিক যা কুরআন নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছে : اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ। "স্বীয় রবের পথে হিকমাত ও উত্তম উপদেশ সহকারে দাওয়াত দাও।" উক্ত হিকমাতপূর্ণ পদ্ধতির একটি দিক এই যে, যদি শ্রোতার সাথে বিতর্কের জন্য কোনো অভিন্ন ভিত্তি পাওয়া যায়, তবে তারই ওপর আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়, অনর্থক স্বীয় স্বাতন্ত্রে প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত নয়। বস্তুত কুরআন এখানে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে। আহলে কিতাব আসমানী গ্রন্থের বাহক হওয়ার কারণে তাওহীদের শিক্ষা সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকিফহাল ছিল, এবং এর পতাকাবাহী হওয়ার দাবীদারও ছিল। তাদের সহীফা ক্ষুদ্র আসমানী গ্রন্থসমূহে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাওহীদের শিক্ষা নিহিত ছিল। তারা যদিওবা শিরক অবলম্বন করেছে, তা এ কারণে নয় যে, তাদের দীনে শিরকের কোনো অবকাশ বিদ্যমান ছিল। বরং তাদের নবীদের ও সহীফাসমূহের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত নিছক বিদআতী পন্থায় তারা এটি গ্রহণ করেছিল। উপরন্তু জটিল ও দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের অনুসরণ করে—যেমন ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি—তার স্বপক্ষে যাচ্ছেতাই দলীল-প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করেছে। কুরআন তাদেরকে এ দাওয়াত দিয়েছে যে, এ বিষয়টি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমানভাবে স্বীকৃত যে, আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী করা যাবে না। না তার কোনো সমকক্ষ দাঁড় করানো যাবে আর না আমাদের মধ্যে কেউ একে অন্যকে রব নির্ধারণ করবে। অতপর

www.pathagar.com

উক্ত স্বীকৃত ও অভিন্ন বাস্তবতার বরখেলাপ তোমরা আল্লাহর ইবাদাতে অন্যদেরকে শরীক কেন করে রেখেছো ? এবং এ আহবার ও রোহবান অর্থাৎ ফকীহ ও সূফী তথা আধ্যাত্মিকতাবাদীদেরকে أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ -এর মর্যাদা কেন দিয়ে বসলে ?

এ কেন্দ্রবিন্দু থেকেই কুরআন আলোচনার সূচনা করেছে, অতপর ক্রমান্বয়ে তার দাবী ও আনুসঙ্গিক জরুরী বিষয়াদি স্পষ্ট করেছে এবং আহলে কিতাবের মধ্যে যেসব জিনিস তার দাবীসমূহের বিপরীত সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তার খণ্ডন করেছে।

তাওহীদ যে আমাদের ও আহলে কিতাবের মধ্যে একটি অভিন্ন ও সর্বসম্মত সত্যের মর্যাদা রাখে এটা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না, যে কেউ তাওরাত ও ইঞ্জীল সম্পর্কে ধারণা রাখে, সে এ সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত আছে। তাওরাতের কথাই ধরা যাক, এতে তো তাওহীদের শিক্ষা এতটাই স্পষ্ট অকাট্য ও প্রচুর পরিমাণ বিদ্যমান রয়েছে যে, তার উদ্ধৃতি টানা হবে নিছক আলোচনাকে দীর্ঘ করার নামান্তর। অবশ্য ইঞ্জীল থেকে কিছু উদ্ধৃতি আমরা এখানে পেশ করছি। কারণ তাওহীদের ব্যাপারে খৃষ্টানরাই সর্বাধিক পরিমাণে গোমরাহীতে জড়িয়ে পড়েছে। আর আয়াতের বক্তব্যের লক্ষ্যও—যেমন আমরা ওপরে বলেছি—মূলত খৃষ্টানরাই। বাইবেলে রয়েছে ঃ

"যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, লেখা আছে, "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।"–লূক ৪ ঃ ৮

"যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটী এই, হে ইস্রায়েল, শুন ; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু;"–মার্ক ১২ ঃ ২৯

"আর চিরন্তন জীবন এই যে, সে একক বরহক খোদাকে এবং 'ইয়াসূ' মসীহকে জানবে—যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।"–যোহন ১৭ ঃ ৩

"সে তার উদ্দেশ্যে বলল যে, তুমি আমার কাছে নেকীর ও ভাল কাজের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ? ভাল কাজতো একটাই।"–মথি ১৯ ঃ ১৭

এখানে যে শব্দটির অর্থ সৎ করা হয়েছে, আমাদের মতে তার অনুবাদ 'পবিত্রতা' বাঞ্ছনীয়। তদ্রূপ "সৎ এক জন মাত্র আছেন।"—এটাও সঠিক অনুবাদ নয়, এটা মূলত 'পবিত্র তো একজনই হবে'। বাইবেলের এ বাক্যটির অনুবাদ অন্যান্য সংকলনে বিভিন্নরূপ। যদিও এটাও ভুল, এতে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততা রয়েছে। লক্ষ করুন ঃ

"আমাকে তুমি ভাল সাব্যস্ত করছো কেন ? ভালোতো একজনই আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ।"

এ বাক্যটিও মূলত হবে ঃ "তুমি আমাকে পবিত্র সাব্যস্ত করছ কেন ? পবিত্র তো একজনই আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ।"

তাওহীদের এসব স্পষ্ট শিক্ষাসমূহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও আহলে কিতাবের নিকট কুরআনের এ দাবী কতই না যৌক্তিক যে, তারাও যেন এসব দলীল-প্রমাণের আলোকে

www.pathagar.com

নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের যাচাই পর্যালোচনা করে। অতপর যেসব বিষয় এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত—নিছক বিদআত ও মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করতঃ নিজেদের আকীদায় শামিল করে নিয়েছে—তা থেকে নিজেদের আকীদাকে পবিত্র করে নেয়। অবশেষে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এরা যদি নিজেদেরই নবীদের ও সহীফাসমূহের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমরা এটা স্পষ্ট করে দাও যে, আমরা তো এসব সত্য তথ্য থেকে কখনো মুখ ফেরাব না। আমরা তো নিজেদেরকে ঐ একক রবের উদ্দেশ্যে সোপর্দ করছি—আর এটাই প্রকৃতপক্ষে মূল ইসলাম।

উক্ত আয়াতে "আমাদের কেউ যেন কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে" মর্মে যে বক্তব্য এসেছে তার বিশদ ব্যাখ্যা অন্যত্র যথারীতি করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাব উক্ত হেদায়াতের বরখেলাপ নিজেদের বিজ্ঞ সুধী ও পুরোহিতদের রব বানিয়ে নিয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো আহলে কিতাবের পক্ষ থেকে মহানবী স.-কে প্রশ্ন করা হলো, "আমরা তো আহবার ও রোহবানদের রব মনে করি না।" নবী স. জবাবে বললেন,"এটা কি সত্য নয় যে, তারা যেসব জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করে তোমরা সেগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করো এবং তারা যেসব বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করে তোমরাও সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করো ?" প্রশ্নকারী স্বীকার করলো যে, হ্যাঁ, এটাতো ঠিক। তিনি বললেন, তবে তো এটাই তাদের রব বানানো হলো, কারো আনুগত্য যদি এমনভাবে করা হয় যে, তার হারাম করণ করার ও হালাল করণ করার অধিকার মেনে নেয়া হলো, তবে এটাই প্রকৃতপক্ষে তার ইবাদাত করার সমার্থক ; বাহ্যত তার উদ্দেশ্যে সিজদা বা রুকূ' করা হোক বা না হোক।

আয়াতের শেষে এটাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, যদি এই আহলে কিতাব তাওহীদের এ অভিন্ন সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে তোমরা তাদের পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থেকো আমরা তো মুসলিম—আত্মসমর্পণকারী। 'তোমরা সাক্ষী থেকো'—শব্দগুলো সম্পর্ক বর্জন ও ছিন্ন করার ঘোষণার নামান্তর। অর্থাৎ তোমরা শুনে রাখো এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকো যে, আমরা তোমাদের অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছিলাম। এক্ষণে আগামীকাল মহান আল্লাহর সমীপে সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের। আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি।

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ দ্বারা ঐ মহাসত্যের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে যে, এ তাওহীদই উক্ত আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের প্রাণ—যার অপর নাম ইসলাম এবং এটাই সত্যিকার অর্থে কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত। যেলোক এ তাওহীদ বিবর্জিত সে ইসলাম বিবর্জিত আর যে ইসলাম বিবর্জিত সে তো আল্লাহ্ বিবর্জিত।

আয়াত ঃ ৬৫-৬৮

يَـٰٓأَهْلَ الْكِتَـٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ التَّوْرَىٰةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ
بَعْدِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ حَـٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ فَلِمَ

تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

হযরত ইবরাহীম আ.-এর দীন

এ আয়াতগুলোতে কোনো ব্যাকরণগত ও সাহিত্যিক জটিলতা নেই। আলোচ্য বিষয়েরও অত্যন্ত সবিস্তারে ব্যাখ্যা সূরা বাকারার তাফসীরে বিবৃত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম আ. যেহেতু বনী ইসরাঈল ও বনী ইসমাঈল উভয়েরই স্বীকৃত বংশীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন সেহেতু ইহুদী (নাসারা) ও মুশরিক, এ তিনটি গোষ্ঠীই নিজ নিজ বিদআতসমূহের সমর্থনে তাঁর নাম ব্যবহার করার চেষ্টা করতো। ইহুদীরা বলতো, হযরত ইবরাহীম আ. আমাদের তরীকাভুক্ত ছিলেন। নাসারারা বলতো, তিনি ছিলেন আমাদের নীতির অনুসারী। এদিকে আরবের মুশরিকরা দাবী করতো তাঁকে তাদের অনুসারী বলে, এ ধরনের গৌরবের দাবী তো তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বদা বিরাজমান ছিল। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত শুরু হওয়ার পর তার বিরোধিতায় যে মোক্ষম অস্ত্রটি এ তিন গোষ্ঠীই ব্যবহার করলো, তা এটাই ছিল যে, এ নতুন দীন দীনে ইবরাহীমির পরিপন্থী। তারা বললো প্রকৃত দীনে ইবরাহীমির ধারকবাহক তো আমরাই আর মুহাম্মাদ স. আমাদেরকে আমাদের মূল পৈত্রিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে গোমরাহ করতে চাচ্ছেন।

কুরআন এখানে তাদের ঐ প্রচারণাকে খণ্ডন করেছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলতো নাযিল হয়েছে হযরত ইবরাহীম আ-এর শত শত বছর পর। এমতাবস্থায় তিনি ইহুদীবাদ বা খৃস্টবাদের অনুসারী হবেন—তা কি করে সম্ভব? নির্বোধ সুলভ কথার জন্যও তো কোনো না কোনো ছোট-খাট ভিত্তি থাকতে হয়। ইতোপূর্বে তোমরা এমন সব ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি করেছ যেসব ব্যাপারে তোমাদের কিছু না কিছু জ্ঞান ছিল। সেসব বিষয়ে তোমরা হয়তো কোনো রকম বৈধতার আশ্রয় পেতে পার এবং নিজেদেরকে কিঞ্চিত প্রোবোধ দিতে পার। কিন্তু তোমাদের একথাটি তো সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। যে ব্যাপারে তোমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের ছিটেফোঁটাও নেই সেক্ষেত্রে বোধ ও বুদ্ধির দখলদারিত্বের জন্য বৈধতার কি অবকাশ থাকতে পারে? হক-এর বিরোধিতা ও শত্রুতায় তোমাদের এ কেমন উন্মত্ততা যে, এহেন সহজ কথাটিও তোমাদের বোধগম্য হচ্ছে না!

এরপর কুরআন হযরত ইবরাহীম আ.-এর দীন সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। কুরআন বলে, না তিনি ইহুদী ছিলেন, না খৃস্টান, বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। সূরা আল বাকারাতেও আমরা বিশদ আলোচনা করেছি যে, 'হানীফ' মানে একনিষ্ঠ অর্থাৎ তিনি ছিলেন তাওহীদের সরল সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি তা থেকে বিচ্যুত হয়ে বক্র ও বিভ্রান্তিকর মুশরিকী পথ অবলম্বন করেননি। আর তিনি ছিলেন মুসলিম তথা স্বীয় রবের

www.pathagar.com

একান্ত অনুগত। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইহুদী ও খৃষ্টমত তাওহীদ থেকে বিচ্যুত, বক্র ও বিভ্রান্তিকর পথ—যা হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীর দিকে পরিচালিত করে।

একই সাথে এ বিষয়টিও স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, যেরূপ হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তদ্রূপ মুশরিকদের সাথেও নেই তাঁর কোনো সম্পর্ক। একথাটি বাক্যের সাধারণ বক্তব্য থেকে আলাদা করে বলার কারণ এই যে, এ উক্তিটি হযরত ইসমাঈলের বংশোদ্ভূত মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ। তারা অবশ্য এ সূরায় সরাসরি সম্বোধিত নয়। এ সূরায় সম্বোধন করা হয়েছে—যেমন ওপরেও আলোচিত হয়েছে—আহলে কিতাবকে, বিশেষ করে খৃষ্টানদের। মুশরিকদের প্রত্যাখ্যান করে এ সূরায় কোনো কথা আসলেও তা এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে। এখানকার বক্তব্যও প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে। আর এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন—যেমন আমরা ওপরেও ইঙ্গিত দিয়েছি—এজন্য ছিল যে, যেরূপ ইহুদী ও খৃষ্টানরা হযরত ইবরাহীম আ.-এর নাম নিজেদের গোমরাহীর সমর্থনে পেশ করতো, তদ্রূপ বরং তদপেক্ষা অধিকতর তোড়জোড় সহকারে কুরাইশ মুশরিকরা তাঁর নামকে নিজেদের সমর্থনে পেশ করতো। বরঞ্চ তাদের তো এটাই দাবী ছিল যে, যে দীনের ওপর তারা রয়েছে এ দীন তারা প্রাপ্ত হয়েছে হযরত ইবরাহীম আ.-এরই উত্তরাধিকার সূত্রে।

এরপর বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম আ.-এর সাথে সম্পর্কের প্রকৃত হকদার তো তারাই যারা তাঁর অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ এ সম্পর্ক নিছক বংশ কিংবা রক্ত সম্পর্কের দ্বারা অর্জিত হবার বিষয় নয়, বরং এর সম্পর্ক অনুসরণ ও আনুগত্যের সাথে। এ হিসেবে হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও সান্নিধ্য প্রাপ্ত হচ্ছেন এই পয়গাম্বর মুহাম্মদ স. ও তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণকারী সাহাবীগণ রা. এসব ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকরা নয়—যারা দীনে ইবরাহীমকে সম্পুর্ণরূপে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছে।

অবশেষে বলা হয়েছে, এরাই ঐসব ঈমানদার যাদের সঙ্গী আল্লাহ। তিনি তাদের সাহায্য করবেন এবং তাদের বিরোধীদের ওপর তাদের বিজয়ী করবেন। কারণ এরাই উক্ত সত্যদীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে—যা ইবরাহীম আ. নিয়ে এসেছিলেন।

আয়াত ঃ ৬৯-৭১

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ط وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

আহলে কিতাবকে ভর্ৎসনা

এখানকার প্রথম আয়াতটিতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে—সতর্কীকরণ হিসেবে। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানরা এটা ভাল করেই জানে যে, ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের

এসব বিদআতের সাথে হযরত ইবরাহীম আ.-এর কোনো দূরতম সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা নিছক এ কারণে প্রচারণা চালাচ্ছিল, যেন তোমাদেরকে তোমাদের সত্য দীন থেকে বিচ্যুত করে দিতে পারে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তারা স্রেফ নিজেদেরই বঞ্চনা ও গোমরাহীর আয়োজন করছে মাত্র। যে ব্যক্তি নিজের গোমরাহীকে হেদায়াত হিসেবে প্রমাণ করার জন্য সম্পূর্ণ জেনেশুনে অন্যদের সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে, সে সর্বাগ্রে নিজেকেই গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে। কিন্তু অন্যের বিরোধিতার আতিশয্যে তার নিজের এ তৎপরতার প্রকৃত পরিণাম ফলের অনুভূতি ও উপলব্ধি তার থাকে না।

পরের দুটি আয়াতে সম্বোধন আহলে কিতাবের প্রতি। উভয় আয়াতেই "হে আহলে কিতাব" এর পুনরুক্তি দ্বারা আক্ষেপ ও ভর্ৎসনা প্রকাশ পাচ্ছে, অর্থাৎ পরিতাপের বিষয় যে, আহলে কিতাব হয়ে তোমরা সঠিক পথ প্রদর্শনের পরিবর্তে গোমরাহ্ করার ও সত্য প্রকাশ করার পরিবর্তে সত্য গোপন করার পেশাকে নিজেদের জন্য পসন্দ করে নিয়েছ।

"وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ"-এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হলো, আজ তোমরা আল্লাহর যেসব আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছো, তোমাদের অন্তর এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, এগুলো আল্লাহর আয়াত। অপরটি হলো, আজ হিংসা ও বিদ্বেষের আতিশয্যে তোমরা যে হককে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার জন্য নিজেদের সর্বাত্মক শক্তি ক্ষয় করছো তার সমর্থন ও সত্যায়ন এবং মানবজাতির সামনে তার সাক্ষ্য দানের জন্য তোমাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তোমরা উক্ত দায়িত্ব বহন করার স্বীকৃতিও প্রদান করেছিলে। প্রথম বিষয়টি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আর এ দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টান্ত বক্ষমান সূরাতেই পরবর্তী পর্যায়ে বর্তমান রয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ط قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ط قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ - ال عمران : ٨١

"আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ্ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন নবীদের কাছ থেকে যে, আমি তোমাদের যা কিছু কিতাব ও হিকমাত দিয়েছি এবং যখন তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে একজন রাসূল আসবে তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ বিষয় আমার অঙ্গীকার কবুল করলে ? তারা বললো, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮১

(উপরোক্ত আয়াতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা সামনে আসছে।)

হক ও বাতিলকে পরস্পর সংমিশ্রিত করার বিশদ ব্যাখ্যা সূরা আল বাকারার তাফসীরে উত্তমরূপেই করা হয়েছে। ইহুদীরা এমনিতে তো পুরো তাওরাতকে নিজেদের

www.pathagar.com

হাতে ওলট-পালট করে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছিল; যদ্দরুন হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করাই কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখানে মূলত ইঙ্গিত রয়েছে বিশেষভাবে ঐসব বিকৃতির প্রতি যা তারা হযরত ইবরাহীম আ. হযরত ইসমাঈল আ. ও আল্লাহর ঘর নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থা ও ঘটনাবলীতে এবং মহানবী স. সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের মধ্যে করেছিল। এসব বিকৃতি সাধনের উদ্দেশ্য ছিল মক্কা ও বায়তুল্লাহর সাথে হযরত ইবরাহীম আ.-এর সম্পর্ককে এভাবে কর্তন ও ছিন্ন করে দেয়া যাতে মহানবী স. সম্পর্কে অন্যান্য নবীরা যেসব বিবরণ দিয়েছেন তার ওপর একটা আবরণ সমাচ্ছন্ন করে দেয়া যায়। কুরআনের শব্দ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ এর দ্বারা বুঝা যায়, কুরআন নাযিলের সময়কার ইহুদী আলেমরাও এসব বিকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল। আর বাস্তবে এসব বিকৃতির ধরনই ছিল এমন যে, সামান্য চিন্তা করলেই এগুলো ধরে ফেলা সম্ভবপর ছিল। স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে সাধারণ ইহুদীদের আবরণ নয়, বরং তাদের উলামাদের কর্মতৎপরতার কথাই আলোচিত হয়েছে। পূর্বাপর আলোচনা ও আয়াতের শব্দ-ভাষ্যই এর প্রমাণ।

১৭. পরবর্তী আলোচনা : ৭২-৭৬ আয়াত

ইহুদীদের কতিপয় নষ্টামী

এরপর আহলে কিতাব—বিশেষ করে ইহুদীদের কতিপয় ষড়যন্ত্র ও নষ্টামীর বিষয় আলোচিত হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল, কিভাবে তারা মুসলমানদেরকে তাদের দীন থেকে বিমুখ করে দিতে পারে। অতপর ঐ গভীর হিংসা ও বিদ্বেষের প্রতি ইংগীত প্রদান করা হয়েছে যা বনী ইসমাঈলের বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বর্তমান ছিল। যদ্দরুন কোনোভাবেই তারা এটা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, বনী ইসমাঈলকেও তাদের ন্যায় কিতাব ও শরীআতের বাহক মনে করা হবে এবং তারা আল্লাহর সমীপে তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। এ শত্রুতার আতিশয্যে আল্লাহর অনুগ্রহের সোল এজেন্ট যেন তারাই হয়ে বসেছিল—যাকে ইচ্ছা তারা তাকে তার অংশ দেবে আর যাকে ইচ্ছা তা থেকে বঞ্চিত করবে।

এ শত্রুতা ও বিদ্বেষ বনী ইসমাঈলের বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের সামগ্রিক চরিত্র ও কর্মনীতিকে একটা বিশেষ রূপদান করেছিল। তারা তাদের ব্যাপারে কোনো নৈতিক ও শরঈ নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করার পক্ষপাতী ছিল না। তাদের কোনো আমানতে খেয়ানত করাকে তারা পূর্ণজ্ঞান করতো। কারণ তারা মনে করতো এটাতো কাফিরের মাল; এগুলো আত্মসাৎ করতে কোনোই পাপ নেই। কুরআন এসব বিষয়ের উদ্ধৃতি এজন্যই দিয়েছে যেন মুসলমানদের সতর্ক করা যায়। সতর্ক করা যায় এ ব্যাপারে যে, তোমাদের বিরুদ্ধে যাদের হিংসা ও বিদ্বেষ এতটাই চরম তাদের কাছ থেকে এ আশা কিছুতেই করো না যে, তোমাদের প্রতি তাদের কোনো পরামর্শ কল্যাণকর হতে পারে অথবা তোমাদের ব্যাপারে তাদের মুখ থেকে কোনো প্রকার সত্যকথা বের হতে পারে। এরাতো

www.pathagar.com

তোমাদের একটি পয়সাও চুরি করতে পারে। অতপর তাদের কাছ থেকে তোমরা কিভাবে এ আশা করতে পার যে, তারা তোমাদের লক্ষ টাকার আমানত ফিরিয়ে দেবে এবং তোমাদের নবীর ওপর যে মহান আমানত সোপর্দ করা হয়েছে সে হক ও সত্য বাণীর সপক্ষে সাক্ষ প্রদান করবে? এক্ষণে এরি আলোকে তেলাওয়াত করুন পরবর্তী আয়াতগুলো। এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿৭২﴾ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ
دِيْنَكُمْ ۭ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ
اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۭ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿৭৩﴾ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيْمِ ﴿৭৪﴾ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ
وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاۗىِٕمًا ۭ
ذٰلِكَ بِاَنَّھُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَي اللّٰهِ
الْكَذِبَ وَھُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿৭৫﴾ بَلٰي مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿৭৬﴾

৭২. আহলে কিতাবের একদল বললো, মু'মিনদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা দিনের প্রথম ভাগে তাতে ঈমান আনবে এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান করবে, হয়তো এতে তারা ইসলাম থেকে ফিরে যাবে। ৭৩. আর তোমরা বিশ্বাস করবে না স্বধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কাউকে, আপনি বলে দিন, নিশ্চয় প্রকৃত হেদায়াত হলো আল্লাহর হেদায়াত। তারা জোর তাগিদ দেয় যে, তোমরা যা পেয়েছিলে তা অন্য কেউ যেন না পায়, কিংবা তারা যেন তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদেরকে যুক্তিতে পরাভূত করতে না পারে। বলুন, নিশ্চয়ই যাবতীয় অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে। তিনি যাকে

www.pathagar.com

ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। ৭৪. তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাকে ইচ্ছা বিশেষ করে বেছে নেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

৭৫. আর আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও আছে, তুমি তার কাছে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ আমানত রাখলেও চাওয়া মাত্র তা সে তোমাকে ফেরত দেবে, আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখলে, তার পেছনে লেগে না থাকা পর্যন্ত সে তা তোমাকে ফেরত দেবে না। এটা এজন্য যে, তারা বলে, আমাদের ওপর উম্মীদের ব্যাপারে কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। ৭৬. হাঁ, কেউ তার অঙ্গীকার পূর্ণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চললে আল্লাহ অবশ্যই এরূপ খোদাভীরুদের ভালবাসেন।

১৮. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৭২

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

আহলে কিতাবের এ ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করতে গিয়ে কুরআন এটা ব্যক্ত করেছে যে, এটা তাদের একটা বিশেষ গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র। এটা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, কুরআন তার বিরুদ্ধবাদীদের অপরাধ বর্ণনা করতে গিয়েও সত্য ও সুবিচারের সীমারেখাকে কেশাগ্র পরিমাণও লংঘন করে না। যদি কোনো অপরাধ বিরুদ্ধবাদী দলের বিশেষ কোনো উপদলের অপরাধ হয়ে থাকে তবে উক্ত উপদলের ওপরই তার দায়িত্বভার অর্পণ করে। এমন নয় যে, বিরোধিতার আতিশয্যে কতিপয় লোকের নষ্টাচারের দায়-দায়িত্ব গোটা সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে দেবে। এ ইনসাফ প্রীতি সততার সাধারণ লক্ষ-উদ্দেশ্যকে তো সফল করেই। উপরন্তু দাওয়াতে হকের দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। পরে এ সম্পর্কিত কতিপয় মর্মস্পর্শী উদাহরণ পেশ করা হবে।

মুনাফেকসুলভ দুষ্কর্মের একটি বিশেষ ধরন

এখানে যে দুষ্কৃতির উল্লেখ রয়েছে তা মুনাফেক সুলভ কূটিলতার একটি বিশেষ ধরন। তাহলো প্রতিপক্ষের সম্মুখে নিজেকে তার বন্ধু ও একান্ত সঙ্গী প্রকাশ করতঃ ভেতরে ভেতরে তার ক্ষতি করার চেষ্টা করা। ইহুদীরা নিজেদের এ পরিকল্পনা ও অভিসন্ধির অধীনে যে বিভিন্ন প্রকার চক্রান্তজাল বিস্তার করেছিল, তন্মধ্যে একটি চক্রান্ত এও ছিল যে, তাদের নেতারা তাদের কতিপয় লোককে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করল যে, প্রথমে তারা ঈমান ও ইসলামের কথা ঘোষণা করে মুসলমানদের কাতারে শামিল হবে, অতপর ইসলামের কিছু খারাপ দিকের কথা প্রকাশ করে, ইসলাম থেকে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ করে নেবে। তাদের দৃষ্টিতে এতে করে

www.pathagar.com

ইসলামের ওপর নব দীক্ষিত মুসলমানদের আস্থা নড়বড়ে হয়ে পড়বে। তারা ভাবতে বাধ্য হবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইসলামের কোন না কোন খারাপ দিক রয়েছে যার ফলে এই শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত লোকেরা ইসলামের কাছাকাছি এসে পুনরায় ইসলাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। অপরদিকে এ প্রতারণা ও কৌশল দ্বারা তারা স্বীয় কওমের সাধারণ জনগণকে ইসলামের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারবে যখন তারা এটা দেখবে যে, তাদের নিজেদের কওমেরই কিছু সংখ্যক শিক্ষিত লোক ইসলামকে যাচাই বাছাই করে ছেড়ে দিয়েছে। তখন তাদের ইসলামের প্রতি সৃষ্ট আকর্ষণ দুর্বল হয়ে যাবে। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি আকর্ষণের ফলে তাদের মধ্যে ইসলামে প্রবেশ করার যে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছিল তা হয়ে যাবে স্তিমিত।

এ ষড়যন্ত্রের এটাও একটা দিক যে, ইহুদীরা যখনই কোনো জাতিকে স্বীয় লক্ষবস্তু বানিয়েছে তার জন্য এ কৌশলই অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। হযরত ঈসার দীনকে ধ্বংস করার জন্য পল যে সফল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, ধর্মের ইতিহাসে তা-এক অতীব মর্মন্তুদ কাহিনী। অতপর মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুশাসনকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদী ও খৃস্টান উভয়ে খোদ আমাদের গ্রন্থাগারগুলোতে বসে দরদ ও সহানুভূতির ছলনা করে যে ফিতনা ছড়িয়েছে, তাও কারো নিকট অবিদিত নয়। কলেবর দীর্ঘ হওয়ার আশংকা না হলে আমরা তার কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরতাম।

আয়াত : ৭৩-৭৪

وَلَا تُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۝

বাকভঙ্গীর কতিপয় জটিলতা

এ আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীর করতে গিয়ে আমাদের ব্যাখ্যাকারদের বড়ই সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার কারণ এই যে, এর বাকভঙ্গীতে কিছু জটিলতা রয়েছে। প্রথমে আমরা উক্ত বাকভঙ্গীর ব্যাখ্যা করবো তারপর আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা বর্ণনা করবো।

এতে প্রথমেই বুঝার বিষয় হলো قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ –"বলে দিন, প্রকৃত হেদায়াত হলো আল্লাহর হেদায়াত।" মূল বাক্যে এ বাক্যাংশটির অবস্থান কি ? এ অংশটি মূলত বাণীর ধারাবাহিকতার অংশ নয় ; বরং এর অবস্থান হলো বাক্যস্থিত প্রাসঙ্গিক কিন্তু স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র বাক্যের মর্যাদাভুক্ত। অর্থাৎ বাণীর ধারাবাহিকতার মধ্যখানে শ্রোতার একটি ভুল ধারণা যথাস্থানে খণ্ডন করে দেয়া হলো, মূল বাণীর ধারাবাহিকতা হবে এরূপ وَلَا تُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ الاية। ইহুদীরা যাদেরকে শিখিয়ে

পড়িয়ে উপরোক্ত ষড়যন্ত্রের জন্য মুসলমানদের মাঝে প্রেরণ করতে তাদেরকে পূর্ণ গুরুত্বের সাথে এ তাগিদ করতো যে, মুসলমানদেরকে তাদের দীন থেকে বিচ্যুত করার জন্য নিজেদের ইসলাম তো প্রকাশ করবে, কিন্তু যে কোনো অবস্থায় কথা মেনে চলবে নিজেদেরই লোকদের। আমাদের গণ্ডীর বাইরের কারো কথা মেনে চলা আমাদের জন্য জায়েয নয়। একথাটি যেহেতু ছিল ইহুদীদের গোমরাহীর মূল কারণ, এ কারণে কুরআন তাৎক্ষণিকভাবে ঠিক যথাস্থানেই এর ওপর তিরস্কার করেছে। কুরআন বলেছে, এ কেমন অন্ধ-বধির দলীয় গোঁড়ামীতে এরা নিমজ্জিত, এদেরকে বলে দিন যে, প্রকৃত হেদায়াত তো আল্লাহরই হেদায়াত —যার অনুসরণ তাদের করা উচিত। চাই তা কোনো ইসরাঈলী পয়গম্বরের মাধ্যমে পাওয়া যাক অথবা কোনো ইসমাঈলী পয়গাম্বরের মাধ্যমে। নাজাত হাসিলের উপায় ও মাধ্যম তো আল্লাহর হেদায়াতের অনুসরণ—ইহুদীবাদ কিংবা খৃস্টবাদ নয়। এ বিষয়টি সূরা আল বাকারায় যেহেতু অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে—উপরন্তু পরবর্তী সূরাগুলোতেও এদিকে ইঙ্গিত করা হবে—তাই এখানে তার প্রমাণাদি উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি এ আয়াতে জ্ঞাতব্য তা হলো আরবী ভাষায় اَنْ শব্দের পূর্বে কখনো কখনো مَخَافَةَ শব্দটি বা তার সমার্থক কোনো শব্দ উহ্য থাকে। আরববাসীদের কথোপকথনে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং কুরআনেও রয়েছে। ফারাহী র. তাঁর রচিত اساليب القران নামক গ্রন্থে তার দৃষ্টান্তসমূহ একত্রে গ্রথিত করে দিয়েছেন। আমরাও এ তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি স্পষ্ট করবো।

ইহুদীদের দুরভিসন্ধি

এ বাকপদ্ধতির বিষয়টি স্মরণে রাখার পর আয়াত থেকে উপরোক্ত جملہ معترضہ কে পৃথক করে যদি وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ কে اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ-এর সাথে মিলিয়ে নেন, তাহলে দেখা যাবে যে, এটা প্রকৃত পক্ষে তাঁদের ঐ গোপন উদ্দীপকের ওপর আলোকসম্পাত করেছে যার অধীনে তারা নিজেদের লোকদের অত্যন্ত জোরেশোরে এ প্রশিক্ষণ দিতো যে, তারা কোনো অবস্থাতেই যেন অ-ইসরাঈলী নবীর নবুওয়াত দাবীর সত্যতাকে স্বীকৃতি প্রদান না করে। এ গোপন উদ্দীপকটি হলো এই, তাদের অন্তরে এ গোপন অভিসন্ধি ছিল যে, এ যাবত তাদের যে দীনি নেতৃত্ব করায়ত্ব ছিল, কোনোভাবেই যেন উক্ত দীনি নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বনী ইসরাঈলেরও হস্তগত হয়ে না যায়। একই সাথে তাদের মনে এ আশংকাও ছিল ঃ আমাদের পক্ষ থেকে উক্ত দীন ও নবীর পক্ষে আমাদের মুখ থেকে কোনো স্বীকৃতি প্রকাশ পেয়ে গেলে, কিয়ামতের দিন মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে এ দলীল খাড়া করবে যে, আমরা হক সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যান করেছি। কুরআন অন্য স্থানেও তাদের অন্তরের এ দুরভিসন্ধিকে পাকড়াও করেছে। সেখানে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ইহুদীরা তাদের লোকদের এ ব্যাপারে কঠোর তাগিদ দিতে থাকতো, শেষ নবী ও শেষ দীন সম্পর্কে তাওরাতে উল্লিখিত ইঙ্গিতসমূহকে মুসলমানদের নিকট ফাঁস করে দিও না যেন, অন্যথায় তারা এ বিষয়টিকে কিয়ামতের দিন তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে খাড়া করবে। এ প্রসঙ্গেই সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ج وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ○ - البقرة : ٧٦-٧٧

"আর যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন তারা নিভৃতে পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আল্লাহ তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন, তোমরা কি তা তাদের বলে দিচ্ছ ? তাহলে এ নিয়ে তারা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে। তোমরা কি বোঝ না ? তারা কি এতটুকুও জানে না, তারা যা গোপন করে কিংবা যা প্রকাশ করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা জানেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৭৬-৭৭

এ উভয় বাকভঙ্গী স্পষ্ট হয়ে যাবার পর এক্ষণে আয়াতের অর্থ সম্পূর্ণ পরিষ্কার। ইহুদীদের ওলামা ও নেতৃবৃন্দকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের নিজ জাতির মধ্যে তোমরা এ গোঁড়ামী ও ধর্মান্ধতার আগুন প্রজ্জ্বলিত করছো যে, কোনো ইসরাঈলীর জন্য অ-ইসরাঈলী নবুয়তের স্বীকৃত ও সত্যতা প্রদান করা জায়েয নয়, অথচ এ বিষয়টি একান্তই নির্বুদ্ধিতা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতার ওপর ভিত্তিশীল। প্রকৃত জিনিস তো হলো আল্লাহর হেদায়াত। আর তোমাদের তো এরই অন্বেষণকারী হওয়া কর্তব্য। চাই কোনো বনী ইসরাঈলী ব্যক্তির ওপর নাযিল হোক কিংবা কোনো বনী ইসমাঈলী ব্যক্তির ওপর। তোমাদের এ গোঁড়ামী সত্যানুসন্ধানের উৎসাহ ও উদ্দীপনার ফলশ্রুতি নয় ; বরঞ্চ নিছক ভয় ও বিদ্বেষের ফল, তোমাদের ভয় হলো যে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এযাবত একমাত্র তোমাদেরই করায়ত্ব ছিল, পাছে তা অন্যের করায়ত্ব হয়ে না যায়, আয়াতে أَحَدٌ শব্দ রয়েছে, কিন্তু আয়াতস্থিত ইঙ্গিত এটাই প্রমাণ করে যে, এদ্বারা বনী ইসমাঈলকেই বুঝান হয়েছে—যে বংশে আবির্ভাব হয়েছিল উম্মী নবী স.-এর। যেহেতু এখানে বনী ইসরাঈলের অন্তরের এক গোপন রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে, সেহেতু কুরআন তাকে অস্পষ্ট ও রহস্যপূর্ণ রেখে দিয়েছে। أَوْ يُحَاجُّوكُمْ দ্বারা যেমন আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি—তাদের ঐ আশংকার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদি আজ ইসলাম ও ইসলামের নবীর সমর্থনে তাদের মধ্যকার কারো মুখ থেকে কোনো কথা প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করাবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন বলেছে, তোমরা নিজেদের যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে রক্ষা করার জন্য এ অপচেষ্টা চালাচ্ছ, এতো তোমাদের আয়ত্বাধীন কোনো বিষয় নয়। সম্মান ও মর্যাদা একমাত্র আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেন, তিনিই তোমাদেরকে এ সম্মান দান করেছিলেন। এক্ষণে তিনি যদি এ সম্মানের জন্য অন্য কাউকে বেছে নেন, তাহলে তোমরা তাঁতে বাধ সাধতে পারবে না—তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া অবধারিত। وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর দয়া অনুগ্রহ তোমাদের সংকীর্ণ বাটখারা দিয়ে মেপে

www.pathagar.com

বিতরণ করেন না—যাতে তোমাদের ভিন্ন অন্য কারো জন্য বিন্দুমাত্রও সুযোগ থাকবে না। বরঞ্চ তিনি বিশাল ও অসীম প্রশস্ততার অধিকারী এক সত্তা। তাঁর যে কোনো সিদ্ধান্ত ইলম ও বিজ্ঞতার ওপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে। তিনি জানেন কে কোন বস্তুর যোগ্য আর কে যোগ্য নয়।

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ الاية এতে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। একটি হলো, সর্বশেষ নবী স.-এর রিসালাত এক মহান ও সীমা পরিসীমাহীন বরকত ও রহমত। অপরটি হলো, বনী ইসমাঈলের প্রতি রয়েছে মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ। তিনিই তাঁর বংশকে উক্ত সুমহান ও বিশ্বজনীন বরকতের আত্মপ্রকাশের জন্য বেছে নিয়েছেন, এ থেকে অনিবার্যভাবে দুটি বিষয় প্রতিভাত হয়ে ওঠে। প্রথমত, আল্লাহ্ তাআলার এ সুমহান অনুগ্রহের যথাযথ মর্যাদা দেয়া ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া বনী ইসমাঈলের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, বনী ইসরাঈলের ক্রোধ ও বিদ্বেষের মুখে মহান আল্লাহ তাঁর সুমহান বরকতের দ্বারা উম্মীদেরকে ধন্য করলেন। তিনি তো যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন। বলাবাহুল্য, তাঁর ইচ্ছা ও মরযীর মধ্যে একমাত্র তাঁর নিজের হেকমাত ভিন্ন অন্য কারো বিন্দুমাত্রও দখল নেই।

আয়াত ঃ ৭৫

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

'উম্মিয়্যীন'-এর অর্থ

أُمِّيّٖنَ দ্বারা বনী ইসমাঈলকে বোঝানো হয়েছে। এ শব্দটির ওপর আমরা সূরা আল বাকারাতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

سَبِيْل শব্দের অর্থ

سَبِيْل শব্দের অর্থ এখানে বাধ্যবাধকতা ও জবাবদিহি ও শাস্তি। لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيّٖنَ سَبِيْل। অর্থাৎ উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের ওপর কোনো অভিযোগ, জবাবদিহি ও শাস্তি নেই।

ইহুদীদের একটি মনগড়া ফতোয়া

এখানে কুরআন উম্মীদের ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের চিন্তা-চেতনা ও তাদের সামগ্রিক কর্মতৎপরতার চিত্র তুলে ধরেছে। অর্থাৎ তারা তাদের আমানত সমূহের খেয়ানত করা ও তাদের মাল ও ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করাকে কোনোরূপ দূষণীয় মনে করে না। বরং তারা একে তাদের দীনদারীর অন্যতম দায়িত্ব বলেই মনে করে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই যে,

তাওরাতে সম্পদ জবর দখল, খেয়ানত ও সূদখোরী ইত্যাদির ওপর যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, ভিন্ন জাতি বিশেষ করে কাফির জাতিসমূহের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। নিজেদের মনগড় এই শরঈ ফতোয়ার অধীন তারা অন্যান্য জাতির সাথে সর্বপ্রকার অন্যায় লেনদেন জায়েয করে নিয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে, তারা আরব বনী ইসমাঈলকেও একই তালিকাভুক্ত গণ্য করতো। এ জন্য তাদের ধন-সম্পদকেও খেয়ানত করা, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ অথবা সুদ ইত্যাদির ছদ্মাবরণে আত্মসাৎ করা তাদের দৃষ্টিতে কোনোই আপত্তিকর ব্যাপার ছিল না। আরববাসীরা ইহুদী সূদখোর ও মহাজনদের নিকট কোনো জিনিস আমানত বা বন্ধক হিসেবে রাখলে, তাদের গলধকরণ করা থেকে উক্ত সম্পদ বের করে আনতে সফল হওয়াটা ছিল অত্যন্ত জোর বরাতের ব্যাপার ও সৌভাগ্যবান হওয়ার নামান্তর। তারা উক্ত সম্পদকে আত্মসাৎ করে বসতো এবং তাদের এ কাজকে সওয়াব ও পুণ্যময় প্রমাণ করার জন্য তাদের মৌলভীদের নিকট থেকে ফতোয়াও সংগ্রহ করে রেখেছিলো—। আর তা ছিল এই যে, কাফিরদের মাল আত্মসাৎ করাতে কোনোই দোষ নেই।

কুরআন তাদের এসব ক্রিয়াকলাপ স্পষ্ট করার জন্যই তুলে ধরেছে যে, যারা তোমাদের সামান্য কটি টাকা ফেরত দিতে এহেন গড়িমসি করে এবং তার জন্য অতি যত্নে রীতিমত এবং শরঈ ফন্দি ও কৌশল আবিষ্কার করে নিয়েছে, তাদের কাছ থেকে তোমরা এ আশা করতে পারো না যে, তোমাদের নবী এবং তোমাদের ধর্ম ও শরীআত সম্পর্কে অতীত নবীদের যেসব ভবিষ্যদ্বাণীর আমানতদার তাদের বানানো হয়েছিল, সে আমানতের হক তারা বিশ্বস্ততার সাথে আদায় করবে এবং মানবজাতির সামনে তাদের ওপর অর্পিত সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পালন করবে। যারা পার্থিব অতীব নগণ্য জিনিসের বেলায় খেয়ানতকারী হতে পারে তারা এত বড় আমানত পূর্ণ করার মত মহৎ ও উদার চিত্ততা কোথা থেকে অর্জন করবে?

কিন্তু ইহুদীদের ন্যায় এহেন লাঞ্ছিত জাতির ক্রিয়া-কলাপ বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন ইনসাফের দাবি এড়িয়ে যায়নি। বরং তাদের মধ্যে যারা ভাল চরিত্রের অধিকারী ছিল তাদের কাজের প্রশংসা করেছে ; বরঞ্চ তাদেরই উল্লেখ অগ্রে করেছে। যাতে তারা উৎসাহিত হয় এবং এ ক্ষেত্রে তারা আরো অগ্রগামী হবার চেষ্টা করে। বস্তুত এরাই পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামের নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছেন।

وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ এখানে তাদের মনগড়া ও ঘরে বানানো ফতোয়ার খণ্ডন করা হয়েছে—যা ওপরে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ উম্মীদের সাথে ব্যবহার ও লেনদেনে তারা নৈতিকতা ও শরীআতের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত, এটা আল্লাহ ও শরীআতের ওপর তাদের মিথ্যা অপবাদ বৈ নয়। এটা যে শরীআতের পরিপন্থী কাজ তা খোদ তারাও অবগত ছিল। কিন্তু নিছক স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়েই তারা এরূপ কৌশল আবিষ্কার করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে এ ফতোয়াই আসমানী কিতাবের বিকৃতির পথ ধরে তাওরাতে অনুপ্রবেশ করে। এমনকি এখন কেউ তাওরাত পড়লে সাধারণ নৈতিক ও মানবীয় ব্যাপার ও অধিকারসমূহের ক্ষেত্রেও অনুভব করবে যে, বনী ইসরাঈলের জন্য শরীআত এ প্রকার এবং অ-ইসরাঈলীদের জন্য আরেক প্রকার। বলা বাহুল্য, অ-ইসরাঈলীদেরকে তাওরাত অপরিচিত ও ভিনদেশী বলে ব্যক্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৭৬

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

এ আয়াতে এবং এ জাতীয় যত আয়াতই রয়েছে তাতে جـواب شــرط উহ্য রয়েছে। তার কতক উদাহরণ আমরা সূরা বাকারায় পেশ করেছি। এখানে جواب شرط ব্যক্ত করা হলে পুরো বক্তব্য হবে নিম্নরূপ ঃ হাঁ যারাই আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে ও আল্লাহর সীমারেখার হিফাযত করবে, তারাই মুত্তাকী আর আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।

উপরোক্ত আলোচনার উপসংহার

এ আয়াতে ইহুদীদের উপরোক্ত বক্তব্যের ওপর মন্তব্য ও উপসংহারের মর্যাদা রাখে, অর্থাৎ তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, আল্লাহর নিকট ইহুদীদের কোনো বিশেষ মর্যাদা ও স্থান রয়েছে। যার ফলে তারা অন্যদের তুলনায় উচ্চতর এবং উম্মীদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব মুক্ত। প্রকৃত ব্যাপার হল, আল্লাহর নিকট যা কিছু সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে, তা তাদেরই প্রাপ্য, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং সর্বাবস্থায় উক্ত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির অধীনে প্রতিষ্ঠিত সীমারেখার হিফাযত ও সুরক্ষা করে। যাদের চিন্তা ও কর্মনীতি এরূপ হবে তারাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মুত্তাকী। আর আল্লাহ এরূপ মুত্তাকী ও খোদাভীরুদেরই ভালোবাসেন। যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও তার সীমারেখা ভঙ্গ করার ব্যাপারে বেপরোয়া এবং এতদসত্ত্বেও মুত্তাকী ও আল্লাহর প্রিয় হবার দাবীদার, তারা আসলে বোকার স্বর্গে বাস করছে।

সাধারণভাবে কুরআনের অনুবাদকরা اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ-এর অনুবাদ নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এভাবে করে থাকেন, আমার মতে ضمير বা অব্যয়ের مرجع তথা প্রত্যাবর্তনস্থল হলো الله। তাই এর সঠিক অনুবাদ হবে "আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে" কুরআনের অন্যান্য দৃষ্টান্ত থেকেও এরই সমর্থন মেলে। পরবর্তী আয়াত লক্ষ্যণীয়। ইবনে জারীরও এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

১৯. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৭৭-৮০ আয়াত

পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রথমেই আহলে কিতাবের উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ তথা প্রতিশ্রুতি বিক্রয় করার ওপর ভর্ৎসনা করা হয়েছে—যার উল্লেখ ইতোপূর্বেই হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় বাণী ও পয়গাম দ্বারা ধন্য করেছেন। তাদের জন্য শিক্ষা ও আত্মিক পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। এবং তাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহ দৃষ্টি দ্বারা মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছেন। কিন্তু তারা পার্থিব নগণ্য স্বার্থের বিনিময়ে আল্লাহর অঙ্গীকারকে বিক্রি করে দিয়েছে এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাঁর অনুগ্রহরাজির অবমূল্যায়ন করেছে। এ কারণে আখেরাতে তাদের জন্য কোনো অংশই আর অবশিষ্ট রইলো না।

www.pathagar.com

এরপর তাদের কতিপয় বিকৃতিকরণ প্রচেষ্টার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ যে কিতাব তাদের হেদায়াত ও সরল সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নাযিল করেছিলেন তাকে তারা ভেঙ্গেচুরে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। এবং তাতে এ উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করেছে যাতে আল্লাহর কিতাবে যা নেই তাই তার মধ্যে রয়েছে বলে মানুষের প্রতীতি জন্মে।

অতপর আহলে কিতাব বিশেষ করে নাসারাদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তারা যেন সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখে আজ যেসব কথাকে তারা হযরত মসীহ আ.-এর বাণী বলে চালিয়ে দিচ্ছে, কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াতের ধারক-বাহক হয়ে তারা কিভাবে তা করতে পারছে ?

এক্ষণে এরি আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ
بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ۚ وَيَقُولُونَ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ
كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾
وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ
بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

৭৭. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে, তাদের জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। কিয়ামাতের

www.pathagar.com

দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৭৮. আর তাদের মধ্যে তো একদল লোক এমন আছে যারা নিজেদের জিহ্বা বাঁকা করে কিতাব পাঠ করে যাতে তোমরা মনে করো যে, তা কিতাবেরই অংশ অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আসলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তারা জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

৭৯. কোনো মানুষের পক্ষে এটা শোভন ও সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করবেন তারপর সে লোকদের বলবে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার বান্দা হয়ে যাও। বরং সে বলবে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, এজন্য যে, তোমরা শিখাও কিতার এবং নিজেরাও অধ্যয়ন করো। ৮০. ফেরেশতাদের ও নবীদেরকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদের নির্দেশ দিতে পারে না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর সেকি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবে?

২০. শব্দের তাহকীক ও আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৭৭

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○

اشتراء শব্দের অর্থ

সূরা আল বাকারায় اشتراء শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যখন পণ্যের বিনিময়ে পণ্য আদান-প্রদান করা হয়—যেরূপ প্রাচীনকালে সাধারণভাবে রেওয়াজ ছিল—তখন প্রত্যেক বস্তুই একই সাথে বিক্রীত দ্রব্যমূল্য উভয়টাই হতে পারে। এ কারণেই কোনো বস্তুর اشتراء বলতে আমরা যে অর্থে ক্রয় করা বলে থাকি ঠিক সে অর্থে ক্রয় করা বুঝায় না। বরং তার অর্থ হয় পারস্পরিক বিনিময়। এজন্য اشتراء শব্দটি বদল করা বা পরিবর্তন করা অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। অতপর এ অর্থ থেকে উন্নীত হয়ে অগ্রাধিকার প্রদান অর্থেও এর ব্যবহার হয়।

عَهْدِ اللّٰهِ-এর অর্থ

عَهْدِ اللّٰهِ-এর অর্থ কিতাব ও শরীআত। কারণ কিতাব ও শরীআতের মর্যাদা আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে অঙ্গীকার ও পারস্পরিক চুক্তির ন্যায়। এখানে এ সাধারণ অর্থের মধ্যে

www.pathagar.com

একটা বিশেষ ইঙ্গিত ঐ প্রতিশ্রুতির প্রতিও রয়েছে যা মহান আল্লাহর শেষ নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে আহলে কিতাবের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আর আহলে কিতাব সেটিকে শুধু বিস্মৃতির অন্ধকারেই সমাচ্ছন্ন করেনি বরং তার নাম নিশানাও তাদের কিতাব থেকে মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে।

اَيْمَانْ শব্দের অর্থ

اَيْمَــــانْ বলতে ঐ সাধারণ ওয়াদা-অঙ্গীকারকে বুঝায় যার ওপর সামষ্টিক ও তামদ্দুনিক জীবনের বুনিয়াদ স্থাপিত। এবং যদ্বারা সামাজিক জীবন ও পারস্পরিক ওঠা-বসা ও লেনদেনে বিশ্বস্ততা ও সুধারণার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে ইহুদীদের যে অবস্থা ছিল তা ওপরে স্পষ্ট হয়েছে। তার তো আমানতে খেয়ানত করার ও নিজেদের কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকারের দায়িত্ব থেকে পলায়ন করার জন্য রকমারী কলা-কৌশল উদ্ভাবন করে নিয়েছেন।

لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ ঃ এখানে কথা না বলার ও না তাকাবার যে উক্তি করা হয়েছে তা তার প্রকৃত অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাদের সাথে এ অর্থে কথা বলবেন না ও তাদের প্রতি তাকাবেন না যা কথা বলার ও তাকাবার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এ বাকভঙ্গী আরবী ভাষায় সাধারণভাবেই প্রচলিত বরং প্রত্যেক ভাষাতেই এর দৃষ্টান্ত বর্তমান রয়েছে।

আয়াতের তাৎপর্য এই যে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের পারস্পরিক চুক্তি ও সন্ধিকে বেচা-কেনার পণ্যে পরিণত করে রেখেছে এবং তাদের পার্থিব স্বার্থের ওপর (যার পরিমাণ যত বড়ই হোক না কেন আখেরাতের বদলার তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ) সেগুলোকে এহেন নির্দয়ভাবে কুরবান করছে তাদের জন্য আখেরাতের কোনো অংশ নেই। তারা নিজেদের মণি-মুক্তাগুলোকে সামান্য কড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। যারা আল্লাহর আমানতের ব্যাপারে এহেন অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে, তাদের সাথে না আল্লাহ কথা বলবেন না তাদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন আর না তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। আর আখেরাতে এহেন দুর্ভাগাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নেই।

ইহুদীদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ

ভাষার ব্যঞ্জনার সাথে যারা সম্যক পরিচিত তারা অনুমান করতে পারবেন যে, এখানে শব্দ ও ভাষার মধ্যে কি পরিমাণ ঘৃণা ও কতখানি ধিক্কার ও অসন্তোষ লুকায়িত আছে। কিন্তু আহলে কিতাব বিশেষ করে ইহুদীরা তাদের দুষ্কর্মের দরুন—ওপরে যার উল্লেখ করা হয়েছে—এরই যোগ্য ছিল। বিশেষত এ কারণেও যে, এটি ছিল সে জাতি, যাকে মহান আল্লাহ তাঁর পয়গাম্বরের মাধ্যমে স্বীয় বাণী ও সম্বোধনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। ফিরাউনের চেলা-চামুণ্ডাদের পদতলে এরা যখন পিষ্ট হচ্ছিল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে বের করে এনে নেতৃত্ব ও ইমামতের আসনে সমাসীন করে দিলেন। তাদের আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য কিতাব নাযিল

করলেন। তাদেরকে সংশোধিত উন্নত নৈতিকতায় সুসজ্জিত করার জন্য তাদের মধ্যে নবী ও রাসূল প্রেরণ করলেন। কিন্তু এ জাতি আল্লাহর কালাম সম্বোধনের এতটুকুও মূল্যায়ন করেনি। আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি ও তাঁর পবিত্রকরণ ও পরিশুদ্ধিকরণের ও কোনো মর্যাদা দেয়নি। যে জাতির প্রতি আল্লাহ ও তাঁর নবীগণ এতসব যত্ন ও আয়োজন করলেন, আর তারা তার কোনো মূল্যই দিল না—এক্ষণে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন বা তাদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন কিংবা পবিত্র করবেন, এমনটি কামনা করবে তারা কোন্ মুখে ? তারা তো নিজেরাই নিজেদের ওপর আশা ও বিশ্বাসের সকল দরযা বন্ধ করে দিয়েছে।

এ আয়াতে যে 'আল্লাহ তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না' বলা হয়েছে তার দুটি দিক থাকতে পারে। একটি হল, আখেরাত তো পরিশুদ্ধিকরণের জায়গা নয়, তার জায়গা হলো এ দুনিয়া। তারা যখন এখানে সে সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে, তখন আখেরাতে তারা তা হাসিল করতে পারবে না। অপরটি হলো, তাদের অপরাধ এমন নয় যে, আখেরাতে অল্প বিস্তর সাজা ভোগ করেই তারা পবিত্র হয়ে যাবে। বরং এ অপরাধ তাদেরকে চিরকালের জন্য জাহান্নামের আযাবে নিমজ্জিত করে ছাড়বে।

আয়াত ঃ ৭৮

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ج وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

لَوٰى يَلْوِىْ শব্দের অর্থ

لَيًّا، يَلْوِىْ، لَوٰى-এর অর্থ কোনো জিনিসকে পাকানো, দুমড়ানো-মুচড়ানো, শক্ত করা, আঁট দেয়া ও গর্ব করা। يَلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ -এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহর কিতাবের বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে তারা তাদের জিহ্বাকে এরূপ বাঁকিয়ে মুচড়িয়ে উচ্চারণ করে যে, শব্দসমূহ সম্পূর্ণ ওলটপালট হয়ে যায়।

আল্লাহর অঙ্গীকার থেকে পালাবার একটি কৌশল

আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা অঙ্গীকারের দায়িত্ব থেকে পালাবার জন্য আহলে কিতাব যেসব কৌশল অবলম্বন করেছিল, এটি ছিল তার মধ্যে অন্যতম। সূরা আল বাকারার তাফসীরে আমরা কিতাব বিকৃতির বিষয়ে আলোচনা করে এসেছি। সেখানে আমরা বিকৃতির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি এও ছিল যে, কিতাব পাঠ করতে গিয়ে তারা শব্দ বা বাক্যের উচ্চারণ দুমড়ে-মুচড়ে এতটা বিকৃত করে দিত যে, তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্যই বিলীন হয়ে যেত। ইহুদী ও খৃস্টান—উভয়ই এ কর্মটি করেছে। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা مروه শব্দের উল্লেখ করেছি। এ শব্দটি হযরত ইবরাহীম আ.-এর কাহিনী বর্ননা প্রসঙ্গে তাওরাতে উক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে

যে, এ স্থানেই তাঁর পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইহুদীরা এ কুরবানীর ঘটনায় বিভিন্ন স্থানে বাড়িয়ে কমিয়ে বিচিত্র পরিবর্তন সাধন করেছে। আর এসব করতে গিয়ে مروه শব্দের পাঠ বিকৃত করে তারা মারিয়্যা, মূরিয়া, মাওরিয়াহ, মাওরাহ— আল্লাহ মালুম কতশত বিকৃতি সাধন করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আর এসবই করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, মক্কার প্রসিদ্ধ পাহাড় মারওয়ার পরিবর্তে এদ্বারা বায়তুল মাকদেসের কোনো স্থানকে যেন চিহ্নিত করা যায়। আর এভাবে যাতে বায়তুল্লাহর সাথে হযরত ইবরাহীম আ. এবং তাঁর হিজরত ও কুরবানীর ঘটনার সম্পর্ককে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া সম্ভব হয়। তাদের এ সার্বিক চেষ্টা তদবিরের উদ্দেশ্য ছিল, বনী ইসমাঈল ও তাদের মধ্যে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ স. সম্পর্কে তাওরাতের সহীফাসমূহে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী ও ইশারা-ইঙ্গিত বর্ণিত হয়েছিল, তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য, যাতে এসব পরিবর্তনের দ্বারা বিকৃত ও পরিবর্তিত করে দেয়া যায়। بكه শব্দের পাঠের বেলায়ও একইভাবে তারা তাদের তৎপরতা চালিয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

এ ষড়যন্ত্রের উল্লেখের পর তাদের দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যা আল্লাহর কিতাবের অংশ ও অর্ন্তগত নয় তার ওপর আল্লাহর কিতাবের লেবেল এঁটে দেয়া এবং যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত নয় তা আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়াই ছিল তাদের অপতৎপরতার উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন, এটাতো জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার শামিল। আর আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার চেয়ে অধিকতর দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্য আর কিইবা হতে পারে?

আয়াত ঃ ৭৯-৮০

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ○ وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ط اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

حكم শব্দের বিভিন্ন অর্থ

حُكْمٌ শব্দের মানে ভাগ্য বা নিয়তি, মীমাংসা, মধ্যস্থতা। এ অর্থ ও তাৎপর্য ধারণ করে কুরআনে তিনটি পৃথক দিক থেকে এর ব্যবহার হয়েছে।

কোথাও নিছক মীমাংসার অর্থে এসেছে। যেমন ঃ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ - الانبياء : ٧٨–"আর আমি তাদের বিচার মীমাংসা প্রত্যক্ষ করছিলাম।"–সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৮। اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا - مائدة : ٥٠ –"তবে কি তারা জাহেলী আমলের বিধান কামনা করে, আর কে আছে আল্লাহর চেয়ে বড় ফায়সালাকারী?"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৫০

কোনো কোনো স্থানে মীমাংসা ও ফায়সালা করার ক্ষমতা ও দূরদৃষ্টির অর্থে ব্যবহার হয়েছে, যেমন ঃ وَلُوطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا - الانبياء : ٧٤ -"আর আমি লূতকে দান করেছিলাম ফায়সালা করার ক্ষমতা ও জ্ঞান।"-সূরা আম্বিয়া ৭৪। وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً - مريم : ١٢ -"এবং আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম বিচারক্ষমতা এবং বিশেষ করে আমার পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা।" -সূরা মারইয়াম ঃ ১২

কোনো আয়াতে হুকুম ও নির্দেশের অর্থেও শব্দটি এসেছে যেমন ঃ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ - المؤمن : ١٢ -"সুতরাং এ ফায়সালা আল্লাহর, যিনি মহিমান্বিত শ্রেষ্ঠ মর্যাদাশীল।"-সূরা আল মু'মিন ঃ ১২ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ - قصص : ٧٠ -"আর বিধান তাঁরই ; তোমরা তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে।"-সূরা কাসাস ঃ ৭০

এখানে স্থান ও প্রেক্ষাপটের বিচারে এ শব্দটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে।[১]

رَبَّانِىْ শব্দের অর্থ

رَبَّانِىْ শব্দের অর্থ আল্লাহর সাধক ও আল্লাহওয়ালা। এ শব্দটি ইবরানী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় এসেছে বলে মনে হয়। رَبِّىْ শব্দটি তাওরাত ও ইঞ্জীলে অনেকবারই এসেছে। শব্দের আকৃতিতে উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও অর্থের দিক থেকে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না।

এ আয়াতের লক্ষ্য বিশেষভাবে নাসারাদের দিকে যাদের উদ্দেশ্যে প্রধানত এ সূরায় সম্বোধন। এ পর্যন্ত অধিকাংশ আলোচনাই ছিল প্রামাণ্য দলীল ভিত্তিক। এ আয়াতে সম্বোধন ও আবেদন করা হয়েছে সুস্থ বিবেক বুদ্ধির নিকট। বলা হয়েছে চিন্তার বিষয় যে, যে ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ কিতাব, হেকমাত ও নবুওয়াত দানে ধন্য করেছেন, সে মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে তার নিজের দাস হবার জন্য দাওয়াত দেবে। এটা কি করে সম্ভব ? অর্থাৎ কিনা, তোমাদের নব উদ্ভাবিত এসব কুসংস্কারাদি শুধু মসীহ আ.-এর শিক্ষা, তোমাদের সমর্থিত ও স্বীকৃত ইতিহাস ও নবীগণের সর্বসম্মত আকীদা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এমনকি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিও আল্লাহর সাথে মসীহ আ.-এর কোনোরূপ রক্ত সম্পর্কে বিষয়টি সমর্থন করতে পারে না। মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন ও তাকে কিতাব ও হিকমাত দান করেন, তখন তো তার উদ্দেশ্য এটাই হয় যে, তিনি মানুষকে অন্যদের বন্দেগী ও গোলামীর নাগপাশ থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বন্দেগী ও গোলামীতে আবদ্ধ করে দেবেন। তিনি আল্লাহর বন্দেগী থেকে লোকদের বিচ্ছিন্ন করে তাঁর নিজের বান্দা বানাবার চেষ্টা করবেন, এটাতো কিছুতেই হতে পারে না। অন্যথায় ব্যাপার তো এরূপ দাঁড়ায় যে, যাকে আল্লাহ তাঁর পশুপাল অন্বেষণ করার জন্য প্রেরণ করলেন, সে-ই কিনা তার পশুপালকে বিপথগামী করে তাড়িয়ে

১. حكم শব্দের এ তাহকীক ওস্তাদ ইমাম র.-এর আলোচনা থেকে নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

নিয়ে যাওয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। বলাবাহুল্য, আল্লাহর এক রাসূলের ওপর এর চেয়ে বড় মিথ্যা অপবাদ আর কি-ইবা হতে পারে ?

এরপর বলা হয়েছে, কিতাব ও হিকমতের ধারক বাহক একজন নবী যদি তোমাদের দাওয়াত দেন তবে তো এ দাওয়াতই দিতে পারেন যে, হে লোক সকল তোমরা আল্লাহর সাধক ও আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, কারণ আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করার ও করাবার সঠিক কোনো উদ্দেশ্য ও স্বার্থকতা যদি থেকে থাকে তবে তা একমাত্র এটাই হতে পারে।

অতপর বলা হয়েছে, যেভাবে তিনি লোকদের তাঁর বান্দা হবার দাওয়াত দিতে পারেন না, অনুরূপভাবে তিনি এ দাওয়াতও দিতে পারেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীদেরকে أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহর বিকল্প প্রভু বানিয়ে নাও। কেননা ঈমানের দাওয়াতের সাথে এ কুফরীর দাওয়াত কিভাবে একত্র হতে পারে ? যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসবে সেই তোমাদের মুসলিম বানাবার পর কুফরীর মধ্যে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করবে, এটা কি করে সম্ভবপর হতে পারে ?

এ সর্বশেষ বাক্যাংশে সম্বোধনে কিছুটা প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ নাসারাদের সাথে সাথে এতে কুরাইশদের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়ে গেছে, যারা কিনা ফেরেশতা ও নবীদেরও প্রতীমা বানিয়ে পূজা করতে শুরু করেছিল।

পরবর্তী আলোচনা : ৮১-৯১ আয়াত

এক্ষণে পরবর্তী আয়াতে একটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিজ্ঞার উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। যে প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছিল আহলে কিতাবের নিকট থেকে আম্বিয়া আ. বিশেষত শেষ নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা স.-এর সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য। আর আহলে কিতাব সামষ্টিকভাবে এর স্বীকৃতিও প্রদান করেছিল। কিন্তু এক্ষণে তারা—যেরূপ ওপরের বিস্তারিত আলোচনায় প্রতিভাত হয়েছে—উপরোক্ত দায়-দায়িত্ব থেকে পলায়ন করছে।

অতপর আহলে কিতাবের উদ্দেশ্যে বিস্ময়সূচক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা যদি শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন ও নিজেদের কৃত অঙ্গীকারের দায়-দায়িত্ব থেকে পলায়নই করবে তাহলে কি তারা আল্লাহর দীন ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করছে ? আল্লাহর দীন তো ইসলাম। আর এ দীনই গোটা বিশ্ব জগতের দীন। কারণ বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি জিনিস নিজ নিজ প্রাকৃতিক আইনের সীমারেখার অধীন স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় আল্লাহরই আনুগত্য করে চলেছে।

এরপর মুসলিম জাতির পূর্ণাঙ্গ ঈমানী ঘোষণার উদ্ধৃতি এসেছে। বলা হয়েছে, এ আহলে কিতাব নিজেদের গোঁড়ামী ও অন্ধ বিশ্বাসের গোলক-ধাঁধা থেকে যদি মুক্ত হতে না-ই চায়, তাহলে তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও এবং এ ঘোষণা দিয়ে দাও যে, আমরা সকল নবীদের প্রতি ঈমান পোষণ করি, তাদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য করি না এবং আমরা একমাত্র আল্লাহরই অনুগত।

www.pathagar.com

পরবর্তী আয়াতগুলোতে আহলে কিতাবের অশুভ পরিণামের আলোচনা এসেছে। বলা হয়েছে, এসব লোক যারা ঈমানের পর কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূলকে চেনার পর তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিভাবে তারা হেদায়াত লাভে ধন্য ও বরেণ্য হতে পারে ? এহেন চরিত্রের লোকদের তো বরং আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাকুল ও সমগ্র সৃষ্টিজগতের লানত ও অভিসম্পাতই প্রাপ্য এবং তারা এরই যোগ্য। এবারে এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ
عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ (৮১) فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (৮২) أَفَغَيْرَ
دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (৮৩) قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (৮৪)
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ (৮৫) كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا
أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (৮৬)
أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (৮৭)
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (৮৮)

www.pathagar.com

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ
تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ
كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ
بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

৮১. আর স্মরণ করো যখন আল্লাহ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন নবীদের কাছ থেকে, যা কিছু আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমাত দিয়েছি এবং তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন অবশ্যই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার অঙ্গীকার কবুল করলে ? তারা বললো, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম। ৮২. এ প্রতিশ্রুতির পর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তারাই হবে নাফরমান।

৮৩. তবে কি তারা আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন অন্বেষণ করে ? অথচ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে আসমান ও যমীন যা কিছু আছে স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, আর তারই দিকে তারা সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে। ৮৪. বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা কিছু নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানদের প্রতি এবং যা কিছু প্রদান করা হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই জন্য নিবেদিত—আত্মসমর্পণকারী। ৮৫. যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করবে, কখনো তা তার থেকে কবুল করা হবে না। আর আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। ৮৬. কিরূপে আল্লাহ এমন জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করবেন যারা কুফরী করে তাদের ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর আর তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর ? আর আল্লাহ যালিম লোকদের হেদায়াত দান করেন না। ৮৭. এরূপ লোকদের কৃতকর্মের প্রতিফল হলো এই যে, নিশ্চয়ই তাদের প্রতি আল্লাহ ফেরেশতাদের এবং মানুষের সকলেরই লা'নত ও অভিসম্পাত। ৮৮. তারা অনন্তকাল এ লা'নতে থাকবে ; তাদের আযাব হালকা করা হবে না এবং তাদের বিরামও দেয়া

www.pathagar.com

হবে না। ৮৯. অবশ্য যারা এরপর তাওবা করে নেয় ও নিজেদের সংশোধন করে নেয় তারা ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯০. ঈমান আনার পর যারা কুফরী করে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের কুফরী প্রবৃত্তি, তাদের তওবা কখনো কবুল হবে না, আর এরাই প্রকৃত গোমরাহ। ৯১. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায়ই যাদের মৃত্যু ঘটেছে, তাদের কারো কাছ থেকে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও কখনো কবুল করা হবে না। যদিও তারা তা কুফরীর বিনিময় স্বরূপ দিতে চায়। এদেরই জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি আর এদের জন্য থাকবে না কোনো সাহায্যকারী।

২২. শব্দের ব্যাখ্যা ও আয়াতের তাফসীর

আয়াত ঃ ৮১-৮২

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ط قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ط قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

নবীদের ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের প্রতিজ্ঞা

مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ এতে যে اضافت বা সম্বন্ধ পদ বর্তমান তা কর্তার (فاعل) দিকে নয় বরং কর্মের (مَفْعُوْل) দিকে। এর অর্থ এই নয় যে, নবীদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে বরং অর্থ এই যে, নবীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এ অঙ্গীকার—যেমন আয়াতে উল্লেখ রয়েছে—এজন্য ছিল যে, বনী ইসরাঈলকে যেহেতু কিতাব ও হিকমাতের বাহক ও আমানতদার বানানো হয়েছে, সেহেতু তাদের পদমর্যাদার স্বাভাবিক দাবী এই যে, যেসব নবী আসবেন—বিশেষ করে শেষ নবী যখন আসবেন তখন সবার চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে তাঁর ওপর ঈমান আনা ও তাঁর সাহায্য করা হবে তাদের কর্তব্য। কুরআন মজীদে বিভিন্ন ভঙ্গীতে এ অঙ্গীকারের বর্ণনা এসেছে। যেমন সূরা মায়েদায় রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ج وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ○- المائدة : ١٢

www.pathagar.com

"আল্লাহ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলেছিলেন, অবশ্য আমি তোমাদের সাথেই আছি ; যদি তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখো, তাদের সাহায্য করো এবং আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দাও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং অবশ্যই তোমাদের দাখিল করবো জান্নাতে যার পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত। এরপরও তোমাদের মধ্য যে থেকে কুফরী করবে। সে নিশ্চয়ই সরল পথ হারাবে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১২

উম্মী নবী স.-এর ব্যাপারে অঙ্গীকার

উপরোক্ত আয়াতে رُسُلُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ এদ্বারা সকল রাসূলকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু অপর একটি আয়াতে স্পষ্টভাবে উম্মী নবী অর্থাৎ শেষ নবী স.-এর কথাই উল্লিখিত হয়েছে। লক্ষ করুন ঃ

فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ
الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا
النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ - الاعراف : ١٥٦-١٥٧

"সুতরাং আমি আমার রহমত লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে। যারা অনুসরণ করে এমন রাসূলের যিনি উম্মী নবী, যাকে তারা লিখিত পায় নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে, যিনি তাদের নেক কাজের আদেশ দেন এবং নিষেধ করেন মন্দ কাজে। যিনি হালাল করেন তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন অপবিত্র বস্তু এবং অপসারিত করেন তাদের থেকে সে গুরুভার ও শৃংখল যা তাদের ওপর ছিল। সুতরাং যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে, সে আলোর যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম।"–সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৬-১৫৭

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, ইহুদী ও নাসারা এ উভয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই উম্মী নবী স.-এর ওপর ঈমান আনার এবং তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতা করার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা এ অঙ্গিকারের কোনোই তোয়াক্কা করেনি। সে অঙ্গিকারের কিছু নিদর্শন তাওরাত ও ইঞ্জীলেও রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তা বিকৃতির ধূলাবালুতে অনেকাংশেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। যথাস্থানে তার আলোচনা আসবে।

www.pathagar.com

رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ-এর দ্বারা উম্মী নবী (শেষ নবী মুহাম্মাদ) স.-কে বুঝানো হয়েছে। مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ-এর বিশদ ব্যাখ্যা আমরা সূরা বাকারায় উপস্থাপিত করেছি। এর রয়েছে দুটি দিক, বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার একটি দিক হল এই যে, নবী স.-এর আত্মপ্রকাশ, তাঁর গুণাবলী ও কর্মকুশলতা দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জীলে বিধৃত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সত্যতাই প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বস্তুত এগুলোর সত্যতা প্রকাশ পাবার জন্য তারা অপেক্ষমানও ছিল। আর অপেক্ষমান থাকা কাম্য ও বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ এ ভবিষ্যত বাণীগুলোর সত্যায়ন দ্বারা সর্বাগ্রে তাদেরই শির উঁচু হতো। تَصْدِيْقٌ শব্দের এ অর্থের হামাসী কবির কবিতার এ পংক্তিটি লক্ষ করা যেতে পারে।

فدت نفسي وما ملكت يميني فوارس صدقوا فيهم ظنوني .

"আমার জীবন ও আমার সম্পদ ওসব নিপুণ অশ্বারোহীদের জন্য উৎসর্গীত হোক, যারা তাদের ব্যাপারে আমার সার্বিক ধারণাকে সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে।"

এ দিক থেকে ইহুদী ও নাসারারা চিন্তা করলে দেখতে পেত যে, মহানবী স.-এর আবির্ভাবের দ্বারা খোদ তাদের ও তাদের কিতাবের সত্যায়ন হচ্ছে। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য এই যে, যে তাঁকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করেছে তাঁকে তারা মিথ্যাবাদী বলে দিয়েছে। যে মহান ব্যক্তিত্বের প্রমাণ ও যার সাক্ষ্যের গুরুভার এরা এত দীর্ঘকাল যাবত বহন করে আসছিল, তিনি যখন সত্যি সত্যি এসে গেলেন, তৎক্ষণাৎ তারা তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করলো—তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো।

বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণের পদ্ধতি

قَالَ ءَ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ঃ এর রয়েছে একটা বিশেষ অবস্থা ও প্রেক্ষাপট যা দৃষ্টি সমক্ষে রাখা বাঞ্ছনীয় তবেই এ আয়াতাংশের জোর শক্তিমত্তা বুঝে আসবে, মূসা আ.-এর শরীয়াতে এ নিয়ম ছিল যে, যখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এরূপ হেদায়াত নাযিল হতো, তখন হযরত মূসা আ. তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর সঙ্গীদের জানিয়ে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন না। বরং বনী ইসরাঈলের পুরো জামাআত অথবা অন্তত পক্ষে তাদের সফল নেতৃবৃন্দকে ইবাদাতগাহে সমবেত করতেন। তাবূত (শবাধার) সম্মুখে থাকতো হযরত মূসা আ. ওয়াজ ও উপদেশের পর আল্লাহর হুকুম শোনাতেন। অতপর সবার নিকট থেকে আনুগত্যের স্বীকৃতি আদায় করতেন। সকলের স্বীকৃতির পর লোকদেরকে তার সাক্ষী থাকার তাগিদ দিতেন। আল্লাহকেও তার সাক্ষী সাব্যস্ত করতেন। অবশেষে উক্ত হুকুমের নাফরমানী করার পার্থিব ও পারলৌকিক পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কেও অবহিত করতেন। এভাবে যেন মহান আল্লাহর প্রতিটি আদেশ ও নিষেধেই আল্লাহ তাআলা ও বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ওয়াদা অঙ্গীকারের মর্যাদা লাভ করতো। এটা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের মোক্ষম সুযোগই বটে! যে শরীআতের সুরক্ষার জন্য এদের পেছনে এহেন চেষ্টা-চরিত করা হলো, সে শরীআতের ধারক-বাহকরাই তার প্রতিটি অঙ্গীকারের অংশবিশেষকে পর্যন্ত নিঃশেষে ভঙ্গ করলো। এর আলোকে فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ -এর শব্দসমূহের ওপর চিন্তা করে দেখুন তাহলে بَعْدَ ذٰلِكَ-এর প্রকৃত ওজন ও গাম্ভীর্য অনুভূত

www.pathagar.com

হবে যে, এরপরও যে স্বীয় অঙ্গীকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাদের অপেক্ষা বড় ওয়াদা ভঙ্গকারী আর কে হবে ? فَاسِقٌ শব্দটি এখানে সাধারণ অর্থে নেয়া হয়নি। বরং ইবলীস সম্পর্কে যেমন বলা হয়েছে ঃ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ অর্থাৎ সে তার রবের হুকুম লংঘন করে বেরিয়ে গিয়েছে, অনুরূপ অর্থেই এখানে বনী ইসরাঈলের জন্য ব্যবহার হয়েছে।

আয়াত ঃ ৮৩

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

ইসলাম সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির দীন

আহলে কিতাবের এ সামগ্রিক সত্য বর্জন ও পলায়নপরতার ওপর এক্ষণে বিস্ময়সূচক প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইসলাম ও ইসলামের নবী থেকে এহেন পলায়ন বর্জনের হেতু বা উদ্দেশ্য কি ? আল্লাহর দীন ছাড়া এ আহলে কিতাব অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করছে কি ? আল্লাহর দীন তো অনাদিকাল থেকেই ইসলাম। সকল নবী ও রাসূলকে তো তিনি এ দীনই প্রদান করেছেন এবং গোটা সৃষ্টিজগতের দীনও এটাই। সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, বৃষ্টি, হাওয়া-বাতাস তথা আসমান যমীন সবকিছু এ দীনেরই অনুসারী। ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী হলো নিজেকে নিজে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সমীপে ন্যস্ত আত্মসমর্পিত করে দেয়া, আল্লাহর হুকুম ও আইন বিধানের লংঘন করে, এমন সাধ্য কার আছে ? কেউ তার সীমিত ইচ্ছা শক্তির পরিসীমার (আর এ ইচ্ছা শক্তি আল্লাহরই প্রদত্ত এবং তাঁরই ইচ্ছা ও মর্জির অধীন) মধ্যে কোনো নাফরমানী করলেও সে-ও প্রাকৃতিক আইনের সীমারেখার অধীন আল্লাহর আইন ও বিধানের গণ্ডীতে অক্ষম ও আবদ্ধ। জীবন ও মৃত্যুর প্রাকৃতিক আইন ও বিধান থেকে পলায়ন করবে এমন সাধ্য কার আছে ? সুতরাং প্রকৃতি ও বিবেকের দাবী এটাই যে, মানুষ প্রাকৃতিক আইনের অধীনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেমন মহান আল্লাহর আইন বিধানের তাবেদারী করে চলেছে, তদ্রূপ তার সীমিত ইচ্ছাশক্তির পরিমণ্ডলেও সে মহান স্রষ্টা ও সর্বময় অধিকর্তার আইন ও বিধানের স্বেচ্ছায় আনুগত্য করে চলবে। এ ধরনের জীবন এ গোটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুর সাথে একাত্ম ও পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যাবে। তার ইচ্ছাশক্তি ও প্রাকৃতিক আইন উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হবে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য। মানুষ আল্লাহর দেয়া স্বাধীনতাকে আল্লাহরই শরয়ী বিধানে ন্যস্ত করে নিজেকে ফেরেশতা ও নবীদের ন্যায় আল্লাহর রঙে রঞ্জিত করে নেবে। এটাই ইসলাম, এটাই আল্লাহ রঙ। এরই নাম আল্লাহর দীন। এটাই আদম আ.-এর ধর্ম-বিধান। এটাই নূহ আ.-এর দাওয়াত আর এটাই ইবরাহীমের মিল্লাত এবং এরই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন এ সর্বশেষ নবী স.। অতপর এ ফিতরতের ধর্ম ও বিশ্ব-জাহানের দীনকে বর্জন করে এ আহলে কিতাব—কিতাবধারী হয়ে—কোন্ দীনকে অন্বেষণ করছে ?

www.pathagar.com

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ঃ "আর তারই দিকে তারা সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে"—বলে এই মহাসত্যের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, ইহজীবনে যেমন আল্লাহর আইনের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যাবার কোনো পথ নেই, ঠিক তদ্রূপ এর পরবর্তী পথও সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। যে মৃত্যুবরণ করে এ থেকে পালায়, সে-ও পলায়ন করে না ; বরং সে-ও আল্লাহরই নিকট যায় এবং নিজেকে নিজে তাঁরই নিকট সোপর্দ করে।

আয়াত ঃ ৮৪

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ص لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ কালিমা

সূরা আল বাকারায়ও অবিকল এই আয়াতটি এসেছে। সেখানে এর সকল শব্দ ও তাৎপর্যের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন সূরা আল বাকারা ১৩৬ নম্বর আয়াত। ইসলামের পয়গম্বর মহা নবী স.-এর যবানীতে ইসলামের এ পূর্ণাঙ্গ কালিমার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বাণীভঙ্গী অনেকটা এরূপ যে, এ আহলে কিতাব যদি ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো দীনের অন্বেষণকারী হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে তাদের কাম্যবস্তুর প্রতি ন্যস্ত করে দাও। শয়তান তাদেরকে যে যে প্রান্তরে ইচ্ছা তাড়িয়ে ও হোঁচট খাইয়ে নিয়ে বেড়াক। তোমরা তাদের পেছনে নিজেদের মূল্যবান সময় নিষ্ফল অপচয় করো না। বরং এ ঘোষণা করে দাও যে, আমরা তো আল্লাহ ও তাঁর দীনের ওপর ঈমান এনেছি—যা সকল নবীদের দীন। আমরা ঐসকল নবীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না যে, কাউকে মানব আবার কাউকে মানব না, আমরা সবার ওপর ঈমান রাখি এবং আমরা সবাই আল্লাহরই একান্ত অনুগত—ফরমাবরদার। আমরা তো নিজেদেরকে তাঁরই সমীপে নিবেদন করি—আত্মসমর্পন করি।

আয়াত ঃ ৮৫

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

ইসলামের সপক্ষে দলীল-প্রমাণ স্পষ্ট করে বর্ণনা করার পর এক্ষণে পরিষ্কার ভাষায় এটা ঘোষণা করে দেয়া হলো যে, যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীনের অন্বেষণকারী হবে বা তাতে অবিচল থাকবে—চাই তা ইহুদীবাদ হোক বা খৃস্টবাদ কিংবা অন্য কোনো দীন—তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না, গ্রহণযোগ্য হবে না। এসব লোক হবে আখেরাতে বঞ্চিত ও আশা ভঙ্গের বেদনায় আহত-বিধ্বস্ত।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৮৬-৮৯

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۫ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

هِدَايَتٌ শব্দের বিশেষ অর্থ

هِدَايَتٌ শব্দের ওপর আমরা সূরা আল বাকারায় আলোচনা করেছি যে, এর রয়েছে তিনটি পর্যায়। এর সর্বশেষ পর্যায় হলো আখেরাতের হেদায়াত। এ পর্যায় বা স্তরে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকেই হেদায়াত হয়ে থাকে। বান্দা এ পর্যায়ে তার সাধনায় কৃতকার্যতা অর্জন করে ফল লাভে ধন্য ও জীবনের সার্বিক চেষ্টা-সাধনার ফসল লাভ করে সফলকাম হয়ে থাকে। হেদায়াত শব্দটি এ অর্থেও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। আমার বারবার এটাই মনে হয় যে, অত্র আয়াতে يَهْدِىْ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মরহুম উস্তাদ অবশ্য এদ্বারা হেদায়াতের সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে এখানে বনী ইসরাঈলের হেদায়াত না পাবার যে কথা ব্যক্ত হয়েছে, তার মানে ব্যক্তিগতভাবে নয় বরং জাতিগতভাবেই তা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কিনা যে জাতি এহেন কঠিন অপরাধ ও পাপের জন্য অপরাধী ও দায়ী তাদের জন্য ইসলামের পথ কিভাবে উন্মুক্ত হতে পারে?

شَهِدُوْٓا এতে সাক্ষ্যদান বলতে অন্তরের সাক্ষ্যদানকেই বুঝান। অর্থাৎ এসব আহলে কিতাবের অন্তর এটা স্বীকার করে যে, ইনি সত্য রাসূল। তাঁর সেসব নিদর্শন তাদের নিকট প্রকাশিত হয়েছে তা এতই স্পষ্ট যে, তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে তাদের অন্তর সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু নিছক গোঁড়ামী ও হঠকারিতা এবং হিংসা ও অন্ধ বিদ্বেষের দরুনই তারা তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে।

এখানে পূর্বোক্ত আয়াতের কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, আখেরাতে মহান আল্লাহ ওসব লোকদের কিভাবে সফলকাম করবেন যারা ঈমানের পরে কুফরী অবলম্বন করেছে, যাদের নিকট এ রাসূলের সত্যতা ও বিশ্বস্ততার সুস্পষ্ট নিশানীসমূহ এসেছে, কিন্তু তথাপি তারা তাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করছে। যাদের অন্তর এ সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, ইনি সত্য রাসূল, কিন্তু তারপরও তাদের যবান তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে? এ ধরনের লোক তো স্বীয় স্বভাব প্রকৃতি, বিবেক-বুদ্ধি এবং স্বীয় আত্মার ওপর কঠোর যুলুমকারী বৈ নয়। আর এটা আল্লাহর বিধান যে, মহান আল্লাহ এ জাতীয় লোকদের সফলকাম করেন না; যারা নিজেরাই নিজেদের হাতে পথের নিশানীসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং স্বয়ং নিজেরা নিজেদেরকে হোঁচট খেতে বাধ্য করে। এ ধরনের লোকদের শাস্তি তো এটাই যে, তাদের

www.pathagar.com

ওপর পতিত হবে আল্লাহর, ফেরেশতাকুলের ও সমগ্র সৃষ্টিরাজির লা'নত ও অভিসম্পাত। النَّاس। এর সাথে أَجْمَعِيْنَ শব্দ দ্বারা তাকিদ দেয়ার দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, কিয়ামাতের দিন তাদের ওপর ভাল ও মন্দ সকল শ্রেণীর লোকই লা'নত করবে। ভাল লোকদের লা'নত করার কারণ তো স্পষ্ট। মন্দ ও পাপী লোকেরাও লা'নত করবে এজন্য যে, তারা তাদেরই কারণে গোমরাহ হয়েছিল। এজন্য কুরআনে ব্যক্ত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন গোমরাহ নেতৃবৃন্দ ও তাদের গোমরাহ অনুসারীরা একে অন্যের ওপর লা'নত করবে। অনুসারীরা বলবে, তোমরা আমাদের ধ্বংস করেছ। তোমরা আমাদের বিপথগামী না করলে আমরা হিদায়াত পেতাম। নেতৃবৃন্দ বলবে, আমরা যেমন ছিলাম, তোমাদেরকেও ঠিক তদ্রূপ বানিয়েছিলাম। তোমরা সততই দুর্ভাগ্য প্রপীড়িত ছিলে। তাই তোমরা হিদায়াতের পথ অবলম্বন করোনি।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ঃ এতে ضمير বা অব্যয়ের مرجع জাহান্নাম। আয়াতে অবশ্য জাহান্নাম বা দোযখ শব্দের উল্লেখ নেই। কিন্তু ওপরে লা'নত শব্দের উল্লেখ দ্বারা জাহান্নামী শব্দের ধারণাকে এতই প্রবলতর করে দিয়েছে যে, শাব্দিকভাবে তার উল্লেখের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি। যেন স্বয়ং লা'নতই আযাবের সমার্থক হয়ে গিয়েছে। ভাষার মধ্যে এ জাতীয় বাকভঙ্গীর প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। সূরা হাদীদ-এর তাফসীরে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব। উক্ত আযাব সম্পর্কে বলা হয়েছে, না তা কোনো পর্যায়ে এতটুকু হালকা করা হবে আর না তাদেরকে এ থেকে কিছুমাত্র বিরাম দেয়া হবে। তাতে নিপতিত হওয়ার পর তাদের সকল কামনা- বাসনার দরযা বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য যারা এ সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের পর তাওবা করে নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নেবে এবং এ যাবত তারা যেসব সত্য গোপন জনিত অপরাধ করেছে তার খোলামেলা ও প্রকাশ্য ঘোষণা প্রদান করবে তারা উক্ত আযাব থেকে বেঁচে যাবে। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আয়াত ঃ ৯০-৯১

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

যাদের তওবা কবুল হবার নয় তাদের বর্ণনা

এখানে ওসব লোকের কথা বর্ণিত হয়েছে যাদের তাওবা কবুল হবে না। এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা ওপরে বর্ণিত সকল পাপাচারে লিপ্ত হয়ে ঈমানের পর কুফরীতে নিমজ্জিত হয়েছে। অতপর স্তরে স্তরে কেবলই কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। অবশেষে জীবনলীলা সাঙ্গ হবার উপক্রম হলে মুখে উচ্চারণ করে নিল তাওবা, তাওবা প্রকৃত প্রস্তাবে নিজেদের পাপ ও অপরাধের সংশোধন করলো না, পয়গম্বর কিংবা ঈমানদারদের সম্মুখে নিজেদের সত্য গোপনের কোনো স্বীকৃতি বা ঘোষণা দিলো না। আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় ও নবী স.-এর

সমর্থন ও সহযোগিতা করে স্বীয় পাপ মোচনের কোনো চেষ্টা করলো না। বরং কুরআনে বর্ণিত বক্তব্য মোতাবেক তাদের মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপরই মৃত্যুবরণ করলো তাতে তাদের ভাগ্যের কোনোই পরিবর্তন হবে না। তারা ভাবত سَيُغْفَرُ لَنَا 'আল্লাহ আমাদের সকল গোনাহ মাফ করে দেবেন।' কুরআন এখানে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, এহেন অবান্তর আশা-আকাঙ্ক্ষার গোলক-ধাঁধায় যারা নিমজ্জিত, তাদের এ তাওবার কোনো মূল্য নেই, আর না আল্লাহর নিকট তাদের এ তাওবা কিছুমাত্র গ্রহণযোগ্য হবে।

একই পরণতি হবে ওসব লোকের যারা ঈমানের পর কুফরীতে নিমজ্জিত হয়েছে আর ঐ কুফরী অবস্থায় মৃতুবরণ করেছে। বলা হয়েছে, এ ধরনের লোক নিজেদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও যদি বিনিময় স্বরূপ প্রদান করে, তথাপি তা কবুল হবে না। বর্ণনাভঙ্গী নিছক তাদের নাজাত প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে নাকচ করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যথায় এটা তো জানা কথা যে, আখেরাতে না কারো কাছে ফিদিয়া বা বিনিময় দেয়ার মত কোনো কিছু থাকবে আর না এ ধরনের লেনদেনের কোনো স্থান হবে। وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِرِيْنَ এতে রয়েছে তাদের মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার অপনোদন। বলাবাহুল্য এরা তাদের আধ্যাত্মিক পূর্ব-পুরুষদের সুপারিশ পাবার আশা পোষণ করতো।

এ বিষয়টি সূরা বাকারায়ও আলোচিত হয়েছে। সেখানে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আয়াতটি আমরা এখানেও উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। যাতে আলোচ্য আয়াতের কিছু প্রচ্ছন্ন দিকের ওপর আলোকসম্পাত হয়ে যায়। এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝ - البقرة : ١٥٩-١٦٢

"নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়াত মানুষের জন্য নাযিল করেছি, তা কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন করে, তাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত দেন এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীরাও তাদেরকে অভিসম্পাত দেন। কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর যা গোপন করেছিল তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এদেরই তাওবা আমি কবুল করি। আর আমি তো পরম তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। চিরকাল তারা অভিসম্পাতের মধ্যে থাকবে।

www.pathagar.com

তাদের শাস্তি কখনো হালকা করা হবে না। আর তাদের কোনো বিরামও দেয়া হবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৯-১৬২

২৩. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৯২-৯৯ আয়াত

পূর্বোক্ত আলোচ্য বিষয় স্মৃতিপটে মওজুদ থাকলে পরবর্তী বর্ণনাধারা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। ইতোপূর্বে ৬৩ নম্বর আয়াত থেকে এ আলোচনা শুরু হয়েছিল যে, ইহুদী ও নাসারারা ইবরাহীমি মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে তারা যে দাবী করে থাকে, তা নিতান্তই ভিত্তিহীন দাবী। ইবরাহীমি মিল্লাতের ওপর তো রয়েছে নবী স. আর তাঁর সঙ্গী-সাথীরা। কিন্তু এ ইহুদী নাসারারা বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র ও বিকৃতির সাহায্য প্রকৃত সত্যের ওপর আবরণ চড়িয়ে দিতে চায়। তারা মানুষকে এ বলে গোমরাহ ও বিভ্রান্ত করতে চায় যে, এ দীনের পথে চলতে গিয়ে কোনো প্রকার কুরবানী ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। তারা এও বোঝাতে চায় যে, দীনদারীর সত্য মিথ্যা কতক আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততার সর্বোচ্চ সোপানের দাবী পূরণ করা সম্ভবপর।

এখানে সর্বপ্রথম এ ভুল ধারণার অপনোদন করা হয়েছে যে, নিছক মিথ্যা অনুষ্ঠান সর্বস্বতা ও প্রদর্শনীমূলক দীনদারীর সাহায্যেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততার সোপানে আরোহণ করা সম্ভব নয়। কারণ তোমাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম যে বস্তু বর্তমান, তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার সর্বাধিক প্রিয় বস্তুসমূহ আল্লাহর জন্য কুরবানী করতে অভ্যস্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা অঙ্গীকারের দাবীসমূহ পূরণের সাহস ও উদ্দীপনা জাগ্রত হতে পারে না।

মুসলমানদের ওপর ইবরাহীমি মিল্লাতের বিরোধিতার অভিযোগ

এরপর প্রসঙ্গক্রমে ইহুদীদের একটি অভিযোগের জবাব দেয়া হয়েছে ; যা তারা মুসলমানদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমির বিরোধী প্রমাণ করার জন্য উত্থাপন করেছিল।। তা এই যে, মুসলমানদের নিকট এমন কতিপয় খাবার দাবারের জিনিস বৈধ বলে বিবেচিত, যা কিনা ইহুদীদের ধারণা মতে ইবরাহীমি শরীয়াতে ছিল হারাম। যেমন উটের ব্যাপারে তাদের দাবী ছিল, এটা ইবরাহীম আ.-এর শরীআতে হারাম। কিন্তু মুসলমানদের নিকট এটা শুধু হালাল ও পবিত্রই নয়, বরং এটা তাদের নিকট সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ। তারা এর রক্ত প্রবাহিত করা ও কুরবানী করাকে অত্যন্ত সওয়াবের কাজ মনে করে, এই প্রচার প্রপাগাণ্ডার উদ্দেশ্য ছিল—যেমন আমরা ওপরে ইঙ্গিত দিয়েছি—নিছক সাধারণ জনগণকে এটা বিশ্বাস করানো যে, মুহাম্মাদ স. ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা ইবরাহীমি মিল্লাতের বিরোধী। কুরআন এর জবাব দিয়েছে। কুরআন বলেছে যে, এটা নেহাত মিথ্যা অপবাদ বৈ নয়। স্বয়ং তাওরাত একথার সাক্ষী যে, উটের হারাম হওয়া জনিত বিষয়টির সম্পর্ক যদিওবা

www.pathagar.com

থাকে তার সম্পর্ক রয়েছে মূসা আ.-এর শরীয়াতের সাথে, ইবরাহীম আ.-এর শরীয়াতের সাথে নয়।

এ প্রাসঙ্গিক আপত্তির জবাব দানের পর পুনরায় তাদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমির অনুসরণ করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যা তাওরাতে কাবা ঘরের প্রাচীনত্ব এর কেন্দ্রীয় মর্যাদা এবং বরকত ও হেদায়াতের প্রস্রবন হওয়া সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এর ওপর আবরণ চড়াবার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। অধিকন্তু ঐসব নিশানীসমূহের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যা পরিস্কার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এ পবিত্র ভূমিকেই হযরত ইবরাহীম আ. স্বীয় আবাসস্থল বানিয়েছিলেন, এটিকেই তিনি নিরাপত্তার নগরী আখ্যা দিয়েছিলেন, এটিকে হজ্জ ও উমরার কেন্দ্রস্থল সাব্যস্ত করেছিলেন এবং হাজার হাজার বছর ধরে তাঁর বংশোধর এ ভূখণ্ডে তাঁর নাম ও তাঁর ঐতিহ্যের ধারক বাহকরূপে পরিচিত।

শেষ দুটি আয়াতে আহলে কিতাবকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পথের সন্ধান দেয়ার জন্য তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত করা হয়েছিল—কতই না আফসোস ও পরিতাপের বিষয়—যে, তোমরাই সে পথ থেকে মানুষকে ঠেকাবার ও তা হারিয়ে ফেলার জন্য তোমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করছো। এবার এরি আলোকে তেলাওয়াত করুন সামনের আয়াতগুলো। এরশাদ হচ্ছে ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ
شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا
حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۗ قُلْ فَاْتُوْا
بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ
مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ
اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ
اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

www.pathagar.com

إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧ قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ
تَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعۡمَلُونَ ٩٨ قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ
لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ تَبۡغُونَهَا عِوَجٗا وَأَنتُمۡ شُهَدَآءُۗ
وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٩٩

৯২. তোমরা কখনো আল্লাহর আনুগত্যের মর্যাদা হাসিল করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না নিজেদের প্রিয়বস্তু থেকে ব্যয় করবে আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করো, আল্লাহ অবশ্যই সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

৯৩. তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকূব নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তা ছাড়া যাবতীয় খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। আপনি বলুন, তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ৯৪. সুতরাং এরপরও যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করবে তারাই প্রকৃত যালিম।

৯৫. বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন। অতএব তোমরা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করো, যাতে কোনো বক্রতা নেই। ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ৯৬. নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল তা তো সে ঘর যা মক্কায় অবস্থিত যা বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াতের কেন্দ্রস্থল। ৯৭. এতে রয়েছে অনেক প্রকাশ্য নিদর্শন মাকামে ইবরাহীম—তার অন্যতম। যে কেউ এ ঘরে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কেউ কুফরী করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ সারা জাহান থেকে অমুখাপেক্ষী।

৯৮. বলুন, হে আহলে কিতাব কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করো? তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সাক্ষী। ৯৯. বলুন, হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা তাদের আল্লাহর পথে বাধা দাও—যারা ঈমান এনেছে তাতে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অন্বেষণ করে, অথচ তোমরা এর সত্যতার সাক্ষ্য বহনকারী। আর তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর নন।

www.pathagar.com

২৪. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৯২

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

আল্লাহর আস্থা অর্জন করার শর্ত প্রিয় সম্পদ ব্যয় করা

بِـرٌ শব্দের ব্যাখ্যা ও তাফসীর সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এ শব্দটিরই মূল ভাবার্থ প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা—চাই তা আল্লাহর হক বা বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক। বনী ইসরাঈল প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং অধিকার ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন ও দায়িত্বহীন। কিন্তু নিছক কতিপয় বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের অনুসরণ করেই তারা মনে করতো, আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে যে সম্মান ও মর্যাদা তাদের রয়েছে তা আর কারো নেই। আর থাকাও সম্ভব নয়। কাজেই এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম আ. ও অন্য সকল নবীদের উত্তরাধিকারীত্বের একচেটিয়া হকদার ভাবত। তারা এটা ভাবতেও প্রস্তুত ছিল না যে, এ ক্ষেত্রে কেউ তাদের প্রতিপক্ষ হতে পারে। কুরআন এখানে তাদের এই মিথ্যে ধারণা খণ্ডন করে বলেছে যে, আল্লাহর হক আদায়ের এ মর্যাদা নিছক ফাঁকা বুলিসর্বস্ব বাগাড়ম্বর ও কতিপয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে যায় না ; বরং তার জন্য প্রয়োজন ত্যাগ ও কুরবানীর। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর পথে নিজেদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এ দাবী সম্পূর্ণ দলীল-প্রমাণহীন।

মুহব্বত ও আনুগত্য যাচাই করার জন্য এটি এমন এক কষ্টিপাথর, যা প্রকৃতপক্ষে বনী ইসরাঈলের সমস্ত জারিজুরি ফাঁস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, কারণ দীনদারীর নিঃখরচা বাহ্যানুষ্ঠান পালনের ব্যাপারে তো তারা একটা সীমা পর্যন্ত চেষ্টা করতো। কিন্তু অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন যেখানে জড়িত আর তাও পিওর সম্পদ ব্যয়ের প্রশ্ন সেখানে তাদের সার্বিক মুহব্বত কর্পূরের ন্যায় উড়ে যেত। অথচ যে ইবরাহীম আ.-এর অনুসরণ এবং যার উত্তরাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের তারা একক ইজারাদার হয়ে বসেছিল, তাঁর সম্পর্কে তারা ভাল করেই জানত যে, তিনি আল্লাহর অনুগত হওয়ার যে মর্যাদা হাসিল করেছিলেন, তা নিছক মৌখিক জমা-খরচের দ্বারাই অর্জিত হয়নি ; তা তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর একমাত্র প্রিয়তম সন্তানের কুরবানীর মাধ্যমে।

কুরআন ইহুদীদের এ আনুষ্ঠানিক দীনদারীর ওপর সমালোচনা করেছে বিভিন্ন স্থানে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

www.pathagar.com

وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج
وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط
اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○ - البقرة : ١٧٧

"আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার হক পূর্ণ হতে পারে না কেবল পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কিন্তু প্রকৃত আনুগত্যের দাবী পূর্ণ হয় কেউ ঈমান আনলে আল্লাহর ওপর, আখেরাতের ওপর, ফেরেশতাগণের ওপর, সকল কিতাবের ওপর, আর সকল নবী-রাসূলগণের ওপর, এবং ধন-সম্পদ সুপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তা দান করে আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীকে এবং দাসমুক্তির জন্য, সালাত কায়েম করলে, যাকাত দিলে, কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলে, আর অভাবে রোগে শোকে ও সমস্যা সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই হলো প্রকৃত সত্য পরায়ণ আর এরাই মুত্তাকি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ الاية ঃ "আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহর পথে, আল্লাহ অবশ্যই সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" আর আল্লাহ অবহিত হলে যা অবশ্যম্ভাবী, সেটাই এখানে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যখন তোমাদের ব্যয়কৃত প্রতিটি পয়সা সম্পর্কে সম্যক অবহিত, তখন তোমরা এ আত্মবিশ্বাস রাখতে পার যে, সর্ষে পরিমাণ বস্তুও নিষ্ফল হবার নয়। একটি দান করলে তার ফল দশগুণ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত পাবে। বরঞ্চ আল্লাহর অনুগ্রহ এর চেয়ে অনেক বেশী ; যার কোনো সীমা-পরিসীমা বলতে কিছু নেই।

আয়াত ঃ ৯৩-৯৪

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَاۤءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ
قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَمَنِ
افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

ইহুদীদের একটি অভিযোগের জবাব

এটা ইহুদীদের ঐ অভিযোগের প্রাসঙ্গিক জবাব যার প্রতি আমরা ওপরে ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। ইহুদীদের দাবী ছিল তারাই মিল্লাতে ইবরাহীমের ওপর রয়েছে ; মুসলামনরা নয়। তাদের এ দাবীর প্রমাণ হিসেবে তারা যা বলতো তার মধ্যে একটি বিষয় এও ছিল যে, মুসলমানরা যেসব জিনিস জায়েয গণ্য করে তন্মধ্যে কতিপয় মিল্লাতে ইবরাহীমে হারাম ছিল। কিন্তু মুসলমানরা সেগুলোকে শুধু জায়েযই গণ্য করে না; বরং তাদেরকে নেকী ও আল্লাহভীতি এবং তাদের অর্থদান ও কুরবানী এসব জিনিসের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। তাদের ইঙ্গিত ছিল সম্ভবত উট যবেহ করা ও তার কুরবানী করার প্রতি। কারণ উট ছিল

www.pathagar.com

আরবদের সর্বাধিক প্রিয় সম্পদের অন্তর্গত। আর ইহুদীদের শরীয়াতে—যেমন আহবারে উদ্ধৃত হয়েছে—এটা ছিল হারাম।

কুরআন এখানে যথোপযুক্ত স্থানে তাদের উক্ত ভুল ধারণা খণ্ডন করে দিয়েছে। কুরআন বলেছে যে, যেসব বস্তু পবিত্র বলে গণ্য এবং পানাহারের বস্তুসমূহের অন্তর্গত তার সবই শুরুতে বনী ইসরাঈলের নিকট হালাল ছিল। উটও সে সবের মধ্যে একটি। অবশ্য তাওরাত নাযিল হবার পূর্বে ইয়াকুব আ. কতিপয় জিনিস নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছিলেন। তাই তাওরাতে দেখে নেয়া যেতে পারে যে, উট অথবা অন্য কতিপয় জিনিস—যেগুলোকে তোমরা হারাম আখ্যা দিচ্ছ—এর হারাম হওয়া সম্পর্কে কোনো উল্লেখ ইবরাহীম আ.-এর যুগে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও তা তাওরাতে পাওয়া যায়।

ইহুদীদের হারামকৃত পবিত্র বস্তুসমূহের তিনটি প্রকারভেদ

তাওরাতে মিল্লাতে ইবরাহীমির বিপরীত যে সকল পবিত্র বস্তু হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে তা তিন প্রকারের। প্রথমত, সেসব বস্তু যেগুলো ইহুদী আলিম ও ফকীহগণ কর্তৃক হালাল ও হারাম করা হয়েছে এবং তাদের সূক্ষ্ম চুলচেরা বিশ্লেষণের ফলে তা সৃষ্ট। তারা তাদের ফতোয়ার সাহায্যে কোনো বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছে এবং পরে এ ফতোয়া তাওরাতে শামিল হয়ে তার একটি অংশে পরিণত হয়ে যায়। এভাবে ফকীহদের এক দঙ্গল ফতোয়া আল্লাহর কিতাবের মর্যাদা হাসিল করে নিল। তাওরাতে এ জাতীয় যেসব ঘাপলা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে এখানে তার ওপর আলোচনা করার অবকাশ নেই। তার সম্পর্ক তাওরাতের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত আর এটা একটা আলাদা বিষয়বস্তু।

দ্বিতীয়ত, ঐসব জিনিস যা ইহুদীদের বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ড, তাদের কূটতর্ক ও তাদের প্রশ্নের কারণে হারাম হয়েছিল। কোনো বিষয় নির্ধারণের জন্য তারা এতো প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছে যে, তাদের জন্য বৈধতার পথ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে গিয়েছে এবং ভালো ভালো ও পাক-পবিত্র জিনিসও তাদের জন্য অবশেষে হারাম ও নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

তৃতীয়ত, ওসব জিনিস যেগুলোকে পরিহার করা ও বর্জন করে চলার ধারণা তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের থেকে চলে আসছিল। যেমন কোনো কোনো বস্তু হযরত ইয়াকুব আ. সাবধানতা বশত কিংবা স্বভাব ও রুচিসম্মত নয় বলে ব্যবহার করতেন না। ইহুদীরা এ ধরনের জিনিসগুলোকে হযরত ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। ফলে এগুলোর নিষিদ্ধতা তাওরাতের নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ে।

এগুলোই ঐসব নিষিদ্ধ বিষয় যেগুলোকে কুরআনে জবরদস্তি চাপিয়ে দেয়া ও অন্যায় বাড়াবাড়ি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর ইহুদীদের সহীফাগুলোতে মিল্লাতে ইবরাহীমের ওপর প্রেরিতব্য পয়গম্বর স. সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান ছিল যে, তিনি যখন আসবেন, তখন ইহুদীদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তুকে তিনি হালাল করবেন। অধিকন্তু তারা যে বেড়ি ও শৃংখল স্বীয় স্কন্ধে বহন করে চলেছে, তা থেকে তাদের মুক্ত করবেন, এ বিষয়টির ওপর আমরা সূরা আনআমের তাফসীরে আলোচনা করার প্রয়াস পাব। এজন্য এখানে এ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত প্রদান করাই যথেষ্ট বিবেচনা করলাম।

www.pathagar.com

فَمَنِ افْتَرٰى الاية ঃ অর্থাৎ যারা এ স্পষ্ট বিবৃতির পরও একথার ওপর অটল থাকবে যে, যেসব জিনিসকে তারা হারাম সাব্যস্ত করে রেখেছে সেগুলো মিল্লাতে ইবরাহীমেও হারাম ছিল এবং এগুলোকে মহান আল্লাহ হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন—তবে তো এরা আল্লাহর ওপরই মিথ্যা আরোপ করছে, আর যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের অপেক্ষা বড় যালিম আর কে হতে পারে ?

আয়াত ঃ ৯৫

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ قف فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

বলা হয়েছে, তাদেরকে বলে দাও তোমরা যা কিছু বলছো, এতো নিছক আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ। অবশ্য মহান আল্লাহ যা কিছু বলেছেন তা সত্য। অতএব নিজেদের বিদআতগুলোকে মিল্লাতে ইবরাহীম বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করো না। বরং অনুসরণ করো ঐ মিল্লাতে ইবরাহীমের যার দাওয়াত আমি তোমাদের দিচ্ছি। ইবরাহীম আ. তো ছিলেন ইসলামের পথে সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান এক মহাপুরুষ। তিনি এ পথ থেকে কোনো সরু চোরাপথ বের করেননি এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

আয়াত ঃ ৯৬-৯৭

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ج وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

بَكَّة শব্দের ব্যাখ্যা

বাক্কা দ্বারা মক্কাকে[১] বুঝানো হয়েছে। প্রাচীনকালের সহীফাসমূহেও এর এ নামই উক্ত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নগর বা শহর। যেমন بعلبك (বা'আল এর শহর)। ইহুদীরা শেষ নবীর আবির্ভাবের চিহ্নসমূহকে মুছে দেয়ার জন্য কিরআতকে দুমড়ে-মুচড়ে অথবা কুরআনের ভাষায় জিহ্বাকে বাঁকিয়ে যেসব বিকৃতি সাধন করেছিল তার একটি দৃষ্টান্ত এ শব্দটি। এটিকে ইহুদীরা বিকৃত করে بكه -এর পরিবর্তে بكاء বানিয়েছে এবং এটিকে مصدر বা মূলশব্দ সাব্যস্ত করে তার তরজমা করেছে ক্রন্দন করা। আর এভাবে বাক্কা উপত্যকাকে ক্রন্দন করার প্রান্তর বা উপত্যকাতে[২] পরিবর্তিত করে দেয়।

১. মাওলানা ফারাহী র. তাঁর রচিত মুফরাদাতুল কুরআন নামক গ্রন্থে মক্কা শব্দ সম্পর্কে লিখেছেন, "এ শব্দটির উৎস বা উৎপত্তিস্থল নিয়ে লোকেরা মতভেদ করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এটি হচ্ছে 'বাক্কা' শব্দের পরিবর্তিত রূপ। তাই দেখা যায় স্বয়ং কুরআনেও এ শব্দটি এসেছে। যে সময়ে হযরত ইসমাঈল আ.-কে এ উপত্যকায় পুনর্বাসিত করা হয় তখনো এর নাম এটাই ছিল। এর অর্থ অধিবাসী ঃ যেমন بعلبك শব্দ থেকে তার প্রমাণ মেলে, হযরত ইবরাহীম আ. যেহেতু ব্যাবিলন থেকে আগমন করেছিলেন সেহেতু তিনি মক্কার জন্য তাঁর নিজস্ব ভাষার শব্দ চয়ন করেছিলেন।

২. দেখুন যাবমূর-৮৪।

www.pathagar.com

ফলে শেষ নবীর ব্যাপারে যেসব নিশানীর সাহায্যে মানবজাতির সঠিক নির্দেশনা লাভের সম্ভাবনা ছিল তাকেও তারা নিশ্চিহ্ন করে দিল। এ আয়াতে কুরআন মক্কাকে বাক্কা নামে অভিহিত করে মক্কার সে প্রাচীন নামকে স্মরণ করিয়ে দিল যা তাওরাতের সহীফাসমূহে বর্তমান ছিল। বরং কোনো কোনো সহীফায় এখনো রয়েছে ; যেমন যবুরে।

এ আয়াতে ঐসব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যেগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর ইবাদতের জন্য যে ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন হযরত ইবরাহীম আ. মক্কার এ বায়তুল্লাহ্ হচ্ছে সেই ঘর। এ ঘরকে হযরত ইবরাহীম আ. মিল্লাতে ইবরাহীমের কেন্দ্রস্থল বানিয়েছিলেন আর এ ঘর থেকেই তাঁর প্রসিদ্ধ দোয়া رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ الاية-এর বদৌলতে সেই মহান পয়গাম্বরের দাওয়াত উত্থিত হয়েছিল যার আবির্ভূত হবার কথা ছিল উম্মীদের মধ্য থেকে, যাঁর দাওয়াতে সমগ্র পৃথিবীর আলোকিত কল্যাণসিক্ত হবার কথা ছিল مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ -এতে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত বর্তমান।

এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, তাওরাতে হযরত ইবরাহীম আ.-এর হাতে যে, 'বাইতে ঈল' তথা বায়তুল্লাহর নির্মানের কথা উল্লেখিত হয়েছে তার কোনো সত্যায়ন ও বাস্তবায়ন যদি হয় তা মক্কার এ বায়তুল্লাহই হতে পারে। বায়তুল মাকদেস নয়। কারণ বায়তুল মাকদেসের নির্মাণ তো হয়েছে হযরত ইবরাহীম আ.-এর শত শত বছর পর হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান আ.-এর হাতে। এটা এ বিষয়ের অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ যে, এ ঘরই হতে পারে মিল্লাতে ইবরাহীমের বরকত ও কল্যাণের মূর্তিমান প্রতীক বায়তুল মাকদেস নয়।

কা'বার বায়তুল্লাহ হবার নিশানী

فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ অর্থাৎ এতে এ বিষয়ের অত্যন্ত স্পষ্ট নিশানী বিদ্যমান রয়েছে যে, এ ঘরই হযরত ইবরাহীম আ. কর্তৃক নির্মিত। এসব নিশানীকে যদিও ইহুদীরা বিলুপ্ত করে দেবার চেষ্টা করেছে, তথাপি আজ পর্যন্ত তাওরাতে এহেন অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যা ইহুদীদের সত্য বিকৃতির সকল আবরণকে ছিন্ন করে প্রকৃত সত্যকে সম্পূর্ণ অনাবৃত ও উন্মুক্ত করে দেয়। আমরা সূরা বাকারার তাফসীরে এ বিষয়টির ওপর একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি হবে আলোচনা দীর্ঘ করারই নামান্তর।

নিশানীসমূহকে সংক্ষেপে উল্লেখ করার পর যেরূপ সাধারণের পর বিশেষ-এর উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তদ্রূপ তিনটি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। একটি হলো, মাকামে ইবরাহীম। দ্বিতীয়টি হলো, যে এ হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে, আর তৃতীয়টি হলো, সকল সামর্থবানের ওপর এ ঘরের হজ্জ করা ফরয।

যদিও সূরা আল বাকারায় এসব বিষয়ের ওপর আমরা আলোচনা করে এসেছি তথাপি এখানেও সংক্ষেপে আমরা এ তিনটি বিষয়ের বিভিন্ন দিকের ওপর ইঙ্গিত প্রদান করছি। যদ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, এ ঘরই হযরত ইবরাহীম আ. কর্তৃক নির্মিত এবং এটাই মিল্লাতে ইবরাহীমের কেন্দ্রস্থল।

www.pathagar.com

মাকামে ইবরাহীম এর অর্থ

মাকামে ইবরাহীম এর অর্থ ও তাৎপর্য সূরা বাকারার তাফসীরে আমরা দলীল প্রমাণের সাহায্যে স্পষ্ট করেছি। মাকামে ইবরাহীম বলতে ঐ স্থানকেই বুঝায় যেটিকে হযরত ইবরাহীম আ. হিজরতের পর স্বীয় অবস্থানের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। মারওয়ার নিকটেই তাঁর একমাত্র সন্তানের কুরবানী করেন। এখানে তাকে বায়তুল্লাহর খেদমত ও নামাযের বন্দোবস্ত করার জন্য পুনর্বাসিত করেন এবং এখানেই তাঁর সাথে সম্পর্কশীল একটি জাতি শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে আবাদ রয়েছে। এ সবগুলো বিষয়ই স্বয়ং তাওরাতে দলীল-প্রমাণ সহকারে এহেন অকাট্যরূপে প্রমাণিত রয়েছে যে, কোনো বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তা অস্বীকার করতে পারবে না।

মক্কা নিরাপত্তার শহর

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ঃ বাক্যটিতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আ. এ ভূখণ্ডে স্বীয় বংশধরকে পুনর্বাসিত করতে যেয়ে তার জন্য যে নিরাপত্তার দোয়া করেছিলেন এ ভূখণ্ড ও এ ঘর উক্ত দোয়ার কবুলিয়াতের প্রতীক ও বাস্তব নিদর্শন। হযরত ইবরাহীম আ.-এর উক্ত দোয়া কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ -

"স্মরণ কর, ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার রব! এ নগরীকে নিরাপত্তাময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন।"

–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৫

এটা ঐ দোয়ারই বরকত যে, নিষিদ্ধ মাসসমূহের বিধান কায়েম হয়েছে এবং ঐ ঘরের আশেপাশে মানুষ তো দূরের কথা, এমনকি ইতর প্রাণীকে পর্যন্ত উৎপীড়ন করা অপরাধ বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الاية ঃ এ বাক্যটিতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বর্তমান যে, হযরত ইবরাহীম আ.-এ ঘরের জন্য মানবজাতির প্রত্যাবর্তন স্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যে দোয়া করেছিলেন তা কবুল হয়েছিল ; তাঁর সে দোয়া কবুলের স্মৃতিচিহ্নও এর পরতে পরতে স্পষ্ট দেদীপ্যমান। হযরত ইবরাহীম আ. এর উক্ত দোয়ার উল্লেখ কুরআনে এসেছে এভাবে ঃ

رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لا رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝

"হে আমারদের রব! আমি আমার বংশধরের মধ্য থেকে কতককে (ইসমাঈলকে) চাষাবাদহীন একটি অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে আবাদ করেছি।

www.pathagar.com

হে আমাদের রব! যেন তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং ফলমূল দিয়ে তাদের রুযীর ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা শোকর করে।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৭

হজ্জের সুন্নত

এমনিভাবে এ ঘরের উদ্দেশ্যে হজ্জের ঘোষণা দেবার যে নির্দেশ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম আ. পেয়েছিলেন তাঁর সে সুন্নতও তাঁর আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলে আসছে।

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝ وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝ ـ الحج : ٢٦ـ٢٧

"আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম কাবাগৃহের স্থান, তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কোনো কিছু শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকূ' করে ও সিজদা করে। এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।

এ সমগ্র নিশানীর উদ্ধৃতি দেয়ার পেছনে উদ্দেশ্য—যেমন আমরা ইতোপূর্বে ইঙ্গিত দিয়েছি—আহলে কিতাবের নিকট এটা সপ্রমাণ করে দেয়া যে, সত্যিই যদি কোনো গৃহ হযরত ইবরাহীম আ. কর্তৃক নির্মিত হয়ে থাকে এবং তাঁর মিল্লাত ও দাওয়াতের কেন্দ্র বিন্দু হওয়ার যোগ্যতা রাখে, তবে তা মক্কার এ বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘরই হতে পারে। আহলে কিতাবের বিকৃতিকরণ প্রক্রিয়ার অধীন সার্বিক ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত ইহুদীদের সহীফাসমূহে এমন সব ইশারা-ইঙ্গিত বর্তমান রয়েছে যা প্রকৃত সত্য তথ্য উদঘাটনের জন্য যথেষ্ট। ঐ ইঙ্গিতসমূহের বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আমাদের সূরা আল বাকারার তাফসীর।

হজ্জের ব্যাপারে একটি সতর্কীকরণ

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ঃ অর্থাৎ এ সমস্ত বিবরণের পরও যেসব আহলে কিতাব তাদের হঠকারিতার ওপর অটল থাকবে এবং এটাই দাবী করতে থাকবে যে, তারা যে মত ও পথের ওপর রয়েছে তা-ই মিল্লাতে ইবরাহীম এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের কেন্দ্রস্থল বায়তুল মাকদেস, তাহলে নিসন্দেহে এরাই আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রত্যাখ্যানকারী। আর দলীল-প্রমাণ চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণ করে দেয়ার পর কে কুফরীর পথ অবলম্বন করলো আর কে ঈমানের পথ গ্রহণ করলো সে ব্যাপারে তিনি কোনো প্রকার তোয়াক্কা করেন না এবং কারো ধারও ধারেন না।

www.pathagar.com

আয়াতের এ শেষাংশের ওপরই ঐ হাদীসের ভিত্তি স্থাপিত যাতে মহানবী স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পালন করে না, মহান আল্লাহও তার ব্যাপারে হয়ে যান দায়িত্বমুক্ত—চাই সে ইহুদী হয়ে মরুক কিংবা নাসারা হয়ে মরুক। আমাদের মতে এর কারণ এই যে, এরূপ ব্যক্তির কর্মনীতিতে প্রকৃতপক্ষে ইহুদী ও নাসারাদের ঐ বেপরোয়া মনোভাব ও উদাসীনতার প্রতিবিম্বই প্রতিফলিত, যা তারা বায়তুল্লাহর ব্যাপারে অবলম্বন করেছে এবং যার ফলশ্রুতিতে তারা স্বীয় ঈমানকেও ধ্বংস করে ছেড়েছে।

আয়াত ঃ ৯৮-৯৯

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ق وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

এখানে রয়েছে আহলে কিতাবের উদ্দেশ্যে ধমক ও ভৎর্সনা। অর্থাৎ মহান আল্লাহ মিল্লাতে ইবরাহীম, বায়তুল্লাহ ও শেষ নবীর সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব নিশানী স্বয়ং তাদের সহীফাসমূহে বর্তমান রয়েছে সেগুলোকে এবং তার বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণসমূহকে কেন জেনে শুনে প্রত্যাখ্যান করছ ? কেন লোকদের মন-মগজে সংশয় সন্দেহ সঞ্চারিত করে দিচ্ছ। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত আল্লাহ ও তার নিদর্শনসমূহের সাথে তোমাদের কৃত অনাচার যেন ঠিক আল্লাহর উপস্থিতিতেই তোমরা করে চলেছো—আর তিনি তার সব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন। যারা আল্লাহ প্রদত্ত তাওফিক ও যোগ্যতার দ্বারা এ পথের সন্ধান পেয়েছে, তোমরা কিনা চাচ্ছ তাদের চিন্তা-চেতনায় শোবা-সন্দেহ সৃষ্টি করে তাদের মুখ এমন কোনো দিকে ফিরিয়ে দেবে যাতে তাদের অর্জিত সরল-সঠিক পথ আবার হারিয়ে যায়। অথচ তোমাদেরকে আল্লাহ প্রথম থেকেই এ পথেই এজন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়েছিলেন যে, তোমরা লোকদের পথ বাতলে দেবে। কিন্তু তোমরা স্বয়ং আল্লাহর সাক্ষী হয়ে দস্যুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে। স্মরণ রেখো যা কিছু তোমরা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর বা উদাসীন নন।

২৫. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১০০-১০৯ আয়াত

এ পর্যন্ত সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল ছিল প্রধানত আহলে কিতাব। তাদের ওপর প্রমাণ সম্পূর্ণ করে দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতের সম্বোধন ফিরে গিয়েছে মুসলমানদের প্রতি। তাদের অবহিত করা হচ্ছে যে, তোমরা আহলে কিতাবের কথা মেনে চললে এরা পুনরায় তোমাদেরকে ঐ কুফরী ও জাহিলিয়াতের গহ্বরে নিক্ষেপ করবে—যার থেকে তোমরা বেরিয়ে এসে ঈমান ও ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছো।

www.pathagar.com

অতপর এ মহান নিয়ামাতের মূল্যায়ন ও শোকরগুজারীর অনুভূতি জাগ্রত করানো হয়েছে, বলা বাহুল্য এ নিয়ামত তাদের অর্জিত হয়েছিল মহানবী স. ও কুরআন মজীদের আকারে তাদেরকে পথনির্দেশ করা হয়েছে এমন এক জীবন যাপন পদ্ধতির প্রতি যার অনুসরণ করলে তারা রক্ষা পাবে যাবতীয় ফেতনা থেকে। বলা বাহুল্য ফেতনার জাল আহলে কিতাব পেতে রেখেছিল তাদের গোমরাহ করার জন্য। একই সাথে ঐ সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিও পথনির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যা এ মিল্লাতকে সরল-সঠিক পথে কায়েম রাখার জন্য জরুরী। অন্যথায় এ জাতিকেও ঠিক আহলে কিতাবের অনুরূপ পরিণাম ও ভাগ্যই বরণ করতে হবে। এবারে এরই আলোকে তেলাওয়াত করুন নিম্নোক্ত আয়াতগুলো ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم
بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ
ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾
وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا
وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ
ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا۟
كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ
ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا

www.pathagar.com

كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ
اللهِ ۖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ
وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ
وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

১০০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের কোনো দলের কথা মান তবে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর আবার কাফিরে পরিণত করে দেবে। ১০১. কেমন করে তোমরা কুফরী করবে? অথচ তোমাদের পাঠ করে শোনানো হচ্ছে আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদেরই মধ্যে আছেন আল্লাহর রসূল। আর যে কেউ দৃঢ়ভাবে আল্লাহকে ধারণ করবে সে অবশ্যই পরিচালিত হবে সরল-সঠিক পথে।

১০২. হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যথার্থভাবে। আর তোমরা প্রকৃত মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না। ১০৩. আর তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর রজ্জু ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো: তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু। আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে মহব্বত ও প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা ছিলে এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারে। আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যেন তোমরা সঠিক পথে চলতে পারো। ১০৪. আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা অপরিহার্য যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে মানুষকে এবং আদেশ করবে ভাল কাজের আর নিষেধ করবে মন্দকাজে; এরাই হলো সফলকাম।

১০৫. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ১০৬. সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু চেহারা কালো হবে। যাদের চেহারা কালো হবে তাদের বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা যে কুফরী করতে তার জন্য এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। ১০৭. আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে আল্লাহ তাআলার রহমতের মধ্যে, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। ১০৮. এসব হলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি আপনাকে যথাযথভাবে পাঠ করে শুনাচ্ছি। আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি যুলুম করতে চান না। ১০৯. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর, আর যাবতীয় বিষয় আল্লাহর নিকটই উত্থাপিত ও প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

২৬. শব্দের ব্যাখ্যা ও আয়াতের তাফসীর

আয়াত ঃ ১০০

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ○

মুসলমানদেরকে কিতাবধারী দুষ্টচক্র থেকে আত্মরক্ষা করার তাকিদ

فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ঃ এদ্বারা আহলে কিতাবের এ দলটিকে বুঝানো হয়েছে যাদের বিরুদ্ধাচরণ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করণ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আহলে কিতাবের একটি দল—যেমন ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে—অবশ্য বিচার বুদ্ধি সম্পন্নও ছিল। এ কারণে কুরআন বিভিন্ন স্থানেই এ বিষয়টি যথারীতি লক্ষ্য রেখেছে, যাতে তাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার না হয়ে পড়ে। তাই এখানেও মুসলমানদেরকে আহলে কিতাবের কু-প্ররোচনা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষা করার যে তাগিদ দেয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রেও নির্দিষ্টভাবে ঐ গোষ্ঠীর প্রতিই অংগুলি নির্দেশ করা হয়েছে যাদের থেকে আত্মরক্ষা করা ছিল বিশেষভাবে কাম্য। এটা ছিল ইনসাফের দাবী এবং দাওয়াত ও তাবলীগের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটাই ছিল হিকমাত ও যুক্তি বিচারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এ আয়াতে সতর্কীকরণের বিশেষ দিক হলো এই যে, এরাতো ছিল আহলে কিতাবের অন্তর্গত। তাই একজন সহজ সরল মানুষের এ সুধারণা থাকতেই পারে যে, এ ধর্মভীরু লোকগুলো কোনো প্রকার গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার কথা কিভাবে ভাবতে পারে? কিন্তু সত্য কথা এই যে, এরা ইসলামের এমন কট্টর দুশমন যে, কোনো মুসলমান তাদের কথায় পড়ে গেলে তাকে তারা কাফির বানিয়ে তবেই ছাড়বে।

আয়াত ঃ ১০১

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ط وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

ফিতনা থেকে সুরক্ষিত থাকার কৌশল

اِعْتِصَامٌ মানে কোনো বস্তুকে মযবুতভাবে ধরা ও আঁকড়ে থাকা। اِعْتِصَامٌ بِاللّٰهِ এর অর্থ আল্লাহর হুকুম ও বিধান, হেদায়াত এবং তাঁর কিতাবের ওপর সুদৃঢ়ভাবে সহজ ও কঠিন সর্বাবস্থায় সহযোগিতা ও বিরোধিতার তোয়াক্কা না করে কায়েম থাকা।

www.pathagar.com

আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কুফরী করা ও ধর্মত্যাগী হওয়া তো এমনিতেই সর্বাবস্থায় মানুষের মন্দ কপাল ও দুর্ভাগ্যের প্রমাণ। কিন্তু তোমাদের যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনানো হচ্ছে এবং আল্লাহর রাসূল তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন সে অবস্থায়ও তোমরা যদি এ কুফরীর পথ অবলম্বন করো তবে তো এটা হবে তোমাদের বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত রূপ। তার মানে তো এটাই দাঁড়াবে যে, তোমরা পূর্ণ দিনের আলোতেই হোঁচট খেয়েছো এবং নিজেদের জন্য বিন্দুমাত্র ওজর পেশ করার সুযোগও অবশিষ্ট রাখোনি। অতপর এ ধরনের হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশল বাতলে দেয়া হয়েছে। তোমরা যদি সরল-সঠিক পথে অবিচল থাকার ও তোমাদের বিরোধীদের দ্বারা হোঁচট খাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করার ইচ্ছে পোষণ করো তাহলে তার পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহকে মযবুতভাবে ধারণ করবে। অর্থাৎ আল্লাহর যেসব আয়াত ও হেদায়াত তোমাদের শোনানো হচ্ছে সেগুলোকেই জীবনের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নেবে। সকল প্রকার বিরোধিতা ও সার্বিক পোড়ামাটি নীতির মোকাবিলায় কায়েম ও অবিচল থাকবে।

আয়াত ঃ ১০২

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

اعْتِصَامٌ بِاللّٰه -এর তাৎপর্য

এখানে اِعْتِصَامٌ بِاللّٰه -এর তাৎপর্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহকে মযবুতভাবে ধারণ করার মানে তাঁকে এরূপ ভয় করো যেরূপ তাকে ভয় করা উচিত। এ তাকওয়া ও খোদাভীতি বান্দার ক্ষমতাও সাধ্যে যতদূর কুলায় সে সীমা ও পরিমাণ পর্যন্ত আসলে কাম্য। যেমন কুরআনই তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছে ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ - تغابن : ١٦ "অতএব তোমরা ভয় করো আল্লাহকে তোমাদের সাধ্য মোতাবেক"।–সূরা তাগাবুন ঃ ১৬। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করা ও অন্যদের ভয় করার মধ্যে রয়েছে অনেক ফারাক ও ব্যবধান। এ কারণেই বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেভাবে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। প্রথমত, বান্দার ওপর আল্লাহর যে অধিকার বর্তমান তা আর কারো নেই। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ যে সীমারেখা ও শর্তাবলী কায়েম করেছেন এবং তা ভঙ্গ করার যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, তা সম্পূর্ণ বান্দার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্যই। এগুলো পালন ও অনুসরণের দ্বারা আল্লাহর কোনো উপকার সাধিত হয় না। বরং এতে বান্দারই উপকার। তৃতীয়ত, আল্লাহর দৃষ্টিশক্তি সর্বক্ষেত্রে সবকিছু দ্রষ্টা। এমনকি অন্তরের কুমন্ত্রণা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত। চতুর্থত, আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার সাধ্য অন্য কারো নেই। তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই শাস্তি দিতে পারেন, চিরন্তন কালের জন্যও দিতে পারেন। আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে বান্দা এ সবগুলো দিককে চোখের সামনে না রাখলে সে আল্লাহকে ভয় করার সঠিক অর্থই বুঝতে পারবে না ; তার যথার্থ হক আদায় করার তো প্রশ্নই আসে না। অনেক লোকই এমন রয়েছে যারা মানুষকে ভয় করতে যেয়ে আল্লাহ ও তার শরীআতকে ছেড়ে দেয়। তাদের বুনিয়াদী গোমরাহী

www.pathagar.com

এটাই হয়ে থাকে যে, তারা মানুষের বিরোধিতা ও আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না।

وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ঃ এতে এ নিগূঢ় তত্ত্বটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহকে এ ভয় করার ব্যাপারটি নিছক কৃত্রিম ও সাময়িকভাবেই কাম্য নয় ; বরং এটা সমগ্র জীবনের ব্যাপার বৈ নয়। এরই ওপর বাঁচতে হবে এবং এরই ওপর মৃত্যুবরণ করতে হবে। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ার পর থেকেই এ সাধ্য সাধনার সূচনা হয় আর জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকা চাই। শেষ পর্যায়ে গিয়েও এ ধারাবাহিকতা কোথাও ভঙ্গ হলে সমগ্র জীবনের শ্রম সাধনা বিফল হয়ে যাবে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীতে এ কথাটিও লুকায়িত আছে যে, এ পথ কোনো কুসুমাস্তীর্ণ পথ নয়; বরং এ পথে রয়েছে অনেক চড়াই-উৎরাই এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে নানা প্রতিকূলতা ও বাধার বিন্ধাচল। এতে নানা প্রকার পরীক্ষা ও ফিতনায় জর্জরিত হতে হবে। শয়তানের চোরা-গুপ্তা আক্রমণ ও শত্রুদের বর্বরতা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হবে। কখনো লোভ প্রলোভন উস্কে দেয়ার মহড়া চলবে। কখনো ভয়ভীতি তার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসবে ভীত কম্পিত করে দেবার জন্য। যে এ সকল পর্যায় থেকে স্বীয় ঈমান ও ইসলামকে রক্ষা করে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে পারবে এবং এই অবস্থাতেই তার প্রাণকে প্রাণদাতার হাতে সোপর্দ করে দিতে পারবে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই আল্লাহকে এরূপ ভয় করেছে ঠিক যেমনটি তাকে ভয় করা উচিত। আর এরূপ ব্যক্তির পক্ষেই اعتصام بالله -এর মর্যাদা হাসিল করা সম্ভব।

আয়াত ঃ ১০৩

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

حَبْلُ اللّٰهِ বলতে কি বুঝায়

حَبْلُ মানে রশি বা দড়ি। এ অর্থ থেকেই উন্নীত হয়ে শব্দটি সম্পর্ক ও সম্বন্ধ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ রশি দুটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ ও সম্পর্কের উপায় হয়ে থাকে। একজন হামাসী কবির প্রসিদ্ধ পংক্তিটি লক্ষণীয়।

وَلٰكِنِّىْ وَصلت الحبل منه مواصلة بحبل ابى بيان

"আমি তার সাথে স্বীয় সম্পর্ক জুড়ে রেখেছি। আবু বয়ানের সাথে সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার সুবাদে।"

অতপর আরো অগ্রসর হয়ে এ শব্দটি পারস্পরিক চুক্তি অর্থে ব্যবহার হতে লাগলো। কারণ রশি যেরূপ দুটি বস্তুকে এক সাথে জুড়ে দেয় তদ্রূপ চুক্তিও দুটি কওম বা জনগোষ্ঠীকে

www.pathagar.com

একে অন্যের সাথে জুড়ে দেয়। চুক্তির অর্থে শব্দটি খোদ কুরআনেই ব্যবহার হয়েছে ঃ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ –"কিন্তু আল্লাহর ও মানুষের মধ্যেকার কোনো চুক্তির অধীনে।" আলোচ্য আয়াতে حَبْل মানে মূলত কুরআন। কারণ এটিই হচ্ছে আমাদের রব ও আমাদের মধ্যেকার চুক্তি ও অঙ্গীকার। এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহকে মযবুতভাবে ধারণ করা বাহ্যিক অর্থে নয়। যেহেতু এটাতো জানা কথা যে, এমন এক সত্তা যাঁকে স্পর্শ করা ও ধরা ছোঁয়া যায় না। তাঁকে মযবুতভাবে ধারণ করার প্রকৃত রূপ এটাই হতে পারে যে, আমরা তাঁর কিতাবকে মযবুত ভাবে ধারণ করবো—যা আমাদের ও তাঁর মধ্যে মাধ্যম স্বরূপ। পূর্বোক্ত আয়াতে যে مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ বলা হয়েছিল, এখানে وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ বলে তারই ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের প্রাচীন মনীষীদের মধ্যে কাতাদা, সুদ্দী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও দাহ্হাক এ রায়ই ব্যক্ত করেছেন। ইবনে জারীর আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর মাধ্যমে একটি রেওয়ায়েতেও উদ্ধৃত করেছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ اللّٰهِ هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَمْدُوْدُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ -

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কিতাবই আল্লাহর রজ্জু ; যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে বিস্তৃত ও প্রচলিত হয়ে আছে।"

اعْتِصَامْ بِحَبْلِ اللّٰهِ জামায়াতবদ্ধভাবেই কাম্য

যেন এটাই একমাত্র বস্তু যা আল্লাহর সাথে বান্দাদের জুড়ে দেয়। যে এ কিতাবকে আঁকড়ে ধরলো যেন সে আল্লাহকেই আঁকড়ে ধরলো। অতীত মনীষীদের মধ্যে যারা حَبْلُ اللّٰهِ - এর মানে عَهْدُ اللّٰهِ বলে মত ব্যক্ত করেছেন তারাও প্রকৃতপক্ষে حَبْلُ اللّٰهِ দ্বারা কুরআনকেই বুঝিয়েছেন। কারণ আমাদের ও আমাদের রবের মধ্যে একমাত্র কুরআনেরই রয়েছে চুক্তিনামার মর্যাদা। এ নীতিমালার ভিত্তিতেই কুরআন ও অন্যান্য আসমানী সহীফাসমূহকে ব্যক্ত করা হয়েছে চুক্তি ও অঙ্গীকারপত্র রূপে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে সূরা আল মায়েদাতে।

মযবুতভাবে ধারণ করার সাথে সাথে جَمِيْعًا শব্দ দ্বারা জোর দেয়া ও وَلَا تَفَرَّقُوْا বলে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ ধারণ করার কাজটি জামায়াতবদ্ধভাবে সম্পাদন করাই কাম্য। অর্থাৎ সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁকে আঁকড়ে ধরবে। এ حَبْلُ اللّٰهِ দ্বারা মুসলমানদের সমাজ-সংস্থা সংগঠিত হয়েছে। এটাকে বর্জন করে তারা যেন তাঁদের সংগঠন শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে না দেয়। তাঁর সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়ে গেলে, তাঁর পরিবর্তে অন্যান্য রজ্জুর সহযোগিতা গ্রহণ করলে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে যাচাই-পরখ করার জন্য এটা ভিন্ন অন্য কোনো মানদণ্ড

www.pathagar.com

নির্ধারণ করলে মুসলমানরাও ঠিক তদ্রূপ বিক্ষিপ্ত ও বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে যেমনটি হয়েছে ইহুদী ও নাসারারা।

মুসলমানদের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কবাণী

এরপর কিতাবের মাধ্যমে আরব জাতির ওপর মহান আল্লাহ যে মহা অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ কিতাব নাযিলের পূর্বে আরবের প্রতিটি গোত্রই ছিল একে অন্যের দুশমন। তাদের মধ্যে চলতো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সংঘাত। তাদের দেব-দেবী ছিল পৃথক পৃথক এবং তাদের লক্ষ্য ও স্বার্থ ইত্যাদি ছিল পরস্পর সাংঘর্ষিক। কিন্তু এ حبل الله। তথা আল্লাহর রজ্জু তাদেরকে এক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিল, ঠিক একসূত্রে গ্রথিত একটি মুক্তাদানার হারের ন্যায়। যারা ছিল একে অন্যের প্রাণের শত্রু তারাই হয়ে গেলো পরস্পর ঘনিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু ও একান্ত সহানুভূতিশীল ভাই। অর্থাৎ কিনা তোমরা যদি এ অবস্থাকে ধরে রাখতে চাও তাহলে এ حبل الله-এর সাথে তোমাদের সম্পৃক্ততাকে অক্ষুণ্ন রাখো। এ বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়লে তোমাদের ওপর আবার ফিরে আসবে সে জাহেলিয়াতের অন্ধকার যাতে ইতোপূর্বে তোমরা ছিলে নিমজ্জিত। তোমরা ধ্বংসের অতল গহ্বরে একেবারে প্রান্তসীমায় দণ্ডায়মান ছিলে। আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁকে বর্জন করে পুনর্বার একই গহ্বরে নিপতিত হবার আয়োজন যেন করো না। প্রেক্ষাপটটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যে হেদায়াত প্রদান করা হচ্ছে মুসলমানদের ভবিষ্যতের সাথে রয়েছে তার অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক। এতে সামান্য ভুল বা নগণ্য ভুল বুঝাবুঝি ও অনেক বড় ফিতনার দরোযা উন্মুক্ত করে দিতে পারতো। এ কারণে এখানে—যেমন পূর্বোক্ত কথার ধারাবাহিকতায় স্পষ্ট—মহান আল্লাহ তাঁর হেদায়াত অত্যন্ত বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। যাতে কোনো প্রকার গোমরাহীর এতটুকু কারণও অবশিষ্ট না থাকে। এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন মহান আল্লাহ : كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ الاية।

আয়াত : ১০৪-১০৫

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

খেলাফত প্রতিষ্ঠার মৌল উদ্দেশ্য

এখানে সে প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার প্রতি হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে যা আল্লাহর রজ্জুকে মযবুতভাবে ধারণ করতঃ তার ওপর কায়েম থাকার ও অন্যদেরকে কায়েম রাখার জন্য জরুরী। ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ হেদায়াত দান করা হয়েছে যে, মুসলমান তাদের মধ্যে একদল লোককে যেন এ কাজের জন্য নিয়োজিত করে যারা কোনো মানুষকে ভাল ও কল্যাণের দাওয়াত দেবে, তাদের সৎকাজের আদেশ করবে, অন্যায় ও অসৎকাজে বাধা

www.pathagar.com

প্রদান করবে। সৎ ও অসৎকাজ বলতে শরীআত ও সমাজ উভয়ের সৎ ও অসৎ কার্যাবলী বুঝায়। আর এর জন্য আদেশ ও নিষেধসূচক যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা প্রধানত এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, এ কাজ স্রেফ ওয়াজ ও উপদেশের দ্বারা নিষ্পন্ন হবার নয়। বরং ক্ষমতা ও শক্তির সাহায্যে জারি ও বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এটা উম্মতের তরফ থেকে রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। শুধুমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগের সাহায্যে কার্যক্রম গ্রহণ করাই যদি অভিপ্রেত হতো তবেতো يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ। এর শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করাই যথেষ্ট ছিল, يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ বাক্যাংশের প্রয়োজন ছিল না। আমাদের মতে এ আয়াত দ্বারা উম্মতের মধ্যে খেলাফতের প্রতিষ্ঠা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ হুকুমের অনুসরণে মহানবী স.-এর ওফাতের পর মুসলমানরা সর্বাগ্রে যে কাজটি করেছিল তা ছিল নবুওয়াতের আদলে খেলাফতের প্রতিষ্ঠা। এ প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদী উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা যাতে আল্লাহকে মযবুতভাবে ধারণ করার জীবনলক্ষ্য থেকে মুসলমানরা বিচ্যুত হয়ে না পড়ে। এজন্য যে পদ্ধতি তাদের অবলম্বন করার ছিল তা ছিল মৌলিকভাবে তিনটি। তা হচ্ছে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা, সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজে বাধা দেয়া। এ তিনটি কাজ থেকেই খেলাফতে রাশেদার যুগে ঐ সকল দিক ও বিভাগ অস্তিত্বে এসেছে যা মিল্লাতের সার্বিক অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী তথা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল।

وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ঃ এর সম্পর্ক শুধু বিশেষ দলের সাথেই জড়িত ও সীমাবদ্ধ নয়; এর্দ্বারা পুরো উম্মতের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে উম্মত اعتصام بالله - এর জন্য এ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবী ও সফলতা লাভে ধন্য হবে।

এরপর ইহুদী ও নাসারাদের পরিণতি থেকে মুসলমানদের এ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সুস্পষ্ট সতর্কীকরণ ও ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও আল্লাহর রজ্জুকে বর্জন করেছে। অতপর যার হাতে যে রশি বা রজ্জু এসেছে তাকেই তারা আল্লাহর রজ্জু বলে ধরে নিয়েছে। এর পরিণাম এই দাঁড়াল যে, তাদের মধ্যে এমন এমন মতভেদ ও মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো যার সংস্কার-সংশোধন হয়ে পড়লো অসম্ভব। বলা হয়েছে, তোমারাও ঐ ইহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায় নিজেদের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করে দিও না; এটা সফলতার পথ নয় বরং মর্মবিদারী আযাব ও শাস্তি অবধারিত করে নেয়ার পথ।

আয়াত ঃ ১০৬-১০৯

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ج فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ قف اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কতিপয় সতর্কীকরণ

বাচনভঙ্গী ও বাকরীতির আলোকে এ আয়াতগুলোর ওপর চিন্তা করলে নিম্নে বর্ণিত তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে।

এক ঃ আল্লাহর রজ্জুকে মযবুতভাবে ধারণ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবার পর আহলে কিতাব মতভেদ ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত হয়। এ বিক্ষিপ্ততা ও মতান্তর প্রকৃতপক্ষে ঈমানের পর কুফরীতে প্রত্যাবর্তনেরই সমার্থক।

দুই ঃ যাদেরকে মহান আল্লাহ এ উচ্চমর্যাদা ও সমুজ্জ্বল চেহারা দান করেন যে, তাদের হাতে খোদ আল্লাহ তার রজ্জু ধারণ করান, অতপর তারা যদি নিজেদের দুষ্কর্মের দরুন উক্ত রজ্জুকে বর্জন করে অপর কোনো ফাঁদে স্বীয় ঘাঁড়কে শৃংখলিত করে নেয়, তবেতো এটা তাদেরই দুর্ভাগ্য বৈ নয়। কিয়ামতের দিন ঠিক ঐ পরিমাণ কৃষ্ণ চেহারা তাদের নসীব হবে, যে মর্যাদার সমুজ্জ্বল চেহারা ইহজীবনে প্রদত্ত হয়েছিল। উজ্জ্বল চেহারা তো তাদেরই হবে যারা সর্বাবস্থায় উক্ত রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। এরা অবশ্যম্ভাবীরূপে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে।

তিন ঃ এ সকল সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন অকাট্য সত্য ও যথার্থ, অর্থাৎ এসব বিষয় সংঘটিত হওয়া অনিবার্য ও অপরিহার্য। এগুলোকে নিছক অন্তসারশূন্য ভীতি প্রদর্শন মনে করে যারা অবহেলা করবে, তারা নিজেরাই নিজেদের কৃষ্ণ চেহারা ও কালিমালিপ্ত মুখমণ্ডল বিনির্মাণে অবদান রাখবে। আর এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বর্তাবে তাদের নিজেদের ওপর। মহান আল্লাহ আগে থেকেই তাদেরকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দিচ্ছেন। জানাচ্ছেন এ কারণে যে, তিনি প্রমাণ সম্পূর্ণ হওয়া ছাড়া কাউকে শাস্তি প্রদান করতে চান না।

চার ঃ আসমান ও যমীনের সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর। সকল বিষয় তাঁরই সমীপে উপস্থাপিত হবে এবং তাঁরই ফয়সালা বাস্তবায়ন ও কার্যকর হবে। কেউ অন্য কারো কাছ থেকে কোনো প্রকার আশা ও উম্মীদ পূরণের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকলে তার এ আশা নিছক একটি দুরাশা মাত্র। যা প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হবার পর প্রমাণিত হবে সম্পূর্ণ মরীচিকা বলে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, এ সকল সত্যবাণী মুসলমানদেরকেই শোনানো হচ্ছে। শোনানো হচ্ছে এজন্য, যাতে তারা এ জাতীয় সর্বপ্রকার বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

২৭. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১১০-১২০ আয়াত

ওপরে বর্ণিত সতর্কবাণীসমূহের মধ্য দিয়ে এ সত্য স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আহলে কিতাব এ যাবত যে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিল, সর্বদিক থেকে তারা এ পদমর্যাদার

অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য তারা এ পদমর্যাদা থেকে অপসারিত হয়েছে এবং আল্লাহ এ আমানত তাদেরই ওপর ন্যস্ত করেছেন যারা যথার্থই এর যোগ্য। একই সাথে মুসলমানদেরকে এ সুসংবাদও প্রদান করা হয়েছে যে, এক্ষণে এ আহলে কিতাব তোমাদের বিরোধিতায় যতই জোর ও চাপ সৃষ্টি করার ইচ্ছা ও চেষ্টা করুক না কেন, তারা তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না ; সর্বত্র তারা মার খাবে এবং লাঞ্ছনা অপমান তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে গিয়েছে।

এ আলোচনার মধ্যে আহলে কিতাবের ঐ গোষ্ঠীর সৌন্দর্যের দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে, যারা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পরিশেষে ইসলামের ঐশ্বর্যে তারা হয়েছে অভিষিক্ত ও সুসমৃদ্ধ।

অতপর আহলে কিতাবের আসল ব্যধির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ; যা প্রকৃতপক্ষে তাদের সত্য গ্রহণের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে এটাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, প্রকৃত সত্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ার পর এক্ষণে তারা দীনদারীর অহংকার বজায় রাখার জন্য যতই বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার ধ্বজা তুলে ধরবে না কেন সবই নিষ্ফল হতে বাধ্য ; তা কোনোই ফল বয়ে আনবে না।

এরপর মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে যে, এক্ষণে তোমরা তাদের সাথে সকল প্রকার বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করো। কারণ এখন আর তোমাদের জন্য তাদের অন্তরে শত্রুতা ভিন্ন কিছুই বর্তমান নেই এবং তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই।—এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ أَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ
مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾ لَنْ يَّضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِنْ
يُّقٰتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ۗ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ
أَيْنَ مَا ثُقِفُوْا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾
لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُونَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ

www.pathagar.com

وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾
وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي
صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَا أَنْتُمْ
أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ
قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا
بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ
تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

www.pathagar.com

১১০. তোমরাই হচ্ছো শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির হেদায়াতের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ করো, মন্দ কাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। আহলে কিতাবও যদি ঈমান আনত তবে তা তাদের জন্য ভাল হতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসেক ও পাপাচারী। ১১১. তারা কখনো তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তবে তারা তোমাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে, তারপর তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে না। ১১২. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে তারা যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই লাঞ্ছনা ও অপমান তাদের ভাগ্যলিপি হয়েছে, তারা আল্লাহর গযবের পাত্র হয়েছে এবং ছাপ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের ওপর হীনতা ও দীনতার। এসব এজন্য যে, তারা প্রত্যাখ্যান করতো আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করতো নবীদের। এটা এজন্য যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং সীমালংঘন করেছিল।

১১৩. আহলে কিতাব সবাই এ রকম নয়। তাদের মধ্যে একদল আছে তাদের অঙ্গীকারে অবিচল। রাতের বেলায় তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে। ১১৪. তারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি। তারা আদেশ করে ভালো কাজের এবং নিষেধ করে মন্দ কাজ থেকে এবং তারা প্রতিযোগিতা করে নেক কাজে। আর তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। ১১৫. তারা যেসব নেক কাজ করে তার বিনিময় থেকে তাদের কখনো বঞ্চিত করা হবে না। আর মুত্তাকিদের ব্যাপারে আল্লাহ খুব ভালো জানেন।

১১৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করে তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কোনোই কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছে জাহান্নামবাসী, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। ১১৭. তারা এ পার্থিব জীবনে যা কিছু ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হীম শীতল বায়ুর ন্যায়, যা আঘাত করলো এমন লোকদের শস্যক্ষেত্রকে যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। ফলে সে বায়ু শস্যক্ষেত্রটি ধ্বংস করে দিল। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো যুলুম করেননি ; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

১১৮. হে ঈমানদাররা; তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবে না। যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। আর কখনো কখনো তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়। আর তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর। আমি তো তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে প্রকাশ করে দিয়েছি, যদি তোমরা অনুধাবন করো। ১১৯. দেখ তোমরাই তাদেরকে ভালোবাস কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে

www.pathagar.com

না। অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবের ওপর ঈমান রাখ। আর যখন তারা তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে নিজেদের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা মরো তোমাদেরই আক্রোশে, নিশ্চয়ই অন্তরে যা রয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। ১২০. তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে তা তাদের কষ্ট দেয় আর তোমাদের অকল্যাণ হলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন যা তারা করে।

২৮. শব্দের ব্যাখ্যা ও আয়াতের তাফসীর

আয়াত ঃ ১১০

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

এখানে كَانَ শব্দটি সম্পূর্ণতার অর্থ ব্যক্ত করে ; যেরূপ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا এর মধ্যে রয়েছে। خَيْرَ اُمَّةٍ এতে সত্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এক্ষণে তোমরাই রয়েছ দীনের সঠিক ও যথার্থ রাজপথের ওপর। আল্লাহ যে দীন নাযিল করেছিলেন, আহলে কিতাব তাতে বক্রতা-বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে প্রকৃত দীনকে হারিয়ে ফেলেছিল। এক্ষণে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য তোমাদেরকে দণ্ডায়মান করিয়েছেন। এ সত্যকেই সূরা আল বাকারায় তুলে ধরছেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ الاية। "এমনিভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী উম্মতরূপে পাঠিয়েছি যেন তোমরা হতে পারো মানবজাতির ওপর সাক্ষী ...।" সেখানে আমরা এটা লিখেছি যে, এ উম্মত যেহেতু সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ নীতি ও সত্যের রাজপথের একেবারে মধ্যস্থলে বিদ্যমান রয়েছে, সেহেতু এটির পরিচয় হলো—সর্বোৎকৃষ্ট জাতি। لِلنَّاسِ এর মধ্যে একটি সম্বন্ধ পদ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ মানবজাতির সংস্কার, সংশোধন, সঠিক পথ প্রদর্শন ও তাদের ওপর আল্লাহর দীনের সাক্ষ্য প্রদান করার যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা সম্পাদন করার জন্য—তাই বলা হয়েছে ঃ لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

www.pathagar.com

সর্বোৎকৃষ্ট জাতির পদমর্যাদা সংশ্লিষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্যের শর্তাধীন

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ঃ এতে এ উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত হওয়ার প্রমাণ বিবৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, তোমরা তো এ কারণেই সর্বোত্তম জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত যে, তোমরা আদেশ কর সৎকাজের, বাধা প্রদান করো অসৎকাজে এবং ঈমান রাখ আল্লাহর প্রতি। এটা এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত যে, বংশ বা রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে তোমরা এ মর্যাদাপূর্ণ আসনে সমাসীন হওনি ; যেমন এ সম্পর্কে আহলে কিতাবের ধারণা বর্তমান। বরঞ্চ সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে বাধা প্রদানের গুরুদায়িত্ব পালনই তোমাদেরকে এ মর্যাদার অধিকারী করেছে। এ থেকে সততই এটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এ পদমর্যাদা নির্দিষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য ও দায়-দায়িত্বের শর্তাধীন। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর সাথে এ মর্যাদাকে আল্লাহ অবশ্যম্ভাবীরূপে সম্পৃক্ত করে দেননি যে, তা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। যদিও ইহুদী ও নাসারাদের ন্যায় সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎকাজে পর্যবসিত করে ছাড়ে।

ঈমান প্রত্যেক ভাল কাজের মূল

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ঃ এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আসল বুনিয়াদ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। আল্লাহর দৃষ্টিতে কারো যা কিছু সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্য তা এরি ভিত্তিতে অর্জিত হয়ে থাকে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধাদানের ক্ষেত্রেও তা-ই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে যা হবে আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে যুক্ত ও সম্পৃক্ত। মিম্বর ও স্টেজসমূহ থেকে আল্লাহভীতি ও দীনদারীর যে ওয়াজ অন্তসারশূন্য বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয় তার মর্যাদাতো তা-ই, যার উল্লেখ কুরআন করেছে ইহুদী উলামাদের সম্পর্কে ঃ اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ –"তোমরা কি অন্যদের নেকী ও তাকওয়ার উপদেশ শোনাও, অথচ তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ডুবিয়ে রাখছো ভুলের মাঝে।"

فسق শব্দটি এখানে ঈমান ও আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অন্যত্র আমরা এর ব্যাখ্যা করে এসেছি।

এ উম্মতের নেতৃত্ব পদের ঘোষণা

বর্ণনাভঙ্গীতে—যেমন আমরা ইতোপূর্বে ইঙ্গিত প্রদান করেছি—এ আয়াত উম্মতে মুহাম্মাদীর নেতৃত্ব পদের ঘোষণা বৈ নয়, এ সূরার ভূমিকায় اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ বিশিষ্ট দোয়া প্রসঙ্গে আমরা এটা লিখেছিলাম যে, এতে আহলে কিতাবের অপসারণ ও মুসলিম উম্মার নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত নিহিত আছে। সুতরাং পূর্ণ বিবরণ সহকারে ইহুদী ও নাসারা উভয়ের চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গের বিষয় স্পষ্ট করার পর এই ঘোষণা করে দেয়া হলো যে, এক্ষণে সর্বোত্তম জাতির মর্যাদা ও পদাধিকারী হওয়ার যোগ্য এ ঈমানের ধারক বাহকরাই ; ইহুদী ও খৃস্টানরা নয়। ইহুদী ও খৃস্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যদি এরা

এ কুরআন ও পয়গম্বর স.-এর ওপর ঈমান আনতো, তাহলে এটা তাদের জন্যই ভালো হতো। "ভালো হতো" শব্দদ্বয়ে যে সন্দেহ ও সংক্ষিপ্ততা বিদ্যমান মূলত বক্তার এ ক্রোধের প্রতিনিধিত্ব করো যা আরো ব্যাপক শব্দমালার সাহায্য প্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল না। অতপর দুঃখ ও আফসোসের ভঙ্গীতে বলা হয়েছে যে, কিতাবের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্য থেকে ঈমান গ্রহণকারী হিসেবে খুব কমসংখ্যক লোকই বেরিয়ে এসেছে ; অধিকাংশই বেরিয়েছে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও নাফরমান হিসেবে।

আয়াত ঃ ১১১

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ط وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَايُنْصَرُوْنَ ۝

اَذًى শব্দের অর্থ

اَذًى শব্দের অর্থ দুঃখ ও কষ্ট। অর্থাৎ এক্ষণে তাদের মূল কর্তিত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে এখন আর এতটা শক্তি ও দাপট বর্তমান নেই যে, তোমাদের বড় কোনো ক্ষতি করতে পারবে। বড়জোর তারা করলে নিছক তাদের মনের আক্রোশ উদগিরণ করার জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কিছুটা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করা এবং অপবাদ ও মিথ্যা রটনা ইত্যাদিই করতে পারবে। এর চেয়ে অধিকতর মনোবল তাদের মধ্যে বর্তমান নেই। তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এরা বের হলেও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে। অতপর এমন লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে যে, কারো পক্ষ থেকে এতটুকুও সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছে, এ বিষয়টি পরে গিয়ে বিবৃত হয়েছে এভাবে। وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا - "আর অবশ্যই তোমরা শুনতে পাবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৬

আয়াত ঃ ১১২

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

অপমানকর শাস্তি

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ঃ অর্থাৎ দেয়ালের ওপর যেমন কাদামাটির প্রলেপ ও আস্তরণ দেয়া হয় তদ্রূপ তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমানের ছাপ মেরে দেয়া হয়েছে। এদ্বারা এ বিষয়টির প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা সম্মানের বদলে অপমানের পথকে গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছে। ফলে তাদের ওপর জিল্লতী ও অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। أَيْنَمَا ثُقِفُوا দ্বারা উক্ত জিল্লতীর পরিধি ও সর্বব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন এ জিল্লতী তাদের ভাগ্যলিপিই হয়ে থাকবে। এমনকি তারা তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত। পৃথিবীতে এমন কোনো ভূখণ্ড নেই যেখানে তাদের ভাগ্যে সম্মান জুটবে ও তারা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবে।

إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ-এর অর্থ

إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ : এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিবা এরা কোথাও প্রতিষ্ঠা পেয়েও যায় তাও তাদের নিজস্ব ক্ষমতা-প্রতিপত্তি এবং সম্মান ও পরাক্রমের ওপর নির্ভর করে নয়। হয় আল্লাহ ওয়ালাদের কোনো চুক্তিনামা তাদের এ নিরাপত্তা প্রদান করেছে অথবা পাড়া প্রতিবেশী গোত্র ও জাতিসমূহ থেকে তারা অনুরূপ কোনো সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে টিকে আছে। এ সহযোগিতা নিতান্তই সাময়িক ও কৃত্রিম। মহানবী স.-ও প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু তাদের অঙ্গীকার ও চুক্তিভঙ্গ এবং তাদের অপকর্মের দরুন পরবর্তীতে তা বাতিল ও অকার্যকর করে দেয়া হয়। তাদেরকে তাদের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হয় হত্যা করা হয় অথবা নির্বাসিত করা হয়। অন্যান্য গোত্রসমূহের সাথে তারা যে চুক্তি সম্পাদন করেছিল ঐ গোত্রগুলোও ধীরে ধীরে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে সে চুক্তিগুলোও বাস্তবে অকার্যকর হয়ে পড়ে। যে বৃক্ষের মূল অন্তসারশূন্য হয়ে পড়ে, তার কাণ্ড ও পত্র-পল্লবের সাহায্যে সে আর কতক্ষণই বা দণ্ডায়মান থাকতে পারে ? বর্তমান যুগে ইহুদীদের তথাকথিত সাম্রাজ্য ইসরাঈলের বেলায়ও—যেমন আমরা এ কিতাবের কোনো একস্থানে ইঙ্গিত করেছি—একথা প্রযোজ্য। এরাও মূলত নিজেদের শক্তি সামর্থের বলে নয় ; বরং بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ তথা আমেরিকা ও বৃটেনের সাহায্যেই টিকে আছে। আর যে জিনিস অন্যের সাহায্যে দাণ্ডায়মান হয় তার দাঁড়িয়ে থাকা ও না থাকা উভয়ই বরাবর।

وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ-এর অর্থ

وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ : এর তাৎপর্য আমরা সূরা আল বাকারার তাফসীরে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি যে, এটা হচ্ছে ইহুদীদের দুষ্কর্ম ও দুর্ভাগ্যের বাস্তব বিবরণ যে, যেখান থেকে তাদের দু'জাহানের সম্মান ও মর্যাদার ঐশ্বর্য নিয়ে প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল, তাদের চরিত্রহীনতা, সাহসহীনতা ও হীনমন্যতার জন্য সেখান থেকে তারা ফিরেছে আল্লাহর গযব ও ক্রোধ সহকারে। যার ফলে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো লাঞ্ছনা। মহান আল্লাহ তাদের নেতৃত্ব ও সাক্ষ্যদানের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন। তারা যদি তাদের দায়িত্ব পালন করতো এবং নিজেদের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের

www.pathagar.com

ওপর অবিচল থাকত, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তাদের মর্যাদা থাকত অনেক উঁচুতে। কিন্তু এরা তাদের দুনিয়া পূজা ও হীনমন্যতার দরুন তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং আল্লাহর গযবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এ সত্যটিও এখানে স্মরণযোগ্য যে, যে মর্যাদা যত উচ্চাঙ্গের তাতে আরোহণ করাও তো কষ্টসাধ্য হয়ে থাকে। ঠিক তদ্রূপ তা থেকে পতিত হওয়ার ব্যাপারটিও হয়ে থাকে অত্যন্ত ভয়াবহ।

مَسْكَنَتْ অর্থ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ : مَسْكَنَتْ শব্দের অর্থ উদ্যমহীনতা ও হীনমন্যতা। কুরআন বিভিন্ন স্থানেই আহলে কিতাবের দীনতা-হীনতাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যক্ত করে। এসব দৃষ্টান্তের দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইহুদীদের ওপর দুনিয়া পূজার এতটাই প্রাবল্য ছিল যে, আখেরাত অন্বেষণ এবং তার জন্য আত্মত্যাগ ও কুরবানীর কোনো প্রেরণাই তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। তারা আখেরাতের অনেক বড় বড় পুরস্কারের জন্য পার্থিব জীবনের অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য নগদ পাওনাকেও কুরবানী করার সাহস ও প্রেরণা নিজেদের মধ্যে অনুভব করতো না। তাওরাত থেকে জানা যায়, হযরত মূসা আ. তাদের এ সাহসহীনতা ও হীনমন্যতার ওপর বারবার ভর্ৎসনা করেছেন। পরবর্তীকালের নবীরাও এর ওপর বিলাপ করেছেন। কুরআনও বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ করেছে। কুকুর সম্পর্কিত দৃষ্টান্তটিও তাদের দুর্বল সাহসের দৃষ্টান্ত, আর চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যাবে যে, একমাত্র এ হীনমন্যতা ও দীনতা-হীনতার জন্যই তাদের ওপর চিরকালের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমানের ছাপ মেরে দেয়া হয়েছে।

ذِلَّتْ ও مَسْكَنَتْ-এর শাস্তির কারণ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ-الاية : ইহুদীরা কি জন্য লাঞ্ছনা, ক্রোধ ও দীনতা-হীনতার ন্যায় আযাবের যোগ্য সাব্যস্ত হলো, এখানে তার কারণ বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান ও নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো। সম্মান ও উচ্চমর্যাদার বাহন হলো আল্লাহর আয়াত। যারা তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে এবং এ প্রত্যাখ্যানকে নিজেদের স্থায়ী কর্মনীতিতে পরিণত করে নেয়, তারা লাঞ্ছনা ও অপমানের যোগ্য হবে না, তো হবে কোন বস্তুর যোগ্য ? এ সত্যকেই কুরআন ঐ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তুলে ধরেছে যাতে বলা হয়েছে : وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلٰكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ –"অবশ্য আমি যদি চাইতাম তাকে সে আয়াত ও নিদর্শনাবলীর বদৌলতে উচ্চমর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে তো দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো।"–সূরা আল আ'রাফ : ১৭৬ নবীদের ও সত্য-সুবিচারের নির্দেশদাতাদের হত্যার ব্যাপারটিও তদ্রূপ। এরা তো মানবতার সবুজ শ্যামল ফুল পাপড়ির মত। এঁদেরই সাহায্যে মানবতা সৌভাগ্য ও পূর্ণতার সোপানে উন্নীত হয়ে থাকে। কোনো দল বা গোষ্ঠী এঁদেরই হত্যাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে তারা আল্লাহর গযব ও জিল্লতী ছাড়া আর কিসেরই বা যোগ্য হতে পারে ?

www.pathagar.com

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ঃ ইহুদীদের কর্তৃক আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা ও নবীদেরকে হত্যা করার কারণ বর্ণিত হয়েছে এখানে। অর্থাৎ নাফরমানি ও আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করা তাদের অভ্যাস ও স্থায়ী কর্মনীতিতে পরিণত হয়েছিল। এটাই তাদেরকে কুফরী ও নবীদের হত্যাযজ্ঞ সংগঠনে অনুপ্রাণিত করেছে। পরিশেষে এসব অপরাধ তাদের জন্য আল্লাহর গযবের কারণ হয়েছে এবং তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও দীনতা-হীনতার ছাপ মেরে দেয়া হয়।

আয়াতের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণের পর পূর্ণাঙ্গ আয়াতের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। তাহলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, উপরোক্ত আয়াতে যে কথাটি বলা হয়েছিল বক্ষমান আয়াতে তার প্রমাণ বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ কিনা যাদের ওপর সর্বত্র আল্লাহর আযাব ও শাস্তি এবং যারা বর্তমানে তোমাদের সাহায্য ও সহানুভূতির ওপরই বেঁচে আছে তারা, তোমাদের কিইবা ক্ষতি করতে পারবে ?

আয়াত ঃ ১১৩-১১৫

لَيْسُوْا سَوَآءً ط مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ط وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝

اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ অর্থাৎ ঐদল যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার এবং তাঁর শরীআতের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে। يَتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ অর্থাৎ তারা রাতের বেলা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে ও নামায পড়ে। রাতের নামায ও তেলাওয়াত তাদের আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকারই প্রমাণ। কারণ এহেন রিয়ামুক্ত ও প্রদর্শনী মুক্ত নামায ও তিলাওয়াতের জন্য পেরেশানী তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে, যারা তাদের মহৎ ও মহান যিম্মাদারী সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর অনুভূতিতে আপ্লুত ও নিমজ্জিত। নামাযকে সিজদা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এটা এজন্য যে, একদিকে সিজদা নামাযের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রুকনসমূহের অন্তর্গত। দ্বিতীয়ত, এটা আল্লাহকে ভয় করা ও বিনয়-নম্রতার শ্রেষ্ঠতম প্রতীক এবং তৃতীয়ত, এ দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যে, ইহুদীরা—যেমন আমরা এ গ্রন্থের একস্থানে উল্লেখ করেছি—সিজদাকে তাদের নামায থেকে নির্বাসন দিয়েছিল।

আহলে কিতাবের ঈমানদার দল

এখানে বৃহত্তর আহলে কিতাবের মধ্যে ব্যতিক্রমী ক্ষুদ্রতর দলটির প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে যাদের বিষয়ে পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, ওপরে যে বৃহত্তর ইহুদী

সমাজের কথা বিবৃত হয়েছে—সব আহলে কিতাবই তদ্রূপ নয়। বরং তাদের মধ্যে একদল এমনও রয়েছে যারা তাদের প্রতিশ্রুতির ওপর কায়েম রয়েছে, যারা রাত জাগরণকারী ও তাহাজ্জুদ গুজার, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি অকৃত্রিম ঈমানদার, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানের মহান দায়িত্ব পালনকারী এবং ভাল ও সৎকাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাকারী। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা প্রকাশ্যে মহানবী স.-এর ওপর ঈমান আনয়ন করেছিলেন। আবার এমন লোকও ছিল যারা এ আয়াতসমূহ নাযিলের সময় প্রকাশ্যে নিজেদের ইসলামের ঘোষণা দিতে পারেনি সত্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ছিল নিষ্ঠাবান মু'মিন এবং অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। তাদেরকে কুরআন সালেহ ও মুত্তাকীদের মধ্যে গণ্য করেছে, এরা যে কোনো ভালো ও সৎকাজই করুক না কেন, তার প্রতিদান ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না। এরা ইসলামে প্রবেশ করার পর তাদের ইসলাম পূর্বকালে কৃত যাবতীয় ভালো কাজেরও পূর্ণ প্রতিফল ও বিনিময় লাভ করবে। এ সূরায়ই শেষ দিকে এ দলের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ - ال عمران : ١٩٩

"আর আহলে কিতাবের মধ্যে অবশ্য এমন লোকও আছে যারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে আর যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও—আল্লাহর কাছে বিনয়াবনত অবস্থায়। তারা আল্লাহর আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে না। তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার, নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৯

আয়াত ঃ ১১৬-১১৭

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

www.pathagar.com

কুফরী ও শিরক দ্বারা যাবতীয় ভালকাজ ধ্বংস হয়ে যায়

এখানে ওপরে বর্ণিত আহলে কিতাবের বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত কুফরীতে অটল অপর দলটির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে সম্পদ ও সন্তানাদির মহব্বত তাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে শংকাহীন করে দিয়েছিল, তা তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও ও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে আর তা থেকে কখনোই বের হতে পারবে না। এ পার্থিব জীবনে স্বীয় প্রথাগত দীনদারীর প্রদর্শনীর জন্য এরা যা কিছু ব্যয় করছে এ ব্যয় করাও আখেরাতে তাদের জন্য কিছুমাত্র লাভজনক হবে না। তাদের এ ব্যয়ের উদাহরণ যেন একটি শস্যক্ষেত ; যার ওপর প্রবাহিত হলো এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু, তারপর তাকে পরিণত করলো এক ধ্বংসস্তুপে। কুফরী ও শিরকের সাথে নেকী ও দীনদারীর কাঠামোয় যেসব কাজ করা হয় তার সবই নিষ্ফল হয়ে যায়। কুফরী ও শিরক প্রচ্ছন্ন তুষের আগুন সদৃশ, যা সমগ্র মেহনত পরিশ্রমকে ভস্মস্তুপে পরিণত করে ছাড়ে। পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত হয়েছিল যে, যেসব আহলে কিতাব তাদের ঈমানের ওপর কায়েম থাকবে এবং কুরআন নাযিলের পর কুরআনের ওপরও ঈমান আনবে তাদের পূর্ববর্তী ভাল ও সৎকাজগুলোও গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা হাসিল করবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা নিজেদের কৃত অঙ্গীকারের ওপর কায়েম থাকবে না এবং ইসলামেও দাখিল হবে না তাদের জীবনের সার্বিক ও সর্বময় কর্মকাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ -এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কোনোরূপ যুলুম নয় ; বরং এটা হচ্ছে তাদের নিজেদের ওপর নিজেদেরই যুলুম, বৃক্ষমূল নিরাপদ থাকলেই পূর্ণ বৃক্ষ নিরাপদ থাকে। বৃক্ষের মূল উপড়ে ফেলে তার ডাল পালা ও পত্র-পল্লবের ওপর পানি বর্ষণ করতে যতই মেহনত করা হোক আর যতই কষ্ট স্বীকার করা হোক না কেন সবই নিষ্ফল। অতপর মেহনত ও পরিশ্রম নিষ্ফল হবার জন্য কেউ ভর্ৎসনাযোগ্য হলে তা সে নিজেই ; মহাশক্তিধর আল্লাহ নন এবং তাঁর আইন ও বিধানও নয়।

আয়াত ঃ ১১৮-১২০

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۖ وَدُّوْا مَا
عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاۤءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۖ قَدْ
بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ هٰاَنْتُمْ اُولَاۤءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ
وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ
الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۖ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ اِنْ

تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْابِهَا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَايَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً ঃ بِطَانَة-লেপ ইত্যাদির আস্তরকে বলা হয়। بطانة الرجل দ্বারা কারো পরিবার পরিজন ও তার বিশেষ নিকটজন ও অন্তরঙ্গ লোকদের বুঝানো হয়ে থাকে।[১] خَبَال শব্দের অর্থ গণ্ডগোল অনৈক্য, বিবাদ, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। لَايَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির ব্যাপারে তারা কোনোই ত্রুটি করবে না। عَنَت শব্দের অর্থ কঠোর পরিশ্রম, কষ্ট-বেদনা, অসুবিধা ও দুর্দশা-দুর্গতি وَدُّوْا مَاعَنِتُّمْ অর্থাৎ তোমাদের জন্য তারা এটাই কামনা করে যে, এ পথে তোমরা হোঁচট খাও এবং তোমরা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে জড়িয়ে পড়ো। قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ - এর অর্থ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতামূলক ঐসব বিষয়াদি—যদ্বারা স্পষ্ট এটা বুঝা যেত যে, আহলে কিতাব সকিছুই পসন্দ বা অনুমোদন করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের যে কোনো মূল্যে পসন্দ করতে তারা ছিল অপ্রস্তুত। তাই কুরআন একথাটিও উদ্ধৃত করেছে যে, এরা প্রকাশ্যে মুশরিকদেরকেও মুসলমানদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। তারা বলে, বরং এরাতো মুসলমানদের অপেক্ষা অধিকতর হেদায়াতের ওপর বিদ্যমান। هٰؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا -"তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, এরাই মু'মিনদের চেয়ে অধিকতর সরল-সঠিক পথে রয়েছে।"-সূরা আন নিসা ঃ ৫১

هَاَنْتُمْ اُولَاءِ ঃ এতে সম্বোধনসূচক ضَمِيْر বা অব্যয় اولاء ও ها -এর মধ্যস্থলে সংস্থাপিত হয়েছে। ها মূলত তাম্বীহ বা সতর্কীকরণসূচক শব্দ। এ কারণে যখন এর ওপর জোর দেয়ার প্রয়োজন পড়ে তখন আরবরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করে। অনুরূপভাবে ها انا ذا -ও বলে থাকে।

আল্লাহর স্বয়ংসম্পূর্ণ কিতাব শ্রেফ কুরআন

تُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ঃ এর ওপর আমরা সূরা আল বাকারায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ববর্তী সহীফাগুলো ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, সহীফাগুলো আল কিতাবের অংশ মাত্র। আর কুরআন পরিপূর্ণ কিতাব। আহলে কিতাবকে আল্লাহর কিতাবের একটি অংশমাত্র প্রদান করা হয়েছিল। পূর্ণ কিতাব দেয়ার বিষয়টি সর্বশেষ নবীর আবির্ভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ও বিলম্বিত করে রাখা হয়েছিল। তাই আহলে কিতাব সম্পর্কে বারংবার এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا

---

১. بطانة الرجل وليجته الذى يكاشفه باسراره ثقة بمودتة - اقرب الموارد

نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ - ال عمران : ٢٣ –"আপনি কি তাদের দেখেননি যাদের কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিল। ?"–সূরা আলে ইমরান ঃ ২৩। মহান আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কিতাব কুরআন মজীদ ! যেরূপ তাঁর পূর্ণাঙ্গ দীন হচ্ছে ইসলাম। এ কারণে মুসলমান যখন কুরআনের ওপর ঈমান আনে তখন সে পূর্ণ কিতাবের ওপর ঈমান আনয়ন করে; পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর যেমন, পরে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপরও তেমনি, কুরআন সবগুলোরই সারনির্যাস।

وَاِذَا خَلَوْا অর্থাৎ যখন তারা নিজেদের বৈঠক ও মজলিশে থাকে, যেমন সূরা বাকারায় ঠিক এ জাতীয় বাণীর ধারাবাহিকতায় উক্ত হয়েছে ঃ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ –"আবার যখন তারা একান্তে তাদের শয়তানতুল্য নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথেই আছি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪

মুসলমানদেরকে আহলে কিতাব থেকে সতর্ক থাকার হেদায়াত

এ আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে ; যেরূপ ইতোপূর্বে সতর্ক করা হয়েছিল ২৮ নম্বর আয়াতে। সম্বোধন যদিও সাধারণ কিন্তু লক্ষ্য—যেমন আমরা ২৮ নম্বর আয়াতেও ইঙ্গিত দিয়েছি—ঐসব মুসলমান যারা নিজেদের সরলতার দরুন আহলে কিতাবের চক্রান্তকে ভালভাবে বুঝতে পারতো না। অথবা ঐসব দুর্বল মুসলমান যারা নিজেদের দুর্বলতার কারণে তাদের সাথে পুরনো সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইতো না। অথচ আহলে কিতাবের সম্পর্ক কোনো মুসলমানের সাথেই আন্তরিক বা নিষ্ঠাপূর্ণ ছিল না ; বরঞ্চ এ সম্পর্ক ছিল কেবলই ষড়যন্ত্রমূলক লক্ষ-উদ্দেশ্যের জন্য। এজন্য কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এবং সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন বাণী ও বক্তব্যে সতর্ক করেছে যে, হে ঈমানদাররা। একান্ত আপন লোকদের ছাড়া বাইরের লোকদের তোমরা নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। এরা তোমাদের ক্ষতি সাধণ করতে কোনোই ত্রুটি করবে না। তোমাদের লক্ষ-উদ্দেশ্য হাসিলে তোমরা সফলকাম হও—এটা ওরা কিছুতেই কামনা করে না ; বরং তোমাদের কষ্ট ও মানসিক অশান্তি হোক— এটাই তাদের কাম্য। তাদের শত্রুতা তাদের কথাবার্তা থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা এর চাইতেও অনেক গুণ বেশী গুরুতর ও জঘন্যতর। আল্লাহ্ বলেন আমি তো তোমাদের খোলাখুলি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়ে দিলাম। এরপরও তোমরা বিষয়টি উপলব্ধি না করলে এর পরিণাম ও বিষাক্ত ফল তোমাদেরকেই ভুগতে হবে।

এরপর স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তো তাদের সাথে মহব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ককে আরো ব্যাপক ও গভীর করতে চাচ্ছ, কিন্তু তারা তোমাদের সাথে মোটেই ভালোবাসা ও সম্প্রীতি রাখে না। অথচ তোমরা পূর্ণাঙ্গ কিতাবের ওপর ঈমান রাখ ও সকল নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছো। অপর দিকে তারা তোমাদের কিতাবের প্রতি ঈমান আনতে কিছুমাত্র প্রস্তুত নয়। তোমাদের সাথে মিলিত হলে তোমাদের ধোঁকা

www.pathagar.com

দেয়ার জন্য তারা বলে দেয় যে, আমরা তো ঈমান এনেছি।[১] পক্ষান্তরে যখন তারা নিজেদের সাথে একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধে ও আক্রোশে দাঁতে দাঁত কাটে ও নিজেদের অঙ্গুলি কামড়াতে থাকে।

এর মধ্যেই মহানবী স.-এর যবানীতে উক্ত দাঁতে দাঁত পেষণকারীদের সম্বোধন করে একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের ক্রোধ ও গোস্বার কোপানলে জ্বলে-পুড়ে মরে যেতে চাও তো মরে যাও ; কিন্তু এটা স্বতসিদ্ধ যে, এতে করে তোমরা ইসলামের একটা পশমও বাঁকা করতে পারবে না।

মাঝখানে এ প্রসঙ্গ বহির্ভূত বাক্যটির পর পূর্ববর্তী কথার ধারাবাহিকতায় পুনরায় বক্তব্য শুরু হলো। বলা হয়েছে, তাদের অবস্থা এই যে, তোমাদের কোনো সফলতা অর্জিত হলে তাতে তাদের খুবই মনোকষ্ট হয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়ে গেলে তাতে তারা অত্যন্ত খুশী হয়। কিন্তু তোমরা যদি দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রদর্শন করো এবং তোমাদেরকে যেসব জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য অত্যন্ত স্পষ্ট হেদায়াত দান করা হয়েছে তা থেকে আত্মরক্ষা করো তাহলে তাদের চক্রান্তজাল তোমাদের কিছুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না, মহান আল্লাহ তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও সকল প্রকার চক্রান্ত পরিবেষ্টন করেই আছেন। এ সর্বশেষ আয়াতাংশটির অধিকতর ব্যাখ্যার জন্য এ সূরারই ১২৫ ও ১৮৬ নম্বর আয়াতের ওপর নজর বুলিয়ে নিন। اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا এ পর্যায়ে ইবনে জারীর র.-এর একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্মরণে রাখার যোগ্য। তিনি বলেন, এখানে যে তাকওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছে لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ তথা এ হেদায়াতের ওপর আমল, অর্থাৎ কাফিরদেরকে নিজেদের মনের কথা জানানো তথা তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো থেকে সযত্নে দূরে থাকা।

২৯. পরবর্তী আলোচনা : ১২১-১২৯ আয়াত

পরবর্তী আয়াতগুলোতে উহুদ যুদ্ধ উপলক্ষে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহ অবস্থা ও পরিস্থিতির ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে। আর এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে সূরার শেষাবধি। আমরা সূরার শুরুতে প্রাথমিক আলোচনায় ব্যক্ত করে এসেছি যে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা তাদের নিজেদেরই একদল লোকের কৌশলগত ব্যর্থতা ও অপরিণামদর্শীতার দরুন পরাজয় বরণ করেছিল। ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে সংঘটিত উক্ত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক দলের ওপরই কোনো না কোনো দিক থেকে এর প্রভাব পড়ে। মুসলমানদের মধ্যে যারা ছিল দুর্বলমনা, এ ঘটনা থেকে তাদের মন ভেঙ্গে গেল। আর এ থেকে সুযোগ গ্রহণ করলো মুনাফিকরা। তারা ঐ দুর্বলমনা মুসলমানদের অন্তরে ইসলাম, ইসলামের ভবিষ্যত ও নবী স.-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার

১. এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা সূরা আল বাকারায় উপস্থাপিত করেছি। সেখানে দেখে নিন।

www.pathagar.com

সন্দেহ ও খটকা সৃষ্টি করতে শুরু করলো। এ ঘটনা থেকে ইহুদীদেরও উৎসাহ বেড়ে গেল দ্বিগুণ পরিমাণে। তারা আবার নবোদ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারনা ও পয়গাম্বর স.-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্বেষ বিভ্রান্তি ছড়াবার কাজে তৎপর হয়ে ওঠে। বদরের পরাজয়ে কুরাইশদের ভাগ্যে যে গ্লানি ও আঘাত জুটেছিল, এ ঘটনার দ্বারা যেন তার উপসম হয়ে গেল। পুনরায় তাদের মনে এ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হলো যে, ইসলামকে পরাজিত করা সম্ভব।

এ প্রেক্ষাপটের দাবী এটাই ছিল, উহুদের ঘটনাবলীর ওপর পর্যালোচনা করা হবে এবং বিরুদ্ধবাদীরা যেসব ভুল বুঝাবুঝি মানুষের মনে সৃষ্টি করছিল তার অপনোদন করা হবে। একই সাথে মুসলমানদের দুর্বলতার ও ভুলত্রুটিগুলো ধরা ও ভবিষ্যতে এগুলোকে পরিহার করে চলার জন্য হেদায়াত দান করাও ছিল সময়ের প্রকৃষ্ট দাবী। যাতে এসব দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ শীর্ষক আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে যে মহোত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে সে পদমর্যাদার দায়-দায়িত্বকে সঠিক ও বিশুদ্ধরূপে পালন করার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। তাই এ সূরাতে যখন এ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি সবর ও তাকওয়ার ওপর কায়েম ও সুদৃঢ় থাকতে পারো, বিজয় ও সফলতা তোমাদেরই পদচুম্বন করবে ; বিরুদ্ধবাদীদের কোনো চক্রান্তই তোমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না, তখন উহুদের ঘটনাবলীর ওপর পর্যালোচনা পেশ করার এটাই মোক্ষম সুযোগ বলে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ কিনা সবর ও তাকওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে জামায়াতী জিন্দেগীতে এখনো পর্যন্ত কোনসব দুর্বলতা বর্তমান ছিল, যদ্দরুন এ বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সংস্কার সংশোধন ও আত্মিক পবিত্রতা সাধনের ক্ষেত্রে কি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যেতে পারে তাও যাতে এ পর্যালোচনা থেকে অবগত হওয়া যায়। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ
فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ
أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰ ۚ إِنْ
تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ

www.pathagar.com

بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ
لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ
ٱلْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا۟
خَآئِبِينَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ
فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن
يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

১২১. আর স্মরণ করো, যখন আপনি আপনার পরিজনবর্গের কাছ থেকে প্রত্যূষে বের হয়ে মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য ঘাটিতে বিন্যস্ত করছিলেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল অথচ আল্লাহ উভয়ের সহায়ক ছিলেন। আর আল্লাহর ওপরই তো মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত। ১২৩. আর এতো সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ বদর যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমরা শোকর গুযারী করতে পারো।

১২৪. স্মরণ করো, আপনি যখন মু'মিনদের বলেছিলেন, তোমাদের জন্য একি যথেষ্ট নয় যে, আসমান থেকে নাযিল হওয়া তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের রব তোমাদের সাহায্য করবেন? ১২৫. হ্যা অবশ্যই যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে কাফির বাহিনী অতর্কিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করলে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।

১২৬. এটাতো আল্লাহ শুধু এজন্য করেছেন যেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং যাতে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো শুধুমাত্র পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। ১২৭. যাতে ধ্বংস করে দেন কাফিরদের কোনো দলকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন তাদের। যেন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

১২৮. আপনার কিছু করণীয় নেই এ ব্যাপারে যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দেবেন। কারণ তারা তো যালিম। ১২৯. যা কিছু রয়েছে আসমানে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে সবই আল্লাহর। তিনি মাফ করেন যাকে চান এবং আযাব দেন যাকে চান। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

৩০. শব্দাবলীর ব্যাখ্যা ও আয়াতসমূহের তাফসীর

আয়াত ঃ ১২১

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

بَوَّأَ ، يُبَوِّئُ -এর অর্থ থামানো, শান্ত করানো, স্থির করানো, বাস করানো ও কাউকে নির্দেশ প্রদান করা। مقعد، مقاعدع শব্দের বহুবচন, অর্থ বসার জায়গা। কিন্তু প্রশস্ততর অর্থে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওঁৎ পাতার জায়গা বা স্থানও হতে পারে। আর কোনো ইঙ্গিত বর্তমান থাকলে বা স্থান-কাল-পাত্রভেদে—যেমন এখানে-এর অর্থ যুদ্ধের পরিখা বা ঘাঁটিও হতে পারে।

উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীর ওপর পর্যালোচনা

উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী ও তা থেকে সৃষ্ট প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ওপর যে পর্যালোচনা সামনে আসছে, এ আয়াতটি তারই ভূমিকা। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যেহেতু অনতিকাল পূর্বেই, এ কারণে যুদ্ধের স্মৃতি ছিল প্রত্যেকের নিকট একেবারে তরতাজা। তাই নামোল্লেখ ছাড়া ঘটনা প্রবাহের দিকে ইঙ্গিত করে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এ পর্যালোচনা ছিল এমন সব অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত যার কোনো কোনো দিক কোনো কোনো দলের পর্দার অন্তরবর্তী চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের সাথে ছিল সংশ্লিষ্ট অথবা তাদের সম্পর্ক ছিল চিন্তা-চেতনাজাত ধারণা ও তার প্রভাব প্রতিক্রিয়ার সাথে জড়িত। এ জন্য মহান আল্লাহ তাঁর গুণবাচক নাম سَمِيْعٌ ও عَلِيْمٌ -সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ নামের উদ্ধৃতি দিয়ে ভূমিকাতেই সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এ পর্যালোচনার ওপর কারো কোনো টু শব্দ করার, যাচাই বাছাই করার এবং বিতর্ক ও খণ্ডন করার কোনোই অবকাশ নেই। কারণ এ পর্যালোচনা এসেছে ঐ মহান সত্তার পক্ষ থেকে যিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। তিনি যা কিছুই বলেছেন তা নির্ভুল শ্রবণ শক্তি এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ওপর ভিত্তিশীল।

আয়াত ঃ ১২২-১২৩

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا لا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

فشل শব্দের অর্থ

فشل মানে কাপুরুষতা ও সাহস হারা হওয়া। যুদ্ধে সাহস ও মনোবলই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অস্ত্রশস্ত্র অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম তো দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা

রাখে, এ কারণে সর্বাগ্রে কোনো কোনো দলের উক্ত মনের দুর্বলতার প্রতিই অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়েছে।

أَذِلَّةٌ শব্দের অর্থ

أَذِلَّةٌ শব্দটি ذَلِيلٌ শব্দের বহুবচন। ذَلِيلٌ শব্দটি عَزِيزٌ শব্দের বিপরীত। عَزِيزٌ শব্দের অর্থ বিজয়ী, পরাক্রান্ত ও অন্যান্যের ধরা ছোঁয়ার উর্ধে। ذَلِيلٌ মানে দুর্বল, অসহায় ও অন্যদের গ্রাসযোগ্য পরিত্যক্ত খাদ্য সদৃশ। নৈতিক অধপতন এই শব্দের মৌলিক অংশের অন্তর্গত নয়। বরং এর দূরবর্তী উপাদান বিশেষ। তাই শব্দটি ভাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন ঃ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ - المائدة : ٥٤ –"তারা মুসলমানদের প্রতি অতিশয় নরম ও কোমল এবং কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৫৪। অর্থাৎ কাফিররা তাদের ওপর অঙ্গুলী বসাতে চাইলেও তাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে নরম করতে চাইলে তারা কঠিন শিলাখণ্ড তুল্য; কিন্তু মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত নরম ও কোমল। তারা তাদের থেকে যেভাবে ইচ্ছা ফায়দা হাসিল করতে পারে। আলোচ্য আয়াতেও এ শব্দটি মুসলমানদের স্রেফ ঐ সময়কার সংখ্যাগত ও বস্তুগত দুর্বলতাকে প্রকাশ করে ; এতে নৈতিক দুর্বলতা ও নীচতার নামগন্ধও নেই।

মুনাফিকদের একটি অপকর্ম

আয়াতে যে দু'টি দলের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তাফসীরকারদের বর্ণনা মোতাবিক সেগুলো হলো খাযরাজ গোত্রের বনী সালামা ও আওস গোত্রের বনী হারিসা। এ উভয় দলের মধ্যে মুনাফিকদের অপকর্মের ফলে কিছুটা দুর্বলতা ও কাপুরুষতা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তারা নিজেদের সামলে নেয়। মুনাফিকরা মূলত এ যুদ্ধের জন্য বের হতেই চেয়েছিল না। তাদের এ দুর্বলতা সম্পর্কে মহানবী স. ঠিকই অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন অভিযানে বের হওয়ার পূর্বেই পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র যেন সামনে এসে যায়। এজন্য তিনি পরীক্ষাচ্ছলে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন রেখেছিলেন যে, কুরাইশদের মুকাবিলা মদীনার অভ্যন্তর থেকেই করা হবে, না বাইরে গিয়ে করা যুক্তিযুক্ত হবে? এটা স্পষ্ট যে, খাঁটি ও সত্যিকার মুসলমানদের পক্ষ থেকে এর জবাব এটাই হতে পারে যে, বাইরে গিয়ে মুকাবেলা করাই যুক্তিসঙ্গত। বাস্তবে হলোও তা-ই। তারা পূর্ণ শৌর্য-বীর্য ও উদ্দীপনার সাথে এ জবাবই দিলো। কিন্তু মুনাফিকরা মদীনায় অবরুদ্ধ হয়েই মুকাবিলা করা যৌক্তিক বলে বুঝাবার চেষ্টা করলো। মহানবী স. যখন পরিস্থিতি আঁচ করতে পারলেন, মুনাফিকদের দুর্বলতা তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি তাই করলেন যা তাঁর অন্তরে ছিল এবং যার বহিপ্রকাশ হয়েছিল তাঁর প্রাণোৎসর্গী সঙ্গী-সাথীদের পক্ষ থেকে। মুনাফিকরা যখন দেখল তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, তখন তারা বের হওয়ার সময় তো মুসলমানদের সঙ্গেই বের হলো। কিন্তু বের হওয়ার পর তাদের নেতা ইবনে উবাই তাদের উস্কানী দিল। তার দেয়া পরামর্শের মূল্যায়ণ করা হয়নি—এ অজুহাতে সে তার তিনশ অনুগামীসহ মূল বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গেল। এ ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের মনোবলের ওপর প্রভাব পড়লো। কারণ মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কাফিরদের তিন

www.pathagar.com

হাজারের মুকাবিলায় মাত্র এক হাজার। এটা স্পষ্ট যে, এ এক হাজার থেকে যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তিনশ লোকের পশ্চাদপসরণ ছিল একটি গুরুতর দুর্ঘটনা। যাতে দুর্বল প্রকৃতির লোকদের ওপর প্রভাব পড়াটা ছিল একান্তই স্বাভাবিক।

আল্লাহ ঈমানদারদের কর্মসম্পাদনকারী

কুরআন এ দুর্বলতার সমালোচনা করেছে। কুরআনের বক্তব্য, সেসব মুসলমান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, আল্লাহই হন তাদের সাহায্যকারী ও কর্মসম্পাদনকারী। আর ঈমানের দাবী হলো, মুসলমান আল্লাহর সাহায্য ও কর্মসম্পাদনের ওপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখবে। স্বয়ং আল্লাহই যদি হন সঙ্গী ও সাহায্যকারী তাহলে মুনাফিক ও কাপুরুষদের কোনো দল সহযোগিতা বর্জন করলেও তাতে কিইবা এসে যায়?

বদর যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো

ঈমান ও তাওয়াক্কুলের দাবী স্পষ্ট করে দেয়ার পর বদর যুদ্ধের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। বলা হলো, তোমাদের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর ও বস্তুগত উপায়-উপকরণের স্বল্পতা সত্ত্বেও ইতোপূর্বে আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করে থাকেন এবং তোমাদেরকে অভাবনীয় বিজয় দান করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ থেকে তোমরা নিরাশ হচ্ছো কোন্ যুক্তিতে? তিনি তো আজো তোমাদের সহায়ক ও সাহায্যকারী এবং তোমাদের বন্ধু ও কর্মসম্পাদনকারী।

ব্যাপক অর্থে তাকওয়া

فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ এতে তাকওয়া শব্দটি—যেমন আমরা ১২০ আয়াতেও ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি—তার ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কাপুরুষতা ও সাহসহীনতা হচ্ছে ঈমান ও তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহকে বন্ধু ও কর্ম সম্পাদনকারীরূপে মেনে নেয়ার পরিপন্থী। তাই এ থেকে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। আল্লাহর শোকরগুজারী সত্যিকার হক আদায় করার জন্য এই তাকওয়া অপরিহার্য। যারা দৃঢ় মনোবল ও সাহস থেকে বঞ্চিত হবে তারা প্রতি পদক্ষেপে শয়তানের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হবে এবং হকের পরিবর্তে বাতিলের পথ অবলম্বন করবে। আর এরূপ লোক আল্লাহর শোকরগুজারীর হক আদায়ে সামর্থ হতে পারে না।

আয়াত ঃ ১২৪-১২৫

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ۝ بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ۝

www.pathagar.com

مُسَوِّمِيْنَ শব্দের অর্থ

مُسَوِّمِيْنَ শব্দটি سِيْمَةٌ ও سُوْمَةٌ শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ চিহ্ন বা নিশান। اَلْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ। বলা হয় ঐসব অশ্বকে যেগুলোর ওপর চিহ্ন দেয়া হয়েছে—নিশান লাগানো হয়েছে। ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে مسومين বা 'চিহ্নিত' গুণের ব্যবহার দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ ব্যবস্থাপনা এ অভিযানের জন্য প্রেরণ করবেন। আর তারা বিশেষভাবে এ যুদ্ধের জন্য স্বাতন্ত্র্য সূচক নিশান ও ব্যাজধারী হবে।

এটা ঐ কথারই উদ্ধৃতি—যা মহানবী স. মুসলমানদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য সে সময় বলেছিলেন যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশ সঙ্গী নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। এতে মুসলমানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের মনে—যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে উক্ত হয়েছে—বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে মহানবী স. বললেন ঃ তিনশ লোক আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে তাতে কি হয়েছে ? তোমাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, মহান আল্লাহ তিনশ দুর্বল ও কাপুরুষ লোকের বদলে তিন হাজার তরতাজা নাযিলকৃত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন ? নাযিলকৃত শব্দের দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, তাদেরকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তরতাজা সাহায্য হিসেবে এ বিশেষ কাজের জন্য নাযিল করা হবে।

بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا ঃ এতে মহান আল্লাহর তরফ থেকে নবী স.-এর কথার সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। তিনি মুসলমানদেরকে যে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন, তা মহান আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের ওপর ভরসা করেই শুনিয়েছিলেন। অর্থাৎ এ তিনশ লোকের ক্ষতিপূরণ তিন হাজার ফেরেশতার সাহায্যে করা হবে। মহান আল্লাহ তাঁর নবীর বক্তব্যের সমর্থন যুগিয়েছেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে আরো দু' হাজার ফেরেশতার যোগান দেয়ার ও ঘোষণা দিয়েছেন। তবে তার সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন— اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا। অর্থাৎ যদি তোমরা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনী করে অবিচল থাক এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের নাফরমানী থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার। উহুদ যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ সাক্ষী যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। তাই দেখা যায়, মুসলমানরা প্রথম দিকে কাফিরদেরকে উত্তমরূপে তরবারীর খোরাকে পরিণত করেছিল—তাদেরকে কচুকাটা করে পরাভূত করে দিয়েছিল। কিন্তু শত্রুদের পরাজিত করে দেয়ার পর তাদের একটি দল দুর্বলতা প্রদর্শন করল এবং রাসূল স.-এর সুস্পষ্ট নির্দেশের বিপরীত গনীমতের মাল আহরণের লালসায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি অরক্ষিত ছেড়ে দিল। যার ফলশ্রুতি দাঁড়ালো এই যে, সম্পূর্ণ অর্জিত বিজয় ও সাফল্য সবর ও তাকওয়ার দুর্বলতার দরুন পরাজয় ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। পরবর্তী পর্যায়ে এ সূরাতেই তার উল্লেখ এসেছে এভাবে ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ج حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ط مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ج ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ج-١٥٢

www.pathagar.com

"আর আল্লাহ্ তার প্রতিশ্রুতি তোমাদের সত্যে পরিণত করিয়ে দেখিয়েছিলেন যখন তোমরা কাফিরদের খতম করছিলে তাঁরই অনুমতিক্রমে। তারপর তোমরা সাহস হারিয়ে ফেললে এবং পরস্পর মতবিরোধ করলে নির্দেশ পালনে, আর যা তোমরা ভালোবাস তা তোমাদের দেখাবার পরও তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের মাঝে কতক এরূপ ছিল যারা কামনা করছিল দুনিয়া আর কতক কামনা করছিল আখেরাত। তারপর পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাদের থেকে তোমাদের ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫২

আয়াত ঃ ১২৬-১২৭

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ط وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ۝

جَعَلَهُ -এর মধ্যে ضمير -এর প্রত্যাবর্তনস্থল হলো প্রতিশ্রুতি সাহায্য ; যা পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ কিনা এ উপলক্ষে মহান আল্লাহ্ ফেরেশতাদের দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করার যে বিশেষ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, তা এজন্য যে, যেন এটা তোমাদের জন্য সুসংবাদের কারণ হয় এবং বিরুদ্ধবাদীদের আচরণ ও কর্মনীতির দরুন তোমাদের অন্তরে সৃষ্ট ক্ষত দূরীভূত হয়ে যায়। এ সুসংবাদবাণী নাযিল না হলেও মুসলমানদের তো এ আকীদাই রাখা বাঞ্ছনীয় যে, বিজয় ও সাহায্য আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। আর তিনি পরাক্রান্ত ও বিজয়ী ; যাকে ইচ্ছা বিজয় ও সাফল্য প্রদান করেন, আর তিনি হাকীম ও প্রজ্ঞাময়, তাঁর কোনো কাজই হিকমাত ও প্রজ্ঞা বহির্ভূত নয়। এ আয়াতের ওপর আরো আলোচনা আমরা সূরা আনফালে করব।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا ঐ পরিস্থিতিতে বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে এখানে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা এ যুদ্ধে কুরাইশদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করতে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে তাদের বিতাড়িত করতে অথবা অন্ততপক্ষে তাদের শক্তির একাংশকে পর্যদুস্ত করে দিতে চেয়েছেন।

আয়াত ঃ ১২৮-১২৯

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

www.pathagar.com

প্রিয় নবী স.-কে সান্ত্বনা দান

এটা প্রিয়নবী স.-এর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ধরন। এ যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে মুনাফিকরা যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছে এবং স্বীয় কর্মনীতির দ্বারা অন্যান্য মুসলমানদের ওপর তারা যে প্রভাব ফেলেছে, ওপরে তার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এতে মহানবী স. আঘাত পেয়ে থাকবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই মহান আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে আপনার কোনো দখল যেমন নেই তদ্রূপ এতে আপনার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। আপনি তো আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবেই পালন করেছেন, অতপর কোনো দল খোদ নিজেদেরই ওপর যদি যুলুম করে, তজ্জন্য আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন কেন ? তার ব্যাপারে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দিন। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের তাওবার তওফীক দেবেন অতপর তাওবা করলে তিনি তাদের মাফ করে দেবেন অন্যথায় তারা এর যোগ্য না হলে তিনি তাদের শাস্তি দেবেন। আসমান ও যমীনের সর্বময় ক্ষমতা তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবেন। সবশেষে স্বীয় ক্ষমা ও দয়াশীলতা গুণের বরাত দিয়ে তিনি ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। এ কারণে তিনি কাউকে সাজা দিলে ঠিক তখনি দেবেন যখন তাকে যথার্থই উক্ত শাস্তির যোগ্য মনে করবেন।

৩১. পরবর্তী আলোচনা : ১৩০-১৪৩ আয়াত

যে যুদ্ধ সম্পর্কে এতক্ষণ আলোচনা করা হলো উক্ত জিহাদের লক্ষে অর্থব্যয়ের জন্য পরবর্তী আয়াতগুলোতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অতপর উহুদের পরাজয়ের দ্বারা মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করার জন্য কতিপয় হেকমাত ও যুক্তিমালা তুলে ধরা হয়েছে। যাতে করে যেসব মুসলমানের অন্তরে কিছুটা হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মনে নতুন করে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় ও জিহাদের উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। সম্বোধন যদিও সাধারণ কিন্তু পূর্বাপর ইঙ্গিত প্রমাণ করে যে, বক্তব্যের লক্ষ বিশেষ করে ঐসব মুসলমানই, যুদ্ধ ব্যাপদেশে যাদের পক্ষ থেকে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। অথবা যুদ্ধের ফলে যাদের মন-মানসিকতার ওপর বিরাট প্রভাব পড়েছিল। এ যুদ্ধ যেন অনেক মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে বিদ্যমান ময়লা-আবর্জনাকে উদগীরণ করে দিয়েছে ; যা কিনা এতদিন সুপ্ত অবস্থায় ছিল। এখন যেন সময় এসে গিয়েছিল এ সকল ময়লা আবর্জনাকে ধুয়ে মুছে ফেলার তাই এর পরবর্তী আলোচনা অনেকটা এমনি ধারায়ই এগিয়ে গিয়েছে যেন এটা একটা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অধ্যায় ও তার অংশ বিশেষ।

ইনফাক তথা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় সম্পাদিত আলোচনা সূদ নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক আলোচনার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। কেননা সূদখোরী ও ইনফাক সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। কুরআনে এ বাকরীতি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ; যখন একটি বিষয় আলোচিত হয়, তখন সাধারণতই তার বিপরীত বিষয়েরও আলোচনা করা হয়। তাই সূরা আল বাকারায়ও দেখা যায় ইনফাকের আলোচনার পাশাপাশি সূদের নিষিদ্ধতারও

উল্লেখ এসেছে। শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, সূরা বাকারাতে সুদের নিষিদ্ধতা ইনফাকের আলোচনার পরে এসেছে আর এ সূরায় এসেছে ইনফাকের পূর্বে। এ উভয় বাকরীতির পৃথক পৃথক ফায়দা রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ের ওপর আলোচনার জন্য এটা উপযোগী স্থান নয়। এখানে বাচনভঙ্গীর ব্যাখ্যার জন্য এতটুকু স্মরণ রাখাই যথেষ্ট যে, ইনফাকের নির্দেশের পূর্বে সুদ থেকে বিরত রাখার বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেরূপ সত্য বলার জন্য হেদায়াতের পূর্বে মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ দেয়া হয়ে থাকে। সূদ ও ইনফাক সম্পর্কে সূরা আল বাকারার তাফসীরে আমরা যা কিছু লিখেছি এ পর্যায়ে পুনরায় তার ওপর নজর বুলিয়ে নিন। এবারে এরি আলোকে সামনের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَاَطِيْعُوا
اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِيْنَ
يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ
اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ اُولٰۤىِٕكَ جَزَاۤؤُهُمْ
مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۗ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا
فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾ هٰذَا بَيَانٌ
لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ

www.pathagar.com

إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ
مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ
الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ
الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

১৩০. হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সূদ খেয়োনা চক্রবৃদ্ধি হারে ; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো। ১৩১. আর তোমরা সে আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য। ১৩২. আর তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং রাসূলের যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

১৩৩. তোমরা প্রতিযোগীতার মনোভাব নিয়ে ধাবমান হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং ঐ জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। ১৩৪. যারা ব্যয় করে সচ্ছল অবস্থায়ও এবং অসচ্ছল অবস্থায়ও এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল ; আর আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন। ১৩৫. এবং যারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেদের পাপের জন্য। আল্লাহ ছাড়া কে আছে যে অপরাধ মার্জনা করবে ? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না। ১৩৬. এরাই তারা যাদের প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং ঐ জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশলীদের। ১৩৭. অবশ্যই গত হয়েছে তোমাদের আগে অনেক রীতি ও পদ্ধতি। সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য করো, মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাম কি হয়েছিল ? ১৩৮. এই হলো স্পষ্ট বর্ণনা সকল মানুষের জন্য এবং হেদায়াত ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য।

১৩৯. আর তোমরা সাহস হারিয়ো না এবং দুঃখও করো না, তোমরাই পরিণামে বিজয়ী হবে যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও। ১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তো তাদেরও লেগেছিলো। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মাঝে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত করি। যাতে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করেন ও

জানতে পারেন কারা ঈমান এনেছে এবং যাতে তিনি তোমাদের মধ্য থেকে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ যালিমদের পসন্দ করেন না। ১৪১. এবং যাতে আল্লাহ নির্মাণ করতে পারেন মু'মিনদের আর নিপাত করতে পারেন কাফিরদের। ১৪২. তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো আল্লাহ প্রকাশ করেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল? ১৪৩. আর তোমরা তো মরণ কামনা করতে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই। এখনতো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ।

৩২. শব্দার্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতের তাফসীর

আয়াত ঃ ১৩০-১৩২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً-এর শর্ত লাগাবার উদ্দেশ্য

ربوا শব্দের তাহকীক ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ওপর সূরা বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তার সাথে اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً -এর যে শর্ত লাগানো হয়েছে এর অর্থ এটা নয় যে, ইসলামে শুধু চক্রবৃদ্ধি হারে সূদই নিষিদ্ধ। বরং এ শর্ত—যেমন আমরা ইতোপূর্বে সূরা আল বাকারায় لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا আয়াতাংশের অধীনে বিভিন্ন উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছি—নিছক বাস্তব অবস্থার চিত্রাংকন ও তার জঘন্যতাকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ لَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا—"নিজেদের দাসীদের ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি তারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে চায়। اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا—"যদি তারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে চায়"—এর শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, যদি তারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে না চায় তাহলে তাদের বেশ্যাগিরিতে বাধ্য করা যাবে। বরং এ দ্বারা উদ্দেশ্য স্রেফ বাস্তবতার চিত্রাংকন এবং এটা যে নেহাত ঘৃণ্য কাজ তা ব্যক্ত করা। এ একই নিয়মের অধীন আলোচ্য আয়াতে اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً -এর শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে।

সূদখোরীতে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ইনফাকে প্রতিযোগিতার আহ্বান

এখানে এ শর্তারোপ করার মধ্যে অলংকার শাস্ত্রের একটি সূক্ষ্ম দিকও নিহিত রয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা ব্যক্ত করেছি যে, এখানে যে মূল আলোচ্য বিষয় বিবৃত হচ্ছে, তাহলো জিহাদের কার্যক্রমে ইনফাক তথা অর্থব্যয় করা সম্পর্কিত। তারই ভূমিকা হিসেবে সূদী

www.pathagar.com

কায়-কারবার নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে ; কারণ এটা হচ্ছে ইনফাকের বিপরীত। ইনফাকের আলোচনা এখানে যে ধারায় করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এ পথে পরস্পর প্রতিযোগিতা করার অর্থাৎ একজন অপরজনকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হবার এবং এ ময়দানের সাফল্য ছিনিয়ে আনার আহ্বান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্য মুকাবিলা ও প্রতিযোগিতা করার মত কোনো ক্ষেত্র থাকলে তা হচ্ছে এটাই। তাই এ পর্যায়ের সূচনা করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ الاية –"আর তোমরা প্রতিযোগিতার মনোর্ভাব নিয়ে ধাবমান হও তোমাদের রবের রহমত ও ক্ষমার দিকে এবং ঐ জান্নাতের দিকে...।" এ বক্তব্যের দাবী এটাই ছিল যে, এ ময়দানে প্রতিযোগিতার দাওয়াত দেয়ার পূর্বে লোকদেরকে ঐ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে যাতে ইহুদী শেঠ ও মহাজনরা এ যাবত একে অন্যের মুকাবিলায় জীবনবাজি রেখে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। আর তাদের দেখাদেখি আরবরাও একই পেশায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হচ্ছিল। আরবী ভাষার ওপর যাদের কিছুটা দখল বর্তমান তারা اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً শব্দদ্বয় যে ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে সুদখোরীর ময়দানে বিরাজমান প্রতিযোগিতার ওপর একটা সম্যক ধারণা করতে পারবেন। এ শব্দ ব্যতিরেকে পূর্ণরূপে প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরা সম্ভবপর হতো না। কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মানুষ যেন এ ঘৃণ্য ময়দানে اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً-এর আবর্জনা স্তুপ পুঞ্জীভূত করার পরিবর্তে ঐ জান্নাতের উদ্দেশ্যে আগুয়ান ও ধাবমান হয় যার বিস্তৃতি ও প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততা সমতুল্য।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ-আলোচনার যে ধারাবাহিকতায় উদ্ধৃতাংশটুকু এসেছে তাতে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ সতর্কীকরণের পরে যারা সূদখোরীতে অটল থাকবে তারা কাফির এবং তাদের জন্য প্রস্তুত আছে জাহান্নামের আগুন। এ সম্পর্কে আমরা সূরা আল বাকারায় আলোচনা করেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে এ জাতীয় লোক নিজেদের আগুনের জন্য اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ইন্ধনের নিজরাই আয়োজন সম্পন্ন করেছে। এ কারণে এটা এক বাস্তব সত্য যে, তাদের আগুন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আয়াত ঃ ১৩৩-১৩৪

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

জান্নাতের প্রশস্ততার একটি উদাহরণ

অর্থাৎ সূদ নামক তীরের ফলা ছুঁড়ে তোমরা একের বদলে দশ, বিশ, একশ অথবা হাজার গুণ ফায়দাও যদি লুটে নাও, তথাপি তা আর যাই হোক এ পার্থিব পর্যন্তই সীমিত। আখেরাতে এ সার্বিক সঞ্চয় তোমাদেরকে জ্বালাবার ইন্ধন হিসেবে কাজ করবে। পক্ষান্তরে

নিজেদের মাল-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করলে তার বিনিময়ে তোমারা অর্জন করবে আল্লাহর ক্ষমা ও মাগফিরাত, ফলশ্রুতিতে তোমরা উত্তরাধিকারী হবে এমন জান্নাতের যার প্রশস্ততা ও বিস্তৃতি হবে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পরিধি সদৃশ। সুতরাং একটি বদ্ধ গলির সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠের জন্য গলদঘর্ম হওয়ার পরিবর্তে চিরন্তন জীবনের সীমাহীন রাজত্ব হাসিলের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে না কেন? একই বিষয় সূরা হাদীদের ভাষ্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এভাবে ঃ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ لا وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لا اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

"তোমরা জেনে রেখো পার্থিব জীবন নিছক খেল তামাশা, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ভিন্ন আর কিছু নয়। যার উপমা বৃষ্টি, যদ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা পরিণত হয় খড়-কুটায়। আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা ধাবিত হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং এমন জান্নাত লাভের প্রয়াসে যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত। তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং রাসূলদের প্রতি। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২০-২১

জান্নাতের প্রশস্ততা ও বিশালতার এ দৃষ্টান্তও নিছক একটি দৃষ্টান্ত বৈ নয় ; যদ্বারা মানুষ তার বিশালতার একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করতে পারে। জান্নাতের সত্যিকার প্রশস্ততা কতখানি? বস্তুত এটা একমাত্র আল্লাহরই জানা আছে। কিন্তু এহেন প্রশস্ততা ও বিশালতা সত্ত্বেও মানুষ ইচ্ছা করলে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে তা ক্রয় করে নিতে পারে।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ ঃ এতে ইনফাক তথা আল্লাহর পথে অর্থব্যয়ের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত করা হয়েছে যেগুলোর অবর্তমানে ইনফাকের হক আদায় হয় না এবং ইনফাক ইহসানের মর্যাদা লাভেও সামর্থ হয় না। সূরা আল বাকারার তাফসীরে আমরা এসব বৈশিষ্ট্যের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ পর্যায়ে ক্রোধ দমন করা এবং মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার ওপর যে তাগিদ দেয়া হয়েছে তারও একটা বিশেষ দিক রয়েছে। সূরা আল বাকারার ২৬২-২৬৫ নম্বর আয়াতের অধীন তার বর্ণনা দেখে নিন।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১৩৫-১৩৬

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص
وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ قف وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ
جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ
اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

ইনফাকের পথে একটি প্রতিবন্ধকতা

ইনফাকের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতার কথা বিবৃত হয়েছে এখানে। সুদখোরীর রোগ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে চরম গৃধ্নুতা। ফলে কোনো ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করা তার নিকট হয়ে পড়ে পাহাড় পর্বত সদৃশ। ঠিক তদ্রূপ ভোগ-বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার স্বাদও কোনো ভাল কাজে অর্থ ব্যয়ের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। যারা একবার এ পুতিগন্ধময় পথের পথিক হয়ে পড়ে তারা তাদের অন্যায় ভোগ-লালসার হাতে এভাবে বন্দি হয়ে পড়ে যে, তাদের অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দেবার আর ফুরসতই থাকে না। এ কারণে কুরআন ইনফাকের তালীম ও প্রশিক্ষণ পর্যায়ে যেখানে সুদখোরী থেকে বারণ করেছে সেখানেই অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও তার অনিবার্য ফলশ্রুতি অপচয় ও অপব্যয় থেকেও বারণ করেছে। সূরা আল বাকারার ২৬৮ নম্বর আয়াতের অধীন আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে এসেছি। এ পর্যায়ে আরো আলোচনা সূরা বনী ইসরাঈলের ২৬-২৭ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় আসবে।

বলা হয়েছে, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে তারাই অগ্রগামী হতে পারবে যারা অশ্লীলতা ও ইন্দ্রিয়পূজার বদ অভ্যাস থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হবে, যারা জেনে শুনে বারংবার নিজেদের ওপর গোনাহ ও পাপের বোঝা চাপাতে থাকবে তারা নিজেরাই উক্ত সৌভাগ্যের কপাট নিজের জন্য বন্ধ করে দেবে। নেকী ও সৌভাগ্যের পথতো এটাই যে, কেউ তার আবেগ উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কোনো বড় বা ছোট গোনাহ করে ফেললে আল্লাহর স্মরণ হওয়া মাত্র সে সতর্ক হয়ে যাবে এবং তৎক্ষণাত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্তা নেই যে মাফ করতে পারে। অন্যদের সুপারিশের আশার কুহকে পড়ে যারা গোনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়াকে ডাল-ভাত বানিয়ে নিয়েছে, তারা তাদের দুষ্কর্মের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি অনন্ত অনাদিকাল যাবত ভুগবে।

আয়াত ঃ ১৩৭-১৩৮

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ لا فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِيْنَ ۝ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

www.pathagar.com

سُنَنٌ শব্দের অর্থ

سُنَنٌ বলতে ঐ নিয়ম-বিধি ও নীতিমালাকে বুঝায় যার অধীনে মহান আল্লাহ বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সাথে আচরণ করেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কোনো জাতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও হেদায়াত মেনে চললে এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলদের অনুসরণ করলে, মহান আল্লাহ তাদের সৌভাগ্যবান ও সফলকাম করেন। পক্ষান্তরে কোনো জাতি আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানের নাফরমানী করলে এবং রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করলে, মহান আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেন। এ সুন্নত তথা আল্লাহর এ স্থায়ী বিধানের কার্যকারিতা ও বাস্তব উদাহরণ আল্লাহর যমীনে অসংখ্য রয়েছে। আরব ভূখণ্ডেও—যার অধিবাসীরা এ আয়াতের সম্বোধনের লক্ষস্থল রয়েছে মহান আল্লাহর এ সুন্নতের অনেক অনেক দৃষ্টান্ত। কওমে আদ, সামুদ, আহলে মাদইয়ান, কওমে লূত ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষের আকারে ছিল জ্বলন্ত উদাহরণসমূহ। আল্লাহর চিরন্তন সুবিচার নীতির পরাকাষ্ঠাগুলোকেই এখানে سُنَنٌ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কুরআনে বারংবার এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন ঃ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ط - الاحزاب : ٣٨ "এটাই আল্লাহর বিধান ছিল পূর্ববর্তী কওমগুলোর ক্ষেত্রে–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৮। فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ سُنَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ج - فاطر : ٤٣ "তবে কি তারা কেবল পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের অপেক্ষা করছে?"–সূরা আল ফাতির ঃ ৪৩

সুদখোরীর নিষিদ্ধতা ও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের আহ্বান জানাবার পর এ দুটি আয়াত সতর্কীকরণ ও ভীতিপ্রদর্শনমূলক। আমরা ওপরে ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, সম্বোধন যদিও সাধারণ কিন্তু লক্ষ্য বিশেষভাবে ঐসব লোক যারা হয়তো এখনো ইসলামের প্রতি একাগ্রচিত্ত হতে পারেনি অথবা প্রকাশ্য নিফাকে নিমজ্জিত ছিল। বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করে তাদের পরিণাম অনুমান করার জন্য বেশী দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমাদের নিজ দেশেই তার যথেষ্ট শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত বর্তমান রয়েছে। আমি এ সুস্পষ্ট সতর্কবাণী নাযিল করেছি। এতে বিদ্যমান রয়েছে ঐসব লোকদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশের পূর্ণ উপকরণ যাদের মধ্যে আছে আল্লাহর ভয়।

আয়াত ঃ ১৩৯-১৪১

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ط وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ○

www.pathagar.com

وَهْنٌ-এর অর্থ

وَهْنٌ শব্দের অর্থ দুর্বলতা। চাই তা আমলের দুর্বলতা হোক কিংবা ইচ্ছার, দেহের দুর্বলতা হোক অথবা কর্মকুশলতা ও নৈতিকতার। একটি হাদীসে এসেছে, নবী করীম স. একবার সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, এমন এক যুগ আসবে যখন তোমরা প্লাবণের খড়কুটার ন্যায় হয়ে যাবে। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! তার কারণ হবে কি ? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে وَهْنٌ সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ওয়াহ্ন কি জিনিস ? তিনি বললেন ঃ 'দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা ও ভয়।' এ হাদীস থেকে জানা গেল, দৃঢ় মনোবল ও সাহস এবং কর্ম ও ইচ্ছার ঐ অধঃপতন যা দুনিয়া ও পার্থিব জীবনের মহব্বত ও মৃত্যুর ভয় থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং মানুষকে সত্যের পথে জিহাদ করা থেকে বাধা প্রদান করে তা-ই وَهْنٌ এ হাদীসটি উক্ত শব্দের সুন্দর ও উৎকৃষ্টতম ব্যাখ্যা। এখানেও لَاتَهِنُوْا -এর অর্থ এটাই যে, উহুদে তোমরা যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছো এতে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তোমরা মনোবল হারিয়ে বসো না। ধরে নেয়া যায় যে, সম্পূর্ণ বাক্যটি হবে এরূপ ঃ لَاتَهِنُوْا مِمَّا اَصَابَكُمْ وَلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ –"তোমরা যে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছো তাতে মনোবল হারিয়ো না এবং যে ক্ষতি ও বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয়েছো তাতে দুঃখ করো না।"

اَلْقَوْمُ শব্দের অর্থ

যে ধরনের পূর্বাপর সম্পর্ক ও প্রেক্ষাপটে اَلْقَوْمُ শব্দটি এসেছে তাতে এর অর্থ দাঁড়ায় প্রতিপক্ষ, বিরুদ্ধ শক্তি ও শত্রুপক্ষ। এখানে এ শব্দটি দ্বারা কাফির কুরাইশদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اَلْاَيَّامُ শব্দের তাৎপর্য

اَلْاَيَّامُ শব্দটি এরূপ যখন বহুবচন রূপে আসে তখন তাঁর অর্থ দাঁড়ায় ইতিহাসের ঐসব দিন ও সন্ধিক্ষণ যাতে সংঘটিত হয়েছে বড় বড় ঘটনা ও দুর্ঘটনা। اَيَّامُ الْعَرَبِ বলতে বুঝানো হয়ে থাকে আরবাসীদের যুদ্ধ সংগ্রামসমূহকে। কুরআন মজীদে রয়েছে ঃ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ অর্থাৎ "পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ ও তাঁর শাস্তি প্রেরণের যেসব বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তা দ্বারা লোকদেরকে উপদেশ প্রদান করুন।" আলোচ্য আয়াতে এ সত্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এ ধরনের জয় ও পরাজয়ের যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে, তা প্রত্যেক জাতির বেলায় প্রযোজ্য। এটা মহান আল্লাহর হেকমাত ও অপরিবর্তনীয় পরীক্ষা নীতির অধীনেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ ছাড়া معطوف -এর ব্যবহার

আমরা জানি 'ও', 'এবং' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বাক্যস্থিত পরম্পরাগত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়, কিন্তু وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ-الاية বাক্যাংশের শুরুতে পূর্বোক্ত কোনো

معطوف عليه ব্যতিরেকেই 'ওয়াও' বা 'এবং' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এ কিতাবেরই একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছি যে, এ ধরনের عطف বা অব্যয় আসলে তার পূর্ববর্তী مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ উহ্য হয়ে থাকে এবং প্রাসঙ্গিক ইঙ্গিত দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। আমাদের মতে এর পূর্বে لِنَبْتَلِيَكُمْ শব্দটি উহ্য রয়েছে। অনুবাদে আমরা তা স্পষ্ট করে দিয়েছি।

شهداء শব্দের অর্থ

اَوْ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ঃ এতে شهداء শব্দের অর্থ–আল্লাহর পথে শাহাদাতের মর্যাদা অর্জনকারী। এঁদেরকে শহীদ বলার কারণ হলো, এ উম্মতের ওপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির ওপর সাক্ষ্যদানের যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে নিঃশেষে জীবন দান করে তাঁরা তার হক আদায় করে থাকেন। এজন্যই তাঁরা শহীদ উপাধিতে ভূষিত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন। এটা যেন প্রকৃত অর্থের প্রমাণ ও সত্যায়নের জন্যই শব্দের ব্যবহার। এ অংশটুকু থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে শাহাদাতের মর্যাদা অতীব উচ্চ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যে শাহাদাতের তামান্না ছিল অপরিসীম। আর মহান আল্লাহ যেন এ ময়দানে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রগামীদের আগ্রহ ও উদ্দীপনার মুখে সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছেন। সুতরাং উহুদের ঘটনায় যে বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল অনেক হিকমাত ও রহস্য। অন্যান্য হিকমাত ও রহস্য ছাড়াও এতে এ বিশেষ হিকমাতও নিহিত ছিল যে, যাদের ভাগ্যে এ সুমহান মর্যাদা নির্ধারিত ও অনিবার্য ছিল তারা যেন এ মহোত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে।

تَمْحِيْص শব্দের অর্থ

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-الاية আয়াতাংশে تَمْحِيْص শব্দের অর্থ কোনো বস্তুকে ময়লা আবর্জনা ও সার্বিক ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে তোলা। مَحَّصَ الذَّهَبَ بِالنَّارِ -এর অর্থ স্বর্ণকে ময়লা আবর্জনা ও খাদ থেকে সম্পূর্ণ পাক-সাফ করে দিয়েছে।

শব্দের তাহকীক আলোচনা শেষে আয়াতগুলোর তাৎপর্য আমরা পর্যায়ক্রমে পেশ করছি ঃ

উহুদের পরাজয়ের ফলে দুর্বল মনা লোকদের ওপর যে হতাশা ও নৈরাজ্যের সঞ্চার হয়েছিল তা অনেকের মনে এ ধারণাও সৃষ্টি করে দিলো যে, ইসলামের জন্য এ যাবত যে বিজয় ও সাফল্যের সুসংবাদ শোনানো হচ্ছিল তা নিতান্তই আপ্তবাক্য মাত্র। এসব কথার উদ্দেশ্য ছিল নিছক নিজেদের মনোবলকে ধরে রাখা এবং জনগণকে স্বীয় উদ্দেশ্যের স্বার্থে ব্যবহার করা। এখন তো সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেলো মুনাফিক ও বিরুদ্ধবাদীরা সুযোগ বুঝে ধারণার প্রচারণায় যথেষ্ট ইন্ধন যোগাল, যাতে মুসলমানদেরকে ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিতে পারে। কুরআন এখানে উক্ত প্রচারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মুসলমানদেরকে আশ্বস্ত করেছে যে, উহুদের বিপর্যয়ে

www.pathagar.com

তোমরা হতাশ হবে না ও মনোবল হারাবে না। মহান আল্লাহতো বলেই দিয়েছেন— হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে বিজয় ও সাফল্য তোমাদেরই পদচুম্বন করবে। শর্ত শুধু একটাই। আর তাহলো তোমাদেরকে হতে হবে খাঁটি ও নির্ভেজাল সত্যিকার মু'মিন।

এরপর বলা হয়েছে, তোমাদের কোনোরূপ ক্ষতি ও বিপর্যয় যদি হয়েই থাকে— যেমন উহুদের যুদ্ধে হয়েছে-তাতে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। স্বয়ং তোমাদের শত্রুদেরও এ যুদ্ধে এবং ইতোপূর্বে বদর যুদ্ধে যথেষ্ট আঘাত পৌঁছেছে। জয় পরাজয়ের এই যে, পালাবদল, এসবই আল্লাহর হিকমাত ও প্রজ্ঞার অধীন এবং তাঁর নির্দেশেই সংঘটিত হয়ে থাকে। এ থেকে এমন প্রমাণ সংগ্রহ করা জায়েয নেই যে, বুঝি আল্লাহর বিধানে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ; এখন থেকে আল্লাহ ভাল লোকদের পরিবর্তে মন্দ লোকদের ভালবাসতে শুরু করেছেন। না এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। বরং এর উদ্দেশ্য লোকদের যাচাই পরখ করা এবং তাদের যোগ্যতাকে উদ্দীপিত করে তোলা। এরি সাহায্যে খাঁটি ও অখাঁটি, নিষ্ঠাবান মু'মিন ও কপট মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য নিরুপিত হয় এবং হকের জন্য প্রাণোৎসর্গী শহীদদের আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সুবর্ণ সুযোগ লাভ হয়।

তাওহীদের উদ্দেশ্য কুফরীকে মিটিয়ে দেয়া

অতপর বলা হয়েছে, উহুদের কুরাইশদের বিজয় অর্জিত হয়েছে বলেই এ ধারণা করো না যে, মহান আল্লাহ বুঝি এখন থেকে ঈমানদারদের পরিবর্তে ঐ যালিমদেরকেই ভালবাসতে শুরু করেছেন। না, বরং এটাও ঐ কাফিরদের নির্মূল করারই একটা কৌশল বৈ নয়। মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়ে নিতে চান। তিনি চান তাদের ভেতর থেকে সর্বপ্রকার খাদ নির্মূল করে তাদেরকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সোনায় পরিণত করতে এবং কুফরী ও কুফরীর ধারক-বাহকদের থেকে তাদেরকে বাছাই করে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিতে। এ আলাদা ও বিচ্ছিন্ন করণের পর ঈমানদাররা ঐ শৃংখল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে যা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে তাদের উম্মতের পথে, আর এভাবে কুফরীর ধারক-বাহকদেরও নির্মূল হয়ে যাওয়া অবধারিত। এটা একটা অনিবার্য সত্য যে, পৃথিবীতে বাতিল ঠিক ততক্ষণই টিকে থাকতে পারে যতক্ষণ সে হকের সহায়তা পায়। হকের সহায়তা লাভে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এ পৃথিবীকে মহান আল্লাহ সত্য ও যথার্থতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য কোনো অবিমিশ্র বাতিলের লালন ও বিকাশ এর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। تَمْحِيْصَ বা পরিচ্ছন্ন করণের উল্লেখের পর يَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ। তথা কাফিরদের বিনাশ সাধনের কথা বলার দ্বারা এ দর্শনের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করাই উদ্দেশ্য। নবী ও তাঁর সঙ্গীদের হিজরতের পর কাফিরদের ওপর যে আযাব এসে থাকে তাতেও এ রহস্যই লুক্কায়িত রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আত তাওবায় আসবে।

আয়াত ঃ ১৪২-১৪৩

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ

www.pathagar.com

الصّٰبِرِيْنَ ○ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ص فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

عَلِمَ يَعْلَمُ-এর বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে আমরা সূরা বাকারায় আলোচনা করেছি। এখানকার ইশারা-ইঙ্গীতে প্রমাণিত হয় যে, এটি পৃথকীকরণ ও বাছাই করে আলাদা করণের অর্থে ব্যবহার হয়েছে جَاهَدُوْا مِنْكُمْ শব্দগুচ্ছ ব্যবহারের পর আরবী ভাষায় প্রসিদ্ধ রীতি মোতাবেক তার বিপরীত বাক্য الَّذِيْنَ لَمْ يُجَاهِدُوْا অংশটুকু উহ্য করে দেয়া হয়েছে। وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ বাক্যাংশে يَعْلَمَ শব্দের শেষে ফাতহা বা যবর ব্যবহারের বিভিন্ন কারণ তাফসীরকাররা পেশ করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে এর عطف হয়েছে উপরোক্ত وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর ওপর। সেখানে যেহেতু আলোচনা আল্লাহর পরীক্ষাকরণ নীতির অন্যান্য হেকমাতের প্রতি ধাবিত হয়ে গেছে সেহেতু সবর ও ধৈর্যের উল্লেখকে জিহাদ প্রসঙ্গের সাথে একাকার করে দেয়া হয়। কিন্তু এতে ফাত্হার ব্যবহার দ্বারা এটা স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মহান আল্লাহ পরীক্ষার দ্বারা যাদেরকে বাছাই করে নিতে চান তাদের মধ্যে সাবেরীন তথা ধৈর্যশীলরাও অন্তর্ভুক্ত।

হক-এর পথে পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী

উহুদের পরাজয়ে যাদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমাদের যদি এটাই ধারণা থেকে থাকে যে, সত্যের পথ বিপদ, মুসিবত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে মুক্ত এবং তোমরা ইসলামের দাবী করে একটা আরামদায়ক কুসুমাস্তীর্ণ পথে সম্পূর্ণ নিরাপদে সোজা জান্নাতে গিয়ে উপনীত হবে, তবে তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কোনো ব্যক্তির পক্ষেই আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষার দ্বারা এটা নিরূপিত না হবে যে, সে আল্লাহর পথে জিহাদের জযবা ও উদ্দীপনা লালন করে কিনা, এবং হকের পথে অগ্নি পরীক্ষায় সে টিকে থাকতে পারে কিনা। সুতরাং এরি যাচাই পরখ করার জন্য তোমাদের সামনে এ উহুদের পরীক্ষা এসে উপস্থিত হয়েছে। এ যাবততো তোমাদের পক্ষ থেকে জিহাদের জন্য প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার বহিঃপ্রকাশ হয়ে আসছিল। কিন্তু তার ধরন ছিল স্রেফ যবানী জমা খরচ পর্যন্তই সীমিত। এক্ষণে প্রয়োজন ছিল খাঁটি অখাঁটি, নিষ্ঠাবান প্রেমিক ও কৃত্রিম প্রেমিকের মাঝে বিভাজনের জন্য এমন কোনো সুযোগ আসা যাতে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তোমাদের অবতীর্ণ হতে হবে সম্মুখ সমরে। তাই আল্লাহ তোমাদের জন্য সে সুযোগ এনে দিলেন। তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত হলো খাদ ও নিখাদের মাঝে পার্থক্য নিরূপণের এক কষ্টিপাথর। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ঈমানের দিক থেকে যারা ছিল দুর্বলমনা তারাই সাধারণভাবে জিহাদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতো অনেক বেশী ; যাতে তাদের দুর্বলতা ঢাকা পড়ে যায়। সূরা নিসায় তাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে এভাবে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ج فَلَمَّا كُتِبَ

عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا
رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ

"তুমি কি তাদের দেখনি যাদের বলা হয়েছিল, তোমরা নিজেদের হাত সম্বরণ করো, নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও ? অতপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো, তখন তাদের মধ্যে একদল মানুষকে এরূপ ভয় করতে লাগলো যেমন কেউ আল্লাহকে ভয় করে অথবা তার চেয়েও অধিক। আর বলতে লাগলো, হে আমার রব! কেন আমাদের ওপর যুদ্ধের বিধান দিলে ? যদি আমাদের আরো কিছু সময় অবকাশ দিতে ? বলুন, পার্থিব ভোগ বিলাস সামান্য আর যে মুত্তাকী তার জন্য আখেরাতই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।"–সূরা আন নিসা ঃ ৭৭

৩৩. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৪৪-১৪৮ আয়াত

পরবর্তী আয়াতগুলোতে সর্বপ্রথম এ ভুল ধারণার অপনোদন করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ স. কোনো অতিমানবীয় সত্তা নন। তিনি আল্লাহর রাসূলদের মধ্য থেকে একজন রাসূল। যেভাবে অনেক রাসূল ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন, অনুরূপ তাঁকেও একদিন ওফাত লাভ করতে হবে সন্দেহাতীতভাবে। এমনকি এটাও সম্ভব যে, তাঁকে শহীদ করে দেয়া হবে ; কিন্তু আল্লাহর দীন এসেছে চিরকাল থাকার জন্যই। কাজেই এ দীনের সাথে কারো সম্পৃক্ততা কোনো অবস্থাতেই এমন দণ্ডের ওপর ভিত্তিশীল হওয়া উচিত নয় যে, মহানবী স. চিরকাল এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য এসেছেন। এ ভুল ধারণার সংশোধন এজন্যই জরুরী ছিল যে, এ জাতীয় কোনো ধারণা কল্পনা অন্তর জগতে প্রচ্ছন্ন থাকলে তাঁর ওফাতের সাথে সাথে সবার মন প্রাণ ভেঙ্গে পড়তো। এতে মুনাফিক ও ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলামের বিরোধিতায় বিশেষ ফায়দা লুটে নিতে পারতো। তাই যেইমাত্র এ ভুল বুঝাবুঝি মুসলমানদের মাঝে বর্তমান রয়েছে বলে কিঞ্চিত আলামত পরিলক্ষিত হলো তৎক্ষণাত কুরআন তা সংশোধন করে দিলো। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয়ে গেলে তার সাথে চতুর্দিকে এ গুজবও ছড়িয়ে পড়লো যে, খোদ বিশ্বনবী স.ও শহীদ হয়ে গিয়েছেন। এ মর্মন্তুদ গুজবটি অনেক মুসলমানের কোমর ভেঙ্গে দিল। তারা মনে করলো, যখন খোদ প্রিয়নবী স.-ই শহীদ হয়ে গেছেন তখন আর যুদ্ধ করেই বা কি লাভ ? স্থিরবুদ্ধির লোকেরা অবশ্য এই বলে পরিস্থিতিকে সামাল দিয়েছেন যে, মহানবী স.-ই যখন শহীদ হয়ে গেছেন তখন আমাদের আর বেঁচে থেকে লাভ কি ? আমাদের ঠিক সে সত্য-ন্যায়ের উদ্দেশ্যেই শহীদ হয়ে যাওয়া কর্তব্য, যেজন্য শহীদ হয়েছে মহানবী স.। তথাপি মুসলমানদের মাঝে সাধারণভাবে যে দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাৎক্ষণিকভাবে কুরআনের ভাষায় তার সংশোধন জরুরী হয়ে পড়েছিল যাতে ভবিষ্যতের জন্য সকল ফিতনার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

এরপর উদাহরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী নবীদের প্রাণোৎসর্গী সঙ্গী-সাথীদের উল্লেখ করা হয়েছে, বলা হয়েছে তাঁদেরকেও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হয়েছিল। এ পথে তাঁদেরকে নানাবিধ কষ্ট-নির্যাতন ও বিপদাপদের মুকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু তবু তারা সাহস

হারায়নি। অতপর তোমাদের পরাজয় হলে কিংবা তোমাদের নবী কোনো প্রকার দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে কেন ? তোমরাও তাদের কর্মনীতিই গ্রহণ করো। বলাবাহুল্য তোমরা তো ঠিক সে কাজের জন্যই উত্থিত হয়েছ, যার জন্য তারা উত্থিত হয়েছিল এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَائِنْ مَّاتَ
اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ
اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ
تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى
الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ
فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৪. মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র। তার পূর্বেও অনেক রাসূল চলে গেছেন। অতএব যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? আর কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। বরং আল্লাহ অতি সত্বর কৃতজ্ঞদের পুরস্কার দেবেন।

১৪৫. আল্লাহর অনুমতি ভিন্ন কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু এর মেয়াদ রয়েছে লিখিত-অবধারিত। যে কেউ পার্থিব পুরস্কার চায় আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দেই ;

আর যে পারলৌকিক পুরস্কার চায় আমি তাকে তা সেখানে দেব। অতি সত্বর আমি কৃতজ্ঞদের পরিপূর্ণ পুরস্কার দেব।

১৪৬. এবং কত নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে ছিল বহু আল্লাহওয়ালা। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি। দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আল্লাহ এরূপ দৃঢ়পদ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন। ১৪৭. তাদের দোয়া তো সর্বদা একটাই ছিল যে, 'হে আমাদের রব! আমাদের অপরাধ এবং আমাদের কাজে যে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তা মার্জনা করে দাও। আর দৃঢ়পদ রাখ আমাদের এবং কাফির কওমের মুকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো। ১৪৮. তারপর আল্লাহ তাদের দিয়েছেন পার্থিব পুরস্কার এবং আখেরাতের পুরস্কারেও তাদের করেছেন ধন্য। আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

৩৪. শব্দার্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতের তাফসীর

আয়াত ঃ ১৪৪

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○

عَقِبٌ শব্দের অর্থ পায়ের গোড়ালী انْقَلَبَ عَلٰى عَقِبَيْهِ। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবার মর্ম ব্যক্ত করে। এখানে এদ্বারা ইসলাম ছেড়ে পুনরায় জাহিলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কথা বুঝানো হয়েছে।

আয়াতের তাৎপর্য এই যে, পৃথিবীতে অনেক রাসূল যেভাবে অতিবাহিত হয়েছেন, অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ স.-ও একজন রাসূল। অন্যান্য রাসূলদের জীবনে যেভাবে নানাবিধ পরীক্ষা ও বিপদাপদ আপতিত হয়েছিল, অনুরূপভাবে তার ওপরও আসতে পারে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা ও কষ্ট-মসিবত। প্রত্যেক রাসূলকে যেরূপ মৃত্যুর মনজিল অতিক্রম করতে হয়েছে, তদ্রূপ এ রাসূলকেও একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে। তাঁর রাসূল হওয়ার মানে এই নয় যে, তিনি ওফাত লাভ করবেন না বা নিহত হতে পারেন না কিংবা কোনো বিপদ অথবা পরাজয়ের গ্লানী তাকে বরণ করতে হবে না। কেউ এ ভুল বুঝাবুঝি নিয়ে ইসলাম কবুল করে থাকলে এবং এক্ষণে এ উহুদের বিপর্যয়ের পর কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত হয়ে পুনর্বার নতুনভাবে জাহেলিয়াতের যিন্দেগীর দিকে ফিরে যেতে চাইলে সে ফিরে যেতে পারে। এতে করে সে আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। বরং সে নিজেরই দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করবে। যে ইসলামকে জানা বুঝার পরও ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য বুঝতে পারে না এবং ইসলামের যথার্থ মূল্যায়ণকারী হতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয় না। এরূপ লোকের আল্লাহর কোনোই প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহরাজির প্রকৃত হকদার তাদেরকেই মনে করেন যারা ইসলামের নেয়ামত লাভের পর নিজেদের রবের শোকর গুজারী করে। অতপর জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করার ক্ষীণতম ধারণা-কল্পনাও তাদের মনে জাগ্রত হয় না।

আয়াত : ১৪৫

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلاً ط وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ط وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○

كِتٰبًا مُّؤَجَّلاً বাক্যাংশটি وَعْدَ اللّٰهِ অথবা صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ ইত্যাদি বাক্য সংগঠনের অনুরূপ একটি বাক্যসংগঠন।

মুনাফিকদের দুটি বিশেষ দুর্বলতা

এ আয়াতে দুর্বল প্রকৃতির ও মুনাফিক শ্রেণীর লোকদের দুটি দুর্বলতার প্রতি দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একটি হলো এই যে, এরা একথার ওপর দৃঢ় বিশ্বাসস্থাপন করতো না যে, প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর জন্য একটা সুনির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ লিখিত আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত লিখিত নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কারো মৃত্যু আসতে পারে না। তদ্রূপ কারো ঐ অবধারিত মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে কারো মৃত্যু এক মিনিটের জন্য বিলম্বিতও হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে পলায়ন করা চলবে না। তার পরিবর্তে বরং মানুষের জন্য সঠিক কর্মনীতি হলো দৃঢ় সংকল্প সহকারে নিজের কর্তব্য পালন করে যাওয়া। আর মৃত্যুর ব্যাপারে এ আস্থা রাখতে হবে যে, আল্লাহর নিকট তার সময় ও দিন-ক্ষণ লিখিত রয়েছে এবং মৃত্যুর ধরন ও প্রকৃতি কি হবে তাও নির্ধারিত হয়ে আছে।

অপর দুর্বলতাটি হলো, এরা এদের যাবতীয় পার্থিব স্বার্থ ও লাভালাভকে তাদের নিজেদের তদবীরের ওপরও নির্ভরশীল মনে করে। তাদের এও আশংকা যে, যদি তারা আখেরাতের পেছনেই বেশী বেশী পড়ে থাকে, তাহলে তারা পার্থিব সুযোগ সুবিধা থেকে একদম বঞ্চিত হয়ে পড়বে। অথচ এটা বাস্তবতা নয়। আল্লাহ দুনিয়ার অন্বেষণকারীদের দুনিয়ার ঠিক ততটুকুই দিয়ে থাকেন, যে পরিমাণ তাদের জন্য তাদের ভাগ্যে নির্ধারণ করা আছে। আর তারা আখেরাতের পুরস্কার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকবে। পক্ষান্তরে যারা আখেরাতের অন্বেষণকারী মহান আল্লাহ তাদেরকে আখেরাতের পুরস্কারেও ভূষিত করবেন এবং একই সাথে দুনিয়ার সে অংশও তাদের দান করেন যে পরিমাণ তাদের জন্য তকদীরে লেখা আছে। এ কারণে আখেরাতকে বর্জন করে স্রেফ দুনিয়ার গোলাম হয়ে যাওয়া কিছুতেই সঠিক কর্মনীতি নয়। সঠিক কর্মনীতি হলো আখেরাতের অন্বেষণকারী হতে হবে এবং দুনিয়ার যে পরিমাণ অংশ মহান আল্লাহ কাউকে দান করবেন তার ওপর তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়ের ওপর বিশদ আলোচনা আসছে।

www.pathagar.com

وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ঃ এতে ইশারা-ইঙ্গিত প্রমাণ করে যে, এখানকার ক্রিয়াটি তার পূর্ণাঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং شاكرين বলতে ঐসব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ তাআলার উক্ত মহান নেয়ামতের আন্তরিকভাবেই মূল্যায়ণ করে থাকে ; যা তারা সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়াতের আকারে লাভ করেছে। আল্লাহ বলে দিয়েছেন, "আমি তাদের এ মূল্যায়ণের পূর্ণ-পরিণত বিনিময় ও পুরস্কার দান করবো। পক্ষান্তরে যারা হেদায়াতের এ আলোকে দেখার পরও অন্ধকারেরই অন্বেষণকারী হবে, তাদেরকে অন্ধকারের মাঝে হাতড়ে মরার জন্যই ছেড়ে দেয়া হবে।"

আয়াত ঃ ১৪৬-১৪৮

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○ فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

وهن، ضعف ও استكانت শব্দের অর্থ

رِبِّىٌّ ও وَهْنٌ শব্দদ্বয় সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। وهن، ضعف ও استكانت শব্দ তিনটি যদিও দুর্বলতার অর্থ বুঝাবার ক্ষেত্রে অনেকটা সমার্থক তথাপি তিনটি শব্দের মাঝে কিঞ্চিত পার্থক্যও বিদ্যমান রয়েছে। মৃত্যুর ভয় ও জীবনের প্রতি ভালোবাসার দরুন যে ভীরুতার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় وهن ; এ وهن থেকে ইচ্ছা ও কর্মের ক্ষেত্রে যে অবসাদ ও অকর্মণ্যতার সৃষ্টি হয় তার নাম ضعف; এই ضعف থেকে প্রতিপক্ষের সম্মুখে পরাভূত হওয়া ও পরাজয় স্বীকার করে নেয়ার ফলশ্রুতিতে যা প্রকাশ পায় তাকে বলা হয় اِسْتِكَانَتْ।

আম্বিয়া ও তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের একটি সুন্নত

আয়াতের তাৎপর্য এই যে, ইতিহাসে এর পূর্বেও এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত অতিবাহিত হয়েছে যে, আল্লাহর নবীরা জিহাদ করেছেন উক্ত জিহাদে আল্লাহর বেশুমার নেক বান্দারা তাঁদের সাহায্য-সহায়তা দান করেছেন এবং এ পথে তাঁদের নানা বিপদাপদ ও পরাজয় পরাভবেরও সম্মুখিন হতে হয়েছে। কিন্তু এতে করে তাঁদের ওপর এমন কোনো প্রভাব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। তাঁরা সাহসহারা হয়ে যাননি। কাপুরুষতা প্রদর্শন করেননি কিংবা শত্রুর মুকাবিলায় পরাভব মেনে নেননি। বরং তাঁরা হকের পথে অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন। বস্তুত এ ধরনের লোকদেরকেই আল্লাহ ভালবাসেন পসন্দ করে থাকেন।

www.pathagar.com

এখানে ঐসব জিহাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যেমন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত সুলায়মান আ. ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের। বদর যুদ্ধের অনুরূপ এক যুদ্ধ হযরত স্যামুয়েল আ.-এর যুগে সংঘটিত হয়েছিল। উক্ত যুদ্ধের কথা সূরা আল বাকারায় উদ্ধৃত হয়েছে। এর প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের উদ্দেশ্য, উহুদের পরাজয়ে যাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল, তাদের মনোযোগ এ বাস্তবতার প্রতি আকর্ষণ করা যে, নবী ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের যুদ্ধের মুকাবিলা করা কোনো অভিনব ব্যাপার নয়। নানাবিধ বিপদাপদ ও কষ্ট-মসিবতে পতিত হওয়া কোনো নতুন ঘটনা নয়। এটা নবীদের এক চিরন্তন সুন্নত বা ঐতিহ্য এবং আল্লাহর পরীক্ষাকরণ নীতির এক আমোঘ ও অনিবার্য দাবী।

কারো যেন এ ভুল ধারণা না থাকে যে, যিনি নবী হন এবং যারা তাঁর সঙ্গী-সাথী হয়ে থাকেন কোনোরূপ পরীক্ষা সোপান অতিক্রম করা ব্যতিরেকেই উদ্দীষ্ট মঞ্জিলে তারা পৌঁছে যাবেন। এ পথে যারা অবিচলতা প্রদর্শন করতে পারেন একমাত্র তারাই আল্লাহর প্রিয় ও পসন্দনীয়। যারা দীনদারীর দাবী করে এমন প্রতিটি লোকই আল্লাহর প্রিয়—একথা যথার্থ নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, পরীক্ষাই যদি না থাকবে তাহলে খাঁটি ও অখাঁটির মাঝে পার্থক্য নিরূপণের মানদণ্ড বা উপায় কিইবা হতে পারে।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا-الاية ঃ এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বিদ্যমান যে, পূর্বকালের লোকদের ওপর বিপদাপদ ও পরীক্ষা আপতিত হলে তারা আজকার দিনের লোকদের ন্যায় আচরণ করতো না। বর্তমানে তো দুর্বল প্রকৃতির মুসলমান ও মুনাফিকরা পয়গম্বর স.-এর বিরুদ্ধে লোকদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে চলেছে। অতীত কালের আল্লাহর পথের পথিকরা তাদের ওপর আগত পরীক্ষা ও বিপর্যয়কে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আরোপ করতো না। বরং তারা তাদের নিজেদের দুর্বলতা ও সীমালংঘনের ওপরই এর দায়ভার চাপাতো। মহান আল্লাহর নিকট নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতো। এর বদলা তারা ঠিকই পেয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দানে ভূষিত করেছেন এবং আখেরাতেও তাদের জন্য মওজুদ রয়েছে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার পুরস্কার ও উপঢৌকন উপহার। পরিশেষে বলা হয়েছে এরাই রয়েছে ইহসানের মর্যাদায় অভিষিক্ত। আর আল্লাহ এহেন মুহসিন ও সৎকর্মপরায়ণদেরই ভালোবাসেন।

৩৫. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৪৯-১৫৫ আয়াত

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের ফলে উদ্ভূত দুর্বলতাসমূহের ওপরই পর্যালোচনা অব্যাহত রয়েছে পরবর্তী আয়াতগুলোতে। কুরআন একে একে প্রতিটি দুর্বলতার নিগূঢ় তত্ত্ব তুলে ধরেছে। তার সংশোধনের উপায় বাতলে দিয়েছে। এসব পরীক্ষা-নীরিক্ষার দ্বারা মুসলমানদের প্রশিক্ষণ ও পবিত্রকরণ করার যে উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়েছে তার প্রতি আলোকসম্পাত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ
فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِيْ
فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ
سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ
اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ
وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ
عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ
عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ
لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى
طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ
ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ
لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ
الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ

وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

১৪৯. হে ঈমানদাররা! তোমরা যদি কাফিরদের কথা মেনে চলো তবে তারা তোমাদের বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। ১৫০. আল্লাহই তো তোমাদের প্রকৃত বন্ধু এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। ১৫১. শীঘ্রই আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবো। কেননা তারা আল্লাহর এমন শরীক সাব্যস্ত করেছে যার সপক্ষে আল্লাহ কোনো সনদ নাযিল করেননি। আর তাদের আবাস হলো জাহান্নাম। কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল যালিমদের !

১৫২. আর আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি তোমাদের সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন যখন তোমরা কাফিরদের খতম করছিলে তাঁরই আদেশে। তারপর তোমরা সাহস হারিয়ে ফেললে এবং পরস্পর মতবিরোধ করলে নির্দেশ পালনে আর যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদের দেখাবার পরও তেমারা অবাধ্য হলে। তোমাদের মাঝে কতক এরূপ ছিল যারা কামনা করছিল দুনিয়া এবং কতক কামনা করছিল আখেরাত। তারপর পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাদের থেকে তোমাদের ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। ১৫৩. স্মরণ করো! তোমরা যখন উর্দ্ধমুখে পালাচ্ছিলে এবং পেছনে ফিরে কারো দিকে তাকাচ্ছিলে না। অথচ রাসূল পেছন দিক থেকে তোমাদের আহ্বান করছিল। ফলে আল্লাহ তোমাদের বিপদের ওপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা দুঃখ না করো যা তোমরা হারিয়েছ তার জন্য, আর না সে বিপদের জন্য যা তোমাদের ওপর আপতিত হয়েছে আর আল্লাহ পূর্ণ অবহিত সে বিষয়ে যা তোমরা করো।

১৫৪. তারপর তিনি তোমাদের ওপর দুঃখের পর নাযিল করলেন প্রশান্তি-তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর একদল ছিল যাদের ব্বিব্রত করে রেখেছিল তাদের প্রাণের চিন্তা, তারা আল্লাহর প্রতি জাহিলী যুগের ধারণার ন্যায় অবাস্তব ধারণা করেছিল। তারা বলছিল, এ ব্যাপারে আমাদের কি কোনো অধিকার আছে ? বলুন, নিশ্চয় সমস্ত বিষয় একমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ারে। তারা নিজেদের মনে গোপন রাখে যা আপনার কাছে প্রকাশ করে না। তারা মনে মনে বলে, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো অধিকার থাকলে আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না। আপনি বলে দিন, যদি তোমরা তোমাদের ঘরেও অবস্থান করতে, তবু নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিল,

তারা বেরিয়ে পড়তো নিজেদের মৃত্যুর স্থানের দিকে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তোমাদের মনে যা আছে তা পরীক্ষা করবেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা নির্মল ও পরিশোধন করবেন। আর অন্তরের অন্তঃস্থলে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

১৫৫. যেদিন উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোনো কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদের মাফ করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল।

৩৬. শব্দার্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতের বিষদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১৪৯-১৫০

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ج وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ○

কাফির ও মুনাফিকদের প্রচারণা

উহুদের পরাজয়ের পর কাফির ও ইহুদীরা চাইলো বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্যের যাবতীয় চিহ্ন সম্পূর্ণ মুছে দিতে। এ লক্ষ্যে তারা একটা সুপরিকল্পিত প্রচারণাও শুরু করে দিলো। তারা মুসলমানদের এটা বুঝাবার চেষ্টা করলো যে, মুহাম্মাদ স. আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বলে তোমাদের যে ধারণা এবং তিনি আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সাহায্য লাভ করে থাকেন বলে তোমাদের যে বিশ্বাস—এটা সম্পূর্ণ ভুল। এটাই যদি সত্য হতো তাহলে তোমরা উহুদে পরাজিত হলে কেন ? বদরে তোমরা জয়লাভ করেছো। উহুদে আমরা হয়েছি বিজয়ী। এ সবই তো কলা-কৌশল ও উপায়-উপকরণের তেলেসমাতি। এটাকে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া এবং নিজেদেরকে আল্লাহর সাহায্যের একক হকদার মনে করে বসা নিছক শিশুসুলভ খেয়ালীপনা বৈ নয়।

প্রচারণার জবাব

কাফিরদের এ প্রচারণা দুর্বল প্রকৃতির মুসলমানদের ওপর প্রভাব বিস্তার করলো। মুনাফিকরাও তাদের কুমন্ত্রণা ও কপটচারিতার দ্বারা এতে শক্তি বৃদ্ধি করলো। এ কারণে মহান আল্লাহ মুসলমানদের সতর্ক করে দিলেন, যদি তোমরা কাফিরদের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে পড়, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঐ জাহিলিয়াতের অন্ধকারের দিকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। যার থেকে উদ্ধার করে আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলামের আলোতে নিয়ে এসেছিলেন। তোমাদের কামিয়াবী ও সফলতা ব্যর্থতায় পরিবর্তিত ও পর্যবসিত হবে। তোমাদের বন্ধু

www.pathagar.com

ও প্রত্যাবর্তনস্থল এসব কাফিররা নয় যে, তোমরা তোমাদের সমস্যা-সংকটে ও দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে ও তাদের থেকে পথনির্দেশ লাভ করবে। বরং তোমাদের বন্ধু ও অভিভাবক এবং প্রত্যাবর্তন স্থল হচ্ছেন আল্লাহ। তোমরা তাঁরই দিকে রুজু করো এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যদাতা। ইতোপূর্বে لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً শীর্ষক আয়াতেও একই বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছিল।

আয়াত ঃ ১৫১

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ج وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ط وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ○

শিরকের কোনো ভিত্তি নেই

অর্থাৎ ইদানিং তাদের যে কিছুটা সাহস ও মনোবল বেড়ে গিয়েছে এটা নিতান্তই সাময়িক ও কৃত্রিম উন্মাদনা বৈ নয়। এর কোনো স্থায়ী ভিত্তি নেই। আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাদের মনোবলকে হীনবলে পরিণত করবেন এবং তাদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতির সঞ্চার করে দেবেন। এর কারণ এই যে, তারা এমন সব বস্তুকে খোদার খোদায়ীত্বে শরীক সাব্যস্ত করে রেখেছে, যার কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ জ্ঞান ও প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান নেই। বিশ্ব-ব্যবস্থাপনার মাঝেও তার কোনো দলীল নেই। আল্লাহর নাযিল কৃত সহীফাসমূহেও নেই তার কোনো সনদ। এ ধরনের ধারণা প্রসূত জিনিস একদিকে প্রকৃতির বাস্তবতার মুকাবিলায় কোনো প্রকার সহায়তা দিতে পারে না। অপরদিকে এখানে রয়েছে রকমারী দেবতাদের বিপুল সমাহার। এদের সাথে সম্পৃক্ততা তাদের অন্তরকে করে দিয়েছে বিচ্ছিন্ন ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ফলে তাদের অন্তর কখনো সমন্বিত ও একাগ্রতা সম্পন্ন হয় না। বস্তুত এ একাগ্রতা ও অন্তরের সৌসাদৃশ্যই যাবতীয় কঠোর ও দৃঢ় সংকল্প ও মনোবলের মৌল ভিত্তি। আয়াতে উক্ত ظَالِمِيْنَ বলতে বুঝানো হয়েছে مُشْرِكِيْنَ বা মুশরিকদের। শিরককে যুলুম নামে অভিহিত করার কারণসমূহ আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাতে একথাটিও শামিল রয়েছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে শিরক হচ্ছে নিজের সত্তা ও আত্মার ওপর সবচেয়ে বড় যুলুম। মহান আল্লাহ মানুষকে তামাম সৃষ্টি জগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি ও উপলব্ধিই হচ্ছে সে জিনিস যার মধ্যে নিহিত রয়েছে সার্বিক শক্তি ও মহত্ত্বের গূঢ় রহস্য। মানুষ যখন কোনো সৃষ্টিকে স্বীয় রিযিকদাতা ও শাসনকর্তা স্বীকার করে নিয়ে তার উপাসনা করতে শুরু করে দেয়, তখন যেন সে পাখীর রাজা বাজপাখী হয়ে চড়ুই পাখীর ন্যায় তুচ্ছ ও অপদার্থ পাখীর গোলামীকে বরণ করে নেয়। এভাবে যে সে তার রাজকীয় মর্যাদাকেই ধূলিসাত করে দেয় তা নয় বরং সে তুচ্ছ চড়ুই পাখী থেকেও হীন ও নিকৃষ্টতর হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা মক্কী সূরাগুলোতে আসবে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১৫২

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ج حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ط مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ج ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ج وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

حَسَّ يَحُسُّ শব্দের অর্থ

حَسَّ يَحُسُّ ঃ মানে শত্রু এমনভাবে হত্যা করা যেন সে সম্পূর্ণ ধ্বংস ও সমূলে বিনাশ হয়ে যায়। بِاِذْنِهٖ শব্দের অর্থ হচ্ছে, এহেন জাকজমকপূর্ণ ফলাফল নিছক তোমাদের কৌশল ও তোমাদের শক্তির মোজেজা ছিল না ; বরং এটা ছিল মহান আল্লাহর অপার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অনুমোদনেরই ফলশ্রুতি।

فشل শব্দের অর্থ

فشل শব্দের অর্থ অবসাদ গ্রস্থ হওয়া, শিথিল হয়ে পড়া ও দুর্বলতা দেখানো।

تَنَازُعٌ فِى الْاَمْرِ এটি تَنَازُعٌ فِى الْحَدِيْثِ সদৃশ একটি বাক-পদ্ধতি। تَنَازُعٌ فِى الْحَدِيْثِ-এর তাৎপর্য কোনো একটি বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত প্রকাশ করা। অনুরূপভাবে এখানে تَنَازُعٌ فِى الْاَمْرِ মানে নবী স. সে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা পালন করার ব্যাপারে কেউ একরূপ মত প্রকাশ করেছিল, আবার অন্য কেউ ভিন্নমত গ্রহণ করেছিল।

مَا تُحِبُّوْنَ-এর অর্থ

مَا تُحِبُّوْنَ ঃ এতে বিজয় লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কুরআন কোনো কোনো স্থানে এ অস্পষ্টতাকে খোলাখুলি ব্যক্তও করে দিয়েছে। যেমন সূরা সফ-এ রয়েছে وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ– "এবং অপর একটি জিনিসও, যা তোমাদের নিকট সুপ্রিয়, আর তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়।"

উহুদ পরাজয়ের কারণ

কাফির ও মুনাফিকরা যে অপপ্রচার চালিয়ে আসছিল এক্ষণে তা খণ্ডন করা হচ্ছে। ওরা প্রচারণা চালাচ্ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা মুসলমানদের সাহায্য করে থাকেন—এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং তারা একটা নিরেট অসার কল্পনা বিলাসে নিমজ্জিত। যদি সাহায্যই করবেন, তাহলে এ সাহায্য উহুদে কোথায় চলে গিয়েছিল ? আমরা ১৪৯ নম্বর আয়াতের অধীন আলোচনায় ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, এ প্রচারনা দুর্বলমনা মুসলমানদের ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এ ফিতনা থেকে মুসলমানদের

www.pathagar.com

রক্ষা করার জন্য কুরআন জানিয়ে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহর সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি উহুদের বেলায়ও বাস্তবায়িত হয়েছে। কারণ প্রথম দিকে তো তোমরা কাফিরদেরকে এমনভাবে কচুকাটা করছিলে যে, তারা পশ্চাদপসরণ করেছিল এবং বিজয় একদম তোমাদের হাতের মুঠোয় ছিল। কিন্তু শত্রুদের উত্তমরূপে নিপাত করে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করার পূর্বে তোমরা সাহস হারিয়ে বসলে। রাসূলুল্লাহ স. পশ্চাৎবর্তী উপত্যকা সুরক্ষার দায়িত্ব যাদের ওপর অর্পণ করেছিলেন, তাদেরকে এ দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন যে, তারা যেন কোনো অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ না করে। তারা রসূল স.-এর নির্দেশের উদ্দেশ্য নিরূপণে মতভেদ করলো। তাদের অধিকাংশই ভাবলো এক্ষণে তো বিজয় আমাদের হাতের মুঠোয়। এই ভেবে তারা রাসূল স.-এর নির্দেশের খেলাপ গনিমতের মাল আহরণে মশগুল হয়ে গেল। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল দুনিয়া অন্বেষণকারী। আর কিছু লোক ছিল আখেরাত অন্বেষণকারী। দুনিয়ার লোভে রাসূল স.-এর নির্দেশকে উপেক্ষা করতে পারে। ইসলামের সারিতে এমন লোকদের উপস্থিতি মহান আল্লাহর পসন্দ নয়। তাই তাঁর হেকমাত ও মহান প্রজ্ঞানীতির দাবী এই দাঁড়ালো যে, তিনি তোমাদের পরীক্ষায় নিক্ষেপ করবেন। যেন, যারা দুনিয়া অন্বেষণকারী তারা বাছাই হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং তিনি তোমাদের অগ্রাভিযান তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন এবং তোমাদের বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দিলেন।

আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি শর্তাধীন

মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি শর্তহীন নয়। এমন নয় যে, তারা যে কর্মনীতিই গ্রহণ করুক না কেন সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য তাদের জন্য অবধারিতই থাকবে, না বরং এটা শর্তসাপেক্ষ। আর সে শর্ত হলো মুসলমান তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবে না। নির্দেশ পালনে মতভেদ করবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে না। এবং আখেরাত বর্জন করে দুনিয়া অর্জনের পেছনে লেগে যাবে না।

এ ধরনের কোনো ত্রুটি তাদের মাঝে পাওয়া গেলেও মহান আল্লাহ এমন নন যে, তাদের ওপর গযব নাযিল করে দেবেন। বরং এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি তাদের পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন। যেন তাদের দুর্বলতা কেটে যায় এবং তারা আরো বেশী পরিমাণে আল্লাহর মদদ বা সাহায্যের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এটাও মহান আল্লাহর দয়া ও ক্ষমাশীলতা এবং তাঁর অপার অনুগ্রহ পরায়ণতার বহিঃপ্রকাশ বৈ নয়। তাই আয়াতের শেষাংশে তাঁর এ ক্ষমাও অনুগ্রহের প্রতিও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক একমত যে, উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের প্রাথমিক হামলা অত্যন্ত সফল ও কার্যকর ছিল। তারা শত্রুদের ওপর বিজয় অর্জন করে ফেলেছিল। কিন্তু একটি দলকে গুরুত্বপূর্ণ একটি গিরিপথের হিফাজতের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিলো। তাদের প্রতি মহানবী স.-এর পক্ষ থেকে হেদায়াত ছিল, কোনো অবস্থাতেই যেন তারা তাদের স্থান ত্যাগ না করে। দুর্ভাগ্যবশত সময় হওয়ার পূর্বেই তারা নিজেদের স্থান ত্যাগ করে গনিমতের মাল

www.pathagar.com

আহরণে মশগুল হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট দলের মাত্র অল্প কয়েকজন লোক নিজেদের স্থানে অটল রইলো। এ থেকেই শত্রুদের একটি দল সুযোগ গ্রহণ করলো এবং চক্রাকারে ঘুরে এসে পেছন দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। হামলা এমনই আকস্মিক ও কার্যকর ছিল যে, মুসলমানরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। আয়াতে এর প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

আয়াত ঃ ১৫৩

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ○

اصعاد শব্দের অর্থ

اصعاد শব্দের প্রকৃত অর্থ উঁচু স্থানের দিকে যাওয়া। এ থেকেই اصعد فى العدو বাকরীতির প্রচলন হয়েছে ; যার মানে কোনো দিকে উর্ধমুখে তথা উর্ধশ্বাসে পলায়ন করা।

غَمًّا بِغَمٍّ-এর অর্থ

غَمًّا بِغَمٍّ ঃ এতে ب অক্ষরটি تلبس-এর অর্থে এসেছে। অর্থাৎ এক বিপদ তো ছিল পরাজয়ের বিপদ। তার সাথে এসে জড়িত হলো আরেক বিপদ। আমাদের মতে এ বিপদ বলতে ঐ বিপদকে বুঝানো হয়েছে যা এ সংকটকালে কাফিরদের গুজব রটানোর ফলে মুসলমানদের আঘাত করেছিল। বলা বাহুল্য সে গুজব ছিল এটাই যে, মহানবী স.-কেও শহীদ করে দেয়া হয়েছে। ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে এ গুজব রটানোর বিষয় আলোচিত হয়েছে। কুরআন মজীদের এ আয়াত থেকেও এর প্রতি ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। কেননা কুরআন বলেছে, "তোমরা এমনভাবে উঠি কি পড়ি করে পলায়ন করছিলে যে, তোমাদের ডানে বাঁয়ে তাকাবারও হুঁশ-জ্ঞান ছিল না। তোমাদের আশেপাশে কে আছে আর কি বলছে সেদিকে ফিরে তাকাবার মত কাণ্ড-জ্ঞানও তোমাদের ছিল না। এমনকি রাসূলের প্রতিও তোমাদের এতটুকুন মনোযোগ ছিল না। যিনি কিনা তোমাদের পেছন থেকে তোমাদের লাগাতার উচ্চস্বরে এই বলে আহ্বান করছিলেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আমার দিকে এসো," এরপর ف অক্ষর দ্বারা উক্ত বিপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; বলাবাহুল্য, আরবী ভাষায় উক্ত অক্ষর দিয়ে পরিব্যক্ত বক্তব্য ফল বা ফলশ্রুতি বর্ণনার জন্যই হয়ে থাকে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ বিপদ পয়গম্বর স.-এর সত্তার সাথেই সম্পর্কিত হবে। যেন তাদের পক্ষ থেকে পয়গাম্বর স.-এর প্রতি যে অবমূল্যায়ণ হয়েছে সে ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়।

১৫৩ নম্বর আয়াতের শৃঙ্খলা

বক্ষমান আয়াতের বর্ণনা ধারা ও বাচনভঙ্গী ভালভাবে বুঝার জন্য এর পূর্ববর্তী আয়াতের ওপর পুনরায় একবার নজর বুলিয়ে নিন। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছিল ثُمَّ صَرَفَكُمْ

www.pathagar.com

عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ অমুক অমুক ভুল ও নাফরমানীর জন্য তোমাদেরকে পরাজিত করেছেন, যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে ও বাজিয়ে নিতে পারেন। তারপর এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ পরীক্ষায় নিক্ষেপ করার কাজটি তিনি এজন্যই করেছেন যেন আল্লাহ তোমাদেরকে ভুলের জন্য শাস্তি দানের পরিবর্তে তোমাদের ক্ষমা করে দিতে ও তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করতে পারেন। আর এটাই ছিল তাঁর কাছে অধিকতর পসন্দনীয়। এরপর إِذْ تُصْعِدُونَ থেকে শুরু করে فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ পর্যন্ত উক্ত পরীক্ষার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। অতপর لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ –এতে পরীক্ষার ঐ উপকারিতা উল্লেখিত হয়েছে, যা ঈমানদারদের অর্জিত হওয়া সম্ভব; যদি তারা ঈমানের হক আদায় করে।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পরীক্ষা আল্লাহর কোনো শাস্তি নয় বরং তাঁর রহমত। শাস্তি কাফিরদের ওপরই হয়ে থাকে। আর পরীক্ষায় ঈমানদারদেরই নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। আযাবের উদ্দেশ্য হয় কাফিরদের নির্মূল করে দেয়া। পক্ষান্তরে পরীক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ঈমানদারদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা থেকে পবিত্র করে তোলা। একটি হলো মৃত্যু অপরটি জীবন। খোদায়ী বিধান হলো, যখন মহান আল্লাহ কোনো জাতিকে টিকিয়ে রাখতে চান, তিনি তাদের অপরাধের ওপর ঐ ধরনের শাস্তি ও দণ্ডবিধান করেন না, যেমন শাস্তি বিধান করা হয়ে থাকে অপরাধী ও বিদ্রোহীদের বেলায়। বরঞ্চ আল্লাহ বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে ঈমানদারদের মধ্যে সৃষ্ট রোগ ব্যধিসমূহ দূরীভূত করতে থাকেন। কোনো জাতিকে ধ্বংসের পরিকল্পনা তিনি তখনই করেন যখন সে জাতি জীবনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ শূন্য ও খালি হয়ে পড়ে।

উহুদের পরীক্ষায় বিপদ দূরীকরণ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উহুদের পরীক্ষায় মুসলমানদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করার কি কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল? এটা বুঝার জন্য সর্বাগ্রে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে حزن বলতে সাধারণ দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনাকে বুঝানো হয়নি। যাতে কখনো কোনো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে বা কোনো ক্ষতি-লোকসান হলে মানুষ স্বাভাবিকভাবে দুর্ভাবনায় পতিত হয়। বরং এ দ্বারা ঐ হতাশা ও নৈরাজ্যকে বুঝান হয়েছে যা কারো দৃঢ় সংকল্প ও মনোবলকে খতম করে দেয়। উপরোক্ত ১৩৯ নম্বর আয়াতে لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا -এতে ঐ حزن কে পরিহার করার কথাই বলা হয়েছে, সে সময় এ হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির বিভিন্ন উপায় উপকরণই মওজুদ ছিল; যেগুলোর প্রতিকার ও প্রতিশোধক তখন প্রয়োজন ছিল। যেমন মুসলমানদের মধ্যে এমন একদল লোকও ছিল যারা এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত ছিল যে, যিনি নবী হবেন তাঁর ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের অনিবার্যভাবে যে কোনো অভিযানেই কামিয়াবী ও বিজয় অর্জন করতে হবে। তাঁর পরাজয় বরণ তাদের দৃষ্টিতে তাঁর সকল দাবীর সন্দেহপূর্ণ হয়ে যাওয়ার সমার্থক ছিল। একদল লোক এমনও ছিল যারা এ ধারণায় নিমজ্জিত ছিল যে, আমরা যখন নিজেরা মুসলমান এবং যখন আমরা পয়গাম্বর স.-এর সাহায্য-সহযোগিতা করেছি তখন আমাদের ভুল-ত্রুটির পরিণাম পরিণতির উর্ধে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিছু লোক এমনও ছিল যাদের সম্পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতাই ছিল স্বীয়

সিদ্ধান্ত ও কলা-কৌশলের ওপর । তাদের নিকট এ সত্য মোটেই স্পষ্ট ছিল না যে, এ পৃথিবীতে শুধু কৌশলই কার্যকর নয়;. বরং আসল কার্যকর শক্তি হচ্ছে তকদীর। এমনও একদল লোক ছিল যারা ছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে নানা ধরনের খারাপ ধারণায় নিমজ্জিত। এরা ছিল মূলত জাহিলী যুগের অবশেষ। এ সকল দল সম্পর্কেই পরবর্তী আয়াতগুলোতে ইঙ্গিত আসছে। এটা স্পষ্ট যে, এতোসব ভুল ধারণা ও অসার কল্পনা মুসলমানদের মাঝে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তারা প্রতি পদক্ষেপে যে পরিস্থিতি ও সমস্যাবলীতে জর্জরিত হচ্ছিল সেগুলো সামাল দেয়া ও তার সার্থক মুকাবিলা করা ছিল তাদের পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। এ কারণে মহান আল্লাহর অপার রহমত উহুদ যুদ্ধের পরীক্ষা দ্বারা মুসলমানদেরকে অনেক অসার কল্পনা থেকে পবিত্র করে দিলেন। নাজুক পরিস্থিতিতে তাদের দৃঢ় সংকল্প ও মনোবলকে টলটলায়মান করে দিতে পারে এমন সব ভুল ধারণা থেকেও আল্লাহ তাদের পাক করে দিলেন। এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা দানকারী যেসব আয়াত স্বয়ং এ সূরাতেই বিদ্যমান তার কোনো কোনো আয়াত ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে আর কতক আয়াত পরে আসছে। অবশ্য সূরা হাদীদের একটি আয়াত আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। এদ্বারা একটা বিশেষ দিকের ওপর আলোকসম্পাত হচ্ছে ঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝

"অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদের জীবন ও সম্পদের ওপর যেকোনো বিপদই আসুক না কেন তা সংঘটিত হবার পূর্বেই আমি লিপিবদ্ধ করে রেখেছি একটি দফতরে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ কাজ, এটা এজন্য যে, যা কিছু তোমরা হারাও তজ্জন্য যেন দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তজ্জন্য যেন উল্লাসিত না হও। আল্লাহ কোনো অহংকারী গর্বিত ঔদ্ধত্যকে ভালবাসেন না।"–সূরা হাদীদ ঃ ২২-২৩

আয়াত ঃ ১৫৪

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ لا وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ط يُخْفُوْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ط يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ط قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ج وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

أَمَنَةً শব্দের অর্থ

أَمَنَةً শব্দের অর্থ আরাম, প্রশান্তি ও স্বস্তি।

যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে নিদ্রার গুরুত্ব

نعاس বলা হয় তন্দ্রা ও নিদ্রাকে। এখানে শব্দটি أَمَنَةً শব্দের بدل-এর ন্যায় ব্যবহৃত হয়েছে ; যেন এটি أَمَنَةً শব্দের ব্যাখ্যা। নিদ্রা স্বস্তি ও আরামের একটি মাধ্যম বা উপায়ও বটে। অপরদিকে এটি দিলের প্রশান্তি এবং মন-মস্তিষ্কের একাগ্রতারও প্রমাণ। যার মন-প্রাণ পেরেশন, যার দিল দেমাগ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তার ঘুম উবে যায়। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে কোনো কাজ দৃঢ় সংকল্প ও মনোবল সহকারে এবং মনের একাগ্রতা ও দৃঢ়তার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ কারণেই যুদ্ধ চলাকালীন সেনাবাহিনীর লোকদের জন্য ঘুমোবার সুযোগ পাওয়া ও সে সুযোগ থেকে ফায়দা হাসিল করা অত্যন্ত জরুরী। তাই ঘুমের এহেন গুরুত্বের কারণেই শত্রু বাহিনীর সাহস ও মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার কৌশলসমূহের একটি হলো তাদের ঘুমোবার কোনো সুযোগ না দেয়া। কোনো বাহিনী নিদ্রা যাওয়ার সুযোগ পেলে এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারলে মনে করতে হবে যে, তারা আল্লাহ তাআলার মহা অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছে। কারণ এ থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারা কেবলমাত্র সুযোগ লাভের ওপরই নির্ভরশীল নয়। বরং তার অনেকটাই নির্ভর করে নিদ্রা গমনেচ্ছুকদের অন্তরের স্থিতিশীলতা ও মানসিক যোগ্যতার ওপর। বদর যুদ্ধের ব্যাপারে সূরা আনফালে মহান আল্লাহ মুসলমানদের ওপর তাঁর ইহসানের কথা ব্যক্ত করেছেন। উক্ত ইহসানসমূহের মধ্যে একটি এও ছিল যে, তারা যুদ্ধের পূর্বরাতে খুব ভালোভাবে ঘুমিয়ে নিয়েছিল। অতপর প্রত্যুষে তারা যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত সতেজ ও সক্রিয় হয়ে গেল। এখানে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, একদল তো আয়াস সহকারে ঘুমিয়েছে। কিন্তু অপর দল সারাক্ষণ ছিল প্রাণ ভয়ে উৎকণ্ঠিত। যদিও শত্রুরা ফিরে গিয়েছিল কিন্তু তারা তাদের ভীতি ও কাপুরুষতার দরুন এটাই ভাবছিল যে, শত্রুরা তাদের শিয়রেই দণ্ডায়মান।

ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ-এর অর্থ

يَغْشَىٰ طَائِفَةً টি এখানে حال -এর صيغه অবস্থা ও পরিস্থিতির চিত্রাঙ্কনের জন্য। ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ এতে يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ -এর ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হলো, তাদের ধারণার বালখিল্যতাকে প্রকাশ করা। অর্থাৎ যদিও এরা মুসলমান নাম ধারণ করে বিচরণ করছে কিন্তু তবু আল্লাহর গুণাবলী ও মানব জীবনের সাথে তার সম্পর্ক বিচারে তাদের চিন্তা-চেতনা ও ধারণা-বিশ্বাস এখনো তাই রয়ে গিয়েছে, যা ছিল জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগে। يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا-الاية আয়াতাংশটি যেমন তাদের জাহেলী চিন্তাধারার একটি উদাহরণ ঠিক তেমনি তারা তাদের অন্তরে যা কিছু লুকিয়ে রেখেছিল তারও বিবৃতি ও বহিঃপ্রকাশ।

www.pathagar.com

উহ্য করণের একটি দৃষ্টান্ত

وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ এর معطوف عليه বা পূর্বপরম্পরা উহ্য রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে শুধু যে معطوف عليه উহ্য থাকে তাই নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব صيغه এর সাহায্যে যার علت বিবৃত হয় তাও উহ্য রাখা হয়। তার দৃষ্টান্ত সূরা হাদীদের যে আয়াতটি আমরা ওপরে উদ্বৃত করেছি তাতেও বর্তমান রয়েছে। পূর্বাপর সম্পর্কের আলোকে উক্ত محذوف কে ব্যক্ত করলে পূর্ণ বক্তব্য হবে এরূপ তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করলেও —তোমাদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে গিয়ে থাকলে—তোমরা নিজেদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারতেনা। বরং যে যে স্থানে তোমাদের নিহত হওয়া আল্লাহ লিখে রেখেছেন সেখানে পৌছে তোমরা নিহত হতে। কিন্তু আল্লাহ রাসূল স.-এর মাধ্যমে এটা এজন্যই করিয়েছেন যেন তোমাদের অন্তরে এটা হতাশার একটা কন্টক সদৃশ হয়ে যায় এবং তোমাদের অন্তরে যে দুর্বলতা বিদ্যমান তারও নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

উহুদের ঘটনা প্রবাহের ওপর পর্যালোচনা

এ সম্পূর্ণ আয়াতটিও উহুদে পরাজয় সঞ্জাত অবস্থা ও ঘটনা প্রবাহেরই পর্যালোচনা। এ দ্বারা উদ্দেশ্য যেমন ওপরেও স্পষ্ট হয়েছে—এটা ব্যক্ত করা যে, নবী ও ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সত্য ও যথার্থ। কিন্তু দলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দুর্বলতার প্রতিকার করাও ছিল জরুরী। বলা হয়েছে, উহুদের পরাজয়ের পর তোমাদের মধ্যে তো একটি দল অবশ্যই এমন ছিল যারা ছিল না আল্লাহ ও রাসূল স.- এর বিরুদ্ধে কোনোরূপ অনুযোগকারী ও খারাপ ধারণা পোষণকারী। এরা তাদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখলো। তারা তাদের এ সমূহ বিপর্যয়কে মনে করলো নিজেদেরই দলীয় দুর্বলতা ও অসাবধানতার ফলশ্রুতি। তারা আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট রইলো। সুতরাং তারা ভীত ও নিরাশ হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর ওপর ভরসা করে পরের রাতে পূর্ণ স্বস্তি ও প্রশান্তি সহকারে ঘুমালো। বস্তুত এ ঘুম ছিল তাদের দিলের প্রশান্তি ও ঈমানী মযবুতীরই অনন্য প্রমাণ। কিন্তু একই সাথে অপর একটি দলও ছিল ; যারা বরাবরই ছিল প্রাণভয়ে উৎকণ্ঠিত। এরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব খারাপ ও উদ্ভট চিন্তা-কল্পনায় নিমজ্জিত ছিল যা ছিল ঈমান ও ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, তাদের এসব ধারণা-কল্পনা জাহিলী যুগের সাথেই ছিল অধিকতর সম্পর্কযুক্ত ও সাযুজ্যপূর্ণ। তাদের ধারণা ছিল, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পয়গম্বর স.-স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন ; তিনি তাদের পরামর্শের কোনোই মূল্যায়ন করেন না। তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই যদি যুদ্ধ পরিচালনা করা হতো, তাহলে এহেন হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। আর আমরা এরূপ লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর হত্যালীলার সম্মুখীন হতামনা। তাদের এ ধারণা খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের ধারণা ও মূল্যায়ন সম্পূর্ণ ভুল। তোমরা তোমাদের ঘরে অবরুদ্ধ ও সুরক্ষিত থাকলেও যার যেখানে মৃত্যু অবধারিত ছিল সে সেখানেই মৃত্যুবরণ করতো। এসব ব্যাপার তোমাদের কলা-কৌশলের অধীন নয় ; বরং শর্বতোভাবে আল্লাহর সুনির্ধারিত ও অবধারিত তকদীরের অধীন। তোমাদের অন্তরে নিহিত ছিল দুর্বলতা ও কাপুরুষতা। তাই আল্লাহ চাইলেন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হোক, যাতে তোমাদের দুর্বলতা

www.pathagar.com

প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি ইচ্ছে করলেন তোমাদের অন্তরকে যাচাই-পরখ করতে; যাতে তার ত্রুটি ও খাদ বেরিয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, আল্লাহ অন্তরের ব্যধি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও সর্বজ্ঞ।

আয়াত ঃ ১৫৫

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ لا إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ج وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

ইতোপূর্বে ১২২ নম্বর আয়াতের অধীন এ আলোচনা করা হয়েছে যে, মুনাফিকদের অপতৎপরতা বিশেষ করে ইবনে উবাইয়ের কাপুরুষোচিত কার্যক্রমের ফলে কিছু দুর্বলমনা মুসলমানও প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যকতো অবিলম্বেই নিজেদের সামলে নিয়েছিলেন। কিন্তু কতকের পক্ষ থেকে দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়লো। তাদেরকে অবশ্য আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দেন ; কারণ পরবর্তী পর্যায়ে তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। কিন্তু একই সাথে এটাও স্পষ্ট করে দেয়া হয় যে, তাদের অতীত কিছু ভুল ত্রুটির জন্য শয়তান তাদের হোঁচট খাইয়ে দেয়। গোনাহ গোনাহরই জন্ম দেয়। শয়তানের চাল তো তাদের ওপরও অনায়াসে কার্যকর হয়ে থাকে যাদের মধ্যে গোনাহের বীজ সুপ্ত আছে। এজন্যই কখনো কোনো গোনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে তাকে অন্তরে বদ্ধমূল হওয়ার সুযোগ না দিয়ে ইস্তেগফার ও খালেস তাওবার দ্বারা সমূলে উৎখাত করা অপরিহার্য। অন্যথায় এ জাতীয় লোকেরাই বড় বড় দলের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইতোপূর্বেকার কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ থেকে এটা স্বতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের ওপর যে পরীক্ষা ও দুর্যোগ নেমে এসেছিল তা ছিল এ জাতীয় কতিপয় লোক ও গ্রুপের অনুরূপ দুর্বলতারই ফলশ্রুতি।

৩৭. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৫৬-১৮৯ আয়াত

উহুদের যুদ্ধজনিত কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি ও ধ্যান-ধারণার ওপর যে পর্যালোচনা পেছন থেকে চলে আসছিল, তারই ওপর আরো কিছু এরশাদ হচ্ছে এখানে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ
اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا
قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۗ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ

لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ
لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ
فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن
ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ
ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ
اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ
دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ
هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾ وَمَا
أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ
الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ

www.pathagar.com

قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ
لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
يَكْتُمُوْنَ ﴿۱۶۷﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ
قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۶۸﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿۱۶۹﴾
فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ
مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۷۰﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ
اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۱﴾ ۚۛ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا
لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا
اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۲﴾ ۚ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖۗ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿۱۷۳﴾ فَانْقَلَبُوْا
بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ
ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۷۴﴾ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوْهُمْ
وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۵﴾ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ
اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا

www.pathagar.com

اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّمَا
نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۭ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْۤا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى
يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۭ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا
وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَاۤ اٰتٰىھُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۭ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾
لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۤءُ ۘ سَنَكْتُبُ
مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَاۗءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾
ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾ اَلَّذِيْنَ
قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَاۤ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ
تَاْكُلُهُ النَّارُ ۭ قُلْ قَدْ جَاۗءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ
قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ
رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاۗءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ
ذَاۗىِٕقَةُ الْمَوْتِ ۭ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ

www.pathagar.com

النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾
لَتُبْلَوُنَّ فِىٓ أَمْوٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ
مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثٰقَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ
وَاشْتَرَوْا بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ
بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

১৫৬. হে ঈমানদাররা! তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা কুফরী করেছে এবং নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে যখন তারা অভিযানে বের হয় অথবা যুদ্ধ-জিহাদে লিপ্ত হয়—তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো তবে তারা মরতো না এবং নিহতও হতো না। ফলে আল্লাহ এটাকেই তাদের অন্তরে পরিতাপের কারণ করে দেন। আল্লাহই জীবন দান করেন ও প্রাণ সংহার করেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ১৫৭. আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ করো। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমা ও রহমত তার চেয়ে শ্রেয় যা এরা উপার্জন করে। ১৫৮. আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো কিংবা নিহত হও সর্বাবস্থায় আল্লাহরই নিকট তোমাদের একত্রিত করা হবে।

১৫৯. আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত থাকার দরুনই আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয়-হয়েছেন। যদি আপনি কর্কশ স্বভাব ও কঠোর হৃদয় হতেন, তবে তারা আপনার আশ পাশ থেকে সরে পড়তো। সুতরাং আপনি তাদের মাফ করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতপর আপনি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর ভরসা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন তাঁর

www.pathagar.com

ভরসাকারীদের। ১৬০. আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে তোমাদের ওপর জয়ী হবার কেউই থাকবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে ? আর মু'মিনদের তো কেবল আল্লাহরই ওপর ভরসা করা উচিত।

১৬১. অন্যায়ভাবে কোনো বস্তু গোপন করবে, এটা কোনো নবীর পক্ষে অসম্ভব। আর কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে, কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে। অতপর প্রত্যেককে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না। ১৬২. আল্লাহ যাতে রাজী, যে তারই অনুসরণ করে, সে কি তার মতো যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস ? এবং তা কতো নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল ! ১৬৩. আল্লাহর কাছে মানুষ মর্যাদায় বিভিন্ন স্তরের । তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

১৬৪. আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহর আয়াত তাদের পাঠ করে শুনান, তাদের পরিশুদ্ধি করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত। তারা তো ইতোপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই লিপ্ত ছিল।

১৬৫. কি হলো ? যখন তোমাদের ওপর এক বিপদ আপতিত হলো, যার চেয়ে দ্বিগুণ বিপদ তোমরা ঘটিয়েছিলে, তখন তোমরা বললে, কোথা থেকে এলো এ বিপদ ? আপনি বলে দিন, এ বিপদ তোমাদের নিজেদেরই পক্ষ থেকে। আল্লাহ তো সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ১৬৬. যেদিন উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহরই ইচ্ছায় হয়েছিল। আর এটা হয়েছিল এজন্য আল্লাহ যেন পার্থক্য করতে পারেন মু'মিনদের—

১৬৭. এবং পার্থক্য করতে পারেন ওসব মুনাফিকদেরও যাদের বলা হয়েছিল, এসো তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা শত্রুদের প্রতিরোধ করো। তারা বলেছিল, যদি জানতাম যুদ্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতর ছিল। তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। আর আল্লাহ খুব ভালভাবে জানেন যা তারা গোপন রাখে।

১৬৮. যারা ঘরে বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বললো, তারা আমাদের কথামত চললে এভাবে নিহত হতো না ; তাদের আপনি বলে দিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও নিজেদের ওপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও। ১৬৯. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা কখনো তাদের মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত। ১৭০. আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত ও পরিতুষ্ট এবং তাদের পেছনে যারা এখনো তাদের

www.pathagar.com

সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করেছে। কারণ তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ১৭১. তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত ও অনুগ্রহ লাভের জন্য। আর আল্লাহ তো মু'মিনদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। ১৭২. যখম হওয়ার পরও যারা আল্লাহর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা ভাল কাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। ১৭৩. তারা এমন মানুষ যে, লোকেরা তাদের বলেছিল শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সাজ-সরঞ্জামসহ জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো। কিন্তু এটা তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দিলো এবং তারা বললো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক। ১৭৪. তারপর তারা ফিরে এসেছিল আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ সহকারে ; কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। আর আল্লাহ যাতে রাজী তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। ১৭৫. এ শয়তান ভিন্ন আর কিছু নয়, সে-ই ভয় দেখায় তার বন্ধুদের। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও।

১৭৬. কুফরীতে যারা ত্বরিত গতিতে বিচরণশীল তাদের আচরণ যেন আপনাকে দুর্ভাবনায় না ফেলে। তারা কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ আখেরাতে তাদের আদৌ কোনো হিস্সা দিতে চান না। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ১৭৭. যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে তারা কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১৭৮. কাফিররা যেন কখনো মনে না করে যে, আমি তাদের যে অবকাশ দেই তাতে তাদের জন্য কোনো কল্যাণ রয়েছে; আমিতো অবকাশ দেই শুধু এজন্য যে, তাদের গোনাহ যেন আরো বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছণাদায়ক শাস্তি।

১৭৯. আল্লাহ অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত যে অবস্থায় তোমরা এখন আছো মু'মিনদের সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। সকল গায়েবের সংবাদ আল্লাহ তোমাদের অবহিত করবেন না। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর ওপর ও তাঁর রাসূলদের ওপর। তোমরা ঈমান আনলে ও তাকওয়া অবলম্বন করে চললে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

১৮০. আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এ কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর ; বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। ঐ মাল যাতে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামতের দিন তা বেড়ী বানিয়ে তাদের গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। আসমান ও যমীনের মালিকানা স্বত্ব একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। ১৮১. যারা বলেছে, আল্লাহ গরীব আর আমরা ধনী, তাদের কথা আল্লাহ নিশ্চয়ই শুনেছেন। তারা যা বলেছে তা এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখবো। আর আমি বলবো,

www.pathagar.com

আস্বাদন করো লেলিহান আগুনের দহন যন্ত্রণা। ১৮২. এসব তোমাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল। বস্তুত আল্লাহ বান্দাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করেন না।

১৮৩. যারা বলে, আল্লাহ তো আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোনো রাসূলের প্রতি ঈমান না আনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাদের কাছে এমন কুরবানী নিয়ে আসবে যাকে আগুন গ্রাস করে নেবে, আপনি তাদের বলে দিন, আমার পূর্বে তোমাদের কাছে অনেক রাসূল এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শন সহ এবং তোমরা যা আব্দার করছো তা নিয়ে, তবে কেন তাদের হত্যা করেছিলে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো? ১৮৪. যদি এরা আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আপনার পূর্বেও বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, যারা এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শন, বহু সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে। ১৮৫. প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অবশ্যই কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল তোমাদের পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সে-ই হবে সফলকাম। আর এ পার্থিব জীবনতো ক্ষণিকের ছলনাময় ভোগ-সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।

১৮৬. তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করা হবে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জন-সম্পদ বিষয়ে, আর অবশ্যই তোমরা শুনতে পাবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের ও মুশরিকদের কাছ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। তবে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

১৮৭. স্মরণ করো, যখন আল্লাহ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন আহলে কিতাবের ঃ তোমরা মানুষের কাছে কিতাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না, এরপরও তারা তা অগ্রাহ্য করলো ও তুচ্ছ মূল্যে তা বিক্রয় করলো। বস্তুত তারা যা বিনিময়ে গ্রহণ করছে তা কত নিকৃষ্ট! ১৮৮. তুমি কখনো মনে করো না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত হয় এবং নিজেরা যা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ১৮৯. আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৮. শব্দাবলীর অর্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১৫৬-১৫৮

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى
الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ج لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ
حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ وَلَئِنْ

www.pathagar.com

قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○ وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِ۟لَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ○

ل অক্ষরের অর্থ

وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ ঃ এতে ل-এর ব্যবহার তদ্রূপ যেরূপ ব্যবহার হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ –"যারা কুফরী করেছে তারা ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে বলে, এ নতুন দাওয়াত যদি কোনো ভাল ও কল্যাণকর বিষয় হতো তাহলে এসব লোক তার প্রতি আমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী হতে পারতো না।" অর্থাৎ 'ব্যাপার' ও 'সম্বন্ধে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اِخْوَان শব্দের অর্থ ভাই-বন্ধু এবং সম্পর্ক-সম্বন্ধ ও আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ লোকজন। غُزًّى শব্দটি غَازِىْ শব্দের বহুবচন। لِيَجْعَلَ-এর পূর্বে তার متعلق উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ এই যে কথা যা তাদের চিন্তা-চেতনায় প্রবিষ্ট হয়ে আছে, এটা এজন্যই প্রবিষ্ট হয়ে আছে যে, তাদের মুনাফেকীর কারণে আল্লাহ চান যে, তাদের এ নষ্ট আকীদা-বিশ্বাস তাদের অন্তরে দুশ্চিন্তার কাঁটা হয়ে লাগাতার বিধতে থাকুক। এ জাতীয় উহ্য করণের দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে।

জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ারে

এখানে মুসলমানদের উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে যে, কাফির ও মুনাফিকদের চিন্তা ও কর্মনীতির অনুকরণ করা থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করো। তাদের কাপুরুষতার আসল কারণই হলো তাদের এই ভুল আকীদা যে, তারা মনে করে জীবন ও মৃত্যু তাদের কৌশলের অধীন। সুতরাং তাদের কোনো ভাই-বন্ধু সফরকালে বা যুদ্ধ বিগ্রহে মারা গেলে তারা বড়ই পরিতাপের সাথে বলে, এরা যদি আমাদের নিকটে থাকতো অথবা আমাদের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করতো তবে তার এ বিপদ ঘটতো না। তাই উহুদের যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছিল তাদের ব্যাপারেও তারা একই কথা বলেছিল। অথচ জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপার আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবন দান করেন; যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দিয়ে থাকেন। তিনি যার মৃত্যু যে সময়ে, যে স্থানে ও যেভাবে লিখে রেখেছেন, তার মৃত্যু ঠিক অনুরূপই সংঘটিত হবে ; যদিও সে নিজেকে ইস্পাত নির্মিত দূর্গেও আবদ্ধ করে নেয়। যারা মনে করে যে, তারা নিজেদের কৌশল প্রয়োগ করে মৃত্যুকে সরিয়ে দিতে বা বিলম্বিত করতে সক্ষম তারা এ ধারণার সাহায্যে চিরস্থায়ী দুঃখ যাতনা ও কাপুরুষতা ভিন্ন আর কিছুই অর্জন করতে পারে না। ঈমানদারদের এ ফিতনা থেকে নিজেদের হিফাযত করা একান্ত কর্তব্য। জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ারেই। তিনি আমাদের প্রতিটি কাজ প্রতি পদক্ষেপে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন।

অধিকতর সাহস যোগাবার জন্য এরশাদ হয়েছে, যদি আল্লাহর পথে তোমাদের শাহাদাত হাসিল হয় কিংবা অন্য কোনোভাবে তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হয়, তবে এতে দুঃখ করার কিছু নেই। কারণ এর বিনিময়ে তোমরা যে ক্ষমা ও রহমত অর্জন করবে তা ঐসব ধ্বংসশীল ধনভাণ্ডার থেকে লাখ-কোটি গুণ শ্রেয় যা এসব দুনিয়া পূজারীরা উপার্জন করছে।

www.pathagar.com

স্মরণ রাখতে হবে যে, এ আয়াত সাহসিকতা ও শৌর্য বীর্যের দাওয়াত দিচ্ছে না। বরং এ সত্যের জানান দিচ্ছে যে, দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে পলায়ন জীবন বাঁচাবার কোনো কার্যকর পন্থা নয়। মানুষের জন্য সঠিক কর্মনীতি এটাই যে, যে দায়িত্ব যখনি বর্তাবে পূর্ণ সংকল্প ও দৃঢ়তা সহকারে তা পালন করতে হবে এবং এটাই একীন রাখতে হবে যে, মৃত্যু ঠিক তার নির্ধারিত সময়েই আসবে। একই সাথে এটাও দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে যেয়ে মৃত্যুবরণ করা এ পার্থিব জীবন ও জীবনের সার্বিক অর্জন ও সঞ্চয় অপেক্ষা শত সহস্র গুণ মূল্যবান। এ বিষয়ের ওপর আরো বিশদ আলোচনা পরবর্তী ১৬৭-১৭১ নম্বর আয়াতে আসছে।

সবশেষে বলা হয়েছে, যে মারা যায় বা নিহত হয়, সেতো আল্লাহরই সমীপে উপনীত হয়। তাহলে মু'মিন আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে ভীত কম্পিত হবে কেন ? এটাই তো বরং কুরবানীর তাৎপর্য ও তার মৌল দাবী।

আয়াত ঃ ১৫৯-১৬০

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

فَبِمَا رَحْمَةٍ ঃ এতে ভাষাগত ঐ পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে, যে রীতি অনুসৃত হয়েছে এ বাক্যাংশে ঃ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ ব্যাকরণবিদরা এরূপ স্থানে সাধারণত مَا শব্দকে তাকিদ-এর অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের মতে কোনো কোনো স্থানে এটিকে নিছক বাক্যের গতি ও সমন্বয় রক্ষা করার জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

فظ শব্দের অর্থ

فظ শব্দের অর্থ কর্কশ স্বভাব ও রুক্ষ মেজাজ। غليظ القلب মানে কঠোর হৃদয়।

মুনাফিকদের ব্যাপারে মহানবী স.-এর কর্মনীতির সঠিকতা প্রতিপাদন

এ আয়াতটি সহানুভূতি প্রদর্শন উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। এর পূর্বে মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে কঠোর ভাষায় যে প্রতিবেদন এসেছে তার প্রভাব নবী স. ও স্বাভাবিকভাবেই আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মুসলমানদের ওপরও পড়ার সম্ভাবনা ছিল। অর্থাৎ মুনাফিকদের ব্যাপারে মহানবী স. ও তাঁর নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গী কঠোর হয়ে যেতে

www.pathagar.com

পারতো। মহান আল্লাহ্ এ পর্যায়ে এরূপ পরিবর্তন সাধিত হওয়া পসন্দ করেননি। যদিও মুনাফিকদের কর্মনীতি ছিল অত্যন্ত আপত্তিকর। তারা মহানবী স.-এর অপার দয়া ও ক্ষমানীতি থেকে অনেক অন্যায় ফায়দা লুটে নিচ্ছিল। কিন্তু এরা ছিল ব্যধিগ্রস্থ। তাই পরিস্থিতির সংস্কার ও উন্নতি সাধন কল্পে আরো সুযোগ ও অবকাশ দানকেই মহান আল্লাহ পসন্দ করলেন। যেন যাদের মধ্যে সংশোধনের ন্যূনতম সম্ভাবনাও বর্তমান রয়েছে তারাও নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারে। সুতরাং এ হিকমাতকে সামনে রেখেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ যাবত চলে আসা মহানবী স.-এর অতি উন্নত সৌজন্যমূলক আচরণের প্রতি সমর্থন দান এবং তার সঠিকতা ও যথার্থতা প্রদিপাদন করা হয়। একই সাথে এর যৌক্তিকতাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ মুনাফিকরা নিজেদের সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করণের এতটা মূল্যায়ণকারী নয় যে, এজন্য তারা কোনোরূপ তিক্ত পরিস্থিতিকে হজম করে নেবে। এটাতো মহান আল্লাহরই অশেষ অনুগ্রহ ছিল যে, তিনি—হে রাসূল—আপনাকে কোমল স্বভাব ও অত্যন্ত সহনশীল বানিয়েছেন, ফলে আপনি উক্ত কোমল স্বভাব এবং দয়া ও সহানুভূতির সাথেই তাদের সংশোধনের প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আপনি যদি তাদের সাথে সামান্যতম কঠোর আচরণসুলভ কর্মনীতি গ্রহণ করতেন, তাহলে সন্দেহ নেই, এরা এমনই বন্য-স্বভাব ও অকৃতজ্ঞ যে, এরা আপনাকে ছেড়ে পলায়ন করতো। যদিবা তাদের সাথে জড়িয়ে আছে রাজ্যের রোগ-ব্যাধি, তথাপি, হে রাসূল, আপনি তাদের সাথে দয়া ও রহমতের এ আচরণ ও কর্মনীতিই অব্যাহত রাখুন। তাদের অকৃতজ্ঞতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, পরবর্তীতে মুনাফিকদের একটি দল তাদের আচরণ দ্বারা রাসূল স. ও মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ হতাশ করে দিলো এবং এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ক্ষমাসুলভ আচরণে এরা সংস্কার-সংশোধন কবুল করার নয়, এই যখন পরিস্থিতি, তখন অবশেষে মহানবী স.-কে যেমন, তেমনি মুসলমানদেরকেও এই হেদায়াত প্রদান করা হলো যে, তাদের ব্যাপারে তোমরা তোমাদের কর্মনীতি পরিবর্তন করে নাও। কোমল আচরণের দ্বারা এরা অন্যায় ফায়দা লুটে নিলে কঠোর নীতির মাধ্যমে এদের সঠিক পথে আনয়ন কর। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে সূরা তওবার ৭৩ ও ১২৩ আয়াতে এবং সূরা তাহরীমের ৯ নম্বর আয়াতের তাফসীরে।

এখানে ক্ষমা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দানের সাথে মহানবী স.-কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ অর্থাৎ কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। এখানে যে বিশেষ প্রেক্ষাপটে কথাটি বলা হয়েছে সংক্ষেপে তা বুঝে নেয়া কর্তব্য।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় শূরা পদ্ধতির স্থান

মহানবী স. দীনি কর্মকাণ্ডে কারো সাথে পরামর্শের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কারণ তিনি প্রতিটি কাজ করতেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী প্রদর্শিত পথে। কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে তিনি বরাবরই সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন। বস্তুত এভাবেই মহানবী স. স্বয়ং তাঁর কর্মধারার আলোকে শূরা পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেছেন, আর এটা ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্য। এ শূরা

www.pathagar.com

পদ্ধতির আলোকেই মহানবী স. উহুদ যুদ্ধ উপলক্ষেও— যে যুদ্ধের প্রভাব ও ফলাফল এখানকার আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়—সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি প্রশ্ন রাখলেন, শত্রুর মুকাবিলা নগরীর অভ্যন্তরে থেকে করা হবে, নাকি শহরের বাইরে গিয়ে ? আমরা ওপরেও ইঙ্গিত দিয়েছি, এ পরামর্শের উদ্দেশ্য ছিল, দলের মধ্যে যেসব দুর্বলমনা লোক বর্তমান ছিল তারা যেন চিহ্নিত হয়ে যায়। এবং বাস্তবে হলোও তা-ই। দুর্বলমনা ও মুনাফিক ধরনের লোকেরা শহরের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত থেকে মুকাবিলা করার ওপরই বিশেষ জোর দিল। এদ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল এভাবে তারা নিজেদের দুর্বলতা ও মুনাফিকী ঢেকে রাখতে সফলকাম হবে। কিন্তু নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ মুসলমানদের মতামত ছিল এর বিপরীত। আর এ রায়ই ছিল সঠিক ও খোদ মহানবী স.-এর রায়ের মোতাবিক। এজন্য মহানবী স. এ রায়ের ওপরই আমল করেন তথা প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[১]

মুনাফিকরা তাদের পরামর্শ ও প্রস্তাব পাশ করতে ব্যর্থ হয়ে বিভিন্ন উপায়ে তাদের মনের ক্ষোভ প্রকাশ করলো। একদল তো এটাকেই অজুহাত বানিয়ে একেবারে মোক্ষম সময়ে মূল বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গেল। তারা বললো, আমাদের পরামর্শের তো কোনোই মূল্য দেয়া হলো না। অপর দলটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মূল দলের সাথে লেগে রইলো। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের পর তারা মুসলমানদের মধ্যে এ বিভ্রান্তি ছড়াতে শুরু করলো যে, তাদের পরামর্শের মূল্যায়ণ করা হয়নি বলেই যুদ্ধের এ পরিণতি। তাদের অভিমত মেনে নেয়া হলে এ বিপর্যয় কিছুতেই সংঘটিত হতো না। এটা স্পষ্ট যে, এসব কথার উদ্দেশ্য ছিল শুধু একটাই। আর তাহলো মুসলমানদের মাঝে অপপ্রচার ও

১. ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে যে, স্বয়ং মহানবী স.-এরও অভিমত এটাই ছিল যে, মদীনার অভ্যন্তরে সুরক্ষিত থেকেই শত্রুর মুকাবিলা করতে হবে। কিন্তু অতি উৎসাহী ও আবেগপ্রবণ সাহাবীরা তাঁকে বের হতে বাধ্য করলো এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। মহানবী স. যখন লোকদের সামনে এ সমস্যা তুলে ধরেছিলেন তখন তিনি তাঁর নিজের অভিমত প্রকাশ করেননি ; যাতে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করতে পারে। এদ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো লোকদের মনোবল যাচাই করা যাতে যুদ্ধের পূর্বেই নিজস্ব বাহিনীর সঠিক ও যথার্থ অবস্থা ও অবস্থান পরিমাপ করা যায়। মুনাফিক নেতা ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীরা শহরের অভ্যন্তর থেকে মুকাবিলা করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। আর নিবেদিত প্রাণ মুসলমানদের অভিমত ছিল শহরের বাইরে গিয়ে মুকাবিলা করার পক্ষে। তিনি এ কৌশল প্রয়োগ করে দুর্বল ও সাহসী লোকদের সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে নিলেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাইরে এলেন। মুকাবিলা বাইরে গিয়েই করতে হবে—এটা ছিল তারই বাহ্য প্রকাশ। যারা ছিলেন নবী স. ও দীনের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, তারা নিজে থেকেই এ ধারণা করলেন, তাদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই মহানবী স. হয়তো এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই তারা ওজর পেশ করার সাথে সাথে নিজেদের অভিমত প্রত্যাহার করতে চাইলেন। জবাবে মহানবী স.বললেন, নবী অস্ত্র সজ্জিত হওয়ার পর তা সমর্পণ করতে পারেন না। অর্থাৎ সংকল্প গ্রহণ করার পর এক্ষণে তা আর পরিবর্তন করা যায় না। মুনাফিকরা যখন দেখলো তাদের কথা রাখা হয়নি, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিন'শ সঙ্গী সহ পৃথক হয়ে গেল। এখানে মনে রাখতে হবে যে, মহানবী স. কোনো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে বের হওয়ার পূর্বে স্বীয় বাহিনীর মনোবল পরীক্ষা করার জন্য কোনো না কোনো বিজ্ঞজনোচিত কৌশল অবশ্যই অবলম্বন করতেন। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালেও তিনি এ কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন। তখনকার ঐ প্রেক্ষাপটে আনসারদের নেতা যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা ইসলামের ইতিহাসে ভাস্বর ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

বিভ্রান্তি ছড়ানো। কিন্তু এ পর্যায়ে যৌক্তিক পদক্ষেপ যেমন আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি —এটাই ছিল যে, মুনাফিকদের সাথে ক্ষমাসুলভ নীতি অবলম্বন করা হবে তাদের সমূহ ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও তাদের দলীয় ও সামাজিক যাবতীয় অধিকার যথারীতি অব্যাহত রাখা হবে। তাই মহানবী স.-কে তাদের ক্ষমা করে দেয়ার ও তাদের জন্য প্রার্থনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে যেসব বিষয় পরামর্শের অধীনে আসার যোগ্য সেসব বিষয়ে তাদের সাথে যথারীতি পরামর্শ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে ; যদিও তাদের দুর্বলতা ও শত্রুতার বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্পতা বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিকোণ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ঃ এরপরে فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ দ্বারা এ ইঙ্গিতও প্রমাণিত হয় যে, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদিতে পরামর্শ করার এ হেদায়াত প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির শক্তিমত্তা ও তার স্বস্তি স্থিতিশীলতার পরিচায়ক। পরামর্শ করাতো সর্বাবস্থায়ই জরুরী। কিন্তু পরামর্শের পর যে সিদ্ধান্তের ওপর মনস্থির হয়ে যাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তা সম্পাদনে এগিয়ে যাওয়া কর্তব্য। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এত্‌মিনান ও মনস্থির হয়ে যাওয়ার পর এটা বিশেষ কোনো গুরুত্ব বহন করে না যে, তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত না সংখ্যালঘু জনগণের। সংখ্যাগুরু হওয়াই যেমন কোনো বিষয় সঠিক ও যথার্থ প্রমাণ নয়, ঠিক তেমনি সংখ্যায় লঘু হওয়াও কোনো বিষয়ের ভুল হওয়ার দলীল নয়। অবশ্য এটা ঠিক যে, অধিকাংশের অভিমতে সাধারণত সঠিকতা ও বিশুদ্ধতার এ সম্ভাবনা সমধিক কারণে বিতর্কিত বিষয়ে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তকে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয়া যুক্তির দিক থেকে অধিকতর নিরাপদ। বিশেষ করে বর্তমান যুগের জন্য এটা আরো বেশী প্রযোজ্য। কারণ এ যুগে প্রবৃত্তির অনুসরণ করার দিকে ঝোঁক বেশী এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে কাঙ্ক্ষিত সীমার মধ্যে ব্যবহারকারী লোকের সংখ্যা কম।

কয়েকটি সূক্ষ্ম বিষয়

উপরোক্ত দুটি আয়াত থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রতিভাত হয় ঃ

এক. সাধারণ লোকদের ন্যায় ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্যও পসন্দনীয় কর্মনীতি হলো কোমলতা ও ক্ষমা প্রবণতার নীতি গ্রহণ করা। এরই সাহায্যে জনগণের মধ্যে সুধারণা ও আস্থার সৃষ্টি হয়। যার ফলে সামাজিক জীবনে প্রকাশ পায় ঐক্য, সংহতি, শক্তি ও গ্রহণযোগ্যতার বরকত ও কল্যাণ। কঠোরতা ও কঠোরভাবে পাকড়াও করা সমাজ জীবনের স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্গত নয় ; এটা হচ্ছে কৃত্রিম উপায়মাত্র। যেমন স্বাস্থ্যের জন্য আসল বস্তু হলো খাদ্য। কিন্তু কখনো কখনো কোনো রোগের চিকিৎসার জন্য ঔষধেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঠিক তদ্রূপ সমাজ ও সামাজিক জীবনের জন্য প্রকৃত কল্যাণকর জিনিস হলো কোমলতা। কেবল প্রয়োজন সাপেক্ষেই কখনো কখনো কঠোর নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে মাত্র।

www.pathagar.com

দুই. সামাজিক জীবনে শূরা পদ্ধতি সুধারণা ও আস্থাশীলতার প্রতীক ; যা শাসক ও শাসিত এবং আমীর ও অনুগতদের মধ্যে বর্তমান থাকা বাঞ্ছনীয়। এরই সাহায্যে নির্মূল হয়ে যায় স্বৈরতন্ত্র ও কঠোর হৃদয় তথা শাসক ও শাসিত উভয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় ঐ সহযোগিতা যা মূলত গ্রহণযোগ্যতা ও স্থিতিশীলতার বুনিয়াদ।

তিন. তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর ওপর নির্ভরতা, কর্মহীনতা ও অথর্বতার বাহন নয়, নয় কোনো বৈরাগ্য সাধনের অবলম্বন। বরং ব্যক্তিগত সমষ্টিগত জীবনের সার্বিক তৎপরতায় সংকল্প ও কাজের বুনিয়াদ হচ্ছে এটি।

চার. মূলশক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল। উপায়-উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা রাখে মাত্র।

পাঁচ. তাওয়াক্কুল ঈমানের অনিবার্য ও অপরিহার্য দাবী। আল্লাহর ওপর ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ওপর যার ভরসা নেই তার ঈমান অর্থহীন।

আয়াত ঃ ১৬১-১৬৩

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ط وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج ثُمَّ تُوَفّٰى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَاۤءَ
بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ط
وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

غل শব্দের সঠিক অর্থ

غل يغل غلولا-এর মানে খেয়ানত, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাস ভঙ্গ করা, এ শব্দটি মূলতঃ نصح শব্দের বিপরীত। আর এর অর্থ হচ্ছে কল্যাণ কামনা ও শুভ কামনা। আরবী ভাষা বিশারদদের মধ্যে যুজ্জাজ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ এর ব্যাখ্যা যেমন لسان العرب -এর গ্রন্থকার ব্যক্ত করেছেন مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَخُوْنَ اُمَّتَهٗ এ শব্দমালায় উপস্থাপন করেছেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানেই غل শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। এটি غش (হিংসা ও অন্তরের মালিন্য) عداوت (শত্রুতা), ضغن (বিদ্বেষ), حقد ও حسد (হিংসা-বিদ্বেষ) ইত্যাদি অর্থ ব্যবহার হয়েছে। যেমন لَاتَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -"হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো রূপ হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।" এ শব্দটি কেবলমাত্র সম্পদের খেয়ানতের জন্য নির্দিষ্ট করণের পক্ষে কোনো প্রমাণ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

মহানবী স.-এর প্রতি মুনাফিকদের অভিযোগ ও তার জবাব

উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুনাফিকরা মহানবী স.-এর ওপর যে অভিযোগ আরোপ করেছিল এখানে তারই খণ্ডন করা হয়েছে। তারা অভিযোগ আরোপ করেই ক্ষান্ত হয়নি,

www.pathagar.com

বরং মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তা ভালভাবেই ফলাও করেছে। অভিযোগ ছিল এরূপ যে, আমরা তো এ ব্যক্তির ওপর আস্থা স্থাপন করেছি। তার হাতে বাইয়াত করেছি এবং আমাদের ভালো-মন্দের মালিক মোখতার তাকে বানিয়েছি। কিন্তু এ ব্যক্তি আমাদের এ আস্থা বিশ্বাস থেকে অন্যায় ফায়দা লুটে নিচ্ছে। এ ব্যক্তি আমাদের জান ও মাল তার ব্যক্তিগত অভিলাষ ও উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ধ্বংস করছে। আমরা তো স্পষ্ট ভাষায়ই এ পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, শহরের অভ্যন্তরে থেকে শত্রুর মুকাবিলা করা হোক। কিন্তু তিনি আমাদের পরামর্শের ও আমাদের ভাইদের জীবনের কোনো গুরুত্ব ও মূল্যই বুঝলেন না। তিনি সম্পূর্ণ এক অনুপযোগী স্থানে নিয়ে গিয়ে শত্রুর হাতে তাদের বিনাস করিয়েছেন। এটা স্পষ্টতই জনগণের সাথে শত্রুতা, গাদ্দারী ও বিশ্বাস ভঙ্গের শামিল।

এ অভিযোগ সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতেও ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরেও এর বিশদ ব্যাখ্যা আসবে। কুরআন তাদের অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে যে, তোমাদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, কোনো নবী কখনো তাঁর উম্মতের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ ও প্রতিশ্রুতির অন্যথা করেন না। নবীর যে কোনো পদক্ষেপ আল্লাহর সন্তোষ লাভের লক্ষে ও তার বিধানের অধীনেই হয়ে থাকে। তিনি এ সত্য সম্পর্কে বেখবর থাকেন না যে, কোনো প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাস ভঙ্গের বিষয় আল্লাহর নিকট পেশ করা হবে এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারী তার কৃতকর্মের পূর্ণ শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহর সন্তোষ অন্বেষণকারী আর তাঁর ক্রোধ ও বিরাগ অর্জনকারী—কখনো সমান হতে পারে না। তাদের মর্যাদা ও ঠিকানা তাদের আমল অনুপাতে পৃথক পৃথক হবে। আল্লাহ্ প্রত্যেকের আমল পর্যবেক্ষণ করছেন।

আয়াতের এই ব্যাখ্যা কুরআনের শব্দ ও কালামের রচনা শৈলীরই অনুরূপ। তাফসীর বিশারদদের মধ্যেও কেউ কেউ—যেমন তাফসীরে ইবনে জারীর থেকেও জানা যায়—এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তাই বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি রেওয়ায়াতের তেমন একটা গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন নেই। তাহলে গনিমতের মাল থেকে একটি চাদর হারিয়ে গিয়েছিল ; যার জন্য মুনাফিকরা দোষারোপ করেছিল মহানবী স.-কে—আর এটি হচ্ছে সেই অপবাদ খণ্ডনকারী আয়াত।

প্রথমত, এ রেওয়ায়াতটি বদর যুদ্ধের গনীমতের মাল সম্পর্কিত রেওয়ায়াত হিসেবেই খ্যাত। (কারণ উহুদে তো গনিমতের মালের প্রশ্নই ওঠে না, এ যুদ্ধে তো মুসলমানরা পরাজিতই হয়েছিল।) আর এখানে তো পর্যালোচনা হচ্ছে উহুদের ওপর। এর মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে এবং কোনোরূপ উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে বহুদিন পূর্বে সংঘটিত বদর যুদ্ধের কোনো ঘটনার উল্লেখ করার কি কারণই বা থাকতে পারে ? তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো মুনাফিকরা এতটা নির্বোধ ছিল না যে, তারা মহানবী স.-এর উপর এমন একটা অভিযোগ আরোপ করবে যা কেউই বিশ্বাস করবে না ; বরং তা যে-ই শুনবে সে-ই শোনামাত্র হেসে উড়িয়ে দেবে। মুনাফিকরা তো দূরের কথা, তাঁর কট্টর দুশমন কুরাইশদেরও অবস্থা ছিল এই যে, তারা তাঁর ওপর ছোট কিংবা বড় কোনো মাল-সম্পদ জনিত খেয়ানতের অভিযোগ আরোপের দুঃসাহস কখনোই করেনি। ইসলাম ও জাহেলিয়াত—উভয় যমানাতেই তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

আমীন তথা পরম বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত। তার এ খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি যেমন ছিল তাঁর বন্ধু ও আপনজনদের মাঝে, ঠিক তেমনি ছিল তাঁর শত্রুদের মধ্যেও পরিব্যপ্ত। আর্থিক বিষয় আশয় সম্পর্কে কোনো নির্বোধ ব্যক্তি মহানবী স. সম্পর্কে কখনো কিছু বলে থাকলেও, তা অবশ্য সম্পদের খেয়ানতজনিত অভিযোগ সম্বলিত ছিল না। বরঞ্চ তা ছিল বড়জোর কারোর অপেক্ষা কাউকে কিছু বেশী দেয়ার অভিযোগ। ঐসব ক্ষেত্রেও প্রকৃত ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর অভিযোগ আরোপকারীদল অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুতপ্ত হয়েছে। যেমন মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধের সময় এরূপ ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। এজন্য সম্পূর্ণ জ্ঞান বহির্ভূত বলেই মনে হয় যে, মুনাফিকরা তাঁর ওপর একটা তুচ্ছ চাদর খেয়ানত করার অভিযোগ আরোপ করবে। অবশ্য তারা এই বলে দুর্বলমনা লোকদের মনে খট্‌কা সৃষ্টি করতে পারতো যে, (নাউযু বিল্লাহ) মুহাম্মাদ স. নিজ জাতির প্রতি বিশ্বস্ত ও কল্যাণকামী নন। তিনি স্বীয় উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য নিজ জাতিকে কুরবান করেছেন। উহুদের পরাজয়ের পর এ জাতীয় প্রচারণার জন্য তাদের হাতে একটা মোক্ষম সুযোগ এসে গেল। আর এ থেকে তারা ঠিকই ফায়দা নিয়ে নিল। বিশেষ করে এ কারণে যে, তারা শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার বিরোধী ছিল, আর উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সাহাবীরা ও নবী স. তাদের এ অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

আয়াত ঃ ১৬৪

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

নবী করীম স.-এর বরকতময় আবির্ভাব

এ আয়াত কিঞ্চিত পার্থক্য সহকারে সূরা আল বাকারাতেও উক্ত হয়েছে। সেখানে এর সকল গুরুত্বপূর্ণ অংশের ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত হয়েছে। রচনা শৈলীর দিক থেকে এ আয়াত ঐ সত্যকেই ইতিবাচক ভঙ্গীতে পেশ করছে যা পূর্ববর্তী আয়াতে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়েছিল। পূর্বোক্ত আয়াতে যেমন বিবৃত হয়েছে—নবী স.-কে জাতির সাথে শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ থেকে মুক্ত ও পবিত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ আয়াতে ঐ মহা ইহসানের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যা মহানবী স.-এর আবির্ভাবের আকারে সমগ্র পৃথিবীর প্রতি বিশেষ করে আরব জাতির প্রতি মহান আল্লাহ করেছেন। এ ইহসান এখানে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রথমত, এ দিক থেকে যে, মহান আল্লাহ আরববাসীদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যাতে করে ভাষাগত পার্থক্যজনিত সমস্যা, বংশ ও রক্ত সম্পর্কের অহমিকা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ঝোঁক প্রবণতার বৈপরীত্য এবং অতীত বর্তমান সম্পর্কে অপরিচিতি জনিত কোনো হটকারীতা ও খারাপ ধারণার কারণ না ঘটে। যেন মানুষ তার ওপর নিজেরই বাপ ও ভাইয়ের মতো নির্ভর করতে পারে। এবং তাঁর কণ্ঠস্বরকে

www.pathagar.com

নিজেদেরই বিবেকের কণ্ঠস্বরের ন্যায় চিনতে ও শ্রবণ করতে পারে। مِنْ اَنْـفُـسِـكُـمْ শব্দগুচ্ছ থেকে এ সত্যেরই বহিঃ প্রকাশ হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ও মিশনের দিক থেকে অর্থাৎ এই রাসূল আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে শুনান, তোমাদেরকে যাবতীয় নৈতিক এবং জ্ঞানকর্মগত গোমরাহী থেকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন কিতাব ও হেকমাত। বলাবাহুল্য যাঁর বরকত ও অমীয় কল্যাণধারায় তোমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ এমন উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হচ্ছে তাঁর চেয়ে বড় কোনো কল্যাণকামী তোমাদের আর কেউ হতে পারে কি ?

তৃতীয়ত, শ্রোতাদের প্রয়োজনের দিক থেকে। আরববাসীরা দীন ও শরীআত সম্পর্কে ছিল অনবহিত। নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ ও মূর্খ। সুদীর্ঘ কাল থেকেই তারা কুফর ও জাহিলিয়াতের অন্ধকারে হাতড়ে মরছিল। আল্লাহ তাআলা মহানবী স.-এর মাধ্যমে তাদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদেরকে গোমরাহী ও বিভ্রান্তির উপত্যকা থেকে বের করে হেদায়াতের সরল-সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এ সত্যের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে وَاِنْ كَـانُـوْا مِنْ قَـبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّـبِـيْنٍ আয়াতের এ অংশটুকুতে। এখানে اِنْ শব্দটি مخففه ব্যবহৃত হয়েছে। اِنَّ শব্দের অর্থ; এর পরে আগত ل অক্ষরটিই তার প্রমাণবহ।

আয়াত ঃ ১৬৫

اَوَلَمَّآ اَصَابَـتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَـدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

ا অক্ষরটি এখানে প্রশ্নবোধক অক্ষর এবং وَ অক্ষরটি সম্বন্ধবাচক অক্ষর। আরবী ভাষায় প্রশ্নবোধক অক্ষরের প্রকৃত স্থান বাক্যের শুরুতেই। যেমন اَفَـبِـهٰذَا الْـحَـدِيْـثِ اَنْتُمْ مُّـدْهِـنُـوْنَ - الـواقـعـه : ٨١ এ প্রশ্নবোধক অক্ষরটি বিস্ময় প্রকাশসূচক আর সম্বন্ধবাচিক অক্ষরটি এ বিষয়ের প্রমাণ যে, এটিও মোটামুটি ঐ অভিযোগগুলোর একটি যার জবাব ওপরে দেয়া হয়েছে।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

ওপরে একথাটি উল্লেখিত হয়েছে যে, কিছু লোক এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত ছিল। যিনি আল্লাহর রাসূল হবেন এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী যারা থাকবেন তারা সর্বপ্রকার বিপদ মসিবত থেকে থাকবেন সুরক্ষিত। তারা কোনো অভিযানে বের হলে তাদের সাথে থাকতে হবে আল্লাহর ফেরেশতাদের সাহায্য। কোনো যুদ্ধে তারা জড়িয়ে পড়লে তাদেরকে হতে হবে অবশ্যই বিজয়ী। যাদের এ ধারণা ছিল বদ্ধমূল, উহুদের পরাজয়ে স্বাভাবিকভাবেই তারা প্রচণ্ড আঘাত খেল। তারা ভাবতে শুরু করলো, ইসলাম যদি সত্য দীনই হবে এবং মুহাম্মাদ স. যদি সত্য সঠিক রাসূলই হবেন, তাহলে তাদের এ পরাজয় এলো কোথেকে ? দুর্বলমনাদের এ মানসিক উৎকণ্ঠাজনিত অবস্থা থেকে মুনাফিকরা ফায়দা নেয়ার চেষ্টা

www.pathagar.com

করলো এবং এ পরাজয়কে তারা মহানবী স.-এর বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে লাগল। কুরআন এ আয়াতে এবং এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে বিস্তারিতভাবে এ ভুল ধারণার অপনোদন করেছে এবং সত্য পথের পথিকদের যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তার উপকারিতা বিশদভাবে বর্ণনা করেছে।

এ আয়াতে প্রথমত এটা বলা হয়েছে, তোমাদের ওপরও যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, এটা একা শুধু তোমাদের ওপরই আসেনি যে, এটাকে তোমরা খারাপ ধারণা ও নৈরাশ্যের দলীল বানিয়ে নেবে। বরং এ ঘটনায় তোমাদের হাতে তোমাদের শত্রুদের তো এর চেয়ে দ্বিগুণ ক্ষতি ও বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে। বদরে তোমরা তোমাদের শত্রুদের ৭০ জনকে হত্যা করেছ, ৭০ জনকে বন্দী করেছ। উহুদের প্রথম দিকে তোমাদেরই পাল্লা ভারী ছিল। তোমাদের হাতে শত্রুদের বেশ কিছু সংখ্যক নিহত হয়েছিল এবং কতক যখমও হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তোমাদেরই ভুলের কারণে তোমাদের পরাজয় ঘটে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলা হয়েছে, তাহলো এ বিপর্যয়ের কারণ মূলত তোমরা নিজেরাই। তার বিশদ বর্ণনা ইতোপূর্বে ১৫২ নম্বর আয়াতে এসেছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ج حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ط مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ج ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ج وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

"আর আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি তোমাদের সত্যে পরিণত করিয়ে দেখিয়েছেন যখন তোমরা কাফিরদের খতম করছিলে তাঁরই আদেশে। তারপর তোমরা সাহস হারিয়ে ফেললে এবং পরস্পর মতবিরোধ করলে নির্দেশ পালনে। আর যা তোমরা ভালোবাস তা তোমাদের দেখাবার পরও তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের মাঝে কতক এরূপ ছিল যারা কামনা করছিল দুনিয়া এবং কতক কামনা করছিল আখেরাত। তারপর পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাদের থেকে তোমাদের ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।"

আয়াত ঃ ১৬৬-১৬৮

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا صلے وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِادْفَعُوْا ط قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ط هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ج يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ط قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

www.pathagar.com

হকের পথে পরীক্ষার হেকমাত

এক্ষণে পরীক্ষার হেকমাত বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ যা কিছু বিপর্যয় ঘটেছে তা আল্লাহর হুকুম ও অনুমোদনক্রমেই ঘটেছে। আর এদ্বারা উদ্দেশ্য খাঁটি মুসলমান ও মুনাফিকদের উত্তমরূপে বিভাজন করে দেখিয়ে দেয়া। যেন প্রত্যেকেই সুস্পষ্টভাবে জেনে নিতে পারে যে, দলের মধ্যে কারা নির্ভরযোগ্য আর কারা নয়। অর্থাৎ দলীয় পরিশুদ্ধি ও পবিত্রকরণের জন্য এটা ছিল অপরিহার্য। নিষ্ঠাবান মুসলমান ও মুনাফিকরা উভয়ে এভাবে ওতোপ্রতোভাবে মিলেমিশে থাকলে, বলা যায় না অপশক্তি ও কুচক্রি মহল পুরো দলেরই কখন ভরাডুবী ঘটিয়ে দিত।

وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْ ঃ এখানে মুনাফিকদের একটি দলের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে ; যাদেরকে উক্ত জিহাদ উপলক্ষে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল ওঠো তোমরা যুদ্ধ সংঘটিত হলে তো তোমরা জিহাদের সাওয়াব হাসিল করবে। আর যদি তারা আমাদের দলবল দেখে ভীত সন্ত্রস্তই হয়ে যায় তবে তো আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু তা জিহাদের জন্য গাত্রোত্থান করলো না। তারা তাদের কপটতা ও কাপুরুষতার ওপর আবরণ চড়িয়ে দেয়ার জন্য এই কথামালা রচনা করলো যে, আমাদের জানা আছে এ রকম পরিস্থিতিতে যুদ্ধ হবার কথা নয়। যুদ্ধ হবে যদি জানতাম তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে আমরা যেতাম; তাদের সম্পর্কে কুরআন বলেছে–এরা যখন এটা বলেছিল, তখন এরা ছিল ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতর। আর তারা মুখে তা-ই বলেছিল যা তাদের অন্তরে ছিল না। তারা অন্তরে যা কিছু লুকিয়ে রেখেছিল আল্লাহ সে সম্পর্কে ছিলেন সম্যক অবহিত ও অবগত।

তারপর তাদের অন্তরের গোপন তত্ত্ব ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ এরা নিজেরা তো বাচালতা ও বাক পটুতার আশ্রয় নিয়ে ঘরে বসে রইলো। কিন্তু তাদের যেসব বন্ধু-বান্ধব জিহাদে শরীক ও শহীদ হলো, তাদের সম্পর্কে তারা মন্তব্য করলো, তারা যদি আমাদের কথা শুনতো তাহলে এভাবে নিহত হতো না। প্রকৃত বিষয় যা তাদের জিহাদে যেতে বারণ করেছিল তা ছিল মূলত মৃত্যুভয়। কিন্তু তারা কথামালা রচনা করলো। তারা এজন্যই গাত্রোত্থান করলো না যে ওদিক যুদ্ধ বিগ্রহ কিছু হবার আশংকা নেই।

পরিশেষে বলা হয়েছে, জীবন ও মৃত্যুর দিন ক্ষণ সম্পর্কে এরা যখন এতটাই অবহিত ও অভিজ্ঞ, তখন এরা নিজেরা নিজেদের মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখুক।

আয়াত ঃ ১৬৯-১৭১

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاۤءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُوْنَ ۝ فَرِحِيْنَ بِمَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ لا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ
مِنْ خَلْفِهِمْ لا اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَفَضْلٍ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

www.pathagar.com

মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কবাণী !

এটা মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী যে, আল্লাহর পথে শহীদ যারা তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা মৃত নয় ; বরং তোমরাই মৃত তারা তো জীবিত এবং স্বীয় রবের রহমত ও আশীষ ধারায় স্নাত হয়ে তার নিয়ামত সম্ভারে ধন্য হচ্ছে। তোমরা তোমাদের অজ্ঞতা ও অন্তর দৃষ্টির অভাব হেতু সন্ত্রস্থ হচ্ছো যে, তারা মৃত্যুবরণ করেছে। তোমরা আরো ভাবছো তারা যদি তোমাদের কথামত চলতো, আর তোমাদেরই মতো ঘরে বসে থাকতো, তবে তারা মারা যেত না। অথচ তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজি দান করেছেন তা পেয়ে তারা অতীব আনন্দিত ও পরিতুষ্ট। তোমরা তো তাদের মৃত্যুতে দুঃখ-বেদনা ও অনুশোচনা করছো। কিন্তু তাদের সৌভাগ্যের কথা আর কিইবা বলা যায়, তারা প্রতি মুহূর্তে তাদের পশ্চাদ্বর্তী ও সন্তান-সন্ততির সাথে সম্পৃক্ত ; যারা কিনা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছে এবং তাদের সাথে মিলিত ও একাত্ম হবার বাসনায় উদ্গ্রীব হয়ে আছে। যদিও এখনো তারা তাদের সাথে মিলিত হয়নি। কিন্তু তারা ঠিকই এ সুসংবাদ পাচ্ছে যে, তাদের পশ্চাদ্বর্তীরা অচিরেই তাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছে। তারাও ঠিক অনুরূপ সুউচ্চ মর্যাদা হাসিল করবে যেখানে থাকবে না ভবিষ্যতের কোনো আশংকা এবং অতীতের কোনো দুঃখ ও অনুশোচনা ।

শহীদদের ঈমানদার উত্তরসূরীদের জন্য বিশেষ রেয়াত

স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন মজীদের বিভিন্ন ভঙ্গীতে এ সত্য স্পষ্ট করা হয়েছে যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ঈমানদারদের সাথে জান্নাতে তাদের বংশ ও তাদের পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্য থেকে তাদেরকেও একত্র করে দেয়া হবে যাদের মৃত্যু হবে ঈমান সহকারে। এরা যদি আমলের বিচারে তাদের সমমর্যাদা সম্পন্ন নাও হয় তথাপি তাদেরকে তাদের সাথে একত্র করে দেয়া হবে। এটা হবে শহীদ ও সিদ্দীকগণের প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। অর্থাৎ তাদের আনন্দ ও পরিতুষ্টকে ষোলকলায় পরিপূর্ণ করার জন্য তাদের ঈমানদার বংশধরকে তাদের সাথে একত্র করে দেয়া হবে। আর এজন্য অগ্রবর্তীদের মর্যাদাকে খাটো বা নিম্নগামী করা হবে না; বরং পশ্চাদ্বর্তীদের মর্যাদা সমুন্নত করে দেয়া হবে। এ বিষয়ের ওপর আল্লাহ চাহেতো সূরা আত তূর-এর তাফসীরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

এ আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, কুরআন মজীদ অত্যন্ত অলংকার ভাষায় মুনাফিকদের দুরভিসন্ধিকে নস্যাত করে দিয়েছে। তারা সাধারণভাবে মুসলমানদের অন্তরে এবং বিশেষভাবে শহীদদের বংশধর ও তাদের পশ্চাদানুসারীদের ওপর মন্দ প্রভাব ছড়িয়ে দেবার জন্য ছিল কৃতসংকল্প।

আয়াত ঃ ১৭২-১৭৫

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا

مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۚ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ

فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ق وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ لا وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ○ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ص فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

উহুদের পরাজয়ের পরও নিষ্ঠাবানদের মনোবল অক্ষুণ্ন রইলো

ওপরে যে মু'মিনদের কথা উল্লিখিত হয়েছে اَلَّذِيْنَ বলে তাদেরই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হচ্ছে। এ বর্ধিত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা আয়াতের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ বস্তুবানুগ করে দিয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে যে নীতিগত কথা বলা হয়েছিল তার একটা নির্দিষ্ট বাস্তব দৃষ্টান্ত দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এ মহা পুরস্কারের যোগ্য তারাই বিবেচিত হবে যাদের সংকল্প ও ঈমানের অবস্থা এই যে, উহুদের পরাজয়ের আঘাত খাওয়ার পরও তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি। বরঞ্চ আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে একটি নয়া অভিযানের ডাক আসা মাত্রই তারা তৎক্ষণাত তাতে সাড়া দিল। ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে বিবৃত হয়েছে যে, উহুদে মুসলমানদের পরাজয়ের পর কুরাইশ বাহিনী তো প্রথম দিকে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু রওহা নামক স্থানে পৌঁছার পর আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গী-সাথীদের মনে এ অনুভূতি জাগ্রত হলো যে, এতো শীঘ্র তাদের ফিরে আসাটা যারপরনাই ভুল হয়েছে। একই সাথে মদীনার ব্যাপারটাও চুকিয়ে দিয়ে আসলে তবেই হতো কাজের কাজ। এটা ভেবে তারা আবার নতুনভাবে তাদের বাহিনীকে সংগঠিত করতে শুরু করলো। এদিকে মুসলমানদের সন্ত্রস্ত করার জন্য মুনাফিকদের মাধ্যমে এ গুজব রটিয়ে দিল যে, কুরাইশরা নতুন সাজ-সরঞ্জাম সহকারে মদীনার ওপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে মহানবী স.ও কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য মুসলমানদের প্রস্তুত হয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। এ বাহিনীতে কেবলমাত্র তাদেরকেই শামিল হওয়ার অনুমতি দেয়া হলো যারা প্রথম দিনের যুদ্ধে শরীক ছিল। এ সাবধানতা সম্ভবতঃ এজন্যই অবলম্বন করা হয়েছিল যাতে এ বাহিনী মুনাফিকদের সম্পৃক্ততা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র থাকতে পারে। সুতরাং মহানবী স. নিবেদিত প্রাণ একদল সঙ্গী নিয়ে আবু সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। তিনি সঙ্গীদের নিয়ে মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন। আবু সুফিয়ান যখন দেখলো, মুসলমানদের মনোবলে মোটেই ভাটা পড়েনি, তখন সে মত পরিবর্তন করল। আর এভাবেই মুসলমানরা লক্ষ্য হসিল করে কৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا ঃ এখানে اِحْسَان মানে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বস্ততা ও কর্তব্য পালনের হক সর্বোত্তম উপায়ে আদায় করা। আর تقوى মানে মুনাফিকীর

মালিন্য ও কদর্যতা থেকে বেঁচে থাকা। এ মর্যাদা এক অতি উচ্চতর মর্যাদা। আর এ মর্যাদা হাসিলের জন্য চেষ্টা-সাধনাকারীদের বিভিন্ন স্তর ও সোপান তাদের অভ্যন্তরীণ নিষ্ঠা এবং তাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড ও তৎপরতার বিচারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে।

বেগবান নদীতে বাঁধ দিলে তার গতি যায় বেড়ে

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ-الاية ঃ এতে উল্লেখিত মুহসিনদের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফিকরা যখন তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে দেয়ার জন্য এ গুজব রটিয়ে দিলো যে, কুরাইশরা নতুন সাজ-সরঞ্জাম সহকারে পুনরায় প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তখন এ সংবাদ তাদের মাঝে বিন্দুমাত্র ভীতি ও নৈরাশ্যের সঞ্চার করলো না। এটা বরং তাদের ঈমান ও সংকল্প বহুগুণে বেড়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। প্রকৃতির এটাই নিয়ম যে, যে কূপের পানির প্রবাহ বেশী বেগবান, তা থেকে যত পানিই নিষ্কাশন করা হোক না কেন, তার পানি অধিকতর বেগবান হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। অনুরূপ আগুনের শক্তি যদি হয় প্রচণ্ড তাহলে কাঁচা ও আর্দ্র লাকড়ীও তাতে নিক্ষেপ করলে আগুন ঐ জ্বালানীকেও নিজের খাদ্যে পরিণত করে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দৃঢ় সংকল্প ও ঈমানের অধিকারী যারা তাদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তাদেরকেও বাধা প্রতিবন্ধকতা দুর্বল করার পরিবর্তে আরো বেশী কৃতসংকল্প ও উচ্চ মনোবলের অধিকারী করে তোলে। প্রতিটি পরীক্ষা তাদের প্রচ্ছন্ন যোগ্যতাকে উচ্চকিত করে তোলে বহুমাত্রিকভাবে। আর প্রতিটি পরীক্ষা তাদের জন্য উন্মোচিত করে বিজয় ও সাফল্যের নব দিগন্ত। কবির ভাষায় ঃ

'যতই প্রতিরুদ্ধ হয় আমার সত্তা, ততই যেন তা হয়ে যায় বেগবান।'

وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ঃ এটা ঈমানের ঐ প্রবৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা যা উল্লিখিত হয়েছে فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا শব্দের মধ্যে। ঈমানদারদের সর্বময় শক্তি-ক্ষমতার উৎস ও ভাণ্ডার প্রকৃতপক্ষে এই حَسْبُنَا اللّٰهُ এরই আকীদা-বিশ্বাস। মু'মিনের ঈমান তো একথার ওপরই হয়ে থাকে যে, যাবতীয় শক্তি-ক্ষমতা এক লা-শরীক আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। তাই বান্দা যখন আল্লাহর নির্ধারিত কোনো ফরয আদায় করার জন্য স্বয়ং আল্লাহরই হুকুমে উত্থিত হয়, তখন কোনো শক্তি কিভাবে তাকে ভীত কম্পিত করতে পারে? সে সর্বোত্তম সত্তার হাতে বান্দা তার যাবতীয় ব্যাপার সোপর্দ করতে পারে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর সত্তা। সুতরাং আল্লাহকে যে নিজের কার্যনির্বাহক ও একান্ত আস্থাভাজন করে নিল তার জন্য ভয়-ভীতি ও নৈরাজ্যের অবকাশ আর থাকেই বা কি করে? কবির ভাষায় ঃ

সকল প্রভুত্বই যদি হয় বিরোধী আমার
তাতে দুঃখ কি আমার?
এক আল্লাহ যদি থাকেন পক্ষে আমার
তাই যথেষ্ট আমার।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ-الاية ঃ অর্থাৎ এই যে প্রচারণা ও ভীতিপ্রদর্শন এসবই ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। এভাবে সে তোমাদের ওপর তার নিজের, তার সঙ্গী-সাথী ও

www.pathagar.com

বন্ধুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তোমরা শয়তান ও তার চেলাদের ভয় করো না ; বরং কেবল আমাকেই ভয় কর—যদি তোমরা সত্যিকার মু'মিন হয়ে থাক। এটা স্পষ্ট যে, এখানে শয়তান ও তার বন্ধু-বান্ধব দ্বারা কুরাইশ ও তাদের সঙ্গী- সাথীদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদেরকে যে ভয় করতে নিষেধ করা হয়েছে—এটা দ্বারা ঐ ভয়কে বুঝানো হয়েছে যা মুনাফিকরা প্রদর্শন করছিল। অর্থাৎ তারা এ ভয় দেখাচ্ছিল যে, তাদের ভয়ে যেন আল্লাহর দীনের বিধি-বিধান ও দাবী-দাওয়া পরিত্যাগ করা হয়।

আয়াত ঃ ১৭৬-১৭৯

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

অনুগ্রহ প্রকাশক আয়াত

এ আয়াতগুলো পয়গাম্বর স. ও মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ ও সহানুভূতি সূচক বক্তব্য সম্বলিত। উহুদের পরাজয়ের পর—ওপরের আয়াতগুলো দ্বারা যেমন স্পষ্ট হয়েছে আর সূরার ভূমিকাতেও আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি—যারা মুনাফিকী নিয়ে ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছিল অথবা প্রকাশ্যেই কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করেছিল কিংবা তাতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রাথমিক ভিত মযবুত করার কাজে লেগে গিয়েছিল—তারা তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা এ অসার কল্পনা ও আশা নিয়ে বসেছিল যে, কুরাইশদের সহায়তা করে এ দীনকে পরাস্ত করা সম্ভব। সুতরাং তাদের সার্বিক তৎপরতা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ এবং কুফরী ও কাফিরদের সহায়তার জন্য নিবেদিত হলো। এরূপ এক পরিস্থিতিতেই এরশাদ হয়েছে যে, দেখ, এতে বিন্দুমাত্র পেরেশান ও উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। এদের এসব কুফরী তৎপরতা আল্লাহ ও তার দীনের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। যারা ঈমানের ওপর কুফরীকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে আল্লাহও তাদের জন্য এটাই চান যে, আখেরাতে তাদের অংশ হোক স্রেফ মর্মন্তুদ শাস্তি। এদের এ শত্রুতামূলক তৎপরতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে যে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, এ অবকাশকে

www.pathagar.com

তারা মনে করে তাদের কামিয়াবী। অথচ এটা তাদের কামিয়াবী নয়। বরং আল্লাহ চাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ যেন সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাদের গোনাহর পাল্লা যেন ভালভাবে পূর্ণ হয়ে যায়। যাতে করে তাদের তরী ডুবতে শুরু করলে তার পুনরুত্থান যেন তাদের নসীব না হয়। এ অবকাশের পর তাদের বরাতে রয়েছে শুধুই লাঞ্ছনাকর শাস্তি। এমন শাস্তি যার পর তাদের প্রতি থাকবে না কারো কিছুমাত্র সহানুভূতি ; বরং থাকবে শুধু দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা ও অবমাননা।

উহুদের ঘটনার কল্যাণকর দিক

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ-الاية : উহুদের উক্ত পরীক্ষার মধ্যে ঈমানদারদের জন্য যে কল্যাণকর দিক নিহিত ছিল এখানে তার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে এ যাবত মুসলমানদের দল ছিল কাঁচা-পাকা, পাক-নাপাক এবং নিষ্ঠাবান ও মুনাফিক—সর্বপ্রকার লোকদের সমষ্টি—এটা মহান আল্লাহর হেকমাতের পরিপন্থী ছিল যে, যে দলটি হবে সারা দুনিয়ার কল্যাণ ও সফলতার উপায় ও মাধ্যম সেটিই এরূপ ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণে জগাখিচুড়ী হয়ে থাকবে। তাই তিনি চাইলেন তার দূষিত উপাদান তার থেকে পৃথক করে দিতে। যাতে নিষ্ঠাবান ঈমানদাররা সামনের কাতারে উঠে আসতে পারে এবং নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে যথাযোগ্য ভূমিকা ও অবদান রাখতে পারে। তার জন্য একটা পদ্ধতি তো এটা ছিল যে, মুসলমানদের সকলকেই গায়েবের তথা অদৃশ্যের জ্ঞান দেয়া হবে। যেন তারা নিজেরাই বুঝতে পারে, কে তাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান আর কে মুনাফিক ? কিন্তু গায়েবের সকল রহস্যাবলীর ওপর প্রত্যেককে ওয়াকিফহাল করে দেয়াটা ছিল আল্লাহর শাশ্বত নীতির পরিপন্থী। গায়েবের বিষয়াদির জন্য তো তিনি তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নেন। অতপর তাঁকে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ থেকে যেটি সম্পর্কে ইচ্ছা করেন তাঁকে অবহিত করেন। গায়েব সম্পর্কে জানাবার অপর পদ্ধতিটি ছিল, তাদের জামাআতকে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন করে দেয়া। আর পরীক্ষাটাও হবে এমন যা স্পষ্টভাবে খাঁটি ও ভেজাল এবং মুখলিস ও মুনাফিকদের বাছাই করে পৃথক করে দেবে। এটাই ছিল আল্লাহর সুন্নত তথা স্থায়ী নীতির অনুরূপ পন্থা। বলাবাহুল্য, উহুদের ঘটনার আকারে এ পরীক্ষাই এসে গেলো তাদের সামনে। আর এ পরীক্ষা সম্পূর্ণ বিভাজন করে দিলো তাদের মধ্যেকার খাঁটি ও কৃত্রিমদের।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ-الاية : এটা হচ্ছে তাকিদ। পরীক্ষার বরকত থেকে পুরোপুরি ফায়দা ওঠাবার এবং ঈমান ও তাকওয়ার যাবতীয় দাবী পূর্ণ করণে লেগে থাকার। যাতে করে এ পবিত্রকরণ করার পর নিফাকের ব্যধি পুনর্বার জামাআতের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হবার সুযোগ না পায়। ঈমান ও ঈমানের দাবী পূরণ করার এ নির্দেশ ছিল পূর্ণাঙ্গরূপে করারই নির্দেশ। আর তারই জন্য রয়েছে পরিশেষে মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি।

আয়াত : ১৮০-১৮২

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ

www.pathagar.com

لَهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ○ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ○

ইনফাকের ক্ষেত্রে মুনাফিকদের দুর্বলতা

মুনাফিকরা তাদের জানের বেলায় যেমন চোর সদৃশ্য ঠিক তদ্রূপ তাদের মালের বেলায়ও তস্কর সমতুল্য। তাই তাদের এ দুর্বলতার ব্যাপারেও সতর্কী করা হয়েছে, যেন মুসলমানরা এ ব্যধি থেকে হুশিয়ার থাকে। বলা হয়েছে এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, আল্লাহই তাদেরকে দিয়েছেন ধন-সম্পদ। আর তাদের বিশেষ কোনো অধিকারের ভিত্তিতে নয় ; বরং নিছক আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে এ সম্পদ দান করেছেন। তারপরও যারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে, তারা যেন এটা মনে না করে যে, তারা তাদের ভবিষ্যতের কল্যাণার্থে বড় কোনো অবদান রাখছে। আল্লাহর হক আদায় করা থেকে আত্মগোপন করে করে যে সম্পদের পাহাড় স্তুপীকৃত করা হচ্ছে কিয়ামতের দিন এ সম্পদই হবে তাদের গলার বেড়ি ও জগদ্দল শৃঙ্খল। স্বর্ণের যে মনিহার আজ সৌন্দর্য ও গর্বের ধন হয়ে শোভা পাচ্ছে তা-ই সেদিন পরিবর্তিত হয়ে যাবে বিষধর সাপ ও বড় বড় অজগর।

আরো বলা হয়েছে আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার ও সার্বভৌমত্ব অবশেষে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। যার যা রয়েছে তাতো আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রদত্ত হয়েছে। পুনর্বার এসব কিছু তাঁরই নিকট ফিরে যাবে। এ সকল বস্তু সম্ভার আল্লাহ আমাদেরকে আমানত হিসেবেই প্রদান করেছেন ; আর এদ্বারা আমাদের পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। তিনি অত্যন্ত ভালভাবেই অবহিত আছেন যে, তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতরাজি কিভাবে আমরা ভোগ ব্যবহার করেছিলাম তিনি তাঁর শাশ্বত জ্ঞানের আলোকেই পুরস্কার ও শাস্তি বিধান কার্যকর করবেন।

আল্লাহর সাথে মুনাফিকদের বিদ্রূপ

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا-الاية : এখানে মুনাফিকদের সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কুরআন আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার যে দাওয়াত দিয়েছে মুনাফিকরা তাদের মজলিস ও বৈঠকাদিতে তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। তারই জন্য এ ভীতি প্রদর্শন। আল্লাহ যখন বলেন, কে এমন আছে যে, আল্লাহকে উত্তম কর্জ দেবে ?— তখন মুনাফিকরা তার সাথে এ মন্তব্য জুড়ে দেয় যে, ইদানিং আল্লাহ মিঞা বড়ই গরীব হয়ে গিয়েছেন আর আমরা তাঁর অপেক্ষা ধনী। তাই তো তিনি আমাদের কাছে কর্জ চাইতে বাধ্য হয়েছেন। এসব মুনাফিকদের অধিকাংশই ছিল ইহুদীদের মধ্য থেকে

www.pathagar.com

আগত। এ কারণে আল্লাহর সাথে বিদ্রূপ করার দিক থেকেও তারা ইহুদীদের সাথে পূর্ণ সাযুজ্য রক্ষা করেছে। আমরা সামনে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ ; সূরা আল মায়েদায় ইহুদীদের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে–يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ তাও অবিকল এরই সমগোত্রীয়। সে যাক, এরাও কুরআনের উপরোক্ত ইনফাকের দাওয়াতের ব্যাপারে বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে বলতো, আজকাল মুসলমানদের আল্লাহ মিঞার হাতে বেজায় টান পড়ে গিয়েছে। তাই তিনি বান্দার কাছে কর্জ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا –"এরা যা কিছু বলেছে আমি তা টুকে রাখবো।"

অলংকার শাস্ত্রের একটি সূক্ষ্ম দিক

অলংকার শাস্ত্রের বোদ্ধা যারা তারাই অনুমান করতে পারবেন কি পরিমাণ ক্রোধ ও উষ্মা নিহিত আছে এ দুটি শব্দের মাঝে। বস্তুত আমাদের ন্যায় অক্ষম অথর্বদের কলমে দফতর কে দফতর লিখেও তার ব্যাখ্যা তুলে ধরা সম্ভব নয়। অতপর এর চেয়েও অলংকার সমৃদ্ধ বিষয় হলো, এরই ওপর عطف করা হয়েছে– وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاۤءَ بِغَيْرِ حَقٍّ -কে অর্থাৎ তাদের অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করার বিষয়টিও আমি লিখে রাখবো। এটা তো স্পষ্ট যে, নবীদের হত্যা করার এ অপরাধ ইহুদীদেরই অপরাধ। মুনাফিকদের একটি বক্তব্য ও ইহুদীদের একটি দুষ্কর্মকে একই সমতলে গণ্য করা ও উভয়ের জন্য একই ضمير বা অব্যয় ব্যবহার করা এখানে দুটি বিষয়ের প্রমাণ বহন করে। একটি হলো, এহেন গুরুতর কথা বলে এ মুনাফিকরা ইহুদীদের ঐ ভ্রাতৃবন্ধনেই শামিল হলো, যা থেকে বেরিয়ে এসে এরা ইসলামে দাখিল হওয়ার ভড়ং দেখিয়ে আসছিল। অপরটি হলো, মুনাফিকদের এ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ইহুদীদের এ দুষ্কর্ম—উভয়টিই এহেন গুরুতর অপরাধ যে, আল্লাহ তা ভুলে যেতে পারেন না। বরং তিনিও একদিন তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন ঃ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ। –"তোমরা আল্লাহর এ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করো।" বলাবাহুল্য তাদের ওপর যা কিছু আযাব ও শাস্তি হবে, তা হবে তাদের আমল ও ক্রিয়াকলাপেরই সাক্ষাত পরিণাম ও ফলশ্রুতি। এতো সবার জানা, মহান আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করেন না।

আয়াত ঃ ১৮৩-১৮৬

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ط قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ

اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝ لَتُبْلَوُنَّ فِىْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ قف وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

কথা যখন মুনাফিকদের আলোচনা থেকে ইহুদীদের আলোচনায় গড়ালো তখন তাদের আরেকটি অপকর্মের উদ্বৃতি টানা হলো ; এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা খণ্ডনও করা হয়। একই সাথে পয়গাম্বর স. ও মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়। বলা হয় যে, এক্ষণে তোমাদেরকে এভাবেই আহলে কিতাব ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে দেখতে ও শুনতে হবে অনেক অনেক মর্মবিদারী কথাবার্তা। এটা তোমাদের ধৈর্য, মনোবল ও সংকল্পের পরীক্ষা বৈ নয়।

ইহুদীদের একটি কুকীর্তি

এখানে ইহুদীদের যে কুকীর্তির উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে তাহলো, তারা মুসলমানদের মুখ বন্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বলতো আমাদেরকে তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। আলৌকিক কিছু না দেখানো পর্যন্ত কারো রিসালাতের দাবীকে মেনে নিতে বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদেরকে বলা হয়েছে আমরা যেন কাউকে রাসূল হিসেবে স্বীকার না করি যতক্ষণ পর্যন্ত না তার পক্ষ থেকে এ মুজিযা প্রকাশ পাবে যে, তিনি এমন কুরবানি উপস্থিত করবেন যাকে কবুল হওয়ার নিদর্শন হিসেবে আসমান থেকে আগুন এসে গ্রাস করে নেবে। ইহুদীরা নিছক দুষ্টামী ও ঔদ্ধত্য প্রকাশের জন্যই এসব বলতো, তাওরাতে কোনো কোনো নবীর পক্ষ থেকে এ মুজিযা প্রকাশিত হওয়ার বিষয় উল্লেখিত আছে। যেমন, ১ রাজাবলী ১৮ ঃ ৩৭-৩৮ এতে ইলিয়াস নবী সম্পর্কে এবং ২ বংশাবলী ৭ ঃ ১ এতে হযরত সুলায়মান আ. সম্পর্কে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু একথা কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, এ মুজিযা নবুওয়াতের অনিবার্য অনুসঙ্গ বা তার অপরিহার্য শর্তাবলীর অন্তর্গত। কোথাও এটা বলা হয়নি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নবী এ মুজিযা প্রদর্শন না করবেন তার নবুওয়াত গ্রাহ্য নয়। বিশেষ করে শেষ নবী সম্পর্কে তাদের গ্রন্থাবলীতে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা এ জাতীয় কষ্ট-কল্পনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ অজুহাত ইহুদীরা—যেমন আমরা ওপরে বলেছি—নিছক নষ্টাচার ও ঔদ্ধত্য বশতই আবিষ্কার করেছিল। তাই কুরআন তাদের বিবেককে লক্ষ্য করে জবাব দিয়েছে যে, তাদেরকে বলে দিন আমার পূর্বে এমন অনেক রাসূলই এসেছেন, যারা এসেছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ; ঐ মুজিযাও তারা দেখিয়েছেন যার আব্দার তোমরা করেছো। কিন্তু তবু তোমরা তাদের কেন হত্যা করেছিলে ? তোমাদের এ কীর্তি একথারই সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, তোমরা তোমাদের এ দাবীতে মিথ্যেবাদী। সত্যি বলতে কি, তোমাদেরকে যদি এ মুজিযাও দেখিয়ে দেয়া হয় তথাপি তোমরা তোমাদের হঠকারিতা ও একগুয়েমীতে অটল থাকবে এবং ঈমান না আনার অন্য কোনো অজুহাত তালাশ করবে।

www.pathagar.com

নবী স.-এর প্রতি সহানুভূতি

এরপর পয়গম্বর স.-কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা যদি আপনাকে মিথ্যুক বলে তাতে আপনি দুঃখ করবেন না। তাদের এহেন আচরণ আপনার কোনো ত্রুটির জন্য নয় ; এজন্যও নয় যে, আপনি তাদের অভিপ্রায় মোতাবেক মুজিযা দেখাচ্ছেন না। বরং তার একমাত্র কারণ এই যে, আসলে তারা আপনার প্রতি ঈমান আনারই পক্ষপাতী নয়, দেখুন এ আচরণ শুধু আপনার সাথেই করা হয়নি। আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যুক বলা হয়েছিল। তারা শূন্য হাতে আসেননি ; তারাও আগমন করেছিলেন মুজিযা এবং অনেক অনেক সহীফা ও উজ্জ্বল দীপ্তময় কিতাব সহকারে।

এখানে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে بينات، زبر، كتاب منير ;

بَيِّنَاتِ শব্দের অর্থ

بينات শব্দের অর্থ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। এ শব্দটি ايات-এর صفت হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। কুরআনের যেখানে এ শব্দটি موصوف ছাড়া এককভাবে ব্যবহার হয়েছে সেখানে তা দুটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। স্পষ্ট ও অকাট্য দলীল-প্রমাণের অর্থে অথবা ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য মুজিযার অর্থে।

زُبُرٌ শব্দের অর্থ

زبر শব্দটি زبور শব্দের বহুবচন। এর অর্থ টুকরো, অংশ, কর্তিত বা বিচ্ছিন্ন অংশ এবং সহীফা , مزامير داؤد বা দাঊদ আ.-এর ওপর নাযিলকৃত যবুর কিতাবের জন্য এর ব্যবহার প্রসিদ্ধ। এখানে এর অর্থ নবীদের ঐসব সহীফা যা তাওরাতের সমন্বিত গ্রন্থে শামিল রয়েছে।

كتاب منير এর অর্থ

كتاب منير দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাওরাতকে। কুরআনের পূর্বে নাযিলকৃত সমুদয় জিনিসের মধ্যে একমাত্র তাওরাতকেই এ অভিধায় অভিহিত করা যেতে পারে।

একই সাথে সতর্কীকরণ ও সান্ত্বনা প্রদান

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ الاية ঃ এতে একই সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভীতি প্রদর্শন ও সান্ত্বনা প্রদান এ উভয় দিক। মুনাফিক ও বিদ্বেষ পরায়ণদের জন্য এতে রয়েছে সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন। আর মুমিনদের জন্য রয়েছে সান্ত্বনার বার্তা। অর্থাৎ তোমাদের ও তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের সবাইকেই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করে অবশেষে পৌঁছতে হবে আল্লাহরই দরবারে। সেখানে কিয়ামতের দিন তাদেরকে পূর্ণমাত্রায়—প্রদান করা হবে তাদের বদলা। সেদিন প্রতিযোগিতায় প্রকৃতপক্ষে তারাই জিতবে যারা জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে এবং জান্নাতে দাখিল হবে। দুনিয়া এবং দুনিয়ার এ জাঁকজমক ও চাকচিক্য নিছক মরীচিকার মতো ক্ষণস্থায়ী দ্যুতি ও দীপ্তি বৈ নয়। চরম দুর্ভাগ্য ঐ ব্যক্তির জন্য যে পৃথিবীর এ মায়া মরীচিকার পেছনে পড়ে আখেরাতকে বরবাদ করে দেয়।

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকে সবর ও তাকওয়ার প্রশিক্ষণ

لَتُبْلَوُنَّ فِىْ اَمْوَالِكُمْ-الاية ঃ শত্রুদের সার্বিক অপতৎপরতার মুখে ধৈর্য এবং তাকওয়া এ আল্লাহভীতির ওপর অটল থাকার শিক্ষা দেয়া হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে তোমাদের জীবন ও সম্পদের ওপরও আসবে অনেক পরীক্ষা। তাদের পক্ষ থেকে শুনতে হবে তোমাদের মর্মবিদারী অনেক কথাবার্তা। এটা মূলত তোমাদের সবর ও তাকওয়ার পরীক্ষা। এসব পরীক্ষা সত্ত্বেও তোমরা যদি তোমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে অবিচল থাকতে পার এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পার, তাহলেই অর্জিত হবে তোমাদের দৃঢ়তার সে উচ্চতর মর্যাদা। আর মর্যাদার এ আসনই হচ্ছে দৃঢ়তা ও সংকল্পের মূর্ত প্রতীক আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাদের উৎসর্গীকৃতপ্রাণ অনুসারীদের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর এটাই হচ্ছে এ পথে কামিয়াবী ও সফলতার চাবিকাঠি।

আয়াত ঃ ১৮৭-১৮৯

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ز فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ○ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

আহলে কিতাবের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ সতর্কবাণী

এ সূরায় আহলে কিতাবের উদ্দেশ্যে এটি হচ্ছে সর্বশেষ সতর্কবাণী। বলা হয়েছে, নিজেদের মনগড়া অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উদ্ধৃতি দিয়ে হকের বিরোধিতার ব্যাপারে তো এরা বড়ই সক্রিয় ও ওস্তাদ। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছিলেন এক কিতাব। অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তোমরা এ কিতাবকে প্রকাশ করে দেবে। হেদায়াত করেছিলেন এটিকে তোমরা গোপন করবে না। আল্লাহর আসল অঙ্গীকারকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। দুনিয়ার তুচ্ছ ফায়দার বিনিময়ে তারা ভঙ্গ করেছে এ প্রতিশ্রুতি।

তাওরাত ও ইনজীলে কিতাব প্রকাশ করার তাকিদ

তাওরাত ও ইনজীল উভয় গ্রন্থেই ভিন্ন ভিন্ন আকার ও প্রকারে এ প্রতিশ্রুতির উদ্ধৃতি এসেছে। সংক্ষেপ করণার্থে আমরা মাত্র দুটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি।

দ্বিতীয় বিবরণ অধ্যায়ে রয়েছে ঃ

“অতএব তোমরা আমার এই সকল বাক্য আপন আপন হৃদয়ে ও প্রাণে রাখিও, এবং চিহ্নরূপে আপন আপন হস্তে বাঁধিয়া রাখিও এবং সে সকল ভূষণরূপে তোমাদের

দুই চক্ষুর মধ্যে থাকিবে। আর তোমরা গৃহে উপবেশন ও পথে গমন কালে এবং শয়ন ও গাত্রোত্থান কালে ঐ সকল কথার প্রসঙ্গ করিয়া আপন আপন সন্তানদিগকে শিক্ষা দিও। আর তুমি আপন গৃহ-দ্বারের পার্শ্বকাষ্ঠে ও আপন দ্বারে তাহা লিখিয়া রাখিও। তাহাতে সদাপ্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে ভূমি দিতে দিব্য করিয়াছেন, সেই ভূমিতে তোমাদের আয়ুঃ ও তোমাদের সন্তানদের আয়ুঃ ভূমণ্ডলের উপরে আকাশ-মণ্ডলের আয়ুর ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে।"–১৮ ঃ ১৮-২১

ভাষ্যটির প্রতি লক্ষ্য করুন। যে কিতাবকে প্রকাশ করার জন্য এহেন স্পষ্ট ভাষায় ইহুদীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল তাকে তারা শুধু বেমালুম ভুলেই যায়নি ; বরঞ্চ তাতে তারা বিকৃতি সাধন করে তার তত্ত্ব ও তথ্যকেও সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। অনুরূপভাবে ইনজীলেও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভঙ্গীতে এ হেদায়াত মওজুদ রয়েছে, বিশেষ করে এ ভাষ্যটি তো রীতিমত স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য ঃ

"আমি যাহা তোমাদিগকে অন্ধকারে বলি, তাহা তোমরা আলোতে বলিও ; এবং যাহা কাণে কাণে শুন, তাহা ছাদের উপরে প্রচার করিও।"–মথি ১০ ঃ ২৭

বলা হয়েছে, এসব যাদের কীর্তি-কর্ম যারা তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের খাতিরে এহেন ঔদ্ধত্যের সাথে শরীআত বিক্রি করেছে, এরা নিজেদের এসব ক্রিয়া কলাপের ওপর সন্তুষ্টও বটে। যে কাজ তারা করেনি তার জন্য কৃতিত্ব হাসিল করতে ও প্রশংসা পেতেও তারা পসন্দ করে। বলা হয়েছে, তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ মনে করো না। দুনিয়াতেও তারা আযাবের ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবেষ্টিত আর আখেরাতেও রয়েছে তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

مَفَازَةٍ শব্দের অর্থ নাজাত ও আশ্রয়ের স্থান। আর وَيُحِبُّونَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا -এর অর্থ ও তাৎপর্য হলো, মহান আল্লাহ আহলে কিতাবের প্রতি একটি কিতাব নাযিল করে তা প্রকাশ ও প্রচার করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তাদের ওপর। তাদেরকে আরো দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেবার। তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন উক্ত কিতাবকে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, তারা এ ওয়াদা-অঙ্গীকারের কোনো ভগ্নাংশও পূর্ণ করেনি। বরং তার বিপরীত তারা তা গোপন ও বিকৃত করার ষড়যন্ত্র করেছে এবং নিজেদের পার্থিব স্বার্থের জন্য অত্যন্ত তুচ্ছ মূল্যে তা বিক্রি করেছে। এতসব করার পরও তাদের আকাঙ্ক্ষা হলো, তাদেরকে যেন কিতাবের ধারক-বাহক মনে করা হয়। তাদেরকেই যেন আল্লাহর মনোনীত উম্মত হিসেবেগ্রহণ করে নেয়া হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তাদেরকেই যেন আল্লাহর যাবতীয় অনুগ্রহ ও পুরস্কার এবং তাঁর সকল দয়া ও ইহসানের হকদার স্বীকার করে নেয়া হয়। আহলে কিতাবের রয়েছে এমনি ধরনের মনোরম স্বপ্ন ও আকাশ কুসুম কল্পনা। সূরা বাকারায় তাদের এ কল্পনার বিলাসকেই ব্যক্ত করা হয়েছে اَمَانِىَّ বা নিষ্ফল আশা-আকাঙ্ক্ষা বলে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ الاية ঃ এটা হচ্ছে উপরোক্ত আয়াতেই বর্ণিত সতর্কবাণীরই সত্যায়ন ও অনুমোদন। অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। তাতে অন্য কারো ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও প্রভাব প্রতিপত্তির বিন্দুমাত্র দখল নেই। যারা আল্লাহর

অবাধ্যতা ও নাফরমানী করে চলেছে তারা সর্বদা আল্লাহ্‌রই আয়ত্ত্বাধীনে রয়েছে এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৯. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৯০-২০০ আয়াত

এ আয়াত সমষ্টি সূরার পরিশিষ্ট তুল্য। পরস্পর তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে সূরা আল বাকারার পরিশিষ্টের সাথে এ পরিশিষ্টের অনেকটাই সাদৃশ্য বিদ্যমান। বিশেষ করে এখানে যে দোয়া রয়েছে তাতো সূরা আল বাকারায় যে দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে তারই অবিকল প্রতিচিত্র বৈ নয়।

এ পরিশিষ্ট প্রথমেই ঐ বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর অসীম কুদরত ও হিকমাতের কথাই যদি ধরা হয় তবে তো আসমান ও যমীনের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা রয়েছে পরিব্যপ্ত। নবী স.-এর দাওয়াতের ওপর ঈমান আনার জন্য প্রকৃত ব্যাপার এটা নয় যে, তিনি এমন কোনো জলজ্যান্ত কুরবানি পেশ করবেন যা গ্রাস করার জন্য আসমান থেকে নেমে আসবে আগুন। বরং তার জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে যা প্রয়োজন তাহলো, শ্রবণ শক্তিকে উন্মুক্ত করা, আসমান ও যমীনের মাঝে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অসীম কুদরতের বিস্ময়কর লীলা-খেলা দেখার জন্য মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে প্রসারিত করা এবং বিশ্ব-কারখানার রহস্য ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও বোধশক্তিকে কাজে লাগানো।

এরপর বলা হয়েছে, যাদের অন্তকরণ সচেতন ও জাগ্রত, যারা ওঠা-বসায়, শয়নে-জাগরণে আল্লাহকে স্মরণ রাখে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে, তারা স্বভাবতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এ পৃথিবী কোনো অন্ধকার নগরী নয়, যার নির্মাণকর্তা এটিকে এমনিতেই উদ্দেশ্যহীনভাবে নির্মাণ করে ফেলে গেছেন এবং লাগামহীন উটরূপে ছেড়ে দিয়েছেন। বরং এর সৃষ্টির পেছনে রয়েছে অবশ্যই কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং রয়েছে পুরস্কার ও শাস্তি। সুতরাং তারা আল্লাহর সমীপে দোয়া করতে থাকে, তিনি যেন তাদেরকে কর্মফলের শাস্তি থেকে হিফাযত করেন।

অতপর বলা হয়েছে, এ ধরনের সচেতন বিবেক ও জাগ্রত অন্তকরণের অধিকারী লোকেরা মুজিযা ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে না। তাদের কর্ণকুহরে যখন হকের দাওয়াত পৌঁছে যায়, তখন তার সত্যতা যাচাই করার জন্য কষ্টিপাথর স্বয়ং তাদের বিবেক ও অন্তকরণের মাঝেই বর্তমান থাকে। উক্ত মানদণ্ডে যাচাই করে তারা নিজেরাই তার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করে নিতে পারে। তাদের জন্য পয়গাম্বরের দাওয়াত ও তাঁর সত্তাই সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা।

এরপর ঐসব লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা ছিলেন সে যুগে এসব গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক। উল্লেখ করা হয়েছে তাদের জীবনবাজি এবং ত্যাগ ও কুরবানীর পরাকাষ্ঠা হকের দাওয়াত দিতে গিয়ে যারা নজরানা পেশ করেছিলেন তাঁরা। তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট যে মহা পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে, তারই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে আয়াতের শেষে।

www.pathagar.com

পরের কয়েকটি আয়াতে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আজ যারা হকের বিরোধিতায় আদাজল খেয়ে নেমেছে তারা যেন কোনো প্রকার ভুল ধারণায় নিমজ্জিত না থাকে। তাদেরকে যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই দেয়া হয়েছে এবং এতেও রয়েছে অনেক গূঢ় রহস্য। এ অবকাশ একান্তই কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী, অতি সত্বরই যার পরিসমাপ্তি ঘটবে। পরিণামে কামিয়াবী ও সফলতা মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্যই অবধারিত।

পরিশেষে আহলে কিতাবের ঐ দলের প্রশংসা করা হয়েছে যারা বিদ্বেষ পরায়ণ বিরোধিদের মুকাবিলায় হকের ওপর কায়েম রয়েছে ; আর এরাই পয়গাম্বর স.-এর ওপর ঈমান আনার যোগ্যতা ও সৌভাগ্য লাভ করেছে। বলা হয়েছে এরাই পাবে আল্লাহর নিকট তাদের অবিচলতা ও সত্য সাধনার যথাযোগ্য পুরস্কার।

সবশেষে মুসলমানদেরকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে। হেদায়াত দেয়া হয়েছে এমন কিছু বিষয় মেনে চলার যা সর্বশেষ উম্মত হিসেবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য জরুরী ও অপরিহার্য।

এরই আলোকে তেলাওয়াত করুন পরবর্তী আয়াতগুলো :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ
سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ
أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا
يُّنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى
رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾ فَاسْتَجَابَ
لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي

www.pathagar.com

سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ
الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ
ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ
وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

১৯০. *নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃজন এবং রাত ও দিনের আবর্তনে রয়েছে অনেক নিদর্শন জ্ঞানবানদের জন্য। ১৯১. যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে আর দোয়া করে এই বলে ঃ হে আমাদের রব! তুমি এসবকে উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করোনি। নিরর্থক কাজ থেকে তুমি পবিত্র। অতএব তুমি আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। ১৯২. হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই তুমি যাকে জাহান্নামে দাখিল করবে তাকে তো লাঞ্ছিত করবে। আর যালিমদের জন্য তো কোনোই সাহায্যকারী নেই। ১৯৩. হে আমাদের পরোয়ারদেগার! নিশ্চয় আমরা শুনেছি এক আহ্বানকারীকে ঈমান আনার জন্য আহ্বান করতে ঃ "তোমরা ঈমান আনো তোমাদের রবের প্রতি।" তদানুসারে আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! তুমি মাফ করে দাও আমাদের গোনাহগুলো এবং দূরীভূত করে দাও আমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ আর আমাদের মৃত্যু দাও সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে। ১৯৪. হে আমাদের রব! তুমি আমাদের দাও, যা তোমার রাসূলদের*

www.pathagar.com

জবানীতে আমাদের দেবার ওয়াদা করেছো এবং লাঞ্ছিত করো না আমাদের কিয়ামতের দিন। তুমি তো কখনো ওয়াদা খেলাফ করো না।

১৯৫. তারপর তাদের রব তাদের দোয়া কবুল করে বললেন, আমি বিনষ্ট করি না তোমাদের মধ্যে কোনো কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম, তা সে হোক পুরুষ কিংবা নারী। তোমরা একে অন্যের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে। আমি তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো অবশ্যই দূরীভূত করবো। এবং অবশ্যই তাদের দাখিল করবো জান্নাতে ; যার পাদদেশে প্রবহমান রয়েছে নদী ও নির্ঝর। এই হলো পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

১৯৬. দেশময় কাফিরদের অবাধ বিচরণ আপনাকে যেন কিছুতেই বিভ্রান্ত না করে। ১৯৭. এতো গুটিকয় দিনের ভোগ-বিলাস মাত্র। তারপর তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! ১৯৮. কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ; যার পাদদেশে প্রবহমান রয়েছে নদী-নির্ঝর সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। এই হবে তাদের জন্য প্রাথমিক আপ্যায়ণ আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তাঁর নেক্কার বান্দাদের জন্য তা সর্বোৎকৃষ্ট।

১৯৯. আর আহলে কিতাবের মধ্যে অবশ্য এমন লোকও আছে যারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, যা তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তার প্রতিও আল্লাহর কাছে বিনয়াবনত অবস্থায়। তারা আল্লাহর আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না। তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে তাদের পুরস্কার। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব সম্পন্নকারী।

২০০. হে ঈমানদাররা! তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা করো এবং মুকাবিলার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকো; আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

৪০. শব্দার্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের তাফসীর

আয়াত ঃ ১৯০-১৯২

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

www.pathagar.com

বিচক্ষণদের দৃষ্টিশক্তি

ওপরে নবী স.-কে প্রত্যাখ্যান করার জন্য খোঁড়া যুক্তির অবতারণাকারী দুনিয়া প্রেমে অন্ধদের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষণে ঐসব দূরদৃষ্টির অধিকারীদের কথা আলোচিত হচ্ছে যারা আল্লাহকে সদা সর্বত্র স্মরণ রাখে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণায় সর্বদা নিয়োজিত থাকে। বলা হয়েছে এ যিকির ও ফিকির স্বতঃই তাদেরকে এ চূড়ান্ত উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয় যে, এ বিরাট বিশ্ব কারখানা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না। আর যখন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না তখন এটা অপরিহার্য যে, এ বিশ্ব-জগত তার চলমান ও প্রকাশমান অবস্থার ওপরই নিশেষিত হয়ে যেতে পারে না। বরং এটা অবশ্যই অনিবার্য যে, এমন একদিন আসবে যেদিন নেক্কার ও গোনাহগার উভয়ই তার নিজ নিজ কর্মের বদলা পাবে এবং দুনিয়ার সৃষ্টির পেছনে যে মহান হেকমাত নিহিত রয়েছে তা প্রকাশ পাবে।

বিশ্বজাগতিক দর্শন

আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তন বিবর্তনের মাঝে যেসব নিদর্শনাবলী বিদ্যমান এখানে তার প্রতি স্রেফ চুম্বক ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে মাত্র। তার বিস্তারিত বিবরণ ছড়িয়ে আছে সমগ্র কুরআন মজীদে। কুরআন অত্যন্ত বিশদভাবে বহু বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য ভঙ্গীতে আফাক তথা আকাশ ও যমীনের নিদর্শনাবলীকে দেদীপ্যমান করে তুলে ধরেছে। আর এসবই সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এ বিশ্ব-জগতের পেছনে বর্তমান রয়েছে এক মহাশক্তিধর সত্তা। শুধু তাই নয়, তার সাথে রয়েছে বিরাট হেকমাত তথা প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা, তিনি শুধু অসীম শক্তির আধারই নন বরং সীমা-পরিসীমাহীন দয়া ও রহমতেরও ভাণ্ডার। এ মহাবিশ্বে শুধু আধিক্য ও প্রাচুর্যই বর্তমান নেই ; বরং এ প্রাচুর্যের মাঝেই রয়েছে এক অসাধারণ বিস্ময়কর সাদৃশ্য ও ভারসাম্য। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি হওয়া আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া কোনো ব্যাপার নয় ; নয় কোনো খেলোয়াড়ের খেল-তামাশা মাত্র। বরং এ মহাবিশ্ব নির্মিত হয়েছে মহাশক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়, মহা পরাক্রান্ত ও ক্ষমাপরায়ণ এবং সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ এক মহাসত্তা কর্তৃক। এ কারণেই এটা প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত যে, ভাল-মন্দ ও সৎ-অসৎ-এর মাঝে পার্থক্য ও বিভাজন ব্যতিরেকে এমনি চলতে থাকবে ও এমনি নিঃশেষ হয়ে যাবে এ জগত। তাই যদি হবে, তবে তো তার মানে দাঁড়ায় এই যে, এর নেই কোনো সৃজনকর্তা ও শাসনকর্তা। এ বিশ্ব আপনা থেকেই হঠাৎ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে এবং এভাবেই চলতে থাকবে অথবা (নাউযুবিল্লাহ) এর সৃজনকর্তা কোনো খেলোয়াড় জনোচিত সত্তা মাত্র ; যিনি কাউকে ধনী, কাউকে গরীব এবং কাউকে যালিম ও কাউকে মযলুম বানিয়ে তামাশা দেখছেন। বস্তুত মহাবিশ্বের প্রতিটি দিক ও বিভাগ থেকে উৎসারিত কুদরত ও হেকমাত উপরোক্ত দুটি বক্তব্যকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। এহেন সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় সত্তার জ্ঞান ও বিচক্ষণতার এটা সম্পূর্ণ পরিপন্থী যে, তিনি এরূপ কোনো প্রজ্ঞাবিহীন কাজ করবেন।

www.pathagar.com

এভাবে এ মহাবিশ্বের মাঝে লুক্কায়িত কুদরত ও হিকমাত সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তি শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করেই ক্ষান্ত হয় না ; বরং সে সততই আখেরাত স্বীকৃতির দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর যে এ মহাসত্য পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, এটা স্পষ্ট যে, শাস্তি ও পুরস্কারের অভিজ্ঞান তার অন্তরাত্মাকে প্রকম্পিত করে তুলবে। তার ভেতর সৃষ্টি হবে অধীর ব্যাকুলতা ও গভীর উৎকণ্ঠা। সে আশ্রয় প্রার্থনা করবে ঐ আযাব ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে ; যা অবধারিত হয়ে আছে বোধশক্তিহীনদের জন্য। অর্থাৎ ঐসব লোকদের জন্য যারা এ পৃথিবীকে মনে করে নিছক খেলোয়াড়ের খেল তামাশা মাত্র। আর এভাবেই তারা তাদের গোটা জীবনকে কাটিয়ে দেয় সম্পূর্ণ অসার ও অবান্তর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

চিন্তা করার মতো কয়েকটি দিক

এ হলো উপরোক্ত আয়াতগুলোর সোজা-সাপ্টা তাৎপর্য। এগুলোর ওপর অধিকতর চিন্তা করলে আরো কতক বিষয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে আর সেগুলোও অত্যন্ত মূল্যবান।

এক ঃ কুরআনের দৃষ্টিতে জ্ঞানবান কেবল তারাই যারা এ মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনার ওপর গভীর চিন্তা-গবেষণা করতঃ আল্লাহর যিকির ও আখেরাতের ফিকির সম্পর্কে দিক নির্দেশনা অর্জন করে। এ জিনিস অর্জিত না হলে কেউ আসমান ও যমীনের দূরত্ব পরিমাপ করতে সমর্থ হলেও এবং চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত সফর সমাপন করে এলেও সে জ্ঞানবান বা বোধশক্তির অধিকারী বলে বিবেচ্য নয়। তাদের মস্তকে খোল আছে বটে, কিন্তু অভ্যন্তরে মগজ বা সারাংশ নেই। তাদের মধ্যে মগজই যদি থাকবে তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে, সবকিছুই তাদের দৃষ্টি শক্তিতে ধরা পড়ে অথচ তৈলবীজের আড়ালে লুক্কায়িত পর্বত তাদের চোখে ধরা পড়ে না।

দুই ঃ ব্যাপার যদি হয় আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট, তবে তো তা চিন্তা-গবেষণারই অপেক্ষা রাখে না। তিনিই এ মহাবিশ্বের পরা বাস্তব বরং তিনিই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান শাশ্বত সত্য। বিশ্বচরাচরের প্রতিটি অণু-পরমাণু অবিরাম তাঁরই স্বীকৃতি ঘোষণা করে চলেছে। আমাদের সহজাত স্বভাব-প্রকৃতি তাঁর সাক্ষ্য প্রদান করছে। কারো মাঝে সুস্থ বিবেক বর্তমান থাকলে সে আল্লাহকে ঠিক সেভাবেই দেখবে যেভাবে সুস্থ চোখ দেখতে পায় সূর্যকে। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, মানুষ তাকে স্মরণ রাখবে। অবশ্য আখেরাতের ব্যাপারটি চিন্তা ও গবেষণা সাপেক্ষ।

তিন ঃ আল্লাহর যিকির ও স্মরণের ব্যাপারটি হলো এমন যে, এটা সর্বদাই কাম্য। তার জন্য দাঁড়ানো ও বসা, কোমলতা ও কঠোরতা এবং সকাল ও সন্ধ্যার কোনো শর্ত নেই। মানুষের জড় সত্তার টিকে থাকার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস সক্রিয় থাকা যেমন জরুরী, তার আধ্যাত্মিক জীবনের স্থায়িত্বের জন্য আল্লাহর স্মরণও ঠিক তেমনি জরুরী ও অপরিহার্য। কুরআনের আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার এটা প্রমাণিত হয়, জ্ঞানবানদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এটাই হয়ে থাকে যে, তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে কখনোই গাফিল হয় না।

চার ঃ দীন ইসলামে যিকির অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ যেমন কাম্য, ফিকির অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণাও ঠিক তেমনি কাম্য। যদি যিকির বর্তমান থাকে কিন্তু ফিকির না থাকে, তাহলে

www.pathagar.com

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ যিকির নিছক রসনা সঞ্চালনে পর্যবসিত হয় ; এদ্বারা মারেফাত তথা আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হয় না। জ্ঞানবানদের যিকিরের বৈশিষ্ট্য এটাই হয় যে, তার সঙ্গে ফিকিরও সম্পৃক্ত থাকে। ফলে প্রতি পদক্ষেপে হেকমাত ও মারেফাতের ময়দানে ক্রমান্বয়ে তারা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করতে থাকে। কারণ এ ফিকির ঐ জিনিস যা আখেরাতের দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে মানুষকে পরিচালিত করে।

পাঁচ ঃ এ বিশ্ব-জগতে জ্ঞানবানরা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে মহাসত্যের সন্ধান লাভে সমর্থ হয়। ফলে তারা বুঝতে পারে যে, এ বিশ্ব কারখানা কোনো খেলোয়াড়ের তামাশা-ক্ষেত্র নয়। তাই এর জন্য জরুরী এমন একটি দিনের আগমনের যাতে সবাই পাবে তার নিজ নিজ বদলা সুবিচার সহকারে। ঠিক অনুরূপ এ সত্যও তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঐদিন সত্যিকার অর্থে তারাই হবে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় জর্জরিত যারা মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্য শাফাআতের কুহকে পড়েছিল। কারণ সেদিন এ দুর্ভাগাদের কোনোই সাহায্যকারী থাকবে না।[১]

আয়াত ঃ ১৯৩-১৯৫

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۚ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে জ্ঞানবানদের কর্মনীতি

এক্ষণে ওপরে উল্লিখিত জ্ঞানবানদের কর্মনীতি বিবৃত হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর রাসূল ও তাঁর দাওয়াতের সাথে কি আচরণ করে। বলা হয়েছে, তারা খোঁড়া যুক্তির আশ্রয়ও গ্রহণ করে না আর অলৌকিক কর্মকাণ্ড ও মুজিযাও দাবী করে না। পয়গাম্বরের দাওয়াত স্বয়ং তাদের অন্তরেরই প্রতিধ্বনি হয়ে থাকে। তিনি যে আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিয়ে থাকেন তার সাক্ষ্য স্বয়ং তাদের বিবেক থেকেই তারা শুনতে

১. কিয়ামতের দিন বাতিল ও ভুয়া শাফাআতকারীদের সুপারিশ করার সুযোগ থাকার বিষয়টিকে যদি মেনে নেয়া হয়, তবে তো এ দুনিয়াটা শিশুদের ক্রীড়াক্ষেত্র সদৃশই হয়ে পড়ে, যেমনটি আখেরাত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর এটাতো নির্জলা ভুল ও অবান্তর।

www.pathagar.com

পায়। ফলে তাদের জন্য পয়গাম্বরের কণ্ঠস্বর ও তাঁর মুখাবয়বই মুজিযার কাজ করে। নবীর দাওয়াত শ্রবণ করা মাত্রই তার বিরোধিতা করে তাকে দাবিয়ে দেয়ার পরিবর্তে সর্বপ্রযত্নে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। এবং স্বীয় রবের হুযুরে দোয়া করে যে, তিনি যেন মাফ করে দেন তাদের গোনাহগুলোকে, ক্ষমা করে দেন তাদের দোষ-ত্রুটিসমূহকে এবং তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান তাঁর সৎ ও বিশ্বস্ত বান্দাদের সাথে।

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের প্রতি একটি সূক্ষ্ম কটাক্ষ

تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ঃ আল্লাহর নেক বান্দাদের দলে শামিল করিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে এতে। অর্থাৎ যখন আমাদের মৃত্যু আসবে তখন যেন আমাদের নসীব হয় তাদের সাহচর্য, যারা জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তোমার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির ওপর ছিল অটল ও মযবুত। بار শব্দটির ওপর আমরা অন্যত্র এ আলোচনা করেছি। এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য হলো প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা, বিশ্বাস রক্ষা করা, চুক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষা করা এবং অধিকার ও কর্তব্য পালন করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ করলে দেখা যাবে এখানে এতে রয়েছে আহলে কিতাবের প্রতি একটা সূক্ষ্ম কটাক্ষ। আহলে কিতাবের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল সর্বশেষ রাসূলকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার। কিন্তু তারা উক্ত অঙ্গীকারের সম্পূর্ণ বিপরীত তাঁর বিরোধিতায় সমগ্র শক্তি ব্যয় করেছে। স্মরণ রাখতে হবে যে, আহলে কিতাবকে লক্ষ করে এখানকার এ বক্তব্যের অবতারণা।

নির্ভেজাল ও যথাসময়ে কৃত দোয়া অবিলম্বে কবুল হয়

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ঃ অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ ভঙ্গীতে দোয়া কবুলের বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে। যেন ওদিকে মুখ থেকে দোয়ার শব্দগুলো উচ্চারিত হয়েছে আর এদিকে মহান আল্লাহর দরবার থেকে তার কবুলিয়াতের সনদ হস্তগত হয়ে গিয়েছে। যে দোয়া সহীহ বিশুদ্ধ আবেগ সহকারে সঠিক স্থানে ও যথাসময়ে নিবেদন করা হয় তার সাথে মহান আল্লাহর আচরণ এরূপই হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আমরা অন্যত্রও ইঙ্গিত প্রদান করেছি।

দোয়ায় নিহিত অলংকার

এখানে এ সূক্ষ্ম বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, أُولُوا الْأَلْبَابِ –তথা জ্ঞানবানদের পক্ষ থেকে হকের এ সমর্থন ও সহযোগিতা দাবীর আকারে নয় বরং দোয়ার আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এটা একথারই প্রমাণ বহন করে যে, তারা নিজেদের اٰمَنَّا তথা 'আমরা ঈমান এনেছি'—একথার অনিবার্য দায়িত্ব এবং এ পথের কাঠিন্য ও দুরূহতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ফলে কোনো গর্ব অহংকার নয়। বরং অতিশয় বিনয় ও আত্মনিবেদনের মনোভাব নিয়ে তারা নিজেদেরকে তাদের রবের সমীপে সমর্পিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ যেরূপ তিনি তাদের اٰمَنَّا বলার তাওফিক দিয়েছেন ঠিক তদ্রূপ তিনি যেন আগের ও পেছনের সকল দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং এ পথের যাবতীয় দায়িত্ব-কর্তব্য ও কষ্ট-কাঠিন্য বরদাশত করার তাওফিক দান করেন, তাই কামনা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

মযলুম ও দুর্বলদের উৎসাহ দান

لَاۤ اُضِيۡعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنۡكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى ঃ এতে রয়েছে সকল ঈমানদারদের উৎসাহ দানের উপাদান যারা ইসলামী দাওয়াতের এ নাজুক পরিস্থিতিতে তার সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য যাবতীয় ভয়-ভীতি ও ঝুঁকি থেকে বেপরোয়া হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। দাওয়াতের এ পর্যায়টি কতো ভয়াবহ ও গুরুতর ছিল তা কুরআনের এ ভাষ্য থেকেই অনুমিত হয় ঃ

বস্তুত এটা স্পষ্ট যে, এ পর্যায়টি ছিল হিজরত, জিহাদ, আল্লাহর পথে কষ্ট-নির্যাতন ভোগ করা এবং নিহত হওয়া ও নিহত করার পর্যায়। এ কঠিন সময়ে যারা প্রেমের প্রান্তরে জীবনবাজি রেখে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আযাদ ও গোলাম, ছিলেন পুরুষ ও নারী সবাই। প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পেশ করছিলেন বৃহত্তর ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা। ঈমান ও ইসলামের অপরাধে ইসলামের শত্রুদের হাতে অমানসিক নির্যাতন-নিষ্পেষণের লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছিল তারা। বিশেষ করে দুর্বল অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও গোলাম-ক্রীতদাসদের ওপর নির্যাতনের যে ষ্টীমরোলার চালানো হচ্ছিল তা শুনলে আজো শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এটা ইসলামেরই মুজিযা যে, এহেন কঠোর নির্যাতন-নিষ্পেষণ কোনো একজন ব্যক্তিকেও ইসলাম পরিত্যাগ করাতে সমর্থ হয়নি। বরং এটা বললেও ভুল হবে না যে, যে যতোবেশী দুর্বল ছিল সে ঠিক ততোবেশী পরিমাণ অবিচলতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। এটাই ছিল সে প্রেক্ষাপট যদ্দরুন মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতিতে এ দুর্বলদের ভালবাসা ও তাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং এরশাদ হয়েছে ঃ اَنِّىۡ لَاۤ اُضِيۡعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنۡكُمۡ তোমাদের মধ্যে যে কেউ আজ আমার দীনের কোনো খেদমত করছে আমি তা বিনষ্ট করবো না, বরং তাকে আমি পূর্ণমাত্রায় তার পুরস্কার প্রদান করবো। এরপর তার সাথে مِّنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى অংশটুকুও যোগ করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ পুরুষ হোক কিংবা নারী যে-ই আজ আমার জন্য নির্যাতন ভোগ করুক না কেন—আমার এ ওয়াদা সবার জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য, এ অংশটুকু গোটা আলোচনাকে বাস্তব অবস্থার সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ করে দিয়েছে। যে সকল অবলা নারী নিছক ইসলামের খাতিরে বিচিত্র যুলুম ও নির্যাতনের নিশানা হয়ে ধুকে ধুকে মরছিলেন, এ দুটো শব্দ তাদের মাঝে কি পরিমাণ সাহস ও প্রাণ প্রবাহের সঞ্চার করেছিল তা অনুমান করা সত্যি দুঃসাধ্য!

আমলের পাল্লায় পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ই সমান

بَعۡضُكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡضٍ ঃ ভাষণের মধ্যস্থলে সম্পূর্ণ প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ের প্রমাণ বিবৃত হয়ে গিয়েছে যে, কেন আল্লাহ তাআলার পাল্লায় পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের আমল সম্পূর্ণ সমান মূল্য বহন করে। বলা হয়েছে, পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয় একই উপাদানে তৈরী, উভয় একই আদম ও হাওয়ার সন্তান এবং উভয় একই রক্ত মাংসে গড়া। এ দুটি শব্দের দ্বারা কুরআন ঐ সকল জাহিলী মতবাদ ও ভুল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণসমূহকে খণ্ডন করে দিয়েছে যা নারীকে পুরুষের মুকাবিলায় এক নিম্নতর সৃষ্টির মর্যাদা দান করতো। এ বিষয়ের ওপর

www.pathagar.com

আমরা এর পরবর্তী সূরায় আলোচনা করবো। তাই এখানে এ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দান করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

আমল ও আমলের প্রতিক্রিয়া

ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ : ثَابَ، يَثُوبُ، ثَوْبًا-এর প্রকৃত অর্থ ফিরে আসা ও প্রত্যাবর্তন করা; তা থেকেই নির্গত হয়েছে ثَوَابٌ যার অর্থ ফলশ্রুতি ; যা কর্মীর কর্মের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সে অর্জন করে থাকে। যদিও শব্দের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয়েরই অবকাশ বিদ্যমান, কিন্তু ভাল কাজের ভাল প্রতিক্রিয়ার জন্যই এর বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। বান্দার তুচ্ছ ও নগণ্য আমলের ওপর মহান আল্লাহ যে চিরন্তন ও শাশ্বত পুরস্কার প্রদান করবেন তাকে ثَوَابٌ শব্দে অভিহিত করে পরম প্রদাতা পরোয়ারদেগার বান্দার আমলের মূল্য ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। অন্যথায় পরমাণু ও পর্বতের মাঝে তুলনা কিসের? مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ-এ বাক্য সংযোগে ঐ দূরত্ব ও ব্যবধানকে দূরীভূত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ তোমাদের আমলের বদলা, এটা সত্য, কিন্তু প্রদত্ত হয়েছে আল্লাহর কাছ থেকে, যার নিকটে রয়েছে উত্তম পুরস্কারের ভাণ্ডার। তিনি তো এমন দাতা যাকে যতো ইচ্ছা ততোই দিয়ে থাকে ; তাঁর কাছে তো কোনোই কমতি নেই।

আয়াত ঃ ১৯৬-১৯৮

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ۭ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ قف ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝

لَا يَغُرَّنَّكَ-এতে রয়েছে সাধারণ সম্বোধন

لَا يَغُرَّنَّكَ ঃ এতে সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন রয়েছে। আমরা অন্যত্রও এটা স্পষ্ট করেছি যে, এরূপ এক বচনে সম্বোধন এটাই প্রকাশ করে যে, সম্বোধিত দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা আলাদাভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে।

تَقَلُّبُ শব্দের অর্থ আসা-যাওয়া, চলা-ফেরা ও আগমন-নির্গমন। অবস্থা ও প্রেক্ষাপট অনুসারে এতে অহংকার ও অভিমান, একগুয়েমী ও হঠকারিতা এবং মজা-আনন্দ করা ও ভোগ-বিলাস করা ইত্যাদির অর্থও সৃষ্টি হয়ে যায়। বাচনভঙ্গী প্রমাণ করে যে, এ আয়াতে এর অর্থ মুসলমানদের মুকাবিলায় কাফিরদের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ড ; যা ঐ সময় দেশে বিরাজমান অবস্থায় ও পারস্পরিক আচরণে তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল। তখনো পর্যন্ত মুসলমানরা ছিল দুর্বল ও অত্যাচারিত। আর কাফিররা তাদের প্রভাব ও প্রতাপের অহমিকায় সর্বত্র শক্তি মদমত্ত হয়ে আয়াস সহকারে বিচরণ করতো এবং দুর্বল মুসলমানদের ওপর যুলুম ও নির্যাতন করে বেড়াতো।

www.pathagar.com

نُزُلً ঐ আতিথ্য ও আপ্যায়ণকে বলা হয় যা কোনো মেহমানের আগমনের সর্বাগ্রে পেশ করা হয়।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ঃ এটি محذوف مبتداء -এর خبر ; আর আমরা অন্যত্র এটা ব্যক্ত করেছি যে, এরূপ مبتداء কে حذف করে দেয়ার উদ্দেশ্য, সমগ্র মনোযোগ শুধু خبر -এর ওপর নিবদ্ধ করিয়ে দেয়া।

মুসলমানদের অধিকতর সাহস যোগানো

ওপরের আয়াতগুলোতে দুর্বল ও মযলুম মুসলমানদের যে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তার ওপরই এটা অতিরিক্ত সংযোজন। মুসলমানদের বিশেষ করে দুর্বল ও মযলুম মুসলমানদের সম্বোধন করে এ সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, বর্তমানে দেশময় কাফিরদের যে আধিপত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান এতে তোমরা কোনোরূপ বিভ্রান্তিতে পড়ো না যেন। এ চাকচিক্য নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা। সত্যিকার ও চিরন্তন সফলতা ওসব লোকদের জন্যই অবধারিত যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং তাকওয়ার ওপর কায়েম থাকবে। তাদের জন্য সর্ব প্রথম অভ্যর্থনার উপাদান হবে জান্নাত আর এহেন সৎ ও বিশ্বস্ত বান্দাদের জন্য তাদের রবের কাছে আরো যেসব পুরস্কার রয়েছে তার সবগুলোই একটি অপেক্ষা অপরটি অধিকতর মূল্য ও মর্যাদাসম্পন্ন।

আয়াত ঃ ১৯৯

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

সৎ আহলে কিতাবের প্রশংসা জ্ঞাপন

ওপরের আয়াতগুলোতে আর সামগ্রিকভাবে গোটা সূরাতেই যেহেতু আহলে কিতাবের কর্মনীতির কঠোর নিন্দাবাদ করা হয়েছে সেহেতু সবশেষে আহলে কিতাবের প্রশংসা জ্ঞাপন করা হয়েছে। প্রশংসা করা হয়েছে ওসব আহলে কিতাবের যারা নিজেদের পূর্ববর্তী কিতাবের ওপরও কায়েম রয়েছে এবং যারা ইসলামের ঐশ্বর্যেও সুসমৃদ্ধ হয়েছে। এটা এ বিষয়ের প্রতি একটা অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত যে, উক্ত দুধের মাঝে যা কিছু মাখন ছিল, তা যেন এভাবে নিষ্কাসিত হয়ে এলো। এক্ষণে যা অবশিষ্ট রয়েছে তার সবই স্রেফ মাঠা বৈ নয়। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এঁরা আল্লাহর কাছে তাদের ঐ পুরস্কার পাবে যা তাদের জন্য রয়েছে বিশেষভাবে নির্ধারিত। তাদেরকে এ সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এ ধারণা না করে যে, এ পুরস্কার পেতে তাদের অনেক দেরি হবে। পুরস্কার হস্তগত হলে এটাই অনুমিত

www.pathagar.com

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ হবে যে, ঘাম শুকানোর আগেই যেন পুরস্কার হস্তগত হয়ে গিয়েছে। এ বাণীটি যখন সান্ত্বনার স্থলে আসে তখন এটাই হয়ে থাকে তাৎপর্য।

আয়াত ঃ ২০০

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا قف وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

শরীয়তে নির্ধারিত হক আদায় করার জন্য বুনিয়াদী হেদায়াত

এটি এ সূরার সর্বশেষ আয়াত। সর্বশেষ বক্তব্য হিসেবে এতে ঐসব নির্দেশ একত্র করে দেয়া হয়েছে, যা শরীআত নির্ধারিত হক আদায় করা ও তা আদায় করতে গিয়ে যেসব অবস্থা ও কঠিন পরিস্থিতি দ্বারা মুসলমানরা পরিবেষ্টিত ছিল তা কাটিয়ে ওঠার জন্য ছিল জরুরী। এ হেদায়াত ছিল চারটি জিনিস অবলম্বন করার ও তার ওপর মযবুতীর সাথে টিকে থাকার জন্য।

সবরের হাকীকত

প্রথমটি হলো صبر বা ধৈর্য। এ বিষয়ের ওপর সূরা আল বাকারায় আমরা অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ শব্দটির মূল তাৎপর্য বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলায় যে কোনো মূল্যে নিজেকে. নিজে ধরে রাখা! চাই এসব প্রতিবন্ধকতা নিজের মধ্যে থেকেই উত্থিত হোক কিংবা বাইরে থেকে আক্রমণ করুক। এ স্বভাবটিকে মযবুত করা ছাড়া কোনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়েরও হক আদায় করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতার অর্থ

দ্বিতীয়টি হলো مصابرت বা ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা। مصابرت শব্দের অর্থ স্বীয় প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় দৃঢ়পদ থাকার পরাকাষ্ঠা এবং এ বৈশিষ্ট্যে তাকে হারিয়ে উত্তীর্ণ হবার প্রচেষ্টা চালানো। এ প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টির ওপর এজন্যই বিশেষ তাকিদ দেয়া হয়েছে যে, এ পর্যায়ে মুসলমান ও তাদের শত্রুদের মধ্যে কার্যত সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর এ সংঘাতে সর্বশেষ সফলতা ঐ দলের জন্যই অবধারিত ছিল যারা তাদের প্রতিপক্ষের ওপর অবিচলতা ও বীরত্বের পরিমণ্ডলে অগ্রবর্তী হতে সক্ষম হবে। বলা বাহুল্য যুদ্ধের ময়দানে প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাশক্তি ও অস্ত্র-শস্ত্রের যোগানদানের ওপর জয়-পরাজয়ের নির্ভরশীল নয় ; বরং এটা নির্ভর করে নৈতিক মান ও বাস্তব কর্মশক্তির ওপর।

مرابطت শব্দের তাৎপর্য

তৃতীয়টি হলো مرابطه ، مرابطه ـ ربط الخيل থেকে নির্গত। এর মূল প্রাথমিক অর্থ শত্রুর মুকাবিলায় এবং নিজেদের সীমান্তের হেফাযতের জন্য যুদ্ধবাজ ঘোড়া প্রস্তুত

www.pathagar.com

রাখা। বর্তমানে ঘোড়ার স্থান দখল করে নিয়েছে ট্যাংক ও যুদ্ধবিমান। এ কারণে অবস্থার পরিবর্তনে এ শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। مصابرت এর হেদায়াত দানের পর مرابطت নির্দেশ মূলত শত্রুর মুকাবিলার জন্য নৈতিক প্রস্তুতির সাথে সাথে বৈষয়িক প্রস্তুতি গ্রহণেরই নির্দেশ বৈ নয়।

تقوى শব্দের তাৎপর্য

চতুর্থটি হলো তাকওয়া। এ শব্দটির ওপর আমরা সূরা আল বাকারার তাফসীরে সূরার শুরুতেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ও শর্তাদির ইখলাস ও বিনয় নম্রতা সহকারে সুসংরক্ষণ করার নাম তাকওয়া। এটিই সমগ্র দীনের সার নির্যাস ও উদ্দেশ্য।

বলা হয়েছে, হে মুসলমানরা! এ উপদেশগুলো গ্রহণ ও কার্যকর করো ; তবেই তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে হবে সফলকাম।

এ ছিল সূরা আলে ইমরানের তাফসীর প্রসঙ্গে শেষ ক'টি লাইন, যা এ অধম কর্তৃক লেখার তাওফিক হাসিল হয়েছিল। মহান আল্লাহ ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দিন আর সঠিক কথাগুলো গ্রহণ করার জন্য অন্তরসমূহকে প্রশস্ত করে দিন।

وَاٰخِرُ دَعْوَنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

লাহোর
২৩ রবিউস সানী ১৩৮৬ হিঃ
১১ আগষ্ট ১৯৬৬ ইং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৪

আন নিসা

www.pathagar.com

ক. সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ ও পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

এ সূরাটি তার পূর্ববর্তী সূরা আলে ইমরান—এর পর এমনভাবে শুরু হয়ে গেছে যে, তার প্রাথমিক বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়, এটি আলে ইমরানের পরিপূরক ও পরিশিষ্ট। সূরা আলে ইমরানের শেষ এবং নিসার প্রথম আয়াত পাঠ করুন তাহলেই দেখতে পাবেন, যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলে ইমরান শেষ হয়েছে ঐ বিষয়ের দ্বারাই সূরা আন নিসার উপক্রমণিকা পরিপুষ্ট হয়েছে। যেন সূরা আলে ইমরানের সমাপনি ও নিসার সূচনা উভয় মিলে সমন্বিত বৃত্তের আকার ধারণ করেছে। সূরা আলে ইমরানের সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - যাতে মুসলমানদের কামিয়াবী ও সফলতার উপায় এই বলা হয়েছে যে, তারা যেন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সবর ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়, পরস্পর মিলেমিশে থাকে, শত্রুর মুকাবিলায় অবিচল থাকে এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকে। এবারে এ সূরার প্রতি লক্ষ করলে দেখতে পাবেন,ঠিক ঐ اتَّقُوا اللّٰهَ -এর ভাষ্য দ্বারাই এটির সূচনা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ এবং পরবর্তী পর্যায়ে পরস্পরে মিলেমিশে থাকার ও বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলায় অটল অচল থাকার জন্য যেসব বিষয় জরুরী তা অত্যন্ত বিশদভাবে ও সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে।[১]

ধৈর্য বিশেষ করে সামষ্টিক ধৈর্য দলীয় সংহতি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আর দলীয় সংহতি আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়ে যাবার মতো কোনো বিষয় নয়। বরঞ্চ এজন্য যেমন ভিত্তির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ইতিবাচক চেষ্টা তদবিরের। একই সাথে দলকে ওসব ফিতনা থেকেও সুরক্ষিত রাখা অপরিহার্য যা তাকে করে দিতে পারে ছিন্নভিন্ন। সুতরাং এ সূরায় আলোচিত হয়েছে ঐ সকল বিষয়াদি যা ইসলামী সমাজ ও তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি—ইসলামী রাষ্ট্রকে মযবুত ও অটুট রাখার এবং বানচাল হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জরুরী।

এ সূরার অর্থ ও তাৎপর্যের ওপর একটা ভাসা ভাসা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানা যাবে যে, এর সূচনা এ মহা সত্যকেই তুলে ধরে যে, ইসলামী সমাজ এ আকীদার ওপরই ভিত্তিশীল যে, এক লা-শরীক আল্লাহই হচ্ছেন পুরুষ ও নারী সবার সৃষ্টিকর্তা। তিনিই সবাইকে একই আদম ও হাওয়া থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এ কারণে আল্লাহ ও রক্ত সম্পর্কের বিচারে সকল মানুষ একই উত্তরাধিকারের অংশীদার। এরপর সমাজের দুর্বলতম অংশ এতীম ও স্ত্রীলোকের হক নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের হক আদায় করে দেয়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। অতপর এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত উত্তরাধিকার বন্টন বিষয়ে আইন ও বিধান তুলে ধরা হয়েছে। এরপর মুসলমানদের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর জোর দিতে গিয়ে আল্লাহ রাসূল ও কর্তৃত্ব সম্পন্নদের আনুগত্যের ব্যাপারে সবাইকে

১. পূর্ববর্তী ও তার অব্যবহিত পরের সূরার মধ্যে এরূপ সম্পর্কের ব্যাপারটি শুধু এ দুটি সূরার মধ্যেই যে বিদ্যমান তা নয়; বরং এর আরো অনেক অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত কুরআন মজীদে বর্তমান রয়েছে। যথাস্থানে তার আলোচনা আসবে।

www.pathagar.com

সর্বসম্মত ও ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। কারণ এরি ওপর ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপিত। এরপর সবিস্তারে মুনাফিকদের গোপন জারিজুরি ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। বস্তুত এরা হচ্ছে ইসলামী সমাজের মধ্যে দুষ্ট ক্ষত সদৃশ। আর এরা মুসলমানদের মাঝে তাদের শত্রু ইহুদী ও খৃস্টানদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিল। এর আলোকে চিন্তা করে দেখুন, তাহলে দেখা যাবে যে, উভয় সূরার মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের ঐ বুনিয়াদকেই মযবুত করা হয়েছে যার হেদায়াত ও নির্দেশিকার ওপর সমাপ্ত হয়েছিল পূর্ববর্তী সূরা।

খ. সূরার তাৎপর্য বিচার

এ ছিল সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় ও পূর্ববর্তী সূরার সাথে এর সম্পর্কের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এক্ষণে আমরা এ সূরার তাৎপর্যের ওপরও একটা প্রতিবেদন তুলে ধরছি, যেন গোটা সূরার আলোচ্য সূচীর ওপর একটা ভাসা ভাসা আলোকসম্পাত হয়ে যায়।

১-৬ আয়াতে মহান আল্লাহকে ভয় করে চলার নির্দেশ ; যিনি সবাইকে একটি মাত্র প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। সকল পুরুষ ও সকল নারী একই আদম ও হাওয়ার সন্তান। তাই আল্লাহ ও রক্তের সম্পর্ক বিচারে সবাই একই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। এরই অনিবার্য দাবী হলো আল্লাহকে ভয় করে চলা এবং সর্বপ্রকার আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। বস্তুত এ দুটি মৌল ভিত্তির ওপরই ইসলামী সমাজের ইমারত প্রতিষ্ঠিত।

এতিমদের হক আদায় করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। শক্তিশালী অভিভাবক কর্তৃক তার এতিম আত্মীয়দের ভাল মাল নিজেদের নিকৃষ্ট মাল দ্বারা বদল করা ও নিজেদের মালের সাথে তাদের মালকে একত্রিত করে গ্রাস করার কৌশল অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে। এতিমদের অধিকার সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মায়েদের বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর এ লক্ষে সর্বোচ্চ চারজনের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অনুমতি দেয়া হয়েছে সুবিচার ও মোহরানা আদায়ের শর্তে একাধিক বিবাহের।

অভিভাবকদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তারা যেন এতিমদের মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধির উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের হাতে তাদের ধন-সম্পদ ন্যস্ত না করে। কিন্তু ইত্যবসরে যেন তাদের প্রয়োজন পূরণ ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখে। যখনি তাদের মধ্যে লেনদেনের বিষয়ে জ্ঞান বুদ্ধির উন্মেষ ঘটবে, তখনি তাদের হাতে তাদের সম্পদ তুলে দেবে। এ অভিভাবকত্বকালীন সময়ে কোনো অভিভাবক অভাবগ্রস্ত হলে প্রয়োজন পূরণ হয় এ পরিমাণ মাল এতিমের মাল থেকে গ্রহণ করতে পারে। আর এতিমের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবার আশংকায় প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেভাগেই তার সমুদয় সহায় সম্পদ গ্রাস করে নেয়ার প্রচেষ্টা চালানো অভিভাবকের পক্ষে জায়েয নয়।

www.pathagar.com

৭-১৪ আয়াতে উত্তরাধিকার বন্টন সম্পর্কিত আইন-কানুনের বিবরণ। যাতে করে দুর্বল ও সবল সকলের অধিকার সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং সমাজে যুলুম ও অধিকার হরণ এবং ঝগড়া ও বিবাদ-বিসম্বাদের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

১৫-১৮ আয়াতে সমাজকে অশ্লীলতা থেকে পবিত্র রাখার জন্য একটি প্রাথমিক নির্দেশ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিষয়টিও স্পষ্ট করা হয় যে, কাদের তাওবা কবুল হয় আর কাদের হয় না।

১৯-২১ আয়াতে বলা হয়েছে, স্ত্রীলোক কোনো ওয়ারিশী সম্পত্তি নয় যে, পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে পুত্র ওয়ারিশী সম্পদ হিসেবে লাভ করবে। স্ত্রীলোকদেরকে প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়ার জন্য তাদেরকে যেন জ্বালাতন করা না হয়। কেউ কোনো স্ত্রীলোককে বর্জন করে অন্য কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে চাইলে নিছক প্রতারণা করে মাল আত্মসাৎ করার জন্য প্রথম স্ত্রীকে অপবাদ ও মিথ্যা রটনার শিকার বানানো চলবে না।

২২-২৫ আয়াতে পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে পুত্রের বিবাহ করা নিষিদ্ধ। তার সাথে ঐসব মহিলার বিবরণও তুলে ধরা হয়েছে, যাদের বিবাহ করা জায়েয নয়। উপরন্তু বিবাহের শর্তাবলী বিবৃত হয়েছে। যাতে সমাজ ব্যভিচার ও নির্লজ্জতা এবং যুলুম ও সীমালংঘনের অনিষ্টকারিতা থেকে পবিত্র থাকে। ওদিকে স্বাধীন স্ত্রীলোকদের বিয়ে করার সামর্থ যাদের ছিল না তাদেরকে কিছু শর্তাধীনে বাদীদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়। একই সাথে বিবাহ বন্ধনে এসে যাওয়ার পর ঐসব বাদীদের কেউ ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়লে তাদের জন্য শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে।

২৬-২৮ আয়াতে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এ সকল হুকুম আহকাম ও হেদায়াতের মাধ্যমে তোমাদেরকে ঐ ঈমান ও সৎকর্ম এবং ঐ তাওবা ও সংস্কার সংশোধনের রাজপথের দিকে পরিচালিত করছেন যা তিনি চিরকালই তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য পসন্দ করেছেন। ঐসব আহকাম ও নির্দেশ দানে তিনি ঐসব সহজ ও কোমল নীতির প্রতিও লক্ষ রেখেছেন যা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা হেতু অত্যাবশ্যক ছিল। বলে দেয়া হয়েছে সাবধান! তুমি ঐ নফসের পূজারীদের ফুসলানো ও প্রতারণার জালে পড়ে যেয়ো না, যা তোমাকে ঐ পবিত্রতার রাজপথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। যারা অন্যায় কামনা-বাসনার উপত্যকায় উদ্ভ্রান্ত করে দেয়ার জন্য তাদের সার্বিক শক্তি নিয়োগ করছে।

২৯-৩১ আয়াতে মুসলমানদের পক্ষে একে অন্যের মাল অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করা ও অন্যায়ভাবে একে অন্যের রক্তপাত করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ পরম দয়ালু। তাই তিনি চান তার বান্দার পরস্পর একে অন্যের প্রতি হবে দয়ালু। যারা সমাজের বুকে যুলুম ও সীমালংঘনের বীজ বপন করবে তাদের সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশ্য যারা বড় বড় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে মহান আল্লাহ তাদের ছোট ছোট গোনাহগুলো মাফ করে দেবেন।

৩২-৩৩. আয়াতে শরীআতে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য যেসব সীমারেখা ও অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তার সবই যেন তাদের মধ্যে বর্তমান থাকে। নিজ নিজ

www.pathagar.com

সীমারেখার মধ্যে প্রত্যেকেই আল্লাহর নিকট তার পরিশ্রমের পুরস্কার পাবে। তাই একে অন্যের সাথে অন্যায় প্রতিযোগিতা ও পরস্পরে মুকাবিলা করার চেষ্টা করবে না। আল্লাহ অধিকারও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং দায়িত্ব-কর্তব্যও নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তিনি সবাইকে পর্যবেক্ষণও করে চলেছেন।

৩৪-৩৫ আয়াতে পরিবার ও সমাজে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মর্যাদাধারী পরুষরাই। সৃষ্টিগত গুণাবলী এবং লালন-পালন ও অভিভাবকত্বের যোগ্যতার বিচারে তারাই এর জন্য উপযুক্ত। ভালো ও সৎকর্মশীলা স্ত্রীরা এ অধিকারের প্রতি স্বভাবতই সম্মান প্রর্দশন করে থাকে। যেসব স্ত্রীলোকদের পক্ষ থেকে অবাধ্যতার আশংকা দেখা দেবে তাদেরকে তাদের স্বামীরা উপদেশ প্রদান করবে, প্রয়োজন অনুভূত হলে একটা উপযুক্ত সীমা পর্যন্ত সতর্কীকরণও করা যেতে পারে। আর যদি মনে হয় উভয়ের মধ্যকার মতভেদ-মতবিরোধের ধরন অনেকটা কঠিন সেক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে একজন সালীস নিযুক্ত করতে হবে। যারা উদ্ভূত পরিস্থিতি সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাবে।

৩৬-৪০ আয়াতে আল্লাহ, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন, প্রতিবেশী (চাই সে আত্মীয় প্রতিবেশী হোক বা অনাত্মীয় প্রতিবেশী, স্থায়ী প্রতিবেশী হোক বা কৃত্রিম বা সাময়িক প্রতিবেশী) মুসাফির এবং গোলাম সকলের হক সম্পর্কে জানা ও তা আদায় করার তাকিদ। আল্লাহ ঐ সকল বান্দাকেই ভালোবাসেন যারা বিনয়ী ও কোমল স্বভাবের অধিকারী। আল্লাহ ঐ সকল লোকদের ভালোবাসেন না যারা একগুয়ে, অহংকারী, কৃপণ ও কৃপণতার পরামর্শদাতা, যারা প্রথমত হক আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যয় করে না। আর ব্যয় করলেও নিছক লোক দেখানো ও প্রদর্শনীর জন্যই করে থাকে। হক আদায়কারী ও আল্লাহর পথে ব্যয়কারী কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে অনেক বড় পুরস্কার।

৪১-৪২ আয়াতে ওসব লোকদের অবস্থার ওপর পরিতাপ আফসোস প্রকাশ করা হয়েছে যারা আখেরাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভর হয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানীর ওপর ছিল অটল। ঈমান ও ভাল কাজের সঠিক পথ না নিজেরা গ্রহণ করতো না অন্যদের ঐ পথে চলতে দিতে চাইতো।

৪৩-৪৫ আয়াতে এতে বিবৃত হয়েছে আল্লাহর সবচেয়ে বড় হক—নামায-এর বিভিন্ন আদব ও শর্তাবলী এবং কতিপয় নামায ভঙ্গকারী বিষয়াদি ও তা দূরীকরণের উপায়।

৪৬-৪৭ আয়াতে ইহুদীদের বিভিন্ন অনিষ্ট ও অপকর্মের বর্ণনা—যা তারা ইসলাম ও পয়গাম্বর স.-কে লোকদের দৃষ্টিতে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য করছিল এবং ঐ অপকর্মের শেষ পরিণতি প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তাদেরকে তাওবা ও সংশোধনের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

৪৮-৫৭ আয়াতে ইহুদীরা নিজেদের প্রবিত্রতা ও মাহাত্মের মিথ্যা দাবী করে মুসলমানদের হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতো—এমনকি মুশরিকদেরকেও তাদের ওপর অগ্রাধিকার দিত—তা খণ্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এসবই ছিল তাদের হিংসা ও

www.pathagar.com

বিদ্বেষের ফলশ্রুতি। কিন্তু তাদের এ বিদ্বেষের মুখে মহান আল্লাহ সর্বশেষ নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য এ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি তাদেরকে দেবেন কিতাব ও হিকমাত এবং এক মহান সাম্রাজ্য। আর এই হিংসুক ইহুদীরা তার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর এ সরকার হবে যেন ইসলামী সমাজেরই স্বাভাবিক ফল।

৫৮-৫৯ আয়াতে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিশেষ উপদেশ বাণী যে, এক্ষণে আল্লাহ প্রদত্ত শরীআতের এ আমানত তোমাদের ওপর ন্যস্ত করা হচ্ছে। দেখো, তোমরা ইহুদীদের ন্যায় এ আমানতের খেয়ানতকারী সাব্যস্ত হয়ো না যেন। বরঞ্চ সঠিকভাবে ও যত্ন সহকারে এ দায়িত্ব পালন করবে এবং সর্বদা ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের ওপর কায়েম থাকবে। উপরন্তু আল্লাহ, রাসূল স. এবং নিজেদের মধ্যকার কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করতে থাকবে। এতদ্ভিন্ন এ আমানতের দায়িত্ব প্রতিপালিত হতে পারে না। আর কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত করিয়ে দেয়াই হবে ঈমানের দাবী। যাতে করে উক্ত মতভেদের একটা সঠিক সমাধানে উপনীত হওয়া যায় এবং তোমাদের ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলতে না পারে।

৬০-৭০ আয়াতে মুনাফিকদের উদ্দেশে ভর্ৎসনাবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, এরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে ইসলাম ও মুসলমানদের যারা শত্রু তাদের সাথে একাত্মতা বজায় রাখে এবং এটাকে তারা মনে করে বড় মাপের রাজনৈতিক দূরদর্শীতা। অথচ পয়গাম্বর স.-এর হাতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেয়া ও সর্ববিষয়ে তাঁর আনুগত্য করা ব্যতিরেকে তো তাদের ঈমানই গ্রহণযোগ্য নয়।

৭১-৭৬ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি তাদের নিজেদের আত্মরক্ষা করার ও দারুল কুফরে পরিবেষ্টিত মযলুম মুসলমানদের মুক্তি দানের জন্য জিহাদে অবতীর্ণ হবার তাকিদ রয়েছে এ আয়াতগুলোতে। ভর্ৎসনা রয়েছে ওসব মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে যারা জিহাদ থেকে পালিয়ে বেড়াতো। মুসলমানদের মনোবল ক্ষুণ্ণ করতো। যারা গনিমতের মালের অংশীদারিত্বের বাসনাকারী ও দাবীদার ছিল কিন্তু কোনো প্রকার বিপদ বা ঝুঁকি নেবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

৭৭-৮০ আয়াতে মুনাফিকদের পরস্পর বিরোধী কথা ও কর্মনীতির ওপর ভর্ৎসনা ; বলা হয়েছে যে, জিহাদের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এরা নিজেদের মুনাফিকী আড়াল করার জন্য জিহাদের জন্য বড়ই অস্থিরতা প্রকাশ করতো। কিন্তু এক্ষণে যখন যথারীতি জিহাদের হুকুম দিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন আল্লাহকে যেরূপ ভয় করা উচিত তদ্রূপ বরং তার চেয়েও বেশী ভয় করছে এরা ইসলামের শত্রুদের। অথচ মৃত্যু থেকে পালাবার উপায় নেই। তাদের বক্রচিন্তার ও বুদ্ধি বিভ্রাটের অবস্থা এই যে, কোনো সফলতা অর্জিত হলে তাকে তারা আল্লাহর কৃতিত্ব বলে স্বীকার করে। কিন্তু কোনো পরীক্ষা বা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লে তাকে তারা পয়গাম্বর স.-এর কৌশলগত ব্যর্থতার ফল বলে সাব্যস্ত করে। অথচ ভাল ও মন্দ সবকিছু তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। অবশ্য মন্দ যা কিছু ঘটে তাতো তাদেরই কর্মফল বৈ নয়। পরিশেষে নবী স.-কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, আপনার আনুগত্য যারা করে তারাই মূলত আল্লাহর আনুগত্যকারী। যারা আপনার আনুগত্য

www.pathagar.com

বর্জন করে তাদের বিষয়টি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করুন। তাদের ব্যাপারে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই।

৮১-৮৫ আয়াতে মুনাফিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর আরো বিস্তারিত বিবরণ ; নবী স.-এর সম্মুখে বর্তমান থাকলে তাঁর প্রতিটি কথা তারা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। কিন্তু তার সামনে থেকে সরে গেলে তাঁর প্রতিটি কথায় ক্রুটি উদ্ঘাটন করতে শুরু করে দেয়। অথচ পয়গাম্বর স. যা কিছু বলেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলে থাকেন। সমগ্র কুরআনের অনুপম সাদৃশ্যই এর সাক্ষ্য বহন করে যে, এর বিন্দুমাত্র অংশও গায়রুল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়নি।

অতপর মুনাফিকদের ওই অপকর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো নিরাপত্তা বা বিপদ ঝুঁকি জনিত সংবাদ এলে একটা সাড়া জাগাবার জন্য তৎক্ষণাত তারা তা চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। অথচ সঠিক কর্মনীতি তো এটাই ছিল যে, রাসূল স. বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে তা পেশ করা হবে যেন তাঁরা তাঁর ওপর চিন্তা-ভাবনা করে তার প্রতিবিধানের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এরা মুসলমানদের মনোবলকে দমিয়ে দেয়ার জন্যই এ অপকর্মটি করতো। তাদের এটা স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, যে ব্যক্তি কোনো সত্যের সমর্থনে কোনো ভাল কথা বলবে সে তার অংশ পাবে। আর যে কোনো সত্যের বিরোধিতায় মুখ থেকে কোনো মন্দ কথা বের করবে সেও তার থেকে অংশ লাভ করবে।

৮৬-৮৭ আয়াতে মুনাফিকদের উল্লেখিত কর্মনীতি সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে এই উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, সমাজের বুকে তাদেরকে কলঙ্কিত করার প্রচেষ্টা যেন চালান না হয়, বরং তাদের সাথে ঠিক অনুরূপ বাহ্যিক আচরণই যেন করা হয় যেরূপ মুসলমানদের সাথে করা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ তাদের সাথে যেন সালাম কালাম যথারীতি অব্যাহত রাখা হয়।

৮৮-৯১ আয়াতে যেসব মুনাফিক দারুল কুফরে অবস্থানরত এবং যাদের সার্বিক সহানুভূতি কাফিরদের সাথেই জড়িত ও সম্পৃক্ত, দারুল ইসলামের মুসলমানদের পক্ষে উচিত নয় তাদের সাথে কোনো প্রকার ভালবাসা ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা ; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা দারুল কুফর ছেড়ে দারুল ইসলামে হিজরত করে আসবে। তারা যদি হিজরত করে না আসে তাহলে তাদের সাথেও ঠিক অনুরূপ যুদ্ধ করা জায়েয, যেরূপ যুদ্ধ করা জায়েয শত্রুদের সাথে। এ থেকে কেবল তারাই হবে ব্যতিক্রম যাদের সম্পর্ক এমন কোনো জাতির সাথে রয়েছে যাদের সাথে রয়েছে মুসলমানদের চুক্তি। অথবা যাদের সম্পর্কে এটা জানা রয়েছে যে, এরা নিজেদের দুর্বলতা হেতু নিজ জাতির সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যেমন ইচ্ছুক নয় তদ্রূপ মুসলমানদের সাথে একাত্ম হয়ে নিজ জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার সাহসও রাখে না। কিন্তু যাদের সম্পর্কে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাদের ওপর নিজ জাতির বা অন্যান্য কাফিরদের চাপ সৃষ্টি হলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, তারা শত্রু বলেই পরিগণিত হবে। তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয।

৯২-৯৪ আয়াতে দারুল হরবে অবস্থানরত মুসলমানদের জান-মালের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে কতিপয় বিধি-বিধান।

www.pathagar.com

৯৫-১০০ আয়াতে দারুল হরবের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে হিজরত ও জিহাদের তাকিদ। যাতে তারা কুফরী পরিবেশ থেকে বের হয়ে ইসলামী সমাজে চলে আসে এবং নিজেদের ঈমানের হিফাযতের সাথে সাথে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধিতেও অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

১০১-১০৪ আয়াতে যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট ভয়কালীন নামাযের নিয়ম।

১০৫-১২৬ আয়াতে ঐসব মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী যারা সর্বজন পরিচিত মুনাফিকদের ব্যাপারে কোমলনীতি গ্রহণ করত ; এমনকি কোনো সময় তাদের পক্ষ থেকে রক্ষণাত্মক ভূমিকা পালনের জন্য দণ্ডায়মান হতো। বলা হয়েছে, পয়গাম্বর স.-এর বিরুদ্ধে মুনাফিকদের গোপন সংলাপ ও তৎপরতা এবং ইসলামের পথ বর্জন করে অন্য পথ অবলম্বন করার প্রচেষ্টা কোনো মামুলি অপরাধ নয়। এটা গুণগত দিক থেকে রীতিমত শিরক। আর শিরককে মহান আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহর নিকট মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনো কাজে আসবে না ; কাজে আসবে শুধু ঈমান ও সৎকর্ম।

১২৭-১৩০ আয়াতে সূরার শুরুতে এতিম, তাদের মাতা ও স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে পরে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব।

১৩১-১৪৭ আয়াতে মুসলমানদের পূর্ণ কঠোরতার সাথে তাকিদ করা হয়, যা কিছু হুকুম দেয়া হচ্ছে নির্বিবাদে তার ওপর আমল করবে ; তা বর্জন করার ও তা থেকে পালাবার পথ তালাশ করবে না। মুনাফিকদের কুফরী নীতি থেকে পূর্ণ কঠোরতার সাথে বিরাগ প্রকাশ ও তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় যে, মুনাফিক ও কাফির উভয়ের আবাস হচ্ছে জাহান্নাম।

১৪৮-১৪৯ আয়াতে মুসলমানদের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যদিও মুনাফিকরা সর্বপ্রযত্নে ভর্ৎসনার যোগ্য, তথাপি অপ্রয়োজনে তাদের সাথে কটুভাষণ ও মন্দ ভাষা প্রয়োগ করা জায়েয নয়।

১৫০-১৬২ আয়াতে আহলে কিতাব বিশেষ করে ইহুদীদের যারা এ পর্যায়ে রকমারী ষড়যন্ত্র ও বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ আপত্তির রণক্ষেত্র তৈরী করছিল তাদের ভর্ৎসনা ও তাদের আপত্তির জবাব দান।

১৬৩-১৭৫ আয়াতে কুরআনী দাওয়াতের মাহাত্ম ও মর্যাদা বিশ্লেষণ এবং আহলে কিতাব বিশেষ করে নাসারাদের উদ্দেশ্যে দাওয়াত ও নসীহত। অর্থাৎ আল্লাহ যে আলো নাযিল করেছেন তার মূল্যায়ণ করবে এবং অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে খেয়ে ঘুরপাক খেতে থাকবে না।

১৭৬ আয়াতে একটি সুস্পষ্ট আয়াত—যা প্রথম দিকে বর্ণিত আহকামের ব্যাখ্যা হিসেবে নাযিল হয়েছে।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনার ওপর গবেষণার দৃষ্টিতে তাকালে এটা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হবে যে, ৪০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তো সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আহ্বান ও আইন-কানুন বিবৃত হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোথাও ঐ প্রতিক্রিয়ার প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা

www.pathagar.com

হয়েছে যা ঐসব আহকামের যারা বিরোধী ছিল তাদের ওপর পড়েছিল। কিন্তু ৪০ পরবর্তী আয়াতসমূহের লক্ষ ক্রমান্বয়ে ইসলামী শাসনব্যবস্থার ভিত্তিসমূহের ব্যাখ্যা ও ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের দিকে পাল্টে গিয়েছে এবং আলোচনা মোড় নিয়েছে আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের প্রতি। এরা ইসলামী জীবনব্যবস্থার বিরোধিতার জন্য যেসব কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল তার ওপর বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। মুনাফিকরাই বিশেষভাবে এ পর্যালোচনার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে সূরার প্রাথমিক ভূমিকাতেও উল্লেখ করেছি যে, তার কারণ হলো, সমাজ ও রাষ্ট্রের মযবুতীর দৃষ্টিকোণ থেকে এ আস্তীনের সাপ গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা ছিল অপরিহার্য।

কুরআন মজীদ সম্পর্কে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, এটি নিছক কোনো অদীনী বিধি-বিধানের সমষ্টিমাত্র নয়, বরং এটি দাওয়াতের গাইড বইও। এ কারণে তার জন্য প্রভাব প্রতিক্রিয়ার ওপর পর্যালোচনা পেশ করা ছিল অপরিহার্য যার মুকাবিলা করতে হয়েছে এ সব বিধি-বিধানের তালীম ও প্রশিক্ষণদান কালে। সুতরাং কুরআন উক্ত বিধি-বিধান বা আহকামের পাশাপাশি সর্বত্র ঐসব অবস্থা ও পরিস্থিতির ওপরও আলোচনা পেশ করেছে যা বিরোধীরা সৃষ্টি করেছিল প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। আর তালীম ও দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকেও এর ওপর আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু যারা কুরআনের এ বিশেষত্ব সম্পর্কে অবগত নয় তারা এই ভেবে পেরেশান হয়ে যান যে, এসব আইনী আহকাম ও বিধি-বিধানের সাথে মুনাফিক ও বিদ্বেষ পরায়ণ শত্রুদের সম্পর্কে এহেন বিস্তারিত আলোচনা করার কিইবা প্রয়োজন ছিল ?

❐

www.pathagar.com

৪. সূরা আন নিসা-মাদানী

রুকূ'-২৪ আয়াত-১৭৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ①

১. হে মানব ! তোমরা ভয় করো তোমাদের রবকে যিনি পয়দা করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে এবং যিনি পয়দা করেছেন তার থেকে তার জোড়া, আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দুজন থেকে অনেক নর ও নারী। আর তোমরা ভয় করো আল্লাহকে যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়ে থাক এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

১. শব্দের অর্থ ও আয়াতের ব্যাখ্যা

خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا-এর অর্থ

خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ঃ এর অর্থ একই উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন, যদিও অনেকেই এর অন্য অর্থও গ্রহণ করেছেন কিন্তু যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে অর্থ করেছেন তা অত্যন্ত দুর্বল। আমরা যে অর্থ গ্রহণ করেছি তার সমর্থন স্বয়ং কুরআনেই রয়েছে। সূরা নাহলে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا এটা স্পষ্ট যে, এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া বা স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন।" এর অর্থ কেউই এটা গ্রহণ করতে পারে না যে, স্ত্রীদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের নিজ নিজ স্বামীর মধ্য থেকে।

تَسَاءُل-এর অর্থ

تَسَاءُل শব্দের অর্থ পরস্পর একে অন্যকে জিজ্ঞেস করা, প্রশ্ন করা ও প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা। এ থেকেই এর মানে উন্নীত হয়ে একে অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থী হওয়ার অর্থেও এটির ব্যবহার হয়। সূরা মু'মিনূনে রয়েছে ঃ فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَاۤ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ . –"যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। সেদিন তাদের

মধ্যকার পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একজন অপরজন থেকে সাহায্য প্রার্থনাও করতে পারবে না।"–সূরা মু'মিনূন ঃ ১০১

أَرْحَام শব্দের অর্থ

أَرْحَام শব্দের অর্থ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়। এটিকে اَللّٰهُ শব্দের ওপর عطف করে ইসলামী জীবনব্যবস্থায় এর যে অপরিসীম গুরুত্ব তাই উচ্চকিত করে তুলে ধরা হয়েছে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর পরে সর্বাগ্রে যা ভয় ও সম্মানের যোগ্য তা হচ্ছে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ও তার হক। আল্লাহ সকলের সৃজনকর্তা এবং রেহেম অর্থাৎ জরায়ু হলো সকলের অস্তিত্বে আসার উপায় ও মাধ্যম। এজন্য আল্লাহ ও রেহেমের হক সকলের ওপর ওয়াজিব ও অবশ্য মান্য। মহান আল্লাহ এ ভিত্তির ওপরই রেহেম বা রক্ত সম্পর্ককে এ মর্যাদা দান করেছেন যে, যে এ বন্ধনকে সংযুক্ত করে আল্লাহ তার সাথে সংযুক্ত হন আর যে এটাকে ছিন্ন করে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এ বিষয়টি একটি হাদীসে কুদসী দ্বারা প্রমাণিত এবং কুরআন থেকেও একই কথা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজ সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট বুনিয়াদী সত্য

মানবীয় সমাজ সংস্থার জন্য মহান আল্লাহ যে সকল বিধি-বিধান ও হেদায়াত নাযিল করেছেন এবং সামনে যা বিবৃত হতে যাচ্ছে, আলোচ্য আয়াতটি তার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা সদৃশ। এ ভূমিকাতে যেসকল বিষয় বুনিয়াদী সত্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে তা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রথমত, এ আয়াতে যে তাকওয়ার হেদায়াত দেয়া হয়েছে তার একটা বিশেষ অবস্থা ও প্রেক্ষাপট রয়েছে। এ তাকওয়ার মানে এ সৃষ্টিজগত এমনিতেই অস্তিত্বে এসে যায়নি ; বরং এ আল্লাহরই সৃজনকৃত ; যিনি সবারই সৃজনকর্তা ও সবারই রব। তাই কারো পক্ষেই এটা জায়েয নয় যে, সে নিজেকে মালিক মোখতারহীন এবং রক্ষক ও পরিচালক বিহীন এক ভবঘুরে মেশপাল মনে করে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবে। এবং একে অপরকে স্বীয় যুলুম ও সীমালংঘনের শিকার বানিয়ে নেবে। বরঞ্চ আচার-আচরণের ইনসাফ ও দয়াশীলতার নীতি অবলম্বন করাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। অন্যথায় স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ বড়ই শক্তিধর এবং প্রচণ্ড প্রতিশোধ গ্রহণকারী ও মহা-প্রতাপশালী। যে তাঁর সৃষ্টি মাখলুকের ব্যাপারে ধোঁকা প্রতারণার নীতি অবলম্বন করবে সে তাঁর ক্রোধ ও বিরাগ থেকে রক্ষা পাবে না ; প্রতিটি জিনিস রয়েছে তারই রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অধীনে।

দ্বিতীয়ত, সমগ্র মানব জাতি একই আদমের বংশধর। মহান আল্লাহ একই আদম ও হাওয়ার বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন সবাইকে। আদম আ.-এর বংশজাত হওয়ার দিক থেকে সকলেই সমান। এদিক থেকে আরবী ও আজমী, সাদা-কাল এবং আফ্রিকান ও এশিয়ান—এসবের মাঝে কোনোই ফারাক নেই ; সবাই আল্লাহর সৃষ্টি ও সকলেই আদমের

www.pathagar.com

সন্তান আল্লাহ ও রেহেমের বন্ধন সবার মাঝে সমভাবে বর্তমান। এর স্বাভাবিক দাবীও একটাই যে, সবাই একই আল্লাহর বন্দেগী করবে। একই যৌথ পরিবারের সদস্যদের ন্যায় পরস্পরকে হক ও ইনসাফ এবং প্রীতি ভালবাসার বন্ধনে একাত্ম হয়ে জীবন যাপন করবে।

তৃতীয়ত, আদম আ. যেরূপ গোটা মানব প্রজাতির পিতা তদ্রূপ হাওয়া আ. সমগ্র মানব বংশের মাতা। মহান আল্লাহ হাওয়াকে আদম আ.-এর শ্রেণীভুক্ত করেই সৃষ্টি করেছেন, তাই স্ত্রী জাতি কোনো লাঞ্ছিত, তুচ্ছ ও নগণ্য এবং স্বভাবগতভাবে পাপী ও গোনাহগার সৃষ্টি নয়। বরং তারাও সমভাবে মানব মর্যাদার অভিসিক্ত এক অনন্য সৃষ্টি। তাদের তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত মাখলুক মনে করে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না, তাদেরকে দুর্বল ভেবে তাদের যুলুম-নির্যাতনের লক্ষস্থলেও পরিণত করা যেতে পারে না।

চতুর্থত, আল্লাহ ও রেহেমের মধ্যস্থতা চিরকালই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির প্রেরণাদায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে এসেছে। যে কোনো বিপদ বা ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সে তাতে আল্লাহ ও রেহেমের দোহাই দিয়ে অন্যের সাহায্য কামনা করে থাকে। আর এ সাহায্য কামনা যেহেতু স্বাভাবিক নিয়মের ওপর ভিত্তিশীল সেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কার্যকরও হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ ও রেহেমের দোহাই দিয়ে অধিকার যাঞ্চাকারীদের অধিকাংশই এটা ভুলে যায় যে, এসব মাধ্যমের দোহাই দিয়ে অধিকার যাঞ্চা করা যেমন যথার্থ তদ্রূপ তাদের হক আদায় করাও অবশ্য কতব্য। যে ব্যক্তি খোদা ও রেহেমের দোহাই দিয়ে গ্রহণ করার বেলায় সিদ্ধ হস্ত, কিন্তু প্রদান করার বেলায় দ্বিধাগ্রস্ত সে আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি ও রেহেমের বন্ধন ছিন্ন করার অপরাধে অপরাধী। আর এ অপরাধ সে-ই করতে পারে যার অন্তর তাকওয়ার প্রাণশক্তি থেকে শূন্য। আল্লাহ ও রেহেমের হকের সমঝদাররা যেরূপ তাদের দোহাই দিয়ে ফায়দা হাসিল করে তদ্রূপ তাদের দায়িত্বও পালন করে। আর প্রকৃতপক্ষে অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালনের এ ভারসাম্যই সঠিক ইসলামী সমাজের সত্যিকার সৌন্দর্য। এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করেছে وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ এ আয়াতাংশটুকু।

২. পরবর্তী আলোচনা : ২-১০ আয়াত

পরবর্তী আয়াতগুলোতে তাকওয়া, ইনসাফ, রক্ত সম্পর্ক এবং রহম ও দয়া সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। যেগুলো সম্পর্কে এইমাত্র আলোচিত হয়েছে। এসব বুনিয়াদী বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সর্বাগ্রে এতিমদের অভিভাবকদের সম্বোধন করে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ কঠিন কর্তব্য থেকে দায়িত্বমুক্ত হবার জন্য ইনসাফ ও ন্যায় নীতির মধ্যে থেকে যেসব উপায় অবলম্বন করা সম্ভবপর ছিল তার প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যেমন কেউ যদি মনে করে যে, তার অভিভাবকত্বের অধীনে এতিমদের মাল ও হকের পূর্ণ সাবধানতার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তখনি সম্ভব যখন সে তার মাতাকেও নিজের সাথে দায়িত্ব পালনে শরীক করে নেবে, তখন এ উদ্দেশ্যে সে একাধিক স্ত্রীগ্রহণের সুযোগ ও অনুমতি থেকে ফায়দা নিতে পারে। তবে শর্ত হলো, তাকে সর্বোচ্চ চারজনের

সীমা ও মোহরানা আদায়ের যে সাধারণ আইন ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে তাদের বেলায়ও তা মেনে চলতে হবে। এ অজুহাত খাড়া করা চলবে না যে, যেহেতু তাদের কাউকে সে এজন্যই বিয়ে করেছে যাতে নিহিত ছিল তাদের সন্তানের কল্যাণ চিন্তা সেহেতু তাদের বেলায় সে ইনসাফ ও মোহরানা ইত্যাদির দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন।

এরপর বলা হয়েছে, এতিমের মাল কখন তার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। আর অভিভাবকের দায়িত্ব পালনকালে একজন অভাবগ্রস্ত ও একজন সচ্ছল অভিভাবকের পক্ষে তার মাল থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে কি কর্মনীতি অবলম্বন করতে হবে তা আলোচিত হয়েছে।

অতপর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, শরীআতে ওয়ারিশদের অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যাবার পরও যদি কোনো মৃতের বিষয় সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়-পরিজন, এতিম ও মিসকীনদের কেউ এসে পড়ে, সেক্ষেত্রে আইনগত দিক থেকে উক্ত সম্পদে তাদের কোনো অধিকার ও অংশ প্রাপ্য না হলেও নৈতিক দিক থেকে তাদেরকে তা থেকে কিছু প্রদানের ব্যবস্থা করতঃ বিদায় করা ও তাদের মনতুষ্টি করা বাঞ্ছনীয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, যারা যুলুম ও বাড়াবাড়ি করে এতিমদের সম্পদ গ্রাস করে তারা তাদের উদরে আগুন ভর্তি করছে এবং পরিশেষে তারা জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে পতিত হবে।

এরি আলোকে তেলাওয়াত করুন পরবর্তী আয়াতগুলো ঃ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْٓا
اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ﴿٢﴾ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا
فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۗءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ ذٰلِكَ
اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ﴿٣﴾ وَاٰتُوا النِّسَاۗءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۭ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۗـــًٔا مَّرِيْۗـــًٔا ﴿٤﴾ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاۗءَ اَمْوَالَكُمُ
الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ

www.pathagar.com

قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿৫﴾ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ
مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا
اَنْ يَّكْبَرُوْا ۭ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ
بِالْمَعْرُوْفِ ۭ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۭ وَكَفٰى
بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿৬﴾ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠
وَلِلنِّسَاۗءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۭ
نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿৭﴾ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿৮﴾ وَلْيَخْشَ
الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۠ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ
وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿৯﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا
يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۭ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿১০﴾

২. আর সমর্পণ করো এতিমদের তাদের সম্পদ এবং বদল করো না খারাপ মালের সাথে ভাল মালের। আর গ্রাস করো না তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিশ্রিত করে। নিশ্চয় এরূপ করা গুরুতর পাপ।

৩. আর যদি তোমরা আশংকা করো যে, এতিম মেয়েদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করে নাও অন্য নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের মনপুত হয়—দুই, তিন কিংবা চারজন পর্যন্ত। কিন্তু যদি আশংকা করো যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না তাহলে একজনকে নিয়েই তুষ্ট থাক অথবা তোমাদের স্বত্বাধীন ক্রীতদাসীকে নিয়ে। সুবিচারের সীমালংঘন করা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এটাই হচ্ছে উত্তম ও সহজতর পন্থা। ৪. আর তোমরা দিয়ে দাও স্ত্রীদের মোহরানা

www.pathagar.com

সন্তুষ্ট চিত্তে। তবে তারা নিজেদের মনের খুশীতে মোহরানার কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তা তোমরা ভোগ করো সানন্দে তৃপ্তি সহকারে।

৫. আর অর্পণ করো না নির্বোধ এতিমদের হাতে তোমাদের ঐ সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের জীবন নির্বাহের অবলম্বন করেছেন। বরং তা থেকে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ করবে এবং নিয়ম মাফিক তাদের মনোরঞ্জন করবে। ৬. আর তোমরা এতিমদের যাচাই করবে যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। যদি তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান আঁচ করতে পারো তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাদের মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও তাড়াহুড়া করে হযম করে ফেলো না, যে সচ্ছল সে যেন এতিমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকে আর যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য হিসেব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।

৭. পুরুষদের জন্য অংশ আছে সে সম্পত্তিতে যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যায় ; এবং নারীদের জন্যও অংশ আছে সে সম্পত্তিতে যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যায়, হোক তা অল্প কিংবা বেশী। তা অকাট্য নির্ধারিত অংশ। ৮. আর সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়, এতিম ও মিসকীনরা উপস্থিত হলে তা থেকে তাদেরও কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে। ৯. এতিমদের ব্যাপারে মানুষের এটুকু ভয় করা উচিত যে, যদি তারা নিজেদের পেছনে দুর্বল অসহায় সন্তানদের ছেড়ে যেত তবে তারাও তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হতো। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের সাথে সংগত কথা বলে।

১০. নিশ্চয় যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করে তারা যেন আগুন দিয়েই নিজেদের পেট বোঝাই করে। আর অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।

৩. শব্দের অর্থ ও আয়াতের তাফসীর

আয়াত ঃ ২

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ص وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ
اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ○

www.pathagar.com

২ নম্বর আয়াতের সম্বোধন এতিমদের অভিভাবকদের প্রতি

এ আয়াতের সম্বোধন এতিমদের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি। আর পূর্বোক্ত আয়াতের ওপর এর عطف দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এতে যে বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে বা যা থেকে নিষেধ করা হচ্ছে তার বুনিয়াদ ঐ মৌল সত্যের ওপরই স্থাপিত যা ওপরে উল্লিখিত হয়েছে।

خَبِيْث ও طَيِّب শব্দদ্বয়ের অর্থ

خبيث ও طيب শব্দদ্বয় যেরূপ নৈতিক ও শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে মন্দ ও ভালো দ্রব্য ও বিষয়ের বেলায় ব্যবহার হয়ে থাকে তদ্রূপ ঐসব দ্রব্যাদির বেলায়ও আরবীতে এর ব্যবহার সুপ্রসিদ্ধ যেগুলো বস্তুগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ ভাল। সূরা বাকারার ২৬৭ নম্বর আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

اكل শব্দের সাথে الى। শব্দের صله ব্যবহার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এখানে ضمًا বা এর সমর্থক কোনো শব্দ উহ্য রয়েছে।

এতিমদের মাল হিফাযতের জন্য জরুরী হেদায়াত

এতিমদের কোনো কোনো অভিভাবক এমন ছিল—যাদের অন্তর ছিল আল্লাহর ভয়শূন্য—যারা এতিমদের সম্পূর্ণ সম্পদই আত্মসাৎ করে বসে। আর যদিবা আত্মসাৎ করে না বসে তা হযম করে ফেলার উদ্দেশ্যে শৃংখলা বিধানের প্রদর্শনী করে তাদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে ফেলে এবং এভাবে তাদের সম্পদ মেরে খাবার সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়। তাদেরকে বলা হয়েছে, এতিমদের সম্পদ এতিমদেরই দিয়ে দাও ; নিজেরা তা হযম করে ফেলার চেষ্টা করো না। অতপর এ উদ্দেশ্যে যেসব চালাকী ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয় তা থেকেও স্পষ্ট ভাষায় বারণ করে দেয়া হয়। বলা হয়েছে যে, নিজেদের নিম্নমানের মাল তাদের উৎকৃষ্ট মাল দ্বারা বদল করে নেয়ার কৌশল অবলম্বন করবে না এবং তাদের মাল নিজেদের মালের সাথে মিশিয়ে তাদের মাল লুটেপুটে খাবার চেষ্টা করবে না।

সূরা আল বাকারার ২২০ নম্বর আয়াতের আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, কোনো পৃষ্ঠপোষক ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে এতিমের মালকে নিজের মালের সাথে মিশিয়ে নিতে চাইলে শরীআত তার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু শর্ত হলো এ মেশানো ও মেলানোর উদ্দেশ্য হতে হবে সংস্কার ও বৃহত্তর কল্যাণ সাধন ; অনিষ্ট সাধন নয়। ভিন্ন পরিস্থিতিতে এতিমের হক হিফাযতের দায়িত্ব অর্পিত হয় ইসলামী সরকারের ওপর।

আয়াত ঃ ৩

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ
مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلاَّ تَعُوْلُوْا ۝

يَتَامَى শব্দের অর্থ

يَتَامَى শব্দটি ঐসব অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যাদের পিতার মৃত্যু হয়েছে ; চাই সে অপ্রাপ্ত বয়স্করা ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক। স্রেফ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকাদের জন্য এ শব্দের ব্যবহার না আরবী ভাষায় সুপরিচিত, না কুরআন ও হাদীসে। কুরআনে কমপক্ষে পনরটি জায়গায় এ বহুবচন আকারেই শব্দটির ব্যবহার হয়েছে কিন্তু কোথাও শুধুমাত্র এতিম বালিকাদের অর্থে এর ব্যবহার হয়নি।

مَاطَابَ لَكُمْ অর্থ

مَاطَابَ لَكُمْ কোনো কোনো তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন- مَا حَلَّ لَكُمْ অর্থাৎ যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য জায়েয। এ অর্থ শব্দের ব্যবহারের দিক থেকে সঠিক ; যদি আভিধানিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর মানে এও হতে পারে যে, যারা রাজী হবে। পরবর্তী আয়াতের فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ শব্দগুচ্ছ থেকে এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত বুঝা যায়। উপরন্তু এর অর্থ এও হতে পারে যে, যাদের দ্বারা তোমাদের জীবনে বিরাজ করবে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ। এখানে এ সবগুলো অর্থই হতে পারে। তবে আমরা প্রথমোক্ত অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছি। কারণ অবস্থা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এ অর্থটিই অধিকতর উপযোগী।

نِسَاءُ বলতে এতিমদের মাতা-ই উদ্দেশ্য

نِسَاءُ শব্দটি যদিও বাহ্যত সাধারণ অর্থজ্ঞাপক কিন্তু পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত প্রমাণ করে যে, এদ্বারা সাধারণ স্ত্রীলোকদের বুঝানো হয়নি ; বরং এদ্বারা বুঝানো হয়েছে এতিমদের মাতাগণকে। সাধারণ শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে—পারিপার্শ্বিক ইশারা বর্তমান থাকলে—বিশেষ অর্থ গ্রহণ করার রীতি আরবী ভাষায় সুবিদিত। কুরআনে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত বর্তমান রয়েছে। সামনে আগত আলোচ্য বিষয়ের দ্বারা পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত কি তা আপনা আপনিই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাই এখানে এর দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই।

বিশেষ কারণ ও প্রয়োজনে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি

আয়াতের তাৎপর্য এই যে, যদি তোমরা (সম্বোধন এতিমদের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি) সাবধানতা হেতু এ আশংকা করো যে, তোমাদের জন্য একাকী এতিমদের মাল ও তাদের প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য পুরোপুরিভাবে পালন ও সংরক্ষণ করা এক অতীব কঠিন কাজ। তোমরা একাকী স্বীয় দায়-দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারবে না। এতিমদের মাতাও যদি দায়িত্ব পালনে তোমাদের সাথে শরীক হয়ে যায় তবে তোমরা উত্তমরূপে এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। কারণ এতিমদের সাথে রয়েছে তার অন্তরের টান ও নাড়ীর সম্পর্ক যা অন্য কারো সাথে সম্ভব নয়। এতিমদের অধিকার সুসংরক্ষণে সে যে জাগ্রত চিত্ততার পরিচয় দেবে অন্য কারো পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তাহলে তাদের মধ্যে যেসব মহিলা তোমাদের জন্য জায়েয ও বৈধ তাদের তোমরা বিয়ে করে নাও। তবে শর্ত হলো তাদের সংখ্যা সর্বোচ্চ চার-এর অধিক হতে পারবে

www.pathagar.com

না। আরো শর্ত হলো তোমাদেরকে তাদের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়নীতি কায়েম করতে হবে। যদি এ আশংকা হয় যে, তোমরা সুবিচার রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে একের অধিক বিয়ে করো না। বলা হয়েছে তোমাদের হক ও ইনসাফের ওপর অবিচল রাখার দৃষ্টিকোণ থেকে এ পন্থাই অধিকতর সঠিক।

এতে বুঝা গেল স্ত্রীদের ব্যাপারে সুবিচার ও ন্যায়নীতি শর্তটি এমন একটি অলংঘনীয় শর্ত যে, এতিমদের হক রক্ষণাবেক্ষণের মত এহেন গুরুত্বপূর্ণ দীনি প্রয়োজন পূরণের স্বার্থেও শরীআত এতে কোনোরূপ নমনীয় নীতির অবকাশ রাখেনি।

একটি সন্দেহের অপনোদন

এখানে কারো কারো মনে এ সন্দেহ জাগতে পারে যে, আয়াতের ব্যাখ্যা যদি তা-ই হয় যা ওপরে বিবৃত হলো, তবে তা থেকে তো এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের একাধিক বিবাহের অনুমতি কোনো সাধারণ অনুমতি নয়, বরং এতিমদের সুবিধা-অসুবিধার সাথে শর্তযুক্ত। এ সন্দেহের জবাব হলো, এখানে মাসআলার বর্ণনার ধরন এ নয় যে, এতিমদের সুবিধা-অসুবিধার শর্তাধীনেই একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হলো এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে তা নিষিদ্ধ ; বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, এতিমদের স্বার্থ সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকেই একাধিক স্ত্রী গ্রহণের এ রেওয়াজ ও সুযোগ থেকে ফায়দা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হলো। যা পূর্ব থেকেই আরবে প্রচলিত ছিল। অবশ্য তা চার পর্যন্ত সীমিত করে দেয়া হলো। যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে এতিমদের স্বার্থ সংরক্ষণের সাথে শর্তযুক্ত করা উদ্দেশ্য হতো, তাহলে বর্ণনাভঙ্গী এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতো। উক্ত বর্ণনা ভঙ্গী থেকে শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে, সেকালে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তার ওপর একটি শর্ত আরোপ করে তা থেকে একটি সামাজিক প্রেক্ষাপটে ফায়দা হাসিল করার প্রতি দিক নির্দেশ প্রদান করা হলো। কিন্তু কেবলমাত্র এতিমদের স্বার্থই সামাজিক স্বার্থ নয় ; বরং এছাড়া আরো অনেক স্বার্থ হতে পারে। তাই তা থেকে যে অন্য কোনো ফায়দা বা উপকারিতা হাসিল করা যাবে না তার কোনো কারণ নেই।

আরেকটি সন্দেহের নিরসন

কারো কারো মনে আরেকটি সন্দেহেরও উদ্রেক হতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যারা يتامى শব্দ দ্বারা এতিম কন্যা সন্তান অর্থ গ্রহণ করেছেন, আমরা তাদের বক্তব্যকে নিছক এ দলীলের ভিত্তিতে উপেক্ষা করেছি যে, এ শব্দের ব্যবহার শুধু কন্যা সন্তানদের জন্য সুবিদিত ও পরিচিত নয়, অথচ نساء শব্দ দ্বারা আমরা এতিমদের মাতা অর্থ গ্রহণ করেছি যদিও এ শব্দের ব্যবহারও উক্ত অর্থের জন্য প্রসিদ্ধ নয়। এ সন্দেহের জবাব এই যে, আমরা উপরিউক্ত ব্যাখ্যাকে স্রেফ এ ভিত্তিতেই উপেক্ষা করিনি যে, অভিধান ও ব্যবহার তার সপক্ষে নেই ; বরং এটাও তার অন্যতম কারণ যে, এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের ব্যাখ্যা সঠিক হয় না। কারো হয়তো এ আশংকা হলো যে, যদি সে কোনো এতিম বালিকাকে বিয়ে করে, তবে যেহেতু তার পিতা বা ভাই নেই, সেহেতু সে তার হক আদায় করতে ত্রুটি করবে, তাহলে তার উদ্দেশ্যে এ উপদেশই সমুচিত ছিল যে,

www.pathagar.com

উক্ত বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে নিজের অধিকার ও কর্তব্য নিজের ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাক্রমে না বুঝা পর্যন্ত তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মুলতবি রাখবে। অথবা শুধু এ নির্দেশ দেয়া সমীচিন হতো যে, এরূপ ব্যক্তি অন্য কোনো স্ত্রীলোককে যেন বিয়ে করে নেয়। তার সাথে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ও তার শর্ত ইত্যাদি বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজনও দেখা দিতো না। যদি এটা বলা হয় যে, একটি এতিম বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পরও পিতা বা ভাই না থাকার দরুন শক্তি ক্ষমতা হীনই থেকে যায়, তবে তো নির্দেশ এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল যে, এমন স্ত্রীলোকদের বিয়ে করো যাদের বাপ-ভাই জীবিত আছে। কারণ এরূপ অপ্রস্তুত অবস্থা অন্যান্য মহিলাদের ক্ষেত্রেও থাকা সম্ভব ; যদিও তাদের এতিম হওয়া জনিত অপ্রস্তুত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি।

এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কারো রক্ষণাবেক্ষণে যদি কোনো এতিম বালিকা থাকে, সে উত্তমরূপে তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে এবং তার প্রাপ্ত বয়স্কা হবার পর তাকে বিয়ে করে, তবে শরীআতে এটা অপসন্দনীয় নয় বরং পসন্দনীয়।

যাইহোক আমরা উক্ত মতামতকে শুধু একটি মাত্র কারণে নয় বরং একাধিক কারণকে সামনে রেখেই পরিহার করেছি। অপরদিকে نِسَـــاءِ শব্দটিকে যে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করেছি তা ঐসব পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিতের ওপর ভিত্তি করেই করেছি, যার কতক ওপরে বর্ণিত হয়েছে আর কতক পরে আসছে।

مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ঃ এর অর্থ বাঁদী। যেহেতু তাদের ব্যাপারে সুবিচার ইত্যাদির শর্ত নেই, এ কারণে তাদের ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ মাসআলার প্রকৃত চিত্র আমরা সূরা বাকারায় তুলে ধরেছি। পরে উপযুক্ত স্থানে এর ওপর আরো আলোচনা করা হবে।

আয়াত ঃ ৪

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا ○

মোহরানা আদায়ের শর্তারোপ

نِحْلَةً শব্দের অর্থ

এ আয়াতেও نِسَاءِ শব্দের অর্থ এতিমদের মাতাগণ। نحل শব্দের মানে কাউকে কিছু প্রদান করা। আর যখন স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে এ শব্দের ব্যবহার হয় তখন এর মানে হয় মোহরানা আদায় করা। এখানে نِحْلَةً শব্দটি এসেছে ক্রিয়ার তাকিদ হিসেবে অর্থাৎ তোমরা মোহরানা আদায় করো ঠিক সেভাবে যেভাবে মোহরানা আদায় করার নিয়ম। এ তাকিদ বা জোর দেয়ার প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছে যে, যখন তাদের সাথে বিয়ে তাদেরই সন্তানদের স্বার্থের দিক বিবেচনায় দেয়া হলো। তখন কেউ মনে করতে পারে যে, এমতাবস্থায় মোহরানা ইত্যাদির বাধ্যবাধকতা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

না, যেরূপ সুবিচার করা শর্ত তদ্রূপ মোহরানা আদায় করাও শর্ত, আর এ মোহরানা ঠিক মোহরানার মতই আদায় হতে হবে। নিছক দায়িত্ব এড়াবার প্রচেষ্টা মাত্র হলে চলবে না।

فَانْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ : এতে عَنْ শব্দটি সম্পর্ক বর্জন জনিত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ তারা সানন্দে তাদের মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দিলে, তোমরা তা দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে ও উপকৃত হতে পার। এটা তোমাদের আনন্দ ও ভোগ বিলাসের উপকরণ হতে পারে।

আয়াত : ৫

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

سُفَهَاءَ-এর অর্থ নির্বোধ এতিম

سُفَهَاءَ শব্দের অর্থ ঐসব এতিম যাদের সম্পর্কে এখানে আলোচনা চলছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এতিমদের মাল তাদের দিয়ে দাও। তার মানে এ নয় যে, তারা যদি সম্পূর্ণ নির্বোধ ও অবুঝও থাকে, তথাপি তাদের হাতে তা তুলে দাও। মাল-সম্পদকে মহান আল্লাহ মানুষের জীবন নির্বাহের অবলম্বন ও প্রতিষ্ঠালাভের উপকরণ বানিয়েছেন। এ কারণে এর মাঝে ব্যক্তিগত হকের সাথে বংশীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণেরও একটি দিক রয়েছে। এদিক থেকে আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে একজনেরই ক্ষতি নিহিত নেই। বরঞ্চ গোটা পরিবার এবং পরিশেষে গোটা সমাজেরই ক্ষতি নিহিত রয়েছে। এরি দাবী হলো, এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করা যাবে না, যা কোনো মাল-সম্পদের ধ্বংসের কারণ হয়। যদি এতিম এখনো পর্যন্ত নির্বোধ ও অবুঝ থাকে, তাহলে অভিভাবকের কর্তব্য হলো, মাল-সম্পদ তার নিজেরই হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণে রাখা। অবশ্য তার পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের যোগান দেয়া এবং তার মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা তার কর্তব্য। যেন তার মনে স্বস্তি ও আস্থা থাকে যে, এ রক্ষণাবেক্ষণ তারই উপকারের জন্য। হাঁ দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে যাবার পর তার প্রতিটি জিনিস অর্পিত হতে হবে তারই দায়িত্বে।

وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا : এতে فِيْهَا শব্দের দ্বারা এ বিষয়ের প্রতিটি ইঙ্গিত প্রমাণিত হয় যে, এতিমদের প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকদের প্রশস্ত ও উদার চিত্ততার পরিচয় দিতে হবে। কৃপণ ও সংকীর্ণমনা অভিভাবক তুল্য দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় নয়। আরবীতে যখন বলা হবে وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا তখন তার অর্থ দাঁড়াবে, তাকে উদারতা ও স্বাচ্ছন্দ সহকারে খাওয়াও পরাও। আর যদি বলা হয় وَارْزُقُوْهُمْ مِنْهَا তখন তার অর্থ হবে, তাকে তা থেকে কিয়ৎ পরিমাণে দিয়ে বিদায় করো। পরবর্তী ৮ নম্বর আয়াতে তার দৃষ্টান্ত আসছে।

www.pathagar.com

আয়াত : ৬

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ج وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ط وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ط فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝

এতিমদের মাল কখন তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে ?

এতিমদের মাল তাদের হাতে অর্পণ করার ব্যাপারে অভিভাবকদের কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তা-ই বিবৃত হয়েছে এ আয়াতে। বলা হয়েছে, এতিমদের যাচাই করতে থাক। অর্থাৎ কোনো ছোট-খাট দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করে তাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করতে থাক। যেমন লেনদেনে তাদের মধ্যে বুদ্ধি জ্ঞানের উন্মেষ হচ্ছে কিনা। বিয়ের বয়স অর্থাৎ বালেগ হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে এ ধরনের আচরণই অবলম্বন করা কর্তব্য। বালেগ হয়ে যাওয়ার পর যদি এটা উপলব্ধি করা যায় যে, তাদের মধ্যে এক্ষণে নিজ দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে তখন তাদের মাল তাদের হাতে ন্যস্ত করে দিতে হবে।

দৈহিক বিচারে বালেগ হওয়া বুদ্ধিবৃত্তিক বালেগ হওয়াকে অবশ্যম্ভাবী করে না

আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি পরিষ্কার ইঙ্গিত বর্তমান রয়েছে যে, দৈহিক দিক থেকে বালেগ হওয়া সর্বদা জ্ঞানগত বালেগ হওয়াকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে না। এমনও অনেক বালেগ হতে পারে, যে বালেগতো হয়ে গিয়েছে ঠিক ; কিন্তু এখনো শিশুই রয়ে গিয়েছে। এরূপ অপরিণত বুদ্ধি ও বয়স্ক নির্বোধদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা যাবে না। তবে এটাকে তাদের সম্পদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার অজুহাত অবশ্যই বানানো চলবে না। আর যা কিছুই করা হোক না কেন তাদের কল্যাণ-চিন্তাকে সামনে রেখেই করা বাঞ্ছনীয়।

গরীব পৃষ্ঠপোষকদের এতিমের মাল থেকে ন্যায্য পরিমাণে উপকৃত হওয়ার অনুমতি

অভিভাবক যদি সচ্ছল হয়, তাহলে এতিমের মাল থেকে কিছু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গরীব হলে সঙ্গত পরিমাণে তা থেকে উপকৃত হতে পারে। সঙ্গত বা ন্যায্য পরিমাণ মানে দায়িত্ব পালনের ধরন, সহায়-সম্পত্তির আকার ও প্রকার, স্থানীয় অবস্থা এবং অভিভাবকের জীবন মান অনুপাতে সে উপকৃত হতে পারবে ; যা হবে যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে। এমনটি হতে পারবে না যে, প্রত্যেক বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির ধারণা হবে, এতিমের বালেগ হয়ে যাবার আশংকায় অত্যধিক খরচ ও তাড়াহুড়া করে এতিমের সহায়-সম্পদ হযম করে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মাল ফিরিয়ে দেয়ার সময় সাক্ষী রাখার হেদায়াত

পরিশেষে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এতিমের মাল যখন তার হাতে ন্যস্ত করবে, তখন কিছু বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোকদের সাক্ষী রেখো ; যেন কোনোরূপ খারাপ ধারণা ও বিবাদের আশংকা থেকে না যায়। একই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সর্ববিষয়ে আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে হবে। কোনো প্রকার খেয়ানত হয়ে থাকলে, হতে পারে দুনিয়ার সাক্ষী-সাবুদের নজরে তা পড়েনি। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি কোনো কিছুকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

আয়াত ঃ ৭-১০

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ط نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ○ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ○ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ص فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ○ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ○

এতিমদের হকের সুসংরক্ষণ অন্যদের হকের পথ খুলে দিয়েছে

এতিমদের হক সুসংরক্ষণের পর এক্ষণে উত্তরাধিকার আইনের প্রাথমিক আলোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে ; যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের মিরাস থেকে প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। যেন শক্তিমান অংশীদার ও ওয়ারিশদের পক্ষে মৃতের সকল সহায়-সম্পদ একাট্টা করে তার ওপর একাধিপত্য বিস্তার করার কোনো সুযোগই না থাকে। ইসলামের পূর্বে শুধু আরবেই নয় বরং গোটা দুনিয়ায়ই এ অবস্থা বিরাজ করছিল যে, এতিম ও নারীরা তো বটেই, উপরন্তু সকল দুর্বল ওয়ারিশরাই শক্তিশালী ওয়ারিশদের দয়া ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কুরআন মাজীদ অন্যত্র এ পরিস্থিতির চিত্রায়ণ করেছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا –"আর তোমরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করে ফেল"–সূরা আল ফাজর ঃ ১৯। এ পরিস্থিতির অবসান ঘটাবার জন্য কুরআন সকল ওয়ারিশদের হক সুনির্ধারিত করে দিয়েছে। পুরুষদের বেলায় যেমন ঠিক নারীদের বেলায়ও তদ্রূপ। ওপরের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করার পর কেউ এ আয়াতগুলো পর্যন্ত পৌছলে তার কাছে এটাই অনুভূত হবে যে, এতিমদের বরকতে অন্যান্যদের হক নির্ধারণ করার পথও যেন খুলে গেল। অর্থাৎ যারা ছিল নিঃশেষে অধিকার বঞ্চিত, তারা কেবল নিজেদেরই হক অর্জন করলোনা বরং তাদের বদৌলতে অন্যান্যদের হকও অর্জিত হয়ে গেল। বিশেষ করে নারীদের উল্লেখ এভাবে

www.pathagar.com

এসেছে যে, যেন এই প্রথমবারের মত পুরুষদের পাশাপাশি তাদেরও হকদারের কাতারে স্থান লাভের সৌভাগ্য হলো। এবং তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে—চাই তা কম হোক বা বেশী—তাদেরও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ সুনির্ধারিত করে দেয়া হলো।

অংশ নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আইনগত হকদার তো তারাই যারা শরীআতের দৃষ্টিতে ওয়ারিশ সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু তারপরও আত্মীয়তার বন্ধন, বংশীয় ও মানবিক সহমর্মিতার সাধারণ হক অব্যাহত থাকবে, সুতরাং ওয়ারিশদের সম্বোধন করে হেদায়াত প্রদত্ত হয়েছে যে, কারো ওয়ারিশী সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়, এতিম ও মিসকীনদের কেউ এসে উপস্থিত হলে যদিও মিরাসে তাদের কোনো শরঈ হক না থাকে, তথাপি তাদের কোনোরূপ তিরস্কার বা কটূক্তি যেন করা না হয়। বরং তাদেরও তা থেকে কিছু প্রদান করতঃ তাদের যেন মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করা হয়। বলা হয়েছে, ভুলে গেলে চলবে না যে, যেরূপ অন্যদের সন্তান এতিম হয়েছে তদ্রূপ তোমাদের সন্তানরাও এতিম হতে পারতো। পুনরায় ভেবে দেখা কর্তব্য যে, যদি এরা নিজেদের পেছনে এতিমদের ছেড়ে যেত তাহলে তাদের অন্তরে তাদের সম্পর্কে কি পরিমাণ আশংকা বিরাজ করতো। তাই আল্লাহকে ভয় করা এবং সঠিক ও যথার্থ কথা বলা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অবশেষে শেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা যুলুম ও অন্যের হক নষ্ট করতে গিয়ে নিজেদের উদরে এতিমের মাল প্রবেশ করাচ্ছে তারা পরিণামের বিচারে মূলত নিজেদের পেটে আগুন বোঝাই করছে এবং আখেরাতে তারা এ আগুন সহকারেই প্রজ্জ্বলিত আগুনে পতিত হবে।

৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১১-১৪ আয়াত

ওয়ারিশী সম্পত্তির শরঈ বণ্টন

তাকওয়া, ন্যায়বিচার ও রক্ত সম্পর্কের যেসব দাবীর ওপর ইসলামী সমাজের বুনিয়াদ স্থাপিত সে শরঈ মিরাসী আইনের বিশদ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে পরবর্তী আয়াত-গুলোতে। বলাবাহুল্য, সাত নম্বর আয়াতে এর প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছিল। এ বিধান দেয়ার কারণ এটাই যেন, যুলুম, অন্যের হক আত্মসাৎ, বিবাদ মতবিরোধের একটা বিরাট কারণের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়, আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

www.pathagar.com

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا (১১) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ (১২) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (১৩) وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (১৪)

১১. আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর অধিক থাকলে তাদের জন্য রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার অংশ হবে অর্ধেক। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকে পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ। তবে যদি সে নিঃসন্তান হয় এবং তার পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হয়, তাহলে তার মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি তার ভাই-বোন

www.pathagar.com

থাকে তবে তার মায়ের অংশ হবে ছয় ভাগের এক ভাগ। এসবই মৃত ব্যক্তি যে অসিয়ত করে গেছে তা দেয়ার ও ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা জান না তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কারা তোমাদের নিকটতর, এ ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১২. আর তোমরা পাবে অর্ধেক তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের এক ভাগ; তাদের অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। তবে তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যে অসিয়ত করবে তা দেয়ার ও ঋণ পরিশোধ করার পর।

যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ অথবা নারী মারা যায় এ অবস্থায় যে, তার এক বৈপিত্রেয় ভাই কিংবা এক বৈপিত্রেয় বোন তার উত্তরাধিকারী তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে ছয় ভাগের এক ভাগ। কিন্তু তারা যদি এর অধিক হয় তবে সবাই সম অংশীদার হবে এক-তৃতীয়াংশে। এটা হবে যে অসিয়ত করা হয় তা পালন করার ও ঋণ পরিশোধ করার পর; অসিয়ত যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটা আল্লাহর নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ পরম সহনশীল।

১৩. 'এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। আর কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে প্রবহমান রয়েছে নদী নির্ঝর; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর এ হলো মহা সাফল্য। ১৪. আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তার নির্ধারিত সীমালংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে অনন্তকাল ধরে থাকবে আর তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

৫. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতসমূহের তাফসীর

উপরোক্ত আয়াতসমূহে উত্তরাধিকার আইনের যে বিধান বর্ণিত হয়েছে তা স্বতঃ স্পষ্ট এবং ফরায়েযের কিতাবসমূহেও এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। তাই আমরা এ সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেই ক্ষান্ত হব।

وَصِيَّتْ শব্দের প্রকৃত অর্থ

প্রথমেই লক্ষণীয় যে, এখানে মহান আল্লাহ উত্তরাধিকার বণ্টন সম্পর্কিত যে বিধান দিয়েছেন তাকে তিনি তাঁর অসিয়ত বলে অভিহিত করেছেন। আরবী ভাষায় অসিয়ত শব্দের প্রকৃত অর্থ কোনো ব্যক্তির কারো ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা যে, যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে অমুক পদ্ধতি ও অমুক কর্মনীতি যেন অবলম্বন করা হয়। এতে অসিয়তকারীর দূরদর্শীতা, কল্যাণকামীতা ও সহানভূতির দিকটিও নিহিত থাকে।

www.pathagar.com

এছাড়া তাতে একটা অঙ্গীকার ও পারস্পরিক চুক্তির দায়-দায়িত্বও বর্তমান থাকে। শব্দটির এ সার্বিক তাৎপর্য বাঙ্ময় করে তোলার জন্য আমাদের ভাষায় কোনো প্রতিশব্দ আমরা পাইনি। আমরা যে শব্দ ব্যবহার করেছি তা এর সম্পূর্ণ তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট নয়।

কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানের অংশ দ্বিগুণ রাখার কারণ

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ পুত্রদের অংশ কন্যাদের তুলনায় দ্বিগুণ রেখেছেন। এর কারণ হলো ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় জীবন জীবিকা নির্বাহের দায়-দায়িত্ব মহান আল্লাহ সর্বতভাবে অর্পণ করেছেন পুরুষের ওপর ; নারীদের ওপর কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেননি। পুরুষকেই স্ত্রীর খোর-পোষের দায়িত্বশীল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তাকেই বানানো হয়েছে সন্তানাদীর যিম্মাদার। কুরআন এটাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পুরুষই এর যোগ্য যে, তাকে পরিবারের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বশীল বানানো হবে। আর পরিবারের নিয়ম-শৃংখলা, তার টিকে থাকা ও স্থিতিশীলতার জন্য এ কর্তৃত্ব অপরিহার্য। পরিবারের ওপর কোনো কর্তৃত্বশীল বর্তমান না থাকা পরিবারের ফিতরতের পরিপন্থী। অপরদিকে পুরুষের পরিবর্তে কোনো মহিলার পক্ষে পরিবারের কর্তৃত্বশীল হওয়া মানবীয় ফিতরতের তথা স্বভাব প্রকৃতির পরীপন্থী। আর ফিতরতের যে কোনো বিরুদ্ধাচরণই বিশৃংখলা ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে থাকে ; যার ফলে গোটা সমাজই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এরই অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ পুরুষের নানাবিধ দায়িত্বের কারণে কোনো কোনো অধিকারের বেলায় তাকে অগ্রাধিকার দান জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। যারা সবদিক থেকেই পুরুষ ও নারীর পরিপূর্ণ সাম্য ও মমতার দাবীদার, তাদের এ দাবী যুক্তি ও ফিতরতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ বিষয়ের ওপর আমরা পরে এ সূরাতেই আলোচনা করবো। তাছাড়া এ বিষয়ের ওপর আমরা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছি। তাতে এর সবগুলো দিকই আলোচনায় এসেছে।[১]

আল্লাহর বন্টন পদ্ধতির বিরোধিতা করা
তাঁর প্রতি তাচ্ছিল্যের শামিল

তৃতীয়ত, বিজ্ঞানময় কুরআন সতর্ক করে দিয়েছে যে, এ বন্টন মহান আল্লাহর ইলম ও হেকমতের ওপর ভিত্তিশীল। আল্লাহ তা'আলার ইলম অগ্র-পশ্চাত সবকিছুর ওপর সর্বব্যাপী এবং দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুকেই পরিবেষ্টনকারী। কারো ইলমই তাঁর ইলমকে আয়ত্ব করতে পারে না। উপরন্তু তাঁর প্রতিটি কথা ও তাঁর প্রতিটি কাজে রয়েছে অত্যন্ত সুগভীর হেকমত ও প্রজ্ঞা। তাঁর হেকমত ও প্রজ্ঞার সকল গূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারে এমন ক্ষমতা ও সাধ্য কারো নেই। তাই আল্লাহর এ বন্টন ব্যবস্থার ওপর স্বীয় ইলম ও দর্শনের অহমিকায় কারো সমালোচনাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত নয়, উচিত নয় এক দেশদর্শী আবেগ প্রবণতার বশবর্তী হয়ে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ

১. এর জন্য আমাদের লিখিত "ইসলামী সমাজে নারীর স্থান" শীর্ষক বইয়ের পুরুষ বনাম নারীর সাম্যতত্ত্ব অধ্যায়টি পড়ে দেখুন।

www.pathagar.com

করা। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ স্বীয় ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে একজনকে অন্যের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কিন্তু এ অগ্রাধিকার দান দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। অনুরূপ সে তাঁর ব্যক্তি প্রবণতার হেতু কাউকে উপেক্ষা করে। অথচ পরবর্তী অবস্থা প্রমাণ করে যে, ইহকাল ও পরকাল উভয়ের বিচারেই তার ঐ দৃষ্টিভঙ্গিই অধিকতর সঠিক ছিল যাকে সে উপেক্ষা করেছিল। কাজেই মানুষ যখনই কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তখনই তার ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রবণতার পরিবর্তে শরীআত প্রদত্ত হেদায়াত মোতাবেক পদক্ষেপ নেয়াই সঠিক ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা। এতেই রয়েছে বরতক ও কল্যাণ। যারা শরীআতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা আল্লাহর ইলম ও হেকমতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। বলাবাহুল্য সাধারণত এরা দুনিয়াতেই এর শাস্তি ভোগ করে। আর আখেরাতে শাস্তি পাওয়া তো অবধারিত। এরি আলোকে لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا الاية বাক্যাংশের ওপর চিন্তা করে দেখুন।

ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নয়

চতুর্থত, আল্লাহ যখন এ বণ্টনকে নিজের অসিয়ত বলে আখ্যায়িত করেছেন তখন তার মানে এই দাঁড়াল যে, যাদেরকে তিনি কোনো মৃতের ওয়ারিশ সাব্যস্ত করেছেন, তাদের জন্য তো তিনি ইনসাফ ও হেকমতের ওপর ভিত্তিশীল অসিয়ত নিজেই বাতলে দিয়েছেন। পরম অনুগ্রহশীল বিজ্ঞানময় পরওয়ারদেগারের উক্ত অসিয়তের পর যদি কোনো মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি কোনো ওয়ারিশের জন্য অসিয়াত করে তাহলে প্রকৃতপক্ষে তা হবে আল্লাহর অসিয়তের সংশোধন বরং অধিকতর বিশুদ্ধ কথায় তার বিরোধিতারই নামান্তর ; যা কিনা তাকওয়ার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সম্পদের মূল স্বত্বাধিকারীদের অসিয়ত করার যে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তার সম্পর্ক ঐসব ওয়ারিশদের সাথে নয়, যাদের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহর অসিয়ত মওজুদ রয়েছে ; বরং এটা তাদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত যারা ওয়ারিশভুক্ত নয়। সুতরাং এ মূলনীতির ওপরই ভিত্তিশীল নবী করীম স.-এর নিম্নোক্ত বাণী لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ –"ওয়ারিশের জন্য কোনো অসিয়তের সুযোগ নেই।"

غير مضار শর্তারোপের হেকমত

পঞ্চমত, মৃতের অসিয়ত পালন ও তার ঋণ পরিশোধ করার যে তাকিদ বারবার এসেছে তার সাথে غَيْرَ مُضَارٍّ -এর শর্তও যুক্ত রয়েছে। যদিও এ শর্তটির উল্লেখ কেবলমাত্র 'كَلَالَة' প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত প্রমাণ করে যে, এটা সর্বত্রই প্রযোজ্য। كَلَالَة -এর সাথে এর উল্লেখের কারণ শুধু এই যে, যে মৃতের পিতা-মাতাও নেই, সন্তান-সন্ততিও নেই, তার মধ্যে এ চিন্তাধারার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক যে, সে তার সহায়-সম্পদ ঐসব লোকদের নিকট হস্তান্তরিত হতে দেবে না যাদের প্রতি তার আন্তরিক টান নেই, যদিও আইনগত দিক থেকে প্রকৃত হকদার তারাই। এ কারণে সে অসিয়তে যেমন সীমালংঘন করতে পারে তদ্রূপ অন্যায়ভাবে কৃত্রিম ঋণগ্রস্ততার ভানও করতে পারে। এই প্রবণতাকে বন্ধ করার জন্য কুরআন অসিয়ত ও কর্জ

www.pathagar.com

উভয়ের জন্যই এ শর্ত আরোপ করেছে যে, এটা হতে হবে غَيْرَ مُضَارٍّ অর্থাৎ এদ্বারা নিছক শরঈ ওয়ারিশদের ক্ষতিগ্রস্ত করাই যেন উদ্দেশ্য না হয়। এরি ভিত্তিতে নবী করীম স. সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়তকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে ; যাতে করে প্রকৃত ওয়ারিশদের অধিকার বঞ্চিত হতে না হয়।

৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৫-১৮ আয়াত

যৌন বিশৃংখলা প্রতিরোধ একটি কৃত্রিম নির্দেশ

ওপরের আয়াতগুলোতে ঐসব বিপর্যয়ের ও অনিষ্টকারিতার পথ বন্ধ করা হয়েছে যা সম্পদের প্রতি অত্যধিক লোভ ও আকর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হবার কারণ ঘটে। এক্ষণে পরবর্তী আয়াতসমূহে নারী-পুরুষের অসংযত জীবনাচার ও উচ্ছৃঙ্খল যৌনাচারের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। কারণ এ উচ্ছৃঙ্খলতাও ধন লিপ্সার মতো বরং তার চেয়েও গুরুতররূপে সমাজকে শয়তানের চারণ ক্ষেত্রে পরিণত করে থাকে।

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এ সকল বিধান এ পর্যায়ের প্রাথমিক বিধানসমূহেরই অন্তর্গত যা ঐ সময়ের সাথে সম্পর্কিত যখন মদীনায় ইসলামী সমাজ পূর্ণাঙ্গরূপে সুসংহত ও সুসংগঠিত আকার ধারণ করার সুযোগ লাভ করেনি। মদীনার আশেপাশে অনেকগুলো অমুসলিম গোত্র-কবীলা মওজুদ ছিল, যারা তখনো পর্যন্ত ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেনি এবং মুসলমানরাও এতোটা শক্তি অর্জন করেনি যে, তাদের ওপরও ইসলামের শাস্তি কার্যকর করতে পারে। এ পরিস্থিতি ছিল প্রকৃতই এক জটিল পরিস্থিতি। এমতাবস্থায় সমাজকে পবিত্রকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সকল শাস্তি বিধান জরুরী ও অত্যাবশ্যক তা নির্দ্বিধায় জারী ও কার্যকর করে দেয়া যুক্তি ও বাস্তবসম্মত ছিল না। কারণ বিরুদ্ধবাদীরা এ থেকে অন্যায় ফায়দা হাসিল করতে পারতো। অপরদিকে অন্যায় ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডের অবাধ লাইসেন্স প্রদান করাও সম্ভবপর ছিল না। কারণ এতে করে তদানিন্তন আরব সমাজে উদ্যাম গতিতে প্রচলিত ব্যভিচার ও অশ্লীলতাকেই প্রশ্রয় দেয়া হতো। অথচ ইসলামের আগমন ঘটেছিল এসবের উচ্ছেদ সাধনের জন্যেই। এ উভয় দিক সামনে রেখেই ইসলাম অবলম্বন করেছে এক বিজ্ঞজনোচিত পন্থা। মুসলিম সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র রাখার জন্য এমন কিছু প্রাথমিক ধরনের কৃত্রিম বিধান দেয়া হলো যা মোটামুটিভাবে অন্যায় ও অপকর্মের পথ বন্ধ করার ক্ষেত্রে উপকারী ছিল। এগুলো মুসলমানদের চিন্তা-চেতনাকে ঐ সকল বিধি-বিধান কবুল করার জন্যও প্রস্তুত করে দিল যার এ পর্যায়ে পরবর্তীকালে নাযিল হবার কথা ছিল। এর মধ্যে এ দিকটিও লক্ষ রাখা হয়েছিল যে, বিরোধীরা যেন এগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ও বিভ্রাট সৃষ্টির উপকরণে পরিণত করতে না পারে। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

www.pathagar.com

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ
فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ
اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا (১৫) وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا
فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا (১৬) اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (১৭) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ
السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا
الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (১৮)

১৫. তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী গ্রহণ করো। যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখবে যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদের জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেয় অথবা আল্লাহ নিজেই তাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেন।

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যারা এ গর্হিত কাজে লিপ্ত হবে তাদের দু'জনকেই তোমরা শাস্তি দেবে। তবে যদি তারা তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয় তাহলে তাদের নিষ্কৃতি দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

১৭. আল্লাহ তো তাদেরই তাওবা কবুল করার দায়িত্ব নেন যারা অজ্ঞতা বশত মন্দ কাজ করে ফেলে, তারপর অবিলম্বে তাওবা করে, এরূপ লোকের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানী, কুশলী। ১৮. আর তাওবা তাদের জন্য নয় যারা অব্যাহতভাবে মন্দ কাজ করতেই থাকে। অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে হাযির হয় তখন সে বলে 'আমি এখন তাওবা করলাম।' অনুরূপভাবে তাদের জন্যও কোনো তাওবা নেই যারা মারা যায় কাফির অবস্থায়। এরূপ লোকদের জন্যই আমি প্রস্তুত করে রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।

www.pathagar.com

৭. শব্দসমূহের অর্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১৫-১৬

وَالّٰتِیْ یَاْتِیْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ج فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِی الْبُیُوْتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیْلًا ○ وَالَّذٰنِ یَاْتِیٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ج فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا ○

فَاحِشَةً শব্দটি ব্যভিচার বুঝাবার জন্য প্রসিদ্ধ

فَاحِشَةً প্রকাশ্য বেহায়াপনা এবং অশ্লীল ও অসৎকর্মকে বলা হয়। আর ব্যভিচারকে বুঝাবার জন্য এর ব্যবহার সুবিদিত।

مِنْ نِسَاءِ كُمْ এর অর্থ

مِنْ نِسَاءِ كُمْ –"তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে" অর্থাৎ তোমাদের মুসলিম সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে—...।

কৃত্রিম নির্দেশ হওয়ার ইঙ্গিত

اَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیْلًا ঃ এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বিদ্যমান যে, এ নির্দেশটি অস্থায়ী নির্দেশ। এ পযায়ে সর্বশেষ নির্দেশ পরবর্তীতে নাযিল হবে। বস্তুত সূরা নূরে ব্যভিচারের যে শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, তাদ্বারা এ ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে।

কুকর্মকারীদ্বয়ের মধ্যে পুরুষের প্রবলতর
পক্ষ হওয়ার জন্য পুংলিঙ্গ বাচক ক্রিয়া

وَالَّذٰنِ یَاْتِیٰنِهَا مِنْكُمْ ঃ অর্থাৎ ব্যভিচার সংঘটনকারী উভয় পক্ষ পুরুষ ও নারী যারা হবে মুসলমানদেরই মধ্য থেকে। এতে পুংলিঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কুকর্ম সংগঠনে প্রবলতর অংশীদারের বিচারে এবং এটা আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ রীতি মোতাবেকই করা হয়েছে। যেমন তার অপর উদাহরণ وَالِدَيْنِ শব্দটি। যদিও এটি পুংলিঙ্গবাচক কিন্তু ব্যবহার হয়ে থাকে মাতা-পিতা উভয়ের জন্যই।

اِيْذَاءِ শব্দের অর্থ

فَاٰذُوْهُمَا ঃ এতে একাধারে লাঞ্ছনা-অপমান, ধমক ও চাপ প্রয়োগ করা এবং উপদেশ ও ভর্ৎসনা থেকে শুরু করে সংশোধনের সীমা পর্যন্ত মারধর সবই শামিল রয়েছে।

www.pathagar.com

এটা স্পষ্ট যে, এ আয়াতগুলোতে সম্বোধন করা হয়েছে তাদের প্রতি যারা সমাজের নেতৃত্ব কর্তৃত্বের অধিকারী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। তাদেরকে সম্বোধন করে ব্যভিচারের শাস্তি বিধানের জন্য দু'টি পৃথক পরিস্থিতিতে দু'টি আলাদা আলাদা হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে।

দু'টি পৃথক হেদায়াত

প্রথম অবস্থা হলো, ব্যভিচারকারিণী মুসলমান সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু তার শরীক পুরুষটি ইসলামী সমাজের আয়ত্তাধীন নয়। এমতাবস্থায় হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, ঐ মহিলাটিকে ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ করে দেয়া হবে এবং তার বাইরে আসা- যাওয়ার ওপর পূর্ণ বিধি-নিষেধ আরোপ করে দেয়া হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেয় অথবা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নতুন কোনো নির্দেশ নাযিল হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো ব্যভিচারের সাথে জড়িত উভয় পক্ষই মুসলিম সমাজের সাথেই সংশ্লিষ্ট। এমতাবস্থায় তাদেরকে ধমক ভর্ৎসনা করা, লাঞ্ছিত অপমানিত করা, চাপ প্রয়োগ করা এবং সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত মারধর করে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করতে হবে। যদি তারা এর প্রভাবে তাওবা করে নিজেদের চাল-চলন সংশোধন করে নেয় তাহলে তাদের ক্ষমা করে দিতে হবে। আল্লাহ তো পরম ক্ষমাপরবশ, অতীব দয়ালু।

মহিলাদের ব্যাপারে কঠোরতর সাবধানতার হেকমত

উভয় অবস্থার ওপর চিন্তা করলে দেখা যাবে প্রথমোক্ত অবস্থায় সাবধানতার দিকটি অধিকতর কঠোরভাবে অনুসৃত হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থায় নারী ও পুরুষ উভয়কে এই সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, তারা যদি তাওবা করে নিজেদের চাল-চলন ঠিক করে নেয় তাহলে যেন তাদের ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত অবস্থায় মহিলার ব্যাপারে এটা বলা হয়নি যে, যদি সে তাওবা করে ও সংশোধিত হয়ে যায় তাহলে তার ওপর থেকে যেন বিধি-নিষেধ তুলে নেয়া হয়। এর কারণ বাহ্যত এটাই মনে হয় যে, দ্বিতীয় অবস্থায় তো উভয় পক্ষই ইসলামী সমাজের চাপের মধ্যে রয়েছে, তাদের কর্মনীতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হবে তা সবার সামনেই হবে। উপরন্তু তাদের জীবন যাপনের উপায় ও পদ্ধতি সুবিদিত ও সুনির্দিষ্ট। তাদের পরিবার ও গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের পক্ষে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু প্রথমোক্ত অবস্থায় অপরাধের প্রধান শরীক পুরুষ লোকটি মুসলমানদের সমাজ ও সামাজিক চাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তার কর্মনীতি সম্পর্কে জানার নেই কোনো উপায় এবং তার সংকল্পের ব্যাপারেও নেই কোনো ধারণা অনুমান। তার চলাফেরা ও উপায়-উপাদানের সীমা-সরহদও অবিদিত ও অনির্দিষ্ট। এমতাবস্থায় মহিলাকে যদি এ সুযোগ দিয়ে দেয়া হতো যে, তাওবা করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে তাহলে এটা অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনতে পারতো। প্রথমত পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে উপেক্ষা করে স্ত্রীলোকের তাওবা ও সংশোধনের সঠিক পরিমাপ করাই অসম্ভব। আর সম্ভব হলেও তা হতে পারে যখন পুরুষটি হবে আয়ত্বের সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

বাইরে। পক্ষান্তরে সে যদি হয় মুক্ত স্বাধীন সে ক্ষেত্রে ফুসলিয়ে বের করে নেয়া, পালানো এবং হত্যা-রক্তপাতের সম্ভাবনাকে কোনো অবস্থায়ই উড়িয়ে দেয়া যায় না। এদিক থেকে এতে কঠোর সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

যদিও সূরা নূরে নাযিলকৃত হদের অর্থাৎ শাস্তির বিধান আসার পর এ সকল শাস্তি বিধান মনসুখ (রহিত হয়ে গিয়েছে) কিন্তু ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানের এ নীতিমালা পরবর্তীতেও বহাল থাকে।

শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে কারাবন্দী করা জায়েয

এ ছাড়া فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ শব্দগুচ্ছ দ্বারা শাস্তি বিধানের লক্ষে কারাগারে নিক্ষেপ করার পদ্ধতির বৈধতা প্রমাণিত হয়।

আয়াত ঃ ১৭-১৮

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

جَهَالَت শব্দের অর্থ

جَهَالَت শব্দের অর্থ আরবীতে কেবলমাত্র না জানাই নয়। বরং এর অধিকতর ব্যবহার হয়ে থাকে আবেগের আতিশয্যে কোনো মন্দকর্ম, যুলুম বা গোনাহের কাজ করে ফেলার অর্থে। এ শব্দটি সাধারণভাবে ইলমের পরিবর্তে حلم-এর বিপরীত শব্দরূপেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক হামাসী কবির এ পংক্তিটি লক্ষণীয় ঃ

وللحلم خير فاعلمن مغبة   من الجهل الا ان تشمس من ظلم -

"আর স্মরণ রেখো অজ্ঞতার মুকাবিলায় ধৈর্য ও সহনশলীতা পরিণামের দিক থেকে উত্তম। তবে তোমাকে যুলুমের কারণে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করা হলে তা স্বতন্ত্র।"

'মুআল্লাকাত'-এর প্রসিদ্ধ কবিতা ঃ

الا لا يجهلن احد علينا   فنجهل فوق جهل الجاهلينا -

"সাবধান, আমাদের বিরুদ্ধে কেউ যেন অজ্ঞতার প্রকাশ না করে তবে তো আমরাও সকল জাহেল অপেক্ষা অধিকতর জাহালত ও অজ্ঞতার পরিচয় দিতে বাধ্য হবো।"

www.pathagar.com

তাওবা কবুল হওয়ার শর্ত

পূর্বোক্ত আয়াতে যে বলা হয়েছিল, যদি তারা তাওবা করে ও সংশোধিত হয়ে যায়, তাহলে ক্ষমা করে দাও—এদ্বারা একথা তো সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়েছিল যে, দৃষ্টিভঙ্গীর সংশোধন তাওবার অপরিহার্য শর্তাবলীর অন্যতম। কেউ যদি কৃত গোনাহ থেকে ফিরে না আসে, তাহলে মুখে লক্ষবার তাওবা তাওবা শব্দ উচ্চারণ করলেও তার তাওবার কোনোই মূল্য নেই। এ প্রসঙ্গেই তাওবার আদব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে অধিকতর ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে।

বলা হয়েছে, আল্লাহর ওপর তো ঐ তাওবা কবুলের দায়িত্বই বর্তায়, যে গোনাহ আবেগের নিকট পরাভূত হয়ে কেউ করে ফেলে অতপর অবিলম্বে আবার তাওবা করে নেয়। এরূপ লোকদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করে থাকেন আর মহান আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। তিনি কোনো বিষয়ে যেমন বেখবর নন তেমনি তার কোনো কাজও হিকমত শূন্য নয়। অতপর ঐসব লোকের তওবার কোনো যিম্মাদারী নিজের ওপর কেন নেবেন যারা জেনে শুনে ঠাণ্ডা মাথায় বরাবর গোনাহ করে যেতে থাকে এবং একই সাথে তাওবার জপমালাও জপতে থাকে?

অনুরূপ তাদের তাওবারও কোনো মূল্য নেই। যারা জীবনভর গোনাহের মধ্যে ডুবে থাকে, যখন দেখে যে, মৃত্যু এসে দোরগোড়ায় উপস্থিত হয়েছে তখন বলে আমি তওবা করে নিচ্ছি। একইভাবে কুফরীর অবস্থায় মৃত্যু বরণকারীদেরও তাওবা কবুল হয় না।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

ওপরের দু'টি আয়াতের ওপর চিন্তা করলে তাওবা কবুল হওয়া ও না হওয়া বিষয়ে দু'টি অবস্থা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যারা আবেগ তাড়িত হয়ে কোনো মন্দ কাজ করে বসে অতপর অবিলম্বে তাওবা করে নেয় ও সংশোধন হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা নিজের ওপর তাদের তাওবা কবুল করার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। এর বিপরীত যারা অব্যাহতভাবে গোনাহ করে যেতে থাকে—এমনকি যখন মালাকুল মওত তাদের শিরোপরি এসে দণ্ডায়মান হয় তখন তারা তাওবা করে অথবা যারা কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে তাদের তাওবা কবুল হয় না। এ উভয় সীমা নির্দিষ্ট হয়ে যাবার পর এক্ষণে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, ঐসব লোকের তাওবার কি হবে যাদের গোনাহ করার পর তাৎক্ষণিকভাবে তাওবা করার সৌভাগ্য হাসিল হয়নি, কিন্তু এতোটা বিলম্বও তারা করেনি যে, একেবারে মৃত্যুর সময় এসে গিয়েছে। এ প্রশ্নের জবাব দানে এ আয়াত নিরব। আর নিরবতা যেরূপ আশার সঞ্চার করে তদ্রূপ ভীতিরও উদ্রেক করে। আর বিজ্ঞানময় কুরআনের উদ্দেশ্য এটাই মনে হয় যে, ব্যাপারটি যেন ভয় ও আশার মাঝেই দোদুল্যমান থাকে। কিন্তু কখনো কখনো বিবেক এ ব্যাপারেও সায় দেয় যে, এ উম্মতের এ প্রকারের লোক, আশা করা যায়, নবী স.-এর শাফায়াতের দ্বারা নাজাত পেয়ে যাবে। কারণ তাদের ব্যাপারে শাফায়াত নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ বর্তমান নেই।

www.pathagar.com

৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৯-২২ আয়াত

সমাজের মধ্যে মহিলাদের অধিকার সুরক্ষিত করার ও তাদেরকে যুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করার জন্য ওপরে যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে, সে প্রসঙ্গেই বর্ধিত আলোচনা এসেছে পরবর্তী আয়াতগুলোতে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ؕ وَلَا
تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ
تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾ وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ
زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ
اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ
اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾ وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ
مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ﴿٢٢﴾

১৯. হে ঈমানদাররা! জোর পূর্বক বিধবা নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের পক্ষে মোটেই হালাল নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তার কোনো অংশ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের আবদ্ধ করে রাখাও হালাল নয়। কিন্তু তারা যদি কোনো সুস্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তা স্বতন্ত্র, এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করবে। তোমরা যদি তাদের অপসন্দ করো। এমনও হতে পারে যে, যা কিছু তোমরা পসন্দ করো না তার মধ্যেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নিহিত রেখেছেন অফুরন্ত কল্যাণ।

২০. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার সংকল্প করেই নাও তাহলে তাদের কাউকে অগাধ সম্পদ দিয়ে থাকলেও তার কোনো অংশ তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেবে না। তোমরা কি তা ফেরত নেবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট যুলুম করে? ২১. আর তোমরা তা কিভাবে ফেরত নিতে পারো যখন তোমরা একে অন্যের কাছে অনাবৃত হয়েছ তথা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের স্বাদ গ্রহণ করেছ এবং

তারা তোমাদের নিকট থেকে পাকাপাকি একটা প্রতিশ্রুতিও গ্রহণ করে নিয়েছে ? ২২. নারীদের মধ্য থেকে যাদের তোমাদের পিতা-পিতামোহরা বিয়ে করেছে তাদের তোমরা কখনো বিয়ে করো না। তবে আগে যা হয়ে গেছে তাতো হয়েই গেছে। নিশ্চয় এটা অশ্লীল অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

৯-শব্দসমূহের অর্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের তাফসীর

আয়াত ঃ ১৯

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ط وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ج وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

عضل শব্দের অর্থ

عضل، يعضل-এর অর্থ জ্বালাতন করা, বিরক্ত করা ও অবরুদ্ধ করে রাখা।

معاشرت بالمعروف বা সদ্ভাবে জীবন যাপন

عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ –অর্থাৎ তাদের সাথে এরূপ আচরণ করো, যেমনটি করে থাকে ভদ্র ব্যক্তিবর্গ। যা বিবেক ও ফিতরত সম্মত, যা দয়া সৌজন্য এবং ইনসাফ ও ন্যায়-বিচারের ওপর ভিত্তিশীল। এখানে معروف শব্দের ব্যবহার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, যদিও জাহিলী আরবের বিভিন্ন স্তরে মহিলাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে চরম বাড়াবাড়ি বিরাজমান ছিল, তথাপি তারা মহিলাদের সাথে কি ধরনের সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে পুরোপুরি অপরিচিত ও অনবহিত ছিল না।

জাহিলী আরবের একটি অপসন্দনীয় প্রথার সংশোধন

এ আয়াতে প্রাচীন জাহিলী আরবের একটি অতি নিন্দনীয় প্রথার সংশোধন করা হয়েছে। তা হচ্ছে জাহিলী আরবের বিভিন্ন স্তরে এ প্রথা বিদ্যমান ছিল যে, মৃতের স্থাবর অস্থাবর সহায় সম্পদ ও গবাদী পশুর ন্যায় তাদের স্ত্রীরাও ওয়ারিশদের নিকট হস্তান্তরিত হতো। পরিস্থিতির এতোটাই অবনতি হয়েছিল যে, পিতার বিবাহিত স্ত্রীদেরও পুত্ররা কব্জা করে নিত। পিতার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রবীণতম সন্তান তার বিবাহিত স্ত্রীদের মধ্য থেকে যার যার ওপর স্বীয় চাদর স্পর্শ করিয়ে দিতো তারা সবাই তার ব্যবহারের অধীনে চলে আসতো। পরবর্তী ২২ নম্বর আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, তারা তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কায়েম করাকেও কোনোরূপ দূষণীয় মনে করতো না।

www.pathagar.com

কুরআন এখানে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, স্ত্রীলোক কোনোরূপ পরিত্যক্ত সম্পত্তি নয় বরং স্বাধীন সত্তা। তার সাথে মৃত্যের গবাদি পশুর ন্যায় আচরণ করা জায়েয নয়। সে তো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এবং শরীআতের সীমার মধ্যে অবাধে চলার উপযোগী সত্তা।

অপসন্দের স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করার হেদায়াত

অপর যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো কারো নিকট যদি তার স্ত্রী অপসন্দ হয় তাহলে যেন সে তাকে প্রদত্ত মোহরানা ও খোর-পোষ ইত্যাদি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য তার ওপর চাপ সৃষ্টি করার ও তাকে জ্বালাতন-নির্যাতন করার চেষ্টা না করে। এরূপ কর্মনীতি গ্রহণ কেবল ঐ অবস্থায়ই জায়েয যখন তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট ব্যভিচার প্রকাশ পাবে। এ জাতীয় কোনো কর্মকাণ্ড তার থেকে প্রকাশ না পেলে এবং যথারীতি সে তার বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার ওপর অটল থাকলে নিছক স্ত্রী পসন্দনীয় নয় এ অজুহাতে তার থেকে কিছু আত্মসাৎ করার জন্য তাকে জ্বালাতন করা বিবেক, ইনসাফ এবং ভদ্রতা ও সৌজন্যতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ঘৃণার যোগ্যতা কেবল নৈতিক দেউলিয়াপনা। নিছক গঠন অবয়ব ও রূপ সৌন্দর্যের অপসন্দের কারণে তাকে সৌজন্যমূলক সামাজিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করে দেয়া কিছুতেই জায়েয নয়। হতে পারে নিছক গঠনাকৃতির দরুন কেউ তার স্ত্রীকে অপসন্দ করে কিন্তু মহান আল্লাহ হয় তো তার ঐ স্ত্রীর সাহায্যে তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জাহানের বরকত ও কল্যাণের অজস্র দ্বার খুলে দেবেন।

সুতরাং সত্যিকার মু'মিন সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী তো এটাই যে, কেউ যদি এরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে তাহলে রুচি-প্রকৃতির সামঞ্জস্যহীনতা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয় এবং স্বীয় ভদ্রতা ও সৌজন্যের খাতিরে এরূপ স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করবে এবং আল্লাহর কাছ থেকে বরকত এবং কল্যাণ কামনা করবে।

একটি সাহিত্যিক সূক্ষ্ম বিষয়

এখানে عَسَى শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। এটি আরবীতে আশা করা ও কামনা করার অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু আরবী ভাষাতত্ত্বজ্ঞরা ভাল করেই জানেন যে, এখানে এবং এরূপ অন্যান্য স্থানসমূহে মহান আল্লাহর তরফ থেকে এক ধরনের ওয়াদা প্রচ্ছন্ন থাকে। এ ইঙ্গিতের সাহায্যে যে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তা এই যে, যারা বাহ্যিক গঠনাকৃতির মুকাবিলায় উন্নত নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব দেবে এবং তার খাতিরে স্বীয় আবেগ অনুভূতিকে কুরবান করবে তাদের জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রভূত কল্যাণের প্রতিশ্রুতি। যারা এ প্রতিশ্রুতির জন্য ত্যাগের পরীক্ষায় অবতীর্ণ, তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ওয়াদা শতভাগ সত্য ও যথার্থ। বলা বাহুল্য, আল্লাহর বাণী অপেক্ষা সত্যবাণী আর কারই বা হতে পারে?

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ২০-২১

وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ لا وَّآتَيْتُمْ إِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ط أَتَأْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا ○ وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ أَفْضٰى بَعْضُكُمْ إِلٰى بَعْضٍ وَّأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

قِنْطَارَ শব্দের অর্থ

قِنْطَار শব্দের প্রকৃত অর্থ তো একটা ওজন—যার পরিমাপ কালের আবর্তনে বাড়ে ও কমে। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর অর্থ অগাধ সম্পদ। রাশি রাশি সম্পদ, অঢেল সম্পদ ইত্যাদি বলে আমরা যা বুঝাতে চাই, আরবীতে অনুরূপ তাৎপর্য ব্যক্ত করার জন্য এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ থেকেই مُقَنْطَرَةٌ قَنَاطِيْرُ -এর শব্দমালাও কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ-এর তাৎপর্য

اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ- اَفْضٰى فُلَانٌ اِلٰى فُلَانٍ এর অর্থ وَصَلَ اِلَيْهِ وَدَخَلَ فِى- অনুরূপ اَفْضٰى اِلٰى فُلَانٍ بِسِرِّهٖ خَبَرَهٗ-এর অর্থ সে তার নিকট নিজের যাবতীয় গোপন বিষয় অনাবৃত করে দিয়েছে। এটা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও পরিশীলিত অভিব্যক্তি। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরস্পরের নিকট এরূপ অনাবৃত হয় যে, তাদের ভেতর বাহির এবং আবেগ-অনুভূতির কোনো দিক ও বিভাগই একজন অপরজন থেকে প্রচ্ছন্ন থাকে না।

স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া সৌজন্য পরিপন্থী

ওপরের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, অপসন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও কারো স্ত্রীর সাথে পরিশীলিত আচরণ করার চেষ্টা করাই উন্নত মানবীয় গুণের পরিচায়ক। এক্ষণে বলা হচ্ছে কেউ বাস্তব পরিস্থিতির কারণে যদি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই যায় যে, এক স্ত্রীকে বর্জন করে অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করবে, তাহলে প্রথম স্ত্রীকে সে যা কিছু প্রদান করেছিল কোনো অবস্থাতেই তা ফেরত নেয়ার চেষ্টা যেন না করে। তাকে যদি সে অঢেল সম্পদও প্রদান করে থাকে তথাপি তা ফিরিয়ে নেয়ার ফন্দি আটা ও কৌশল অবলম্বন করা তার জন্য জায়েয নয়। বিশেষ করে তাকে প্রদত্ত সম্পদ পূর্ণ হস্তগত করার জন্য বৈধতা সৃষ্টির লক্ষে তার ওপর কোনোরূপ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা অধিকতর বড় গোনাহ ও যুলুম। তারপর বলা হয়েছে, যে নারীর সাথে সে চির জীবনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিল, যে এক অতি মযবুত চুক্তিনামার অধীনে তার আকদ সূত্রে গ্রথিত হয়েছিল, যে তার যাবতীয় গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তাঁর জন্য উজাড় ও অনাবৃত করে দিয়েছিল এবং উভয়ে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দু'টি দেহ পিঞ্জরে একই জান ও

প্রাণ সদৃশ জীবন অতিবাহিত করেছে, তার থেকে যখন আলাদা হয়ে যাবার প্রশ্ন এসে দেখা দিলো তখন তার পানাহার ও পোশাক আশাক জাতীয় দ্রব্যাদি ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা উপরন্তু তাকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে অপবাদ ও মিথ্যা রটনার লক্ষস্থলে পরিণত করা পুরুষের পক্ষে ভদ্রতা ও সৌজন্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বিবাহ বন্ধন একটি মযবুত অঙ্গীকারনামা

এখানে আরেকটি বিষয় চিন্তা করার যোগ্য। তাহলো এই যে বলা হয়েছে وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا –"আর ঐ মহিলারা তোমাদের নিকট থেকে পাকাপাকি একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে নিয়েছে।" এটা স্পষ্ট যে, এখানে مِيْثَاق غَلِيْظ বলতে বিবাহ বন্ধনকেই বুঝানো হয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো প্রতিশ্রুতির পারিপার্শ্বিক কোনো ইঙ্গিত এখানে নেই এবং তার কোনো ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্তমান নেই। অতপর প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, বিবাহ বন্ধনের যিম্মাদারীকে এখানে مِيْثَاق غَلِيْظ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে কেন ? আমার মতে এর কারণ এই যে, বিবাহ বন্ধনের প্রকৃত সামাজিক ও শরঈ তাৎপর্য এটাই যে, স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে অধিকার ও কর্তব্যের এটা একটা মযবুত চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি বিশেষ। যা দ্বারা উভয়ে সমগ্র জীবন ধরে একাত্মতার সংকল্প নিয়ে একে অন্যের সাথে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত হয়, উভয়ে একইভাবে অধিকার হাসিল করে এবং একইভাবে একে অন্যের জন্য দায়িত্ব ও কতর্ব্য পালন করে। বাহ্যত এ চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির শব্দগুলো অত্যন্ত সাদাসিধে ও সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে কিন্তু তার তাৎপর্য ও তাতে নিহিত দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক। বলাবাহুল্য, এ তাৎপর্য ও দায়িত্ব কর্তব্য প্রত্যেক সভ্যসমাজ ও প্রত্যেক শরীআতেই সর্বজনবিদিত ও সুপরিচিত। এটাও একটা মহাসত্য যে, এ চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে কিন্তু এতে যে বন্ধন সৃষ্টি হয় তা হয়ে থাকে আল্লাহর হুকুমে। পৃথিবীর মানুষ যেমন এর সাক্ষী হয়ে থাকে তদ্রূপ খোদ সৃজনকর্তা আল্লাহও তার সাক্ষী হয়ে থাকেন। অতপর এর مِيْثَاق غَلِيْظ তথা কঠোর ও পাকাপাকি প্রতিশ্রুতি হওয়ার ব্যাপারে আর সন্দেহই বা কি থাকতে পারে ? এখানে এ বন্ধনকে উপরোক্ত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে কুরআন এর প্রকৃত মাহাত্ম্য স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পুরুষকে কখনোই কোনো অবস্থাতেই এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক কোনো দুর্বল সূতার বন্ধনে বাঁধা নয় ; বরং এ বন্ধন অত্যন্ত মযবুত বন্ধন। এর অধীনে পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে ঠিক তেমনি স্ত্রীরও রয়েছে অধিকার যা থেকে পুরুষের পালাবার কোনো সুযোগ নেই। যদি সে তা থেকে পলায়ন করার চেষ্টা করে তাহলে সে তার আত্মমর্যাদাকেও ভূলুণ্ঠিত করবে এবং স্বীয় প্রভু আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করবে।

আয়াত ঃ ২২

وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ط وَسَآءَ سَبِيْلاً ۝

www.pathagar.com

مـمـقـوت ও مقت বলা হয় বিদ্বিষ্ট ও ঘৃণা বস্তু ও কর্মকে। পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করাকে الـمـــقـت। زواج বা ঘৃণার্হ বিবাহ নামে অভিহিত করা প্রসিদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে এ গর্হিত কাজের কর্তাকে বলা হতো مُقتي।

الا ما قَدْ سَلَفَ-এর অর্থ

الاَّ مَا قَدْ سَلَفَ : এর তাৎপর্য হলো এ আইন অতীত ক্রিয়া-কলাপের ওপর প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ এটাকে ভিত্তি সাব্যস্ত করে পূর্ববর্তী সকল সম্পর্ক-সম্বন্ধকে যাচাই-বাছাই করতঃ তার আলোকে জায়েয-নাজায়েযের বিধান জারী করতে পারে না। এটা কার্যতঃ অসম্ভব ও অবাস্তব। আইন স্বীয় ফিতরতের দিক থেকেই এমন যে, তা বর্তমান ও ভবিষ্যতেই কার্যকর হতে পারে। সুতরাং অতীতকে ক্ষমা করে দিয়ে কার্যত বর্তমান মন্দ ও কুৎসিত কর্মকাণ্ডের সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। আর ভবিষ্যতের জন্য এ নির্লজ্জ কাজের পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়।

ঘৃণার্হ বৈবাহিক সম্পর্ক

১৯ নম্বর আয়াতের অধীনে বলা হয়েছিল যে, জাহিলী আরবের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এ প্রথা বিদ্যমান ছিল যে, পিতার বিবাহিত স্ত্রীরা ওয়ারিশী সম্পদ হিসেবে পুত্ররা লাভ করতো। আর পুত্ররা তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কায়েম করাকেও কোনোরূপ দূষণীয় মনে করতো না। এ আয়াত উক্ত গর্হিত কাজকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে, একাজ সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা ও ব্যভিচার এবং অত্যন্ত ঘৃনিত ও মন্দ রেওয়াজ।

বিশেষ শ্রেণীসমূহের মন্দ কাজের বর্ণনা সাধারণ ভাষ্যে

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন মজীদের এ জাতীয় মন্দ ও নির্লজ্জ কাজের বর্ণনা সাধারণ বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপিত হওয়ার মানে এ নয় যে, এ গর্হিত ও ঘৃণিত কাজে গোটা জাতিই নিমজ্জিত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ হয়ে থাকে যে, মন্দ ও কুৎসিত কর্মকাণ্ড কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমিত থাকা সত্ত্বেও সম্বোধন হয়ে থাকে সাধারণ ; কারণ তার সাথে সংশ্লিষ্ট আইনটি সবার জন্যই প্রযোজ্য। এখানে এ কুৎসিৎ কর্মের জন্য ব্যবহৃত ভাষাই স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এটি যে স্পষ্ট নির্লজ্জতা ও নিতান্ত ঘৃণিত কাজ ছিল তা আরবের অভিজাত মহলেও ছিল সুবিদিত।

১০. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৩-২৫ আয়াত

পিতার বিবাহিত স্ত্রীর সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ করণ অন্যান্য মহিলাদের মধ্যেও যে হালাল ও হারামের ব্যাপার রয়েছে সে বিষয় বর্ণনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কোন্ সব মহিলাদের বিবাহ করা হারাম আর কোন্ মহিলাদের বিবাহ করা হালাল তা বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে এজন্য যে, এদিক থেকে সমাজে যে পুঁতিগন্ধময়তা ও বেইনসাফী

www.pathagar.com

বিরাজমান রয়েছে তা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় এবং তার সংশোধন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এরশাদ হয়েছে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى

www.pathagar.com

الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ

تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

২৩. তোমাদের ওপর হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইজি, ভাগ্নি, দুধমাতা, দুধবোন, শাশুড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা যারা তোমাদের অভিভাকত্বে আছে—যদি তোমরা ঐ স্ত্রীদের সাথে সহবাস করে থাক। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তাহলে তাদের বিয়ে করাতে তোমাদের কোনো অপারাধ নেই। আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা। পূর্বে যা গত হয়েছে, তাতো হয়েই গেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৪. নারীদের মধ্যে যারা বিবাহিত, তাদেরকেও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। অবশ্য সেইসব স্ত্রীলোক এর বাইরে যারা তোমাদের মালিকানাধীন দাসীদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে। এ হলো তোমাদের জন্য আল্লাহর বিধান। এদের ছাড়া অন্যসব নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এ শর্তে যে, তোমরা তাদের কামনা করবে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করার জন্য, অবৈধ যৌন স্পৃহা পূরণের জন্য নয়। বিয়ের মাধ্যমে যে নারীদের তোমরা সম্ভোগ করেছ তাদের দিয়ে দেবে তাদের নির্ধারিত মোহরানা। অবশ্য মোহরানা নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর পরিমাণের ব্যাপারে পারস্পরিক রেজামন্দী সহকারে যদি তোমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায় তবে তাতে তোমাদের কোনো গোনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিকমাতওয়ালা।

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তির স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত কোনো ঈমানদার নারীকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকে তাহলে সে যেন তোমাদের মালিকানাধীন কোনো ঈমানদার নারীকে বিয়ে করে নেয়। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবস্থা খুব ভালো করেই জানেন। তোমরা মূলত একই গোত্রের লোক। অতএব তোমরা তাদের বিয়ে করে নাও তাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে এবং তাদের মোহরানা আদায় করে দাও ন্যায়সংগতভাবে, যেন তারা বিবাহের দুর্গে সুরক্ষিত হয়ে যায় এবং যথেচ্ছভাবে যৌন লালসা চরিতার্থ করায় লিপ্ত না হয় ও পরপুরুষের সাথে প্রেম করে না বেড়ায়। বিবাহের দুর্গে সুরক্ষিতা হয়ে যাবার পর যদি তারা কোনো প্রকার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাদের ওপর আরোপিত শাস্তির পরিমাণ হবে স্বাধীনা নারীর জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক। তোমাদের মধ্যে যাদের ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকবে, তাদের জন্যই এ ব্যবস্থা। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করতে পার, তবে তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

১১. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২৩

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ
الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ
تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ لا
وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে নিকটতম মহিলাদের বিয়ে করা হারাম

এ আয়াতে যেসব মহিলাদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ বর্ণিত হয়েছে তা মানবীয় ফিতরতের দাবী ও চাহিদার ওপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে নিকটতম সম্পর্ক বিদ্যমান বা তার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, সেসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদ, দয়া, ভালবাসা এবং সম্প্রীতি ও সহানভূতির উচ্চতর আবেগ নির্ভরই হওয়া উচিত। তাতে প্রবৃত্তির তাড়না ও আকর্ষণ জনিত কোনো মিশ্রণ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিংবা আকর্ষণ-বিকর্ষণ জনিত কোনো ইর্ষা বা বিদ্বেষের কোনো বিভ্রাট সৃষ্টির অবকাশও তাতে বর্তমান থাকা কাম্য নয়। মহান সৃজনকর্তা আল্লাহ যে ফিতরতের ওপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন—এটা সে মৌল ফিতরতেরও পরিপন্থী। এজন্যই মহান আল্লাহ ঐসকল মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করাকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন যাদের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে রয়েছে রক্ত সম্পর্কের নৈকট্য।

দুধপান জনিত সম্পর্ক মাতৃসম্পর্ক সদৃশ

তৎকালীন আরবের লোকেরা দুধপান জনিত সম্পর্ককে যে নিগূঢ় তাৎপর্যে গ্রহণ করতো আমাদের সমাজে এটাকে ঠিক ততোটা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয় না। এর কারণ নিছক রেওয়াজ বা প্রথার পার্থক্য। অন্যথায় প্রকৃত ব্যাপার তো এটাই যে, এ সম্পর্কের সাথে রয়েছে মাতৃসম্পর্কের গভীর সাদৃশ্য। যে শিশু যে মায়ের ক্রোড়ে তার বক্ষদেশের দুধপান করে লালিত-পালিত হয়, সে তার পূর্ণাঙ্গ মা না হলেও অন্তত অর্ধেক মা যে হয়ে যায়, তাতো নিশ্চিত। অতপর এটা কি করে সম্ভব যে, যার স্তনের দুধ তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত ও সঞ্চারিত তার দ্বারা তার আবেগ-অনুভূতি বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হবে না ? যদি প্রভাবিত না হয় তাহলে এটা ফিতরত ও স্বভাব ধর্মের পরিগঠন নয় বরং ধ্বংস সাধন বৈ নয়। আর ফিতরতের ধর্ম ইসলামের পক্ষে এটাই জরুরী ছিল যে, এ ভাঙ্গন ও বিপর্যয়কে সংশোধন করে নেবে।

www.pathagar.com

দুধপান জনিত সম্পর্ক সমাজের জন্য মহা আশীর্বাদ স্বরূপ

দুধপান জনিত সম্পর্ককে সত্যিকার মর্যাদা দানের ফলে মানব সমাজের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে, সাধারাণত তারও সঠিক মূল্যায়ণ করা হয় না। অন্যথায় প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, এ সম্পর্ক রাখাল ও মেষপালকদের মা-বোনকে নেতাদের এমনকি রাজমুকুটধারীদের মা-বোনে পরিণত করে দিয়েছে। এ সম্পর্কের বরকতে গ্রামবাসী ও শহুরে এবং গরীব ও সাধারণ ও আমীর অভিজাত শ্রেণীর মাঝে যে সম্পর্কের বাধন সৃষ্টি হয়েছে তা ছিন্ন করার সাধ্য কারো নেই।

গ্রহণযোগ্য দুধপানের শর্ত

কিন্তু নিছক ঘটনাচক্রে সংঘটিত কোনো দুধ-সম্পর্কের দ্বারা সম্পর্ক কায়েম হয় না। কুরআন যে বাচন ও ভঙ্গীতে বিষয়টি বর্ণনা করেছে তা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, এটা ঘটনাক্রমে নয় বরং বিশেষ যত্ন ও ব্যবস্থাপনা সহকারে একটা উদ্দেশ্য সামনে রেখে যদি দুধপান করানো হয় তবেই তা গ্রহণযোগ্য। প্রথমেই বলা হয়েছে—"তোমাদের ঐ সকল মা যারা তোমাদের দুধপান করিয়েছেন।" অতপর উল্লেখিত হয়েছে দুধপান বিষয়ক শব্দ وَاَخَوٰتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ আরবী ভাষা সম্পর্কে যারা জ্ঞান রাখেন তারা জানেন যে, اِرْضَاعٌ শব্দটি بَاب اِفْعَال-এর অন্তর্গত ; যাতে রয়েছে আধিক্য সূচক অর্থ। এছাড়া رَضَاعَتْ শব্দটিও ক্রন্দনরত কোনো শিশুকে থামাবার জন্য তার মুখে কোনো মহিলার স্তনের বোঁটা ধরিয়ে দিলেই তাকে দুধপান করানো আখ্যা দিতে অস্বীকার করে।

رَبِيْبَةٌ কোন্ অবস্থায় নিষিদ্ধ

رَبِيْبَةٌ বলা হয় স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে। এর যেহেতু নিজেরই কন্যা সদৃশ মর্যাদা হাসিল হয়ে যায়, সে কারণে তাকেও হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এদের নিষিদ্ধতা বর্ণনা করতে গিয়ে তাদেরকে দু'টি গুণের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি এই যে, তারা তোমাদেরই ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়েছে। অপরটি এই যে, সে তোমাদেরই সহবাসকৃত স্ত্রীর গর্ভজাত। তাদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হিসেবেই এ দু'টো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় প্রতিটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যই শর্ত মর্যাদা রাখে না যে, তা না পাওয়া গেলেই হুকুম কার্যকর না হওয়ার শামিল হয়ে যাবে। বরং তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত ইত্যাদির ওপর। পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিতই বলে দেয় যে, কোন্ বৈশিষ্ট্য শর্তের মর্যাদা রাখে আর কোন্ বৈশিষ্ট্য নিছক অবস্থার চিত্র তুলে ধরার জন্য। এখানে শুধু ইঙ্গিতই বর্তমান নেই বরং স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, رَبِيْبَةٌ-এর মা যদি তোমাদের সহবাসকৃত না হয় তবে উক্ত 'রবীবা'-কে বিয়ে করাতে কোনো দোষ নেই। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, 'রবীবার' নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে মূল কারণ হলো তার মায়ের সহবাসকৃত হওয়া। সে যদি বর্তমান স্বামীর সহবাসকৃত স্ত্রী হয় তবে তার কন্যাকে বিয়ে করা অবৈধ হবে ; উক্ত কন্যা এ স্বামীর ক্রোড়ে লালিত পালিত হোক বা না হোক। তাতে কিছু আসে যায় না। স্মরণ রাখতে হবে যে, উচ্চস্তরের আরবী ভাষা বিশেষ করে বিজ্ঞানময় কুরআনে হাঁবাচক বক্তব্যের পর নাবাচক উক্তি বা নাবাচক

www.pathagar.com

বক্তব্যের পর হাঁবাচক উক্তি হিসেবে যা বিবৃত হয় তা নিছক ভাষাশৈলী ও কাজ সুলভ ব্যঞ্জনা প্রকাশের জন্য নয় ; বরং বিশেষ কোনো উপকারিতার জন্যই হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদ্বারা উদ্দেশ্য হয় সন্দেহ দূর করা। তাই যারা বিবাহকারীর ক্রোড়ে লালিত-পালিত হলেই রবীবাকে বিবাহ করা হারাম মনে করেন, অন্যথায় তাকে বিবাহ করা জায়েয বলে মতপ্রকাশ করেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কুরআনের পরিপন্থী।

দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও উক্ত মৌলনীতির ওপরই ভিত্তিশীল, যার প্রতি আমরা ওপরে ইঙ্গিত প্রদান করেছি। অর্থাৎ কুরআনে হাকীম মানবীয় ফিতরতের ঐ দাবীকেই উচ্চকিত করতে চায় যে, যেখানে রক্ত সম্পর্কের অতি নৈকট্য বিদ্যমান, সেখানে পারস্পরিক সম্পর্কের সাভাবিক ভিত্তি সম্প্রীতি ও সহমর্মিতাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরই অনিবার্য ফলশ্রুতি এটা দাঁড়ায় যে, রক্ত সম্পর্কের সাথে যারা জড়িত তাদের মধ্যে যৌন প্রতিযোগিতামূলক ঈর্ষা-বিদ্বেষের হলাহল সঞ্চারিত হয়—এমনসব কারণ ও উপকরণকে যেন দাবিয়ে দেয়া হয়। দু' বোনের এক সাথে কারো বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলে পরস্পর সহোদরা হওয়া সত্ত্বেও সতীন সুলভ ঈর্ষা ও হিংসা-বিদ্বেষের ভাবাবেগে নিমজ্জিত হবারই প্রবল সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে, তাই শরীআত সে পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। খালা, ভাগ্নী, ফুফু ও ভাতিজীকে একত্রে কারো বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করার মাঝেও একই আশংকা বিদ্যমান। এ কারণেই নবী স. এদেরকে একত্র করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা এটা স্পষ্ট জানতে পারি।

ঔরসজাত পুত্র ও পালক পুত্রের স্ত্রীদের ব্যাপারে কুরআন যে পার্থক্য রেখেছে, তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা আসবে তার উপযুক্ত স্থান সূরা আহযাবে। এখানে শুধু এতটুকু স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, পুত্রের বিষয় বলতে যেয়ে مِنْ اَصْلَابِكُمْ তথা স্বীয় ঔরসজাত সন্তান-এর শর্তারোপ করে পালকপুত্রের স্ত্রীদের এ নির্দেশের আওতা বহির্ভূত করে দেয়া হয়েছে।

আয়াত ঃ ২৪

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

اَحْصَانٌ শব্দের অর্থ

اَحْصَانٌ শব্দের অর্থ কোনো বস্তুকে হিফাযত ও পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়ে নেয়া যেমন হয় ঠিক তদ্রূপ কারো হিফাযত ও পৃষ্ঠপোষকতায় থাকাও হয়ে থাকে। এ শব্দ থেকেই

www.pathagar.com

এসেছে مُحْصَنٰتُ শব্দটি ; যা ঐ সব স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যারা কারো সাথে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। শব্দটি বাদীর বিপরীত শব্দরূপেও ব্যবহৃত হয়। সে ক্ষেত্রে এদ্বারা স্বাধীনা ও অভিজাত বংশীয়দের বুঝান হয়ে থাকে। কুরআন মজীদে এ উভয় অর্থেই এটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে প্রথম অর্থে এবং পরবর্তী আয়াতে অপর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

سَفْحٌ ও مُسَافِحٰتٌ শব্দের অর্থ

سَفْحٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ অজুহাত। এ থেকেই নির্গত مُسَافِحٰتٌ শব্দের অর্থ বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ব্যভিচার। কারণ এতেও নারী ও পুরুষ উভয়ই নিছক স্বাদ আস্বাদনকে লক্ষ নির্ধারণ করে নিজেদের শুক্ররূপ মৌল পদার্থকে ধ্বংস করে থাকে, অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত নিষিদ্ধ নারীদের তালিকায় ঐসব মহিলাও শামিল যারা কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। কারণ কোনো স্ত্রীলোক একই সময়ে দুই পুরুষের বিবাহাধীনে থাকতে পারে না। শুধু অধিকারভুক্ত দাসী এর ব্যতিক্রম। তার পক্ষে কারো মালিকানাধীনে এসে যাওয়াই দারুল হরবে অবস্থানরত তার পূর্ব স্বামীকে বিচ্ছিন্ন তথা স্বামী না থাকার শামিল করে দেয়।

বিয়ের জন্য দু'টি বুনিয়াদী শর্ত

বর্ণিত নিষিদ্ধ নারীদের বাইরে স্ত্রীলোকদের বিয়ে করা জায়েয। কিন্তু তার জন্য রয়েছে দু'টি শর্ত, আর এ দু'টি শর্ত একই সাথে বর্তমান থাকা কাম্য। একটি হলো বিয়ে মাল অর্থাৎ মোহরানাযুক্ত হতে হবে। অপরটির হলো, বিবাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হতে হবে সংশ্লিষ্ট মহিলাকে নিজের পৃষ্ঠপোষকতা ও হিফাযতের মধ্যে নিয়ে নেয়া। সাময়িকভাবে কামস্পৃহা চরিতার্থ করে নিছক প্রবৃত্তির চাহিদা নিবৃত্ত করাই উদ্দেশ্য হতে পারবে না।

মোহরানার শর্তারোপ করার মূল উদ্দেশ্য

মাল তথা মোহরানার শর্তারোপ করার একটা উদ্দেশ্যতো এই যে, মহিলাদের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি অথবা উত্তরাধিকারীত্বের ঐ সকল সম্ভাবনাকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া, যে সম্পর্কে ইতোপূর্বেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। যদিও রক্ত সম্পর্ক যুক্ত নারীদের নিষিদ্ধকরণ দ্বারা উপরিউক্ত সম্ভাবনা বহুলাংশে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তথাপি এই শর্ত উক্ত সম্ভাবনাকে আরো জোরালোভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, বিবাহের ব্যাপারটি যেন একটি মর্যাদাপূর্ণ পারস্পরিক চুক্তি ও অঙ্গীকারনামার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় ; এটিকে শিশুদের খেল-তামাশা বা ছেলেখেলায় যেন পর্যবসিত করার সুযোগ না থাকে, ব্যাপারটি এমন যে, তার সাথে জড়িয়ে আছে অর্থ প্রদান করার শর্ত এবং সে অর্থ প্রদানের বিষয়টিও নিছক বখশিশ দেয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা পর্যায়ের নয় বরং ফরয দায়িত্ব হিসেবে পরিশোধ করা শর্ত। এমনকি যদি বিষয়টি উল্লেখিত না হয়ে থাকে তথাপি অপরিহার্যরূপে তা আদায়যোগ্য বলেই ধরে নেয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকটির সামাজিক মর্যাদা হিসেবে তা পরিশোধ করা ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত হবে। সে ক্ষেত্রে শরীআতের দিক থেকে ও সামাজিক

www.pathagar.com

বিচারে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। কোনো সুস্থ বুদ্ধির মানুষই এহেন পারস্পরিক অঙ্গীকারের অংশীদার হবার দুঃসাহস করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শতবার ভাবনা-চিন্তা করে এতে অংশীদারিত্বের দায়-দায়িত্ব পালন করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে। এসব সূক্ষ্ম রহস্য ও তাৎপর্যকে সামনে রেখেই মোহরানার শর্তটিকে অপরিহার্য করা হয়েছে। যাদের দৃষ্টি এসব সূক্ষ্ম তত্ত্ব পর্যন্ত পৌছায় না তাদের দৃষ্টিতে তো মোহরানার এ শর্তটি নারীকে নিছক কেনা-বেচার একটা পণ্যের মর্যাদায় অবনমিত করে দিয়েছে। এ ধারণা অজ্ঞতা ও প্রকৃত বিষয়টি অনুধাবন করতে না পারার ফলশ্রুতি। এটা তো একটা সাবধান বাণী যে, যে কেউ নারীর অন্দর মহলে পা রাখার বাসনা পোষণ করবে, সে যেন ভালভাবে ভেবে-চিন্তেই তা করে। বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারে কোনোরূপ কৌতুকের অবকাশ নেই। এখানে কৌতুকও বাস্তবতার তাৎপর্য বহন করে। কবির ভাষায় ঃ

هشدار كه ره بردم تيغ است قدم را ۔

أَحْصَانٌ-এর শর্ত 'মোতা' বিবাহের প্রতিবন্ধক

اَحْصَانٌ বা স্ত্রীকে সুরক্ষিত রাখার শর্ত এজন্যই আরোপ করা হয়েছে, যেন বিবাহকে سِفَاحٌ বা ব্যভিচারের লীলাক্ষেত্র থেকে পৃথক করা যায়। বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীকে সুরক্ষিত রাখার শর্তটি পূরণ হলেই বিয়ের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে। অর্থাৎ একজন পুরুষ একজন নারীকে দৃঢ় সংকল্প ও চিরজীবনের জন্য একত্রে জীবন যাপনের প্রতিশ্রুতি সহকারে স্বীয় হিফাযত ও পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রহণ করে নেবে। অপরদিকে নারীকেও একই উপলব্ধি ও সংকল্প নিয়ে তার সমর্থন ও তত্ত্বাবধানের দুর্গে প্রবেশ করতে হবে। এ সুরক্ষার গ্যারান্টি ব্যতিরেকে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক দ্বারা সে উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হতে পারে না। যা পরিপূর্ণ করাতে চেয়েছেন মহাশক্তির আধার আল্লাহ তা'আলা। কেউ যদি কোনো নারীর সাথে সাময়িক ও কৃত্রিম সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে সে যদিওবা বিবাহের আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন করে এবং তাকে অর্থ-সম্পদও প্রদান করে তথাপি এটা احصان বা সার্বিক সুরক্ষার মর্যাদাভুক্ত হবে না। এটা হবে নিছক পেশাব করার জন্য কোনো প্রশ্রাবখানা তালাশ করা এবং কেবলমাত্র সাময়িকভাবে মুত্রথলিকে ভারমুক্ত করারই নামান্তর। কুরআন এ শর্ত আরোপ করে 'মোতা' বা সাময়িক বিবাহের ঐ ঘৃণ্য প্রথা চিরতরে নির্মূল করে দিয়েছে যা প্রচলিত ছিল জাহিলী যুগে।

পরে বলা হয়েছে, নির্ধারিত মোহরানা ফরয কর্তব্য হিসেবে পরিশোধ করে দিতে হবে। অবশ্য মোহরানা নির্ধারিত হয়ে যাবার পর স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক রেজামন্দীর ভিত্তিতে যদি তাতে কম-বেশী করে নেয় তাতে কোনো দোষ নেই। পরিশেষে বলা হয়েছে আল্লাহ সর্বজ্ঞ হেকমতওয়ালা, অর্থাৎ যিনি এহেন মহৎ ও হেকমতপূর্ণ আইন ও বিধান নাযিল করেছেন তিনি যথার্থই সর্বজ্ঞানধর এবং হেকমতওয়ালা ও প্রজ্ঞাময়। এজন্যই তাঁর প্রতিটি কথা নির্ভুল জ্ঞান এবং অফুরন্ত হেকমত ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। তাঁর আইন বিধানের বিরোধিতা করা কিংবা তাতে সংশোধন ও সংস্কার সাধন করার চেষ্ট করা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ও সম্পূর্ণ অবৈধ।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ২৫

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ الْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

طَوْلٌ শব্দের অর্থ ক্ষমতা, সামর্থ। স্বচ্ছলতা, ঐশ্বর্য এবং অনুগ্রহ।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ঃ অর্থাৎ সম্মান ও আভিজাত্যের মূল ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে ঈমান। কোনো একজন মহিলা বাঁদী হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় ঈমানের বদৌলতে অনেক বড় অভিজাত বংশীয় পুরুষ বা নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে পারে। তাই একজন মহিলার শুধুমাত্র বাদী হওয়ার কারণে তার মাঝে অনুরূপ সম্মান আভিজাত্যের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। আর ঈমান এমন এক ঐশ্বর্য যা ওজন ও পরিমাপ করার সত্যিকার তুলাদণ্ড একমাত্র আল্লাহর নিকটই বর্তমান রয়েছে অন্য কারো পক্ষে তার সঠিক পরিমাপ সম্ভবই নয়।

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ঃ এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাদী ও গোলাম হওয়া তো একটি কৃত্রিম অবস্থামাত্র। বংশধারার দিক থেকে তো পৃথিবীতে যতো স্বাধীন ও পরাধীন মানুষ রয়েছে, যতো বেগম ও বাদী রয়েছে সবাই একই আদম একই হাওয়ার বংশজাত—সন্তান।

فَاحِشَةً শব্দটি অনির্দিষ্ট হিসেবে ব্যবহার

فَاحِشَةً শব্দের অর্থ ব্যভিচার। এটিকে অনির্দিষ্টরূপে (نكره) ব্যবহার করা হয়েছে ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করার জন্য। যেমন এ সূরাতেই ৪৭ নম্বর আয়াতে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে نَطْمِسَ وُجُوهًا ; যথাস্থানে আমরা তার ব্যাখ্যা দেব। عنت শব্দের অর্থ ব্যাথা, কষ্ট, দুঃখ, বেদনা। শ্রম, কঠোর পরিশ্রম। কিন্তু এর ব্যবহার হয়ে থাকে এরূপ কষ্ট ও পরিশ্রমের বেলায় যা মানুষের জন্য পরীক্ষা ও পদস্খলন সদৃশ হয়ে পড়ে।

ভিন্ন মালিকের বাঁদীর সাথে বিয়ের অনুমতি সাবধানতার জন্য

আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, কেউ যদি স্বাধীনা সম্ভ্রান্ত নারীকে বিয়ে করার সামর্থ না রাখে, তাহলে সে যেন কোনো বাঁদীকে বিয়ে করে নেয়। সম্মান ও আভিজাত্যের মূল বুনিয়াদ হলো ঈমান, আর ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত। বংশ ও

www.pathagar.com

গোত্রের বিচারে সবাই এক সমান ; কারণ সবাই একই আদম ও হাওয়ার বংশধর। তাই বাদীকে বিয়ে করার মধ্যে দোষের কিছু নেই। শর্ত শুধু এতটুকু যে, এ বিয়ে হতে হবে তার মালিকের অনুমতিতে। আর ঐ বাঁদীকে ন্যায়সংগতভাবে মোহরানা দিতে হবে। তাছাড়া এ বাঁদীদেরও বিয়ের সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করতে হবে ; নিছক সাময়িক স্বাদ আস্বাদন এবং প্রেম ও যৌন বিহার করে বেড়ানো উদ্দেশ্য হওয়া চলবে না। এ দাম্পত্য সম্পর্ক জনিত সুরক্ষার অধীনে চলে আসার পর যদি এরা কোনোরূপ যেনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে সম্ভ্রান্ত নারীদের বেলায় প্রযোজ্য সূরা নূরে বর্ণিত শাস্তির একশ বেত্রাঘাতের অর্ধেক শাস্তি প্রদান করতে হবে এ বাঁদীদের।

অবশেষে বলা হয়েছে বাঁদীদের বিয়ে করার অনুমতি তাদের জন্যই প্রযোজ্য যাদের এ আশংকা হবে যে, যদি বিয়ে না করে তাহলে তারা পাপে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু যারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তাদের পক্ষে ধৈর্যধারণ করাই উত্তম।

ইসলামী সমাজে গোলাম-বাঁদীদের স্থান

ইতোপূর্বে আমরা বেশ কটি স্থানেই আমাদের এ মতামত ব্যক্ত করেছি যে, গোলাম ও বাঁদী সংশ্লিষ্ট বিষয়টি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার নিজস্ব কোনো অংশ নয়। এটা তৎকালীন আন্তর্জাতিক অবস্থা ও যুদ্ধবন্দীদের সমস্যার একটা সমাধান হিসেবে আগে থেকেই বর্তমান ছিল। ইসলাম ঐ বাস্তবতাকে অনুমোদন করে নিয়েছে মাত্র। ইসলাম যদি একতরফাভাবে এ ব্যবস্থাকে নির্মূল করে দিতো, তাহলে এতে মুসলিম সমাজের মধ্যেও অত্যন্ত বড় ধরনের গোলযোগ ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা বিদ্যমান ছিল। এ থেকে মুসলমানদের শত্রু জাতি গোষ্ঠীরাও সমূহ অন্যায় ফায়দা তুলে নিতে পারতো। এ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেয়ার জন্য সর্বাগ্রে যে বিষয়টি অপরিহার্য ছিল তা হলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকলের মাঝে মানবীয় সাম্যের উপলব্ধি সৃষ্টি করা, এ লক্ষেই ইসলাম স্বীয় জীবন ব্যবস্থায় এমন সব নীতি-নিয়ম ও আইন-কানুন রেখে দিয়েছে যদ্বারা এ অধঃপতিত শ্রেণী সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মানবীয় সাম্যের ভাবধারা জাগ্রত হয় এবং ধীরে ধীরে এরা মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে এতটা উন্নত হয়ে যায় যে, ইসলামী সমাজে নিজেদের যথাযথ মর্যাদা অর্জন করে নিতে পারে।

গোলাম-বাঁদীদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষে কতিপয় বিধান

শর্তাধীনে মুক্তিকামী গোলাম ও সন্তান প্রসব জনিত কারণে মুক্ত বাঁদীদের মাসআলা সম্পর্কে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যত্র লিখেছি যে, এভাবে ইসলাম সকল যোগ্যতাধারী গোলাম-বাঁদীদের মুক্তির একটা প্রশস্ত দরোযা খুলে দিয়েছিল। এক্ষণে এ আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলেও বুঝতে পারা যাবে যে, এতে এ অধপতিত শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

প্রথমত, মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ঈমান ও ইসলামের ওপরই মূলত সম্মান ও আভিজাত্যের বুনীয়াদ স্থাপিত। আর বিষয়টি এমন যে, এদ্বারা একজন স্বাধীন ব্যক্তি যেমন নিজেকে সজ্জিত করতে পারে অনুরূপ একজন গোলামও তা পারে।

www.pathagar.com

এরপর প্রশ্ন থেকে যায় রক্ত ও বংশ বিষয়ে। আর এদিক থেকে আযাদ ও গোলাম সহ সমগ্র মানব জাতিই একই সমতলে অবস্থিত। অতপর এদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হবে কোন্ যুক্তিতে ?

• দ্বিতীয়ত, বাঁদীদের জন্যও মোহরানা ও বৈবাহিক সুরক্ষার একই শর্তাবলী নির্ধারণ করে দেয়া হয়ছে যা ছিল আযাদ মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ; যেন সমাজে তাদের মর্যাদা হয় সমুন্নত।

ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়লে তাদের জন্যও শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে ; যাতে ক্রমান্বয়ে তাদের নৈতিক মান সমাজের গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। শাস্তির বেলায় স্বাধীনা নারীদের মুকাবিলায় তাদেরকে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে। তার পেছনে যে কারণ ও যুক্তি নিহিত ছিল, তাহলো সম্ভ্রান্ত মহিলাদের জন্য স্বাভাবিকভাবেই যে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, বাঁদীদের জন্য তা ছিল না।

অন্য মালিকদের বাঁদীদের বিয়ে করা মুসলমানদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর পেছনেও উদ্দেশ্য ছিল, বাঁদীদের সামাজিক মর্যাদাকে সমুন্নত করা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেহেতু মালিকানা অধিকার ও বিয়ের অধিকারের মধ্যে সংঘাতের আশংকা ছিল, সেহেতু এ জাতীয় বিবাহে সাবধানতা অবলম্বনের তাকিদ করা হয়েছে।

পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তির উৎস

এ আয়াত প্রসঙ্গে এ প্রশ্নেরও উদ্রেক হয় যে, এই আয়াত তো সূরা নূরে বর্ণিত ব্যভিচারের শাস্তিকে সব ধরনের ব্যভিচারকারীর বেলায়ই সমানভাবে প্রযোজ্য বলে সাব্যস্ত করে ; চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। অতপর ব্যভিচারের জন্য রজম বা পাথর মারার মাধ্যমে শাস্তির যে বিধান তার উৎস কি ? এ প্রশ্নের ওপর আমরা সূরা আল মায়েদা ও সূরা আন নূরে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

১২. পরবর্তী আলোচনা : ২৬-২৮ আয়াত

সামাজিক সংস্কার ও সংশোধন সম্পর্কিত বিধান ও নির্দেশাবলীর মাঝখানে এ তিনটি আয়াত এসেছে সতর্কীকরণ ও উপদেশ প্রদান হিসেবে। মুসলমানদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিধানসমূহের সুমহান মর্যাদা ও সম্মান দানের প্রতি মনোযাগ আকর্ষণ করাই এ আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মহান আল্লাহ সকল আম্বিয়া ও সালেহীনদের উত্তরাধিকার তোমাদের প্রতি স্থানান্তর করছেন। কাজেই তোমরা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তার মূল্যায়ণ করো ও আল্লাহর রহমতের হকদার সাব্যস্ত হও। অপরদিকে এ আয়াতগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য, মুসলমানদেরকে কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর পক্ষ থেকে উত্থিত বিরোধিতার প্রচণ্ড সয়লাব সম্পর্কে সতর্ক করা। এরা বিরুদ্ধাচরণ করছিল চলমান সংস্কার কর্মসূচীর বিরুদ্ধে, বস্তুত এরা এতিম, বিধবা, দুর্বল ও গোলামদের অধিকারসমূহের ওপর অন্যায় কর্তৃত্ব ও প্রভাব খাটিয়ে আসছিল। তারা তাদের এ কর্তৃত্ব পরিহার করতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। এরি আলোকে তেলাওয়াত করুন পরবর্তী আয়াতগুলো :

www.pathagar.com

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

২৬. আল্লাহ তাঁর বিধানসমূহকে তোমাদের কাছে খুলে খুলে বলে দিতে চান এবং তোমাদের তিনি পূর্বগামী নেক ও আদর্শবান লোকদের পথে পরিচালিত করতে চান। আর এভাবে তিনি তোমাদের তাঁর দয়ার দিকেও ফিরিয়ে আনতে চান। আল্লাহ পরম জ্ঞানী ও হেকমতওয়ালা।

২৭. আর আল্লাহ তো চান তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে। কিন্তু যারা নিজেদের নফসের লালসার অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেক দূর-দূরান্তে ছিটকে পড়।

২৮. আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে বিধি-নিষেধের বোঝা হালাকা করতে চান। কারণ মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে অতিশয় দুর্বল করে।

১৩. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতসমূহের তাফসীর

ارادة শব্দের দু'টি অর্থ

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ এবং يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ঃ এ দু'টি বাক্যের বাচনভঙ্গীর ওপর চিন্তা করলে উভয়টির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ গোচর হবে। যেমন, এক জায়গায় يُرِيْدُ শব্দের পরে রয়েছে ل এবং অন্য জায়গায় রয়েছে اَنْ এ পার্থক্য ফায়দা বিহীন নয়। কুরআন মজীদের এ উভয় প্রকার বাচনভঙ্গীর বিষয়ে অনুসন্ধান করলে এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, ارادة শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। একটা হলো চূড়ান্ত ফায়সালা ও অনিবার্য ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত অর্থে, অপরটি চাওয়া বা ইচ্ছা করা অর্থে। প্রথম অর্থের ক্ষেত্রে পরে 'ل' এসে থাকে এবং যখন শুধু চাওয়ার অর্থে আসে তখন তার পরে اَنْ এসে থাকে। যেমন ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ - احزاب : ٣٣

"হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩

www.pathagar.com

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ - مائدة : ٦

"আল্লাহ্ তো তোমাদের পাক পবিত্র রাখতে চান। এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করতে চান।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৬

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - توبة : ٥٥

"আল্লাহর ইচ্ছা হলো, এগুলো দিয়ে দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে শাস্তি দেবেন।"
–সূরা আত তাওবা ঃ ৫৫

এ বাচনভঙ্গীর ব্যাখ্যা জেনে নেয়ার পর আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা করা যাক। প্রথমেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্ স্বীয় ইলম ও হেকমতের সাহায্যে তোমাদেরকে এ উদ্দেশ্যে বাছাই করেছেন যে, তিনি তোমাদের জন্য নিজের আয়াত এবং স্বীয় বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী বর্ণনা করবেন। ঈমান ও ভাল কাজের যে পথ ইতোমধ্যেই অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, আম্বিয়া ও সালেহীনদের মাধ্যমে তা দুনিয়ার জন্য উন্মুক্ত করবেন ও তোমাদেরকে নতুনভাবে হেদায়াত দান করবেন। যাতে করে তোমরা আল্লাহর দিকে রুজু করবে এবং আল্লাহ্ও তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন। বিষয়টিকে আল্লাহর একটি সিদ্ধান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা শেষ নবীর আবির্ভাবের মাধ্যমে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি জাতির উত্থান করার পরিকল্পনা যথারীতি পূর্বাহ্নেই গৃহীত হয়েছিল যারা হবে গোটা দীন ও শরীআতের ধারক বাহক এবং আগের ও পরের সকলের উত্তরাধিকারী। পূর্ববর্তী নবীরা তার আগাম সংবাদও দিয়ে দিয়েছিলেন। আর এ জাতির উত্থান আল্লাহর ইলম ও হেকমতেরও অনিবার্য দাবী ছিল। সর্বজ্ঞানধর হেকমত ও প্রজ্ঞার আধার মহান আল্লাহর কাছে এটা কিছুতেই পসন্দনীয় নয় যে, তিনি তাঁর সৃষ্টি জীবকে এমনিতেই গোমরাহীর চোরাবালিতে বিভ্রান্ত হবার জন্য ছেড়ে দেবেন আর তার জন্য হেদায়াতের কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন না।

এটাকে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে একদিকে মুসলমানদেরকে উৎসাহ দান ও মনোবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। অপর দিকে ইসলামের শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। এ সূরায় বর্ণিত সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচীগুলোর জন্য ইসলাম বিরোধী শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমনভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল যে, ঠিক যেমন লেগে থাকে লতা গুল্মের সাথে কাঁটাসমূহ। সমাজ সংস্কারের কর্মকাণ্ডকে সাধারণতই কায়েমী স্বার্থবাদী মহল সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। তাই ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিক সবার গায়েই যেন এ সংস্কার কর্মসূচীগুলো আগুন ধরিয়ে দিল। যারাই দেখলো, এ কর্মসূচীর প্রভাব প্রতিক্রিয়া তাদের অবাধ স্বাধীনতা ও লাগামহীন প্রবৃত্তি পূজার ওপর পড়ছে, তারাই এ সংকল্প নিয়ে দণ্ডায়মান হলো যে, এ সকল সংস্কার কর্মসূচীকে তারা নস্যাৎ করে দেবে। আল্লাহর বান্দাদের পুনরায় তারা ঐ অন্ধকূপে নিক্ষেপ করবে—যার থেকে নাজাত দেবার জন্য ইসলাম এ আলোর পথ দেখিয়েছিল। এমনিভাবে যারা নিজেদের মনগড়া শরীআত ও নিজেদের উদ্ভাবিত রসম-রেওয়াজের বোঝা বহন করে চলছিল তারা যখন দেখতে পেল এ বোঝা লোকদের ওপর থেকে অপসারিত হতে চলেছে এবং মানুষের ওপর থেকে

রকমারী অন্যায় ও বাড়াবাড়ির শৃংখল ছিন্ন হতে চলেছে তখনি তারা চিৎকার করে উঠলো, তারা বলতে লাগলো, আমাদের পূর্বসূরীদের সকল ঐতিহ্য হুমকীর সম্মুখীন। এসবের জবাবে কুরআন মুসলমানদের জানিয়ে দিলো যে, তোমরা বিরোধীদের এ সকল অসার কথাবার্তায় মোটেই ভীত হবে না। এটিই হচ্ছে পূর্ববর্তী নবীদের ও তোমাদের পূর্বসূরী আদর্শ মানব দলের প্রকৃত উত্তরাধিকার—যা তোমাদের প্রতি স্থানান্তরিত হচ্ছে। আল্লাহ চান তোমাদেরকে তার রহমতে অভিষিক্ত করতে কিন্তু এ অপদার্থ দুষ্কর্ম পরায়ণরা চায় তোমাদেরকে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করে দিতে। শেষোক্ত আয়াতটিতে এ ইঙ্গিতও দিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ সকল সংস্কার মূলক কার্যক্রম দ্বারা যেসব শৃংখল ছিন্ন করা হচ্ছে তার কারণ একমাত্র এটাই যে, এসব শৃংখল ছিল মানুষের স্বভাব ধর্মের বিপরীত এবং এগুলো ছিল একান্তই মানুষের মনগড়া। সর্বময় শক্তির আধার মহান আল্লাহ মানুষকে যে সুস্থ ফিতরত ও স্বভাব ধর্মের ওপর সৃষ্টি করেছেন তা স্বভাব ধর্মের বিপরীত বোঝা বহনে সমর্থ হতে পারে না। এ সূরাতেই ৪৩ নম্বর আয়াত থেকে ঐসকল বিরোধীতার বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

১৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৯-৩৩ আয়াত

এ প্রাসঙ্গিক উপদেশ প্রদান ও সতর্কীকরণের পর সমাজ সংস্কারের সাথেই সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও হেদায়াত বিষয়ক আলোচনা পুনরায় শুরু হচ্ছে। এখানে এমন কতিপয় হেদায়াতও প্রদত্ত হয়েছে যদ্বারা ইতোপূর্বে উল্লেখিত সংস্কার কার্যক্রমের সমর্থন ও তার বলিষ্ঠতা প্রতিপাদন হচ্ছে। একই সাথে প্রশস্ততর হচ্ছে উপরোক্ত সংস্কার কর্মসূচীর পরিধিও। এরই আলোকে তেলাওয়াত করুন পরবর্তী আয়াতগুলো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿۲۹﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۳۰﴾ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿۳۱﴾ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ
بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

২৯. হে মু'মিন বান্দারা! তোমরা একে অপরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে ঐ ব্যবসা বাণিজ্য যা তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয় তা বৈধ। আর তোমরা একে অন্যকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ৩০. আর যে কেউ অন্যায় বাড়াবাড়ি ও যুলুম সহকারে এরূপ করবে তাকে আমি অচিরেই জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করবো। আর আল্লাহর পক্ষে এটা কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়। ৩১. তোমাদেরকে যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে যেগুলো বড় এবং গুরুতর সেগুলো পরিহার করে চললে আমি তোমাদের ছোট গোনাহগুলো মার্জনা করে দেব এবং দাখিল করবো তোমাদের এক সম্মানজনক স্থানে।

৩২. আল্লাহ তোমাদের একজনের তুলনায় আরেকজনকে যা কিছু বেশী দান করেছেন তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তাতে রয়েছে তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তাতেও তার প্রাপ্য অংশ রয়েছে নির্দিষ্ট। আর তোমরা আল্লার কাছ থেকেই অনুগ্রহ পাওয়ার প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৩৩. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্যই আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি উত্তরাধিকারী। আর যাদের সাথে তোমাদের কোনো চুক্তি বা অঙ্গীকার রয়েছে তাদের দিয়ে দাও তাদের প্রাপ্য অংশ। নিশ্চয়ই প্রতিটি জিনিসই রয়েছে আল্লাহর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণাধীন।

১৫. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً
عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ○

www.pathagar.com

সম্পদের সুরক্ষা ও জীবনের সুরক্ষার মাঝে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক

এ আয়াতে অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা ও নরহত্যাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং দু'টি নিষিদ্ধ বিষয়কেই একই সমতলে এনে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয়টিকে একত্র করার হেকমত হলো, উভয়ের মাঝে রয়েছে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক। সম্পদের লালসা তা উপার্জন করার বৈধ অবৈধ উপায় ও পন্থার পার্থক্যবোধকে তিরোহিত করে দেয়া। অতপর এ ব্যাধি মানুষকে এতোটা অন্ধ করে দেয় যে, এ সম্পদের জন্যও হত্যা ও রক্তপাতে জড়িয়ে পড়তেও মানুষ দ্বিধা করে না। সামাজিক বিশৃংখলা ও হত্যা রক্তপাতের কারণসমূহ অনুসন্ধান করতে গেলে এটাই জানা যাবে যে, এসবের পেছনে সম্পদের লালসাই হচ্ছে প্রধানতম কারণ। উভয়ের মাঝে এ নিবিড় সম্পর্কের কারণেই ইসলাম একে অন্যের মাল ও একে অন্যের প্রাণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য সমান তাকিদ দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ حُرْمَةُ مَالِه كَحُرْمَةِ دَمِه –"মু'মিনের সম্পদ ঠিক তদ্রূপ সম্মানিত যেরূপ সম্মানিত তার জীবন।"

কোনো লেনদেন জনিত বিষয়ে উভয় পক্ষের প্রকৃত সম্মতি শর্ত

অন্যায়ভাবে বলতে বুঝানো হয়েছে লেনদেন কায়-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ঐসব উপায় ও পন্থা যাতে লেনদেনের ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রকৃত সম্মতি ও রেজামন্দী সমানভাবে পাওয়া যায় না। বরং তাতে একপক্ষের ফায়দা সুরক্ষিত থাকে কিন্তু অপর পক্ষ ক্ষতি ও প্রতারণার লক্ষস্থলে পরিণত হয়। স্বয়ং কুরআনই এ তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছে। অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিষেধ করার পর বলা হয়েছে। اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ –"তবে ঐ ব্যবসা বাণিজ্য যা তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয় তা বৈধ।" এই যে ইতিবাচক দিকটি বলা হলো, এটাই হচ্ছে বিশ্লেষণ ঐ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের যা ব্যক্ত হয়েছে প্রথমোক্ত অংশে। এ অংশটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আদান-প্রদান ও লেনদেনের বুনিয়াদ যদি স্থাপিত হয় পারস্পরিক রেজামন্দীর ওপর তবেই তাতে যে মুনাফা হবে তা হবে জায়েয। পক্ষান্তরে তাতে যদি থাকে কোনো প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণা কিংবা থাকে কোনো এক পক্ষের অক্ষমতা ও নিরুপায় অবস্থা, তাহলে যদিও সে এর ওপর সম্মত থাকে তথাপি এটা হবে اَكَلَ اَمْوَالٍ بِالْبَاطِلِ বা অন্যায়ভাবে সম্পদগ্রাস করার শামিল। এ মানদণ্ডের ভিত্তিতেই লেনদেন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ঐ সকল উপায় ও পদ্ধতিই ইসলামে নাজায়েয ও অবৈধ বলে পরিগণিত যাতে পাওয়া যাবে ক্ষতি ও প্রতারণার সামান্যতম মিশ্রণ। রিবা বা সুদ এ কায়-কারবারের একটি নিকৃষ্টতম পদ্ধতি। সূরা আল বাকারার তাফসীরে আমরা রিবা ও ব্যবসায়ের পার্থক্য বিষয়ে যা আলোচনা করে এসেছি তা আরেকবার দেখে নিতে পারেন।

www.pathagar.com

لَاتَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ-এর অর্থ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ অংশটি لَاتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অংশটির সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ তোমরা পরস্পর একে অন্যের মাল যেমন গ্রাস করবে না তদ্রূপ একে অন্যকে হত্যাও করবে না। এর অর্থ আত্মহত্যা করার কোনো স্থান বা প্রেক্ষাপট বর্তমান নেই আর শব্দ ও বাচনভঙ্গীতেও এ অর্থ গ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই। আত্মহত্যার অর্থ গ্রহণ করতে হলে তার জন্য বাচনভঙ্গী হবে সম্পূর্ণ আলাদা। اَنْفُسَكُمْ শব্দটি এ সত্যকেই উচ্চকিত করছে যে, যে ব্যক্তি সমাজের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটায় সে প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকেই হত্যা করার অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকে। কারণ সমাজের প্রতিটি মানুষই একে অন্যের ভাই, বন্ধু ও আত্মীয় পরিজন বৈ নয়। বলা হয়েছে ঃ اَلْمُسْلِمُ اَخُوا الْمُسْلِمِ (এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই) ও اَلْمُسْلِمُوْنَ كُلُّهُمْ اِخْوَةٌ। –"মুসলমানেরা পরস্পর ভাই ভাই।" এ মূলনীতির ভিত্তিতেই কোনো এক ব্যক্তির হত্যাকারী সকলেরই হত্যাকারী। এ কারণেই কুরআন একজনের হত্যাকারীকে সকলের হত্যকারী বলে ঘোষণা করেছে।

আল্লাহর রহমতের দাবী

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ঃ এখানে মূলত ওপরে বর্ণিত নিষেধ মূলক নির্দেশ সমূহের কারণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের রব তোমাদের প্রতি মেহেরবান ও অতীব দয়ালু। এমতাবস্থায় তোমরা একে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করবে এবং একে অন্যকে হত্যা করবে, এটা কিভাবে তিনি পসন্দ করতে পারেন? মেহেরবান ও দয়ালু আল্লাহ তো এটাই চাইবেন যে, তোমরা থাকবে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ তথা পরস্পর দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হয়ে। অতপর এ থেকেই এটাও প্রমাণিত হয় যে, এর বিপরীতে মানুষ যদি পরস্পর যুলুম ও সীমালংঘনে নিমজ্জিত হয় তাহলে তো তাঁর মেহেরবান ও দয়ালু নামেরই দাবী এই দাঁড়ায় যে, তিনি ইনসাফ ও ন্যায্যবিচারের এমন একটি দিন উপস্থিত করবেন যাতে তাদের সেসব কৃতকর্মের ফলাফল তাদের দেবেন যা তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং পরবর্তী আয়াত এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করছে।

আয়াত ঃ ৩০

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

عدوان ও ظلم শব্দের বিশেষ অর্থ

ذٰلِكَ শব্দ দ্বারা পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত দু'টি বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। عدوان ও ظُلْم শব্দদ্বয় যখন এক সাথে আসে তখন এগুলো দু'টি পৃথক গোনাহের অর্থ প্রদান করে থাকে। অন্যত্রও আমরা এটা উল্লেখ করেছি। একটি হলো, কারো গায়ের জোরে

অন্যের জান বা মালের ওপর হস্তক্ষেপ করা, অপরটি হলো, কারো খামখেয়ালীবশত অন্যের ন্যায্য হক আদায় না করা বরঞ্চ তা দাবিয়ে দেয়া। প্রথম পন্থাটিকে عُدْوَانٌ ও দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ظلم ; শব্দ দু'টি পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহার হলে একটি অপরটির অর্থকেও শামিল করে নেয়।

نَارًا শব্দটিকে অনির্দিষ্টরূপে (نكره) নেয়া হয়েছে تفخيم (ভয়াবহ) অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ এরূপ লোকদের আমি নিক্ষেপ করবো কঠিন ও ভয়ংকর আগুনে।

একটি সূক্ষ্ম বিষয়

وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ঃ "আর এটা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ"–বাক্যাংশটি একটি গোপন তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে। তা এই যে, যারা আল্লাহকে স্বীকার করে কিন্তু তাঁর ন্যায়বিচার দয়া নামক গুণের সঠিক ধারণা রাখে না তারা নিজেরা নিজেদেরকে গোনাহের প্রতিফল ভোগ থেকে অব্যাহতি দেয়ার ক্ষেত্রে বড়ই উদার হয়ে থাকে। তারা বিরাট বিরাট অপরাধ সংঘটিত করা সত্ত্বেও ইহুদীদের ন্যায় এটাই প্রত্যাশা রাখে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান ; তাই তিনি সবই মাফ করে দেবেন, কুরআন ইহুদীদের কথা سَيُغْفَرُلَنَا -এর যে উদ্ধৃতি প্রদান করেছে তা তাদের উক্ত চিন্তাধারারই প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত প্রদান করছে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এ জাতীয় লোকেরা মহান আল্লাহ তাঁর স্থায়ী নীতি মোতাবেক যে সুযোগ ও অবকাশ দিয়ে থাকেন তাতেই কিছুটা অব্যাহতি লাভ করে থাকে। কিন্তু এদের প্রতারক মন এরি আড়ালে তালাশ করে আল্লাহর রহমতের। প্রশ্ন হচ্ছে, যদিও আল্লাহ রহমত গুণের আধার, তথাপি এ যালিমদের প্রতি তিনি রহম করবেন কোন্ যুক্তিতে? তাঁর রহমতের প্রকৃত হকদার তো সেসব মযলুম জনগোষ্ঠীই যারা চিরকাল ওদের হাতে নির্যাতিত হয়ে এসেছে অথচ আর্তনাদের ক্ষীণ শব্দটিও তাদের মুখে উচ্চারিত হতে পারেনি। মহান আল্লাহ এরূপ মানসিকতা সম্পন্ন লোকদেরই সম্বোধন করে বলেছেন যে, যারা যুলুম ও সীমালংঘনমূলক জীবন যাপন করছে তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেয়া দয়ার সাগর আল্লাহর পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে না। কারণ তিনি একদিকে যেমন দয়ালু অপরদিকে তেমন ন্যায়বিচারকও। আর এ ন্যায়বিচারও তাঁর দয়া ও রহমত গুণেরই অনিবার্য দাবী।

আয়াত ঃ ৩১

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ۝

'কবিরা' ও 'সগীরা' বলতে কি বুঝায় ?

এখানে سَيِّاٰت শব্দটি كَبَائِر শব্দের বিপরীতে এসেছে। তাই এর অর্থ صَغَائِر তথা ছোট গোনাহসমূহ। আল্লাহর নির্দেশিত ভালো ও সৎ কার্যাবলী যেমন বড় ও ছোট দু' প্রকারের তেমনি তাঁর নিষেধকৃত মন্দ ও অসৎকার্যাবলীও ছোট ও বড় দ্বিবিধ হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

এই ছোট ও বড় হওয়া যদিও অবস্থা ও সম্পর্কের পরিবর্তনে পরিবর্তিতও হতে থাকে এবং এ কারণে এর যৌক্তিক চূড়ান্ত সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া কিছুটা কঠিনও তথাপি এটা এমন বিষয় নয় যে, তা বুঝাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। হিজরত ও জিহাদ যেমন নেক কাজ ঠিক তদ্রূপ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও নেক কাজ। কিন্তু উভয়ের মাঝে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। আর এ ব্যবধান ও পার্থক্য সবার নিকটই বোধগম্য। অনুরূপ কারো সর্বস্ব লুটে নেয়াও মন্দ কাজ আর রাস্তায় কোনো আবর্জনা নিক্ষেপ করা ও যত্রতত্র থুথু ফেলাও মন্দ কাজ। কিন্তু উভয় মন্দ কাজের মাঝে রয়েছে আকাশ পাতাল ফারাক। আর এ ফারাক প্রত্যেকে বুঝতেও পারে। প্রকৃতপক্ষে নেকী ও বদী উভয়ে লঘু-গুরু পরিমাপ করার জন্য তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলই হচ্ছে সত্যিকার মানদণ্ড। আমাদের দৃষ্টি যদি হয় সুদূর প্রসারী আমাদের চিন্তা-চেতনা যদি হয় একদেশদর্শীতামুক্ত ও প্রকৃত সত্য তথ্যের দারোদঘাটনে তৎপর তাহলে এটা বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হবার কথা নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়ে থাকে তাহলো সুস্থ বিচার-বুদ্ধির ওপর মানবীয় কামনা-বাসনার এহেন প্রাধান্য স্থাপিত হয় যে, পর্বত শর্ষে দানা আর শর্ষে দানা পর্বতে পরিণত হয়ে যায়। এ জটিলতা থেকে রক্ষা পাবার জন্যই শরীআত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে হালাল ও হারাম বিষয়গুলোকে ব্যক্ত করে দিয়েছে। অবশ্য এ সবের মধ্যে কতক জিনিস এমনও রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে। এ জাতীয় বিষয়গুলোতে সাবধানতার দিকটি অবলম্বন করাই আসলে তাকওয়ার দাবী। কিন্তু মানবীয় দুর্বলতার দরুন কোনো ভুল সংঘটিত হয়ে গেলেও হালাল ও হারামের সীমারেখাকে মেনে চলতে যারা বদ্ধপরিকর তাদের অন্তরকে মহান আল্লাহ কলুষিত হতে দেন না।

জান্নাতের পথ

এই আয়াতে এ সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া ও জান্নাতে দাখিল হওয়ার পদ্ধতি এই নয় যে, নিজেকে অত্যন্ত উদার মনে অবকাশ অব্যাহতি দিয়ে যেতে হবে; বরঞ্চ তার উপায় হলো যেসব বিষয় থেকে তিনি বারণ করেছেন তন্মধ্যে বড় বড় ও গুরুতর বিষয়গুলোকে বর্জন করতে হবে। বড় বড় গোনাহর কাজ পরিহার করে চললে ছোট ছোট গোনাহকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও রহমতের সাহায্যে মাফ করে দেবেন। অন্যথায় সগীরা-কবীরা সব গোনাহই তোমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে এবং তোমাদেরকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

সগীরা থেকে বাঁচার উপায় ও কবীরা বর্জন করা

এখানে এ বিশেষ তত্ত্বটিও স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, সগীরা থেকে বাঁচার উপায়ও আসলে কবীরা গোনাহকে বর্জন করে চলা। যে লোক হাজার হাজার টাকার ঋণ পরিশোধ করতে সদা ব্যস্ত থাকে, সে কারো পাঁচটি টাকা মেরে খাবে এবং লোকমুখে আত্মসাৎকারী নামে অভিহিত হতে রাজী হবে এমনটি কখনো সম্ভবপর হতে পারে না। এর বিপরীতে যারা কবীরা গোনাহতে স্বচ্ছন্দে নিমজ্জিত হয় কিন্তু ছোট ছোট নেকীর কাজে অতিশয় যত্নবান, তাদের অবস্থা ঠিক ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে মশা বাছতে এতটুকু কার্পণ্য করে না।

www.pathagar.com

কিন্তু আস্ত হাতী গিলে ফেলে অবলীলায়। এরাই হচ্ছে ঐসব লোক যারা অন্যদের জিরে ও মৌরীবিজের পর্যন্ত যাকাত কি হবে তার হিসেব বোঝাতে ওস্তাদ। কিন্তু নিজেরা এতিমের মাল ও ওয়াকফ সম্পত্তির আয় দ্বারা নিজেদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ ও তার সাজ-সজ্জা রচনায় ব্যতিব্যস্ত থাকে।

আয়াত ঃ ৩২

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

প্রতিযোগিতার আসল ক্ষেত্র অর্জিত গুণাবলী

সমাজের বুকে অসংখ্য দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুধু এ কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, মানুষ ভাগ্য পরীক্ষা ও চেষ্টা-সাধনার প্রকৃত ক্ষেত্র কোন্‌টি আর কোন্‌টি নয়, তাই জানে না। ফলে ভুল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অন্ধ আবেগ-উচ্ছ্বাস মানুষকে এমন সব ময়দানে নিক্ষেপ করে যেখানে মানুষের সমগ্র চেষ্টা, শ্রম ও সার্বিক যোগ্যতা-ক্ষমতা একটা অবান্তর প্রতিযোগিতা ও অনুরূপকারী বিবাদ বিসম্বাদের শিকার হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ কোনো কোনো লোককে দৈহিক গুণাবলীতে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যেমন কাউকে তিনি সুগঠিত করে সৃষ্টি করেছেন, কাউকে করেছেন কদাকৃতি, কাউকে সৃষ্টি করেছেন নিখুত অঙ্গ-প্রতঙ্গের অধিকারী করে, কাউকে করেছেন বিকলাঙ্গ। কাউকে পয়দা করেছেন আমীরের ঘরে কাউকে গরীবের পরিবারে। এটা স্পষ্ট যে, এসবই সৃষ্টিগত বিষয়-আশয়। এসবের ব্যাপারে পারস্পরিক মুকাবিলা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া মানুষকে তিক্ততা ও অনাকাংখিত অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই উপহার দিতে পারে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ কাউকে পুরুষ বানিয়েছেন কাউকে বানিয়েছেন নারী। এটাও সম্পূর্ণ সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক ব্যাপার। নারী যদি পুরুষ হবার ও পুরুষ নারী হবার চেষ্টা করে তাহলে এটাও নিছক নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়। এরই ওপর অনুমান করুন, আল্লাহ তাঁর আইন ও বিধানে প্রত্যেকের জন্যই অধিকারের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ সকল অধিকার ও সীমারেখা ফিতরত ও হেকমতের ওপর ভিত্তিশীল। সাম্যের শ্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে আবেগের আতিশয্যে এসব অধিকার ও সীমারেখাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হলে—তথা নারী পুরুষের সমান অংশ পেতে চাইলে, আত্মীয়-পরিজনরা সবাই একই সম্মান ও মর্যাদা দাবী করলে—এটাও হবে ফিতরতের ও খোদায়ী হেকমতের সাথে যুদ্ধ ও সংঘাতে অবতীর্ণ হবার নামান্তর। যার ফলশ্রুতি সমগ্র শৃংখলার রাজত্ব ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আজ পৃথিবীতে যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা, বিবাদ-বিসম্বাদ ও অন্যায় প্রতিযোগিতা এবং খুন ও রাহাজানি ইত্যাদি বিরাজমান তা অনেকটাই এ বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গী ও অপরিণামদর্শী চিন্তাধারার ফলশ্রুতি বৈ নয়। আলোচ্য আয়াতে কুরআন মজীদ এটাই

www.pathagar.com

বলেছে যে, সৃষ্টিগত গুণাবলী ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কোনো প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নয় ; প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হলো অর্জিত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য। এ ময়দান হলো নেকী ও তাকওয়া, ইবাদাত ও সাধনা, তাওবা ও বিনয় নম্রতা বরং আরো চুম্বক শব্দে বলতে গেলে ঈমান ও সৎকর্মের ময়দান। এতে উন্নতি সাধন করার ক্ষেত্রে কারো জন্য কোনো বাধা প্রতিবন্ধকতা নেই। পুরুষ উন্নতি করলে সে তার সার্বিক কর্মপ্রচেষ্টার পরিপূর্ণ ফল পাবে। নারী উন্নতি করলে সেও তার সাধনার ফল লাভ করবে। আযাদ ও গোলাম আভিজাত মহিলা ও বাদী, আশরাফ ও আতরাফ, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সবার জন্য এ ময়দান সমানভাবে অবারিত। কারো মধ্যে কোনোরূপ জন্মগত ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও এখানে বিদ্যমান রয়েছে। সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ যেসব মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য বন্টন করেছেন তদপেক্ষা লাখো কোটি গুণ বেশী অনুগ্রহ রয়েছে আল্লাহর এ ক্ষেত্রে। যারা সত্যিই মর্যাদার অন্বেষণকারী তারা যেন এ ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করে নেয়। (وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ) পরম প্রদাতা আল্লাহ সকলের চাহিদা, সকলের রুচি ও আকাঙ্ক্ষা সবার নিয়ত এবং সকলের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তার ভাণ্ডারে অভাব বলতে কিছু নেই। আর দেয়ার বেলায়ও তিনি উদার অকৃপণ। তাই অপাত্রে ও ভুল ক্ষেত্রে শ্রম নিয়োগ করার কি যুক্তি থাকতে পারে ? ভাগ্য পরীক্ষা করতে হলে এ ক্ষেত্রেই যে কোনো পরীক্ষার্থীর ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ –"আর এরই জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।"

আয়াত ঃ ৩৩

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ۝

مولى শব্দের অর্থ

আরবীতে مولى শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর অর্থ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এখানে প্রেক্ষাপটের বিচারে এর অর্থ প্রত্যেক মৃতের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী।

আল্লাহর নির্ধারিত ওয়ারিশরাই প্রকৃত ওয়ারিশ

এই আয়াতে মীরাস বন্টনের ঐ নীতিমালার প্রতি ইঙ্গিত বর্তমান যা ৭ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ الاية এ উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য এ বিষয়টিকে আরো প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা করা যে, মৃতের প্রতিটি ত্যক্ত সম্পদের যে ওয়ারিশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তারাই হচ্ছে প্রকৃত ওয়ারিশ। এক্ষণে কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে এতে কোনো প্রকার সংশোধন ও পরিবর্তন সাধনের অবকাশ নেই এবং আল্লাহর নির্ধারিত

www.pathagar.com

অংশেও কোনোরূপ কমবেশী করার সুযোগ নেই। কেউ যদি উত্তরাধিকারী নয়—এমন কাউকে কিছু দেয়ার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে তাহলে তাকে তা-ই যেন প্রদান করে যা তার প্রাপ্য অংশ। বলা বাহুল্য তার প্রাপ্য অংশ বলতে ঐ অংশকেই বুঝতে হবে যার জন্য সম্পদের মালিক অসিয়ত করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে এবং যে অংশটিকে মহান আল্লাহ স্বীয় বণ্টন ব্যবস্থার বাইরে রেখে দিয়েছেন। এ অংশটি মূলত এরূপ লোকদের জন্যই স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই তার জন্য نَصِيْبَهُمْ রূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের শেষাংশে عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا শব্দ যোগে আল্লাহর যে গুণের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তার দ্বারা এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করাই উদ্দেশ্য যে, অন্যায় পক্ষপাতিত্বের অতি গোপন ও সূক্ষ্ম কারচুপিও আল্লাহর ইলম থেকে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে না। তিনি সদা সর্বত্র বিরাজমান ও দৃষ্টিবান ; গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কেই তিনি সম্যক অবহিত

১৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৩৪-৩৫ আয়াত

পরিবারের শৃংখলার জন্য হেদায়াত

ওপরে وَلَا تَتَمَنَّوْا الاية -এতে নারী ও পুরুষ উভয়কে নিজ নিজ স্বভাবগত ও শরীআত সম্মত সীমারেখার মধ্যে থেকে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি হাসিলের প্রচেষ্টা চালাবার হেদায়াত প্রদান করা হয়েছিল। উক্ত হেদায়াতকেই পারিবারিক জীবনের পরিগঠন ও সুসংগঠিত-করণের নির্দেশক নীতিমালা সাব্যস্ত করতঃ এক্ষণে সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবন গঠনের জন্য হেদায়াত প্রদান করা হচ্ছে। এখানে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, পরিবারের সমষ্টি দ্বারাই গঠিত হয় সমাজ আর সমাজ থেকেই অস্তিত্বে আসে রাষ্ট্র। যেন পরিবারই সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলভিত্তি। এজন্য এ প্রথম ভিত্তি প্রস্তরটি অত্যন্ত সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়া অতিশয় জরুরী। এটা যদি সামান্য টেরা বাঁকা হয় তাহলে পুরো দেয়ালটিই বক্র হতে বাধ্য। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿۳۴﴾ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا

www.pathagar.com

مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

৩৪. পুরুষরা হচ্ছে নারীদের ওপর পরিচালক, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর কিছু বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং তা এজন্য যে, পুরুষরাই নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, অতএব সতী-সাধ্বী নারীরা হয় অনুগত এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা হেফাযত করে আপন বিষয়াদির আল্লাহর হেফাযত অনুসারে। আর স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশংকা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন করো ও সবশেষে তাদের প্রহার করো। এতে যদি তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তাহলে শুধুই তাদের ওপর নির্যাতন চালাবার ছুতা তালাশ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ উচ্চ মর্যাদাশীল অতীব মহান।

৩৫. কখনো যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা করো তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন শালিস ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ই সংশোধন ও মিটমাট করতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

১৭. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৩৪

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۝

قَامَ عَلَى-এর অর্থ

আরবীতে قَامَ শব্দের পরে عَلَى আসলে তার মধ্যে দেখা-শোনা, রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও অভিভাবকত্বের অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ-এর মধ্যে মর্যাদায় উচ্চতর হওয়ার ব্যঞ্জনা যেমন রয়েছে তেমনি অভিভাবকত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার তাৎপর্যও নিহিত আছে। আর এ দু'টি বিষয়ই অনেকটা একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

www.pathagar.com

পরিবার রাষ্ট্রের কর্ণধার পুরুষ

ঘর বা পরিবার নামক ক্ষুদ্র এককও—পূর্বেও আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি—একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সদৃশ। প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার জন্য যেমন একজন কর্ণধারের প্রয়োজন অনুরূপ এ রাষ্ট্রসংস্থার জন্যও প্রয়োজন একজন নেতা বা পরিচালকের। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে এ সংস্থার নেতৃত্বের মর্যাদা পুরুষের প্রাপ্য না নারীর ? কুরআন এর জবাবে বলেছে যে, এ মর্যাদা পুরুষেরই রয়েছে। আর এর সপক্ষে উপস্থাপন করেছে দু'দুটি প্রমাণ ঃ

পুরুষের নেতৃত্বের সপক্ষে দু'টি প্রমাণ

প্রথমত, মহান আল্লাহ পুরুষকে নারীর ওপর মর্যাদা দান করেছেন। কোনো কোনো গুণ বৈশিষ্ট্যের বিচারে নারীর ওপর রয়েছে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব। যার ভিত্তিতে পরিচালক হওয়ার দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হওয়াই শোভনীয়। যেমন রক্ষণাবেক্ষণ ও আত্মরক্ষা করার শক্তি ও যোগ্যতা অথবা কামাই-রোজগার করার ও হাত-পা চালনা করার যে বিশেষ শক্তি ও সাহস পুরুষের মধ্যে রয়েছে তা নারীর মাঝে নেই। স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে মর্যাদা বলতে পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় ; বরং ঐ পরিমাণ মর্যাদাই উদ্দেশ্য যা পুরুষের পক্ষে পরিচালক হওয়ার জন্য উপযুক্ততা প্রমাণ করে। নারীরও রয়েছে অন্যান্য দিকের যোগ্যতা ও মর্যাদা। কিন্তু তার সাথে পরিচালক হওয়ার সম্পর্ক নেই। যেমন ঘর-সংসার সামলানো, সন্তানাদির লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নারী যে যোগ্যতা রাখে, পুরুষের সে যোগ্যতা নেই। এ কারণেই কুরআন এখানে দ্ব্যর্থবোধক ভঙ্গীতে কথা বলেছে যদ্বারা পুরুষ ও নারী উভয়েরই কোনো না কোনো দিক থেকে মর্যাদার অধিকারী হওয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু পরিচালক হওয়ার দিক থেকে পুরুষের মর্যাদার দিকটিই অধিকতর সমুজ্জ্বল।

দ্বিতীয়ত, পুরুষ নারীর জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে। অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তানাদির আর্থিক দায়-দায়িত্ব ও লালন-পালন ও পৃষ্ঠপোষকতার সার্বিক যিম্মাদারী পুরুষের ওপরই অর্পিত। এটা স্পষ্ট যে, পুরুষ ঘটনাচক্রে বা উদারতা ও বদান্যতার খাতিরে এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে এমন নয় ; বরং এ কারণেই তুলে নিয়েছে যেহেতু এটা তারই তুলে নেয়া কর্তব্য। সে-ই এর যোগ্যতা রাখে এবং সে-ই এর হক আদায় করতে সক্ষম।

পরিবার প্রধানের অনুগত ও বিশ্বস্ত স্ত্রীই নেক স্ত্রী

পুরুষকে পরিচালকের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার পর সতী-সাধ্বী নারীর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা অত্যন্ত বিনয় নম্রতার সাথে পরিবার প্রধানের আনুগত্য করে। তার গোপন বিষয়াদি এবং তার ইজ্জত ও সম্মানের হেফাযত করে। এ থেকে আপনা আপনিই এটা প্রমাণিত হয় যে, যেসব মহিলা এর সম্পূর্ণ বিপরীতে আজকাল একথার ওপর জোর দেয় যে, তারা নারী হয়ে নয় বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষ হয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। তারা প্রকৃতপক্ষে নেক ও সতী-সাধ্বী নারী নয়; বরঞ্চ তারা হচ্ছে ফাসিক ও পাপাচারী নারী। যেসব নিয়ম বিধানের ওপর পারিবারিক জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও

সুখ স্বাচ্ছন্দ সর্বতোভাবে নির্ভরশীল এ জাতীয় নারীরা তাকে বরবাদ ও নিস্তনাবুদ করে দিতেই বদ্ধপরিকর।[১]

حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ-এর অর্থ

حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ-এর তাৎপর্য আমি গ্রহণ করেছি গোপন বিষয়াদির হেফাযতকারিনী। এ অর্থ গ্রহণ করারই একটি কারণ তো হলো, 'গোপন ভেদ'-এর অর্থের জন্য এ শব্দটির প্রসিদ্ধি রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হলো, এখানে বাক্য সংগঠন এমন যে, অদৃশ্য বিষয়াদি অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ নেই। তৃতীয় কারণ হলো, নারী ও পুরুষের মাঝে গোপন বিষয়াদির আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার প্রশ্নটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরা উভয়ে একে অন্যের স্বাভাবিক আমানতদার। বিশেষ করে স্ত্রীর মর্যাদা তো এমন যে, সে স্বামীর ভালো ও মন্দ দিক, তার ঘর সংসার, তার সহায় সম্পদ তথা তার ইজ্জত সম্মান—প্রতিটি জিনিসের এহেন বিশ্বস্ত আমানতদার যে, যদি সে তার পর্দা উন্মোচন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসে তবে তো স্বামী রীতিমত দিগম্বর হয়ে যেতে বাধ্য। এ কারণেই কুরআন বিশেষভাবে এ গুণটির বিষয় উল্লেখ করেছে। তার সাথে بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ শব্দগুলো বাড়িয়ে দেয়ার দ্বারা উক্ত গুণের উচ্চতর সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাদের এ গুণটির ওপর রয়েছে আল্লাহর গুণের আলোকরশ্মি, কারণ আল্লাহও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর সকল বান্দার গোপন বিষয়াদি হেফাযত করে থাকেন। অন্যথায় তিনি যদি তা উন্মোচনই করে দিতেন, তাহলে কে এমন আছে যে, লোক সমাজে মুখ দেখাবার যোগ্য থেকে যেত?

نُشُوْزٌ-এর তাৎপর্য

نُشُوْزٌ শব্দের অর্থ মস্তক উত্তোলন করা। কিন্তু শব্দটির অধিকতর ব্যবহার হয়ে থাকে ঐ অবাধ্যতা ও আনুগত্যহীনতার জন্য যা কোনো স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্রকাশ পেয়ে থাকে। যদি কোনো স্ত্রীলোকের চাল-চলন থেকে এটা প্রকাশ পায় যে, সে অবাধ্যাচরণের দিকে এগিয়ে চলেছে, তবে পুরুষ যেহেতু পরিচালকের মর্যাদায় অভিষিক্ত এজন্য স্ত্রীকে আদব ও শিষ্টাচারের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে কতক ক্ষমতা-ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, কুরআন এ ইখতিয়ারগুলো শুধু ঐ অবস্থায়ই প্রয়োগ করার জন্য দিয়েছে যখন অবাধ্যতার আশংকা দেখা দেবে। ওপরেও আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি যে, স্ত্রীর প্রতিটি দুর্বলতা, অনবধানতা বা অমনোযোগিতা অথবা স্বীয় ব্যক্তিত্ব অভিমত ও অভিরুচিই প্রকাশের স্বাভাবিক প্রবণতাকে অবাধ্যতা বলা হয় না। স্ত্রীকে যদি এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় যা স্বামীর নেতৃত্ব কর্তত্বকে চ্যালেঞ্জ করে যদ্বারা সংসারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশংকা দেখা দেয় তবেই তা অবাধ্যতা। এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেখা গেলে স্বামী তিনটি পদ্ধতি

১. আমরা পুরুষ ও নারীর সাম্যের আধুনিক চিন্তাধারা ও মতবাদের প্রতিটি দিকের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি, আমার রচিত 'ইসলামী সমাজে নারীর স্থান' শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী পাঠক বইটি পড়ে নিতে পারেন।

www.pathagar.com

অবলম্বন করতে পারে। আর কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গী এটাই প্রমাণ করে যে, উক্ত তিনটি বিষয়ে ক্রমিক বিন্যাস ও ধারাক্রম বজায় রাখা অপরিহার্য।

অবাধ্যতাজনিত অবস্থায় পুরুষের ইখতিয়ার

প্রথমত পর্যায়টি হলো, তাকে উপদেশ প্রদান ও ভর্ৎসনা করতে হবে। কুরআনে ওয়াজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে মোটামুটি ধমক ও ভীতি প্রদর্শনের ব্যঞ্জনাও বিদ্যমান। এতে যদি কাজ না হয় তাহলে দ্বিতীয় পর্যায় হলো, তার সাথে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা বর্জন করতে হবে। যেন সে অনুমান করে নিতে পারে যে, সে যদি তার চলমান কর্মনীতি না পাল্টায় তাহলে তার ফলাফল সুদূর প্রসারী হতে পারে। এ দ্বারা তার চরিত্র না বদলালে সর্বশেষ পর্যায়ে স্বামী কর্তৃক তাকে দৈহিক শাস্তি প্রদানেরও ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর সীমা হতে হবে ঠিক ঐ পরিমাণ যা একজন শিক্ষক বা আদব শিক্ষাদানকারী তার অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণরত শাগরেদকে দিয়ে থাকেন। মহানবী স. غير مبرح শব্দ প্রয়োগে এর সীমা ব্যক্ত করেছেন। এর তাৎপর্য হলো শাস্তির মাত্রা এমন হবে না যাতে তার কোনো স্থায়ী চিহ্ন বা প্রভাব তার ওপর পড়ে।

সংশোধনের পর পেছনের কালিমা ভুলে যেতে হবে

পুরুষ কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে এটি হচ্ছে সর্বশেষ পর্যায়। এর ফলাফল যদি সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়, স্ত্রী যদি বিদ্রোহাত্মক আচরণ থেকে আনুগত্যের পথে ফিরে আসে তাহলে পেছনের তিক্ততা ও কলুষ-কালিমা ভুলে যেতে হবে। তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার বাহানা তালাশ করা পরিহার করতে হবে। পুরুষের স্বীয় পরিচালক হওয়ার অহমিকায় একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহই হচ্ছেন সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও তিনি যখন সকলের বিদ্রোহ ও অবাধ্যাচরণকে ক্ষমা করে দেন এবং তাওবা করার ও সংশোধিত হয়ে যাবার পর সবার নাফরমানী মাফ করে দেন তখন বান্দা তার পরিচালক গুণে ভূষিত হয়ে কেন সীমালংঘন করবে ?

আয়াত ঃ ৩৫

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ○

পরিস্থিতির উন্নতির আরেকটি উপায়

স্বামী কর্তৃক ওপরের আয়াতে বর্ণিত সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যদি স্ত্রীর অবাধ্যতা প্রশমিত না হয় তবে তার পরিষ্কার মানে দাঁড়ায় যে, মতভেদের পরিসর অত্যন্ত বিশাল-বিস্তৃত এবং সম্পর্ক ছিন্ন হবার দ্বারপ্রান্তে উপনীত। কিন্তু পরিস্থিতির এহেন অবনতি সত্ত্বেও শরীআত স্ত্রীকে তালাক দিয়ে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়ার অনুমতি দেয়নি পুরুষকে। স্বামী-স্ত্রীর এ দাম্পত্য সম্পর্ককে সামাজিক বন্ধন অটুট রাখার বুনিয়াদ বলে ঘোষণা দিয়েছে ইসলাম। এ কারণে এ সম্পর্ককে ঠিক ঐ অবস্থাতেই ছিন্ন করার অনুমতি দেয় যখন

www.pathagar.com

সংশোধনের সকল সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করার পর এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে, এক্ষণে এ সম্পর্ক জুড়ে রাখা অসম্ভব অথবা অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ ঘটাবে। সুতরাং স্বামীর সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর পরিস্থিতির উন্নয়নে একটি ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করার হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে। এ হেদায়াত দেয়া হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর পরিবার, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশ্যে। বলা হয়েছে, তারা যেন এগিয়ে আসে এবং নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে পরিস্থিতির উন্নয়ন ও সংশোধনের প্রচেষ্টা চালায়। তার বাস্তব পদ্ধতি এই বাতলে দেয়া হয়েছে যে, স্বামীর আত্মীয় স্বজন থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন করে শালিস নিযুক্ত করতে হবে। এরা উভয় মিলে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাবে। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, দু'পক্ষ যে ঝগড়া মিটমাট করতে ব্যর্থ হয়, অপরাপর শুভানুধ্যায়ীদের হস্তক্ষেপে সহজেই তার মীমাংসা হয়ে যায়। উভয় পক্ষকে তাদের পক্ষপাতহীনতা ও কল্যাণকামিতার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হতে হয় এবং অন্যায় জিদের ওপর অন্যদের নিন্দা ভর্ৎসনারও আশংকায় থাকতে হয়। এ কারণে এ পদ্ধতিটি অধিকতর প্রভাবশীল ও ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

স্বামী-স্ত্রীকে মীমাংসায় উপনীত হতে উৎসাহ দান

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ঃ এতে কর্তা যদিও উভয় শালিসও হতে পারে কিন্তু আমার প্রবলতর মত হলো, এদ্বারা উদ্দেশ্য স্বামী স্ত্রীই অর্থাৎ এরা উভয়ে নিজেদের জিদ পরিহার করে যদি সম্পর্কোন্নয়ন প্রত্যাশী হয়, তবে মহান আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। প্রকৃতপক্ষে এখানে অত্যন্ত অলংকার পূর্ণ ভাষায় স্বামী-স্ত্রীকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা যেন এ সুযোগ থেকে ফায়দা গ্রহণ করে এবং বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে মহাসম্মানিত ও কর্মসম্পাদনকারী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের অন্বেষণ ও প্রত্যাশা করে।

ওপরেও আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি যে, আমাদের মতে এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন ও তাদের গোত্র-সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ও প্রবীণদের উদ্দেশ্যে। আর ঐ শালিসদের ক্ষমতা ইখতিয়ার সর্বপ্রযত্নে আপোষ মীমাংসার প্রচেষ্টা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর শরীআত প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী স্বামী নিজেও কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে। আর বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়াবার উপযোগী হলে আদালতেও যেতে পারে। অবশ্য কোনো ব্যাপার আদালতে যাবার পর আদালতের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েতের নিকট তা সমর্পন করার অবকাশ থাকে এবং আদালত পঞ্চায়েতকে মীমাংসার ভারও অর্পণ করতে পারে।

সবশেষে সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত আল্লাহর গুণাবলী উদ্ধৃত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য প্রত্যেককে সতর্ক করে দেয়া যে, আল্লাহ ভালভাবেই অবগত আছেন যে, এ মোকাদ্দমায় কার ভূমিকা কি ছিল আর সে মোতাবেকই আল্লাহ তার সাথে আচরণ করবেন।

www.pathagar.com

১৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৩৬-৪৩ আয়াত

এক্ষণে আলোচ্য অধ্যায়ের সর্বশেষ আয়াত সমষ্টি আসছে। সামাজিক বিধান ও হেদায়াত সম্বলিত যে আলোচনা প্রথম থেকে চলে আসছিল এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে তা শেষ হতে যাচ্ছে । আল্লাহকে ভয় করার হেদায়াত দিয়ে এ অধ্যায়ের যেভাবে সূচনা করা হয়েছিল তদ্রূপ আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকার হেদায়াত প্রদানের মাধ্যমে তার সমাপ্তি টানা হয়েছে। আল্লাহর হকই সর্বাগ্রগণ্য। যারা উক্ত হক পুরোপুরি আদায় করতে থাকবে তারাই মূলত অন্যান্যের হক আদায় করার তাওফীক প্রাপ্ত হবে। কাজেই আল্লাহর হক স্মরণ করিয়ে দেবার পর একসাথে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন, প্রতিবেশী, মুসাফির ও গোলাম বাঁদী সবার হক স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর হক হলো তাঁর ইবাদাত করা আর এটাকে বরবাদকারী জিনিস হল শিরক, এ কারণে ইবাদাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে শিরক বর্জন করার কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে। বান্দার সবচেয়ে বড় হক হলো তাদের প্রতি ইহসান করা ও তাদের জন্য ইনফাক তথা অর্থ ব্যয় করা। কার্পণ্য-অহংকার ও রিয়া বান্দার জন্য সর্ব প্রযত্নে ধ্বংসকর। এ কারণে ইহসান ও ইনফাকের ওপর জোর দেয়ার সাথে সাথে এসব বর্জনীয় গুণের অনিষ্টতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। অতপর ইনফাকের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলা হয়েছে যে, এ পণ্য ক্ষতি ও বিপর্যয়ের পণ্য নয়। যে এক গুণ ব্যয় করবে সে তার দশগুণ পাবে। এরপর সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, রাসূল স. কর্তৃক সতর্কীকরণ ও তাবলীগের হক আদায় হয়ে গিয়েছে। এখনো যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেবে না তারা যেন এটা জেনে নেয় যে, এমন একদিন নিশ্চিতভাবে আসবে আল্লাহ যেদিন রাসূলদেরকে তাদের উম্মতের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা নিজ নিজ উম্মতকে কি দাওয়াত দিয়েছিলে এবং তারা তার কি জবাব দিয়েছিল ? ঠিক একই প্রশ্ন করা হবে শেষ উম্মত সম্পর্কে সর্বশেষ রাসূল স.-কেও। সেটি হবে এমন একদিন যেদিন কারো জন্য কোনো আশ্রয় লাভের স্থান জুটবে না আর কেউ কোনো কথা লুকাতেও সক্ষম হবে না।

সবশেষে আল্লাহর ইবাদাত—যার উল্লেখ ইতোপূর্বে একটি আয়াতে করা হয়েছে—এর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকাঠামো নামাযের কতিপয় আদব ও শর্তাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। এসব আদব ও শর্তাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে নামাযকে তার ভঙ্গকারী যাবতীয় জিনিস থেকে পূত-পবিত্র করে তোলা ; যেমনটি ইতোপূর্বে ইনফাককে পবিত্র করা হয়েছে যাবতীয় ইনফাকবিরোধী ও তা বিনষ্টকারী জিনিসসমূহ থেকে। এবারে এরই আলোকে তেলাওয়াত করুন পরবর্তী আয়াতগুলো ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِی
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

www.pathagar.com

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ﴿٣٦﴾ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا
فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا
رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ
وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ
اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾
يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ
وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ
وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ
حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ
مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

৩৬. আর তোমরা বন্দেগী করো আল্লাহর এবং শরীক করো না তার সাথে কোনো কিছুকে। আর ভাল ব্যবহার করো পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, এতিমদের সাথে, মিসকীনদের সাথে, আত্মীয়-প্রতিবেশী ও অনাত্মীয়-প্রতিবেশীর সাথে, সঙ্গী-সাথী ও পথচারীর সাথে এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে।

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক অহংকারীকে ; ৩৭. যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ দেয় আর তারা লুকিয়ে রাখে তা, যা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে। আর এরূপ অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ তাদেরও পসন্দ করেন না যারা ব্যয় করে তাদের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য এবং ঈমান রাখে না আল্লাহর প্রতি। আর সত্য কথা এই যে, শয়তান যার সঙ্গী হয়েছে তার ভাগ্যে খুব খারাপ সঙ্গীই জুটেছে। ৩৯. তাদের ওপর এমন কি বিপদই বা আপতিত হতো যদি তারা ঈমান আনতো আল্লাহর ওপর ও শেষ দিনের ওপর এবং তারা ব্যয় করতো আল্লাহ তাদের যা কিছু দান করেছেন তার কিয়দংশ! আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ৪০. নিসন্দেহে আল্লাহ কারো ওপর এক অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। আর যদি হয় একটি নেকীর কাজ আল্লাহ তা করে দেন দ্বিগুণ। তদুপরি তিনি নিজের পক্ষ থেকে দান করবেন অনেক বড় পুরস্কার।

৪১. আর সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে যখন আমি উপস্থিত করবো প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী এবং আপনাকে উপস্থিত করবো তাদের সকলের ওপর সাক্ষীরূপে ; ৪২. যারা কুফরী করেছিল এবং রাসূলের নাফরমানী করেছিল, সেদিন তারা কামনা করবে, হায়! যদি তারা মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেত। আর সেদিন কোনো মানুষ কোনো কথাই আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে পারবে না।

৪৩. হে মু'মিন বান্দারা! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেয়ো না। নামায তখনি পড়বে যখন তোমরা কি বলছো তা সঠিকরূপে বুঝতে পারবে। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও নামাযের কাছে যাবে না, যতক্ষণ না গোসল সেরে নেবে, তবে মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো অথবা সফরে থাক কিংবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে এসে থাকে অতপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেবে—এভাবে যে মাসেহ করবে স্বীয় মুখাবয়ব ও হাত। নিসন্দেহে আল্লাহ গোনাহ মার্জনাকারী ও পরম ক্ষমাশীল।

১৯. শব্দ মালার বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৩৬-৩৮

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۝ نِ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ

وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاۤءَ قَرِيْنًا ۝

بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ঃ এতে ب অক্ষরটি একথার প্রমাণবহ যে, এখানে احسان শব্দটি بر অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এই ইহসান অধিকার আদায় সহকারে হতে হবে ; নিছক দায়িত্ব এড়াবার প্রচেষ্টা হলে চলবে না। ب-এর ব্যবহার بر শব্দের সাথেই অধিকতর মানানসই। যেমন সূরা মারইয়ামে রয়েছে وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا –"আর সে ছিল তার পিতা-মাতার একান্ত অনুগত ; সে দুর্বিনীত ও নাফরমান ছিল না।" আমাদের ভাষায় এ ধরনের বর্ণনা ভঙ্গীর সার্থক অনুবাদ করা এক প্রকার অসম্ভবই বলা যায়।

প্রতিবেশীর তিনটি প্রকারভেদ

ক. الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى। অর্থাৎ প্রতিবেশী হওয়ার সাথে সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও বিদ্যমান।

খ. الْجَارِ الْجُنُبِ। এতে جُنُب শব্দের অর্থ অপরিচিত। অর্থাৎ প্রতিবেশী কিন্তু কোনো প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক তার সাথে নেই।

গ. الصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ। এতে جنب শব্দের অর্থ পার্শ্বদেশ; যে লোক সাময়িক বা কৃত্রিমভাবে কোনো মজলিশ বা বৈঠক, কোনো যানবাহন বা দোকান কিংবা কোনো হোটেলে আপনার সহচর বা সহযাত্রী হয়ে যায়, তাকেই বলা হয় الصاحب بالجنب ;

ইসলামী সমাজে এ তিন প্রকার লোকই একে অন্য থেকে প্রতিবেশীর হক পাওয়ার অধিকারী হয়ে থাকে।

আল্লাহর হকই সবচেয়ে বড়

এ আয়াতগুলোতে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তাঁর হক আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ সৃজনকর্তা, সার্বভৌম সত্তা ও রব হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর হকই সবচেয়ে বড় এবং তাঁর হক আদায় করার ওপরই নির্ভর করে অন্য সবার হক আদায় করা। যারা আল্লাহর হক আদায় করে না তারা অন্যান্যের হকও সঠিকভাবে আদায় করার তওফিক ও যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। আল্লাহর হক হলো তাঁর ইবাদাত ও দাসত্ব করা, আমরা অন্যত্র এটা বর্ণনা করেছি যে, ইবাদাতের মধ্যে শামিল রয়েছে একই সাথে উপাসনা ও আনুগত্য। উক্ত ইবাদাতের জন্য শর্ত হলো, তাঁর সাথে কাউকে, কোনো কিছুকে শরীক করা যাবে না। কারণ আল্লাহ এমন এক সত্তা যার সমকক্ষ বা অংশীদার বলতে কিছু নেই। তাঁর এই হক বা অধিকারে অন্য কাউকে শরীক করা হলে উক্ত ইবাদাত সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আল্লাহর পরে পিতা-মাতার হকই সবচেয়ে বড়

আল্লাহর পরে সবচেয়ে বড় হক হলো পিতা-মাতার, কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকেই মানুষের অস্তিত্বে আসার ও তাদের লালন-পালনের উপায় বানিয়েছেন। কিন্তু তাদের হক ইবাদাত নয়, বরং তাদের সাথে সদাচার ও সদ্ব্যবহার করা।

আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও প্রতিবেশীর হক

তারপর রয়েছে আত্মীয়-স্বজনের হক যা মূলত উক্ত হক থেকেই উৎসারিত। অতপর এতিম মিসকীন ও পাড়া প্রতিবেশীর হকের অবস্থান। প্রতিবেশী তিন প্রকার হতে পারে। ক. আত্মীয় প্রতিবেশী খ. অনাত্মীয় প্রতিবেশী ও গ. সাময়িকভাবে কোনো সফরে কিংবা সফরকালীন বাসস্থানে সঙ্গী ও সহচর হয়ে গিয়েছে এমন ব্যক্তি। এদের সবার সাথেই ইহসান ও সদাচার করার হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে। এরপর বর্ণনা করা হয়েছে মুসাফির ও গোলাম-বাঁদীদের প্রসঙ্গে।

গোলাম-বাঁদীদের সম্পর্কে আমরা বলেছি যে, গোলামী ইসলামী জীবনব্যবস্থার কোনো অংশ নয়। ইসলাম সমসাময়িক আন্তর্জাতিক অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিল মাত্র। এদিকে তার নিজস্ব জীবনব্যবস্থায় ইসলাম গোলাম-বাঁদীদের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে এমন সব পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল যদ্বারা তারা ক্রমান্বয়ে ইসলামী সমাজে সমমর্যাদা সম্পন্ন সদস্য হয়ে যেতে পারে। উক্ত আয়াতে তাদেরকেও ইহসান তথা সদাচার পাওয়ার হকদারদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। এদ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, যেন তাদের সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায় এবং মানুষ নেকী ও ইহসানের ক্ষেত্রে তাদের সংস্কার ও উন্নতিকে একটা স্বতন্ত্র ইস্যু হিসেবে দৃষ্টি সমক্ষে রাখে।

অধিকার আদায় করার কুণ্ঠিত মানসিকতা

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ঃ হক আদায় ও ইহসান বিরোধী মানসিকতার বর্ণনা করা হয়েছে এখানে। অর্থাৎ যারা উপায় উপকরণের প্রাচুর্যকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও ইহসান মনে করে তাদের মধ্যে তো শোকরগুজারী ও বিনয় নম্রতার উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। এ আবেগ উচ্ছ্বাস তাদের মধ্যে এ প্রবণতারও সঞ্চার করে যে, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি ইহসান অর্থাৎ মহানুভবতার আচরণ করেছেন অনুরূপভাবে এরাও অন্যদের প্রতি ইহসান করবে। কাজেই তারা লোকদের প্রতি ইহসান করেও মহান আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু এর বিপরীতে যারা মহান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত রাজিকে নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতা এবং নিজেদের কৌশল ও প্রজ্ঞার মুজিযা মনে করতে শুরু করে তাদের মধ্যে বিনয় ও শোকরগুজারীর জয়বার পরিবর্তে আত্মম্ভরিতা ও অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায়। তারা অন্যদের প্রতি ইহসান করার পরিবর্তে তাদের ওপর ভীতি ও প্রতিপত্তি জন্মাবার চেষ্টা করে। মহান আল্লাহ এহেন অকৃতজ্ঞ ও সংকীর্ণমনা লোকদের ভালবাসেন না। 'ভালোবাসেন না'–মানে তিনি এ জাতীয় লোকদের ঘৃণা করেন।

www.pathagar.com

আত্মম্ভরী ও অহংকারী লোকদের কতক বৈশিষ্ট্য

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الاية ঃ দুর্বিনীতি ও অহংকারী লোকদের কতক অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা ক্রমধারা অনুযায়ী এগুলো বর্ণনা করবো।

প্রথমত, এরা নিজেরা কৃপণ হয় এবং অন্যদেরও কৃপণতার পরামর্শ দেয়। কৃপণ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে অন্যের হক আদায় করার ব্যাপারে সংকীর্ণমনা হয়ে থাকে। যে অন্যের হক উদারতা ও প্রশস্ত চিত্ততার সাথে আদায় করে কিন্তু নিজ সত্তার ব্যাপারে সাবধানতা ও সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় তাকে কৃপণ বলা হয় না। কৃপণতার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, মানুষ তার ধন-সম্পদ ও উপায় উপকরণকে আল্লাহ্ প্রদত্ত মনে করার পরিবর্তে নিজের কলা-কৌশল ও যোগ্যতার ফলশ্রুতি মনে করতে শুরু করে। এ কারণে তার মধ্যে বিনয় ও শোকরগুজারীর ঐ জযবাই নিঃশোষিত হয়ে যায় যা উদারতা এবং দান ও বদান্যতার প্রকৃত উদ্দীপক।

যে নিজে কৃপণ সে অন্যদেরও কৃপণতার পরামর্শ দিয়ে থাকে। তার কারণ হলো, অন্যদের দানশীলতা দ্বারা স্বয়ং তার নিজের কৃপণতার ভেদ ফাঁস হয়ে যায়। নিজের এ দুর্বলতা ও দোষ ঢেকে রাখার জন্য তার প্রচেষ্টা এই হয় যে, যেরূপ সে অন্যদের হক দাবিয়ে রেখেছে তদ্রূপ অন্যরাও যেন তা দাবিয়ে রাখে অর্থাৎ কারোরই যদি নাক না থাকলো, তবেতো নিজের নাক না থাকার কলঙ্কিত হওয়ারই সুযোগ থাকবে না। নিয়ম হলো যারা নিজেরা কাপুরুষ তারা অন্যদেরও কাপুরুষতার দীক্ষা দিয়ে থাকে। যাতে করে তার নিজের কাপুরুষতা প্রকাশ হয়ে না পড়ে।

কৃপণ ধনীদের একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক

দ্বিতীয়ত, এরা আল্লাহর ঐ অনুগ্রহকে গোপন করে যা আল্লাহ তাদের দান করেছেন। কৃপণ ধনীদের একটি অত্যন্ত গোপন মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রতি এখানে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। কৃপণ ধনী লোকদের একদিকে আকাঙ্ক্ষা থাকে এই যে, প্রত্যেকের ওপর যেন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের প্রভাব বিরাজমান থাকে। অপর দিকে তারা এ প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখে যে, কেউ যেন হক আদায়ের ব্যাপারে কোনো প্রকার নিন্দা করতে না পারে। তাই এরা প্রত্যেক বন্ধু-বান্ধব ও প্রত্যেক সহায়তা প্রত্যাশী লোকের সম্মুখেই নিজেদের বিপুল ব্যয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যাপক ক্ষতি, তাদের বিশাল বিস্তৃত দায়-দায়িত্ব এবং অনুগ্রহণ প্রত্যাশী ও সীমাসংখ্যাহীন সাহায্য প্রার্থীর দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করতে থাকে। যেন লোকেরা এটা মনে করে যে, প্রকৃতপক্ষে এ লোক বিরাট প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ধনাঢ্য ব্যক্তি। কিন্তু বেচারা করবেটা কি ? দায়িত্ব ও কর্তব্যের চাপে সে ন্যুজ। তাই লাখো কোটি টাকা আয় করলে তাতে কি ? অবশেষে তার হাতে তো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ঃ এহেন নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ যারা তাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে—এদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

www.pathagar.com

লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এজন্য যে, এরা আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে তাঁর শোকরগুজারী করার ও হক আদায়কারী বান্দা হবার পরিবর্তে দুর্বিনীত, দাম্ভিক ও তার অনুগ্রহ গোপনকারীতে পরিণত হয়েছে।

লোক দেখানো ইনফাক

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ الاية ঃ এটাও উপরোক্ত বর্ণিত কথার ধারাবাহিকতায় বলা বক্তব্যের অন্তর্গত। অর্থাৎ যদিওবা এরা অর্থ ব্যয় করে তা করে থাকে নিছক লোক দেখানোর জন্য। আর লোক দেখানো ব্যয় তো হয়ে থাকে অনেকটা বাণিজ্যিক বা পেশাদারী ব্যয়। প্রথমত এর দ্বারা প্রকৃত হকদার যারা তারা খুব কমই উপকৃত হয়ে থাকে। কারণ যারা প্রকৃত হকদার তাদের ব্যাপারে প্রদর্শনী ও লোক দেখানোর সুযোগ খুব একটা থাকে না। তাছাড়া মুনাফিকের নামাযের ন্যায় প্রদর্শনীমূলক অর্থ ব্যয়েরও কোনো সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সাথে থাকে না। এ জাতীয় লোক আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হওয়ার দাবীদার হয়ে থাকে সত্য কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে না তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আছে আর না তারা আখেরাতে বিশ্বাস করে। আর আল্লাহর নিকট তো ঐ ইনফাকই গ্রহণযোগ্য যা করা হয় আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান সহকারে। বলা বাহুল্য, এরূপ ইনফাকই এ দুনিয়ার জন্য হবে কল্যাণ ও বরকতের কারণ এবং আখেরাতেও তা হবে প্রভূত কল্যাণ ও বরকতের দিশারী। যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান থেকে মুক্ত তাদের তো সঙ্গী হয়ে যায় শয়তান। আর যার সঙ্গী হয় শয়তান তার পক্ষে বরকত ও কল্যাণের কোনো কাজ করার সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْآ اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا - بنى اسرائيل " ٢٧ –"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই ; আর শয়তান স্বীয় রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৭

আয়াত ঃ ৩৯-৪০

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ○ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ج وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

এটা সংকীর্ণমনা ও কৃপণদের দুর্ভাগ্যের ওপর আক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ বৈ নয় অর্থাৎ এরা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনা ও আল্লাহর পথে তাঁরই প্রদত্ত সম্পদ ব্যয় করাকে বড় রকমের ক্ষতি মনে করে থাকে। অথচ এটা ক্ষতির কোনো পণ্য নয় ; বরং আগাগোড়া সবটাই লাভ আর লাভ। মহান আল্লাহ কারো আমল সম্পর্কেই অনবহিত নন। তিনি কারো অণু পরিমাণ হকও নষ্ট করার নন। বরঞ্চ কারো একটি নেকী হলে তিনি তা কয়েক গুণ বর্ধিত করে দেবেন। এছাড়া তিনি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আরো দেবেন অনেক বড় পুরস্কার।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৪১-৪২

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ شَهِيْدًا ۞ يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ط وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ۝

কিয়ামতের দিন নিজ নিজ উম্মত সম্পর্কে নবীদের সাক্ষ্যদান

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে মানব জাতিকে তাঁর দীন সম্পর্কে অবগত ও অব্যাহত করেছেন এবং তাদের ওপর স্বীয় যুক্তি-প্রমাণ চূড়ান্ত করে দিয়েছেন। অতপর দীন ও শরীয়াত সম্পর্কে অবহিত করার ব্যাপারে কোনো প্রকার ত্রুটি থেকে যায়নি। এই যুক্তি-প্রমাণ চূড়ান্ত করণের পরও যদি এরা আল্লাহ্ ও রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করে তবে আজ হয়তো তা নিজেদের কুফরী ও নিফাক গোপন করতে পারবে কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন তাদের কি উপায় হবে ; যখন আল্লাহ্ হাশরের ময়দানে সকল উম্মত ও তাদের নবীদের সমবেত করে নবীদের সাহায্যে সাক্ষ্য প্রদান করার ব্যবস্থা করবেন। সেখানে এটা সরাসরি প্রমাণ করে দেয়া হবে যে, নবীরা মানুষের নিকট দীন পৌছাবার দায়িত্ব যথার্থই পালন করেছিলেন। ঠিক অনুরূপ সাক্ষ্যদানের জন্য হে রাসূল আপনাকেও দাঁড় করানো হবে। যারা কুফরী করেছিল, রাসূলকে প্রত্যাখান করার অপরাধে অপরাধী ছিল—তারা সেদিন মনে প্রাণে কামনা করবে, তারা যদি মৃত্তিকা গর্ভে বিলীন হয়ে যেতো এবং তা মাটির সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতো তাহলে কতনা ভালো হতো। আর সেদিন কেউ আল্লাহর নিকট থেকে কোনো বিষয় লুকাতে ও গোপন করতে পারবে না।

لَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ঃ এতে না বাচক ক্রিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে— 'গোপন করতে' সক্ষমই হবে না—এ অর্থে কোনো কিছু গোপন করতে না পারার কারণ এটাই হবে যে, সেদিন অপরাধীদের হাত পা ও তাদের যাবতীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গ খোদ তাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য সবাক হয়ে ওঠবে। কুরআন মজীদ অন্যত্র এ সত্যটিকে তুলে ধরেছে এভাবে ঃ

حَتّٰۤى اِذَا مَا جَاۤءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ - حم السجدة : ٢٠

"এমনকি যখন তারা জাহান্নামের নিকটবর্তী হবে তখন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চর্ম।"

—সূরা হা-মীম আস সাজদা ৪১ ঃ ২০

এখানে এ শব্দটির মাঝে একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপও বিদ্যমান। এরা তো গোপন করে তা আল্লাহ্ যে অনুগ্রহ তাদের প্রতি করেছেন– وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ আর এখানে আল্লাহ্ বলছেন যে, সেদিন তারা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কিছুই লুকাতে পারবে না। প্রতিটি জিনিস সেদিন আবরণ মুক্ত ও সাক্ষ্যদান করার জন্য বাকশক্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠবে।

www.pathagar.com

কিয়ামতের দিন নবীরা নিজ নিজ উম্মতের ওপর সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবেন—এ বিষয়টি কুরআন মজীদের অন্যান্য আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয়। সূরা আল মায়েদায় রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ط قَالُوْا لَاعِلْمَ لَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ

"স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ রাসূলদের একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন। তোমাদের প্রতি কিভাবে সাড়া দেয়া হয়েছে ? তারা বলবে আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে আপনিই তো সম্যক পরিজ্ঞাত।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১০৯

অর্থাৎ মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা যখন নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহর দীন পৌঁছে দিয়েছিলে তখন তারা দীনের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিল ? রাসূলগণ বলবেন, আমরা তো কম-বেশী না করে অবিকল দীন তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। তারা দীনের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিল সে জ্ঞান তো তোমারই নিকট রয়েছে। কেননা গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তো তুমিই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এ সাক্ষ্যদানের পূর্ণ তাৎপর্য আমাদের নেতা হযরত ঈসা মসীহ-এর সাক্ষ্যদানের দ্বারা প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সূরা আল মায়েদায় তা উল্লিখিত হয়েছে এভাবে ঃ

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط
قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ ق بِحَقٍّ ط اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ط تَعْلَمُ
مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ط اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ
اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ج وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ ج فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ○ـ المائدة : ١١٦ـ١١٧

"আল্লাহ যখন বলবেন হে ঈসা ইবনে মারইয়াম ! তুমি কি কখনো লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে দুই ইলাহ রূপে গ্রহণ করে নাও ? সে বলবে, আপনি পবিত্র মহিমান্বিত আমার পক্ষে মোটেও শোভনীয় নয় এমন কথা বলা, যা বলার কোনো অধিকারই আমার ছিল না। যদি আমি তাদের এমন কোনো কথা বলতাম, তবে আপনি তা অবশ্যই জানতেন। আপনি তো জানেন যা আছে আমার মনে, কিন্তু আমি তো জানি না আপনার মনে যা আছে। যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে আপনিই সর্বাধিক জ্ঞাত। আমি তো তাদের কিছুই বলিনি তাছাড়া যা আপনি আমাকে বলতে আদেশ করেছিলেন। আর তা এই যে, তোমরা ইবাদাত করো শুধু আল্লাহর, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। আর আমি তাদের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলাম যতোদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের ওপর একক রক্ষক ও পর্যবেক্ষক। আর সব কিছুরই ওপর আপনিইতো একক হাযির নাযির সত্তা।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১১৬-১১৭

সূরা আন নিসার উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা সমূহে এসেছে যে, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নবী স.-কে কুরআন শুনাতে গিয়ে যখন এ

www.pathagar.com

আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন মহানবী স. ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন। এ থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, এ আয়াত একদিকে যেমন মহানবী স.-এর জন্য এক বিরাট মর্যাদার প্রতীক অপর দিকে এক সুমহান দায়িত্বের ও বার্তাবহ।

আয়াত ঃ ৪৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ○

صَلٰوةَ শব্দটি নামায ও নামাযের স্থান উভয় অর্থে

صَلٰوةَ শব্দের অর্থ নামায। কিন্তু ظرف বললে যেমন স্বাভাবিভাবেই مظروف তার অর্থ শামিল হয়ে যায় অনুরূপভাবে ইশারা-ইঙ্গিত বর্তমান থাকলে কখনো কখনো مظروف-ও ظرف -এর অর্থ প্রদান করে থাকে। এখানে দুটি ইঙ্গিত বর্তমান রয়েছে যা একথার প্রমাণবহ যে, صَلٰوةَ শব্দটি موضع صلوة বা মসজিদেরও অর্থ প্রদান করে। প্রথমত বলা হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত ও অপবিত্র অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেয়ো না। এটা স্পষ্ট যে صلوة দ্বারা যদি স্রেফ নামাযই বুঝানো হতো তাহলে তোমরা নামায পড়বে না —বলে দিলেই চলতো। সে ক্ষেত্রে لَاتَقْرَبُوْا শব্দ ব্যবহার করতঃ উক্ত উদ্দেশ্য বুঝানোর মধ্যে বিশেষ কোনো ফায়দা আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, এর সাথে لَا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ এর ব্যতিক্রমও জুড়ে দেয়া হয়েছে। যদি শুধু নামাযের জায়গা দিয়ে চলাচল করাই উদ্দেশ্য হয় তবে তো তাতে কোনো ক্ষতি নেই। নামাযের সাথে এ অতিক্রম করার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এর সুস্পষ্ট সম্পর্ক হতে পারে নামাযের স্থানের সাথেই। কেউ কেউ এ সম্পর্কে হীনতা থেকে বাচাঁর জন্য عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -এর অর্থ গ্রহণ করেছেন সফর অবস্থা। কিন্তু এটা নেহাত কষ্ট কল্প বৈ নয়। প্রথমত সফরের জন্য এরূপ ভাষা প্রয়োগ সম্পূর্ণ অভিনব, দ্বিতীয়ত, সফর অবস্থার জন্য যে অব্যাহতি বা রুখসত এ আয়াতেই তা اَوْ عَلٰى سَفَرٍ শব্দযোগে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এখানে তার উল্লেখ করার কি প্রয়োজন ছিল ?

শরাব নিষিদ্ধকরণ ইসলামের প্রাথমিক পদক্ষেপ

سُكٰرٰى শব্দটি سكران শব্দের বহুবচন, মাদক সেবন বা মদ্যপান জনিত নেশাগ্রস্ততাকে বলা হয় سكران ; নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায ও নামাযের স্থান অতিক্রম করা থেকে বারণ করে ইসলাম মাদক নিষিদ্ধ করণের পথে এই প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইহুদীদের মধ্যে স্রেফ ইবাদাতের সময় ইমামদের জন্য শরাব পান নিষিদ্ধ ছিল। এ থেকে জানা গেল যে, এ ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক পদক্ষেপও ছিল তাদের চূড়ান্ত পদক্ষেপ অপেক্ষা অগ্রবর্তী।

www.pathagar.com

নেশা বোধশক্তির নাজাসাত আর অপবিত্র অবস্থা দেহের নাজাসাত

নেশা ও জানাবাত এক সাথে উল্লেখ করে এবং উভয়টিকে একই রকম নামায ভঙ্গকারী ঘোষণা করে কুরআন এ সত্যের জানান দিয়েছে যে, এ উভয় অবস্থাই নাজাসাত তথা অপবিত্রাবস্থা। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, নেশা বুদ্ধির অপবিত্রতা আর জানাবাত হচ্ছে দেহের অপবিত্রতা। শরাবকে কুরআন যে رجس নামে অভিহিত করেছে এ থেকে তারই ব্যাখ্যা হয়ে গেল।

جُنُبٌ শব্দটি যেরূপ অপরিচিতের জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন ওপরে অতিক্রান্ত হয়েছে —তদ্রূপ অপবিত্র ব্যক্তির জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর একবচন বহুবচন এবং পুংলিংগ ও স্ত্রীলিংগ সর্বক্ষেত্রে তার রূপ একই রকম থাকে।

তায়াম্মুমের হেকমত

تيمم শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা ও অভিমুখী হওয়া। صعيد বলা হয় যমীনের সমতল বা উপরিভাগকে। রোগ-ব্যাধি, সফর ও পানি সহজলভ্য না হলে পবিত্রতা হাসিল করার জন্য এই হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, কোনো পাক-পবিত্র জায়গা দেখে মুখাবয়ব ও হাত মাসেহ করে নাও। যদিও এই মর্মে পবিত্রতা হাসিলের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো গুরুত্ব বহন করে না তথাপি প্রকৃত পবিত্রতা হাসিলের পদ্ধতির স্মারক চিন্তা-চেতনায় কায়েম রাখার দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব অত্যধিক। শরীআতের অধিকাংশ ইবাদাতেই এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে যে, যখন প্রকৃত রূপ ও আকৃতিতে তার ওপর আমল করা অসম্ভব বা সুকঠিন হয়ে পড়ে তখন রূপকভাবে তার স্মারক বা বিকল্প অক্ষুণ্ন রাখার ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। যাতে করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলে তার প্রকৃত রূপের দিকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য চিন্তা-চেতনায় মানসিক প্রস্তুতি অবশিষ্ট থাকে।

তায়াম্মুমের তিনটি পরিস্থিতি

এখানে তায়াম্মুম করার তিনটি অবস্থা বা পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে ; রোগ ব্যাধি, সফর ও পানি না পাওয়া। এ থেকে আপনা আপনিই এটা প্রমাণিত হয় যে, রোগ ও সফরের অবস্থায় পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম করা বৈধ। রোগ জনিত কারণে অযু বা গোসল দ্বারা ক্ষতির আশংকা থাকে। এ কারণেই এ অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা। অনুরূপভাবে সফর অবস্থায় এমন সব পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যে, তখন তায়াম্মুমের ওপরই নির্ভর করা আবশ্যক হয়ে পড়তে পারে। যেমন পানি দুষ্প্রাপ্য না হলেও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হতে পারে। গোসল ইত্যাদিতে পানি ব্যবহার করা হলে পান করার পানির অভাব পড়ে যেতে পারে। অথবা গোসলের ব্যবস্থাপনায় লেগে গেলে কাফেলার সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা থাকতে পারে। অথবা রেলগাড়ি ও জাহাজে এমন কোনো সফর হতে পারে যে, গোসল করা কষ্টের কারণ হয়ে যাবে ; এসব পরিস্থিতিতে তায়াম্মুম করা বৈধ।

www.pathagar.com

স্বাভাবিক অপবিত্রতা ও জানাবাত উভয় অবস্থায় তায়াম্মুমের অনুমতি

অপবিত্রতার দুটি অবস্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে। একটি হল : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ। -"অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে।" غَائِطَ শব্দটি মূলত নিম্নভূমির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে এটি প্রাকৃতিক প্রয়োর্জন.পূরণ করার প্রতি ইঙ্গিত করছে। কারণ সহজ সরল গ্রাম্য জীবন ধারায় মানুষ সাধারণ-প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য নিম্নভূমি ও ঝোপ-জঙ্গলের দিকেই গমন করে থাকে। অপরটি হলো أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ। -"অথবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ করে থাক।" مُلاَمَسَتْ-এর অর্থ মূলত স্পর্শ করা ও হাত লাগানো। কিন্তু এখানে এদ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে স্ত্রী-সহবাসের দিকে। অপবিত্রতার এ উভয় অবস্থার উল্লেখ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তায়াম্মুম সর্বপ্রকার অপবিত্রাবস্থারই প্রতিবিধানের জন্য যথেষ্ট। এটা স্পষ্ট করা না হলে এ সন্দেহ থেকে যেতে পারতো যে, স্বাভাবিক অপবিত্রতার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা জায়েয কিন্তু ভিন্ন অবস্থায় জায়েয নয়।

৪৩ নম্বর আয়াতের প্রেক্ষাপট ও আলোচ্য বিষয়

আয়াতের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ করার পর আয়াতের প্রেক্ষাপট ও তার আলোচ্য বিষয়কে আরেকবার বুঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ৩৬ নম্বর আয়াতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা এবং পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন ইত্যাদির প্রতি ইহ্সান ও ইনসাফের আদেশ দেয়া হয়েছিল। তার সাথে যেসব জিনিস ইবাদাত এবং ইহ্সান ও ইনফাককে নিষ্ফল করে দেয়, যেমন শিরক ও রিয়া ইত্যাদির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এক্ষণে আল্লাহর ইবাদাতের শ্রেষ্ঠতম নমুনা নামায ভঙ্গকারী ঐসব জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে যা নামাযকেই ধ্বংস ও নিষ্ফল করে দেয়। ওপরে শিরকের আলোচনা করা হয়েছে—যা আকীদাগত নাজাসাত ও অপবিত্রতার অন্তর্গত। এ আয়াতে বাহ্যিক অপবিত্রতা ও তা দূরীকরণের উপায় বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ও অপবিত্রাবস্থায় নামায ও নামায স্থলের নিকটে যেয়ো না। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন মানুষের এ জ্ঞান থাকে না যে, সে মুখে কি বলছে, এবং কোন্ কাজ করার বা না করার অঙ্গীকার করছে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় নামায পড়া একটা অবান্তর কাজ করার শামিল। ওপরে আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি যে, এ আয়াত ঐ সময় নাযিল হয়েছে যখন মদ ও মাদক দ্রব্য হারাম হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশ নাযিল হয়নি। এ নির্দেশটি যেন লোকদের সতর্ক করে দিলো যে, এক্ষণে মদ্যপান চূড়ান্তভাবে হারাম হওয়ার ব্যাপারে তারা যেন নিজেদের প্রশিক্ষিত করে নেয়। অনুরূপভাবে অপবিত্রাবস্থায়ও নামায ও নামাযের স্থানের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত যে, মাদকের নেশা যেমন নামায বিনষ্টকারী তদ্রূপ জানাবাতের অবসাদ ও সংকোচনও নামাযের জন্য প্রয়োজনীয় বক্ষ সম্প্রসারণ ও হুজুরে ক্বলব-এর পরিপন্থী। এ নিষিদ্ধতার সাথে এতটুকু ব্যতিক্রম রেখে দেয়া হয়েছে যে, এমতাবস্থায় কেউ কোনো প্রয়োজন বশত নামাযের জায়গা দিয়ে অতিক্রান্ত হতে চাইলে তার জন্য তার অনুমতি রয়েছে। জানাবাত থেকে পাক হওয়ার জন্য গোসল আবশ্যক। কিন্তু কেউ রোগাক্রান্ত বা সফরাবস্থায় থাকলে অথবা পানি না পেলে সে তায়াম্মুম করতে পারে। তার সাথে পায়খানা-প্রস্রাব করা ও স্ত্রী

সম্ভোগের বিষয় এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সর্বপ্রকার অপবিত্রতার বেলায়ই তায়াম্মুম করা জায়েয। তায়াম্মুমের পদ্ধতি হলো কোনো পাক জায়গা দেখে মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করে নেবে। সবশেষে বলা হয়েছে আল্লাহ গুনাহ মার্জনাকারী। পরম ক্ষমাশীল। অর্থাৎ বান্দার সাথে তিনি যে সহজ ও অনুগ্রহপূর্ণ নীতি আচরণ করেছেন তা এজন্যই সম্ভব হয়েছে—যেহেতু তিনি মার্জনাকারী ও পরম ক্ষমাশীল।

২০. পরবর্তী আলোচনা : ৪৪-৫৭ আয়াত

আমরা ওপরেও ইঙ্গিত দিয়েছি যে, ৪৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত সমাজ সংস্কারের বিধি বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়টি সমাপ্ত হয়েছে। এ সমাজ সংস্কার মূলক কার্যক্রমের ফলে বিরোধীদের পক্ষ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা আসছে সামনের আয়াত-গুলোতে। একই সাথে মুসলমানদের এক বিশাল সাম্রাজ্যের সুসংবাদ জানানো হচ্ছে—যা হবে সমাজের উন্নতি ও উৎকর্ষতারই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। বিরোধীদের মধ্যে সর্বাগ্রে আলোচনায় এসেছে ইহুদীদের প্রসঙ্গে। কারণ কিতাবের বাহক হিসেবে এ সংস্কার মূলক কার্যক্রমের সর্বপ্রথম সহায়ক শক্তি হবার কথা ছিল তাদেরই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের পক্ষ থেকেই হয়েছে সর্বাধিক কঠোর বিরোধিতা। কাজেই তাদের বিরোধিতাপূর্ণ দুষ্কর্মের বর্ণনা দেয়ার পর সরাসরি সম্বোধন করে তাদের এ ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে আহলে কিতাব! তোমরা যদি এই কিতাবের প্রতি ঈমান না আন তাহলে স্মরণ রেখো সেদিন খুব বেশী দূরে নয়, যখন শনিবারের অবমাননাকারীদের ন্যায় তোমাদের প্রতিও লানত করা হবে এবং তোমাদের আকৃতি বিকৃত করে দেয়া হবে।

এরপর আলোচনা করা হয়েছে ইহুদীদের মুশরিকী আমল ও আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে। তারা নিজেদের এক মহা সম্মানিত জাতি মনে করে নিয়েছিল এজন্য তাদের ভর্ৎসনা ও নিন্দাবাদ করা হয়েছে। তাদের ধারণা, তাদের আকীদা ও আমল যাই হোক না কেন, তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের বংশধর। এ কারণে, যাতে যাই হোক, কোনো প্রকার হিসাব কিতাব ছাড়া তাদের জান্নাতে দাখিল করিয়ে দেয়া হবে। বলা হয়েছে তাদের এই অবান্তর বিশ্বাস—রীতিমতো আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ বৈ নয়। আর এ বিশ্বাসই তাদেরকে সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্বের বালাই থেকে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত করে দিয়েছে। আর তারা নিজেদেরকে বন্দেগীর পরিসীমা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে উলুহিয়াতের চৌহদ্দীতে শামিল করে নিয়েছে।

অতপর বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, এরা তো একদিন নিজেদের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে বসে আছে। কিন্তু অপরদিকে তাদের চিন্তা-চেতনা ও নৈতিক অধপতনের অবস্থা এই যে, এরা খোদ কিতাবের বাহক হওয়া সত্ত্বেও জিবত ও তাগুতের ওপর ঈমান রাখে। মুসলমানদের বিদ্বেষের বেলায় এরা এমনই অন্ধ যে, এরা কাফির ও মুশরিকদেরও মুসলমানদের অপেক্ষা অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছে, এরা বিদ্বেষে অন্ধ হলে হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। এক্ষণে আল্লাহর চূড়ান্ত ভাগ্যলিপিতে এ সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে যে, নিসন্দেহে আল্লাহ ইসমাঈলের বংশধরকে কিতাব হেকমত ও এক মহান খেলাফতের উত্তরাধিকারী করবেন।

এরপর ইসমাঈলের বংশধরের মধ্যে যারা এ দাওয়াত কবুল করে নিয়েছিল তাদের উৎসাহ প্রদান করা হয়। আর যারা এর বিরোধিতায় অটল ছিল তাদের আখেরাতের আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এরই আলোকে তেলাওয়াত করুন পরবর্তী আয়াতগুলো ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ
أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ
وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا
لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا
لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ
كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ
أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ
يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ

www.pathagar.com

الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ
وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾ اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ
فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ
مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا
عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ لَهُمْ
فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾

৪৪. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করোনি যাদের দেয়া হয়েছিল কিতাবের একটা অংশ? অথচ তারা নিজেরা মূর্খতা ও গোমরাহীর খরিদ্দার সেজে বসেছে এবং তোমাদের পথভ্রষ্ট করে দিতে চাচ্ছে। ৪৫. আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের ভাল করেই জানেন। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট।

৪৬. ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা শব্দগুলোকে ওলট পালট করে প্রকৃত অর্থ বিকৃত করে দেয় এবং তারা ইসলামী জীবন বিধানের বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত করে বলে : আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম। তারা আরো বলে 'আপনি শুনুন, আপনার শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে যাক' আরো বলে, রায়েনা (আমাদের রাখাল) অথচ তারা যদি বলতো 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম' এবং যদি বলতো, আমাদের কথা শুনুন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ করুন' তবে তা-ই তাদের

www.pathagar.com

জন্য উত্তম ও সংগত হতো, কিন্তু তাদের কুফরীর কারণে তাদের ওপর আল্লাহর লা'নত পড়েছে। তাই তাদের খুব কম সংখ্যকই ঈমান এনে থাকে।

৪৭. হে আহলে কিতাব! তোমরা ঈমান আন সে গ্রন্থের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি—এ অবস্থায় যে, তা তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী। ঈমান আন আর পূর্বে যখন আমি বিকৃত করে দেব চেহারাসমূহ তারপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব উল্টো দিকে অথবা তাদের লা'নত করবো যেরূপ লা'নত করেছিলাম শনিবারের অবমাননাকারীদের প্রতি। আর আল্লাহর হুকুম ! সেতো অবধারিত

৪৮. আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার গোনাহ কখনো মাফ করবেন না ; এছাড়া যত গোনাহ আছে তা তিনি ক্ষমা করে দেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করলো সেতো একটা মস্তবড় মিথ্যা রচনা করলো ও কঠিন গোনাহের কাজ করলো। ৪৯. তুমি কি তাদের দেখনি যারা নিজেদের খুব পূত-পবিত্র মনে করে, অথচ প্রকৃত পবিত্রতা ও শুদ্ধি তো আল্লাহ দান করেন, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। আর তাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। ৫০. লক্ষ কর, এরা কিরূপ মিথ্যা রচনা করে চলেছে আল্লাহর প্রতি,প্রকাশ্য গোনাহ হিসেবে এ একটি গোনাহই তাদের জন্য যথেষ্ট।

৫১. তুমি কি তাদের দেখনি যাদের দেয়া হয়েছিল কিতাবের এক অংশ আর তাদের অবস্থা এই যে, তারা মেনে চলছে জিব্‌ত ও তাগুতকে এবং তারা কাফিরদের সম্পর্কে বলে, ঈমানদার লোক অপেক্ষা এরাই তো অধিকতর সঠিক পথে চলছে। ৫২. এরাই সেসব লোক যাদের আল্লাহ লা'নত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে লা'নত করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না। ৫৩. তবে কি আল্লাহর রাজ শক্তিতে তাদের কোনো অংশ আছে ? যদি তাই হতো তবে এরা কাউকে এক কপর্দকও দিতো না। ৫৪. অথবা তারা কি মানুষকে ঈর্ষা করে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন সেজন্য ? তবে তারা যেন জেনে রাখে যে, আমি ইবরাহীমের বংশধরকেও কিতাব ও হেকমত দিয়েছিলাম এবং এক সুবিশাল রাজত্বও তাদের দান করেছিলাম।

৫৫. তারপর তাদের কতক তাতে ঈমান এনেছে এবং কতক তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর এ বিমুখ লোকদের জন্য জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুনই যথেষ্ট। ৫৬. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের আমি জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করবোই ; যখনই তাদের চামড়া জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তখনই আমি তার বদলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেব, যেন তারা আযাবের স্বাদ পুরোপুরি আস্বাদন করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে ও ভালোকাজ করেছে তাদের অচিরেই আমি দাখিল করবো জান্নাতে ; যার পাদদেশে প্রবহমান রয়েছে ঝর্ণাধারা। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পূত-পবিত্র জীবন সঙ্গীনী। আর আমি তাদের দাখিল করবো চির স্নিগ্ধ ছায়ায়।

www.pathagar.com

২১. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৪৪-৪৫

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ○ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ط وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ز وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ○

কুরআন ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের মধ্যে সম্পূর্ণ ও আংশিক-এর তারতম্য বিদ্যমান

أَلَمْ تَرَ -এর সম্বোধন—আমরা ইতোপূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, সাধারণত বহুবচন বিনয় প্রকাশ ও হতাশা ব্যক্ত করার জন্য এসে থাকে। এখানে সম্বোধন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ; আর أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ দ্বারা বুঝানো হয়েছে ইহুদীদেরকে। আমরা অন্যত্র এটা স্পষ্ট করেছি যে, অতীত আসমানী গ্রন্থাবলী ও মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে আংশিক ও সম্পূর্ণতার। কুরআন মজীদ মহান আল্লাহর পূর্ণ পরিণত কিতাব। অন্যান্য আসমানী গ্রন্থাবলী তার অংশ হওয়ার মর্যাদা রাখে। এ কারণে এ পূর্ণাঙ্গ কিতাবের ভাগ ও অংশের বাহক যাদের বানানো হয়েছিল, তাদের নিকট থেকেই এ বিষয়ের সর্বাধিক আশা করা গিয়েছিল যে, যখন এ পূর্ণাঙ্গ কিতাব তাদের নিকট আসবে, তখন তারা অগ্রবর্তী হয়ে একে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু তাদের অবস্থা বড়ই বিস্ময়কর। তারাই এ আপাদমস্তক হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে অগ্রাধিকার দিল। একে কবুল করে নেয়া তো দূরের কথা, মনে প্রাণে তাদের সার্বিক প্রচেষ্টা হলো, তোমরাও যেন আল্লাহ্ প্রদত্ত এ সরল-সঠিক পথকে হারিয়ে বা বর্জন করে বসো। ইতোপূর্বে ২৭ নম্বর আয়াতে এ ইঙ্গিত অতিবাহিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তো এ কিতাবের সাহায্যে পূর্ববর্তী নবী সত্যাশ্রয়ী লোকদের তরীকার প্রতি পরিচালিত করছেন। কিন্তু মনে কামনা-বাসনার আনুগত্য যারা করে তারা চেষ্টা করছে তোমরা হকের পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়। এখন এ ইঙ্গিতের বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ঃ এটি মুসলমানদের জন্য প্রশান্তি ও সান্ত্বনার বাণী বৈ নয়। এর তাৎপর্য এই যে, মহান আল্লাহ তোমাদের ঐসব দুশমনদের সম্পর্কে বেখবর নন। তাদের সম্পর্কে তাদের চক্রান্তজাল ও দুষ্কর্ম সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ; তিনি তাদের যাবতীয় চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেবেন। যার সহায় ও সাহায্যকারী স্বয়ং আল্লাহ্, তার জন্য তাঁর সহায়তা ও সাহায্যই যথেষ্ট। কাজেই তোমরা নিজেদের পথে এগিয়ে চলো এবং আল্লাহর কর্মকুশলতা ও সাহায্যের ওপর ভরসা রাখ।

আয়াত ঃ ৪৬

مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

www.pathagar.com

وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ط وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ لا وَلَٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۝

ইহুদীদের একটি দুষ্কর্ম

এ আয়াতের সকল শব্দই সূরা আল বাকারার তাফসীরে আলোচনায় এসে গিয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ঐসব নষ্টামি ও দুষ্কর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা ইহুদী দুরাচাররা নবী করীম স.-কে মানুষের দৃষ্টিতে হেয় করা এবং ইসলামকে মূল্যহীন ও তুচ্ছ করার জন্য অবলম্বন করতো।

সুন্দর ও শিষ্ট শব্দের ব্যবহার বিদ্রূপচ্ছলে

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ এবং رَاعِنَا ইত্যাদি শব্দগুলো ছিল— আমরা সূরা আল বাকারার তাফসীরেও এটা স্পষ্ট করে এসেছি যে,—আরবে বৈঠকী তথা সামাজিক শব্দাবলীর অন্তর্গত। এদিকে এ শব্দগুলো বক্তার সৌন্দর্য বর্ণনা ও মূল্যায়ণ, শ্রোতার রুচি ও আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ এবং সম্বোধিত ব্যক্তির স্বীকৃতি ও গ্রহণ করার প্রমাণ বহন করতো। যেমন আমরা বলে থাকি, যথার্থই বলেছেন আপনি ; আপনার কথা শিরোধার্য ; শুনুন ; চমৎকার বলেছেন ; দুর্লভ বিচক্ষণতা অনুগ্রহ পূর্বক পুনরায় বলুন ; আবার বলুন ; ইত্যাদি। এমনিভাবে আরবেও উপরোক্ত শব্দ ও বাক্য প্রচলিত ছিল। এ শব্দগুলোতো মূলত ভাষাগত প্রাঞ্জলতা প্রকাশ বা স্বীকৃতি ও কবুল করার জন্য। কিন্তু কোনো গোষ্ঠী যদি স্বীয় কু-বুদ্ধির আশ্রয় নিতে ও বেয়াদবি করতে ইচ্ছা করে তাহলে জিহ্বাকে একটু কুঞ্চিত করে উচ্চারণ বিকৃত করে অথবা অঙ্গভঙ্গীতে কিঞ্চিত কৃত্রিমতার আমেজ সৃষ্টি করে অতি সহজেই সৌন্দর্য ও ভব্যতার পরিবর্তে ঘৃণা প্রকাশ এবং স্বীকৃতি ও প্রশংসার পরিবর্তে বিদ্রূপ ও ঠাট্টায় রূপান্তরিত করতে পারে। এতে বক্তার সম্মান ও ভাবমূর্তির কোনো ক্ষতি হোক বা না হোক কিন্তু ঔদ্ধত্য স্বভাবের লোকেরা এভাবে নিজেদের মনের উষ্মা ও বিদ্বেষ উদগীরন করার চেষ্টা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে। এক্ষণে শব্দগুলোকে কিছুটা বিশদভাবে বুঝার চেষ্টা করুন।

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا-এর অর্থ

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ঃ এর শাব্দিক অর্থ হলো, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আরবরা তখনই এরূপ বলতো যখন নিজেদের কোনো পদস্থ ব্যক্তি কোনো নেতা বা কোনো বাদশার নির্দেশ ও উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্বীয় তরফ থেকে আদেশ মান্য করার মানসিক প্রস্তুতি প্রকাশ করতে চাইতো। আরবীতে এরজন্য طَاعَـــةٌ শব্দের ব্যবহারও প্রচলিত রয়েছে যা কুরআনেও ব্যবহৃত হয়েছে। ইহুদী দুরাচাররা মহানবী স.-এর মজলিশে গিয়ে নিজেদের সততা ও বিশ্বস্ততার প্রদর্শনীর জন্য কথায় কথায় سَـــمِـعْنَا وَأَطَعْنَا শব্দাবলী উচ্চারণ করতো। কিন্তু উচ্চারণ ভঙ্গীতে এরূপ কারুকার্য করতো যে, أَطَعْنَا কে عَـــصَـــيْنَا বানিয়ে

ফেলতো। উভয় শব্দের বর্ণমালা যেহেতু সাদৃশ্যপূর্ণ ও উচ্চারণ স্থলের দিক থেকে নিকটতর সেহেতু এ বিকৃতি সাধনে তারা সফল হয়ে যেত। এভাবে তারা আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য সূচক বাক্যকে নাফরমানী ও ঔদ্ধত্যের ছাঁচে রূপান্তরিত করতো আর শ্রোতারা তাদের এ দুষ্কর্মের জন্য তাদের পাকড়াও করতেও পারত না। কারণ তারা অতি সহজেই ভোল পাল্টে বলে দিতে পারতো যে, আমরা তো سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا-ই বলেছি। এটা স্পষ্ট যে, এমতাবস্থায় ভদ্র ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ এটা শুনে এবং বুঝতে পেরেও বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়াই ভাল মনে করতো।

اِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ঃ এর শাব্দিক অর্থ 'শুনুন ঐ কথা যা ইতোপূর্বে শ্রুত হয়নি।' এরূপ উক্তি করার উত্তম প্রেক্ষাপট হলো, মজলিশে কথক বা বক্তার কোনো বিজ্ঞজনোচিত কথা শুনে এক শ্রোতা অন্য শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে একথা বলা যে, এ যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞজনোচিত কথাটি শ্রবণ করুন, কথাটি এই প্রথম আমাদের কান শ্রবণ করেছে। ইতোপূর্বে কখনো আমরা এরূপ কথা শুনিনি। এতে সন্দেহ নেই যে এটা স্রেফ কথক ও বক্তার মূল্যায়ণ করার প্রমাণই বহন করে না, বরং অন্যদেরও তাকে মর্যাদা দিতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার শামিল। কিন্তু কেউ যদি অবজ্ঞা ভরে ঠাট্টাচ্ছলে এ একই কথা বলে তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে ঃ তার অশ্রাব্য কথাও একটু শোন কেমন অবান্তর কথা সে বলছে, এমন কথা কি কেউ কোনোদিন শুনেছে ! দেখুন শুধু বাক পদ্ধতি ও বর্ণনাভঙ্গীর পরিবর্তন এই উচ্চাঙ্গের ভাষ্যটিকে নিন্দা ও বিদ্রূপের বিষাক্ত ছুরিতে পরিণত করে দিয়েছে। কিন্তু এর ওপর কথককে ধরার কোনো উপায় নেই। কারণ ধরতে গেলে কথক সাফাই পেশ করতে পারে যে, আমি তো বিদ্রূপচ্ছলে নয় বরং সদর্থেই কথাটি বলেছি। এই বাক্যে غَيْرَ مُسْمَعٍ শব্দ থেকেই বিদ্রূপের দিকটি প্রকাশ পায় বিধায় কুরআন তার এ চঞ্চুটি ভেঙ্গে দিয়েছে এবং বলেছে যে, শুধু اِسْمَعْ বলবে, আর কিছু নয়।

رَاعِنَا শব্দের অর্থ

رَاعِنَا শব্দের শাব্দিক অর্থ, 'আমাদের প্রতি একটু সদয় হোন।' এ শব্দের উত্তম ব্যবহারস্থল হলো, সম্বোধিত ব্যক্তি যদি বক্তার বক্তব্য ভালভাবে শুনতে ও বুঝতে না পারে এবং কথা যদি এরূপ সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞজনোচিত হয় যে, খোদ বক্তার মুখ থেকেই তা বারবার শুনতে চায় তাহলে পুনর্বার তাকে আকৃষ্ট করার জন্য যেরূপ আমরা বলে থাকি পুনঃ এরশাদ হোক, আবার বলুন, তদ্রূপ আরবীতে বলা হয় رَاعِنَا -শব্দটি শ্রোতার আগ্রহ এবং ইলমের প্রতি তার অনুরাগের প্রমাণ বহন করে। কিন্তু ইহুদী দুরাচাররা لى لسنان অর্থাৎ জিহ্বাকে কুঞ্চিত করার মাধ্যমে এটাকেও বিদ্রূপের ছাঁচে রূপান্তরিত করতো। আর তার পদ্ধতি ছিল এই যে, رَاعِنَا -এর ع -এর যেরের মধ্যে একটু জোর দিয়ে উচ্চারণ করতো এভাবে رَاعِيْنَا যার অর্থ দাঁড়ায় "আমাদের রাখাল"। কুরআন মজীদ ইহুদীদের এ অপকর্মের দরুন মুসলমানদের বৈঠকী আলোচনা থেকে এ শব্দের ব্যবহারকেই উচ্ছেদ করে দেয় এবং তদস্থলে মুসলমানদেরকে اُنْظُرْنَا শব্দ ব্যবহার করার হেদায়াত করেছে। আর এ শব্দের মানে হলো, আমাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ দৃষ্টি দান করুন। পুনঃ আমাদের প্রতি একটু

www.pathagar.com

মনোযোগ দিন। অর্থাৎ তাৎপর্যের দিক থেকে এটি অবিকল رَاعِنَا শব্দের বিকল্প এবং বাকভঙ্গী বিকৃত করে কোনো প্রকার বিকৃতি সৃষ্টি করার অবকাশও এতে নেই।[১]

শেষে বলা হয়েছে, কিতাবের বাহক দল হওয়া সত্ত্বেও এরা সর্বশেষ নবী স-এর সাথে যে ঔদ্ধত্য ও বেয়াদবী করে চলেছে শুধু শুধুই নয় ; বরং এটা হচ্ছে তাদের কুফরজনিত কারণে তাদের ওপর আল্লাহর লা'নতেরই ফলশ্রুতি। আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর দরোযা থেকে বেইজ্জত করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এক্ষণে এদের খুব অল্প সংখ্যক লোকের ভাগ্যেই ঈমানের ঐশ্বর্য নসীব হবে।

নবীকে বিদ্রূপ করা দীনকেই বিদ্রূপ করার শামিল

এ আয়াতে আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয়ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাহচ্ছে এই যে, এসবই ছিল ইহুদীদের কর্তৃক নবী স.-কে বিদ্রূপ করার বিভিন্ন অপকৌশল। কিন্তু কুরআন এটাকে طَعْنًا فِى الدِّيْنِ বলে অভিহিত করেছে। এ থেকে এ সত্যের প্রতি দিক নির্দেশনা প্রদানই উদ্দেশ্য যে, নবী প্রকৃতপক্ষে দীনেরই বাস্তব প্রতিমূর্তি ও শরীআতের জীবন্ত মডেল হয়ে থাকেন। এ কারণে তাঁকে বিদ্রূপ করা মানে দীনকেই বিদ্রূপ করা। এ বিষয়ের ওপর আমরা সূরা হাদীদের তাফসীরে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

আয়াত ঃ ৪৭

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ط وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

চেহারা বিকৃত করে দেয়ার কারণ

طَمس الشَّئ ঃ এর অর্থ কোনো বস্তুর স্মৃতিচিহ্ন মিটিয়ে দেয়া। মুখাবয়ব বিকৃত করে দেয়ার মানে কারো কান, নাক ও মুখের যে চিহ্ন বা আকৃতি রয়েছে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে সমান করে দেয়া। এর কারণ মহান আল্লাহ্ এসব শক্তি ক্ষমতা দান করেছিলেন এক মহান উচ্চতর উদ্দেশ্যে। কিন্তু এসব অঙ্গ প্রতঙ্গের দ্বারা যেসব কাজ নেয়ার জন্য এগুলো দান করা হয়েছিল সে কাজ যখন নেয়া হলো না ; বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত এগুলো যখন হোঁচট খাওয়ার উপকরণে পরিণত হলো, অতপর এহেন ধ্বংসের উপকরণগুলো ধরে রাখার কি যুক্তি থাকতে পারে ? হোঁচট খাওয়ার এ গর্তগুলো ভরাট ও পরিপূর্ণই বা কেন করে দেয়া হবে না ? স্মরণ রাখতে হবে যে, সূরা আল বাকারায় এদেরকে صُمٌّ ، بُكْمٌ عُمْىٌ বলা হয়েছে। অর্থাৎ সুস্থ সবল অঙ্গ প্রতঙ্গের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যখন এরা বোবা, বধির ও অন্ধ হয়ে রয়েছে, তখন তাদের এ চিহ্নগুলো অবলুপ্ত করে দেয়া শোভন ও বাঞ্ছনীয়।

১. সূরা আল বাকারার ১০৪ নম্বর আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা এ শব্দের ওপর যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছি তা আরেকবার দেখে নিন। সেখানে আমরা এই বৈঠকী সংস্কারের উপকারিতার ওপরও আলোকপাত করেছি।

www.pathagar.com

وُجُوْهًا শব্দটি অনির্দিষ্ট 'نكرة' নেয়ার অলংকার

وُجُوْهًا শব্দটিকে অনির্দিষ্ট নেয়ার মধ্যেও রয়েছে বিরাট অলংকার ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করার জন্যই এ অনির্দিষ্ট করণ। পূর্বোক্ত আয়াতে তাদের ওপর লা'নতের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে এ অনির্দিষ্ট করণ দ্বারা এটাই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, এ অভিশপ্ত চেহারাগুলো এতটাই ঘৃণা ও অবজ্ঞার যোগ্য যে, বক্তা নির্দিষ্ট করে এদের প্রতি ইঙ্গিত করাও পসন্দ করেন না। তাই وُجُوْهَهُمْ বলা হয়নি বরং তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে وُجُوْهًا। এ জাতীয় تنكير বা তুচ্ছার্থে অনির্দিষ্ট করণ করার দৃষ্টান্ত সূরা মুহাম্মদের ২৪ নম্বর আয়াত اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا - محمد : ٢٤ এর قُلُوْبٍ শব্দের লক্ষণীয়। ওখানে যে অলংকার রয়েছে তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا-এর অর্থ

فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا : উপরোক্ত কথারই ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে এতে, অর্থাৎ যখন তাদের চেহারা ও গ্রীবার মধ্যে কোনো ফারাক নেই। পেছনের অংশ যেমন সমতল কার্যত সামনের অংশও তদ্রূপ সমতল তখন সামনের অংশটিকে পেছনের দিকে ফিরিয়েই বা দেয়া হবে না কেন ?

শনিবারের অবমাননাকারীদের ওপর লা'নতের কারণ ও তার ফলাফলের ওপর বিরবণ সূরা আল বাকারার ৬৫-৬৬ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

ইহুদীদের প্রতি সর্বশেষ সতর্কীকরণ

এ আয়াত ইহুদীদের দাওয়াত প্রদান উদ্দেশ্যে নয় বরং সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্যে। এতে যে দাওয়াতের উল্লেখ রয়েছে তা নিছক প্রমাণ চূড়ান্তকরণের জন্যই। অর্থাৎ এটাই তোমাদের জন্য সর্বশেষ সুযোগ; নিজেদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে চাইলে রক্ষা করো। অন্যথায় এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে পুনরায় এ সুযোগ আর কখনো আসবে না। তোমাদের কিতাবে যে কিতাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তার সত্যতা প্রতিপাদন করে যে কিতাব নাযিল হয়েছে—এখনো সময় আছে তার প্রতি ঈমান আন। এতেই তোমাদের সমূহ কল্যাণ নিহিত। অন্যথায় স্মরণ রেখো, দুর্ভাগ্য তোমাদের দ্বারপ্রান্তে ; তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়া হবে অথবা তোমাদের ওপর লা'নত করা হবে। ঠিক যেরূপ করা হয়েছিল শনিবারের অবমাননাকারীদের ওপর। বলা বাহুল্য তারা লাঞ্ছিত বানরে পরিণত হয়েছিল।

ইহুদীরা যে লা'নতের যোগ্য ছিল

রহমত যেরূপ বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে তদ্রূপ লা'নত এবং প্রতিশোধেরও রয়েছে বিভিন্ন সোপান ও মাত্রা। এখানে তাদেরকে যে মানের লা'নতের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তা ছিল ঐ লা'নত নিজেদের অপকর্মের দরুন যার যথাযোগ্য হকদার বাস্তবিকভাবেই

www.pathagar.com

তারা হয়ে পড়েছিল। মহান আল্লাহ যদি তদপেক্ষা কম মানের শাস্তি তাদের দিতেন তাহলে তা হতো তাদের জন্য কিঞ্চিত অবকাশ দানের শামিল। আর কোনো জাতিকে আল্লাহর তরফ থেকে যে অবকাশ দেয়া হয় তারা যদি তার যথাযথ মূল্যায়ণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে এটাই আখেরাতে তাদের কঠোরতার শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমল ও শাস্তির মধ্যে সাদৃশ্য

এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে যেয়ে বারবার আমার এটাই মনে হয়েছে যে, তাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়া হবে বলে তাদের যে ভীতি প্রদর্শন করা হয় এতে আমল ও শাস্তির মাঝে রয়েছে বিশেষ সাদৃশ্য। উপরোক্ত আয়াতে তাদের যে কর্মনীতির কথা বিবৃত হয়েছে তা ছিল ঃ তারা নবী স.-এর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য মুখ বিকৃত করে কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ পরিবর্তন করে শব্দ ও বাক্যগুলোকে ওলট পালট করে দিতো। আর এরূপ মুখ বিকৃত করা ও উচ্চারণ পরিবর্তন করাকে তারা মনে করতো বিরাট নৈপুণ্য। এরই বাস্তব ফলশ্রুতি স্বরূপ তাদের চেহারার আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হবে তারা যেন এরই যোগ্য হয়ে পড়েছিল। একইভাবে যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াকেই নিজেদের একমাত্র পেশা ও নেশা করে নিয়েছে তাদের চেহারাকে পেছনের দিকে উল্টে দেয়া হবে, এটারই তারা যথাযোগ্য হকদার হয়ে গিয়েছিল।

وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ঃ এখানে এ বিষয়টিই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, কেউ যেন এটা মনে না করে যে, চেহারাকে গ্রীবাদেশের ন্যায় সমতল করে দেয়া, চেহারাকে উল্টে দেয়া অথবা তা বিকৃত করে বানরের আকৃতি সম্পন্ন করে দেয়া আল্লাহর পক্ষে কোনো কঠিন কাজ নয়। জেনে রেখো, তাঁর আদেশ দান ও আদেশ কার্যকর হওয়ার মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। তাঁর তরফ থেকে আদেশ হওয়ার পর তা কার্যে পরিণত হতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয় না।

আয়াত ঃ ৪৮-৫২

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ج وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ
فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ○ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ط بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ
مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط وَكَفٰى بِهٖٓ
اِثْمًا مُّبِيْنًا ○ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ○ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ط وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ○

www.pathagar.com

জিব্‌ত ও তাগুতের অর্থ

جبت মানে নিম্ন কৃষ্টির কার্যাবলী—যেমন যাদু-টোনা, ভেল্কিবাজি, জ্যোতিষবিদ্যা ও ভবিষ্যত্‌ কথন, জ্যোতির্বিদ্যা, আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া এবং এ জাতীয় অন্যান্য অবান্তর ও অশ্লীল ক্রিয়াকলাপ। হস্তরেখা বিদ্যাও এর মধ্যেই শামিল।

সূরা আল বাকারার ২৮৬-২৮৮ নম্বর আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা এটা বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করেছি যে, ইহুদীরা তাদের পতন যুগে আল্লাহর কিতাবকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে এসবের পেছনেই নিজেদের সার্বিক মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিল। তাদের নবীরা অত্যন্ত দরদ ও আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষায় তাদের এই অবস্থার ওপর সতর্ক করেছেন। এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি আমরা সেখানে উল্লেখ করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ কলেবর বৃদ্ধিরই কারণ হবে।

তাগুত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আল বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে।

দীনের বুনিয়াদ তাওহীদের ওপর স্থাপিত

দীনের বুনিয়াদ তাওহীদের ওপরই স্থাপিত। এটা শুধু আকীদা বা বিশ্বাসেরই ব্যাপার নয় ; বরং গোটা দীনের প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকাও এরই ওপর নির্ভরশীল। যারা সর্বদিক থেকে এর হেফাজত করে তারাই তাদের অন্যসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাদের মূল দীনকে হেফাজত করে থাকে। এর বিপরীতে যারা তাওহীদের ফাটল সৃষ্টি করে দেয় তারা মূল দীনকেই ধ্বংস করে ছাড়ে। অতপর তাদের অন্যান্য কার্যাবলী বাহ্যত যতই দীনদারী বলে মনে হোক না কেন—সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এজন্যই মহান আল্লাহ শিরককে মাফ করবেন না। কিন্তু অন্যান্য গোনাহ যাদেরকে ইচ্ছা তিনি মাফ করে দেবেন। 'যাদেরকে ইচ্ছা' এর শর্ত একথার প্রমাণ যে, অন্যান্য গোনাহের ব্যাপারেও কারো দুঃসাহসী হওয়া উচিত নয়। কারণ তাদের ক্ষমাও আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির ওপর নির্ভরশীল। তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির ওপর কারো কোনো দখল নেই এবং তাঁর মর্জী হেকমত শূন্যও নয়। উপরন্তু গোনাহের ওপর সরাসরি দুঃসাহসিক হওয়াও ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেয়া আপনার থেকেই শিরকের পংক্তিভুক্ত বৈ নয়।

আল্লাহ শিরককে মাফ করবেন না

এ ভূমিকা ঐ সত্যকে স্পষ্ট করার জন্য উপস্থাপিত হয়েছে যে, ইহুদীরা যে আল্লাহর লা'নতের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে তার কারণ একমাত্র এটাই যে, কিতাবের বাহক হওয়া সত্ত্বেও তারা দীনের মূল বুনিয়াদকেই উপড়ে ফেলেছে ও তদস্থলে শিরককে গ্রহণ করে নিয়েছে। শিরক হচ্ছে আল্লাহর ওপর এক বিরাট মিথ্যা অপবাদ ; যা আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না। শিরককে মিথ্যা অপবাদ বলার কারণ আমরা অন্যত্র স্পষ্ট করেছি। আমরা বলেছি শিরকবাদীরা তাদের যাবতীয় মুশরিকী কার্যকলাপকে দীনী পোশাক পরার জন্য দাবী করে যে, এসব কাজের হুকুম তাদেরকে আল্লাহই দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এটা সরাসরি আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ। যারা খোদ আল্লাহর দীনের সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য আদিষ্ট

হয়েছে তারাই যদি আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার নেশা ও পেশা গ্রহণ করে নেয় তবে তারা লা'নত ভিন্ন আর কোন্ জিনিসের যোগ্য হতে পারে ?

এ ভূমিকার পর এখানে তিন প্রকারের শিরকের কথা বলা হয়েছে।

ইহুদীদের মুশরিকী আমল ও আকীদা

প্রথমত এরা নিজেদেরকে অতি উৎকৃষ্ট ও সম্মানিত গোষ্ঠী মনে করে। তাদের ধারণা তারা হচ্ছে আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের বংশধর এবং নিজেরাও আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্গত। আর এজন্যই আল্লাহর সমীপে তাদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদের বা শাস্তি লাভের সম্মুখীন হতে হবে না। চাই তাদের আমল ও আখলাক যতই নিকৃষ্ট হোক না কেন। প্রথমত তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপই করা হবে না। আর যদিও বা নিক্ষেপ করা হয় তাও অতি স্বল্পকালের জন্যই নিক্ষেপ করা হবে। এ আত্মম্ভরিতা তাদেরকে আমল ও আনুগত্যের যিম্মাদারী থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছে। এতে করে তারা নিজেদেরকে বন্দেগীর চৌহদ্দী থেকে মুক্ত করে উলূহিয়াতের পংক্তিভুক্ত করে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ কোথাও তাদেরকে এ সনদপত্র প্রদান করেননি। কারো সম্মান ও মর্যাদা হাসিল হলে তা আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে। আর আল্লাহ এ মর্যাদাকে ঈমান ও আমল এবং নেকী ও তাকওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন ; বংশ ও রক্ত সম্পর্কের সাথে নয়। প্রত্যেকের বেলায়ই একথাটি সমানভাবে সত্য যে, 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। আল্লাহ কারো প্রতি অণু পরিমাণও বেইনসাফী করেন না। নিজেদের সম্মান ও মর্যাদার যে আকীদা তারা উদ্ভাবন করেছে তা তাদেরই স্বকপোলকল্পিত ব্যাপার। এ মর্যাদা আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত হয়েছে বলে তাদের যে দাবী, এটা নিছক আল্লাহর ওপর মিথ্যা রচনা ও রটনা। বস্তুত তাদের অপরাধী ও পাপাচারী হবার জন্য আর কোনো গোনাহের দরকার নেই। এই একটি মাত্র গোনাহই যথেষ্ট।

নিকৃষ্ট আমল ও নাপাক রূহ

দ্বিতীয়ত, কিতাবের বাহক হওয়া সত্ত্বেও এরা জিব্ত ও তাগুতকে বিশ্বাস করে নিকৃষ্ট আমলের প্রবক্তা এবং তার ওপর আমলকারী। নিকৃষ্ট আমল সম্পর্কে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, এর সম্পর্ক প্রধানত শয়তানী শক্তি ও নাপাক রূহের সাথে জড়িত। তাদেরকেই এখানে তাগুত বলা হয়েছে। যারা এ জাতীয় কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে প্রথমত তারা নাপাক রূহসমূহকে মূলতঃ প্রভাবশালী মনে করে অতপর তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার এবং তাদেরকে নিজেদের উদ্দীষ্ট কাজে ব্যবহার করার জন্য শরীআত বিরোধী এমনকি মুশরিকী কার্যকলাপেও জড়িয়ে পড়তে হয়। ফলে তাদের আকীদা ও আমল উভয়ই সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে সূরা আল বাকারায় যা কিছু লেখা হয়েছে তার ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নিন।

তৃতীয়ত, এরা ঈমানদারদের মুকাবিলায় কাফির ও মুশরিকদের সহায়তা করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের চেয়ে অধিকতর হকপন্থী ও হেদায়াত প্রাপ্ত বলে মনে করে। এ বিষয়টি সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানেও আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ঈমানদারদের মুকাবিলায় মুশরিকদের সহায়তাদান

ইহুদীরা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে এতই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, তারা প্রকাশ্যে মক্কার মুশরিকদের মুসলমানদের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করতো। আরো মজার ব্যাপার হলো তাদের উদ্ভাবিত বিদআত অথবা তাদের শরীআতের কঠোর বিধানসমূহের বিরুদ্ধে ইসলাম যেসব শিক্ষা ও নমনীয় ব্যবস্থা দিয়েছে, এগুলোকেই তারা তাদের এ বিরুদ্ধাচরণের জন্য আড়াল হিসেবে ব্যবহার করতো। যেমন হদস (সাধারণ নাপাকী) ও জানাবাতের (বৃহত্তম নাপাকি) অবস্থায় পানি না পাওয়া গেলে ইসলাম তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়েছে। এ বিষয়টিকেও তারা ফিতনা ছড়াবার ওজুহাত বানিয়ে নিয়েছে। তারা বলতে শুরু করল দেখুন, যে ধর্ম জানাবাতের অবস্থায়ও যমীনে হাত মেরে নামায পর্যন্ত পড়ে নেয়ার অনুমতি দেয়, তাও কি একটি খোদায়ী ধর্ম হতে পারে ? এর চেয়ে ঐ মূর্তিপূজারীদের ধর্মই তো শ্রেয়তর। স্মরণ রাখতে হবে যে, পবিত্রতার ব্যাপারে ইহুদী ফকীহরা এতো বেশী কঠোরতা সৃষ্টি করে নিয়েছিল যে, তাদের দৃষ্টিতে জানাবাতের অবস্থায় মানুষ সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য হয়ে যায়। জানাবাত তো অনেক বড় ব্যাপার। ইঞ্জিল থেকে জানা যায়, ইহুদী ফকীহরা মসীহ আ.-এর সহচরদের ওপর এ বিষয়েও আপত্তি উত্থাপন করতো যে, এসব লোক কখনো কখনো হাত ধোয়া ছাড়াই খাবার খেয়ে নেয়। আমাদের নেতা মসীহ আ. তাদের এহেন ক্ষুদ্র ব্যাপারে সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে শ্বেত শুভ্র কবরের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, কবরের ওপর যেমন সাদা প্রলেপ দেয়া হয় কিন্তু তার অভ্যন্তর ভাগে থাকে গলিত লাশ ও অস্থি, ঠিক অদ্রূপ এসব লোক বাহ্যিক দিক থেকে তো খুব উজ্জ্বল ও পূত-পবিত্র বলে মনে হয়, কিন্তু তাদের ভেতরে রয়েছে লুটের মালের সমাহার। ইহুদীদের এ মানসিকতাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফুটে উঠেছে। তারা মুশরিকদের পর্যন্ত পসন্দ করতে প্রস্তুত ছিল ; প্রস্তুত ছিল না শুধু মুসলমানদের পসন্দ করতে। বলা বাহুল্য হকের অনুসরণই যেমন হকের সহায়তার শামিল অদ্রূপ শিরকের অনুসরণও শিরকের সহায়তার সমার্থক বৈ নয়।

এরপর বলা হয়েছে, এরাই সেসব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন। আর যাদের প্রতি আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেন, কোনো সাহায্যকারীই তাদের কোনো উপকারে আসতে পারে না। যার ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য, যে বৃক্ষের মূল কর্তিত হয়ে যায়, তার গোড়ায় লক্ষবার পানি সিঞ্চন করলেও তার সবুজ শ্যামল ও তরতাজা হয়ে ওঠা কখনো সম্ভব নয়।

আয়াত ঃ ৫৩-৫৪

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ۝

مُلْك মানে এখানে আল্লাহর ক্ষমতা ও এখতিয়ার আর النَّاس মানে এখানে মুসলমান।

ইহুদীরা ছিল বনী ইসমাঈলের প্রতি বিদ্বেষী

অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা এখতিয়ারে এদেরও কি কোনো অংশীদারিত্ব রয়েছে যে, তাঁর দয়া-অনুগ্রহ থেকে এরা যাকে ইচ্ছা অংশ দান করতে পারে এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করতে পারে ? আর তাদের সেই ক্ষমতা এখতিয়ারের ভিত্তিতেই কি এরা আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত রাখতে চাচ্ছে ? যদি এরূপ না হয়—এবং এটা স্পষ্ট যে, ব্যাপার এরূপ নয়—তাহলে এসব হাজী মুহাম্মদ মহসিনগিরি দেখিয়ে কি ফায়দা ? আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যলিপির সাথে পাঞ্জা লড়ে কে কবে জিত্‌তে পেরেছে যে, আজ এরা জিত্‌তে পারবে ?

এরপর আসল গোপন তথ্যটি ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত তৎপরতা ও অভিযান মূলত ঐ বিদ্বেষেরই ফলশ্রুতি যা এরা মুসলমানদের প্রতি পোষণ করে থাকে। তাদের দুঃখ ও আক্ষেপ এখানেই যে, নবুওয়াত তো ছিল তাদের বংশধারার অংশ তুল্য। তা তাদের বংশ থেকে বের হয়ে গিয়ে বনী ইসমাঈলের ভেতর চলে গেল কিভাবে ? তাদের জানা উচিত ছিল যে, নবুওয়াত ও শরীআত আল্লাহর অনুগ্রহ বৈ নয় ; যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকেই স্বীয় অনুগ্রহ দান করে থাকেন। আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের ওপর বিদ্বেষ পোষণ করা এবং এ বিদ্বেষের আতিশয্যে বিরোধিতার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া খোদ আল্লাহর সাথে লড়বার জন্য দণ্ডায়মান হওয়ারই নামান্তর। এরা যদি আল্লাহর সাথে লড়বার জন্যই দণ্ডায়মান হয়ে থাকে তবে লড়ুক। আমি তো ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছি এবং তাদেরকে এক বিরাট সাম্রাজ্যও দান করেছি। অর্থাৎ তাদের যাকিছু করার আছে করুক। আর আমার যা করার ছিল তাতো আমি করেই ফেলেছি।

فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الاية : উল্লেখ্য যে, شرطيه ও انشائيه বাক্যে যখন এভাবে فـ قـ আসে তখন তার পূর্ববর্তী বাক্যে কিছু বিষয় উহ্য থাকে—পরবর্তী বাক্য দ্বারা যার বিস্তারিত রূপটি প্রকাশ পায়, এখানে এটাই বলা উদ্দেশ্য যে, যদি বনী ইসমাঈলের প্রতি বিদ্বেষের দরুন এরা নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। তবে যতখানি বিদ্বেষ করার ইচ্ছা তা যেন তারা করে নেয়। আমি তো ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছি এবং এক বিরাট রাজত্বও দান করেছি।

ইবরাহীমের বংশধর মানে বনী ইসমাঈল

ইবরাহীমের বংশধর যদিও সাধারণ অর্থবোধক কিন্তু এখানে এদ্বারা বনী ইসমাঈলকেই বুঝান হয়েছে। ইশারা ইঙ্গিতই তার প্রমাণ। কারণ একথা বনী ইসরাঈলকে ভর্ৎসনা স্বরূপ বলা হচ্ছে। এ কারণে তারা এতে শামিল হতে পারে না। আর যখন তারা শামিল হতে পারে না তখন তার মানে এককভাবে শুধু বনী ইসমাঈলই হওয়া সম্ভব। অতপর এখানে কিতাব, হেকমত ও খেলাফত প্রদান করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, আর এ প্রদান করা বিষয়টি বনী ইসরাঈলের ওপর লা'নত বর্ষণের পরবর্তী ঘটনা। তাই তাদের এতে শামিল হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এছাড়া তাওরাত থেকে এটা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম আ.-এর পরিবর্তে সর্বদা হযরত ইসহাক আ.-এর দিকেই সম্পর্কিত করে

www.pathagar.com

থাকে। তাওরাতে রয়েছে ইবরাহীম আ.-এর বংশধরকে ইসহাক আ.-এর নামেই ডাকা হবে।" পক্ষান্তরে আরবরা নিজেদেরকে সর্বদা হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথেই সম্পর্কিত করে থাকে। কারণ হযরত ইবরাহীম আ. সেখানেই অবস্থান করেন। সেখানেই বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেন এবং সেখানেই যাবতীয় ইবাদাত বন্দেগী করেন।

এ বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বনী ইসরাঈল এটা যেন মনে না করে যে, ইবরাহীম আ.-এর বংশধর হওয়ার মর্যাদা শুধু তাদেরই রয়েছে। এ মর্যাদা তো বনী ইসমাঈলেরও রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এখানে মহান আল্লাহর ঐ ওয়াদার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যা তিনি হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে করেছিলেন এবং যা ছিল স্পষ্টতই হযরত ইসমাঈল আ. ও তাঁর বংশধরের সাথে সম্পর্কিত। তাওরাতে ঐ ওয়াদার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে এভাবে ঃ

"পরে সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয় বার আকাশ হইতে অব্রাহামকে ডাকিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু বলিতেছেন, তুমি এই কার্য্য করিলে, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতে অসম্মত হইলে না, এই হেতু আমি আমারই দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং আকাশের তারাগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব ; তোমার বংশ শত্রুগণের পুরদ্বার অধিকার করিবে ; আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে ; কারণ তুমি আমার বাক্যে অবধান করিয়াছ।"–আদিপুস্তক ২২ ঃ ১৫-১৮

তাওরাতের এ বিবৃতি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে এই ওয়াদা তখনি করেছিলেন যখন তিনি তার একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈল আ.-এর কুরবানী পেশ করার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এ কারণে এ ওয়াদা অনিবার্যরূপে হযরত ইসমাঈল আ. ও তার বংশধর সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে।

বনী ইসমাঈলের জন্য আল্লাহ তাআলার তিনটি প্রতিশ্রুতি

এ ওয়াদার মধ্যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। একটি হলো, মহান আল্লাহ তাদেরকে এক মহান জাতিতে পরিণত করবেন।

দ্বিতীয়টি হলো, তাদের বিশাল বিজয় অর্জিত হবে। শত্রুর ফটকের ওপর তারা আধিপত্য অর্জন করবে।

তৃতীয়টি হলো, এ বংশধরের উসিলায় পৃথিবীর সকল জাতি সম্প্রদায় বরকত ও প্রভূত কল্যাণ লাভ করবে।

এ তিনটি ওয়াদাই মহানবী স.-এর আবির্ভাবের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। তাঁর আর্বিভাবের ফলে একটি মহান জাতির উদ্ভব ঘটেছে, এ জাতি শত্রুর সিংহদ্বারের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং তাঁর দাওয়াতের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব মানবতা দীন ও শরীআতের বরকত লাভে ধন্য হয়েছে।

www.pathagar.com

ঘটনার আচরণে ওয়াদার উল্লেখ

নিম্নোক্ত আয়াতে যে ওয়াদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তারই বাস্তব বহিঃপ্রকাশ এটি। যদিও এই আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখনো পর্যন্ত এই ওয়াদা পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়নি তথাপি তা পূর্ণ হবে বলে আল্লাহর ফায়সালা ঘোষিত হয়েছিল। এজন্য এটিকে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে যেন তা কার্যতই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এরূপ প্রকাশভঙ্গীর আরো উদাহরণ কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে পরিলক্ষিত হয়। আমরা এখানে একটি উদাহরণ তুলে ধরছি ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

"স্মরণ করো, মূসা তাঁর কওমকে বলেছিল "হে আমার স্বজাতির লোকেরা! তোমরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা যখন তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক নবী পয়দা করেছিলেন এবং তোমাদের বানিয়েছিলেন রাজ্যের শাসনকর্তা। এ ছাড়াও তিনি তোমাদের দান করেছিলেন এমন সব নিয়ামত যা বিশ্বজগতে তিনি আর কাউকে দান করেননি। হে আমার স্বজাতির লোকেরা! তোমরা প্রবেশ করো সেই পবিত্র ভূখণ্ডে যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন আর এ অগ্রযাত্রায় পশ্চাদপসরণ করো না। নইলে তোমরা উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থকাম ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে।"

–সূরা আল মায়েদা ঃ ২০-২১

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এ ভাষণ জাতির উদ্দেশ্যে তখনি দিয়েছিলেন যখন তিনি তাদের পবিত্র ভূমির ওপর হামলা করার দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এতো জানা কথা যে, তখন পর্যন্ত এ বিষয়গুলোর কোনো একটি বিষয়ও প্রকাশ পায়নি। কিন্তু মহান আল্লাহর দরবারে এ গুলোর ফায়সালা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি মূসা আ.-কে উক্ত ফায়সালা সম্পর্কে জানিয়েও দিয়েছিলেন। এজন্য হযরত মূসা আ. এভাবে এগুলোর উল্লেখ করেছেন যেন এই ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

রাজত্ব, কিতাব ও হেকমতেরই ফলশ্রুতি

এ আয়াত দ্বারা এ সূক্ষ্ম বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজশক্তি ও খেলাফত, কিতাব ও হেকমতের অনিবার্য ফলশ্রুতির অন্তর্গত। মহান আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে কিতাব ও হেকমতের নেয়ামতে ভূষিত করেন আর ঐ জাতিও সত্যিকার কৃতজ্ঞতার সাথে তাকে কবুল করে নেয়, তখন তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে, উক্ত জাতিকে নেতৃত্ব ও খেলাফতের সুমহান মর্যাদায়ও অভিষিক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়টি কুরআন মজীদের কয়েকটি জায়গায় বিবৃত হয়েছে কিন্তু এখানে তা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবৃত হয়েছে। যারা আরবী ভাষার ওপর বিশেষ দক্ষতা রাখেন তারাই বুঝতে পারবেন যে, এখানে 'اٰتَيْنَا' ক্রিয়াটির পুনরুক্তির—

মাঝে রয়েছে ভাষাগত বিরাট অলংকার। ইহুদীদের মুসলিম বিদ্বেষের সার্বিক কারণতো এটাই ছিল যে, তারা জানত, এ কুরআনের সাথে এ যমীনের বাদশাহীও অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। তাই তাদের এ বিদ্বেষের ওপর কার্যকরভাবে আঘাত করার জন্য বলা হয়েছে যে, আমি তাদের শুধু কিতাব ও হেকমতই দান করিনি বরং একই সাথে তাদের এক বিশাল রাজত্বও দান করেছি। তোমরা হিংসা করে যা করার করো গিয়ে।

আয়াত ঃ ৫৫-৫৭

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ط وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ○ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ز وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ○

বনী ইসমাঈলকে সতর্কীকরণ

এ আয়াত বনী ইসমাঈলের সাথে সংশ্লিষ্ট। বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে একদল তো উক্ত কিতাব ও হেকমতকে কবুল করে ঈমান লাভে ধন্য হয়েছে। কিন্তু অপর একটি দল তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ দলটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যদি এরা নিজেদের কুফরীর ওপর অটল থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের জাহান্নামে দাখিল করবেন। আর সেখানে তাদের আযাব কিছুমাত্র উপশম করা হবে না। যখনি তাদের চামড়া ভুনা হয়ে যাবে, তৎক্ষণাত তাদের নতুন তরতাজা চামড়ায় সজ্জিত করে দেয়া হবে। যাতে করে তাদের আযাব বারংবার নবরূপ লাভ করতে থাকে। আল্লাহ পরাক্রান্ত ও সর্বজয়ী। তাঁকে দমিয়ে দেয়ার সাধ্য কারো নেই। তিনি হেকমত ওয়ালা ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোনো কাজই ইনসাফ ও হেকমত বিহীন নয়।

দ্বিতীয় দল যারা ঈমান এনেছে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, তাদের আমি জান্নাতে দাখিল করবো। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পূত-পবিত্র জীবন সঙ্গীনী। এ অংশগুলোর প্রতিটির ব্যাখ্যা সূরা আল বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে যেখানেই বনী ইসমাঈলের প্রতি আল্লাহর এ মহা অনুগ্রহের বিষয় উল্লেখ করেছে সেখানেই এ বিষয়টি আবশ্যিকভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই অনুগ্রহের সম্পর্ক মূলত ঈমান ও ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট স্রেফ বংশ বা রক্ত সম্পর্কের সাথে নয়। বনী ইসমাঈলের মধ্যেও কেবল এসব লোকই এই খোদায়ী অনুগ্রহের অংশীদার যারা এই কুরআন ও এ নবীর প্রতি ঈমান আনার গৌরব অর্জন করেছে। যারা ঈমান আনতে ব্যর্থ হয়েছে

www.pathagar.com

তারা সবাই জাহান্নামে দাখিল হবে—তাই তারা ইসরাঈলী হোক কিংবা ইসমাঈলী তাতে কিছু এসে যায় না। সূরা জুমুআয় বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○- الجمعة : ٢-٣

"তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি নিরক্ষরদের (বনী ইসমাঈল) মধ্যে তাদের একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি পাঠ করে শোনান তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তাদেরকে পবিত্র করেন আর তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেন—যদিও তারা ইতোপূর্বে ছিল স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত। আর তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তাদের অন্যান্য লোকদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"–সূরা জুমুআ ঃ ২-৩

এখানেও আয়াতের শেষাংশে কাফির কুরাইশদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে—যারা তখনো পর্যন্ত উক্ত নেয়ামত কবুলকারীদের অন্তর্গত হতে পারেনি। আর বাচনভঙ্গীতে কিছুটা সতর্কীকরণের দিকও বিদ্যমান রয়েছে। এ সতর্কীকরণ এজন্যই বনী ইসমাঈল এ সত্য সম্পর্কে যেন অবগত থাকে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু এ অনুগ্রহ তাদেরই জন্য যারা এর মূল্যায়ণ করবে। যারা এর মূল্যায়ণ করবে না তারা নিছক বনী ইসমাঈলের অন্তর্গত বলেই উক্ত অনুগ্রহের হকদার হবে না। ইহুদীরাও অনুরূপ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এ কারণে প্রথম সুযোগেই কুরআন বনী ইসমাঈলকে এ সতর্কবাণী শুনিয়ে দিয়েছে।

২২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৫৮-৭০ আয়াত

পরবর্তী আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে তাদের এ উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত শরীআতের এ আমানত ইহুদীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে এক্ষণে তোমাদের ওপর ন্যস্ত করা হচ্ছে। সাবধান, তোমরা ইহুদীদের ন্যায় জাতি-গোষ্ঠীগত গোঁড়ামী ও হঠকারিতার ব্যধিতে আক্রান্ত হবে না। বরঞ্চ সর্বদা হক ও ইনসাফকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। এক্ষণে তো তোমাদের কিতাব ও হেকমতের সাথে সাথে এক মহান সাম্রাজ্যেরও উত্তরাধিকারী বানানো হচ্ছে। তোমাদের ওপর ন্যস্ত করা হচ্ছে দেশ ও জনগণের দায়-দায়িত্বের ভার। জনগণের হক আদায় করা, সদা-সর্বদা বিচার ফায়সালায় ইনসাফ ও ন্যায়বিচারকে উচ্চকিত করা তোমাদের কর্তব্য। তোমাদের এটাও স্মরণ রাখা অপরিহার্য যে, আল্লাহর তরফ থেকে তোমরা এ মহান দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট হয়েছ। আর তিনি এমন এক সত্তা যিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন।

www.pathagar.com

এরপর ঐ পদ্ধতি বাতলে দেয়া হয়েছে, যার অনুসরণ করলে মুসলমানরা মুসলিম জাতি সত্তার বিচারে হতে পারবে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত। হতে পারবে হক ও ইনসাফের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। মতভেদ ও মতবিরোধ জনিত কারণে উদ্ভূত বিপদাপদ থেকেও সুরক্ষিত থাকতে সক্ষম হবে এগুলো যেন ঐসব মৌল ভিত্তির বিবরণ যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা।

এরপর ঐ লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে যারা মুসলিম সমাজের অংগীভূত হয়ে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাদের দায়বদ্ধতা তখনো বিভক্ত ছিল। তারা পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহ্, রসূল ও ইসলামী সমাজের নেতৃবৃন্দের আনুগত্যে তখনো পর্যন্ত স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি। যেহেতু ইসলামী ঐক্য-সংহতিতে এবং ইসলামী হুকুমাতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টির সমূহ আশংকা তাদের তরফ থেকেই হবার আশংকা ছিল। সেহেতু তাদের প্রতি ব্যাপকভাবে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ
أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ
الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا

www.pathagar.com

وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ
لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ
مِنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾
وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত পৌঁছে দাও তার প্রাপকদের কাছে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিচার করবে। আল্লাহ যে উপদেশ দেন তা কত চমৎকার ! নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।

৫৯. হে মু'মিন বান্দারা! যদি প্রকৃতই তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদেরও যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্ব-ক্ষমতার অধিকারী। অতপর তোমাদের

মাঝে যদি কোনো ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় তবে তা প্রত্যার্পন করো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক থেকেও এটাই উত্তম।

৬০. হে নবী! আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে ? অথচ তারা বিচার প্রার্থী হতে চায় তাগুতের কাছে, যদিও তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করার। আর শয়তান সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত করে বহু দূর দূরান্তে নিয়ে যেতে চায়। ৬১. আর যখন তাদের বলা হয়, এসো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং এসো রাসূলের দিকে তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে সরে যাচ্ছে। ৬২. অতপর তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের ওপর কোনো বিপদ-মুসিবত এসে পড়লে কি দশা হবে ? তখন তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা আসলে পারস্পরিক কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই চাইনি। ৬৩. এদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। সুতরাং আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এবং তাদের সদুপদেশ দিন আর এমন কথা তাদের বলুন যা তাদের মর্ম স্পর্শ করে।

৬৪. আর আমি যখনই কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে। তাদের নীতি যদি হতো এই যে, যখনই তারা নিজেদের ওপর যুলুম করে বসতো তখনই আপনার নিকট চলে আসতো ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে অতিশয় তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু রূপে পেত। ৬৫. তবে না, আমি আপনার রবের কসম করে বলছি এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না। যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফায়সালায় আপনাকে বিচারক রূপে মেনে নেবে, অতপর আপনি যা ফায়সালা করবেন সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে না এবং আপনার সিদ্ধান্তকে সর্বান্ত করণে মেনে নেবে। ৬৬. আমি যদি তাদের ওপর এ আদেশ জারী করতাম যে, তোমরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দাও অথবা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র বেরিয়ে যাও তবে তাদের কয়েকজন ছাড়া কেউই তা করতো না। আর যেসব উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা মেনে চলতো, তবে তা তাদের জন্য খুবই কল্যাণকর হতো এবং ঈমানকে দৃঢ়তর করতো। ৬৭. আর এ অবস্থায় আমি অবশ্যই নিজের তরফ থেকে তাদের মহা পুরস্কার প্রদান করতাম। ৬৮. এবং তাদেরকে নিশ্চয়ই আমি সরল সঠিক পথে পরিচালিত করতাম।

৬৯. আর যে আনুগত্য করবে আল্লাহ ও রাসূলের এরূপ ব্যক্তিরা সঙ্গী হবে তাদের যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত বর্ষণ করেছেন তারা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ। আর কত উত্তম সঙ্গী এরা। ৭০. এটাই হচ্ছে প্রকৃত অনুগ্রহ যা আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্য। আর প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

২৩. শব্দসমূহের অর্থ বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৫৮

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا لا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ○

اَمَانَتْ শব্দটি ব্যাপক অর্থে

امانت শব্দটি এখানে তার সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরঞ্চ ঃ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الاية –"আমি আমানত পেশ করেছিলাম আসমান, যমীন ও পাহাড়ের নিকট ...।" উক্ত আয়াতে যেভাবে শব্দটি এসেছে অনুরূপ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থেই এটির ব্যবহার হয়েছে। এতে সর্বপ্রকার হক ও দায়িত্ব কর্তব্যই শামিল রয়েছে, চাই তা আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা বান্দার হকের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ের হোক বা সমষ্টিগত পর্যায়ের। আপনজনদের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক অথবা অপরাপর লোকদের আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত হোক কিংবা রাজনৈতিক চুক্তি ও অঙ্গীকার বিষয়ক হোক। সন্ধি ও শান্তিকালীন হোক অথবা যুদ্ধকালীন। এক কথায় যে কোনো ধরনের ও যে কোনো পর্যায়ের হোক এবং দায়িত্ব কর্তব্যেই হোক না কেন তার সবই আমানতের সংজ্ঞাভুক্ত। মুসলমানদের ওপর শরীআত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আমানত সোপর্দ করার পর সমষ্টিগতভাবে সর্বাগ্রে যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে তাহলো, তোমাদের ওপর যেসব হক ও দায়িত্ব কর্তব্যের ভার অর্পণ করা হচ্ছে তোমরা তা যথাযথভাবে আদায় করবে।

আমানতের হক

এ সূরার ইতোপূর্বেকার তাৎপর্য যদি স্মৃতিপটে জাগরুক থেকে থাকে, তবে এটা বুঝতে কিছু মাত্র বেগ পাওয়ার কথা নয় যে, এ হেদায়াতের মাঝে এ সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও নিহিত রয়েছে যে, এই আমানত যাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে তারা এর হক আদায় করেনি। সত্যের সাক্ষ্য দান করার যে মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে তারা আদিষ্ট হয়েছিল তারা তা গোপন করেছে। যে কিতাব সংরক্ষণ করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল তারা তাতে বিকৃতি সাধন করেছিল। যে শরীআতের ধারক বাহক তাদের বানানো হয়েছিল, তাতে তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে। যেসব হকের আমানতদার তাদের বানানো হয়েছিল তাতে তারা খেয়ানত করেছে। যেসব কর্তব্য পালনের ভার তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল সেসবের ব্যাপারে তারা বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত হয়েছে। যেসব অঙ্গীকারে তারা আবদ্ধ হয়েছিল নিজেরাই তার সবগুলো ভঙ্গ করেছে। কাজেই তোমাদের সর্বপ্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো, এ মহা আমানতের পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল হক ও দায়-দায়িত্বের ধারক বাহক তোমাদের বানানো হচ্ছে, তা তোমরা সঠিক ও যথাযথভাবে আদায় করবে—তার অন্যথা করবে না।

www.pathagar.com

হক ও দায়িত্ব কর্তব্যের জন্য আমানত শব্দের ব্যবহার একদিকে এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, এসবই আল্লাহর তরফ থেকে ন্যস্ত আমানত; কারণ এসবের প্রবর্তক তো আল্লাহই অপরদিকে এ সকল আমানত সম্পর্কে—যিনি এ আমানতের দায়িত্ব পালনের ভার অর্পণ করেছেন তাঁর তরফ থেকে—অবশ্যই একদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ আমানতে কোনোরূপ খেয়ানত হয়ে থাকলে সেদিন আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার কেউই থাকবে না।

আমানতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ الاية ঃ এটা আমানতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকের বিবরণ এবং একই সাথে ক্ষমতার সাথে যে যিম্মাদারী সম্পৃক্ত তার বিশ্লেষণও। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যমীনের বুকে ক্ষমতা দান করেছেন তাদের ওপর সর্বাগ্রে যে দায়িত্ববর্তায় তা হচ্ছে তারা মানুষের মাঝে সৃষ্ট বিবাদ বিসম্বাদকে ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের সাথে চুকিয়ে দেবে। আদল বা ইনসাফের মানে আইনের দৃষ্টিতে আমীর ও গরীব, আশরাফ-আতরাফ ও সাদা-কালোর মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা চলবে না। ইনসাফ যেন কেনা-বেচার পণ্যে পরিণত না হয়। তাতে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব, গোঁড়ামী ও কোনোরূপ কোমল নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া, কোনো প্রকার প্রভাব পতিপত্তি ও কোনোরূপ ভয় ও অনুরাগ ইনসাফ ও ন্যায়বিচারকে প্রভাবিত করতে পারবে না।

যাদেরকেই আল্লাহ এ যমীনে ক্ষমতা দান করেন এ ইনসাফের জন্যই তা দান করে থাকেন। এজন্য ক্ষমতার সবচেয়ে বড় যিম্মাদারী হচ্ছে এই ইনসাফ। আল্লাহর দরবারে ইনসাফগার শাসকের পুরস্কারও অনেক বড়। অপরদিকে অবিচারক শাসকের শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর। এ কারণে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দিচ্ছেন তা অতীব মহান ও উচ্চতর; এতে কোনোরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন সর্বপ্রযত্নে পরিত্যাজ্য। সবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা হওয়া সম্পর্কিত গুণের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। অর্থাৎ তোমরা স্মরণ রেখো, আল্লাহ সবই শোনেন ও সবই দেখেন। কোনো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম বেইনসাফী এবং অবিচারও তাঁর থেকে প্রচ্ছন্ন থাকার নয়।

আয়াত ঃ ৫৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○

اولوا الامر-এর অর্থ

اولو الامر বলতে ইসলামী সমাজের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন, দায়িত্বশীল ও নেতৃবৃন্দকে বুঝায়। সমাজের অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের বিচারে আলেম—বিশেষজ্ঞরাও এ শ্রেণীভুক্ত গণ্য হতে পারেন এবং ক্ষমতাসীন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও এ শ্রেণীভুক্ত

www.pathagar.com

হতে পারে। যারাই সাধারণ জনগণের নেতৃত্বদানে সক্ষম—এরূপ মর্যাদায় থাকবেন তারাই এ শব্দের আওতাভুক্ত হবেন। যদি ইমাম ও খলীফা বর্তমান থাকেন তাহলে তারা ও তাদের কর্মকর্তাবৃন্দ হবেন 'উলুল আমর', আর যদি তারা বর্তমান না থাকেন তাহলে জামায়াতের মধ্যে যারা জ্ঞানী-গুণী ও দূরদৃষ্টির অধিকারী তারাই হবেন 'উলুল আমর'। এ সূরাতেই অপর একটি জায়গায় এ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে।

وَاِذَا جَآءَ هُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ط وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ط - النساء : ٨٣

"যখনি শান্তি কিংবা ভীতিপ্রদ কোনো সংবাদ তাদের নিকট পৌঁছে তখনি তারা তা সর্বত্র প্রচার করে দেয়। অথচ তারা যদি তা পৌঁছে দিতো রাসূলের কাছে কিংবা তাদের মধ্যে যারা 'উলুল আমর' বা দায়িত্বশীল তাদের কাছে, তাহলে এমন সব লোকেরা তা জানতে পারতো যারা তাদের মধ্য থেকে এ খবরের যথার্থতা ও প্রকৃত ব্যাপার যাচাই করতে পারতো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮৩

'উলুল আমর'-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য

যে সময়কালে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল এতো জানা কথা যে—তখন পর্যন্ত না ছিল খেলাফতের অস্তিত্ব আর না ছিল নিয়মিত শাসক ও নেতৃবৃন্দ। এ কারণে 'উলুল আমর' বলতে সাহাবীদের মধ্যে যারা দীনী ও সামষ্টিক বিষয়াদিতে গভীর জ্ঞান ও বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন এবং জনগণের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন তাদেরকেই বুঝাতো। এখানে 'ইস্তেম্বাত' শব্দটি উলুল আমরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে। এদ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, ইসলামে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পদমর্যাদা মূলত তাদের জন্যই নির্ধারিত যারা দূরদৃষ্টি ও ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী। শ্রেণীবিশেষ ভ্রাতৃত্ব, বংশ ও সহায়-সম্পদ ইত্যাদির এতে কিছুমাত্র দখল বা গুরুত্ব নেই।

'তাবীল' শব্দের অর্থ

'তাবীল' শব্দের ওপর আলোচনা—সূরা আলে ইমরানের ৭ নম্বর আয়াতের তাফসীরে বিবৃত হয়েছে। ال، يئول اولا ومالا-এর অর্থ কোনো কিছুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। এ থেকেই تاويل শব্দ এসেছে ; এর অর্থ কোনো বিষয় বা কোনো কথাকে তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্যের দিকে ফিরিয়ে আনা। এ অর্থ থেকেই এটি স্বপ্নের তাবীর, কোনো বিষয়ের মূলতত্ত্ব ও কোনো কথা বা বাণীর তাফসীর ও ব্যাখ্যার অর্থে ব্যবহার হতে শুরু করে। কারণ এসব ক্ষেত্রেও ব্যাপারটিকে তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্যের দিকে ফিরিয়ে আনা হয়। আলোচ্য আয়াতে اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا-এর তাৎপর্য হলো, মতভেদপূর্ণ বিষয়াদিতে আল্লাহ ও রাসূলের কথার দিকে ফিরে আসা, প্রকৃত সত্য অবধি পৌঁছা ও কার্যসিদ্ধি উভয় দিক থেকেই উত্তম। আল্লাহর ইলমই সর্বপ্রকার ইল্‌ম ও তত্ত্ব তথ্যের প্রত্যাবর্তনস্থল এবং তাঁর সত্তাই সকলের আশ্রয় পাওয়ার একমাত্র স্থান। আর প্রকৃত শাসন কর্তৃত্বও একমাত্র তাঁরই করায়ত্ব।

www.pathagar.com

ইসলামে আদেশ ও আনুগত্যের তিনটি কেন্দ্রবিন্দু

সর্বপ্রকার সামষ্টিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপায়ণ ও বাস্তবায়ন আদেশ ও আনুগত্যের দ্বারাই হয়ে থাকে। ইসলামে আদেশ ও আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু তিনটি ; আল্লাহ, রাসূল ও উলুল আমর, এর মধ্যে প্রথমোক্ত দুটি হলো স্বতন্ত্র ও সত্তাগত দিক থেকে আনুগত্যের কেন্দ্রস্থল। এজন্য প্রথমোক্ত দুটি জিনিসের সাথে اطيعوا শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। উলুল আমরের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের অধীন। এজন্যই তার পূর্বে পৃথকভাবে اطيعوا ক্রিয়ার ব্যবহার করা হয়নি; এটিকে পূর্বোক্তগুলোর ওপর عطف করে দেয়া হয়েছে। এদ্বারা এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উলুল আমর স্রেফ আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত বিধান জারী ও কার্যকর করার মাধ্যম বৈ নয়। এজন্যই আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের বিপরীত তাদের আনুগত্য করা জায়েয নয়।[১]

মতভেদ জনিত কারণে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ

فان تنازعتم فى شئ : প্রকাশ থাকে যে, تنازع فى الحديث ، تنازع فى الشئ . تنازع فى الامر -এর অর্থ—বলা বাহুল্য সূরা আলে ইমরানেও আমরা এর ব্যাখ্যা করেছি—মতভেদ ও মতবিরোধ। অর্থাৎ কোনো ব্যাপারে একেক জনের একেক মত হওয়া। স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে এদ্বারা ঐ মতভেদকে বুঝানো হয়েছে যা কোনো ব্যাপারে শরীআতের হুকুম নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে মতান্তর সৃষ্টি হয়ে যেমন কোনো শরঈ দলীলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মতান্তর হয়ে থাকে। কিংবা কোনো ইজতিহাদী মাসআলায় মতভেদ সৃষ্টি হয়। কুরআনের কোনো আয়াত বা রাসূলের সুন্নাহ বা হাদীসের ব্যাখ্যায়ও এ মতভেদ হতে পারে। অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কোনো বিষয় কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে উৎকৃষ্টতর মতামত নির্দিষ্ট করণের ক্ষেত্রেও এ মতান্তর হতে পারে। একইভাবে এ মতভেদ হতে পারে উলুল আমর ও সাধারণ জনগণের মধ্যে এবং খোদ উলুল আমরের অভ্যন্তরে পরস্পরের মধ্যেও। এ ধরনের কোনো মতভেদের সৃষ্টি হলে তার সমাধানের জন্য উম্মতকে এই হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, ব্যাপারটিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। "আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও"-এর তাৎপর্য হলো কুরআন ও সুন্নাহর দলীলে এ ব্যাপারে কোনো অকাট্য দিকনির্দেশনা বিদ্যমান না থাকলে দলীলের ইশারা ইঙ্গিত তার অভিপ্রায় তাৎপর্য, উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের নিরিখে এতে কুরআন ও সুন্নাহর নিকটতর এবং অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ মতামতটি নির্দিষ্ট কর ও তার অনুসরণ কর। বলা হয়েছে, তাবীলের দিক থেকে এ পদ্ধতিটিই সর্বাধিক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কারণ প্রকৃষ্টতর ধারণা তো এই যে, এটাই আল্লাহ ও রাসূলের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আর মতভেদের ফায়সালা হবে ঐ আইন অনুসারে যা ইসলামে মূল আইন হিসেবে স্বীকৃত

১. স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের খেলাপ কারো হুকুমের আনুগত্য করা জায়েয নেই। কিন্তু আদেশ ও বিধি বিধানের ব্যাপারে শরীআতের এই হুকুমের সাথে কিছু বিস্তারিত বিবরণও বিবৃত হয়েছে, যা জেনে নেয়া অত্যন্ত জরুরী। আমরা এ বিষয়ের ওপর আমার প্রণীত 'ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা' শীর্ষক গ্রন্থে আনুগত্যের সীমা ও শর্তাবলী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

www.pathagar.com

এবং যা সকল ফিকাহ ও ইজতিহাদের কেন্দ্র ও প্রত্যাবর্তনস্থল হিসেবে সমাদৃত। সামষ্টিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মযবুতভাবে ধারণ করার ও আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার এটাই একমাত্র পদ্ধতি আর এটাই হচ্ছে প্রকৃত তাওহীদ।

ইজমা মতভেদ নিরসনের প্রামাণ্য পদ্ধতি

এখানে এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, এই নির্দেশ উম্মতকে উম্মত হিসেবেই দেয়া হয়েছে। এ ধরনের নির্দেশ ও সম্বোধন যদিও সাধারণ হয়ে থাকে কিন্তু কার্যত তা জারী ও বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ওপরই বর্তায় ; যারা জনগণের সার্বিক সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল বা কুরআনের ভাষায় যাদেরকে বলা হয় 'উলুল আমর'। এ কারণে কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে মূল শরঈ আইন তথা কিতাব ও সুন্নাহর দিকে রুজু করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতামতটি অবলম্বন করা তাদেরই দায়িত্ব। কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহল বা তাদের অধিকাংশের সমসাময়িক শাসক তথা খলীফা ও নেতাকে দিকনির্দেশনা দান করতে যেয়ে কোনো বিষয়ে শরীআতের নিকটতর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়াকেই শরীআতের পরিভাষায় বলা হয় ইজমা। ইজমা মতভেদ নিরসনের জন্য একটি প্রামাণ্য পদ্ধতি এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করা কারো পক্ষে জায়েয নয়।[১]

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদ

رد الى الله والرسول-এর পদ্ধতি এই যে, কোনো বিষয়ে শরীআতের হুকুম কি তা জানতে হলে, সর্বাগ্রে আল্লাহর কিতাবের দিকে রুজু করতে হবে। তাতে না পাওয়া গেলে রুজু করতে হবে নবীর সুন্নাহ বা হাদীসের দিকে। তাতেও যদি না পাওয়া যায় তাহলে তার সমাধান পাওয়ার উপায় হলো ইজতিহাদ। নবী স.-এর শিক্ষা ও সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর কর্মনীতি থেকে ইজতিহাদের যেসব আদব ও শর্তাবলী জানা যায়, তা উসুলে ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেগুলো এতটাই স্বভাবসম্মত ও যুক্তিসংগত যে, কোনো জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী লোকের পক্ষে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।[২]

আল্লাহর কিতাবের ন্যায় সুন্নাহর মর্যাদাও চিরস্থায়ী

এ আয়াত থেকে এটাও জানা যায় যে, ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে আল্লাহর কিতাবের ন্যায় সুন্নতে রাসূলের মর্যাদাও স্বতন্ত্র ও স্থায়ী। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন : فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ –"তবে তা প্রত্যার্পণ করো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি।" এটা তো জানা কথা যে, এ নির্দেশ নবী স.-এর মোবারক জীবদ্দশাকালীন সময়ের জন্যই সীমাবদ্ধ হতে পারে না। কারণ এ মতভেদ তো মহনবী স.-এর ওফাত পরবর্তীকালেই সৃষ্টি হওয়ার

১. 'ইসলামী আইনের সংকলন' নামক গ্রন্থে আমরা এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিস্তারিত জানতে যারা আগ্রহী তারা বইটি পড়ে নিতে পারেন।

২. 'ইসলামী আইনের সংকলন' শীর্ষক গ্রন্থে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

www.pathagar.com

সম্ভাবনা ছিল সমধিক। আর স্বয়ং আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বিষয়টির সম্পর্ক ভবিষ্যতের সাথেই জড়িত। এটাতো স্পষ্ট যে, মহানবী স.-এর ওফাতের পর একমাত্র তাঁর সুন্নতই হতে পারে তাঁর নবী সত্তার বিকল্প। এটা সমর্থন করার কোনো অবকাশ নেই যে, সমসাময়িক উলুল আমর নবী স.-এর বিকল্প হতে পারবে। কারণ এখানে উলুল আমরকে বিলোপ করে দেয়া হয়েছে। এদ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'উলুল আমর' আইনের উৎস হওয়ার দিক থেকে দীনের মধ্যে স্বতন্ত্র কোনো মর্যাদার অধিকারী নয়। স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ও রাসূল স.—আর রাসূলের এ মর্যাদাও কেবল এ কারণে সংরক্ষিত যে, মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর আইনের শিক্ষা ও তার ব্যাখ্যা দানের জন্য আদিষ্ট করেছেন—এবং এ মর্যাদাপূর্ণ আসনের গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য তাঁকে ভুল-ত্রুটি ও গোনাহ থেকে হেফাজত করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃত সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারিত; রাসূল স. শুধু আল্লাহর বিধিবিধান ও তাঁর মরজী বাতলে দেয়ার এক নিষ্পাপ, নির্ভুল ও পবিত্র মাধ্যম বৈ নয়।

আয়াত ঃ ৬০-৬৩

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۭ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝ فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَاۗءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ڰ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ۝ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۤ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيْغًا ۝

تحاكم الى الطّاغوت ঃ এর অর্থ تخاصم اليه অর্থাৎ সে নিজের সমস্যা ও ব্যাপারটি বিচারক সমীপে পেশ করেছে।

طاغـــوت শব্দের বিশ্লেষণ সূরা আল বাকারার তাফসীরে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তার বিপরীতে বলা হয়েছে ঃ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখানে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল স.-এর বিপরীত অর্থেই طاغــوت শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, মদীনা ও তার উপকণ্ঠে এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত এ মর্যাদা স্রেফ ইহুদী সরদার ও নেতৃবৃন্দের ছিল যারা নবী স.-এর আদালত থেকে বাঁচতে চাইতো, তারা তাদের মামলা মোকদ্দমা তাদের নিকট নিয়ে যেত এজন্য তাগুত শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য তারাই হতে পারে এবং সার্বিক বিবেচনায় তারাই ছিল তাগুতের সঠিক ও যথার্থ প্রতিরূপ।

www.pathagar.com

এখানে বিস্ময়ের ভঙ্গীতে মুনাফিকদের উল্লেখ করা হচ্ছে (আর ইশারা ইঙ্গিত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এ মুনাফিকরা ছিল আহলে কিতাবের থেকেই আগত)। যারা দাবী করতো যে, তারা কুরআনের ওপরও ঈমান রাখে এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের ওপরও ঈমান রাখে। কিন্তু তারা তাদের বিভিন্ন ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে রুজু করার পরিবর্তে রুজু করতো ইহুদী সরদার ও তাদের আদালতসমূহে। অথচ যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তারা ঈমানের দাবীদার ছিল তাঁদের তরফ থেকে এই স্পষ্ট নির্দেশ নাযিল হয়েছিল যে, তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করাই হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের অপরিহার্য দাবী। এ প্রত্যাখ্যান ছাড়া ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এরা এ দুটিকেই একত্র করে ফেলতে চাইতো। আর শয়তান তো এটাই চায় যে, সে তাদেরকে সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে এতো দূরে নিক্ষেপ করবে যাতে সৎপথ পাবার কোনো সম্ভাবনাই তাদের জন্য অবশিষ্ট না থাকে।

মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে হুশিয়ারী

বলা হয়েছে, আজ তো তাদের অবস্থা এই যে, তাদের যখন বলা হয়, তোমরা তোমাদের মামলা মোকদ্দমা আল্লাহ ও রাসূলের সমীপেই পেশ করো—ঈমানের দাবীও এটাই। তখন তারা কোনো না কোনো অজুহাতে পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু সে সময় কি উপায় হবে যখন তাদের এ সকল অপকর্মের ফলশ্রুতি স্বরূপ তাদের ওপর নেমে আসবে চরম দুর্দিন। সেদিন পালিয়ে তারা তোমাদের কাছে আসবে। কসমের পর কসম খেয়ে তারা তোমাদের বিশ্বাস জন্মাবে যে, তারা যা কিছু করতো, কোনো খারাপ নিয়তে করতো না বরং কল্যাণকর ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই করতো।

মুনাফিকদের কর্মকৌশল

যে মুসিবত আসার কথা এখানে বলা হয়েছে, পরবর্তীকালে তা যথারীতি এসেছিল। ইসলাম যখন শক্তি সঞ্চয় করলো আর ইহুদীদের রাজনৈতিক শক্তি সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়লো তখন মুসলমানদের এ আদেশ দিয়ে দেয়া হলো যে, এখন থেকে তারা যেন মুনাফিকদের ব্যাপারে ক্ষমা সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী ও উপেক্ষার নীতি পরিবর্তন করে নেয়। তাই মুসলমানরা তাদের কর্মনীতি পাল্টে দিল এবং প্রতি পদক্ষেপে মুনাফিকদের যাচাই পরখ করতে শুরু করলো। এ পরিস্থিতিতে মুনাফিকরা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লো। ইহুদীদেরও এতটা প্রভাব প্রতিপত্তি বর্তমান ছিল না যে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে, আর মুসলমানরাও প্রস্তুত ছিল না যে, তাদের প্রতারণার জালে আটকা পড়বে। তাদের অবস্থা হয়ে পড়লো না ঘরকা না ঘাটকা। ফল দাঁড়ালো এই যে, মুনাফিকরা একের পর এক পালিয়ে মহানবী স.-এর খেদমতে আসতে লাগলো। এসে তারা কসমের পর কসম খেয়ে তাঁকে এ নিশ্চয়তা দেয়ার চেষ্টা করতো যে, এ যাবত তারা ইহুদীদের সাথে যে সম্পর্ক সম্বন্ধ রেখেছিল এবং কখনো কখনো নিজেদের মামলা মোকদ্দমায় তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিত তাতে কোনো খারাপ নিয়তের দখল ছিল না। এতে বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিছক মুসলমানদের উপকার করা। মুসলমান ও ইহুদীদের মাঝে যে মতান্তর ও বিদ্বেষ পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও ব্যবধান

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে দিয়েছিল তা যেন আরো বিস্তৃত না হয় তা-ই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এভাবে তারা তাদের মুনাফিকী আচরণকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মৈত্রীবন্ধনের আড়ালে গোপন করার চেষ্টা করতো। এটাকে তারা ইহসান উদারতা ও মহানুভবতা ও তাওফীক সমন্বয় ও সহাবস্থান ইত্যাদি চিত্তাকর্ষক শব্দে ব্যক্ত করত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ার পর তাদের এ কথামালা রচনা করার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে গেল। কাজেই এ সূরাতেও পরবর্তী পর্যায়ে এবং সূরা বারাআতে (তাওবা) সবিস্তারে মুনাফিকদের চেহারার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দেয়া হয় এবং তাদের মুখ লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

একটি রাজনৈতিক সূক্ষ্ম বিষয়

এ থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, প্রতিপক্ষ শক্তিসমূহের সাথে বিরোধ বা উদারতা প্রদর্শনের নীতি কৌশল নির্ধারণ করা উম্মতের কর্তৃত্বশীল ও নেতৃস্থানীয় লোকদেরই দায়িত্ব সাধারণ জনগণের কোনো ক্ষুদ্র অংশের নয়। কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যদি কোনো প্রতিপক্ষ শক্তির সাথে যুদ্ধরত থাকে আর জনসাধারণের কতক ব্যক্তির পক্ষ থেকে মুহাব্বতের ও বিশ্বস্ততার হাত বাড়িয়ে দেয়া হয় আর নাম দেয়া হয় কল্যাণ কামনা ও পারস্পরিক সম্প্রীতির প্রচেষ্টা, তবে তা হবে প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার অকল্যাণ কামনা ও স্পষ্ট মুনাফিকী।

মুনাফিকদের অন্তরের আসল গোপন রহস্য

শেষে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন কি রয়েছে তাদের অন্তরে। তিনি এও জানেন উম্মাতের কল্যাণ কামনা এবং মৈত্রী ও সহযোগিতা সৃষ্টি করার উদ্দীপনা সঞ্জাত তৎপরতা নাকি তাদের মুনাফিকী ও তাগুত পূজা জনিত কূটিলতা যা তাদের ইসলামের প্রতি একাগ্র ও একনিষ্ঠ হতে দিচ্ছে না। এবং তারা তাদের অন্তরে এ আকাঙ্ক্ষা লালন করে চলেছে যে, এ দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতি ইহুদী ও কাফিরদের বিজয় লাভের আকারে প্রকাশ পাবে—অতপর তাদের মুনাফিকী সুলভ নীতি-কৌশলই কার্যকর বলে প্রমাণিত হবে। বলা হয়েছে, তাদের এ কর্মতৎপরতাকে উপেক্ষা করো, ভালো ও মন্দ তাদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দাও এবং তাদের জন্য যা ভালো সে সম্পর্কে তাদের এরূপ ভঙ্গীতে অবহিত ও অবগত করে দাও যে, তাদের শ্রবণশক্তি খুলে যায় এবং কথা তাদের অন্তরে বসে যায়।

فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ الاية ঃ এতে যে ধমকী রয়েছে, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِىٓ أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ঃ এতে তা আরো বেগবান ও প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে। অর্থাৎ এরা এদের মুনাফিকী আচরণের জন্য যে অজুহাত সৃষ্টি করে চলেছে, আল্লাহ তার গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন। তাই যাবতীয় ব্যাপার তোমরা আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দাও এবং এখন এদের উপেক্ষা করে চলো। অবশ্য তাদের ভাল ও মন্দ উত্তমরূপে বুঝিয়ে দাও যে, এরা যে খেলা খেলছে এটা খোদ তাদের জন্যই ভবিষ্যতে অত্যন্ত ভয়াবহ বলে প্রমাণিত হবে। ওয়াজ শব্দটি সম্পর্কে আমরা অন্যত্রও লিখেছি যে, আরবীতে এ শব্দটি ধমকী ও সতর্কীকরণের অর্থও বহন করে।

www.pathagar.com

قَوْلًا بَلِيغًا-এর অলংকার

وَقُلْ لَّهُمْ فِىٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيغًا ঃ এতে فِىٓ اَنْفُسِهِمْ শব্দদ্বয় এ সত্যকে প্রকাশ করছে যে, তাদের নিকট এ গূঢ়তত্ত্ব স্পষ্ট করে দেয়া হোক যে, এ উপদেশ খোদ তাদের জন্যই ভাল। তাদের আচরণের ফলে ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না। আল্লাহই তাঁর দীনের হেফাজতের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে ছাড়বে। قَوْلًا بَلِيغًا -এর শব্দদ্বয় এ সত্যকেই প্রকাশ করছে যে, এক্ষণে উপদেশের ভঙ্গী ও ধরন হওয়া উচিত এমন যা শ্রবণশক্তিকে উদ্দীপ্ত করবে ও মর্মকে স্পর্শ করবে। এরা তো রীতিমত বধির ও অথর্ব লোক তাই ভদ্রজনোচিত উপদেশ তাদের ওপর কোনো প্রভাব জমাতে পারছে না।

নবী স.-এর উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ দানের কারণ হলো, তিনি যদি কারো কোনো ভুল-ত্রুটির ওপর পাকড়াও করতেন, তবে দয়া সহানভূতির আতিশয্যে তিনি অতীব কোমল ও ভদ্রজনোচিত উপায়ে তার প্রতি ইঙ্গিত করতেন। যদিও মহানবী স.-এর ন্যায় মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বের জন্য এটাই ছিল শোভন এবং যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের জন্য এতটুকুন ইঙ্গিতই যথেষ্ট হয়ে যেত, কিন্তু মুনাফিকরা এহেন উচ্চতর ভদ্র আচরণের যোগ্য ছিল না এবং এর মূল্যায়ন করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। বরং এ থেকে তারা অন্যায় ফায়দা নিত এবং দিন দিন তারা তাদের অপকর্মে অধিকতর দুঃসাহসী হয়ে উঠছিল। এ কারণে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, এক্ষণে এদের সাথে আর কোমল আচরণ করার সুযোগ নেই। বরঞ্চ সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের সতর্ক করে দেয়া এবং তাদের সৎকর্মপরায়ণ ও অসৎকর্মপরায়ণ লোকদের সম্পর্কে তাদের ভালোরূপে জানান দেয়া সময়ের অনিবার্য দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন এরা নিজেদের সামলে নিতে চাইলে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বেই নিজেদের সামলে নিতে পারে।

আয়াত ঃ ৬৪-৬৫

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○ فَلَا
وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

রাসূলের প্রকৃত মর্যাদা

এখানে রাসূলের প্রকৃত মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শুধু রাসূল হিসেবে মেনে নেয়ার জন্যই রাসূলের আগমন ঘটে না। বরং আনুগত্য করার জন্যই এসে থাকেন রাসূল। তিনি শুধু ভক্তি শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু হন না ; তিনি হয়ে থাকেন আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর মর্যাদা স্রেফ ওয়াজকারী ও উপদেশ প্রদানকারীর মর্যাদা নয় ; বরঞ্চ তাঁর মর্যাদা এমন এক পথপ্রদর্শকেরও যার আনুগত্য করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁকে

www.pathagar.com

এজন্যই আদিষ্ট করেন যেন মানুষ সর্ববিষয়ে তাঁর হুকুম ও বিধানের আনুগত্য করে। কারণ তাঁর আনুগত্যই মূলত পরোক্ষভাবে আল্লাহর আনুগত্য। যারা রাসূলকে মান্য করার দাবি করে কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে অথবা তা থেকে নিজেদের মুক্ত ও স্বাধীন রাখতে আগ্রহ পোষণ করে তাদের ঈমানের দাবি মিথ্যা।

এখানে 'আল্লাহর অনুমতিক্রমে'-এর শর্ত এটাই প্রকাশ করেছে যে, প্রকৃত সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু তিনি স্বীয় অনুমতিক্রমে তাঁর রাসূলকে এ মর্যাদা দান করেন যে, তিনি লোকদেরকে আল্লাহর আদেশ নিষেধ সম্পর্কে অবহিত করবেন। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁকে ভুল-ত্রুটি থেকে হেফাজত করেন। তাই রাসূল আল্লাহর আইনগত শরঈ বিধানের সার্বভৌমত্বেরই মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকেন এবং তাঁর ওপর ঈমান আনা ও একই সাথে সর্বান্তকরণে তাঁর আনুগত্য করা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর আনুগত্যের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূল স. আল্লাহর শরঈ সার্বভৌমত্বের প্রতীক

এটা তো স্পষ্ট যে, রাসূল যখন আল্লাহর আইনগত ও শরঈ বিধানের প্রতীক তখন কোনো ঈমানদারের জন্য এ অবকাশ থাকতেই পারে না যে, সে রাসূলের আদালত ছেড়ে নিজের কোনো মামলাকে ফায়সালার জন্য তাগুতের আদালতে নিয়ে যাবে। যে এরূপ করবে সে নিজের ওপর বড়ই যুলুম করবে। কারণ এটা তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান করা এবং পরোক্ষভাবে শিরক ও কুফরীতে নিমজ্জিত হওয়ারই নামান্তর। কাজেই যেসব মুনাফিক নিজেদের মামলা ইহুদীদের আদালতে নিয়ে যেত, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে তাদের জন্য তার সংশোধন ও তার অশুভ পরিণাম থেকে মুক্তি লাভ করার একমাত্র উপায় এটাই হতে পারে যে, তারা রাসূলের খেদমতে হাযির হয়ে নিজের ভুলের স্বীকৃতি দেবে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী হবে এবং রাসূলও তাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করার মাধ্যমে সুপারিশ করবেন। একমাত্র এ উপায়েই মহান আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন এবং তাদের প্রতি রহমত করবেন। বস্তুত এতদ্ভিন্ন এর ক্ষতিপূরণের দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

গোপনে ও প্রকাশ্যে রাসূলের আনুগত্য ঈমানের মৌলিক শর্ত

এরপর মহান আল্লাহ তাঁর সত্তার শপথ করে বলেছেন, এরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যকার যাবতীয় মতভেদের ব্যাপারে আপনাকেই একমাত্র বিচারক মেনে না নেবে ততক্ষণ তারা মু'মিনই হতে পারবে না। শুধু তাই নয়, একই সাথে তাদের মাঝে এ মানসিক পরিবর্তনও সৃষ্টি হতে হবে যে, তারা বিনা দ্বিধায় সর্বান্তকরণে আপনার ফায়সালা মেনে নেবে এবং কোনোরূপ ব্যতিক্রম ও সংরক্ষণ ছাড়া নিজেদেরকে আপনার নিকট সোপর্দ করে দেবে। রাসূলের আনুগত্য খোদ আল্লাহর আনুগত্যেরই সমার্থক। তাই স্রেফ বাহ্যিক আনুগত্যের দ্বারাই তার হক আদায় হতে পারে না। অন্তরের আনুগত্যও তার জন্য শর্ত ও অপরিহার্য।

www.pathagar.com

এখানে فَلَا وَرَبِّكَ এ কসমের প্রেক্ষাপটও বিবেচ্য ও লক্ষণীয়। এর দ্বারা রাসূল স.-এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন আনুগত্যের তাকিদই উদ্দেশ্য নয়, বরং ৬২ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত মুনাফিকদের মিথ্যা কসমের সাথে সত্য কসমকেও প্রত্যাখ্যান করা উদ্দেশ্য। তাছাড়া وَرَبِّكَ-এর সম্বোধনে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে নবী স.-এর জন্য রয়েছে বিশেষ অনুগ্রহধন্য সান্ত্বনা। এতে যে অলংকার রয়েছে তার স্বাদ আস্বাদন তো তারাই করতে সক্ষম, ভাষার ওপর যাদের রয়েছে বিশেষ পাণ্ডিত্য, কলম তা ব্যক্ত করতে অক্ষম ও অপারগ।

রাসূলের ক্ষমা প্রার্থনা শাফাআতের শামিল

فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ঃ এতে তাদের জন্য রাসূলের ক্ষমা প্রার্থনার যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তাতে দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো, রাসূলের এই ক্ষমা প্রার্থনা তাদের জন্য এ দুনিয়ায় শাফাআতের মর্যাদাভুক্ত—যদ্বারা তাদের উক্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবার আশা রয়েছে, অপরটি হলো, রাসূলের আদালত বিদ্যমান থাকাকালীন তাদের তাগুতের নিকট বিচার ফায়সালা নিয়ে যাওয়া সরাসরি রাসূলের অপমান বৈ নয়। এজন্যই রাসূলের সন্তুষ্টি ও তাঁর দোয়া হাসিল করা তাদের জন্য হয়ে পড়েছে অপরিহার্য। মুনাফিকরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করতো তাহলে রাসূলের বরকত দ্বারা ধন্য হওয়ার বড়ই সুযোগ ছিল তাদের। কিন্তু তাদের অনেকেই এ সুযোগের কোনো মূল্যায়ন করেনি। যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ পরবর্তীতে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেন। সূরা মুনাফিকুনে তার উল্লেখ হয়েছে এভাবে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

"আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা এসো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয়। আর আপনি তাদের দেখবেন যে, তারা অহংকারের সাথে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করেন উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তো পাপাচারী লোকদের হেদায়াতের তাওফিক দান করেন না।"–সূরা মুনাফিকূন ঃ ৫-৬

আয়াত ঃ ৬৬-৭০

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِاخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۝

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۙ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ○

মুনাফিকদের মৌলিক দুর্বলতা

এক্ষণে মহান আল্লাহ মুনাফিকদের মুনাফিকীর প্রকৃত কারণের ওপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, এরা দাবির দিক থেকে তো খাঁটি ইসলামের দাবিদার হয়ে বসেছে কিন্তু জাহিলিয়াতের পূর্বেকার সম্পর্ক সম্বন্ধের বেড়াজাল থেকে এখনো তারা মুক্ত হতে পারেনি। এখনো পর্যন্ত বংশ, ভ্রাতৃত্ব, গোত্র ও সম্প্রদায়গত শৃংখলে তারা আবদ্ধ রয়েছে। মাতৃভূমি ও ভূখণ্ডের সম্পৃক্ততাও ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, এ কারণে এরা সামনের দিকে অগ্রসর হবার পরিবর্তে পেছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। অথচ সর্বপ্রকার শৃংখলকে ছিন্ন করে শুধু আল্লাহর জন্য উঠে দাঁড়ানোই তো ইসলামের সর্বপ্রথম দাবি যেমনটি উঠে দাঁড়িয়েছে প্রথম দিকের মুহাজিররা।

সত্যপ্রীতির আসল দাবি

স্মরণ রাখতে হবে যে, এসব মুনাফিক প্রধানত ইহুদী ও মদীনার আশপাশের গোত্রগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ইসলামের ক্রম অগ্রসরমান শক্তি দেখে এরা নিজেদের ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু—যেমনটি ওপরে বলা হয়েছে—এরা ইহুদীদের ও নিজেদের গোত্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেও আগ্রহী ছিল। একই উদ্দেশ্যে এরা নিজেদের মামলা মোকদ্দমা নিয়েও তাদের শরণাপন্ন হতো। কুরআন তাদের এ দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। কুরআন বলেছে, এদেরকে আপন জনদের সাথে লড়বার ও নিজেদের ভিটে-মাটি ছেড়ে মুসলমানদের সাথে এসে মিলিত হবার নির্দেশ দেয়া হলে উক্ত জিহাদ ও হিজরতের জন্য এদের মধ্য থেকে হাতে গোণা কয়েকজনকেই শুধু প্রস্তুত পাওয়া যাবে। اقتلوا انفسكم -এর তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা সূরা আল বাকারার ৫৪ নম্বর আয়াত ও সূরা আন নিসার ২৯ নম্বর আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে যা লিখেছি তার ওপর আরেকবার নজর বুলিয়ে নিন। জিহাদ—সেতো আপন প্রকৃতির দিক থেকেই এক কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু এ তলোয়ার যখন এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কযুক্ত কারো বিরুদ্ধে উত্তোলন করার প্রশ্ন আসে, যাদের প্রতি সমমর্মিতা সহযোগিতার উদ্দীপনা সমগ্র সত্তায় সঞ্চারিত থাকে। তখন এ পরীক্ষা আরো কঠিনতর হয়ে যায়। কারণ তখন তো ব্যাপার এমন হয়ে দাঁড়ায় যেন নিজের গলদেশেই তলোয়ার চালনা করতে হচ্ছে। কিন্তু ইসলাম হকের মোকাবিলায় রক্ত ও বংশের কোনোই গুরুত্ব দেয় না। এজন্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততার পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ঈমানদারদের এ স্তরও অতিক্রম করতে হয়। এ সুবাদেই ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে, ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে মামার তরবারি ভাগ্নের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে ও ভাতিজার তরবারি চাচার বিরুদ্ধে খাপমুক্ত হয়ে পড়ে এবং জাহিলী যুগের অহমিকাজাত সকল সম্পর্ক-সম্বন্ধ হকের মুকাবিলায় সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন হয়ে যায়।

ইসলামের এ গূঢ় তত্ত্বের প্রতি এখানে উক্ত মুনাফিকদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এরাও যদি নিজেদের বংশ ও গোত্র এবং ঘর-সংসারের সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত ও একাগ্র একনিষ্ঠ হয়ে সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের সমাজ সংস্থায় একাত্ম হয়ে যায় তবে তা তাদেরই পক্ষে কল্যাণকর। ইসলামের ওপর নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেও এটা হবে অত্যন্ত কার্যকর। খারাপ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে এরা যখন পবিত্র পরিবেশে পৌছুবে তখন তাদের দুর্বলতাগুলো দূর হয়ে যাবে। এরাও তখন ইসলামের প্রাণোৎসর্গী লোকদের সাথে মিলিত হয়ে আল্লাহর একান্ত বিশ্বস্ত ও হকের খেদমত গুযার বান্দা হতে পারবে।

হিজরত ও জিহাদের বরকত

এরপর তাদের উৎসাহ দান করার জন্য বলা হয়েছে, তারা যেন এটাকে কোনোরূপ ধ্বংস ও আত্মহত্যার পথ মনে না করে। তারা যদি আল্লাহর জন্য নিজেদের ভিটে-মাটি ছেড়ে যায় তাহলে আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তাদের দান করবেন মহা পুরস্কার এবং সরল সঠিক পথের সন্ধান দানেও তিনি তাদের ধন্য করবেন। যারা সবকিছুকে বর্জন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের জন্য কৃতসংকল্প হয় তারা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দা—তারাই নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার লোকদের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব লাভ করে থাকে। আর যারা উক্ত পবিত্র লোক সমষ্টির সাহচর্য ও বন্ধুত্ব লাভ করবে তারা কতই না সৌভাগ্যবান! এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। আর আল্লাহ এ বিশেষ অনুগ্রহের হকদার লোকদের সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন। যারা এ বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করার জন্য হিজরত ও জিহাদের অগ্নি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে তাদের নিশ্চিত থাকা উচিত যে, আল্লাহ তাদের এ জীবনবাজি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছেন।

২৪. পরবর্তী আলোচনা : ৭১-৭৬ আয়াত

উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়ের ওপরও আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের প্রতি সম্বোধন হলেও পর্যালোচনা করা হয়েছে মূলত উপরোক্ত মুনাফিকদের কর্মনীতির ওপরই। অর্থাৎ এরা তো ইসলামের দাবি করে, কিন্তু এ পথে কোনোরূপ আঘাত বরদাশত করতে এবং হিজরত ও জিহাদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত নয়।

প্রথমে মুসলমানদের জিহাদের জন্য প্রস্তুত হবার ও যুদ্ধাভিযানে নেমে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে, যদি দলগতভাবে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধাভিযানে অবতীর্ণ হবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সম্মিলিতভাবেই বেরিয়ে পড়। আর যদি ছোট ছোট দল ও পল্টন আকারে বেরিয়ে পড়ারই প্রেক্ষাপট হয় তাহলে ছোট ছোট দল ও পল্টন আকারেই বেরিয়ে পড় ও আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এরপর মুনাফিকদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা নিজেরাও দুর্বল এবং অন্যদেরও দুর্বল করার চেষ্টা করে। তাদের অবস্থা এই যে,

www.pathagar.com

তোমরা কোনো ক্ষতি বা দুর্ভোগে পতিত হলে এরা আনন্দে আপ্লুত হয়। তখন তারা বলে, চমৎকার হয়েছে, আমরা ঐ বাহিনী বা দলে শামিল হইনি। পক্ষান্তরে তোমাদের কোনো সফলতা অর্জিত হলে হিংসা বশত বলে ওঠে, হায়; আমরাও যদি ঐ বাহিনী বা দলে শামিল হতাম তবে তো আমরাও তাদের প্রাপ্ত গণিমতের মালের অংশীদার হতে পারতাম।

অতপর জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তাঁর মহাপুরস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন এবং একই সাথে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তখনকার সময়ের দাবি অনুযায়ী জরুরী বিষয়াদির প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। সে প্রয়োজন ছিল এই যে, বিভিন্ন স্থানে মুসলমান পুরুষ, নারী ও শিশুরা কাফিরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তারাই ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাদের হাতে নানাভাবে যুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। তাদের এ নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ফরিয়াদ করছিল। তাদেরকে যুলুম নির্যাতনের হাত থেকে উদ্ধার করা ছিল এক মহান মানবিক ও ইসলামী দায়িত্ব।

এরপর মুসলমানদের জিহাদ ও কাফিরদের যুদ্ধের মধ্যেকার পার্থক্য স্পষ্ট করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর পথে আর কাফিরদের যুদ্ধ হয়ে থাকে শয়তানের পথে। শয়তান যত চক্রান্তজালই বিস্তার করুক না কেন, আল্লাহর মুকাবিলায় তার যাবতীয় চক্রান্তই ব্যর্থ প্রমাণিত হতে বাধ্য। সবশেষে বিজয় ও সাফল্য তাদেরই পদচুম্বন করবে যারা আল্লাহর দীনের সাহায্য করার জন্য ময়দানে নেমেছে। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا ﴿٧١﴾
وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ
عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَٰبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ
لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌ يَٰلَيْتَنِى كُنتُ
مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ
ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ
يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ
ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ

www.pathagar.com

رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ
وَلِيًّا ۚ وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ
فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

৭১. হে ঈমানদাররা! তোমরা সদা সতর্কতা অবলম্বন করো, অতপর জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অথবা অগ্রসর হও একসাথে সম্মিলিতভাবে। ৭২. আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা গড়িমসি করবেই ; আর তোমাদের ওপর কোনো বিপদ মুসিবত আপতিত হলে বলবে সত্যিই আল্লাহ আমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন, কেননা আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না। ৭৩. আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে কোনো অনুগ্রহ আসে তখন এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোনো সখ্যতার সম্পর্কই ছিল না। "হায় ; আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।" ৭৪. সুতরাং যারা আখেরাতের বিনিময়ে এ পার্থিব জীবন বিক্রি করে দেয় তারা যেন অবশ্যই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী হোক অবশ্যই আমি তাকে দান করবো মহা পুরস্কার

৭৫. আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করছো না আল্লাহর পথে এবং সেসব অসহায় দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের জন্য যারা ফরিয়াদ করছে এই বলে—হে আমাদের পরোয়ারদেগার! এ জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও। এখানকার অধিবাসীরা ভয়ানক অত্যাচারী! আর তোমার তরফ থেকে আমাদের জন্য কাউকে সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।

৭৬. যারা ঈমান এনেছে তারা তো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে। নিশ্চিত জেনো, শয়তানের চক্রান্ত আসলেই অত্যন্ত দুর্বল।

২৫. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৭১-৭৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا ۝ وَإِنَّ مِنكُمْ

لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ○ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

حذر শব্দের বিশ্লেষণ

حذر শব্দের মূল অর্থ কোনো ভয়ের বস্তু ও বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষা করা। অতপর স্বীয় এ অর্থ থেকে আপন বলয় সম্প্রসারিত করে শব্দটি ঐসব সাজ-সরঞ্জামের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে যা যুদ্ধে শত্রু হামলা থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন বর্ম, ঢাল এবং শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি। এর বিশেষ ব্যবহার তো আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র ও উপকরণের জন্যই কিন্তু স্বীয় সাধারণ ব্যবহারে এটি ঐসব অস্ত্র-শস্ত্রের বেলায় ব্যবহৃত হয় যা হামলার কাজে এসে থাকে। যেমন তীর, তোপ, বন্দুক, তলোয়ার ইত্যাদি। এখানে শব্দটি তার সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। এর ওপর আরো আলোচনা বক্ষমান সূরার ১০২ নম্বর আয়াতের তাফসীরে সামনে আসছে। এখানে এর সাধারণ ও বিশেষ উভয় প্রকার ব্যবহার কুরআন নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছে।

ثبات শব্দের অর্থ

ثبات শব্দটি ثبة-এর বহুবচন। ثبة-এর অর্থ অশ্বারোহীদের দল, ছোট দল ও গুচ্ছ।

আরব দেশে যুদ্ধের দুটি পদ্ধতি প্রসিদ্ধ ছিল। একটি হলো সুসজ্জিত বাহিনীর আকারে ব্যূহ রচনা। দ্বিতীয়টি হলো ঐ পদ্ধতি যা গেরিলা যুদ্ধে অবলম্বন করা হয়। অর্থাৎ ছোট ছোট দল ও পল্টুন আকারে শত্রুর ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালানো, এখানে ثبات শব্দ দ্বারা এ পদ্ধতির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুসলমানরা এ দুটি পদ্ধতিই ব্যবহার করেছে। মহানবী স. সুসজ্জিত বাহিনীর মাধ্যমেও অভিযান পরিচালনা করেছেন। আবার বিভিন্ন সময়ে সারিয়া বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীও প্রেরণ করেছেন।

بَطَا يُبَطِّىُ-এর অর্থ

بَطَا يُبَطِّىُ-এর অর্থ শিথিল বা মন্থর হয়ে পড়া, অলস হয়ে যাওয়া ও পেছনে পড়ে যাওয়া। একই সাথে এর অর্থ অন্যকে অলস ও অবসন্ন করে দেয়াও। লিসানুল আরব গ্রন্থে রয়েছে ঃ بطا فلان بفلان اذا ثبطه অর্থাৎ অমুক অমুককে অলস ও কাপুরুষ ও হীনবল বানিয়ে দিয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে ঃ مَنْ بَطَا به عمله لم يسرع به نسبه অর্থাৎ যার আমল তাকে পশ্চাদবর্তী করে দেয় তার বংশ তাকে অগ্রবর্তী করে দিতে পারবে না।

www.pathagar.com

এখানে মুসলমানদেরকে সামগ্রিক ও সামষ্টিকভাবে সম্বোধন করে অস্ত্রসজ্জিত হবার ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যদি ছোট ছোট দল বা ক্ষুদ্র বাহিনীর আকারে শত্রুদের ওপর অতর্কিত হামলা চালাবার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তার জন্যই বের হও আর যদি সুসজ্জিত হয়ে সম্মিলিত আকারে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে তবে তাতেও পিছপা হবে না।

মুনাফিকদের কাপুরুষতা ও মুসলমানদের সফলতার ওপর ওদের হিংসা

এরপর বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমনও রয়েছে যারা নিজেরাও যুদ্ধ থেকে পালিয়ে বেড়ায়, অন্যদেরও মনোবল ভেঙ্গে দেয়, তাদের অবস্থা এই যে, কোনো যুদ্ধে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারা আনন্দিত হয়। আনন্দিত হয় এই ভেবে যে, আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়েছেন যে, এ যুদ্ধে আমরা তাদের সাথে শরীক হইনি। পক্ষান্তরে তোমাদের সফলতা অর্জিত হলে তারা বিদ্বেষ প্রসূত উক্তি করে। তারা বলে "হায়! আমরাও যদি এতে শামিল হতাম! তাহলে তো আমরাও প্রচুর গনীমতের মাল অর্জন করতে পারতাম! একথাটির সাথে كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ অংশটুকু এ উক্তিকারী লোকদের আভ্যন্তরীন মনোভাবের চিত্র তুলে ধরছে। এর তাৎপর্য এই যে, এরা যদি নিজেদের দুর্ভাগ্য বশত কোনো যুদ্ধে শামিল হতে না পারে তাহলে ঈমানী ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের নিম্নতম দাবি তো এটাই যে, মুসলমানদের সাফল্যে এরা আনন্দিত হতো এই ভেবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দীনী ভাইদের বিজয়দানে ধন্য করেছেন। কিন্তু তারা এতে মোটেই আনন্দিত হতো না। বরং শত্রুপক্ষের সফলতা অর্জনে মানুষ যেরূপ অন্তর্জ্বালা অনুভব করে যে তারা তাতে অংশীদার হতে পারলো না; তদ্রূপ এরাও এ সফলতাকে নিজেদের নয়, বরং শত্রুপক্ষের সফলতা বিবেচনা করে আর নিজেদের বঞ্চনার জন্য মাথা কুটে মরে। ভাবখানা এই যে, যেন ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই।

আয়াত ঃ ৭৪

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ط وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ٥

شرى يشرى-এর অর্থ

اَلَّذِيْنَ শব্দটি এখানে কর্ম হিসেবে নয় বরং কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং شَرٰى يَشْرِىْ এখানে বিক্রি করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ – "আর তারা ইউসুফকে বিক্রি করে দিল অতি অল্প মূল্যে সামান্য কয়েক দিরহামে; বলাবাহুল্য তারা তার প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে ছিল অনবহিত।" দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় মানে পার্থিব জীবনকে আখেরাতের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে।

www.pathagar.com

আল্লাহর পথে জিহাদের যোগ্য কারা ?

আয়াতের তাৎপর্য এই যে, এ মুনাফিকরা তো স্রেফ যুদ্ধের গাজী হতে চায় যাতে কিনা শরীর থেকে কিঞ্চিত রক্তও ঝরবে না ওদিকে খাঞ্চা ভর্তি গনিমতের মালও হস্তগত হবে। বস্তুত আল্লাহর দীনের জন্য এরূপ তথাকথিত গাজীর কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর দীনের জন্য তো এরূপ লোক দরকার যারা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বদ্ধপরিকর হবে ; যারা আখেরাতের জন্য দুনিয়া বিসর্জন দেবে। যারা দুনিয়া বর্জন করে একমাত্র আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য জিহাদ করবে—অতপর নিহত হোক বা বিজয়ী হোক— উভয় অবস্থায়ই তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। বাকী থাকলো ঐসব লোক যারা লাইলীর তরফ থেকে দুধের পেয়ালা কখন পাবে তার জন্য মজনু হয়ে রয়েছে—কলিজার খুন ঝরাবার কোনো ব্যাকুলতা নেই—তা এহেন মজনুদের এখানে কোনোই প্রয়োজন নেই।

আয়াত ঃ ৭৫

وَمَا لَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا لا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○

وَمَا لَكُمْ -"তোমাদের কি হলো"। এ বাকভঙ্গী কোনো কাজে উৎসাহিত করা ও আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। مُسْتَضْعَف মানে মযলুম, নিরুপায় ও অক্ষম। مُسْتَضْعَف-এর عطف করা হয়েছে فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর ওপর। আর এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহর দীনের জন্য নির্যাতিত হয় তাদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করা আল্লাহর পথে লড়াই করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আমরা সূরা আল বাকারার তাফসীরে এটা স্পষ্ট করেছি যে, ইসলামী জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার বুক থেকে ফিতনার (Persecution) মূলোৎপাটন। قَرْيَة শব্দের দ্বারা এখানে শুধু মক্কা শরীফকে বুঝার কোনো কারণ নেই। আয়াত নাযিল হওয়াকালীন সময়ে মক্কা ছাড়া অন্যান্য জনপদও ছিল, সেখানকার অনেক পুরুষ-নারী ও শিশু মুসলমান হয়েছিল। আর তারা তাদের কাফির অভিভাবক বা স্বীয় গোত্রের দুর্দান্ত কাফির নেতৃবৃন্দের যুলুম নির্যাতনের শিকার ছিল। مِنْ لَّدُنْكَ শব্দ ব্যবহারের যে প্রেক্ষাপট, তার দ্বারা এটাই প্রকাশ পায় যে, বাহ্যিক পরিস্থিতি তো সম্পূর্ণ প্রতিকূল। কোনো দিক থেকেই কোনোরূপ আশার আলো পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কিন্তু মহান আল্লাহ স্বীয় কুদরত ও অনুগ্রহ দ্বারা যদি কোনো পথ খুলে দেন তবে মুক্তির আশা সুদূর পরাহত নয়।

জিহাদের একটি অন্যতম উদ্বোধক

অর্থাৎ তোমরা ঐসব পুরুষ, নারী ও শিশুদেরকে কাফিরদের যুলুম নির্যাতন থেকে উদ্ধার করার জন্য কেন ময়দানে নামছো না যারা কাফিরদের মাঝে অসহায় অবস্থায় পরিবেষ্টিত এবং তাদের থেকে বেরিয়ে এসে তোমাদের সাথে মিলিত হবার কোনো উপায় খুঁজে

www.pathagar.com

পাচ্ছে না ? যাদের অবস্থা এই যে, দিবারাত্র তারা অত্যন্ত পেরেশানীর সাথে এই বলে ফরিয়াদ করছে যে, হে আমাদের পরোয়ারদেগার ! আমাদেরকে এই অত্যাচারী জনপদ থেকে বের করো এবং গায়েব থেকে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি সৃষ্টি করে দাও এবং গায়েব থেকে আমাদের সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।

৭৫ নম্বর আয়াতের ইঙ্গিতসমূহ

উক্ত আয়াত থেকে কতিপয় জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে ঃ

এক. অত্যাচারী কাফিররা অসহায় মুসলমানদের ওপর খোদ তাদের মাতৃভূমিকে এত সংকীর্ণ করে দিয়েছিল যে, ঐ মাতৃভূমিই তাদের চিবিয়ে খাচ্ছিল। মাতৃভূমির মুহাব্বত একটা স্বভাবজাত ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও তারা তার প্রতি এতই বিরূপ ছিল যে, তাকে তারা অত্যাচারী লোকদের জনপদ বলে অভিহিত করছে। অধিকন্তু উক্ত জনপদের সাথে তাদের কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখাও নিজেদের জন্য পসন্দ করছিল না।

দুই. কারো মাতৃভূমি ততক্ষণ পর্যন্তই মাতৃভূমির মর্যাদা রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে তাদের দীন ও ঈমানের নিরাপত্তা বর্তমানে থাকে। দীন ও ঈমানের নিরাপত্তা বর্তমান না থাকলে তা মাতৃভূমি নয়, তা হচ্ছে রক্তপিপাসু হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আস্তানা, বিষাক্ত সাপ ও অজগরের আবাসস্থল এবং শয়তানের কেন্দ্রস্থল।

তিন. ঐ সময় অবস্থা এতটাই হতাশাব্যঞ্জক ছিল যে, বাহ্যত মযলুম মুসলমানদের নিষ্কৃতি লাভের কোনো উপায়ই নজরে আসছিল না। সমগ্র ভরসা ছিল একমাত্র আল্লাহর ওপর ; তিনি যদি গায়েব থেকে উপায় বের করে দেন তবেই রক্ষা! এহেন কঠিন পরিস্থিতিতেও মুসলমানরা তাদের ঈমানের ওপর ছিল সুদৃঢ়। আল্লাহু আকবর! তাদের মনোবল ছিল কতইনা উচ্চাঙ্গের, তাদের মনোবলের সাথে মুকাবিলা করবে এমন সাধ্য যেন পাহাড়েরও নেই।

চার. কোথাও যদি মুসলমানরা এরূপ যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়ে, যেসব মুসলমান তাদের সাহায্য সহযোগিতা করার সামর্থ রাখে তাদের সবার ওপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়। তারা তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে না আসলে তা হবে সুস্পষ্ট মুনাফিকী।

আয়াত ঃ ৭৬

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ○

طَاغُـــوْت শব্দের ওপর আলোচনা আল বাকারা ও আলে ইমরান উভয় সূরার তাফসীরেই বিবৃত হয়েছে। এখানে কুরআন فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাগুত বলতে শয়তানকে বুঝান হয়েছে।

এই আয়াতটির উদ্দেশ্য ঈমানদারদের উৎসাহ দান ও মনোবল বৃদ্ধি। তাৎপর্য এই যে, ঈমানদারদের যুদ্ধ হয়ে থাকে আল্লাহর পথে, আর আল্লাহ তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে

www.pathagar.com

থাকেন। পক্ষান্তরে কাফিরদের যুদ্ধ হয়ে থাকে শয়তানের পথে আর তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে শয়তান। যেন প্রকৃতপক্ষে মুকাবিলা হয় দয়াবান রহমান ও কুখ্যাত শয়তানের মধ্যে। যেহেতু আল্লাহ শয়তানকে একটা সীমিত পরিমণ্ডলের মধ্যে অবকাশ দিয়েছেন সেহেতু সে তার সহযোগীদের কিছু কূটচাল জানিয়ে ও শিখিয়ে থাকে। তবে আল্লাহর মযবুত কৌশলের মুকাবিলায় সে ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা কি-ইবা করতে পারে ? তাই ঈমানদারদের ওদের ভয় করা উচিত নয়। তারা যদি আল্লাহর হক আদায়ের ক্ষেত্রে কোনোরূপ দুর্বলতা না দেখিয়ে থাকে তাহলে তো সফলতা তারাই অর্জন করবে।

শয়তানের প্রতারণার মধ্যে যে স্বভাবজাত দুর্বলতা নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কে অনত্র যথাস্থানে আলোচনা আসবে। এখানে শুধু এতটুক কথা স্মরণ রাখতে হবে, কোনো কাজের কোনো মযবুত ভিত্তি ততক্ষণ পর্যন্ত স্থাপিত হতে পারে না, যতক্ষণ না তা হকের ওপর ভিত্তিশীল হয়। শয়তানের প্রতিটি কাজের ভিত্তি যেহেতু বাতিলের ওপর হয়ে থাকে সেহেতু তা মযবুত ও সুদৃঢ় হবার প্রশ্নই আসে না।

২৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৭৭-৮৫ আয়াত

অতপর ঐ মুনাফিকদেরই আরো দুর্বলতা ও দুষ্কর্মের বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে যাতে মুসলমানরা তাদের ফিতনা সম্পর্কে অবগত হয়ে যায় এবং তাদের কুমন্ত্রণা ছড়াবার দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি এবং তাওহীদ ও ইসলাম বিরোধী প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে তা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যায়।

সর্বাগ্রে মুনাফিকদের ঐ বিস্ময়কর চিন্তা কর্মনীতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এ যাবত তো এরা নিজেদের ঈমান ও ইখলাসের পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য আগ বাড়িয়ে জিহাদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছিল। মনে হচ্ছিল, এদের প্রত্যেকেই জিহাদের প্রেমে মাতোয়ারা । কিন্তু নবী স.-এর তরফ থেকে তাদের ধৈর্যধারণ ও অপেক্ষা করার জন্য হেদায়াত দেয়া হচ্ছিল যে, এখনো তার সময় আসেনি। এখন নামায ও যাকাত আদায়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে মযবুত ও সুশৃংখল করে তোল। যেন সময় এলে পূর্ণ মু'মিনসুলভ দৃঢ়তা সহকারে আল্লাহর পথে লড়াই করতে পার। কিন্তু এক্ষণে যখন লড়াইয়ের নির্দেশ দিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং আল্লাহ অপেক্ষা মানুষকে বেশী ভয় পাচ্ছে। শুধু তাই নয়। তারা এও অভিযোগ করছে এত শীঘ্র জিহাদের হুকুম কেন দিয়ে দেয়া হলো ?

এরপর তাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, কর্তব্য পালন থেকে পালানো মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কোনো প্রকৃষ্ট উপায় নয়। মৃত্যু তার নির্দিষ্ট সময়ে আসবে। তার সময় যখন এসে যাবে সে প্রতিটি মানুষকে খুঁজে বের করে নেবে—তা সে যতই মযবুত ও সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরেই আত্মগোপন করুক না কেন।

অতপর মুনাফিকদের একটা বিশেষ মানসিক জটিলতার ওপর থেকে পর্দা উন্মোচন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, নবী স. যা কিছুই করেন আল্লাহর হুকুমেই করেন এবং আল্লাহর

www.pathagar.com

দেখানো পথেই করে থাকেন—এতে তাদের আস্থা ও বিশ্বাস নেই। তাই তাদের কোনো সফলতা অর্জিত হলে তার কৃতিত্ব আল্লাহর বলে অভিহিত করে। আর যদি কোনো বিপর্যয় সংঘটিত হয় তবে তাকে তারা পয়গাম্বর স.-এর কৌশলগত ব্যর্থতার ফলশ্রুতি বলে সাব্যস্ত করে। অথচ এটা নিছক তাদের অজ্ঞতা বৈ নয়। ভাল কিংবা মন্দ সবই একমাত্র আল্লাহর মর্জিতেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ বিশ্বজগতে দুটি ইচ্ছা ও মর্জি কার্যকর নয় ; কেবল একই সত্তার মর্জি সর্বত্র সক্রিয়। তবে ব্যাপার হলো এই যে, মন্দ যখন প্রকাশ পায় তখন তা মানুষের কর্মের ওপর বর্তায় ।

এরপর এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, হে রাসূল ! আপনার রিসালাতের ব্যাপারে তাদের যদি কোনো প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বর্তমান থেকে থাকে তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি তো সর্বাবস্থায় নিসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। আর আপনার রিসালাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এক্ষণে আল্লাহর আনুগত্যের একই পথ-আর তাহল মানুষ একমাত্র আপনারই আনুগত্য করবে। যে আপনার আনুগত্য বর্জন করতে চাবে সে বিভ্রান্ত হয়ে যেথা ইচ্ছা যাক। আপনার ওপর তার কোনোই দায়-দায়িত্ব নেই।

অতপর বলা হয়েছে, তাদের দ্বিমুখীপনার অবস্থা এই যে, যখন তারা তোমাদের নিকটে থাকে এবং তাদের আল্লাহর আয়াত ও তাঁর বিধি-নিষেধ শোনাও তখন তারা প্রতিটি কথা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু যখনি তোমাদের নিকট থেকে সরে যায়, তখন কুরআনের বিরুদ্ধে নানারকম গোপন শলা-পরামর্শ করে ও রটনা করে বেড়ায়। কুরআনের যেসব বিষয় তারা তাদের উদ্দেশ্য ও কামনা-বাসনার বিপরীত পায়, সেগুলোকে তাদের গোপন পরামর্শ সভায় সমালোচনা ও আপত্তির লক্ষ বস্তুতে পরিণত করে। একদিকে কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে এবং তা শিরোধার্য করে নেয়ার কথাও প্রকাশ করে। অপরদিকে তার অনেক বিষয়ের বিরোধিতাও করে। যেন তারা কুরআনকে একই সাথে দুটি আকাঙ্ক্ষার দ্রবণ ও মিশ্রণ মনে করে নিয়েছে ; যার কিছু অংশ তো আল্লাহর তরফ থেকে যা তারা মান্য করে আর কিছু অংশ গায়রুল্লাহর তরফ থেকে যার তারা বিরোধিতা করে। অথচ কুরআনের অখণ্ডত্ব, সুসামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ যে, এটি বিভিন্ন ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার লীলাক্ষেত্র নয় বরং এটি একমাত্র সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় সত্তার নাযিলকৃত গ্রন্থ। এতে যদি আল্লাহ ভিন্ন গায়রুল্লাহরও কোনোরূপ হস্তক্ষেপ হতো তাহলে এতে প্রতি পদক্ষেপেই গরমিল ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হতো। কারণ দুটি বিবদমান ইচ্ছা মস্তিষ্কপ্রসূত রচনায় মতভেদ ও গরমিল পরিদৃষ্টি হওয়া একান্তই অনিবার্য।

এরপর মুনাফিকদের একটি অপকর্মের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে এরা মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা ও ভীতিকর কোনো বিষয় শ্রবণ করলে তৎক্ষণাত তা নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তা প্রচার করে দেয়। এটা এরই প্রমাণ বহন করে যে, এরা দেশ ও জাতির অকল্যাণকামী এবং জনগণের মধ্যে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে আগ্রহী। এরা যদি প্রকৃতই কল্যাণকামী হতো তাহলে এরূপ কোনো বিষয় তাদের গোচরে আসলে প্রথমেই তারা রাসূল স. এবং উম্মাতের নেতৃস্থানীয় লোকদের জানিয়ে দিতো। যেন তারা সবদিক বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন যে, এমত পরিস্থিতিতে কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

www.pathagar.com

সবশেষে বলা হয়েছে, তোমাদেরকে যে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এতে তোমাদের নিজ নিজ সত্তার দায়িত্বই আসল দায়িত্ব। তোমরা নিজেরা ওঠো এবং মু'মিন ও নিষ্ঠাবান লোকদের উদ্যোগী হবার জন্য উৎসাহিত করো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের দ্বারাই ঐ কাফিরদের শক্তি চূর্ণ করে দেবেন। আল্লাহ মহান শক্তিধর। বাকী রইল এই মুনাফিকদের প্রসঙ্গ ; তা তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। যে লোক কোনো ভালোকাজে সাহায্য করবে ও তা করার জন্য অন্যদের উৎসাহিত করবে সে তার অংশ পাবে। আর যে নিজেও ভালো কাজে বিরত থাকবে এবং অন্যদেরকেও বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে সেও তার এ কাজের অংশ পাবে। এবারে এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا
الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
كَخَشْيَةِ اللّٰهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ
لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلٰٓى أَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۗ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ
وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ
عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿٧٨﴾ مَآ
أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَآ أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۗ
وَأَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ
فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ أَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾ وَيَقُوْلُوْنَ
طَاعَةٌ ۫ فَإِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ

www.pathagar.com

تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ
عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ
الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً
حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ
كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٨٥﴾

৭৭. তুমি কি তাদের দেখনি যাদের বলা হয়েছিল, তোমরা নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখ, নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও ? তারপর যখন তাদের যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো তখন তাদের একদল লোকের অবস্থা এমন হলো যে, তারা মানুষকে এরূপ ভয় করতে লাগলো যেরূপ ভয় আল্লাহকে করা উচিত কিংবা তার চেয়েও বেশী। আর বলতে লাগলো ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের ওপর যুদ্ধের বিধান কেন দিলে ? যদি আমাদের আরো কিছু সময় অবকাশ দিতে।" বলুন, পার্থিব এ ভোগ সামগ্রী অত্যন্ত সামান্য আর যে মুত্তাকী তার জন্য আখেরাতই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। ৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই ; যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও থাক। আর যখন কোনো কল্যাণ তাদের স্পর্শ করে তখন তারা বলে, "এটা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে।" আর যখন তাদের কোনো অকল্যাণ সাধিত হয় তখন তারা বলে, "এটা তোমার কারণেই ঘটেছে।" বলে দাও সবকিছু আল্লাহরই তরফ থেকে হয়ে থাকে। এ জাতির কী হলো যে, একেবারেই

কোনো কথা বুঝতে চায় না! ৭৯. তুমি যে কল্যাণই লাভ করে থাক তাতো আল্লাহরই তরফ থেকে আসে, আর তোমার ওপর যে বিপদই আসে তা আসে তোমার নিজেরই কারণে। তোমাকে তো আমি পাঠিয়েছি মানুষের জন্য রাসূলরূপে আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ৮০. কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি তো আপনাকে তাদের ওপর প্রহরী বানিয়ে পাঠাইনি!

৮১. আর তারা বলে, আপনার হুকুম শিরোধার্য। তারপর তারা যখন আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যায় তখন তাদের মধ্যে একটি দল রাতের বেলা একত্রিত হয়ে ঠিক আপনি যা বলেন তার বিরুদ্ধে সলা-পরামর্শ করে বেড়ায়। আর আল্লাহ লিখে রাখেন তাদের রাত্রিকালীন সার্বিক কর্মকাণ্ড। আপনি তাদের প্রতি কোনোই ভ্রূক্ষেপ করবেন না। আপনি ভরসা রাখুন আল্লাহর প্রতি। কার্যসম্পাদনকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ৮২. তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে না? যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে এ কুরআন আসতো তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গরমিল পেত। ৮৩. যখনই শান্তি কিংবা ভীতিপ্রদ কোনো সংবাদ তাদের নিকট পৌঁছে তখনি তারা তা সর্বত্র প্রচার করে দেয়। অথচ তারা যদি তা পৌঁছে দিত রাসূলের কাছে কিংবা তাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের কাছে তাহলে এমন সব লোকেরা তা জানতে পারতো যারা তাদের মধ্য থেকে এ খবরের যথার্থতা যাচাই করতে পারতো। তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকতো, তাহলে হাতে গোণা কিছু লোক ছাড়া তোমাদের অধিকাংশই শয়তানের অনুগামী হয়ে যেতো।

৮৪. অতএব আপনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন। আপনাকে শুধু আপনার নিজের কাজের জন্যই দায়ী করা হবে। আর আপনি উৎসাহিত করুন মু'মিনদের। হয় তো আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি চূর্ণ করে দেবেন। আল্লাহ মহাশক্তিধর আবার তিনি সবচেয়ে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদাতাও।

৮৫. কেউ কোনো ভাল কাজের সুপারিশ করলে তা থেকে তার প্রাপ্য অংশ থাকবে আর কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতেও তার অংশ থাকবে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

২৭. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৭৭

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ج فَلَمَّا

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ج

وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ج لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ط قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ج وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى قف وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

কথায় আছে কাজে নেই

ঐ যুগে কাফিরদের অঞ্চলে মুসলমানদের মযলুমিয়ত ও অসহায়ত্বের যে অবস্থা বিরাজমান ছিল তার আলোচনা এর আগের আয়াতগুলোতে করা হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধের ভাবধারা সৃষ্টি হওয়া ছিল অনিবার্য। মুসলমানরা নবী স.-এর সাথে তাদের এ অনুভূতি সম্পর্কে আলোচনা করলে মুনাফিকরাও পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে জিহাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতো। নিয়ম হলো, আমলের ক্ষেত্রে যে দুর্বল সে এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগে ; যদ্দরুন তাকে গলাবাজি ও চাপাবাজির আশ্রয় নিতে হয়, যেন তার দুর্বলতা অন্যদের নিকট প্রকাশ হয়ে না পড়ে। এই সুবাদে মুনাফিকরাও মুখে বড়ই উদ্দীপনা প্রকাশ করতো। কিন্তু নবী স. তাদের নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, কিছুটা অপেক্ষা করো। যথাযথভাবে নামায ও যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে নিজেদের সম্পর্ক জুড়ে রাখ। নিজেদের সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের উদ্দীপনায় তরক্কী করো। কিন্তু যখন তার সময় এসে গেল এবং যুদ্ধের হুকুম দিয়ে দেয়া হলো, তখন রসনার এ গাজীদের সকল উদ্দীপনা মুহূর্তের মধ্যে ঝিমিয়ে পড়লো। এক্ষণে তারা পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদের অন্তরে আল্লাহর জন্য যে ভয় ও ভক্তি হওয়া উচিত তারচেয়ে অনেক বেশী ভীতি সঞ্চারিত ছিল মানুষের জন্য। তারা কেবলই মনে মনে বলতো, হে আল্লাহ! এত শীঘ্র তুমি কেন যুদ্ধের হুকুম দিয়ে দিলে ? আরো কিছুদিন অবকাশ দিলে না কেন ? قَالُوْا শব্দটি এখানে তাদের মানসিক অবস্থাকে ব্যক্ত করেছে। আরবী ভাষা ও কুরআনে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের বলে দাও যে, এ পার্থিব জীবন ও এর ভোগ বিলাস অল্প কিছু দিনের জন্য। তার জন্য এতো পেরেশানী কেন ? চিরন্তন ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশ তো রয়েছে আখেরাতে। আর তা তাদেরই জন্য যারা মানুষকে ভয় করার পরিবর্তে আল্লাহকেই ভয় করে। তারা যেন তার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে ও নিশ্চিন্ত থাকে যে, আখেরাতে তারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি কাজের পুরস্কার পাবে। তাতে এতটুকুও কমতি করা হবে না।

জিহাদ এবং নামায ও যাকাতের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক

এ আয়াত থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী যুদ্ধের প্রাণ সত্তা এবং নামায ও যাকাতের মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত নিগূঢ় সম্পর্ক। যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তাদের জন্য অস্ত্রের প্রশিক্ষণ অপেক্ষা অধিকতর জরুরী হলো নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা। জিহাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি যে আত্মনিবেদন 'ইখলাস' শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা অত্যাবশ্যক তার উৎকৃষ্টতম প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে নামাযের মাধ্যমে। জিহাদে আল্লাহর পথে অর্থব্যয়ের যে উদ্দীপনা প্রয়োজন তা যাকাত আদায়ের মযবুত অভ্যাস দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে। এসব গুণাবলী ছাড়া কোনো দল বা

www.pathagar.com

গোষ্ঠী যদি জিহাদের ময়দানে নামে তাহলে ঐ যুদ্ধ দ্বারা কোনো সংস্কার সংশোধন অস্তিত্বে আসতে পারে না। তা দ্বারা শুধু পৃথিবীতে বিপর্যয়ের মাত্রাই বৃদ্ধি পেতে পারে। ইসলামী যুদ্ধের কঠিনতম পরিস্থিতিতেও নামাযের বন্দোবস্ত করা ও সর্বাবস্থায় নামায কায়েমে কৃতসংকল্প থাকার যে তাকিদ রয়েছে এটাই তার নিগূঢ় হেকমত। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এ সূরাতেই এ বিষয়ের ওপর আলোচনা করবো। তাই এখানে ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি।

আয়াত ঃ ৭৮

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ط وَإِنْ تُصِبْهُمْ
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ج وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ط
قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ○

بروج শব্দটি برج শব্দের বহুবচন। শব্দটি প্রাথমিক অর্থ ও ব্যঞ্জনায় কোনো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল বস্তুর জন্য ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু এটি উঁচু অট্টালিকা ও দুর্গের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে। এর সাথে ব্যবহৃত مُشَيَّدَةٌ গুণবাচক শব্দটি উচ্চতা ও মযবুত এ উভয় অর্থই প্রকাশ করে।

মৃত্যুর ভয়ের কারণ ও তার প্রতিকার

এখানে ঐ মুনাফিকদের মৃত্যু-ভয়ের কারণও স্পষ্ট করা হয়েছে এবং ঐ আকীদার বিবরণও দেয়া হয়েছে যা উক্ত ভয়ের একক চিকিৎসা। বলা হয়েছে, মৃত্যু থেকে পালাবার কোনো উপায় নেই। যার মৃত্যু যে মুহূর্তে, যে স্থানে ও যে আকার ও প্রকারে লেখা রয়েছে ঠিক সেভাবেই তার মৃত্যু হবে। কেউ সর্বাধিক মযবুত ও সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরেও যদি আত্মগোপন করে সেখানেও মৃত্যু তাকে আবিষ্কার করে নেবে। তাই মৃত্যুকে ভয় করা ও তা থেকে পলায়ন করা নিষ্ফল। মানুষের ওপর যখন যে দায়িত্ব বর্তায়, দৃঢ় সংকল্প ও সাহসের সাথে তা আদায় করতে হয়। আর মৃত্যুর ব্যাপারটি ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহর ওপর। কৌশল ও সাবধানতা অবলম্বনের পথ পরিহার করা মানুষের পক্ষে জায়েয নয়। কারণ আল্লাহকে পরীক্ষা করার অধিকার তার নেই। কিন্তু একই সাথে স্বীয় কৌশলের দ্বারা নিজেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে—এরূপ ধারণা করাও বৈধ নয়।

রাসূলের প্রতিটি কাজ আল্লাহর তত্ত্বাবধানে হয়

অতপর মুনাফিকদের আরেকটি বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে—তাদের কাপুরুষতার লালন ও বিকাশে যার বিশেষ দখল ছিল তা হলো হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাঝে ভালো-মন্দ যেসব অবস্থা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল, তারা এর সবগুলোকে আল্লাহর তরফ থেকে হচ্ছে বলে মনে করতো না। বরঞ্চ সাফল্যগুলোকে আল্লাহর তরফ থেকে হচ্ছে বলে বিবেচনা করতো। কিন্তু কোনো বিপদ বা পরীক্ষা আসলে তাকে নবী স.-এর কৌশলের ব্যর্থতাকে দায়ী করতো। তারা বলতো, ইনি কুশলী ও

www.pathagar.com

দূরদর্শী নেতা নন। এজন্যই তিনি ভুল পর্যবেক্ষণ ও ভুল ফায়সালা করেন; যার ফলাফল হয় ভ্রান্তিপূর্ণ (সূরা আলে ইমরানে যেমন এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে যে, মুনাফিকরা উহুদের পরাজয়ের সকল দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল মহানবী স.-এর ওপর। অর্থাৎ তাদের মতে তাঁরই কৌশলগত ব্যর্থতার দরুন এ পরাজয় সংঘটিত হয়েছিল) এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বজগতে একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছা ও মর্জি কার্যকর— একথাটি এরা স্বীকার করতো না। একই সাথে তারা এটাও স্বীকার করতো না যে, রাসূল স.-এর প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর হুকুমের অধীনেই সংঘটিত হয়ে থাকে। বাহ্যত এরা তাঁর রিসালাতকে স্বীকার করত ঠিকই; কিন্তু অন্তরে তাদের এ ধারণাই প্রচ্ছন্ন থাকতো যে, তিনি তাঁর সার্বিক কর্মকাণ্ড নিজস্ব মতামত এবং কৌশল ও পরিকল্পনা মাফিকই করে থাকেন। তাদের এ ভুল ধারণা খণ্ডন করার জন্য নবী স.-কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে এটা স্পষ্ট বলে দিন, সফলতা, কিংবা বিফলতা, দুঃখ অথবা সুখ এসবের কোনো একটি জিনিসই আমার তরফ থেকে নয়। বরং সবকিছু আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে। আর এটা এজন্যও যে, আমি কোনো কাজই আল্লাহর হুকুম ছাড়া করি না। আর এজন্যই যে এ বিশ্ব চরাচরের সকল কাজের প্রকৃত কর্তা এক লা-শরীক আল্লাহই। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া এ পৃথিবীতে কেউ কোনো সুখ পেতে পারে না, কোনো দুঃখও পেতে পারে না। কিন্তু তাদের অবস্থা তো এই যে, তারা কোনো বিষয় বুঝার ধারেকাছেও আসতে রাজী নয়।

আয়াত ঃ ৭৯-৮০

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ط
وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ
اللّٰهَ ج وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝

কল্যাণ আল্লাহর রহমতের আর অকল্যাণ মানুষের কৃতকর্মের ফলশ্রুতি

এ আয়াতগুলো পূর্ববর্তী আয়াতেরই কোনো কোনো সংক্ষিপ্ত বিষয়কে স্পষ্ট করছে। যারা সাফল্যের কৃতিত্ব আল্লাহ তাআলার প্রতি ও ব্যর্থতার দায় রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি আরোপ করতো, প্রথমে তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, সত্যিকার বাস্তবতা তো হলো এই যে, ভাল-মন্দ সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ও সম্মতিক্রমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। তাঁর নির্দেশ ও অনুমতি ভিন্ন কোনো কিছুই আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। তবে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, ভাল আল্লাহর রহমতের অনিবার্য দাবি হিসেবে প্রকাশ পায়, আর মন্দ মানুষের কর্মফল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এদিক থেকে মন্দের সম্পর্ক মানুষের নিজ সত্তার সাথে জড়িত।

এ সত্য এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ সর্বময় কল্যাণের আধার। তিনি এ পৃথিবী স্বীয় রহমতের জন্যই নির্মাণ করেছেন। তাই তাঁর প্রতি কোনো মন্দ ব্যাপার আরোপ

www.pathagar.com

করা তাঁর পবিত্র গুণাবলীর পরিপন্থী। যাকিছু মন্দ প্রকাশ পায় তা নিছক মানুষের নিজের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অপব্যবহারের দরুনই প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ মানুষকে একটা বিশেষ গণ্ডির মধ্যেই এ স্বাধীনতা দান করেছেন। এ স্বাধীনতা মহান আল্লাহর এক বিরাট নেয়ামত। এরই ওপর মানুষের যাবতীয় মর্যাদার বুনিয়াদ স্থাপিত। এরই কারণে মানুষ আখেরাতে পুরস্কার ও শাস্তির হকদার সাব্যস্ত হবে। এ স্বাধীনতা যদি মানুষের করায়ত্ব না হতো তাহলে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকতো না। কিন্তু এ স্বাধীনতার ব্যাপারে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, এ স্বাধীনতা সীমাহীন ও শর্তহীন নয় ; বরং—যেমন আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি—একটা বিশেষ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ সীমিত আর এ গণ্ডির মধ্যেও তা আল্লাহর ইচ্ছা ও হেকমতের অধীন। আল্লাহর অনুমোদন ও মর্জি ভিন্ন মানুষ তার কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ করতে পারে না। সৎ ইচ্ছাও তাঁরই প্রদত্ত তাওফীক দ্বারা পূর্ণ হয় আর মন্দ ইচ্ছাও তাঁর প্রদত্ত অবকাশের সাহায্যে বাস্তবরূপ লাভ করে। মহান আল্লাহই কারো কোনো মন্দ ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে দেন। এদিক থেকে উক্ত কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহর প্রতিই আরোপিত হয় যে, ঐ কাজটি আল্লাহরই ইচ্ছা ও মর্জিতে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু অন্যদিক থেকে তা মানুষের কর্ম। কারণ মানুষ নিজেই তার ইচ্ছা করেছে।

মন্দকে অবকাশ দেয়ার হেকমত

অতপর এটাও একটা বাস্তবতা যে, মহান আল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তি বা দলের কোনো মন্দকে মস্তক উত্তোলন করার অবকাশ দিয়ে থাকেন, তখন তাতে সামগ্রিকভাবে সৃষ্টির জন্য কোনো না কোনো হেকমত ও কল্যাণের দিক অবশ্যই নিহিত থাকে। কখনো কখনো উক্ত সুযোগ দানের দ্বারা হকপন্থীদের পরীক্ষা করা হয়। অর্থাৎ এদ্বারা তাদের দুর্বলতা দূর করার ও তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক সময় এ অবকাশ দানের সাহায্যে বাতিলপন্থীদের ব্যাপারে প্রমাণ চূড়ান্ত করার ও তাদের পাপের পাল্লা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করা হয়। আবার কখনো বা মহান আল্লাহর অপার কুদরতই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় যদ্বারা এটাই উদ্দেশ্য হয় যে, মানব প্রকৃতিতে যা কিছু লুক্কায়িত আছে তা যেন বাইরে প্রকাশ পেয়ে যায়। এতে করে নেক কাজগুলোও বেরিয়ে আসে, আর যাদের মধ্যে বদ স্বভাব নিহিত আছে, তাও বেরিয়ে আসে।

রাসূলের কোনো কাজে আপত্তি করা তাঁর রেসালাতকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল

মুনাফিকদের সম্বোধন শেষে এবার নবী স.-কে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যদি এ মুনাফিকরা আপনার রেসালাতের ব্যাপারে সন্দিহান হয় এবং আপনার প্রতিটি কথা ও কাজকে আল্লাহর তরফ থেকে নয় বলে মনে করে, তাতে আপনি কোনো পরোয়া করবেন না। আপনার রেসালাত তাদের সাক্ষ্যদানের মুখাপেক্ষী নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এরা স্বীকার করুক বা না করুক, এক্ষণে এরা একমাত্র আপনার আনুগত্য করার মাধ্যমেই আল্লাহর আনুগত্য করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর আনুগত্য তো রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভবপর। যারা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাদের হেদায়াতের

দায়িত্বশীল করে তো আর আপনাকে পাঠানো হয়নি। তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন। তাদের দায়িত্ব এখন আপনার ওপর নয় ; খোদ তাদেরই ওপর ন্যস্ত।

বিভ্রাট সৃষ্টি না হলে সর্বনামের বিভিন্নমুখী ব্যবহারে কোনো দোষ নেই

এখানে কথার একই ধারাবাহিকতায় মুনাফিকদেরও সম্বোধন করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ স.-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ জাতীয় স্থানে এরূপ সম্বোধনে কোনো দোষ নেই যেখানে বিভ্রাট সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকে। বলা বাহুল্য, প্রথম কথাটি সুস্পষ্টরূপে মুনাফিকদের সম্বোধন করে বলা সম্ভবপর ছিল। কারণ এটা ছিল তাদেরই সন্দেহের জবাব। এজন্য এখানে ভুল বুঝার আশংকা ছিল না। অতপর দ্বিতীয় বাক্যাংশে মহানবী স.-কে সম্বোধন করে যা বলা হয়েছে তাতেও চিন্তা করে দেখলে বুঝা যাবে যে, বক্তব্যের লক্ষ্যস্থল মূলত মুনাফিকরাই কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান প্রকাশ পাবার দরুন তাদের সম্বোধন করার পরিবর্তে স্বীয় রাসূলকে সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ তাদের তরফ থেকে রাসূল স.-কে অসম্মান ও অবমূল্যায়ণ করার পর যেন তারা সম্বোধনের যোগ্যই থাকলো না যে, তাদের সম্বোধন করে রাসূল স. সম্পর্কে কোনো কথা বলা হবে।

আয়াত ঃ ৮১-৮২

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ز فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ط وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ج فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ○ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ○

مبتداء বিলোপ করার উপকারিতা

طَاعَةٌ শব্দটি خبر ; এর مبتداء বা উদ্দেশ্য উহ্য রয়েছে। আর আমরা এটা উল্লেখ করেছি যে, যখন مبتداء বিলোপ করে দেয়া হয় তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় خبر বা বিধেয়ের ওপর সার্বিক জোর দেয়া। অর্থাৎ যখন এরা নবী স.-এর মজলিশে অবস্থানরত থাকে এবং তিনি তাদের আল্লাহর বাণী ও বিধান শোনান তখন তারা প্রতিটি কথা ও বিষয়ে বলে, আপনার হুকুম শিরোধার্য।

بَيَّتَ يُبَيِّتُ-এর অর্থ

بَيَّتَ يُبَيِّتُ-এর প্রকৃত অর্থ কোনো কাজ রাতের বেলায় করা। কিন্তু সাধারণভাবে এ শব্দটি রাতের শর্তমুক্ত হয়ে গোপনে কোনো কাজ, কোনো পরামর্শ ও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শব্দের প্রথম ও প্রধান অর্থ থেকে মুক্ত হয়ে যাবার উদাহরণ আরবী ভাষায় প্রচুর রয়েছে। اضحى ও بات দিন ও রাতের শর্তমুক্ত হয়ে এখন

www.pathagar.com

সাধারণভাবেই ব্যবহার হয়ে থাকে। এখানে তাৎপর্য এই যে, নবী স.-এর মজলিশে তো এরা প্রতিটি বিষয় নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। কিন্তু যখন সেখান থেকে সরে যায় তখন নিজেদের মজলিশ-বৈঠকাদিতে ঐ সকল আয়াত ও হুকুম আহকামের বিরুদ্ধে সলা-পরামর্শ করে বেড়ায় যেগুলোকে তারা তাদের নিজেদের কামনা-বাসনা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপন্থী পায়।

তাদের এসব কর্মনীতির ওপর প্রথমত কুরআন তাদেরকে এ ধমকী দিয়েছে যে, মহান আল্লাহর দফতরে তাদের এ সকল কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ হচ্ছে। তারা যেন এটা মনে না করে যে, তারা তো গোপনে গোপনে সলা-পরামর্শ করছে—তাই এটা আল্লাহর নিকটও গোপনই থেকে যাবে। না, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়; একদিন এই যাবতীয় রেকর্ড তাদের সামনে এসে হাজির হবে। অতপর নবী স.-কে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে উপেক্ষা করুন ও আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। আল্লাহর ওপর ভরসাই যথেষ্ট। এ দুর্ভাগা লোকগুলো এসব গোপন সলা-পরামর্শের দ্বারা সত্যদীনের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। ক্ষতি যা করার তা তারা নিজেদেরই করবে।

কুরআনে আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কারো ইচ্ছার কোনো দখল নেই

অতপর মুনাফিকদের পরস্পর বিপরীত ধর্মীয় চিন্তা-ফিকিরের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, একদিকে কুরআন ও নবী স.-এর বাণীকে শিরোধার্য করে নেয়া। আর অপরদিকে ঐ একই কুরআন ও একই নবী স.-এর বাণীর ওপর অভিযোগ আপত্তি উত্থাপনের কি অর্থ থাকতে পারে? তবে কি তাদের ধারণা এই যে, এই কুরআনে একই সাথে দুটি ইচ্ছা (Minds) কার্যকর রয়েছে? তারা কি বলতে চায় যে, এর কিছু বাণী বিজ্ঞজনোচিত ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন যেগুলো অনুমোদন করার যোগ্য, আর কিছু বাণী প্রজ্ঞা ও যুক্তি বিরোধী—যা আপত্তি ও সমালোচনা সাপেক্ষ? তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে না? এরা যদি সত্যিই চিন্তা-গবেষণা করতো তবে নিজেরাই অনুধাবন করতে পারতো। কুরআনের প্রতিটি বাণী তার মূল ও শাখা-প্রশাখা সমেত এহেন মযবুত এবং মুক্তাদানার মতো সুশৃঙ্খল ও সুসজ্জিত যে, অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যামিতি বিদ্যার ফর্মূলাও অতটা মযবুত ও সুশৃঙ্খল হতে পারে না। কুরআন যে আকীদা-বিশ্বাসের তালীম দেয় তা একটি অপরটির সাথে এরূপভাবে সংযুক্ত ও ওতোপ্রোতভাবে জড়িত যে, যদি তাদের মধ্যে কোনো একটিকেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় তাহলে পুরো মণিহারই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। কুরআন যেসব ইবাদাত ও আনুগত্যের হুকুম দেয় তা মূল আকীদা বিশ্বাস থেকে এমনভাবে সৃষ্টি হয়, ঠিক যেভাবে বৃক্ষের কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে আসে। কুরআন যেসব আমল-আখলাকের শিক্ষা দেয় তা তার মূল থেকে ঠিক এভাবে আত্মপ্রকাশ করে যেমন কোনো বস্তু থেকে স্বতই ও স্বাভাবিকভাবেই তার উপাদান প্রকাশ পেয়ে থাকে। তার সামগ্রিক শিক্ষা দ্বারা যে জীবনযাপন পদ্ধতি বা জীবনবিধান পাওয়া যায়, তা এক সীসাঢালা প্রাচীর সদৃশ বিধান রূপে আত্মপ্রকাশ করে ঠিক যেমন একটি প্রাসাদের প্রতিটি ইট পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। তন্মধ্যে একটি ইট খুলে নেয়ার মানেই হলো পূর্ণ ইমারতেই সৃষ্টি হবে ত্রুটি ও শূন্যতা।

www.pathagar.com

এ বিশ্বজগতের বিভিন্ন অংশের মাঝে রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অপূর্ব সাদৃশ্য। এটাই এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, এর মাঝে একই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তা মহান আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর রয়েছে, অন্য কেউ এতে শরীক নেই। ঠিক তদ্রূপ এ মহাগ্রন্থের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্যও একথার অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ যে, এটি একই সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় সত্তা আল্লাহ তাআলারই ওহী বৈ নয়। তাতে অন্য কোনো জ্বিন বা মানুষের বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ নেই। এ বিশ্ব চরাচরে যদি বিভিন্ন সত্তার বিচিত্র ইচ্ছা কার্যকর হতো তাহলে এটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। তদ্রূপ এ মহাগ্রন্থেও যদি অন্য কারো চিন্তা-ফিকিরের সংমিশ্রণ ঘটতো তাহলে এটি বিভেদ-বিশৃংখলা ও মতবিরোধপূর্ণ একটি বিক্ষিপ্ত ও বিশিষ্ট দস্তাবেজে পরিণত হতো।

আলোচ্য আয়াতটিতে সে যুগের এক শ্রেণীর লোকদের জন্য কঠোর সতর্কীকরণ ও ভীতিপ্রদর্শন নিহিত রয়েছে। যারা একদিকে তো কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করতো অপরদিকে কুরআনের যেসব শিক্ষা তাদের কামনা-বাসনা বা তাদের ধারণা মতে যুক্তি বিচারের বিপরীত তাদের সমালোচনার নিশানা বানিয়ে নিত। তাদের এ কর্মনীতি এরই ইঙ্গিত বহন করে যে, তারাও ঐসব মুনাফিকদের ন্যায় এ গ্রন্থে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহও শরীক রয়েছে বলে মনে করে। অন্যথায় এর কি মানে থাকতে পারে যে, এটিকে আল্লাহর কিতাবও স্বীকার করা হবে এবং একই সাথে এর অনেক বক্তব্যকে আপত্তি, সমালোচনা, বে-ইজ্জতী ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের নিশানাও বানানো হবে?

আয়াত : ৮৩

وَاِذَا جَاۤءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ط وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰۤى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

أُولُوا الْأَمْرِ-এর ওপর আলোচনা

أُولُوا الْأَمْرِ-এর ওপর আলোচনা এ সূরারই ৫৯ নম্বর আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অতিবাহিত হয়েছে।

اِسْتِنْبَاط শব্দের অর্থ

اِسْتِنْبَاط শব্দের প্রকৃত অর্থ কূপ খনন করে তা থেকে পানি বের করা ও কোনো গোপন জিনিসকে প্রকাশ করা। স্বীয় এ মূল অর্থ পরবর্তীতে কোনো বিষয়ের নিগূঢ় প্রদেশে পৌঁছা ও তার হাকীকত উদ্ধার করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

গুজবের প্রতি মুনাফিকদের আগ্রহ

মুনাফিকরা জাতির কল্যাণকামী ছিল না কখনই। আর এ কারণেই গুজব ছড়াবার ব্যাপারে তারা ছিল সর্বাধিক অগ্রগামী। শান্তি কিংবা ভীতিপ্রদ কোনো কথা তাদের কর্ণগোচর হওয়ামাত্র মুহূর্তের মধ্যে বনাঞ্চলের আগুন সদৃশ তাদের মাধ্যমে তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো। দলীয় ও সামষ্টিক জীবনে গুজব সাধারণ অবস্থায়ও ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনতে পারে। আর পরিস্থিতি যদি হয় যুদ্ধাবস্থাপূর্ণ—যেমনটি সে সময় বর্তমান ছিল—তাহলে তো তার ভয়াবহতা দশগুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। মুনাফিকরা এসব গুজব থেকে এমনিতেই বিভিন্ন ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করতো। কিন্তু বিশেষভাবে মুসলমানদের বিশেষত দুর্বল মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এটা ছিল তাদের অন্যতম হাতিয়ার। কখনো কখনো তারা এ জাতীয় গুজবের সাহায্যে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তিমূলক শান্তি ও স্বস্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করতো। আর এটা স্পষ্ট যে অবান্তর দুশ্চিন্তার বিভ্রান্তপূর্ণ স্বস্তিও একটা ভয়াবহ ক্ষতিকর জিনিস।

গুজবের ব্যাপারে সঠিক কর্মনীতি

বলা হয়েছে, এরা যদি যথার্থই আল্লাহ রাসূল এবং দেশ ও জাতির কল্যাণকামী হতো, তাহলে তাদের জন্য সঠিক কর্মপদ্ধতি তো এটাই ছিল যে, এরূপ যেসব কথাবার্তা তাদের গোচরে আসত সেগুলোকে জনগণের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ সৃষ্টির মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতো না। বরঞ্চ এগুলোকে রাসূল স. ও উম্মতের নেতৃস্থানীয় দায়িত্বশীলদেরকে জানিয়ে দিতো। যেন তাদের মধ্যে যারা গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন তারা এগুলোর সত্যিকার প্রেক্ষাপট নির্ধারণ ও যথার্থ ব্যাখ্যা নিরূপণ করে এ ব্যাপারে সঠিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। عَلِمَ শব্দটি কোনো বস্তুর স্থান-কাল-পাত্র নির্ধারণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা সূরা আল বাকারায় قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ–"আর বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক গোত্র তাদের নিজ নিজ পানির ঘাট নির্ধারণ করে নিল।" এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এ অর্থের প্রতি ইশারা দিয়ে এসেছি।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ الاية দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, এখনো তাদের জন্য নিজেদের সামলে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। এটা আল্লাহরই দয়া ও অনুগ্রহ যে, যদিও তাদের বর্তমান চলার পথটিও শয়তানেরই পথ তথাপি এখনো পর্যন্ত তিনি তাদেরকে শয়তানের পথেই হুমড়ি খেতে খেতে চলার জন্য ছেড়ে দেননি।

ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব ও উলুল আমর-এর মর্যাদা

এ আয়াত দ্বারা ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরত্ব ও মাহাত্ম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সাধারণ জনগণের পক্ষে তাদের নিজেদের ভালো মন্দের ব্যাপারে উলুল আমরকেই নিজেদের বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল বানানো উচিত। নিজেদের পক্ষ থেকেই এ জাতীয় স্পর্শকাতর বিষয়াদি জনগণের মধ্যে প্রচার করে দেয়া জায়েয নয়। তদ্রূপ এ থেকে এটাও প্রমাণিত

www.pathagar.com

হয় যে, ইসলামে উলুল আমরের জন্য দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হওয়া জরুরী। যেন উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীআত ও যুক্তির দাবি মোতাবিক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে তিনি সক্ষম হন।

আয়াত ঃ ৮৪-৮৫

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج لَاتُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ○ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ج وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○

شفع শব্দের অর্থ

شفع শব্দের অর্থ আমরা সূরা আল বাকারার তাফসীরে বর্ণনা করেছি যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে সংযুক্ত করা। এ অর্থই পরবর্তীতে কারো কথার সমর্থন ও সহযোগিতা করা অথবা তার পক্ষে সুপারিশ করার অর্থে এটির ব্যবহার হয়েছে।

ভাল সুপারিশ বনাম মন্দ সুপারিশ

এটাতো স্পষ্ট যে, ভাল সুপারিশ বলা হয় ঐ সুপারিশকে যদ্বারা কোনো সদুদ্দেশ্যের সমর্থন ও সহযোগিত করা হয়। পক্ষান্তরে মন্দ সুপারিশ হলো, কোনো সদুদ্দেশ্যের বেলায় সাহায্য ও সমর্থন তো করা হবেই না, বরঞ্চ উল্টো তার ক্ষতি করা হবে। ইতোপূর্বে আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি এবং পরেও এর বিস্তারিত আলোচনা আসছে যে, মুনাফিকরা কুরআনের উপস্থাপিত আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য লোকদের উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ারই চেষ্টা করছিল। এ কারণেই কুরআন তাদের এ প্রচেষ্টাকে মন্দ সুপারিশ বলে অভিহিত করেছে।

مقيت শব্দের অর্থ

مقيت শব্দের অর্থ সাক্ষী ও সংরক্ষণকারী ও ক্ষমতাশালী।

পাঠকবর্গের হয়তো স্মরণ আছে যে, এ আয়াত সমষ্টির সূচনা হয়েছিল এ আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করে যে, প্রথম প্রথম তো মুনাফিকরা অত্যন্ত আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ-জিহাদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতো। কিন্তু পরিশেষে যখন জিহাদের হুকুম দিয়েই দেয়া হলো, তখন তারা নিজেরা পালিয়ে বেড়াতে লাগলো আর অন্যদেরও মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। এরপর একই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য বিষয় আলোচনায় এসে গিয়েছিল, এক্ষণে এখানে নবী স.-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, আপনার ওপর তো প্রকৃতপক্ষে আপনার নিজ সত্তারই দায়িত্ব অর্পিত। কাজেই আপনি নিজে জিহাদে নামুন এবং মুসলমানদেরকেও নামাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। যার ভাগ্যে জুটবে সে নামবে। আর যে নামবে না হে রাসূল তার দায়িত্ব আপনার ওপর বর্তাবে না।

www.pathagar.com

আল্লাহর কাজ অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হয় না। তিনি নিজেই মহাশক্তির অধিকারী ও বিরুদ্ধাচারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানকারী। তিনি আপনার ও আপনার সঙ্গী সাথীদের মাঝেই এমন শক্তি ও ক্ষমতা সৃষ্টি করে দেবেন যে, তার দ্বারাই কাফিরদের দাপট চূর্ণ হয়ে যাবে।

হকের সমর্থনে মুখে কিছু বলার জন্যও পুরস্কার রয়েছে

অতপর বলা হয়েছে, মুনাফিকরা মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার ও জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য যে কূটচাল ও গুজব রটনা করে চলেছে, আপনি তার কিছুমাত্র পরোয়া করবেন না। যারা আজ সত্যের সমর্থন ও সহযোগিতায় নিজেদের মুখ খুলবে তারা তার পুরস্কার পাবে। আর যারা তার বিরুদ্ধে বলবে তারা তার শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন আর তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

২৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৮৬-১০০ আয়াত

৮১ আয়াতে নবী স.-কে মুনাফিকদের উপেক্ষা করার যে হুকুম দেয়া হয়েছিল তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবে উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাহাবীদের ওপরও পড়তে পারতো। প্রভাব পড়তে পারতো এভাবে যে, যাদের ব্যাপারেই তাদের সন্দেহ হয়ে যেতো যে, মুনাফিকদের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সাথে তারা সম্পর্ক সম্বন্ধ ও সালাম-কালাম বন্ধ করে দিতে পারতেন। আর এভাবে একটা সামাজিক বয়কট সদৃশ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যেতো ; যা এ পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত ছিল না। এজন্যই তখন মুসলমানদেরকে এরূপ নির্দেশ দেয়া জরুরী ছিল যা তাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার ওপর কায়েম রাখবে। তা ছিল এই যে, তারা যেন মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে কিন্তু তাদের সাথে সালাম-কালাম বন্ধ না করে। তাদেরকে যেন তাদের অবস্থার সংশোধন করার আরো সুযোগ দান করে। তাই সর্বাগ্রে মুসলমানদের আদেশ দেয়া হয় যে, যে তোমাদের সালাম করবে তাকে তার সালাম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জবাব দেবে অথবা কমপক্ষে তার সালামের অনুরূপ সালাম ফেরত দেবে।

অতপর যারা দারুল হরবের মুনাফিকদের জন্য নিজেদের অন্তরে বড়ই দরদ অনুভব করতো এবং তাদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখতো ; সম্পর্ক রাখতো এ আশায় যে, এতে করে তারা অবশেষে ভাল মুসলমান হয়ে যাবে—তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, এদের মুসলমান হওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ তোমরা যদি তাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে থাক, তবে আশংকা রয়েছে যে, এরা তোমাদের নিয়ে একই সাথে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। অতপর তারা কতখানি নিষ্ঠাবান তা বুঝবার জন্য এ মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, এরা যেন নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে হিজরত করে তোমাদের সাথে এসে মিলিত হয়। তারা যদি এরূপ না করে তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তাদেরকে শত্রু ও শত্রুদের সঙ্গী-সাথী মনে করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

এই সাধারণ নির্দেশের আওতা থেকে কেবল ঐসব মুসলমানই বাইরে থাকবে যাদের সম্পর্ক এমন সব অমুসলিম গোত্রের সাথে থাকবে যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে। অথবা চুক্তি নেই বটে, কিন্তু ঐসব গোত্রের মুসলমানরা আপাতত নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ইচ্ছুক ; না তারা নিজ কওমের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত, না মুসলমানদের সাথে একাত্ম হয়ে নিজ কওমের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস রাখে। বলা হয়েছে, যদি এরা নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখে, তোমাদের উৎপীড়ন না করে, তোমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক আপোষমূলক থাকে, তাহলে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। তার সাথে এটাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, এটাও জরুরী যে, এ পক্ষপাতহীনতা হবে বাস্তব ও অকপট। কোনো কোনো দল তো এমনও রয়েছে, যারা বাহ্যত নিজেদের নিরপেক্ষ হওয়ার দাবি করে বটে, কিন্তু যখন তাদের ওপর কাফেরদের চাপ আসে তখন তারা ইসলামের শত্রুদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের সাথে শত্রুর ন্যায়ই আচরণ করো। এরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নিতে বিরত না হয়, তাহলে তোমরাও তাদের হত্যা করো।

এরপর দারুল হরবে ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিহত হওয়া মুসলমানদের রক্তমূল্য আদায়ের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুসলমানকে হত্যা করলে তার জন্য রয়েছে চিরন্তন জাহান্নামের শাস্তি। এছাড়াও তার ওপর বর্ষিত হবে আল্লাহর গযব ও লা'নত। একই সাথে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা কাফেরদের যেসব অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করবে সেখানকার মুসলমানদের ব্যাপারে ভালভাবে যাচাই পর্যালোচনা করে নিবে। যেন মুসলমানরা তোমাদের তরবারী থেকে হেফাজতে থাকে। আর কেউ যদি নিজের ঈমানকে প্রকাশ করার জন্য তোমাদের সালাম করে তাহলে নিছক অর্থলাভের লালসায় তাকে মুসলমানরূপে মেনে নিতে অস্বীকার করবে না।

অতপর যেসব মুসলমানদের কোনোরূপ ওজর নেই তাদের জান ও মাল উভয়টি দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করার ও সকল ওজর বিহীন মুসলমানদেরকে দারুল হরব ও দারুল কুফর থেকে হিজরত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন মর্যাদা ও স্তর বর্ণিত হয়েছে। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ

فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۭ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا
فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاۗءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاۗءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۠ وَلَا تَتَّخِذُوْا
مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيْثَاقٌ اَوْ جَاۗءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۭ
وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ
وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُوْنَ
اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ۭ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ
اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ
فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ۭ وَاُولٰۗىِٕكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ
اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۭ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ ۭ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ
اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

www.pathagar.com

مُتَتَابِعَيْنِ ز تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا
مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۗؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ
لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ
عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾ لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ ۭ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ
دَرَجَةً ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ
اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۭ قَالُوْا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۭ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا
فِيْهَا ۭ فَاُولٰۗىِٕكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَسَاۗءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۗءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ
سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾ فَاُولٰۗىِٕكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا
غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا

www.pathagar.com

وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

৮৬. আর যখন তোমাদের সালাম করা হয় তখন তোমরাও তার জবাব দেবে তদপেক্ষা উত্তমরূপে অথবা অন্তত অনুরূপভাবে তো বটেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে পুংখানুপুংখ হিসেব রাখেন। ৮৭. আল্লাহই সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের সকলকে সেই কিয়ামতের দিন অবশ্যই একত্রিত করবেন যেদিনের আগমনে কোনোই সন্দেহ নেই। আর কার কথা আল্লাহর কথা অপেক্ষা অধিক সত্য হতে পারে?

৮৮. এ কি হলো তোমাদের তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের কৃতকর্মের দরুন। তোমরা কি তাকে হেদায়াত করতে চাও খোদ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন? আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তুমি কখনো তার জন্য কোনো পথ পাবে না। ৮৯. তারা তো এটাই কামনা করে, যেন তোমরা কুফরী করো যেমন তারা কুফরী করেছে। যাতে তোমরা ও তারা একেবারে সমান হয়ে যাও। কাজেই তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যে পর্যন্ত তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে না আসে। তারা যদি হিজরত না-ই করে তাহলে তোমরা তাদের যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে ও তাদের হত্যা করবে এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবে না। ৯০. অবশ্য তাদের কথা আলাদা যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে এসে মিলিত হবে কিংবা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসে যে, তাদের মন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অথবা তাদের নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহসী হয় না। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের ওপর তাদের প্রবল করে দিতেন; ফলে অবশ্যই তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। কাজেই তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব পাঠায় তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের কোনো পথই রাখেননি।

৯১. তোমরা এছাড়া এমন কিছু লোকও পাবে যারা তোমাদের থেকেও নিরাপদ থাকতে চায় এবং নিজ জাতির পক্ষ থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়, কিন্তু যখনি তাদের ফিতনার দিকে ঠেলে দেয়া হবে তখন তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতএব তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে সরে না দাঁড়ায়, কোনো শান্তি ও সন্ধি প্রস্তাবও তোমাদের কাছে পেশ না করে এবং নিজেদের অস্ত্র সংবরণ না করে, তবে তাদের তোমরা যেখানেই

www.pathagar.com

পাবে সেখানেই তাদের গ্রেফতার করবে ও তাদের হত্যা করবে। এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি তোমাদের সুস্পষ্ট ফরমান দান করলাম।

৯২. কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা কোনো ঈমানদার লোকের কাজ হতে পারে না ; তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র। কেউ কোনো মু'মিনকে ভুলক্রমে হত্যা করলে সে একজন মু'মিন দাস মুক্ত করবে এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য অর্পণ করবে। তবে তারা রক্তমূল্য মাফ করে দিলে সে কথা আলাদা। কিন্তু নিহত মু'মিন ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয়, তবে একজন মু'মিন দাস মুক্ত করবে। আর যদি সে এমন এক কওমের লোক হয় যার সাথে তোমাদের কোনো সন্ধি চুক্তি বলবৎ আছে তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য অর্পণ করবে এবং একজন মু'মিন দাস মুক্ত করবে। কিন্তু যার সামর্থ নেই সে একাদিক্রমে দুমাস রোযা রাখবে। এরূপ গুনাহ থেকে আল্লাহর নিকট তাওবা করার এটাই হচ্ছে পদ্ধতি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ৯৩. কেউ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কোনো মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম ; সেখানে সে অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করবে। তার ওপর বর্ষিত হবে আল্লাহর গযব ও লা'নত। আর তিনি তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন মহাশাস্তি।

৯৪. হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হবে তখন যাচাই করে নেবে এবং কেউ তোমাদের সালাম করলে কিছু বৈষয়িক ধন-সম্পদের প্রত্যাশায় সহসাই তাকে বলো না ঃ "তুমি মু'মিন নও।" বস্তুত আল্লাহর কাছে অনায়াসলভ্য সম্পদের প্রচুর ভাণ্ডার মওজুদ আছে। তোমরা নিজেরাই তো ইতোপূর্বে এরূপই ছিলে। অতপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই তোমরা যাচাই বাছাই করে নিও। আর তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ সে ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

৯৫. যেসব মু'মিন বিনা ওজরে ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে—এরা উভয়ে কখনো সমান নয়। যারা স্বীয় জান-মাল দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর যারা ঘরে বসে থাকে। এদের প্রত্যেকেরই জন্য আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ মুজাহিদদের মহান পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপরে। ৯৬. এ মর্যাদা দেয়া হয়েছে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে, আরো রয়েছে ক্ষমা ও দয়া। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯৭. নিসন্দেহে যারা নিজেদের ওপর যুলুম করে, ফেরেশতারা তাদের জান কবজের সময় বলবে ঃ "তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ?" তারা বলবে দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম, ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহর এ যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করে চলে যেতে ? এদেরই ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর তা কতো মন্দ ঠিকানা ! ৯৮. তবে সেসব অসহায় পুরুষ, নারী, শিশু যারা কোনো উপায় অবলম্বন করতে

www.pathagar.com

পারে না এবং কোথাও যাওয়ার কোনো উপকরণ ছিল না– ৯৯. এদের ব্যাপারে আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের মাফ করে দেবেন। কারণ আল্লাহ অতিশয় মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। ১০০. যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয় স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে বের হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করার জন্য তারপর মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তার প্রতিদান অবধারিত হয়ে আছে আল্লাহর কাছে। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৯. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৮৬-৮৭

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْرُدُّوْهَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ
حَسِيْبًا ○ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ط لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لاَرَيْبَ فِيْهِ ط وَمَنْ
اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ○

تحيت শব্দের অর্থ

تحية : حياه এর প্রকৃত অর্থ কারো জীবনের জন্য দোয়া করা—এ থেকেই দোয়া সূচক বাণী حياك الله-এর উৎপত্তি ; যার মানে আল্লাহ তোমার হায়াত দরাজ করুন! সালাম ও এর সমার্থক অন্যান্য দোয়াসূচক বাণীও যেহেতু কম-বেশী এরূপ বা এরই কাছাকাছি অর্থ বহন করে সেহেতু শব্দের সাধারণ অর্থের মধ্যে ঐসবই শামিল হয়ে যায়।

ইসলামী সমাজে সালামের গুরুত্ব

প্রত্যেক সমাজেই প্রচলিত থাকে বেশ কিছু দোয়া সূচক বাণী ও বক্তব্য। সমাজের লোকজন পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের সময় প্রাথমিক পরিচয়, ভালবাসা ও আস্থা প্রকাশ ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের নিদর্শন হিসেবে এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের ঐক্যতান হিসেবে যা ব্যবহার করে থাকে। সামাজিক বন্ধন ও পারস্পরিক সম্প্রীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের প্রতিটি সদস্য—তাদের মধ্যে যতই দূরত্ব ও অপরিচিতির ব্যবধান থাক না কেন—সামনা-সামনি হওয়া মাত্রই এসব দোয়া সূচক বাণীর কল্যাণে একে অন্যের সাথে এভাবে সম্পৃক্ত ও একাকার হয়ে যায় যেন তাদের মধ্যে কোনো দূরত্ব ও অপরিচিতির ব্যবধান বিদ্যমানই ছিল না, আরবদের মাঝে পারস্পরিক অভ্যর্থনা ও কুশল বিনিময়ের অনেক শব্দ ও ছোট ছোট বাক্য প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন حياك الله، اهلا سهلا ও ومرحبا ইত্যাদি। সালাম শব্দটিরও প্রচলন ছিল। ইসলামী সমাজ কায়েম হয়ে যাবার পর যে শব্দগুলোর মধ্যে শিরক মিশ্রিত ছিল সেগুলো ভিন্ন অন্য সকল পবিত্র শব্দ অবশিষ্ট রইলো। অবশ্য 'আস্‌সালামু আলাইকুম' শব্দদ্বয় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটা বিশেষ অঙ্গ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। এ ক্ষুদ্র বাক্যটি যেন মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে

www.pathagar.com

ব্যবধান করার অন্যতম চিহ্নরূপে পরিগণিত হয়। একে অন্যের উদ্দেশ্যে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে দেয়া আর অপর জনের 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলে তার জবাব দেয়া মানেই হলো তোমার ও আমার মাঝে কোনো পার্থক্যই রইলো না ; উভয় যেন দুটি দেহ ও একই প্রাণ হয়ে গেল। আর জবাব না দিলে তার মানে স্রেফ এটাই হতো না যে, সে তার সালাম কবুল করেনি ; বরং তার মানে এও দাঁড়াতো যে, সে ইসলামকেও মেনে নেয়নি।

সালামের বাণীর এহেন গুরুত্বের কারণেই এখানে মহানবী স.-কে মুনাফিকদের উপেক্ষা করার উপদেশ দানের সাথে সাথে মুসলমানদেরও সতর্ক করে দেয়া হয়। তাদের সতর্ক করে দেয়া হয় যে, কেউ যদি তোমাদের সালাম ও অভ্যর্থনা সূচক বাণী দ্বারা সম্বোধন করে তাহলে তার ইসলামী ও সামাজিক হক হলো তার সালাম ও অভ্যর্থনার জবাব দেয়া। তার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে তোমরা তার জবাব দেবে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে। আর তা যদি না হয় অন্ততপক্ষে তার উচ্চারিত শব্দই তাকে ফিরিয়ে দেবে। এ সতর্কীকরণের প্রয়োজনীয়তা এজন্যই অনুভূত হয়েছিল যে, অধিক আবেগপ্রবণ লোকদের পক্ষ থেকে এ পর্যায়ে মুনাফিকদের সাথে সামাজিক বয়কটের অবতারণা যেন না হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে এ দিকটি বড়ই স্পর্শকাতর ছিল যে, অনেক ক্ষেত্রে ঐসব লোকেরা এর আওতায় পড়ে যাওয়ার আশংকা ছিল যারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক ছিল না, কিন্তু অত্যধিক অনুভূতিশীল লোকদের দৃষ্টিতে কোনো কারণে তাদের ওপর সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যেত। এ জটিলতা ছিল ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে যারা দারুল ইসলামে অবস্থানরত ছিল। যেসব মুসলমান দারুল হরবে অবস্থানরত ছিল তাদের ব্যাপারটি ছিল এর চেয়েও জটিলতর। ঐসব মুসলমানদের মধ্যেও পরবর্তী পর্যায়ে যার আলোচনা আসছে—মুনাফিক ও নিষ্ঠাবান উভয় প্রকারের লোকই বর্তমান ছিল। কুরআন তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য অত্যন্ত স্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিলেও এ আশংকা থেকে যেত যে, কোনো নিষ্ঠাবান মুসলমান তরবারির আওতায় এসে যায় কিনা। এজন্যই পরবর্তী ৯৪ নম্বর আয়াতে মুসলমানদের এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যে অঞ্চলে হামলা করবে ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের ব্যাপারে ভালভাবে জেনে নেবে। কেউ তোমাদের সালাম করলে এবং অনুরূপভাবে তোমাদের সাথে নিজেদের দীনি ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ প্রকাশ করলে যাচাই বাছাই ছাড়া তাদের মুসলমানিত্বকে অস্বীকার করে বসো না।

মোদ্দাকথা, এ সালাম ও সালামের জবাবদানের ব্যাপারটি কোনো প্রথাগত মর্যাদা সম্পন্ন বিষয় ছিল না ; বরং ইসলামী সমাজে এটি ছিল রীতিমত মিলন ও বিভেদের বুনিয়াদ। এ কারণেই কুরআন গুরুত্ব সহকারে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। কুরআন এও সতর্ক করে দিয়েছে যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসেব গ্রহণকারী এবং কিয়ামতের দিন সবাইকে নিজ নিজ কথা ও কাজের জন্য তাঁর সমীপে জবাবদিহি করতে হবে।

لَيَجْمَعَنَّكُمْ এরপর الى শব্দের صله আসলে—অন্যত্রও আমরা যেরূপ আলোচনা করেছি—তার মানে, তাড়ানো, প্রবেশ করানো ও নিয়ে যাওয়ার সমার্থক কোনো শব্দ এখানে উহ্য রয়েছে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৮৮-৮৯

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ط اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلاً ○ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلاَ تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ص وَلاَ تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا ○

فِئَتَيْنِ শব্দটি ضمير مجرور থেকে حال হয়েছে। যেমন বলা যেতে পারে مالك قائما ;

رَكَسَ الشَّيْ ঃ এর অর্থ বস্তুটি উল্টে দিয়েছে। اَرْكَسَه মানে তাকে উপুড় করে দিয়েছে اركس الشي-এর অর্থ বস্তুকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে।

দারুল কুফরের মুসলমানদের ঈমান ও কুফরের মানদণ্ড ও হিজরত

এক্ষণে আলোচনা করা হচ্ছে মুনাফিকদের সম্পর্কে ; ঐসব মুনাফিকদের ব্যাপারে যারা কোনো প্রকার যুক্তিসংগত ওজর ছাড়াই নিছক আপন আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গ অথবা স্থাবর ও অস্থাবর ধন-সম্পদের মহব্বতে হিজরত করছিল না। মদীনায় ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত যথারীতি দারুল কুফর বা দারুল হরবেই পড়ে ছিল। তাদের নিকট কোনোরূপ শরঈ ওজর ছিল না বিধায় তাদের মোনাফিকী ছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু মুসলমানদের মধ্য থেকেও কিছু সংখ্যক লোক এমন ছিল যারা তাদের সাথে রক্ত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা বা বংশীয় ও গোত্রীয় সম্পর্কে জড়িত ছিল। তারাও ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে ছিল কোমলপ্রাণ। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল এই যে, তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর যেন ছেড়ে দেয়া হয়। শুধু তাই নয়; বরং তাদের সাথে সম্পর্ক-সম্বন্ধও যেন কায়েম রাখা হয়। এতে করে তারা খাঁটি ও পাকা মুসলমান হয়ে যাবে। কুরআন এ ধারণা পোষণকারীদের সতর্ক করে দিয়েছে। কুরআন বলেছে, যারা এ ধারায় চিন্তা-ভাবনা করছে তারা ভুল চিন্তায় নিমজ্জিত রয়েছে। এসব মুনাফিকরা তো ইসলামের প্রতি অগ্রসর হবে না। এরা ইসলামের প্রতি অগ্রসর হবার যে পদক্ষেপ নিয়েছিল দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও আসক্তির দরুন তারা তাদের সে অগ্রসরমান পাকে পশ্চাদগামী করে নিয়েছে। এর শাস্তি স্বরূপ মহান আল্লাহ তাঁর স্থায়ী বিধান মোতাবেক তাদেরকে পুনরায় ঐ কুফরীতেই নিমজ্জিত করে দিয়েছেন যাতে তারা পূর্ব থেকেই নিমজ্জিত ছিল। যারা ইতোমধ্যেই আল্লাহর আইন ও তাঁর স্থায়ী বিধানের আওতায় এসে গিয়েছিল, তারা তো সরল-সঠিক পথে ফিরে আসতে প্রস্তুত ছিল না। লক্ষ জনতা কামনা করলেও তাদের সত্যপথের সন্ধান লাভ ছিল অসম্ভব। বলা হয়েছে, তোমরা তো তাদের হেদায়াতের আশা পোষণ করো। কিন্তু তাঁদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদেরকেও ঐ কুফরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় যাতে তারা

www.pathagar.com

নিজেরাই নিমজ্জিত রয়েছে। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত এরা হিজরত না করবে ততক্ষণ তাদের সাথে কোনো সম্পর্কই রাখবে না। এ হিজরতই তাদের ঈমান ও ইসলামের তুলাদণ্ড। যদি তারা হিজরত করতে গড়িমসি করে তবে তোমরা তাদের শত্রু ও শত্রুদের সঙ্গী-সাথী মনে করবে এবং তাদের যেখানে পাবে গ্রেফতার ও হত্যা করবে।

আয়াত ঃ ৯০

اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ج فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ لا فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ○

حصر حَصِرَ حَصَراً-এর মানে অক্ষম হওয়া, বিপদগ্রস্ত হওয়া, সাহসহারা হওয়া, الرجل ضاق صدره -"তার বক্ষ সংকীর্ণ হয়েছে, সে সাহসহারা হয়েছে।"

سَلَم শব্দের অর্থ বশ্যতা, আনুগত্য, ন্যস্ত করা ও সোপর্দ করা। القاء السلم মানে কারো সামনে ঢাল সমর্পণ করে দেয়া, নতজানু হওয়া, পরাজয় মেনে নেয়া ও তার সাথে সন্ধির আবেদন করা।

উপরোক্ত আদেশের কতক ব্যতিক্রম

এক্ষণে ঐসব লোকের হুকুম বিবৃত হচ্ছে যারা উপরোক্ত গ্রেফতারী ও হত্যা পরোয়ানার আওতা বহির্ভূত। এরা দু' শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথমত, ঐসব লোক যারা এমন কোনো কওম ও গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যাদের সাথে মুসলমানদের রয়েছে সন্ধি-চুক্তি। এ জাতীয় লোকদের জীবন রক্ষা করা হবে নিছক চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে। কেননা চুক্তি বলবৎ থাকা পর্যন্ত তাদের কাউকে গ্রেফতার বা হত্যা করা হতো চুক্তি ভঙ্গ জনিত অপরাধ ; হোক সে কাফির বা মুনাফিক।

অপর শ্রেণী হচ্ছে ঐসব লোক যারা নিজেদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতার দরুন মুসলমানদের নিকট নিরপেক্ষ থাকার আবেদন নিয়ে এসেছিল। তারা নিজেদের কওম ও গোত্রের সাথে একাত্ম হয়ে মুসলমানদের সাথে লড়ার জন্যও প্রস্তুত ছিল না। অপরদিকে মুসলমানদের সাথে শামিল হয়ে নিজ কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত ছিল না। তাদেরকে অবকাশ দেয়ার পক্ষে যুক্তি দেখান হয়েছে এই যে, এ জাতীয় দুর্বলচেতা লোকদের পক্ষ থেকে এরূপ নিরপেক্ষ আচরণও মহামূল্যবান সম্পদ। বলাবাহুল্য এমনও তো হতে পারতো যে, যদি আল্লাহ তাদের সাহস দিতেন তাহলে এরা প্রকাশ্য শত্রু সেজে তোমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। তা যতক্ষণ পর্যন্ত এরা তোমাদের বাধা প্রদান করা থেকে বিরত থাকবে তোমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হবে ও তোমাদের সাথে চুক্তি ও

সন্ধি মোতাবেক আচরণ বজায় রাখবে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না।

আয়াত ঃ ৯১

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ط كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ج فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ط وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

فتنه-এর অর্থ

فتنة শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা সূরা আল বাকারার তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে এর দ্বারা অর্থ হচ্ছে কাফেরদের ঐসব ধ্বংসাত্মক ও যুলুম মূলক পদক্ষেপ মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেয়ার ও মুসলমানদের একান্ত আপনজন সেজে ইসলামকে উৎখাত করার জন্য তারা যা যা করতো।

سلطان শব্দের অর্থ

سُلْطَانَ শব্দটি কুরআনে দলীল ও প্রমাণ অর্থেও এসেছে এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অর্থেও এসেছে। এ দ্বিতীয় অর্থের বিভিন্ন নযির ও দৃষ্টান্ত মওজুদ রয়েছে। যেমন, وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ - ابراهيم : ٢٢ -"তোমাদের ওপর আমার কোনো ক্ষমতা ও ইখতিয়ার চলতো না।"-সূরা ইবরাহীম ঃ ২২ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا - بنى اسرايل : ٣٣ -"যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমি তার ওয়ারিশদের জন্য হত্যাকারীর ওপর ক্ষমতা দান করেছি।"-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩

নিরপেক্ষতার মিথ্যা দাবীদারদের ব্যাপারে হুকুম

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে নিরপেক্ষতার মিথ্যা দাবিদারদের প্রতি যারা ইসলামের দাবি করে মুসলমানদের হাত থেকেও নিজেদের রক্ষা করতে চাইতো। অপরদিকে নিজেদের কওমের সাথে শামিল থেকে তাদের হাত থেকেও নিরাপদ থাকতে চাইতো। বাহ্যত এরা নিরপেক্ষ বলে দাবি করতো। কিন্তু এ নিরপেক্ষতা ছিল নিছক প্রদর্শনীমূলক। যখন তাদের ওপর তাদের কওমের তরফ থেকে চাপ আসতো তখন তাদের কওম ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব অপকর্ম করতে চাইতো এরাও তাতে শরীক হয়ে যেতো। তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে, এরা আসলে এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার যোগ্য নয় যা ওপরে বর্ণিত লোকদের বেলায় বর্ণিত হয়েছে। বরং এরাও প্রকাশ্য শত্রুদেরই সংজ্ঞাভুক্ত। এরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ না করে, তোমাদের সাথে সন্ধি ও আপোষমূলক আচরণ না করে এবং নিজের হাত সম্বোরন না করে তাহলে তাদের যেখানেই পাবে সেখানেই

www.pathagar.com

গ্রেফতার ও হত্যা করবে। তাদের গ্রেফতার করার ও তাদের হত্যা করার সুস্পষ্ট ইখতিয়ার আল্লাহ তোমাদের দিয়ে দিয়েছেন।

আয়াত ঃ ৯২-৯৩

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ط وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ ز تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا
مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا
عَظِيْمًا ○

দারুল হরবের নিষ্ঠাবান মুসলমানদের জীবন সংরক্ষণ

ওপরে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে, যদিও তা মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যকার বিভ্রান্তি দূর করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কাফিরদের এলাকায় বিপুল সংখ্যক নিষ্ঠাবান মুসলমানও বর্তমান ছিল। যারা নিজে থেকে মনে প্রাণে হিজরত করতে আগ্রহী ছিল কিন্তু বিভিন্ন নিরুপায় অবস্থা তাদের হিজরতের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে পরে মুসলমানদের হাতে তাদের কোনো বিপদ ঘটে যাওয়ার সমূহ আশংকা বিদ্যমান ছিল। এ কারণে কুরআন কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা যে কতো বড় কঠিন অপরাধ তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে। এ প্রসেঙ্গে মহান আল্লাহ এহেন উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট বিধান জানিয়ে দিয়েছেন, যার পরে কোনো আল্লাহভীরু মুসলমানের পক্ষে এ ব্যাপারে কোনোরূপ অসতর্কতা অবলম্বন ও বিষয়টিকে সহজভাবে নেয়ার কোনো অবকাশ অবশিষ্ট থাকেনি।

প্রথমেই বলা হয়েছে, কোনো মুসলমানের পক্ষে কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা জায়েয নয়। ভুলক্রমে এ ধরনের কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেলে অবশ্য তা স্বতন্ত্র । এ ধরনের ঘটনা কারো দ্বারা ভুলক্রমেও যদি ঘটে যায়, সে অবস্থায়ও তাকে একটি মুসলমান গোলাম আযাদ করে দিতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে তার রক্তমূল্য প্রদান করতে হবে ; তবে নিহতের ওয়ারিশরা যদি তা মাফ করে দেয় তবে তা ভিন্ন কথা।

অতপর এ সংক্ষিপ্ত বিধানের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি নিহত ব্যক্তি মুসলমান, শত্রু জাতি বা কবীলাভুক্ত হয় তবে তো একজন মুসলমান গোলাম আযাদ করে দেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু তার সম্পর্ক যদি হয় সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো কওম ও কবীলার

www.pathagar.com

সাথে সে ক্ষেত্রে রক্তমূল্যও পরিশোধ করা অপরিহার্য হবে এবং একজন মুসলমান গোলামও আযাদ করতে হবে। কেউ যদি গোলাম আযাদ করার সামর্থ না রাখে, তবে তাকে একাধারে দু' মাস রোযা রাখতে হবে। এটা আল্লাহর নির্ধারিত তাওবা আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বময় জ্ঞানের আধার এবং হেকমত ও প্রজ্ঞাময় সত্তা।

ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ

ভুলক্রমে হত্যা সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম ; সে অনন্তকাল ধরে তাতে থাকবে। আর তার ওপর বর্ষিত হবে আল্লাহর গযব ও তাঁর লা'নত। উপরন্তু আল্লাহ্ তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাজনিত অপরাধের যে শাস্তি বর্ণিত হয়েছে তা হুবহু কট্টর কাফেরদের জন্য কুরআনে বর্ণিত শাস্তির অনুরূপ। এ আয়াত পড়ে প্রতিটি মুসলমানের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। এ শাস্তির এহেন কঠোর হবার কারণ বুঝার জন্য এ বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের সবচেয়ে বড় হক হলো তার জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এমতাবস্থায় কোনো মুসলমান যদি অপর মুসলমানের জীবন হরণ করে নেয়, তবে তার মানে এই দাঁড়ায় যে, বান্দার হকসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হককে সে ধ্বংস করেছে ; যার ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনেরও কোনো উপায় অবশিষ্ট নেই। কারণ যার হক সে ধ্বংস করেছে সে তো দুনিয়া থেকেই বিদায় গ্রহণ করেছে। বলা বাহুল্য, বান্দার সংশোধনের জন্য তো অপরিহার্য হলো, যা ধ্বংস হয়েছে তা পরিপূর্ণ করা। এছাড়াও এর আরেকটি দিকও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে এই যে, এটা এরূপ মুসলমানের হত্যা জনিত ব্যাপার, যে দারুল কুফর বা দারুল হরবে পরিবেষ্টিত থাকার দরুন ইসলামী শরীআতের ঐ সকল রক্ষা ব্যবস্থা থেকেও বঞ্চিত, যা দারুল ইসলামে অবস্থানরত একজন মুসলমানের জন্য সহজলভ্য ছিল। স্বীয় দীন ও স্বীয় সত্তার ব্যাপারে কারো কাছ থেকে যদি সে কোনোরূপ কল্যাণ লাভের প্রত্যাশা করতে পারতো তবে তা একমাত্র মুসলমানদের কাছ থেকেই করতে পারতো। এমত পরিস্থিতিতে কোনো মুসলমানই যদি তাকে হত্যা করে বসে আর তাও ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং এমন জায়গায় তা করে যেখানে সে ইসলামী আইনের রক্ষাব্যবস্থা থেকেও বঞ্চিত। তবে তো এটা পরিষ্কার যে, এরূপ নিহত ব্যক্তি অপেক্ষা বড় মযলুম কেউ হতে পারে না এবং এরূপ হত্যাকারী অপেক্ষা বড় যালেমও কেউ হতে পারে না।

সামাজিক রীতিনীতির ওপর ভিত্তিশীল বিধান অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়

রক্তমূল্যের মাসআলার কোনো কোনো দিক সম্পর্কে আমরা সূরা আল বাকারার তাফসীরেও আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে ইসলাম আরবের প্রচলিত রীতিনীতিকে আইনের মর্যাদা দান করেছিল। এটা আমরা অন্যত্রও লিপিবদ্ধ করেছি যে, যেসব বিষয়ের সম্পর্ক সমাজে প্রচলিত রীতি ও প্রথার সাথে জড়িত তা সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে

পরিবর্তিত হয়ে যায় ; তবে তার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না। যেমন রক্তমূল্য হিসেবে উট ও বকরীর পরিবর্তে নগদ অর্থও প্রদান করা যেতে পারে । আর নগদ অর্থের পরিমাণও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। এ পরিবর্তনের ধরন-ধারণ কি হবে তা নির্ধারণ করা উঁচু স্তরের ইসলামী চিন্তাবিদ শ্রেণীর লোকদের কাজ। তাছাড়া অতীত যুগের মনীষীদের ইজতিহাদের দৃষ্টান্তবলীও এ ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে।

গোলামের বিকল্প

আলোচ্য আয়াতে তাওবা হিসেবে গোলাম আযাদ করার হুকুমও রয়েছে। বর্তমান যুগে যেহেতু গোলামী প্রথার অবসান হয়েছে—বলাবাহুল্য, আমরা অন্যত্র এটা বর্ণনা করেছি যে, এ প্রথার অবসান হয়েছে সম্পূর্ণ ইসলামের লক্ষ-উদ্দেশ্য মোতাবেক—এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্নের উদয় হয়, যে ব্যক্তি গোলাম আযাদ করার সামর্থ রাখে ঠিকই, কিন্তু গোলাম পাওয়া না গেলে সে কি করবে? এদিকে শরীআত তো তার কোনো বিকল্পও নির্ধারণ করে দেয়নি ? আমাদের মতে এ যুগে তার বিকল্প হবে গোলামের সমমূল্য। পরিমাণের সদকা। আর যদি এ সদকা গরীব ও অভাবগ্রস্ত মুসলমানদের ঋণ পরিশোধ ও তাদের বন্ধক দেয়া বাড়ি-ঘর ও আসবাবপত্র ছাড়াবার কাজে ব্যয় করা হয়। তাহলে এ পদ্ধতি শরীআতের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে না, ইনশাআল্লাহ।

তাওবার তাকিদ ও তার সহায়ক বিষয়াদী

تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ঃ এ আয়াতাংশটিও বিশেষভাবে চিন্তার দাবি রাখে । আমরা অন্যত্রও লিখেছি যে, যখন কর্মবাচ্য এরূপ ক্রিয়া ছাড়া আসে তখন তাতে বিশেষ তাকিদ ও দৃঢ়তার সাথে জোর দেয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানে রক্তমূল্যের সাথেই একজন গোলাম আযাদ করার কথা বলা হয়েছে। আর গোলাম আযাদ করার সামর্থ না থাকলে তার বিকল্প হিসেবে লাগাতার দু' মাস রোযা রাখার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার ওপর বিশেষ তাকিদ সহকারে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এটা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় সত্তা আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত তাওবা বৈ নয়। এটাকে কেউ যেন কঠোর বিধান মনে না করে এবং এর অন্যথা না করে। কোনো মু'মিনকে হত্যা করা—হোক তা ভুলক্রমে—অনেক বড় গোনাহর কাজ। ঐ গোনাহের আবিলতা দূর করার জন্য স্রেফ রক্তমূল্যই যথেষ্ট নয় ; তার জন্য গোলাম আযাদ করাও জরুরী। আর তার সামর্থ না থাকলে লাগাতার দু' মাস রোযা রাখতে হবে, যাতে অন্তর থেকে উক্ত গোনাহের ক্ষতচিহ্ন সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে যায়। অর্থাৎ, এহেন গুরুতর ব্যাপারে মৌখিক তাওবাই যথেষ্ট নয়। বরং তার সাথে জরুরী অন্যান্য সহায়ক কার্যব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হবে।

আয়াত ঃ ৯৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ج تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ

www.pathagar.com

كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

দারুল হরবের মুসলমানদের সুরক্ষার জন্য অধিকতর ব্যবস্থা

দারুল হরবের বেড়াজালে বন্দী মুসলমানদের সুরক্ষার দিক থেকে অতিরিক্ত হেদায়াত দেয়া হয়েছে এখানে । বলা হয়েছে, যখন তোমরা কোনো অঞ্চলে হামলার জন্য বের হবে, সে অঞ্চলে বসবাসরত মুসলমানদের ব্যাপারে পূর্ণ যাচাই-বাছাই করে নেবে। যাচাই করে নেবে কোন্ কোন্ স্থানে এবং কি অবস্থায় মুসলমানরা রয়েছে ? যেন তোমাদের হামলা থেকে তারা নিরাপদ থাকে। অধিকন্তু বলা হয়েছে, কোনো মুসলমান যদি স্বীয় ঈমানের সাক্ষ্য স্বরূপ তোমাদের সালাম করে তাহলে মালে গণীমতের লোভে তার ঈমানকে অস্বীকার করে বসো না। মালে গনীমতের প্রত্যাশী যারা তাদের এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহর নিকট গনীমতের বিপুল ভাণ্ডার মওজুদ রয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, গতকাল পর্যন্ত এ একই অবস্থা তোমাদেরও ছিল। তোমরাও ঐসব মযলুমদের ন্যায় কাফিরদের দুর্গে পরিবেষ্টিত ছিলে। এক্ষণে মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে দারুল ইসলামে আযাদ ও মুক্ত স্বাধীন পরিবেশ দানে ধন্য করেছেন। এতে তোমাদের কোনোরূপ শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিতে আক্রান্ত হওয়া উচিত নয়। ভালরূপে যাচাই-বাছাই করে পা ফেলাই উচিত। যদি কেউ এ ব্যাপারে বেপরোয়া মনোভাব দেখায় ও বিষয়টিকে সহজ-ভাবে নেয় বা মালে গনীমতের লোভে কোনো মুসলমানকে হত্যা করে বসে তাহলে স্মরণ রেখো আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিটি আমল সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

মু'মিনের প্রাণের সম্মানের সর্বশেষ সীমা এটাই হতে পারে যা এই আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। দারুল হরবে সাক্ষাত যুদ্ধ কালীন মুহূর্তেও যদি কোনো লোক স্বীয় ঈমানকে প্রকাশ করার জন্য সালাম দেয় বা কালিমা উচ্চারণ করে তবে মুসলমানের পক্ষে যাচাই বাছাই ছাড়া তার বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করা জায়েয নয়। যুদ্ধজনিত কোলাহলপূর্ণ পরিস্থিতিতে এরূপ যাচাই-বাছাই করা যদিও অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং এদ্বারা শত্রুদেরও ফায়দা নেবার প্রবল আশংকা বিদ্যমান, তথাপি ইসলামী যুদ্ধ বা জিহাদের এ আদেশের পরিপূর্ণ পাবন্দী করা হয়েছে। কোনো এক যুদ্ধে জনৈক সাহাবী এ ব্যাপারে অসতর্ক পদক্ষেপ নিলে মহানবী স. তাকে এহেন কঠোর সতর্কবাণী শুনান, যাতে করে শ্রোতাদের অন্তরাত্মা প্রকম্পিত হয়ে যায়। প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইসলামী যুদ্ধাভিযানের মূল লক্ষ বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করা ও গনীমতের মাল জমা করা নয়। যেমন ওপরেও বলা হয়েছে—মযলুম মুসলমানদের কাফেরদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করাই ছিল উদ্দেশ্য। এটাই যখন উদ্দেশ্য তবে তো তার জন্য সর্বপ্রকার বিপদকে বরণ করে নেয়া সম্ভবপর ছিল। কিন্তু কোনো মুসলমানের জীবন বিপদের মুখে পড়বে এটা কি করে সহজভাবে গ্রহণ করে নেয়া যেতে পারে ?

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৯৫-৯৬

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ط فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ○ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

জিহাদে উৎসাহ দান

এখানে ওজর বিহীন সুস্থ-সবল সকল মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ ৭১ নম্বর আয়াতে যেখান থেকে বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে অতপর জিহাদ থেকে পলায়নকারীদের প্রসঙ্গ এসে গিয়েছিল—এক্ষণে কথা আবার একই বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে। বলা হয়েছে, যেসব মুসলমানের নিকট যুক্তি সংগত কোনো ওজর নেই, অথচ তারা জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হচ্ছে না, তাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, তারা আল্লাহর দরবারে পুরস্কারের দিক থেকে কিছুতেই তাদের সমান হতে পারবে না, যারা আজ আল্লাহর পথে জান ও মালের দ্বারা জিহাদ করছে। যদিও তাদের উভয় দলই ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারী হিসেবে আল্লাহর নিকট উত্তম পুরস্কারের হকদার তাদের মধ্যে মুনাফিক ও ইসলামের অকল্যাণকামী কেউই নয়, তথাপি মুজাহিদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট অতীব উচ্চে। তাদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে অনেক বড় পুরস্কার।

এ আয়াতে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ ও উৎসাহ দান করা হয়েছে। একই সাথে এটাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, যদিও ঐসব মুসলমান—যাদের কোনো ওজর নেই, যারা কোনোরূপ নিরুপায় অবস্থারও শিকার নয়—জিহাদে কার্যত অংশগ্রহণ করছে না। তারা বাস্তবে সরে যমীনে জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের সমান সম্মান ও মর্যাদা কিছুতেই অর্জন করতে পারবে না। এতে সন্দেহ নেই যে, তাদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট অনেক উচ্চে তথাপি জিহাদে অংশগ্রহণ না করার জন্য এদেরকে মুনাফিক বিবেচনা করা চলবে না। কারণ জিহাদে অংশ গ্রহণ না করা ঐ অবস্থায় মুনাফিকী যখন কেউ পলায়নের মনোবৃত্তি গ্রহণ করবে অন্যান্যদের মনোবল ভেঙ্গে দেয় কিংবা জিহাদ জনযুদ্ধে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ঘরে বসে থাকে। এ পরিস্থিতি দেখা না দিলেও সন্দেহ নেই, জিহাদ একটি মর্যাদাকর বিষয় যা অর্জন করার জযবা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বর্তমান থাকা আবশ্যক—কিন্তু তার মর্যাদা ফযীলতপূর্ণ কাজেরই অন্তর্গত ঈমানের শর্তাবলীর অন্তর্গত নয় যে, তা হাসিল না করলে তাকে মুনাফিক গণ্য করা হবে। وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ বাক্যাংশটি এ সত্যের প্রতিই ইশারা করছে। এ সতর্কীকরণের প্রয়োজন এজন্যই ছিল যে, ওপরে মুনাফিকদের উক্ত জিহাদেরই ব্যাপারে যেরূপ ভর্ৎসনা করা হয়েছিল এবং তাদের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে যেভাবে সতর্ক থাকার আদেশ দেয়া হয়েছিল—তদ্বারা কারো কারো

www.pathagar.com

মনে এরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারতো যে, উক্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের ব্যাপারেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যেতো যারা ছিল অত্যন্ত খাঁটি মুসলমান অথচ এ যাবত তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়নি।

এ আয়াত একদিকে তাদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে অপরদিকে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এরা নিষ্ঠাবান মুসলমান। তাদের ইখলাস ও আন্তরিকতার ব্যাপারে কারো কোনো খারাপ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তাদের মর্যাদা ও মর্তবা অনুসারে আল্লাহর দরবারে তাদের জন্যও রয়েছে পুরস্কারের ব্যবস্থা।

আয়াত ঃ ৯৭-১০০

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ط قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى الْأَرْضِ ط قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ط فَأُولٰٓئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۝ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَّلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝ وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْأَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيرًا وَّسَعَةً ط وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

বহুবচন ব্যবহারের একটা বিশেষ স্থান

تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ঃ এতে مَلٰٓئِكَةُ শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা ঠিক তদ্রূপ যেরূপ ব্যবহার হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ৩৯, ৪২ ও ৪৩ নম্বর আয়াতে। সেখানে فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ এর তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা এর বহুবচন লওয়ার কারণ বর্ণনা করেছি। কখনো কখনো বহুবচন দ্বারা স্রেফ জাতি বুঝানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ ঃ অংশটুকু حَال হয়েছে। স্বীয় জানের ওপর যুলুম বলতে এখানে হিজরত করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও দারুল কুফরে পড়ে থাকা ও এভাবে নিজের ঈমানকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়াকেই বুঝানো হয়েছে।

ধমকের সুরে প্রশ্ন

فِيمَ كُنتُمْ –"তোমরা কোথায় পড়েছিলে ?" এটা মূলত ধমকী ও জব্দ করার জন্যই প্রশ্ন।

مُرٰغَم শব্দের অর্থ এমন জায়গা যেখানে মানুষ বের হয়ে যেতে পারে, নিষ্ক্রান্ত হতে পারে।

www.pathagar.com

مُسْتَضْعَف শব্দের অর্থ অপ্রস্তুত, নিরুপায়, নির্যাতিত ও পরাভূত।

সকল সুস্থ সবল মুসলমানদের হিজরত করার হুকুম

এক্ষণে ঐ সকল মুসলমান—যাদের কোনো ওজর নেই এবং এখনো পর্যন্ত দারুল হরবে পড়ে ছিল—তাদেরকে হিজরত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আর এটা হলো তাদের জন্য সর্বশেষ সতর্কীকরণ। তার সূচনা করা হয়েছে এভাবে যে, যারা ইসলামের দাবী করা সত্ত্বেও কোনো প্রকার কঠিন অপারগতা ও শরঈ ওজর ছাড়া এখনো পর্যন্ত দারুল কুফরে পড়ে রয়েছে, এমতাবস্থায়ই তাদের মৃত্যু এসে উপস্থিত হলে ফেরেশতারা তাদের জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কী অবস্থায় পড়ে ছিলে ? তারা জবাব দেবে আমরা তো শক্তিহীন ও নিরুপায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহর যমীনে তোমাদের জন্য কোথাও কি আর মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করে চলে যেতে ? অতপর বলা হয়েছে এরূপ লোকদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর তা অতীব নিকৃষ্ট ঠিকানা ।

অতপর ঐসব লোকদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে যারা প্রকৃতই শক্তিহীন ও যাদের ওজর রয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহর দৃষ্টিতে মাজুর কেবল ঐসব পুরুষ, নারী ও শিশুরাই বিবেচিত হবে যারা কোনোরূপ তদ্বির করার ক্ষমতা রাখে না এবং যাদের সামনে কোনো রাস্তাও উন্মুক্ত হবার সম্ভাবনা নেই। এদের ব্যাপারেই আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন।

এরপর সাহসিকতার সাথে যারা হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে তাদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে হিজরতের জন্য বেরিয়ে পড়বে তারা আল্লাহর যমীনে অনেক ঠিকানা এবং অনেক প্রশস্ততা ও সচ্ছলতা পাবে। শেষে এ ব্যাপারেও আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, হিজরতের বিরাট পুরস্কারের জন্য কারো দারুল হিজরতে পৌঁছে যেতে হবে এটাই জরুরী নয় ; বরঞ্চ আল্লাহর ও রাসূলের দিকে হিজরতের উদ্দেশ্যে কারো বাড়ি-ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। যে ভিটেমাটি ছেড়ে গেলো অবিলম্বে যদি তার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় অথবা সে নিহত হয় এতে তার প্রতিদান ও পুরস্কারে কোনো ঘাটতি হবে না ; তার প্রতিদান দেয়া আল্লাহর দরবারে অনিবার্য ও অবধারিত হয়ে গিয়েছে।

হিজরতের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় বাস্তবতা

এ আয়াত দ্বারা হিজরতের সাথে সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বিষয়াদি সামনে আসে ঃ

এক. বাড়িঘর থেকে যে কোনো স্থানে স্থানান্তরই হিজরত নয়। মুসলমানের পক্ষে নিজের দীন ও ঈমানের ওপর কায়েম থাকা যেখানে জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সে স্থান পরিত্যাগ করে এমন কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার নামই হিজরত যেখানে সে আশাবাদী হবে যে সেখানে সে তার ঈমান হিফাযত করতে পারবে।

দুই. যদি দারুল ইসলাম বর্তমান থাকে, তার দিকে হিজরতের রাস্তা খোলা থাকে আর কঠিন কোনো অপারগতা ও প্রতিবন্ধকতাও না থাকে তবে এরূপ জায়গা থেকে হিজরত

www.pathagar.com

করে দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া ওয়াজিব। এমতাবস্থায় যে হিজরত করবে না তার ঈমান নির্ভরযোগ্য নয়।

তিন. হিজরতের ব্যাপারে যে কোনো প্রকার ওজরই কোনো ওজর নয়। গ্রহণযোগ্য ওজর হলো কারো এতখানি শক্তিহীন হওয়া যে, তার নিজের পক্ষ থেকেও কোনো কৌশল মাথায় খেলছে না আর তার জন্য কোনো রাস্তাও খুলছে না। এরূপ নিরুপায় অবস্থায়ও তার ওপর স্বীয় ঈমানের হেফাজত করা অপরিহার্য। এমনকি তাকে যদি আসহাবে কাহফের ন্যায় কোনো গুহার অভ্যন্তরে আশ্রয় নিতে হয় তবুও।

চার. হিজরতের পুরস্কার আখেরাতে যা রয়েছে তাতো আছেই এছাড়া দুনিয়াতেও মহান আল্লাহর তরফ থেকে মুহাজিরের জন্য সরবরাহ করা হয় বিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা। আল্লাহর যমীন তার জন্য রাস্তা খুলে দেয় এবং গায়েব থেকে তার জন্য উপায় উপকরণের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

পাঁচ. এ পথে পয়লা পদক্ষেপটিও মঞ্জিলে মকসুদের মর্যাদাসম্পন্ন। নিয়ত যদি হয় পরিষ্কার ও নিষ্ঠাপূর্ণ আর ইচ্ছা যদি হয় মযবুত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ তবে ঘর থেকে বের হওয়া মাত্রই মুহাজিরের মৃত্যু সংঘটিত হলে তার হিজরতের পুরস্কার তার জন্য অবধারিত হয়ে যাবে।

৩০. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১০১-১০৪ আয়াত

পরবর্তী আয়াতে সালাতুল খওফ অর্থাৎ যুদ্ধের বিভীষিকা চলাকালীন জামায়াতে নামায পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। জিহাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে যেয়ে নামায বিশেষ করে জামায়াতে নামায পড়ার এ নিয়ম পদ্ধতি বর্ণনা দ্বারা বেশ কিছু তাৎপর্য আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে ; তন্মধ্যে কতিপয় বিষয়ের প্রতি আমরা ইশারা করবো।

জিহাদের প্রকৃত প্রাণসত্তা নামায

এক ঃ এদ্বারা দীন ইসলামে নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সূরার ৭৭ নম্বর আয়াতের অধীন নামায ও জিহাদের পারস্পরিক বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন সম্পর্কের ওপর আমরা আলোচনা করেছি। এখানে এ সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, নামায ঐ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যাকে যুদ্ধের বিভীষিকা পূর্ণ পরিস্থিতিতেও কিছুমাত্র খাটো করে দেখার বা উপেক্ষা করার উপায় নেই। তার কারণ এই যে, ইসলাম তো যুদ্ধ, রক্তপাত ও লুটতরাজের জন্য নয় ; যেমনটি অন্যত্রও বলা হয়েছে—ইসলাম এসেছে আল্লাহর যমীন থেকে যুলুম-অত্যাচারের অবসানের জন্য। বলাবাহুল্য, আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর বন্দেগী থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য ইসলামের শত্রুরা যে অভিযান পরিচালনা করে চলেছে তা থেকে পরিত্রাণ দেয়ার জন্যই এসেছে ইসলাম। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে গেলে জিহাদের মূল প্রাণশক্তিই হলো নামায। এরই ফলে জিহাদ আল্লাহর ইবাদাতের মর্যাদা পায়। যদি তার মধ্যে এ প্রাণশক্তি বর্তমান না থাকে তাহলে এ জিহাদও যমীনের বুকে ফাসাদ ও বিপর্যয় বৈ নয়, ঠিক যেরূপ ইসলামের শত্রুদের প্রতিটি যুদ্ধ যমীনের বুকে ফাসাদ। এ প্রাণশক্তির

www.pathagar.com

সুরক্ষা করার অনিবার্য দাবী এই যে, সাক্ষাত যুদ্ধের ময়দানেও সম্ভব্য সীমা পর্যন্ত নামাযের ব্যাপারে যেন গাফলতি না হয়। যাতে করে আল্লাহর পথের প্রতিটি সৈনিকের মনে এ সত্যের রোমন্থন হতে থাকে যে, যুদ্ধের ময়দানের সারিগুলোও তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিচারে তার নামাযের সারি থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়।

জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব

দুই ঃ এ থেকে জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। সূরা আল বাকারার ২৩৯ নম্বর আয়াত فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا -এর অধীনে এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতি যদি বিভীষিকাপূর্ণ হয়, নামাযের পূর্ণ আদব সহকারে তা আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে সওয়ার অবস্থায়, চলার অবস্থায়, দাঁড়িয়ে-বসে, চলতে ফিরতে এবং পলায়নরত অবস্থায়, যেভাবে সম্ভব নামায আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। এমনকি কিবলামুখী হওয়ার শর্তও কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করা জরুরী নয়। কিন্তু এই সকল অব্যাহতির সাথে সাথে আলোচ্য আয়াত দ্বারা এ সত্যও স্পষ্ট হচ্ছে যে, যদি জামায়াত সহকারে নামাযের আয়োজন করা সম্ভবপর হয় তাহলে যুদ্ধের ময়দানেও তার ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখতে হবে। তাই এর জন্য কুরআন এমন এক পদ্ধতি উপস্থাপন করেছে যদ্বারা একই সাথে জামায়াতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যও হাসিল হয় এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্বও পালিত হয়।

আত্মরক্ষার গুরুত্ব

তিন ঃ এদ্বারা আত্মরক্ষার গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রথমত এটাই তার গুরুত্বকে তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট যে, তার জন্য মহান আল্লাহ্ নামাযের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতকেও হালকা করে দিয়েছেন।[১]

দ্বিতীয়ত নামাযের যে পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে এ বিষয়ের পূর্ণ বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে যে, শত্রুরা যেন তা থেকে ফায়দা নিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসার কোনোই সুযোগ না পায়। জিহাদ বিষয়ক আলোচনার সূচনা পর্বে মুসলমানদেরকে خُذُوا حِذْرَكُمْ -"নিজেদের আত্মরক্ষার উপায়-উপকরণ নিয়ে সতর্ক থাকবে"-এর যে হুকুম দিয়েছিলেন তার ব্যবস্থাপনা নামাযের মধ্যেও পুরোপুরিভাবে কায়েম রেখেছেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এই ফিতরাতের ধর্মে তাওয়াক্কুল ও তদবীর, বীরত্ব ও হেকমত, সাহসিকতা ও সাবধানতার কি অপূর্ব ভারসাম্য ও সুসামঞ্জস্য বিদ্যমান। যেন নামাযও জিহাদে পরিণত হয়ে যায়।

১. স্মরণ রাখতে হবে যে, নামাযে কসর করার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে এটা মূলত জিহাদজনিত সফর সংশ্লিষ্ট কারণেই নাযিল হয়েছে। অন্যান্য সফরের বেলায় এর মর্যাদা মৌলিক পর্যায়ের নয় ; বরং মহানবী স.-এর একটি বাণী থেকেও জানা যায়—মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সদকা সমতুল্য। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

www.pathagar.com

পয়গম্বর স.-এর ইক্তেদার গুরুত্ব

চার ঃ এদ্বারা নবী স.-এর ইক্তেদার জযবা ও তার গুরুত্ব প্রকাশ পায়। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এটা তুলে ধরবো যে, নামাযের এ বিশেষ পদ্ধতি যা এখানে বর্ণিত হয়েছে—তার একটা বিশেষ কারণও রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, যে যুদ্ধের ময়দানে নবী স. নিজেও উপস্থিত থাকবেন আর মহানবী স.-এর ইমামতিতে জামায়াতে নামায অনুষ্ঠিত হবে এবং সাহাবীরাও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। অথচ কোনো মুসলমান উক্ত জামায়াতে শামিল হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতে রাজী হবেন—এটা ছিল রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার। সাহাবীদের এ জযবা ছিল যেহেতু একান্তই স্বাভাবিক আর দীনের মধ্যে এ জযবার গুরুত্বও সম্পূর্ণ পরিষ্কার—এ কারণে মহান আল্লাহ নামাযের এ বিশেষ পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যাতে করে উক্ত জযবাকে উচ্চকিত করে তোলার কাজও সম্পন্ন হয় এবং আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যও ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلٰوةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا
لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ
مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى
مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا
اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۚ
إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

১০১. তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফরে বের হবে তখন যদি তোমাদের এ আশংকা থাকে যে, কাফিররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তাহলে সে অবস্থায় নামায সংক্ষিপ্ত করে নিলে তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। নিসন্দেহে কাফিররা হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

১০২. আর আপনি যখন মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করবেন এবং তাদের নামায পড়াবার জন্য দাঁড়াবেন তখন তাদের মধ্য থেকে একদল আপনার সাথে দাঁড়াবে এবং তারা নিজেদের অস্ত্র সাথে রাখবে। তারা যখন সিজদা সম্পন্ন করবে তখন যেন তারা পেছনে চলে যায়, এবং দ্বিতীয় দল এখনো যারা নামায পড়েনি তারা যেন এসে আপনার সাথে নামায পড়ে নেয় এবং তারাও সতর্ক ও সশস্ত্র থাকবে। কাফিররা তো এটাই চায় যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদি থেকে অসতর্ক হয়ে পড় যাতে তারা একযোগে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। অবশ্য বৃষ্টি-বাদলের জন্য যদি তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড় তবে অস্ত্র সংবরণ করায় তোমাদের কোনো দোষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা সতর্ক থাকবে। অবশ্যই আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১০৩. অতপর তোমরা যখন নামায সমাপন করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে। তারপর যখন তোমরা বিপদমুক্ত হবে তখন যথাযথভাবে নামায আদায় করবে। অবশ্যই নামায ঈমানদারদের ওপর সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথেই ফরজ করা হয়েছে।

১০৪. আর শত্রুদলের পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাক তবে তারাও তো তোমাদের দ্বারা কষ্ট পেয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে এমন কিছু আশা করো যা তারা আশা করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ কুশলী।

৩১. শব্দাবলীর বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১০১

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۚ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ○

আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই নামাযে কসরের অনুমতি

ইতোপূর্বেই আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি যে, নামাযে কসর করার এ অনুমতি خُذُوْا حِذْرَكُمْ এর নির্দেশ সংশ্লিষ্টতা সহকারেই নাযিল হয়েছে। যখন নির্দেশ দেয়া হলো তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেবে আর কাফিরদের মুকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকবে তখন আপন থেকেই এ প্রশ্ন দেখা দিলো যে, এ নির্দেশ এবং নামাযের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা কি হবে ? কারণ নামাযের অবস্থায় তো আত্মরক্ষার অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এরই জন্য একদিকে নামাযে কসর বা সংক্ষিপ্ত করণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে জামায়াতে নামাযের বেলায় রোগাক্রান্ত হলে ও বৃষ্টি-বাদল ইত্যাদি দেখা দিলে যে পদ্ধতিতে নামায পড়া বাঞ্ছনীয় তা বর্ণিত হয়েছে।

নবী স. ও সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর পক্ষ থেকে কসরের যে আমলী পদ্ধতি বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারীর দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যেসব নামায চার রাকআত বিশিষ্ট তা দুই রাকআত পড়তে হবে ; মাগরিব ও ফজরে কসর নেই।

কসরের অনুমতি একটি রুখসত

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ঃ বাক্যাংশ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, এই কসরের অনুমতি এক প্রকার অব্যাহতি বৈ নয়। রুখসত বা অব্যাহতি সম্পর্কে সূরা আল বাকারার তাফসীরে একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়াকে তাকওয়ার খেলাফ মনে করা দীনের মধ্যে কঠোরতা ও অত্যাধিক বাড়াবাড়িরই নামান্তর ; যাকে কুরআন ও হাদীস উভয়টিতেই নিন্দনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু একই সাথে এটাকেও বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন থেকে খালি বলে সাব্যস্ত করা যায় না কোনো রুখসতকে উচ্চ মর্যাদা ও ওয়াজিবের সম্মান দেয়া হবে ; এমনকি তার বিপরীত করলে গোনাহ হবে বলে রায়দান করা হবে। এ পর্যায়ে বিস্তারিত জানতে যারা আগ্রহী তারা যেন সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটির ওপর অবশ্যই একবার নজর বুলিয়ে নেন।

কসরের অনুমতি কেবলমাত্র জিহাদের সফরের সাথেই নির্দিষ্ট নয়

এতে সন্দেহ নেই যে, কসরের এ অনুমতি জিহাদ সংশ্লিষ্ট সফর প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু এদ্বারা এটা অনিবার্য নয় যে, জিহাদের সফরের সাথেই এটা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। যে কোনো সফরই হোক না কেন, মোটামুটি তাতে রয়েছে অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ এবং উপায় উপকরণের চিন্তা। হাঁ পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কোনোটাতে এসব হয়ে থাকে কম আর কোনোটাতে হয় বেশী। এটা একান্তই সম্ভব যে, জিহাদের কোনো সফর পরম স্বস্তি ও শান্তিতে কেটে যাবে আবার ব্যবসায় কিংবা হজ্জের সফরে দেখা দেবে চরম অস্বস্তি ও কষ্ট ক্লেশ। এ সমপর্যায়ের কারণ বর্তমান থাকার দরুন অন্যান্য সফর জিহাদ জনিত সফরের হুকুমের মধ্যেই শামিল। এ বুনিয়াদের ওপর নির্ভর করেই নবী স. অন্যান্য সফরের বেলায়ও কসরের অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি নিজেও এর ওপরে আমল করেছেন এবং সাহাবীরাও এর ওপর আমল করেছেন।

www.pathagar.com

এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এখানে وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ -"তোমরা যখন সফরে বের হও" শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। যা যে কোনো সফরের বেলায়ই সাধারণভাবে প্রযোজ্য। এতে জিহাদের সফরের কথা বিশেষভাবে বলা হয়নি। জিহাদের সফরের জন্য তো বিশেষ শব্দ হলো। اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ -"যখন তোমরা আল্লাহর পথে বের হও।" আর এরূপ আয়াত অতিবাহিত হয়েছে ৯৪ সংখ্যক আয়াতে। এ কারণে শব্দ ও ভাষার দাবী তো এটাই যে, কসরের অনুমতি যেকোনো সফরের বেলায়ই সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে। অতপর বাকী থাকলো اِنْ خِفْتُمْ -এর শর্ত লাগাবার প্রসঙ্গটি। তা শুধু আয়াত নাযিল হবার প্রেক্ষাপটের বিচারে ঐ কারণকে নির্দেশ করছে যদ্দরুন এই অনুমতি প্রদত্ত হয়েছে। এ থেকে এটা তো অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, এ অব্যাহতি সর্বাবস্থায়ই অব্যাহতি—যা অবস্থা ও পরিস্থিতির অধীন ; কিন্তু এটা প্রমাণিত হয় না যে, এ সফর কেবলমাত্র জিহাদের সাথেই নির্দিষ্ট। একাধিক স্ত্রী গ্রহণের মাসআলাটির ব্যাপারেও মোটামুটি একই কথা প্রযোজ্য ; যার আলোচনা সূরার শুরুতে অতিবাহিত হয়েছে। তার ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নিন।

আয়াত ঃ ১০২

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ قف فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ص وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ج وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ج وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

حذر শব্দের অর্থ

حذر শব্দটির ওপর ৭১ নম্বর আয়াতের অধীন আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। এটি যখন একাকী ব্যবহার হয় তখন এ অর্থ সর্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র হতে পারে। হতে পারে তা স্রেফ ব্যক্তিগত আত্মরক্ষা ও সুরক্ষা জাতীয় উপকরণও। যেমন ঢাল, শিরস্ত্রাণ ও বর্ম ইত্যাদি। কিংবা হতে পারে আক্রমণাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রও, যেমন তলোয়ার ও বন্দুক ইত্যাদি। কিন্তু যখন اسلح শব্দের সাথে এটির ব্যবহার হয় যেমন আলোচ্য আয়াতে হয়েছে اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ -"তোমরা তোমাদের অস্ত্র সংবরণ কর ও নিজেদের সাবধানতা সুরক্ষার সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা রাখ।" তখন এর অর্থ হবে স্রেফ ঐসব জিনিস যেগুলোকে একজন সৈনিক তার শত্রু থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য ব্যবহার করে থাকে।

www.pathagar.com

নবী করীম স.-এর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত নামাযের জামায়াত ও আত্মরক্ষা এতদুভয়ের চাহিদার মাঝে সমন্বয় সাধন

যুদ্ধের ময়দানে জামায়াত সহকারে নামায পড়তে হলে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে এ আয়াতে তা-ই বিবৃত হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে মহানবী স.-এর উপস্থিত থাকাবস্থায় এ সমস্যা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, নামাযের জামায়াত অনুষ্ঠান সম্ভব হলে এবং নবী করীম স. নামাযের ইমামতি করার জন্য দণ্ডায়মান হলে, প্রতিটি সৈনিকেরই আকাঙ্ক্ষা হত যে, সে তাঁরই পেছনে এক্তেদা করে নামায পড়বে। আর এটা ছিল একান্তই স্বাভাবিক বাসনা। যেটি বিবেচনায় রাখাও ছিল জরুরী। একই সাথে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণও ছিল অপরিহার্য। যাতে করে মুসলমানদের নামাযে মশগুল থাকার সুযোগে তারা আকস্মিকভাবে হামলা করে না বসে। এ উভয় প্রয়োজন ও চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে জামায়াত কায়েম করার কৌশল বাতলে দেয়া হয়েছে এভাবে যে, একদল সশস্ত্রাবস্থায় ইমামের পেছনে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে অপর দল প্রহরার দায়িত্ব পালন করবে। প্রথম দলটি সাজদা সম্পন্ন করলে পেছনে এসে তারা প্রহরা ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে এবং অপর দল—যারা এখনো নামায পড়েনি—ইমামের পেছনে অনুরূপ সশস্ত্রাবস্থায় নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে।

এ পদ্ধতিতে নামায পড়লে জামায়াতে নামায কায়েম করা, নবী করীম স.-এর এক্তেদা ও আত্মরক্ষা—এ তিনটি দাবীই পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু মুক্তাদি ও ইমামের নামাযের রাকাআতের সংখ্যা কি হবে? এ প্রশ্নের জবাব এ আয়াত থেকে পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হয় না। আর এ কারণেই এ সম্পর্কে ফিক্‌হবিদদের মতামত বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফিক্‌হের কিতাবসমূহে তার বিস্তারিত বিবরণ মওজুদ রয়েছে। ঐ সমগ্র বিবরণ আমাদের পক্ষে এখানে পেশ করার অবকাশ নেই এবং তার প্রয়োজনও নেই। কেননা যে পদ্ধতির কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে, এটি ছিল মূলত ঐ সমস্যা সমাধান করার জন্য যা নবী করীম স.-এর জীবিত ও উপস্থিত থাকাবস্থায় সৃষ্টি হতে পারতো। প্রিয় নবী স.-এর পর কোনো একজন ইমামের এক্তেদা করার এমন প্রচণ্ড বাসনা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা যেমন নেই, তেমনি এর অনুরূপ গুরুত্বও নেই। এ কারণে আত্মরক্ষার চাহিদা মোতাবেক সেনাবাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ইমামের এক্তেদা করে নামায আদায় করতে পারে।

১০২ নম্বর আয়াতের আলোকে ভয়কালীন নামায

আয়াতের ভাষ্য থেকে যে কথাটি প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে এই যে, ইমাম কসর নামায দু' রাকআত পড়বেন আর মুক্তাদীদের উভয় দল এক এক রাকআত ইমামের পেছনে ও এক এক রাকআত নিজে নিজে পড়ে নামায সমাপন করবে। ইমাম দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবার পূর্বে এতটুকু বিলম্ব করবেন, যেন প্রথম দল তাদের দ্বিতীয় রাকআত সংশ্লিষ্টভাবে সমাপন করে পেছনে চলে যেতে পারে ও দ্বিতীয় দল তাদের স্থান পূরণ করতে পারে। এভাবে মুক্তাদি ও ইমাম উভয়ের দু' দু' রাকআত হয়ে যাবে।

কারো কারো অভিমত হলো, ইমাম চার রাকআত পড়বেন এবং মুক্তাদীদের উভয় দল দুই দুই রাকআতে তার ইক্তেদা করবে। এ পদ্ধতিতে এ জটিলতা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যে,

www.pathagar.com

ইমাম তো পূর্ণ নামায পড়বেন, কিন্তু মুক্তাদীরা কসর পড়বেন। অথচ কসরের অনুমতি তো মুক্তাদী ও ইমাম উভয়ের জন্যই সমান। ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের অবস্থা ও পরিবেশেও সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। কারো অভিমত হলো ইমাম দু' রাকআত আদায় করবেন আর মুক্তাদীদের উভয় দল তার পেছনে এক এক রাকআত আদায় করে তাদের নামায সমাপন করবে। এমতাবস্থায় মুক্তাদীদের নামায স্রেফ এক রাকআত হয়ে যায় ; অথচ কসরের বেলায়ও কোনো নামায এক রাকআত নেই।

ওপরে আমরা যে অভিমত ব্যক্ত করেছি তার একটি কারণ তো এই যে, এভাবে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের নামাযেই পরিপূর্ণ মিল ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি হবে ; নিয়তের দিক থেকেও এবং বাহ্যিক দিক থেকেও। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আয়াতে فَاِذَا سَجَدُوْا শব্দদ্বয় থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এক রাকআত মুক্তাদীদেরকে নিজস্বভাবেও আদায় করতে হবে। যদি এ রাকআতটি আদায় করতে না হতো কিংবা ইমামের এক্তেদা করেই আদায় করতে হতো তাহলে سَجَدُوْا فَاِذَا سَجَدَتْ فَاِذَا এর স্থলে এ শব্দাবলী গৃহীত হতো। এটা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না যে, সাজদা বলতে রাকআতকে বুঝানো হয়েছে, কেননা রাকআত তো সাজদার দ্বারাই পূর্ণ হয়।

এ বিশেষ পদ্ধতিটি নবী স.-এর জীবিত ও উপস্থিত থাকাকালীন অবস্থার সাথে জড়িত

এতটুকু ইঙ্গিত দান করেই আমরা ক্ষান্ত হচ্ছি। এর বিস্তারিত বিবরণে আমরা এজন্য যেতে চাই না যে, আমাদের দৃষ্টিতে ভয়কালীন জামায়াতে নামাযের পদ্ধতি অনিবার্যভাবে সর্বাবস্থায় ও সর্বযুগে এটাই নয় ; বরং এর সম্পর্ক ছিল—যেমন আমরা নিবেদন করেছি—বিশেষত নবী স.-এর বর্তমান থাকাকালীন অবস্থার সাথে জড়িত। খোদ আয়াতের শব্দভাষ্যেও তার উল্লেখ মওজুদ রয়েছে ঃ وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ। এটা স্পষ্ট যে, এ সম্বোধন মহানবী স.-কে উদ্দেশ করেই করা হয়েছে। তাঁকে লক্ষ করে সম্বোধন করা হচ্ছে যে, যখন আপনি উপস্থিত থাকবেন এবং লোকদের নামায পড়াবার জন্য দাঁড়াবেন তখনই এ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। মহানবী স.-এর উপস্থিত থাকাকালীন এ পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজন তা-ই ছিল যার প্রতি আমরা একটু আগেই ইঙ্গিত প্রদান করেছি। আর তা হচ্ছে, প্রত্যেকে যেন মহানবী স.-এর পেছনে এক্তেদা করার সওয়াব হাসিল করতে পারে এবং আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যও কোনোরূপ ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বর্তমান যুগে প্রথমত যুদ্ধের আকৃতি-প্রকৃতিই সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত প্রিয়নবী স.-এর উপস্থিত থাকার প্রশ্নও নেই। এ কারণে পরিবেশ পরিস্থিতির চাহিদা মোতাবেক যেভাবে জামায়াত কায়েম করা সম্ভব সেভাবেই করা যেতে পারে। আর যদি জামায়াত কায়েম করা সম্ভব না হয় তাহলে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই নামায পড়ে নেয়া যেতে পারে।

وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الاية ঃ নামাযের অবস্থায়ও এহেন কঠোর আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে

www.pathagar.com

সাবধানতার দাবী পূরণের বেলায় শৈথিল্য প্রদর্শন করার অনুমতি কোনো অবস্থায়ই নেই। এমনকি রোগ-ব্যাধি বৃষ্টি-বাদল ইত্যাদির কষ্টের দরুন যদি অস্ত্র বহনে বিরত থাকতে কেউ বাধ্য হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রেও স্রেফ অস্ত্রই নামিয়ে রেখে দিতে পারবে। حـذر অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক অন্যান্য ব্যবস্থাদি থেকে বেপরোয়া হবার অনুমতি সে ক্ষেত্রেও নেই।

اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ ঃ এ আয়াতাংশে এটা তুলে ধরা হয়েছে যে, ঐ কাফেরদের মস্তক চূর্ণ করে দেয়ার জন্য তোমাদের সাধ্যে যতটুকু কুলায়, তোমরা পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকবে। ওদিকে আল্লাহ তো তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেই রেখেছেন। বস্তুত একথা মু'মিনদের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্যই বলা হয়েছে।

আয়াত ঃ ১০৩

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ج اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

কসরের ক্ষতিপূরণ আল্লাহর বেশী বেশী যিকির দ্বারা

কসরের অনুমতির ফলে বাহ্যত নামাযের মধ্যে যে কমতি এসে গেলো তজ্জন্য নামায থেকে অবসর হওয়ার পর নামাযের মূল প্রাণসত্তা—আল্লাহর যিকিরে অধিকতর তৎপর হবার জন্য আদেশ করা হয়েছে! যাতে করে এ কমতি পূরণ হয়ে যায়। অপর দিকে দীনের প্রাণশক্তি—অব্যাহতভাবে আল্লাহর যিকিরের ওপর আমলও হয়ে যায়। বিশেষ করে যুদ্ধের ময়দানে এর বিশেষ গুরুত্ব এ কারণেও যে, সর্বময় সংকল্প ও মনোবলের মূল উৎস প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার স্মরণ।

নবী করীম স. কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারিত দায়িত্বেরই নামান্তর

ভয়কালীন পরিস্থিতি দূর হয়ে যাবার পর শান্তি ও স্বস্তিমূলক পরিবেশ ফিরে আসা মাত্রই নামায কায়েমের হুকুমও পুনরায় কার্যকর হবে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ নামায জামায়াত ও সময়ের বাধ্য বাধকতা সহকারে আদায় করতে হবে। এ আয়াত থেকে একদিকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সময়ের পাবন্দী করা ইকামাতে সালাতের(নামায কায়েমের) শর্তাবলীরই অন্তর্গত। অপরদিকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম স. মু'মিনদের ওপর যা কিছু ফরয করেছেন তা স্বয়ং আল্লাহরই নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথেই ফরয করা হয়েছে। অথচ এটা জানা কথা যে, নামাযের সার্বিক সময়সূচী নবী করীম স. কর্তৃক নির্ধারিত। কুরআনে তার কোনোই স্পষ্ট উল্লেখ নেই। বেশী থেকে বেশী এতটুকু বলা যেতে পারে যে, কিছুটা ইশারা-ইঙ্গিত রয়েছে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১০৪

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

القوم বলতে বুঝানো হয়েছে দুশমনদের

'الْقَوْمُ' শব্দটি এখানে যে পূর্বাপর সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এসেছে উক্ত প্রেক্ষাপটে আসলে তার অর্থ হবে শত্রু ও প্রতিপক্ষ। আরবদের কথা ও ভাষ্যে এই বিশেষ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। কুরআনেও তার উদাহরণ মওজুদ রয়েছে। যেমন إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ - ال عمران : ١٤٠ –"যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, বস্তুত অনুরূপ আঘাত তো শত্রুদেরও লেগেছিল।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪০

জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে অধিকতর তাকিদ

এটা জিহাদ প্রসঙ্গে অধিকতর উৎসাহদানেরই ধারাবাহিকতা যা পূর্ব থেকেই চলে আসছে। বরং এখানে ভয়কালীন নামাযের উল্লেখ—যেমন আমরা আলোচনা করেছি—সেই ধারাবাহিকতারই অংশবিশেষ। এখানে বলা হচ্ছে, যদি শত্রুদের হাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়েই থাকে তবে তাতে মন খারাপ করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করাতে তোমাদের হীনবল হওয়া উচিত নয়, ক্ষতি তোমাদের যেমন হয় তাদেরও ঠিক তদ্রূপ হয়ে থাকে। এদিক থেকে তোমরা ও তারা এক সমান। বাকী থাকলো কর্মফল বা পরিণামের সাফল্যের ব্যাপারটি। তা সে ক্ষেত্রে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তার শতকরা একশভাগ তোমাদেরই জন্য নির্ধারিত। তাতে তাদের বিন্দুমাত্র অংশ নেই। তাহলে এ সাময়িক ও কৃত্রিম ক্ষতির জন্য তোমরা কেন হীনবল হবে? স্মরণ রেখো, আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তিনি যদি তাঁর পথে সংগ্রামকারীদের কোনো পরীক্ষায় ফেলেন বা তাদের কোনো ক্ষতি হয়ে যায় তবে তাঁর ইলম ও হেকমতের অনিবার্য দাবীরূপেই সংঘটিত হয়। আর তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তাঁর মু'মিন বান্দাদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণ দান করা।

৩২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১০৫-১১৫ আয়াত

পরবর্তী আয়াতে নবী স.-কে সম্বোধন করে এই হেদায়াত দান করা হয়েছে যে, আল্লাহ তোমাদের যে কিতাব দিয়েছেন এখন এটিই হক ও বাতিলের মানদণ্ড। তোমরা মানদণ্ড যাচাই করেই লোকদের সাথে আচরণ করো। যারা এ মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবে তারাই মু'মিন ও খাঁটি মুসলিম। আর যারা এতে ভুয়া প্রমাণিত হবে তারাই হবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী এবং গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতক। হে রাসূল! আপনি আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য সুপারিশকারী

www.pathagar.com

ও পৃষ্ঠপোষক হবেন না। আল্লাহ এহেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ও গোনাহগারদের পসন্দ করেন না। ৮৮ নম্বর আয়াত فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ الاية এতে যে বিষয়ের প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছিল এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ এসে গিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছিল যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা তাদের অন্তরে মুনাফিকদের জন্য বড়ই দরদ রাখে। তারা তাদের যত্রতত্র সহায়তা দানের চেষ্টা করতো ও অধিকাংশ সময় ঐসব ব্যাপারেও তাদের অপারগ সাব্যস্ত করতো যাতে অপারগ সাব্যস্ত করার কোনো অবকাশ নেই। এ আচরণ যদি স্বভাবগত কোমলতার দরুনই হয় তথাপি আল্লাহর কুরআন যাদের অক্ষম সাব্যস্ত করে না তাদের অক্ষম সাব্যস্ত করা ও তাদের সহায়তা করা মুনাফিককে প্রশ্রয় দেয়া বরং তার লালন-পোষণ করারই সমার্থক। তাই এখানে আল্লাহ সর্বাগ্রে খোদ নবী স-.কে তা থেকে বারণ করেছেন। মহানবী স.-এর প্রতি এ সম্বোধন ঠিক তদ্রূপ যার একাধিক উদাহরণ এ কিতাবেই উক্ত হয়েছে। আমরা সেখানে স্পষ্ট করেছি যে, তাতে সম্বোধনের লক্ষ যদিও প্রিয়নবী স. কিন্তু তার মধ্যে যে ভর্ৎসনা নিহিত রয়েছে তা ঐ সকল লোকদের উদ্দেশ্য করেই উচ্চারিত যারা উক্ত ভুলে নিমজ্জিত ছিল।

মহানবী স.-কে সম্বোধন করার পর সরাসরি ঐ মুনাফিকদের সাহায্য ও সমর্থনদানকারী মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ পার্থিব জীবনে তো তোমরা তাদের সাহায্য সহায়তা করে চলেছ, কিন্তু আখেরাতে তাদের সাহায্য কে করবে ? তারপর বলা হয়েছে, নিজের ভুল-ত্রুটির সমর্থন করা যেমন সঠিক কর্মপদ্ধতি নয়, তদ্রূপ কোনো অন্যায় অপরাধের জন্য পাকড়াও হওয়ার পর নিজের পাপভার কোনো নির্দোষ ও নিরপরাধ ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করাও সঠিক কর্মনীতি নয়। বরং তজ্জন্য তাওবা ও ইস্তেগফার করাই বাঞ্ছনীয়। এ সতর্কীকরণ এজন্য করা হয়েছে যে, মুনাফিকরা প্রথমত নিজেদের কোনো ভুলই স্বীকার করতো না। আর যদি কোনো ভুল এমনভাবে হাতেনাতে ধরা পড়ে যেত যে, তার দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের কোনো উপায়ই থাকতো না। তখন মিথ্যার আশ্রয় ও অপবাদ আরোপের দ্বারা তাকে কোনো নিরপরাধ লোকের মাথায় চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো।

অতপর নবী স.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, ঐ সকল মুনাফিকদের ফিতনা ও তাদের চক্রান্ত জাল থেকে যে তোমরা সুরক্ষিত রয়েছো এটা একান্তই মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ এবং তাঁরই প্রদত্ত কিতাব ও হেকমতের বরকত বৈ নয়। অন্যথায় তারা তোমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়ার চেষ্টায় কোনোই ত্রুটি করেনি।

এরপর মুনাফিকদের অনিষ্টকর তৎপরতার ওপর তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা হক স্পষ্ট হয়ে যাবার পর রাসূলের সাথে শত্রুতা ও মুসলমানদের নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধাচরণে এসব তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহ ঐ পথেই ফিরিয়ে নেবেন যাকে তারা নিজেদের জন্য পসন্দ করে নিয়েছে আর তা হচ্ছে জাহান্নামের পথ। এ আলোকেই পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

www.pathagar.com

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ
وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ
اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن
يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَن
يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾
وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن
يُضِلُّوكَ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ
اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ
أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَن يُشَاقِقِ

www.pathagar.com

الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

১০৫. নিশ্চয়ই আমি সত্যসহ আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষের মাঝে বিচার-মীমাংসা করতে পারেন সে অনুসারে যা আল্লাহ আপনাকে জানিয়েছেন। আর আপনি খেয়ানতকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের পক্ষাবলম্বনকারী হবেন না। ১০৬. আর আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১০৭. যারা নিজেদের প্রতি খেয়ানত করে আপনি তাদের পক্ষে ওকালতি করবেন না। আল্লাহ তো এহেন বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠ লোকদের পসন্দ করেন না। ১০৮. এরা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের কর্মকাণ্ড লুকাতে পারে কিন্তু আল্লাহর নিকট থেকে গোপন করতে পারে না। তিনি তো ঠিক সে সময়ও তাদের সাথে থাকেন যখন এরা রাতের বেলা গোপনে আল্লাহর মর্জির খেলাপ সলা-পরামর্শ করতে থাকে। আর এদের সমস্ত কাজই সর্বতোভাবে আল্লাহর আয়ত্তাধীন।

১০৯. দেখ তোমরা তো এ পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষ সমর্থন করে বেশ বাদানুবাদ করলে, কিন্তু কিয়ামতের দিন এদের পক্ষে কে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করবে ? সেখানে কে তাদের উকিল হবে ? ১১০. কেউ যদি কোনো গোনাহের কাজ করে ফেলে কিংবা নিজের ওপর যুলুম করে বসে তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে। ১১১. যে ব্যক্তি কোনো গোনাহের কাজ করবে তার এ গোনাহের কাজ তার জন্যই ক্ষতিকর হবে। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, পরম কুশলী। ১১২. আর যে নিজে কোনো অন্যায় বা পাপ করে কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর দোষ চাপিয়ে দেয় সে তো নিজ কাঁধে উঠিয়ে নিল বড় সাংঘাতিক অপবাদ ও প্রকাশ্য গোনাহের বোঝা।

১১৩. আপনার প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকতো আর না থাকতো আল্লাহর রহমত তবে তাদের একদল লোক তো আপনাকে ভুল পথে পরিচালিত করার সংকল্প করেই ফেলেছিল ; অথচ আসলে তারা নিজেদেরই পথভ্রষ্ট করে চলেছে। তারা আপনার কোনো ক্ষতিও করতে পারছে না। আল্লাহ তো আপনার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হেকমত এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আর আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহর মহা অনুগ্রহ।

১১৪. তাদের অধিকাংশ গোপন সলা-পরামর্শের ভেতরেই কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না। তবে যদি কেউ কাউকে নির্দেশ দেয় কোনো দান খয়রাত করতে কিংবা ভাল কাজ করতে অথবা মানুষের মাঝে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য তবে তা নিশ্চয় ভাল কথা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে যে কেউ এরূপ করবে, তাকে আমি

www.pathagar.com

দান করবো মহা পুরস্কার। ১১৫. কারো নিকট প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যদি সে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করে তাকে আমি অবশ্যই ফিরিয়ে দেব যেদিকে সে ফিরে যায় এবং আমি তাকে নিক্ষেপ করবো জাহান্নামে আর তা কতো নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থল!

২৩. শব্দাবলীর ব্যাখ্যা ও আয়াতসমূহের তাফসীর

আয়াত ঃ ১০৫-১০৮

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ ط وَلَا
تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَلَا
تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا ۝
يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى
مِنَ الْقَوْلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝

ارائت শব্দের অর্থ

ارائت শব্দটি কুরআন মজীদে ওহীর অর্থেও এসেছে। অর্থাৎ ঐ ওহী যা আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. স্বপ্নযোগে লাভ করে থাকেন। যেমন সূরা আনফালের ৪৩ সংখ্যক আয়াতে এসেছে। আর ঐ পথনির্দেশের জন্যও এসে থাকে যা সরাসরি তেলাওয়াতকৃত ওহীর আকারে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতটিই তার দৃষ্টান্ত। এ শব্দটির অর্থ যেহেতু দেখিয়ে দেয়া, এজন্য এতে এ সত্যের প্রতিও ইঙ্গিত বর্তমান রয়েছে যে, নবীগণ ওহীর মাধ্যমে যে পথনির্দেশ লাভ করেন তাতে তারা কোনো বিষয়কে স্থুলভাবে দেখার সাথে সাথে তার মৌল তত্ত্ব ও তাৎপর্যকেও প্রত্যক্ষ করে থাকেন। এ কারণে তাঁর পক্ষে ঐ সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য কোনো পথ অবলম্বন করা সম্ভবপর নয়। পরে ১১৩ নম্বর আয়াতেও এ বিষয়টি আসছে।

مجادلة শব্দটি ভাল ও মন্দ উভয় অর্থে

مجادلة শব্দটি কুরআন মজীদে ভাল ও মন্দ উভয় অর্থেই এসেছে। এর অর্থ তর্ক-বচসা, অবান্তর বিতর্ক ও ঝগড়া বিবাদ। অপরদিকে এর মানে আস্থা ও দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কারো নিকট অভিযোগ করা এবং জিদ ও অনুনয় বিনয় সহকারে কারো পক্ষে সুপারিশ করা। কওমে লূতের জন্য হযরত ইবরাহীম আ.-এর মুজাদালা এবং সূরা মুজাদালায় বর্ণিত মুজাদালাও এ শ্রেণীর অন্তর্গত।

www.pathagar.com

মুনাফিকী হচ্ছে খোদ নিজের বিবেকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল

الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ঃ এর দ্বারা মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে ; যাদের উল্লেখ হয়েছে خَـــائِنِيْن তথা খিয়ানতকারীরা শব্দের দ্বারা। খিয়ানত শব্দটি ঐ বিশ্বাসভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য খ্যাত যা স্ত্রী তার স্বামীর সাথে করে থাকে। কোনো বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীলোক যেরূপ কোনো পুরুষের সাথে বৈবাহিক আবদ্ধ হয় কিন্তু পরকিয়া আকর্ষণে ধাবিত হয় অন্য কোনো পুরুষের দিকে। মুনাফিকদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ তারা আনুগত্য বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার তো করে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কিন্তু তাদের সার্বিক দায়বদ্ধতা থাকে অন্যত্র। তাদের এই খেয়ানত সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরাতো নিজেদের সাথেই নিজেরা বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা করে চলেছে। তাই তাদের এই খেয়ানতের দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের কোনোই ক্ষতি হয় না। ক্ষতি যা হবার তা তাদের নিজেদেরই হয়। কিন্তু তা তাদের বোধগম্য হয় না। এছাড়া এতে এ দিকটিও রয়েছে যে, এরা খোদ নিজেদের দৃষ্টিতেই নিজেরাই অপরাধী। এরা ঠিকই জানে এবং বুঝে যে, এরা সামনা সামনি কি করে আর লোক চক্ষুর অন্তরালে কি করে বেড়ায়। এরূপ লোকের জন্য সুপারিশ করা ঠিক "চোরের স্বাক্ষী বাটপার" এর সমতুল্য।

সম্বোধন নবী স-এর উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা অন্যদের লক্ষ করে

وَلَا تُجَادِلْ ও وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ' وَلَا تَكُنْ ইত্যাদিতে বাহ্যত সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী স.-কে কিন্তু এতে ভর্ৎসনা করা হয়েছে সেই মুসলমানদেরকে যারা মুনাফিকদের সাহায্য সমর্থন করছিল। আমরা এই গ্রন্থের অন্যত্র বলেছি যে, প্রিয়নবী স.-কে এ জাতীয় সম্বোধন করা হয় এই হিসেবে যে, তিনিই মূলত উম্মতের অভিভাবকের মর্যাদায় অভিষিক্ত। যদিওবা তাঁকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এই যে, যারা এরূপ কর্মকাণ্ড করছে তারা যেন তা থেকে ফিরে আসে। এই বাকরীতির মধ্যে ঐ লোকদের প্রতি এক ধরনের উপেক্ষা ও বেপরোয়া মনোভাবও প্রকাশ পায় যাদেরকে ভর্ৎসনা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর এতে রয়েছে ভাষাগত অলংকার। ভাবখানা যেন এই যে, এরা সম্বোধনের যোগ্যও নয় ; এজন্য মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল স.-কে সম্বোধন করে যা কিছু বলার বলে দিয়েছেন। কুরআন মজীদের যেখানেই এ জাতীয় সম্বোধন উদ্ধৃত হয়েছে সাধারণত বাক্যের ক্রমবিকাশ ও বিন্যাস থেকে তার আসল লক্ষও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যদ্বারা এটা সহজেই বুঝা যায় যে, সম্বোধন মূলত কাদের করা হয়েছে। একইভাবে এখানেও পরবর্তী আয়াত هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ الاية এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে কাদেরকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লাহ ও মু'মিনদের পসন্দ অপসন্দের মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الاية -এর বাকরীতি এ সত্যকেই উচ্চকিত করে তুলে ধরে যে, আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনদের পসন্দ অপসন্দের মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না। যেসব গুণাগুণ ও ক্রিয়া কলাপের অধিকারী লোকদেরকে আল্লাহ পসন্দ করেন না, কি করে সম্ভব যে, রাসূল

www.pathagar.com

ও মু'মিনগণ তাদের পসন্দ করবেন ? যদি কিছু লোকের চরিত্র এমন হয় যে, যারা ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট অপসন্দনীয় তাদেরকেই তারা পসন্দ করে, তাহলে তারা ভেবে দেখুক ব্যাপারটি কোথা থেকে কোথায় চলে যায়।

মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের কষ্টিপাথর আল কুরআন

বাণীর বিভিন্ন অংশের বিশদ ব্যাখ্যার পর আয়াতের লক্ষ-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার কোনোই প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ আমরা যে কিতাব নাযিল করেছি সত্য সহকারেই নাযিল করেছি। তাই এক্ষণে এ কুরআনই হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার কষ্টিপাথর। এ কষ্টিপাথরে যাচাই করেই তোমাদেরকে লোকদের মধ্যে ফায়সালা করতে হবে, কে হকের ওপর রয়েছে আর কে রয়েছে বাতিলের ওপর, কে খাঁটি আর কে মুনাফিক। এটা আল্লাহ প্রদত্ত আলোকবর্তিকা এবং তার দেখানো পথ যার পর তোমাদের বিপদগামী হওয়ার কোনো অবকাশ অবশিষ্ট থাকেনি। তাই তোমরা ঐসব লোকের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হয়ো না যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে চুক্তি ভঙ্গ ও খেয়ানত করছে। তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হও ; আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চলেছে তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করছে না ; বরং তারা খোদ নিজেদেরকেই নিজেরা প্রবঞ্চনা করছে ও নিজেদের অন্তর ও বিবেকের কাছেই তারা অপরাধী। আল্লাহ এহেন বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ানতকারীদের পসন্দ করেন না। বস্তুত যারা নিজেদের বিবেকের আদালতেই অপরাধী ও আল্লাহর রোষানলে পতিত, তোমরা তাদেরকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছো কোন্ যুক্তিতে ? বলা হয়েছে এরাতো মানুষের কাছ থেকে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ গোপন করতে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে আল্লাহ ও রাসূল স.-এর বিরুদ্ধে শলা-পরামর্শ করে থাকে, কিন্তু ঐ আল্লাহ থেকে কিভাবে তারা লুকাতে ও গোপন করতে পারে যিনি সর্বদাই তাদের সাথে থাকেন। সাথে থাকেন সে সময়ও যখন তারা নিজেদের নিন্দনীয় শলা-পরামর্শে মশগুল থাকে। আর আল্লাহর জ্ঞানতো সর্বব্যাপী, সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী।

ঐ মুনাফিকদের পর্দার অন্তরালবর্তী ষড়যন্ত্র ও শলা-পরামর্শের বিষয় এ সূরারই ৮১নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে, সেখানেও দেখে নিন। এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা আসবে সূরা মুজাদালায়—ইনশাআল্লাহ।

আয়াত ঃ ১০৯-১১২

هَٰأَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَٰدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ○ وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ○ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ

www.pathagar.com

نَفْسِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

هَا শব্দটি সতর্কীকরণমূলক শব্দ

আরবী ভাষায় هَا শব্দটি সতর্কীকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যত্র এর ওপর আলোচনা করা হয়েছে। এটি বাক্যের শুরুতে আসে এবং এর উদ্দেশ্য হয় এই যে, সম্বোধিত ব্যক্তি যেন মনোযোগ সহকারে বক্তার বক্তব্য শ্রবণ করে।

وَكِيْلٌ শব্দের তিনটি অর্থ

وَكِيْلٌ শব্দের সাথে عَلٰى শব্দটি আসলে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১. অভিভাবক ও দায়িত্বশীল অর্থে। যেমন : وَمَآ اَنْتَ ج وَمَآ جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ - الانعام : ١٠٧ -"আমি আপনাকে তাদের ওপর প্রহরী বানিয়ে পাঠাইনি ; আর আপনি তাদের ওপর দায়িত্বশীলও নন।. অর্থাৎ তাদের ঈমানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন না।"–সূরা আল আনআম : ১০৭

২. রক্ষণাবেক্ষণকারী অর্থে যেমন : خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ - الانعام : ١٠٢ –"তিনি সবকিছুর সৃজনকর্তা, কাজেই তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো। আর তিনিই সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"–সূরা আল আনআম : ১০২

৩. যামিন বা যিম্মাদার অর্থে। যেমন : اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ط وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ - قصص : ٢٨ –"(মূসা বললো) এ চুক্তিই আমার ও আপনার মধ্যে স্থিরীকৃত হলো। এ দুটি মেয়াদের মধ্যে থেকে যেকোনো একটি পূর্ণ করলে আমার প্রতি কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করা হবে না। আর আমরা যে ওয়াদা অঙ্গীকার করছি তার ওপর আল্লাহই যামিন।"–সূরা আল কাসাস : ২৮

এটা স্পষ্ট যে, اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا এতে প্রথম অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আজ তো তাদের সাহায্য সহযোগিতাকারীরা তাদের সমর্থনে ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করতে পারছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত মহান আল্লাহর আদালতে তাদের মোকদ্দমা উপস্থাপিত হবে তখন তাদের পক্ষ থেকে কে তাদের দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিকারী হয়ে দণ্ডায়মান হবে ? সে দিন তো তাদের নিজেদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।

মুনাফিকদের সহায়তাদানকারীদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন

এখন প্রকৃত ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ওপরের আয়াতগুলোতে নবী স.-কে সম্বোধন করে যে, ভর্ৎসনা বাণী উদ্ধৃত হয়েছে, তা মূলত কাদের কর্মনীতির প্রতি ভর্ৎসনা

www.pathagar.com

ছিল। জানা গেল যে, সম্বোধন প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে নবী স.-এর প্রতি নয় ; বরং এ সম্বোধনের লক্ষ মূলত মুসলমানদের মধ্য থেকে ঐসব লোক যারা বিভিন্ন সময়ে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের দরুন মুনাফিকদের প্রকাশ্য সমর্থন যোগাতো এবং তাদের স্পষ্ট ভ্রান্তি সত্ত্বেও তাদের মুক্তি ও অব্যাহতির জন্য কোনো না কোনো ওজর তালাশ করার চেষ্টা করতো। তাই তাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে লোক সকল ! খুব ভাল করে শুনে নাও আজ তো তোমরা তাদের সমর্থনে ঝগড়া ও যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে পারছো, কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করার জন্য দাঁড়াবে তখন আল্লাহর রুদ্ররোষ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য কে বিতর্কে লিপ্ত হবে বা কে তাদের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল হবে ? এরপর বলা হয়েছে, আল্লাহ থেকে বাঁচার রাস্তা এ নয় যে, কেউ পাপাচারীর সমর্থনে বিকল্প আশ্রয় স্থল রূপে দণ্ডায়মান হবে; বরং তাঁর পথ এই যে, যদি কারো দ্বারা কোনো অন্যায় বা কোনো প্রকার আত্মবিশ্বাসী যুলুম (শিরক) সংঘটিত হয়ে যায় তৎক্ষণাত সে আল্লাহর দিকে রুজু করবে ও তাঁর সমীপে মাগফিরাত চাইবে। বলাবাহুল্য যে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হবে, সে আল্লাহকে ক্ষমাদানকারী মেহেরবান রূপেই পাবে। আল্লাহর আদালতে একজনের গোনাহের বোঝা আরেকজন বহন করবে না। যে ব্যক্তি কোনো গোনাহ করবে তার প্রতিফল তাকেই ভোগ করতে হবে। কেননা আল্লাহ যেমন সর্বজ্ঞ তেমনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর সুবিচার ও প্রজ্ঞার দাবী তো এটাই যে, অন্যায় করবে একজন আর তার হিসাব লেখা হবে আরেকজনের আমলনামায় তা কিছুতেই হতে পারে না ; বরঞ্চ প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ আমলের জন্য নিজেই জবাবদিহি করবে।

কুচক্রীদের একটি বিশেষ অস্ত্র

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْئَةً الاية ঃ এতে মুনাফিকদের আরেকটি অপকর্মের পর্দা উন্মোচন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা নিজেদের কোনো ভ্রান্তি বা কোনো যুলুম ও বাড়াবাড়ির ব্যাপারে ধরা পড়ে গেলে নিজেদের ভুল স্বীকারের পরিবর্তে মিথ্যা ও অপবাদের পথ অবলম্বন করে এবং তার পাপভার কোনো নিরপরাধ লোকের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। বলা হয়েছে, আল্লাহ থেকে বাঁচার এ পন্থাও রীতিমত ভ্রান্তিপূর্ণ। এরূপ অপবাদ আরোপ ও মিথ্যার দ্বারা দুনিয়াকে প্রতারিত করা যেতে পারে কিন্তু আল্লাহকে প্রতারিত করা সম্ভব নয়। আল্লাহর দরবারে এহেন অপরাধী কেবল নিজের অপরাধের বোঝাই বহন করবে না বরং সে তার মূল গোনাহের সাথে সাথে অপবাদ ও মিথ্যাচারের পাপ ভারও বহন করবে। এখানে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, ওপরে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও গোপন সলা-পরামর্শের বিষয় আলোচিত হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারী শ্রেণীর নিজেদের মুখরক্ষা করার জন্য বরাবরই একটা বিশেষ অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে। তাহলো যখনি তারা ধরা পড়ে যায়, তখনি তারা তাদের অপরাধের দায়ভার অন্য কোনো নিরপরাধ লোকদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে ; কিংবা কমপক্ষে তাদেরকেও উক্ত গোনাহের শরীক করার জন্য তাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাকে। এদ্বারা নিজেদের অপরাধের গুরুভার কিছুটা লাঘব করাই হয় তাদের উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১১৩

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ط وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَىْءٍ ط وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ○

মহানবী স.-এর প্রতি সদয় দৃষ্টি ও মুসলমানদের অবহিত করণ

এখানে প্রিয়নবী স.-এর প্রতি সদয় দৃষ্টি দেয়া হয়েছে ও তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের সতর্কীকরণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে, তোমরা ওসব মুনাফিকদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষতি রয়েছো। অন্যথায় তাদের একটি দল তো দিনরাত এ অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রই করে চলেছে যাতে তোমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী করে দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহে তোমাদের কিতাব ও হেকমতের যে আলো প্রদান করেছেন তাই তোমাদের পদস্খলন থেকে হেফাযত করেছে। এতে মুসলমানদের প্রতিও এ সতর্কীকরণ রয়েছে যে, ওদের বিপদ ঝাঞ্ঝা ও ফিতনা থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখ। একই সাথে তা থেকে সুরক্ষিত পন্থাও বাতলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কিতাব ও হেকমতের যে নেয়ামত তোমাদের ভাগ্যে জুটেছে সাচ্চা দিলে তার মর্যাদা রক্ষা করে চলো। আর তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যারা নিজ নিজ মত ও পথ অবলম্বন করে চলেছে তাদের প্রতারণার জালে জড়িয়ে পড়ো না।

সত্য পথ বর্জনকারীরা নিজেরাই নিজেদের গোমরাহ করে

وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَىْءٍ ঃ এতে একটি মহাসত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, বিপদগামী লোকেরা সত্য পথের পথিকদের পথভ্রষ্ট করতে ব্যর্থ হলে তারা তাদের সর্বময় প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতা সত্ত্বেও প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল নিজেদেরকেই বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে থাকে। যারা হকের ওপর অবিচল থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা তাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সত্য সাধনার ওপর অটল থেকে ওসব বিপথগামীদের প্রতি তাকিয়ে দেখ তারা ধ্বংসের কোন্ অতল গহ্বরে গিয়ে পতিত হয়।

আয়াত ঃ ১১৪-১১৫

لَاخَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

www.pathagar.com

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○

نجوى শব্দের অর্থ এবং এতে ভাল ও মন্দের দুটি দিক

نجوى শব্দের অর্থ গোপন সলা-পরামর্শ ও নিভৃত সংলাপের আকারে কোনো কথা বলা। এতে আপাত দৃষ্টিতে খারাপ কোনো দিক বর্তমান নেই। কারণ এমন এমন অবস্থা ও প্রেক্ষাপট হতেই পারে যে ক্ষেত্রে গোপন সংলাপ ও নিভৃত আলাপচারিতাই অধিকতর যুক্তিসংগত। প্রত্যেক স্থান-কাল-পাত্রেই সোচ্চার আলাপচারিতা জরুরী নয়। এতে ভাল ও মন্দের দিকটি আলোচনার বিষয়বস্তুর আলোকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। নেকী ও তাকওয়াই যদি হয় আলোচ্য বিষয় তাহলে তা ভাল ও উত্তম সংলাপ। পক্ষান্তরে আলোচ্য বিষয় যদি হয় অনিষ্ট ও ফিত্‌নাপূর্ণ তাহলে তা হবে শয়তানী সংলাপ। কুরআন এ মহাসত্যের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছে সূরা মুজাদালায়। এরশাদ হচ্ছে ঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى - ٩ -"হে ঈমানদাররা! তোমরা যখন কানে কানে কথা বলো তখন গোনাহ উৎপীড়ন ও রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না বরং, নেককাজ ও তাকওয়া সম্পর্কে পরামর্শ করো।"-সূরা মুজাদালা ঃ ৯

সদুদ্দেশে গোপন সংলাপ

اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ ঃ এতে একটি مضاف উহ্য রয়েছে, যেরূপ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ এতে উহ্য আছে। সূরা আল বাকারায় এ সম্পর্কিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ গোপন আলাপচারিতা তো শয়তানী কানাকানিতে পর্যবসিত। অবশ্য তাদের গোপন সংলাপে কল্যাণও রয়েছে। কল্যাণ রয়েছে ঐ সংলাপে যাতে আছে সদকা, নেকী ও সংস্কার সংশোধনের কথা।

مشاقة ও الهدى শব্দদ্বয়ের অর্থ

مشاقة ও اَلْهُدٰى শব্দদ্বয়ের ওপর সূরা আল বাকারায় ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল স.-এর সাথে مشاقة -এর অর্থ রাসূলের মুকাবিলায় নিজের কোনো দল দাঁড় করাবার চেষ্টা করা। আর الهدى এর অর্থ هُدَى الله তথা আল্লাহর হেদায়াত যেমন الْكِتٰبُ মানে كِتَابُ اللّٰهِ বা আল্লাহর কিতাব।

سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ-এর অর্থ

سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ এতে مؤمنين বলতে রাসূল স.-এর সাহাবীদের বুঝানো হয়েছে। তাঁরা যে জীবনযাপন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল আগাগোড়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর প্রদত্ত হেদায়াতের ওপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই তাদের অনুকরণ অনুসরণই

www.pathagar.com

আল্লাহ ও রাসূল স.-এর অনুকরণ অনুসরণ বৈ নয় তা থেকে বিচ্যুত হয়ে কোনো পথ উদ্ভাবন করা গোমরাহী।

نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى-এর বাকভঙ্গী

نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى ঃ এতে ঐ বাকরীতিই অনুসৃত হয়েছে যেমনটি হয়েছে فَلَمَّا زَاغُوْٓا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ বাক্যাংশে। অর্থাৎ যারা ঈমানদারদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কোনো মত ও পথ উদ্ভাবন করার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাদের সে পথের দিকেই ফিরিয়ে দেবেন যেদিকে তারা যেতে চায়। হককে গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট জোর-জবরদস্তি নেই। যে আল্লাহর পথে চলতে চায় আল্লাহ তাকে তার তওফীক দেন। অপরদিকে যে তা পরিহার করে নিজের পসন্দ করা কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়, আল্লাহ তাকে তা করার জন্যও ঢিল দিয়ে দেন।

মুনাফিকদের কানাঘুষার ধরন

ইতোপূর্বে ১০৮ নম্বর আয়াতে إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ বাক্যাংশ দ্বারা মুনাফিকদের যেসব কানাঘুষা ও ষড়যন্ত্রের প্রতি ইশারা করা হয়েছিল এখানে তার বিশদ বিবরণ দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, তাদের অধিকাংশ কানাঘুষা সম্পূর্ণ কল্যাণ বর্জিত নিছক ফিতনা-ফাসাদ সম্বলিত বিষয় আশয়ে পরিপূর্ণ। কল্যাণময় সংলাপতো তা-ই হতে পারে যা দান-সদকায় উৎসাহ দান, নেকী ও ভালকাজে উদ্বুদ্ধকরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আর এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, যারা লোক চক্ষুর অন্তরালে মহান আল্লাহর সন্তোষ লাভের মহতী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করবে আল্লাহ তাদের বিরাট পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

এরপর বলা হয়েছে যারা ভালরূপে বুঝে নিয়েছে যে, রাসূল স. যে হেদায়াতের রীতি পদ্ধতির আহ্বায়ক তা যথার্থই আল্লাহর নাযিলকৃত হেদায়াত—এরপরও যারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করছে ও ঈমানদারদের অনুসৃত পদ্ধতিকে বর্জন করে অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে ইচ্ছুক আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবলম্বন করা পথে চলার জন্য ছেড়ে দেবেন। তারা ঐ পথে চলে সোজা জাহান্নামে গিয়ে পৌঁছুবে। বলা বাহুল্য তা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

এ দু'টি আয়াতের ওপর গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে যে, কুরআন মজীদ অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ পদ্ধতিতে মুনাফিকদের কানাঘুষার ধরন-ধারণ ফাঁস করে দিয়েছে এবং এর উদ্দেশ্যও আবরণ মুক্ত করে দিয়েছে। এখানে তো বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের গোপন সলা-পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। কল্যাণকর সলা-পরামর্শ তো একমাত্র তাদেরই যাদের গোপন সংলাপ দান-সদকার উৎসাহ দান করে। ভাল পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে ও পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধের উন্নয়নে অবদান রাখে। এ থেকে স্বতই এটা প্রমানিত হয় যে, এরা যে কানাঘুষা করে তাতে এরা লোকদেরকে আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করতে বাধা দান করে। ভালো কাজের পরিবর্তে অন্যায় ও মন্দ কাজে উৎসাহ দান করে থাকে এবং পারস্পরিক

www.pathagar.com

সম্পর্কোন্নয়নের পরিবর্তে মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকীর বিষ ছড়িয়ে দেয়ার চক্রান্তে মেতে থাকে।

অনুরূপ এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাবার পরও যারা রাসূল স-এর ও আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের বিরোধিতা করে চলেছে; এবং মুসলমানদের অনুসৃত মত ও পথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নিজেদের কোনো চোরাপথ উদ্ভাবন করার চেষ্টা করছে, আল্লাহ তাদের পসন্দ করা পথে চলার জন্য ছেড়ে দেবেন। বলাই বাহুল্য এ পথ তাদের জাহান্নামেই নিক্ষেপ করবে। উপরোক্ত বিবরণ থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও কানাঘুষার লক্ষই হচ্ছে মূলত এটা যে, তারা রাসূলের মুকাবিলায় নিজেদের একটা দল বানাতে চায়। আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের মুকাবিলায় নিজেদের আলাদা কোনো মত ও পথ উদ্ভাবন করতে চায়। এবং মু'মিনদের তরীকার মুকাবিলায় জাহিলী তরীকার পায়রুবী করতে চায়।

আমি যখন এ আয়াতগুলো পড়ি তখন বারংবার আমার বিবেক আমাকে একথা বলে যে, এখানে ঐসব লোকদেরই জবাব দেয়া হয়েছে যারা এ সকল মুনাফিকদের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ স. ও পরম নিষ্ঠাবান মু'মিনদের সাথে বিতর্ক ও বাদানুবাদ করতো। এটা স্পষ্ট যে, ঐ মুনাফিকদের এসব গোপন বৈঠক ও পর্দার অন্তরালের চক্রান্তসমূহের খবরাখবর যখন প্রিয় নবী স. ও সাহাবীদের কর্ণগোচর হতো তখন তাদের ওপরও নানাবিধ ধরপাকড় হয়ে থাকবে। তখন তাদের সমর্থন দানকারীরা যাদের বিষয় ওপরে আলোচিত হয়েছে—নিজেদের সাফাই গেয়ে থাকবে যে, এরা তো বড়ই নিষ্ঠাবান। এরা তো দেশ ও জাতির কল্যাণকামী। তাদের মজলিশসমূহে যেসব কথাবার্তা হয় তা ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণার্থেই হয়ে থাকে। আর যদি বা এ প্রসঙ্গে কোনো আপত্তিকর বিষয়ের অবতারণা হয়ে যেত যার জবাব দেয়া সম্ভবপর হতো না, তখন তার দায়ভার—যেমন ওপরে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে—এমন কোনো নিরপরাধ ব্যক্তির ওপর হয় তো চাপিয়ে দিতো যার পক্ষে ঐ অপরাধে লিপ্ত হবার কল্পনাও করা যায় না। তাদের এই অবান্তর ওকালতির জবাবে কুরআন অত্যন্ত অলংকার পূর্ণ পদ্ধতিতে তাদের ঘরোয়া সলা-পরামর্শের পর্দা উন্মোচন করেছে। লক্ষ করুন, কত চমৎকারভাবে পর্দা উন্মোচন করা হয়েছে! সকল কথাবার্তাই স্পষ্টভাবে সামনে এসে গিয়েছে। অথচ যাদের সম্বোধন করে এতসব কথাবার্তা তাদের পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্রও বিতর্ক উত্থাপন ও প্রত্যাখ্যান করার অবকাশও রাখা হয়নি।

৩৪. পরবর্তী আলোচনা : ১১৬-১২৬ আয়াত

পরবর্তী আয়াতগুলোতেও মুনাফিকদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। যারা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাবার পর রাসূলের বিরোধিতা ও মু'মিনদের পথ থেকে পৃথক নিজস্ব মনগড়া কোনো পথ উদ্ভাবন করতে চায় তারাতো নিশ্চিতভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু কেন? তার জবাব এই দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের পরিপন্থী কোনো পথ অবলম্বন করা আল্লাহর রাসূল স.-এর বিরুদ্ধে নিজস্ব দল দাঁড় করানো এবং মু'মিনদের পথ

www.pathagar.com

থেকে আলাদা পথ বা পন্থা উদ্ভাবন করা প্রকৃত বিচারে শিরকের পংক্তিভুক্ত। আর শিরকের ব্যাপারে মহান আল্লাহর ফায়সালা হলো, তিনি তা কখনো মাফ করেন না।

শিরকের হাকীকত

শিরকের প্রসঙ্গ যেহেতু এসেছে, তাই এরপর শিরকের হাকীকত বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা শিরক করে তারা প্রকৃত প্রস্তাবে শয়তানের পায়রুবীকারী—তার অনুসারী। শয়তান তাদের জন্য আশা-আকাঙ্ক্ষার যে মায়াজাল বিছিয়েছে তাতে তারা জড়িয়ে পড়েছে। সে তাদের যা কিছু বুঝায়-পড়ায় সম্পূর্ণ অন্ধ বধির হয়ে তারা তা তামিল করে চলেছে। অথচ তার সকল প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ প্রতারণা বৈ নয়। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর ঐ জাহান্নামে দাখিল হবার পর তা থেকে উদ্ধার পাওয়া কোনো দিন তাদের নসীব হবে না।

আখেরাতের সাফল্য তাওহীদবাদীদের জন্যই নির্ধারিত

এরপর তাওহীদ পন্থীদের সফলতার বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরাই নিশ্চিতভাবে জান্নাতে দাখিল হবে। তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পাকাপোক্ত ওয়াদা। আর আল্লাহর ওয়াদা কখনোই শয়তানের ওয়াদার ন্যায় ধোঁকা ও প্রতারণাপূর্ণ নয়। বরঞ্চ তা আপাদমস্তক সত্য ও বাস্তব। আর আল্লাহর কথা অপেক্ষা অধিক সত্য কথা আর কার হতে পারে ?

আল্লাহর দরবারে একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মই কাজে আসবে

অতপর বলা হয়েছে, যারা মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর জীবন যাপন করছে, চাই তারা মুনাফিক হোক কিংবা আহলে কিতাব—তারা সবাই ধোঁকার মধ্যে পড়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে কারো আশা আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হবার নয়। আল্লাহর নিকট কাজে আসবে স্রেফ ঈমান ও সৎকর্ম। আল্লাহর জান্নাতে তারাই প্রবেশ করবে যাদের নিকট এ সম্পদ থাকবে। পক্ষান্তরে যারা এ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে—তারা যে কেউ হোক না কেন নিজেদের কৃতকর্মের সাজা তাদের ভুগতেই হবে।

কোনো মিল্লাতই ইবরাহীমী মিল্লাতের অপেক্ষা অধিকতর তাওহীদের বাহক নয়

পরিশেষে বলা হয়েছে, সত্য দীনের অধিকারী তো তারাই যারা ইসলামের অনুসারী। এটাই ইবরাহীমী মিল্লাত। ইবরাহীম আ. একক আল্লাহ ভক্ত ছিলেন। আর তাঁর এ নিখাদ তাওহীদের জন্যই আল্লাহ তাকে বন্ধু বানিয়েছিলেন। বিশ্বজাহানের প্রতিটি বস্তুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসকে পরিবেষ্টন করে আছেন। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

www.pathagar.com

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ؕ
وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾ إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ
إِنٰثًا ۚ وَإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ
مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾ وَّلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ
اٰذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطٰنُ إِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢٠﴾ أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ز وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا
مَحِيْصًا ﴿١٢١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ
اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ
سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ
يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلّٰهِ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾ ع

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করাকে। এছাড়া অন্যসব গোনাহ তিনি ক্ষমা করে দেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। আর কেউ আল্লাহর

www.pathagar.com

সাথে শরীক করলে সে তো চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত হলো। ১১৭. তারা তো আল্লাহর পরিবর্তে পূজা করে দেব-দেবীসমূহের আর পূজা করে বিদ্রোহী শয়তানের— ১১৮. যার ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষণ করেছেন। আর সে বলেছে ঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুগামী করে ছাড়বো। ১১৯. এবং আমি তাদের বিপথগামী করবোই, তাদের মনে আশার ছলনা জাগিয়ে তুলবোই আর তাদের অবশ্যই আমি নির্দেশ দেব যেন তারা পশুর কান ছেদন করে, আর নিশ্চয় আমি নির্দেশ দেব যেন তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয়। আর যে কেউ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে নিজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক রূপে গ্রহণ করবে সে সুস্পষ্ট ও ভয়ংকর ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হবে। ১২০. সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশার কুহকে আবদ্ধ করে। আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতিই দেয় তা প্রতারণা ভিন্ন কিছুই নয়। ১২১. এদেরই শেষ আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। এরা সেখান থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায় খুঁজে পাবে না।

১২২. পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও ভাল কাজ করবে তাদের অচিরেই আমি দাখিল করবো জান্নাতে ; যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় ঝর্ণাধারা, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর প্রতিশ্রুতিতে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে ?

১২৩. শেষ পরিণতি না তোমাদের আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করছে না আহলে কিতাবের মনস্কামনার ওপর। যে কেউ কোনো মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া তার কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী পাবে না। ১২৪. আর যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, সে যদি হয় ঈমানদার, এরূপ লোক জান্নাতে দাখিল হবে। আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।

১২৫. তার অপেক্ষা উত্তম জীবন বিধান আর কার হতে পারে যে নিজেকে সোপর্দ করে দেয় আল্লাহর কাছে, সৎকাজে নিয়োজিত থেকে এবং একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমকে অনুসরণ করে ? আর আল্লাহ ইবরাহীমকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। ১২৬. যা কিছু আছে আসমানে আর যা কিছু আছে যমীনে তা সবই আল্লাহর। আর আল্লাহ সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছেন।

৩৫. শব্দাবলীর অর্থ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১১৬

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ○

دُوْنَ শব্দটির অর্থ

دُوْنَ শব্দটির স্বীয় ব্যবহারের দিক থেকে ভেতর ও বাহির, ওপর ও নীচ এবং সম্মুখে ও পেছনে উভয় অর্থেই এসে থাকে। কোথায় কোন্ অর্থ হবে বাক্যস্থিত ইশারা ইঙ্গিত তা নির্ধারণ করে দেয়। এটা স্পষ্ট যে, এখানে এটি ভেতরে ও নিম্নে-এর অর্থে এসেছে।

শিরকের অমার্জনীয় অপরাধ হওয়ার কারণ

তাওহীদ তথা আল্লাহর জাত, সিফাত ও তাঁর অধিকারসমূহে কাউকে তাঁর সমকক্ষ দাঁড় না করানোই হচ্ছে সার্বিক ও সর্বময় কল্যাণের উৎস। ঠিক তদ্রূপ শিরক তথা আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও তাঁর অধিকারসমূহে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করাই হচ্ছে যাবতীয় অকল্যাণের উৎস। তাওহীদের ওপর কায়েম থেকে কারো যদি কোনো পদস্খলন হয়েও যায় তা একান্তই প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও আবেগের তাড়নায় ঘটনাচক্রে সংঘটিত হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে সে তার ভ্রান্তিকে ডাল-ভাতের ন্যায় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নেয় না। এ কারণে সে অধোপতিত হবার পর অপরিহার্যরূপে পুনরায় উঠে আসে। এর বিপরীতে শিরকের সাথে কেউ কোনো ভাল কাজ করলে তা হয় ঘটনাক্রমে সংঘটিত কোনো ব্যাপার। তার আসল উৎস কল্যাণ তথা আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না। এ কারণে তা হয় একান্তই ভিত্তিহীন। যে মুশরিক আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কে ছিন্ন হয়ে যাবার দরুন সে তার জীবনের রজ্জু শয়তানের হাতে সমর্পণ করে দেয়। এজন্যই সে ক্রমান্বয়ে সরল সঠিক পথ থেকে এতটা দূরে নিক্ষিপ্ত হয় যে, তার পক্ষে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার কোনো সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। তবে শিরক থেকে তাওবা করে ফিরে আসলে তা স্বতন্ত্র। এ কারণেই আল্লাহর নিকট শিরকের ক্ষমা নেই। অবশ্যই তাওহীদী আকীদার সাথে কারো থেকে কোনো গোনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন।

আল্লাহর হেদায়াত বিরোধী কোনো পদ্ধতির অনুসরণ করা শিরক

ওপরে আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি যে, এখানে ঐসব মুনাফিকদের প্রসঙ্গেই শিরকের আলোচনা করা হয়েছে যারা রাসূলের, আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের ও ঈমানদারদের জীবনাচার ও পদ্ধতির বিরোধিতা করছিল। আল্লাহর দেয়া শরীআত ও তাঁর আইন ও বিধানের বর্তমান থাকাবস্থায় অন্য কারো আইন ও শরীআতের অনুসরণ করার মানে তো এটাই দাঁড়ায়, যে হক প্রাপ্য ছিল আল্লাহর তাতে শরীক করে দেয়া হচ্ছে অন্যদের। রাসূলের কাজ হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে শরীআত নিয়ে আসা। আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতই আল্লাহর শরীআত। আর ঈমানদারদের জীবন যাপন পদ্ধতি উক্ত শরীআতের ওপরই কায়েম রয়েছে। এক্ষণে যারা এ থেকে পৃথক কোনো পথ ও পন্থা উদ্ভাবনে তৎপর সে পথ আল্লাহর পথ নয়, বরং তা হচ্ছে শয়তানের পথ। আর ঐ পথের পথিক যারা তারা তো শয়তান ও তাগুতের অনুসারী। আর এটাই শিরক ঠিক যেমন تَحَاكُمْ اِلَى الطَّاغُوْت তথা তাগুতের নিকট মামলা মোকদ্দমার ফায়সালা চাওয়া শিরক। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।[১]

১ তাওহীদ ও শিরকের হাকীকত ভালভাবে বুঝার জন্য আমাদের প্রণীত 'শিরক ও তাওহীদের হাকীকত' শীর্ষক বইটি পড়ে দেখুন।

www.pathagar.com

وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ঃ এতে لِمَنْ يَّشَآءُ এর শর্তটি প্রনিধানযোগ্য। ঈমানের সাথে যে গোনাহ্ সংঘটিত হয়ে যায় তা ক্ষমার যোগ্য বলার পরপর মহান আল্লাহ্ لِمَنْ يَّشَآءُ (যাকে তিনি ইচ্ছা করেন) এই শর্তটি জুড়ে দিয়েছেন। এ শর্তটি যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এ গ্রন্থে বারংবার এ বিষয়টির উল্লেখ করেছি যে, কুরআন থেকে এটা সম্পূর্ণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র কোনো ইচ্ছাই হেকমত বিহীন নয়। তাই এই ক্ষমা কেবলমাত্র ঐসব লোকের ভাগ্যেই জুটবে যারা তাঁর হেকমত ও ন্যায় বিচার নীতির অধীন উক্ত ক্ষমার যোগ্যবিবেচিত হবে। এ শর্তটি এ সম্পর্কিত যাবতীয় অবান্তর বাড়াবাড়ি, দুঃসাহসিকতা ও ঔদ্ধত্যের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর এ ইচ্ছা ও মর্জির জন্য যে বিধান ও নীতিমালা রেখে দিয়েছেন তিনি নিজে-ই তা কুরআনে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

আয়াত ঃ ১১৭-১২১

إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ إِنٰثًا ج وَإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا لا لَعَنَهُ اللّٰهُ م وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝ لا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۝ ط يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ إِلَّا غُرُوْرًا ۝ أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ز وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ۝

إِنْ يَّدْعُوْنَ এখানে ডাকা বা আহ্বান করা বলতে ঐ আহ্বান করাকে বুঝানো হয়েছে যাতে দোয়া, ফরিয়াদ, কাতর নিবেদন, সাহায্য প্রার্থনা ও দয়া কামনা ইত্যাদির ভাবধারা সহকারে উপাস্যকে ডাকা হয়।

اناث অর্থ কল্পিত দেব-দেবী

اناث শব্দটি انثى শব্দের বহুবচন। আভিধানিক অর্থের দিক থেকে এটি নরম, কোমল ও ঢিলেঢালা জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এর প্রসিদ্ধ ব্যবহার স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রেই প্রচলিত। এখানে যেহেতু মুশরিকদের দেব-দেবীর উল্লেখ প্রসঙ্গে এটি এসেছে তাই এর অর্থ দেবী। এখানে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, মুশরিকদের দেব দেবীদের মধ্যে চাই সে মুশরিক যে কোনো দেশ ও জাতিরই হোক না কেন—দেবীদের প্রাধান্য ও গুরুত্বই সর্বদা চলে এসেছে। চীন, ভারত, আরব, মিশর, বাবেল ও নিনওয়া প্রভৃতির মুশরিকী ধর্মসমূহের যে ইতিহাস মওজুদ রয়েছে তার ওপর একটা সাধারণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জীবনের সবচেয়ে মৌলিক যেসব প্রয়োজনাদি রয়েছে তার অধিকাংশই এসব দেবীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করা হয়ে আসছে। আরবের জাহেলী যুগেও পূজা-উপাসনারা অঙ্গনের ওপর

www.pathagar.com

প্রধানত দেবীদেরই আধিপত্য বিরাজমান ছিল। লাত, মানাত, ওজ্জা ইত্যাদি ছিল দেবীদেরই নাম। এগুলো ছিল ফেরেশতাদের প্রতীমা। এদের সম্পর্কে মুশরিকদের আকীদা ছিল, এরা হচ্ছে আল্লাহর একান্ত আদরিণী সুপ্রিয় কন্যা—যাদের কোনো কথাই আল্লাহ অগ্রাহ্য করেন না। সূরা আন নাজমেও এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। তাদের ধারণা মতে ঐ দেবীদের মাধ্যমে যা কিছু প্রার্থনা করা হবে—যদি তারা রাজী খুশী থাকে তাহলে সবই পাওয়া যাবে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের এ আকীদার প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন ১৭ : وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا - زخرف - "আর তারা ফেরেশতাদের যারা আল্লাহর বান্দা—দেবী বানিয়ে নিয়েছে।"–সূরা যুখরুফ ৪৩ : ১৯ জিবত ও তাগুতের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এটাও স্পষ্ট করেছিলাম যে, অতীতে মুশরিক জাতিসমূহের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে কিতাবধারীরাও কখনো কখনো তাদের অনেক মুশরিকী রীতি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল এবং তাদেরই মতো নিজেদের জন্য অনেক দেবদেবী বানিয়ে নিয়েছিল। তাদের নবীগণ এজন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আর এ দুঃখ প্রকাশের বিষয় খোদ তাদের কিতাবাদিতেও মওজুদ রয়েছে। খৃস্টানরা হযরত মারইয়াম আ. সম্পর্কে যে আকীদা পোষণ করে থাকে তাও সর্বজন বিদিত।

শিরকের মূল হোতা হচ্ছে শয়তান

وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا : এখানে শয়তানকে ডাকার যে বিষয় উল্লেখিত হয়েছে তা শিরকের মূল শিরমণি হিসেবেই উক্ত হয়েছে। কারণ শয়তানই সেই অপসত্তা যে আদম আ.-কে সাজদা করার ব্যাপারে সরাসরি আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিল। আল্লাহ যখন তার এ বিদ্রোহ ও নাফরমানীর ওপর লা'নত করলেন, সে হুমকী দিল যে, আমি তোমার বান্দাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে তাওহীদ থেকে বিচ্যুত করে শিরকে নিমজ্জিত করবো। এ কারণে যেখানে ও যে রূপেই শিরকের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে তার নেতা ও শিরমণি মূলত শয়তানই এ হিসেবে গায়রুল্লাহর নিকট বা গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃত প্রতিটি দোয়া ও মিনতি এবং যে কোনো দাসত্ব ও আনুগত্য পরোক্ষভাবে উক্ত শয়তানের নিকট ও শয়তানেরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে থাকে।

لَعَنَهُ اللّٰهُ মধ্যবর্তী বাক্যের অর্থে

لَعَنَهُ اللّٰهُ শব্দদ্বয় صفت বা গুণবাচকও হতে পারে কেননা যখন শয়তান আল্লাহর বান্দাদেরকে শিরকে নিমজ্জিত করার হুমকী দিয়েছিল তখনি মহান আল্লাহ—যেমনটি কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে—তার ওপর লা'নতও বর্ষণ করেছিলেন। এ কারণে সে এ বিশেষণে অর্থাৎ অভিশপ্ত চিরন্তনভাবেই বিশেষিত। কিন্তু আমি এ বাক্যটিকে মধ্যবর্তী বাক্য বা جملہ معترضہ -এর অর্থে গ্রহণ করেছি। এবং সে হিসেবেই তার তরজমা করেছি। তাতে অলংকার শাস্ত্রের এ দিকটি রয়েছে যে, যেন শিরকের এ শিরমণির নাম যখনি কোথাও এসেছে ঠিক তখনি মহান আল্লাহ তার উপাসকদের মুখের ওপরই তার ওপর লা'নত বর্ষণ করেছেন। বস্তুত এটা ঘৃণা প্রকাশ করার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা।

www.pathagar.com

বনী আদমের প্রতি শয়তানের হুমকী

وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ الاية ঃ এতে শয়তানের উক্ত হুমকীর উল্লেখ রয়েছে যা সে ঐ সময় উপস্থাপন করেছিল যখন সে আদমকে সাজদা করার ব্যাপারে প্রকাশ্যে আল্লাহর হুকুমের নাফরমানই করেছিল আর আল্লাহও তাকে তাঁর দরবার থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। উক্ত হুমকীর বিষয়টি কুরআন অনেক স্থানে বর্ণনা করেছে। যেমন ঃ

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○
قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ○ قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ
اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○ قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ
الْمُسْتَقِيْمَ ○ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط وَلَا
تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ○ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ط لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ
جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ - الاعراف : ١٢-١٨

"তিনি বললেন, কিসে তোমাকে সাজদা করা থেকে বিরত রাখলো যখন আমি তোমাকে আদেশ দিলাম ? শয়তান বললো, আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে তুমি অহংকার করবে তা হতে পারে না। অতএব বের হয়ে যাও। তুমি তো অধমদের অন্যতম। সে বললো আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সে বললো ঃ যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ সাব্যস্ত করেছেন, তাই আমিও অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল সঠিক পথে ওঁত পেতে বসে থাকবো। তারপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের দিক থেকে, তাদের পেছনের দিক থেকে, তাদের ডানদিক থেকে ও তাদের বামদিক থেকে, আর আপনি তাদের অধিকাংশকে শোকর গুজার পাবেন না। তিনি বললেন, এখান থেকে বেরিয়ে যাও লাঞ্ছিত ও ধিকৃত অবস্থায়। তাদের মধ্য থেকে যে কেউ তোমার অনুসরণ করবে, আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করে দেব।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১২-১৮

শয়তানের এ বিতর্ক থেকে বুঝা যায় আদমকে গোমরাহী করার জন্য তার মধ্যে কত জোরদার উদ্দীপনা ও তৎপরতা বিরাজ করছিল। এ থেকে এটাও প্রকাশ পাচ্ছে যে, মানুষকে গোমরাহ করার জন্য তার যত প্রকারের সাধ্য-সাধনা রয়েছে তার আসল লক্ষ মূলত তাওহীদী আকীদা, তাই সে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে "আমি তোমার সরল-সঠিক পথে ওঁত পেতে বসে থাকবো। আর এ "সরল-সঠিক পথ" ঐ তাওহীদেরই পথ যাকে কুরআন صِرَاطَ مُسْتَقِيْم বলে অভিহিত করেছে। আর সে যে বলেছে, তুমি তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই শোকর গুজার

পাবে না—এটাও একথারই অভিব্যক্তি যে, আমি তাদের শিরকে নিমজ্জিত করে ছাড়বো। ফলে তারা তোমার প্রশংসা ও গুণগান করার পরিবর্তে অন্যদের প্রশংসা গীতি গাইবে।

অন্যায় আশা-আকাঙ্ক্ষা

وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ (আমি তাদের মনে মিথ্যে আশার কুহকি সৃষ্টি করে দেব।) এতে ঐসব আশার ছলনা ও মিথ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষার কুহকসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যাতে সাধারণভাবে মুশরিক জাতি-সম্প্রদায়গুলো নিমজ্জিত হয়ে থাকে। যেমন আরবদের আকীদা ছিল, তারা যেসব দেবী ও দেবতাদের পূজা অর্চনা করে তারা আল্লাহর নিকট তাদের জন্য সুপারিশ করে থাকে, তাদেরই সুপারিশের সুবাদে দুনিয়ায় তারা নেয়ামতরাজি প্রাপ্ত হয়। আর আখেরাত বলতে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তাদেরই সুপারিশে আখেরাতেও তারা জান্নাতের হকদার সাব্যস্ত হবে। অনুরূপভাবে ইহুদীরাও এ ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও আল্লাহর সম্মানিত বান্দাদের বংশধর একারণে তারা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়ভাজনদের মর্যাদায় অভিষিক্ত এবং জান্নাতের মৌরুসী হকদার। তাদের আমল যাই হোকনা কেন প্রথমত জাহান্নামের আগুন তাদের স্পর্শই করবে না। আর যদিবা স্পর্শ করে তা একান্তই কৃত্রিম ও সাময়িকভাবে করবে। তাদের এ মিথ্যে আশা ও অসার অভিলাষ সম্পর্কে আমরা সূরা আল বাকারার ৮০ ও ১১১ সংখ্যক আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছি। একইভাবে খৃষ্টানদেরও আকীদা হলো, আল্লাহ তাঁর পুত্রকে তাদের যাবতীয় গোনাহের কাফ্ফারা বানিয়ে দিয়েছেন। তাই এক্ষণে তারা আমল ও আনুগত্যের সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

মুশরিক সুলভ উৎসর্গসমূহ

فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ আয়াতাংশের بتك শব্দের অর্থ কর্তন করা, ছেদন করা ও বিচ্ছিন্ন করা। মুশরিক জাতিসমূহের মধ্যে আবহমান কাল থেকেই এ রেওয়াজ চলে এসেছে যে, তারা বিশেষ জন্তু জানোয়ারকে তাদের কান ছেদন করে নিজেদের মনগড়া উপাস্যদের নামে মানত বা উৎসর্গ স্বরূপ ছেড়ে দেয়। কান ছেদন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যান্যরা যেন বুঝতে পারে যে, এটা উৎসর্গ করা প্রাণী এবং একে উত্যক্ত করা যাবে না।

تَغْيِيرُ خَلْقِ اللّٰهِ এর অর্থ

فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ঃ (অতপর তারা আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বিকৃতি সাধন করে।) আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত ও পরিবর্তন করার মানে মূলত আল্লাহর ফিতরাত অর্থাৎ সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও আকৃতি-প্রকৃতিকে বদলে দেয়া যার ওপর মহান আল্লার সমগ্র সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তাওহীদ হচ্ছে দীনে ফিতরাত বা স্বভাব ধর্ম। কিন্তু শয়তান ও তার চেলা-চামুণ্ডারা তাকে শিরকের সাহায্যে বিকৃত করে দিয়েছে। সূরা রূমে শিরককে খণ্ডন করে এরশাদ হয়েছে ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ

www.pathagar.com

اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ - روم : ٣١-٣٠

"সুতরাং তুমি একাগ্রচিত্তে নিজেকে দীনের ওপর কায়েম রাখ ; আল্লাহর ফিতরতের অনুসরণ করো, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা জায়েয নেই। এটাই সরল-সঠিক ফিতরতের ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। নিজেকে দীনে কায়েম রাখ বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহর অভিমুখী হয়ে এবং তাকেই ভয় করো, নামায কায়েম করো এবং মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না।"–সূরা রূম ঃ ৩০-৩১

এ আয়াতে তাওহীদকে "দীনে ফিতরত" ও "দীনে কাইয়েম" তথা সরল সঠিক দীন বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর তার দলীল দেয়া হয়েছে এই যে, এরই ওপর তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। অতপর বলা হয়েছে, আল্লাহর সৃষ্ট ফিতরত ও আকৃতি বিকৃতি করা জায়েয নয়। আমাদের মতে, আলোচ্য আয়াতাংশেও একই বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এর অধীনে ঐসব জিনিসও এসে যাবে যেগুলো আল্লাহর ফিতরতের বিকৃতির পর্যায়ে পড়ে যেমন নারীদের পুরুষাকৃতি ধারণ বা পুরুষের নারীর আকৃতি ধারণ করা অথবা নারী ও পুরুষদের সন্তান ধারণে অক্ষম বানিয়ে দেয়া এবং এ জাতীয় অন্যান্য বাজে ও বিকৃত রুচির কাজ করা।

امر শব্দের বিভিন্ন অর্থ

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ ঃ এতে শয়তানের যে আদেশ দানের উল্লেখ এসেছে, এ ব্যাপারে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আরবী ভাষায় শব্দটি আদেশ দেয়া, পরামর্শ দেয়া ও বুঝানো অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শয়তান এ সমস্ত উপায়েই তাওহীদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সে তার শয়তানী প্ররোচনার সাহায্যে অন্তরে কুমন্ত্রণা সঞ্চার করে এবং জিন ও মানুষের মধ্য থেকে যারা তার এজেন্ট বা চর বনে যায় তাদের মাধ্যমে পরামর্শও দেয়। আর তার এজেন্ট যদি শক্তিশালী ও ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে তাদের হাতে আইন রচনার কাজও করিয়ে নেয় এবং উক্ত আইনের বাস্তবায়নও করিয়ে নেয়।

আয়াতের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যার পর উক্ত আয়াতসমূহের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সামগ্রিকভাবে তাদের অর্থ ও তাৎপর্যের ওপরও নজর বুলিয়ে নিন।

শিরকের দুর্বলতা ও তার বংশপরিচয়

ওপরের আয়াতে শিরকের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হওয়ার বিষয় বিবৃত হয়েছে এবং একই সাথে শিরকের দুর্বলতা ও অন্তসারশূন্যতা এবং তার বংশ পরিচয় ও লতা পাতারও বিবরণ দেয়া হয়েছে যেন তার বিভৎস চেহারা ও মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়।

দুই দিক থেকে শিরকের অন্তসারশূন্যতা তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত শিরকের এ সমগ্র কারখানা কল্পিত দেবীদের শক্তি সামর্থের ওপরই কায়েম রয়েছে। একদিকে মানুষ এক

www.pathagar.com

আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সাহায্য সহযোগিতা তালাশ করবে এটাই এক জঘন্য নির্বুদ্ধিতা। অপরদিকে এটা আরো চরম বোকামী যে সাহায্য চাওয়া হবে তো কোনো মনগড়া স্ত্রী প্রজাতির নিকট। বলা বাহুল্য, নারী প্রজাতির দুর্বলতা ও অবলা হওয়ার বিষয়টি তো রীতিমত প্রবাদ বাক্যের মতো।

দ্বিতীয়ত, শয়তান কর্তৃক সৃষ্ট মিথ্যে আশা ও তার প্রতারণাপূর্ণ প্রতিশ্রুতির ওপরই তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বুনিয়াদ স্থাপিত। আর এটা তো সর্বজন বিদিত যে, শয়তানের সকল ওয়াদাই সম্পূর্ণ অন্তসারশূন্য ও সত্যের অপলাপ বৈ নয়। যখন প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হবে তখন এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইবরাহীম আ.-এর বংশ ও রক্ত সম্পর্ক যেমন কোনো উপকারে আসবে না তদ্রূপ শত মানতের সুপারিশের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেদিন দেখা যাবে ঈমান ও সৎকর্মের ওপরই সমগ্র ব্যাপার নির্ভরশীল। যাদের নিকট এ সম্পদ নেই তারা দেখবে তাদের জন্য মওজুদ রয়েছে স্রেফ জাহান্নাম—যার থেকে পালাবার কোনোই উপায় থাকবে না।

শিরকের বংশধারা ও লতা-পাতার বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবে যে, তার উদগাতা ও হোতা হচ্ছে অভিশপ্ত ইবলীস। যে হিংসার আতিশয্যে প্রথম দিনেই এ হুমকী দিয়েছিল যে, আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে আমার নির্ধারিত অংশকে প্রতারিত করবোই। আমি তাদের গোমরাহ করবো। তাদেরকে রকমারী মিথ্যে আশায় নিমজ্জিত করবো। তারা আমার ছলনায় পড়ে অসংখ্য লোককে নজরানা স্বরূপ পেশ করবে। আমার ইঙ্গিতে আল্লাহর ফিতরতকে বিকৃত করে ছাড়বে। বলা হয়েছে, যে এ অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তানকে নিজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানাবে তার অপেক্ষা অধিকতর দুর্ভাগা ও বিফলমনোরথ আর কে হতে পারে? বলা হয়েছে শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতির সবুজ উদ্যান দেখাচ্ছে। আশা আকাঙ্ক্ষার মায়াজাল বিস্তার করছে। অথচ শয়তানের সকল ওয়াদা নিছক প্রতারণা বৈ নয়। কোনো শাফাআত ও সুপারিশ তাদের কোনো কাজে আসবে না। কোনো মহাপুরুষের সাথে সম্পর্ক, সম্বন্ধও সেদিন কোনো উপকার দেবে না। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম ; যার থেকে পালাবার ও আত্মরক্ষা করার কোনোই উপায় থাকবে না।

আয়াত : ১২২-১২৪

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○ لَيْسَ
بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ط مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ لا وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

www.pathagar.com

ঈমান ও নেক আমলেই নাজাতের পথ, মিথ্যে আশা নয়

অর্থাৎ শয়তানের ওয়াদা ও তার সৃষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা তো নিছক মিথ্যা ও প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। অবশ্য আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে এই যে, যারা ঈমান ও সৎকর্মের পথ অবলম্বন করবে তাদেরকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন। আর এ ওয়াদা সর্বাংশে সত্য। কারণ এ হচ্ছে আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহর ওয়াদা অপেক্ষা সত্য ওয়াদা কার হতে পারে ? মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন, নাজাত সম্পর্কিত এ মিথ্যে আশা—তোমাদের পক্ষ থেকে হোক (মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত) কিংবা আহলে কিতাবের তরফ থেকে—এসবের কিছুই বাস্তবায়িত হবার নয়। যে কেউ মন্দ কাজ করবে তাকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর আল্লাহ্ ভিন্ন তার কোনোই পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হবে না। তদ্রূপ যে সৎকাজ করবে—সে পুরুষ হোক কিংবা নারী—যদি সে মু'মিন হয়—তবে এসব লোক জান্নাতে দাখিল হবে। আর তাদের প্রতিদান ও পুরস্কারে মোটেই কমতি করা হবে না।

মুনাফিক ও আহলে কিতাব উভয়ের আশা একসাথে উল্লেখ করে কুরআন এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, শিরক, শাফাআত ও বংশীয় মর্যাদার সুবাদে যারা জান্নাত লাভের সুখ স্বপ্নে বিভোর এদের সবাই একই বোকার স্বর্গে বাস করছে এবং একই প্রতারণার জালে আটকা পড়ে আছে। এদের সকলেরই বিফলতা ও অকৃতকার্যতা অবধারিত। আখেরাতের সফলতা তো তাদেরই ভাগ্যে জুটবে যারা ঈমান ও সৎকর্মের সম্পদে সজ্জিত ও সুসমৃদ্ধ। যার নিকট এ সম্পদ থাকবে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ অর্জনে সফলকাম হবে। সে পুরুষ হোক বা নারী, ইসরাঈলী হোক কিংবা ইসমাঈলী, আরবী হোক অথবা আজমী তাতে কিছু আসে যায় না। উক্ত রূপ কোনো সম্পর্ক-সম্বন্ধের দরুন তার প্রতিফল ও পুরস্কারে কোনো হেরফের করা হবে না।

আয়াত ঃ ১২৫-১২৬

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط
وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ
بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ۝

মিল্লাতে ইবরাহীম

এক্ষণে سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ ও هُدَ اللّٰهِ -এর প্রমাণ ও তার সম্মান ও মর্যাদা তুলে ধরা হচ্ছে—যার বিরোধিতাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে শিরক বলে এবং যা থেকে পূর্বোক্ত আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। অর্থাৎ এর বিরোধিতা ও অবাধ্যাচরণের মানে কি ? অবশেষে ঐ দীন অপেক্ষা মহত্তর দীন আর কার হতে পারে যে নিজেকে নিজে সর্বতোভাবে আল্লাহর সমীপে সমর্পণ করে দেয় এবং একই সাথে সে মুহসিনও (সৎকর্মশীল) হবে ? বলা বাহুল্য; মুহসিন তো ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় রবের প্রতিটি হুকুম এমনভাবে তামিল করে যেভাবে তা করা কতর্ব্য। এটাই মিল্লাতে ইবরাহীম। যে এই পথ অবলম্বন করলো সে-ই

www.pathagar.com

মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করলো। আর ইবরাহীম তো ঐ ব্যক্তি সত্তার নাম যাকে আল্লাহ্ স্বীয় বন্ধুরূপে বরণ করেছেন। তাই তার মিল্লাত অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন মিল্লাত আর কার হতে পারে ? অবশেষে أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰه এর কারণ স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই এক আল্লাহর এবং তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টনও করে আছেন। তাই তিনি ছাড়া এমন কোন্ সত্তা রয়েছে যার সমীপে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেয়া যেতে পারে ?

ইবরাহীম আ.-এর আল্লাহর বন্ধু হওয়ার কারণ

স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত ইবরাহীম আ.-এর আল্লাহর খলীল ও বন্ধু হওয়ার বিষয়টি তাওরাতেও বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এবং এটাই সে বিষয় যে কারণে বনী ইসরাঈল মিথ্যে আশার কুহকে নিমজ্জিত হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু তারা আল্লাহর বন্ধু খান্দানের সাথে সম্পর্কিত সেহেতু তাদের স্থান হচ্ছে أَبْنَاءُ اللّٰه ও أَحِبَّاءُ اللّٰه -এর মর্যাদাভুক্ত। আর এই যখন তাদের মর্যাদা তখন জাহান্নামের আগুন তাদের স্পর্শ করবে তা কি করে সম্ভব ? এ মনগড়া বিশ্বাসকে খণ্ডন করার জন্য এখানে এটাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, ইবরাহীম আ.-কে যে আল্লাহ নিজের বন্ধু বানিয়েছেন তার কারণ হচ্ছে, তিনি সবকিছুকে সর্বপ্রযত্নে বর্জন করে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে নিজে সর্বতোভাবে স্বীয় রবের সমীপে সমর্পণ করে দিয়েছেন। তার মিল্লাত হচ্ছে ইসলাম ও তাওহীদের মিল্লাত। আর তিনি হচ্ছেন মিল্লাতে তাওহীদের ইমাম ও নেতা। কাজেই যে এ মিল্লাতে তাওহীদের ইমামের অনুসারী তার দীনই হচ্ছে দীনে হক তথা সত্য দীন। তাদের দীন কখনোই সত্য সঠিক হতে পারে না যারা শিরকের হোতা ইবলীসের অনুসারী।

৩৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১২৭-১৩৪ আয়াত

ইসলামী সমাজের প্রতিষ্ঠা, সংগঠন ও পবিত্র করণের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব মৌলিক বিষয়াদি রয়েছে তার বিবরণ উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সমাপ্ত হয়েছে। সূরার অবশিষ্ট অংশ সূরার পরিশিষ্ট তুল্য। এতে কতিপয় প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। সূরার ২-৪ নম্বর আয়াতে বর্ণিত বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্নেরই জবাব এগুলো—যেসব প্রশ্ন পরবর্তীতে উদয় হয়েছিল। তারপর সূরার শেষ পর্যন্ত মুসলমান, মুনাফিক ও আহলে কিতাবকে সম্বোধন করে সর্বশেষ সতর্কীকরণের ভঙ্গীতে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নগুলো সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীকালে। তাই তার জবাব সূরার শেষ অধ্যায়ের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। যাতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এটা শেষ দিকেই নাযিল হয়েছে। এতে ইসলামী বিধানের যৌক্তিকতা বুঝারও সহজসাধ্য হয়েছে।

পরবর্তী আলোচ্য আয়াতগুলো বুঝার জন্য ২-৪ নম্বর আয়াতগুলোর ওপর আরেকবার নজর বুলিয়ে নিন। সেখানে এতিমদের কল্যাণের দিক বিবেচনায় রেখে তাদের মায়েদের বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তার সাথে সর্বোচ্চ সংখ্যা চারের মধ্যে সীমিত রাখা, মোহরানা আদায় করে দেয়া ও ইনসাফ বজায় রাখার শর্ত আরোপ করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

অনুমিত হয়, মোহরানা ও ইনসাফ—উভয়টির ব্যাপারে লোকদের মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছিল। মোহরানা সম্পর্কিত বিষয়টি ছিল এই যে, এতিম শিশুদের কল্যাণের লক্ষে যেসব স্ত্রীলোকদের বিয়ে করা হবে তাদেরকে মোহরানা আদায় করে দেয়ার শর্তারোপ তো একটি অতি কঠোর নির্দেশ—যা অভিভাবকদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে ইনসাফ বজায় রাখার বিষয়টি যদি অন্তরের টান ও বাহ্যিক আচার-আচরণ উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণ সাম্য বজায় রাখার অর্থে হয়, তাহলে এটাও মেনে চলা অসম্ভব। কোনো লোক তার পসন্দনীয় স্ত্রী ঘরে থাকা সত্ত্বেও স্রেফ কারো এতিম শিশুদের লালন পালন ও তাদের হক যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কোনো মহিলাকে বিয়ে করতে পারে। সে ক্ষেত্রে সে তার প্রিয়তমা প্রথমা স্ত্রী ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী। এতদুভয়ের প্রতি একই রূপ মহব্বত ও সম্পূর্ণ অভিন্ন আচরণ বজায় রাখবে এটা কি করে সম্ভব? কুরআন মজীদ এখানে এ উভয় প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নের জবাব দিয়েছে এই যে, কেউ যদি কোনো মহিলাকে পসন্দই না করবে তাহলে সে তাকে বিয়েই বা করবে কেন? আর যদি পসন্দ করেই বিয়ে করে তবে তাকে অবশ্যই মোহরানা আদায় করে দিতে হবে। কিন্তু একই সাথে এটাও বলে দেয়া হয়েছে যে, মোহরানার ব্যাপারটি মূলত স্ত্রীর নিজস্ব ব্যাপার। সে যদি কোনো বিশেষ বিবেচনার বশবর্তী হয়ে স্বামীর সাথে সমঝোতা করে নেয় তাতে তার স্বাধীনতা রয়েছে এবং এটাই উত্তম। অপরদিকে স্বামীর তরফে এটাই তার মর্যাদার প্রকৃত দাবী যে, সে দুর্বল ও নির্যাতিতকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। বরং তার সাথে ইহসান ও তাকওয়ার নীতি মোতাবেক আচরণ করবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিয়েছে এই যে, ইনসাফের মানে এই নয় যে, অন্তরের টান ও বাহ্যিক আচরণ কাঁটায় কাঁটায় সম্পূর্ণ এক বরাবর হতে হবে। কেউ যদি সম্পূর্ণ নেক নিয়ত এবং সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েও এরূপ ইনসাফ করার সংকল্প করে তবু সে তা করতে সক্ষম হবে না। প্রকৃতপক্ষে কাঙ্ক্ষিত বিষয় হচ্ছে এই যে, বাহ্যিক ব্যবহার ও আচার-আচরণে এমন নীতি অবলম্বন করতে হবে যাতে উভয়ের হক যথারীতি আদায় হয়। এমনটি যেন না হয় যাতে একজন সম্পূর্ণ ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যায় তার প্রতি আন্তরিক মুহব্বতও থাকবে না, বাহ্যিক সুআচরণও সে পাবে না। এরূপ যেন না হয় যে, সে স্ত্রীর মর্যাদাও পাবে না তালাক প্রাপ্তাও হবে না। এরপর সতর্কীকরণের ভঙ্গীতে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর। তিনি তো আহলে কিতাবকেও তাদের সীমা সরহদ মেনে চলার হেদায়াত দান করেছিলেন। একই নির্দেশ তিনি তোমাদের করছেন। তোমরা যদি তার পাবন্দী করো তবে নিজেদেরই ভাগ্য গড়বে। পক্ষান্তরে তার নাফরমানী করলে জেনে রেখো তোমরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্বতোভাবে অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং তোমাদের স্থানে অন্যদেরকে পুনর্বাসিত করতে পারেন। তিনি সর্বোপরি সর্বশক্তিমান। যারা দুনিয়া তালাশ করে, দুনিয়ার যে পরিমাণ অংশ তাদের জন্য বরাদ্ধ রয়েছে তাই তারা লাভ করবে। অপরদিকে যারা আখেরাত তালাশ করে—মনে রাখতে হবে যে—আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের ভাণ্ডার মওজুদ রয়েছে। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

www.pathagar.com

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ
بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾ وَإِنِ امْرَأَةٌ
خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ
وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ
تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا
حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾ إِنْ
يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ
قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

www.pathagar.com

১২৭. আর লোকেরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন এবং একই সাথে সেই বিধানও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যা এ কিতাবে শুনানো হচ্ছে। অর্থাৎ ঐ স্ত্রী লোকদের এতিম শিশুদের সম্পর্কিত বিধানসমূহ যাদের ঐ হক তোমরা আদায় করো না যা তাদের জন্য লিখে দেয়া হয়েছে ; অথচ তোমরা তাদের বিয়ে করতে আগ্রহী। আর ঐ অসহায় শিশুদের ব্যাপারে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাদের মোহরানা আদায় করে দেবে এবং এতিমদের সাথে ইনসাফের নীতির ওপর অবিচল থাকবে। আর তোমরা যে কোনো ভালো কাজ করো না কেনো তা কিছুমাত্র আল্লাহর অগোচরে থাকবে না। ১২৮. আর যদি কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা পারস্পরিক আপোস নিষ্পত্তি করে নিলে তাতে কোনো দোষ নেই। আর এ আপোস নিষ্পত্তিই সর্বোত্তম। কিন্তু লোভ-লালসা মানুষের মজ্জাগত। তবে তোমরা যদি সততার পন্থা গ্রহণ করো এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতে পারো তবে তো আল্লাহ তোমাদের এ কর্মনীতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবহিত হবেন।

১২৯. স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের অতীত ; তোমরা মনে প্রাণে চাইলেও তা করতে সমর্থ হবে না। তবে তোমরা কোনো এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না যাতে আরেকজনকে ফেলে রাখো ঝুলন্ত অবস্থায়। আর তোমরা যদি নিজেদের সংশোধন করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চল, তবে আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৩০. তবে স্বামী-স্ত্রী যদি একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই যায় তবে আল্লাহ তার প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

১৩১. আর যা কিছু আসমানে আছে আর যা কিছু আছে যমীনে, সবকিছু আল্লাহরই। আমি তো নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের এবং নির্দেশ দিচ্ছি তোমাদেরও যে, তোমরা ভয় করবে আল্লাহকে কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করো তবে জেনে রেখো আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। আর তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সকল প্রশংসার হকদার। ১৩২. আসমান ও যমীনের সকল বস্তুসম্ভারের মালিকানা আল্লাহরই জন্য। আর যাবতীয় কর্ম সম্পাদনে আল্লাহই যথেষ্ট। ১৩৩. হে মানুষ ! তিনি ইচ্ছা করলেই তোমাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য লোকদের এনে বসাতে পারেন। আর আল্লাহ এর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। ১৩৪. কেউ শুধু দুনিয়ার পুরস্কার চাইলে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর কাছে তো রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেরই পুরস্কার আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।

www.pathagar.com

৩৭. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১২৭

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ لا وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِى يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَاتُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ لا وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا○

প্রশ্ন উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত করণই অলংকারপূর্ণ

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ঃ "তারা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চায়"—এতে রয়েছে বিশেষ সংক্ষিপ্ততা, ঠিক যেমন সংক্ষিপ্ততা রয়েছে وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ। বাক্যের মধ্যে। সেখানে আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, কুরআন মজীদে মানুষের প্রশ্ন সাধারণত অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত হয়ে থাকে। আর এ পদ্ধতিই বালাগাত তথা অলংকার শাস্ত্রের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। জবাবের দ্বারাই যদি প্রশ্নের ধরন-পদ্ধতি স্বতই স্পষ্ট হয়ে যায় তবে প্রশ্ন উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সূত্রিতা অবলম্বন করার কিইবা প্রয়োজন থাকে?

اَلْكِتٰبُ বলতে এই সূরারই ২-৪ নম্বর আয়াত বুঝানো হয়েছে

وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ ঃ এর عطف - فِيْهِنَّ এর ضمير مجرور এর ওপর হয়েছে। আর اَلْكِتٰبُ -এর অর্থ কুরআন ; এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে ২-৪ নম্বর আয়াতের প্রতি। উক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহেরই জবাব দেয়া হয়েছে এখানে। অর্থাৎ আল্লাহ স্ত্রীলোকদের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নেরও জবাব দিচ্ছেন এবং ঐ নির্দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়েরও যা এ সূরারই প্রাথমিক আয়াতসমূহে তোমাদের শোনানো হয়েছে। يُتْلٰى ক্রিয়াটি حال-এর صيغه যা বর্তমান কালের চিত্রায়ণের জন্য নেয়া হয়েছে। কারণ ঐ সময় এ আয়াতগুলো প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনাধীন ছিল এবং সর্বমহলে আলোচিতও হচ্ছিল।

বিবাহে মোহরানা আদায় করা ও ইনসাফ বজায় রাখার ব্যাখ্যা

فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَاتُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ এটা ঐ আয়াতসমূহে বিবৃত নির্দেশের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইশারা। অর্থাৎ এ ফতোয়া ঐ হুকুমের বেলায়ও প্রযোজ্য যা তোমাদেরকে ঐ স্ত্রীলোকদের এতিম শিশুদের ব্যাপারে দেয়া হয়েছে।—যেসব স্ত্রীলোকদেরকে তোমরা তাদের হক আদায় করে দিতে তো প্রস্তুত নও, কিন্তু তাদের বিয়ে করতে আগ্রহী। এ থেকে প্রাসঙ্গিকভাবে একথাও স্পষ্ট হলো যে, وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ

www.pathagar.com

النِّسَاءَ এবং وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ এতে যে نساء শব্দ রয়েছে এদ্বারা বুঝান হয়েছে এতিমদের মায়েদেরকে—আমরাও এ অর্থই গ্রহণ করেছি। এছাড়া এ ইঙ্গিত প্রমাণিত হয় যে, লোকেরা এতিমদের কল্যাণ বিবেচনায় তাদের বিয়ে করতে চাইতো ঠিকই ; কিন্তু মোহরানা ও ইনসাফের শর্তারোপ ছিল তাদের জন্য কঠিন হুকুম। مَا كُتِبَ لَهُنَّ -এর অর্থ আল্লাহর তরফ থেকে তাদের জন্য যে মোহরানা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, তাদের ব্যাপারে মোহরানার শর্তটি যেমন জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে অনুরূপ ইনসাফের বিষয়টিও। এ কারণে এ দুটি জিনিসই এর তাৎপর্যের মধ্যে শামিল হবে।

প্রশ্নের জবাব ও আরবী ভাষায় একটা বিশেষ রীতি

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ ঃ যে সম্পর্কে ফতোয়া চাওয়া হয়েছিল তার জবাব হিসেবেই এই ফতোয়া। কিন্তু এখানে আরবী ভাষার এ রীতি স্মরণ রাখতে হবে যে, معطوف যখন এভাবে আসবে যে বাক্যে তার معطوف عليه মওজুদ থাকবে না তখন সেখানে ঐসব কথা معطوف عليه হিসেবে উহ্য মেনে নেয়ার অবকাশ থাকে যার ওপর قرينه দলীল হবে। এর একাধিক দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও এ গ্রন্থে তার অত্যন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আসবে। এখানে বাক্যের মধ্যে এমন কোনো শব্দ মওজুদ নেই যা وَأَنْ تَقُومُوا -এর معطوف عليه হতে পারে। তাই আবশ্যিকভাবে এখানে محذوف মেনে নিতে হবে। আর এ محذوف বাক্য বা বাণী ভঙ্গীর আলোকে নির্ধারণ করা হবে। অনন্তর এখানে وَأَنْ تَقُومُوا -এর পূর্বে একথাগুলো উহ্য হবে যে, ঐ স্ত্রীলোকদেরকে তাদের মোহরানা আদায় করে দেবে। তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবে। তারপরই এর ওপর وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ -এর عطف সঙ্গতিপূর্ণ হবে। অর্থাৎ এবং এতিমদের জন্য ইনসাফের সুসংরক্ষণকারী হবে। যেন ফতোয়ায় এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, মোহরানা আদায় ও ইনসাফ বজায় রাখার শর্ত যেরূপ সাধারণভাবে স্ত্রীদের বেলায় প্রযোজ্য তদ্রূপ এতিমদের মায়েদের বেলায়ও প্রযোজ্য। ওদিকে وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا الاية আয়াত সমূহে স্ত্রীদের প্রতি সুবিচার করা এবং وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ الاية আয়াতে মোহরানা আদায় করার যে হুকুম রয়েছে তা এতিমদের মায়েদের সাথেই সংশ্লিষ্ট—যাদেরকে তোমরা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করতে আগ্রহী কিন্তু মোহরানা ও ইনসাফের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত নও। এভাবে কুরআন যেন ৩-৪ নম্বর আয়াতের সংক্ষিপ্ত ভাষণকে খোলাসা করে দিল এবং তাদের উদ্দেশে প্রদত্ত বিধানকে ফতোয়ার মাধ্যমে অধিকতর তাকিদপূর্ণ করে দিল।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে রয়েছে ব্যাপক ধরনের মতভেদ। আর এ মতভেদ প্রধানত কালামের রচনা-কৌশল না বুঝারই ফলশ্রুতি বৈ নয়। তাই আমাদের এ ব্যাখ্যার আলোকে কালামের রচনা-কৌশলের ওপর চিন্তা-ভাবনা করে এটিকে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিন। এ আলোকে আয়াতের তাৎপর্য হবে ঃ লোকেরা স্ত্রীদের মোহরানা ও বিভিন্ন স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করছে। বিশেষত এতিমদের মায়েদের মোহরানা ও তাদের মধ্যে ইনসাফ বজায় রাখা বিষয়ে। অর্থাৎ তাদেরকে বিয়ে করার পেছনে মূল

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য যেহেতু তাদের সন্তানদের কল্যাণ সাধন করা। সেহেতু অন্যান্য সাধারণ স্ত্রীদের বেলায় মোহরানা ও ইনসাফের ব্যাপারটি যেমন অপরিহার্য, এদের বেলায়ও কি ঠিক তদ্রূপ জরুরী ? বলা হয়েছে ঃ তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, সাধারণ স্ত্রীদের বেলায় ঠিক তেমনি ৩-৪ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত এতিমদের মায়েদের ব্যাপারেও একই নির্দেশ ; যাদেরকে তোমরা বিয়ে করতে আগ্রহ পোষণ কর ঠিকই, কিন্তু তাদের জন্য ইনসাফ ও মোহরানার হক স্বীকার করো না। তাছাড়া সহায় শক্তিহীন এতিমদের ব্যাপারেও আল্লাহ এই ফতোয়া দিচ্ছেন যে, তাদের মোহরানা আদায় করে দেবে, তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবে এবং এতিমদের জন্য হক ও ইনসাফ কায়েমকারী হবে। অধিকন্তু তোমরা যে নেকী ও সদাচার করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকবেন। তোমরা আল্লাহর নিকট তার যথাযথ পুরস্কার পাবে।

আয়াত ঃ ১২৮

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ط وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

نُشُوْزٌ শব্দের ওপর আলোচনা ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে نُشُوْزٌ প্রকাশ পেলে তার অর্থ দাঁড়ায় স্বামীর শ্রেষ্ঠত্বকে ও নেতৃত্বকে স্বীকার না করা। আর পুরুষের পক্ষ থেকে হলে তার মানে হয়, স্ত্রীর হক মেনে নিতে অস্বীকার করা ও অবশেষে তাকে বর্জন করতে প্রস্তুত হওয়া।

وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ঃ شُحٌّ শব্দের অর্থ কার্পণ্যও হয় আবার লালসাও হয়। কার্পণ্য হলো হক আদায়ের ব্যাপারে সংকীর্ণ দৃষ্টি হওয়া। এটা সর্বাবস্থায়ই নিন্দনীয়। কিন্তু লালসা ভাল জিনিসের প্রতিও হতে পারে, মন্দ জিনিসের প্রতিও হতে পারে। আবার তা সীমিত পর্যায়ের হতে পারে, সীমাহীনও হতে পারে। এ কারণে এটির ভাল কিংবা মন্দ হওয়া একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। ভাল অর্থের দিক থেকে এটি মানবীয় ফিতরতের মধ্যে একটি বিশেষ অবস্থানের দাবীদার। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানব স্বভাবের ওপর এটি এমন একটি প্রাধান্য বিস্তার করে বসে যে তা রীতিমত রোগে পরিণত হয়। وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ-এতে তার অবস্থাটাকেই পরিব্যক্ত করা হয়েছে।

বৈবাহিক সম্পর্ককে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কে স্বার্থ ত্যাগে উৎসাহ দান

অর্থাৎ মোহরানা ও ইনসাফ তো প্রত্যেক নারীরই একটা শরঈ হক। কিন্তু কোনো মহিলা তার স্বামীর পক্ষ থেকে যদি এ আশংকা করে যে, এসব বাধ্যবাধকতার বোঝা সে তার স্বামীর ওপর চাপিয়ে রাখলে সে তাকে বর্জন করবে অথবা তার ব্যাপারে উপেক্ষার

www.pathagar.com

নীতি গ্রহণ করবে; তাহলে তারা উভয়ে মিলে পরস্পর কোনো আপোষ ও সমঝোতা করে নিলে তাতে কোনো দোষ নেই। অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী মোহরানার হক, ইনসাফ ও খোর-পোষের ব্যাপারে তার স্বামীকে এমন কোনো ছাড় দিতে পারে, যাতে করে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশংকা দূরীভূত হয়ে যায়। বলা হয়েছে, আপোষ মীমাংসা ও সমঝোতার মাঝেই রয়েছে কল্যাণ। কারণ স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে একবার সম্পর্ক কায়েম হয়ে যাবার পর এ সম্পর্ক কায়েম ও অক্ষুণ্ণ থাকার মাঝেই রয়েছে উভয়ের কল্যাণ ; যদিওবা তাতে প্রয়োজন হয় সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর। বলা হয়েছে, লোভ বা লালসা মানব প্রকৃতির একটা সাধারণ রোগ ; যা পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তার প্রতিশেধক কেবলমাত্র এই যে, হয় উভয় পক্ষ ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করতে প্রস্তুত হবে অন্যথায় এক পক্ষের রোগ যদি নিরাময়ের অযোগ্য হয় তবে অপর পক্ষ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। এক কথায় বৈবাহিক সম্পর্ককে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যদি স্ত্রীকেই ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তাহলে তা স্বীকার করে হলেও সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার মাঝেই রয়েছে কল্যাণ। এরপর وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا শব্দগুচ্ছ দ্বারা পুরুষ বা স্বামীকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, ত্যাগ ও কুরবানী এবং ইহসান ও তাকওয়ার ময়দানে সত্যিকার ভূমিকা ও অবদান রাখার যথার্থ যোগ্যতা তারই রয়েছে। সে যেন তার ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষের শান ও মান বজায় রাখে এবং স্ত্রীর কাছ থেকে গ্রহণকারী নয় ; বরং তাকে প্রদানকারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। আল্লাহ প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে সম্যক অবহিত এবং প্রতিটি নেকীর পূর্ণ বদলা ও পুরস্কার তিনি দান করবেন।

আয়াত ঃ ১২৯-১৩০

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ۝

স্ত্রীদের ব্যাপারে ইনসাফের মাপকাঠি

এখানে ইনসাফ ও সুবিচারের তাৎপর্য বাতলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমরা যে ইনসাফ বজায় রাখাকে অসম্ভব বলছো, সেটা তো তোমাদের মানসিক সুবিচারের বিষয়। তোমরা তো ধরে নিচ্ছ যে, অন্তরের টান ও বাহ্যিক আচরণ উভয় ক্ষেত্রেই বুঝি সম্পূর্ণ সাম্য বজায় রাখতে হবে। আর এজন্যই এটাকে অসম্ভব বিবেচনা করছো। এতে সন্দেহ নেই যে, এ অর্থে ইনসাফ বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের অতীত। তোমরা এরূপ সুবিচার করতে বিশেষ আগ্রহী হলেও তা করতে সমর্থ হবে না। অন্তরের টান মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত জিনিস নয়। মূলত কাঙ্ক্ষিত বিষয় যা তা হচ্ছে, এক স্ত্রীর দিকে এমনভাবে ঝুঁকে পড়বে না যাতে অন্য স্ত্রী ওদিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যায়। বরঞ্চ আচরণ ও হক পূরণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে ও কোনোরূপ অধিকার নস্যাৎ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তার সংশোধন ও ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলবে।

www.pathagar.com

সংশোধন ও তাকওয়া বজায় রাখার এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে অবশ্য আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতীব মেহেরবান।

আত্মত্যাগের সীমা

এরপর বলা হয়েছে, ইসলামী শরীআতে বৈবাহিক সম্পর্ক যাতে ছিন্ন হতে না পারে সেটাই সর্বপ্রযত্নে কাম্য। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি যদি একান্তই বাধ্য করে এবং উভয়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েই যায়, তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের প্রকৃত রিযিকদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি প্রত্যেকের তাঁর অনুগ্রহে সচ্ছল করে দেবেন। তিনি মহা প্রাচুর্যের অধিকারী ও অসীম হেকমতের আধার। অর্থাৎ এ সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের তরফ থেকেই ত্যাগের মনোভাব ও প্রচেষ্টা তো কাম্য। কিন্তু এটা আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের হেফাযতের সাথেই কাম্য। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজনের পক্ষে যেমন একগুয়েমী জায়েয নয়। অনুরূপ একটা নির্দিষ্ট সীমার অধিক স্বীয় আত্মমর্যাদাকে বিলীন করে দেয়াও বৈধ নয়। যদিও শব্দের মধ্যে সাধারণ অর্থ বিদ্যমান কিন্তু বাণীভঙ্গী প্রমাণ করে যে, এতে বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত তারা যেন সামাল দেবার চেষ্টা করে এবং পারস্পরিক আপোষ নিষ্পত্তির জন্য ত্যাগও স্বীকার করে। কিন্তু সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরিস্থিতিকে সামাল দিতে ও আয়ত্বে আনতে ব্যর্থ হলে তার এ সাহস ও আত্মবিশ্বাস রাখা বাঞ্ছনীয় যে, মহান আল্লাহই একমাত্র রিযিকদাতা। তিনি তাঁর প্রাচুর্যের অসীম ভাণ্ডার থেকে তাদেরকে সচ্ছলতা ও আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা দানে ধন্য করবেন।

আয়াত ঃ ১৩১-১৩৪

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا ۝

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الاية-এর পুনরাবৃত্তিতে রয়েছে অলংকার

এ আয়াতগুলোতে দুটো বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ –"আসমানে যা রয়েছে। আর যা রয়েছে যমীনে তাঁর সবই আল্লাহর" বারংবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ১৩১ ও ১৩২ নম্বর আয়াতে তো দু'বার উল্লিখিত হয়েছেই।

www.pathagar.com

এছাড়াও যেখান থেকে এ আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা হয়েছে—অর্থাৎ ১২৬ নম্বর আয়াত—সেখানেও অবিকল এ আয়াতই উদ্ধৃত হয়েছে। এ বিষয়টির বারংবার পুনরাবৃত্তি অকারণে নয়। বরং সূরার সমাপ্তি পর্বের চাহিদা পূরণার্থেই এমনটি করা হয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে ইশারা দিয়েছি যে, সূরার সমাপনীতে মুসলমানদেরকে, মুনাফিকদেরকে ও আহলে কিতাবকে সর্বশেষ সতর্কীকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য যেসব নির্দেশ জরুরী ছিল, তা বিশদ দলীল প্রমাণ সহকারে প্রদান করা হয়েছে। এখন মেনে নেয়া বা না নেয়া তোমাদের নিজেদের ব্যাপার। যদি মেনে নাও তবে ফায়দা তোমাদেরই। আর যদি মেনে না নাও, তবে তোমরা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ এ সমগ্র জাহানের এক লা-শরীক শাহানশাহ। আল্লাহর রাজত্ব তাঁর একক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার ওপরই স্থাপিত। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ—কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি যেহেতু সারা জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি, তাই তোমাদের পূর্বে তিনি আহলে কিতাবকেও বিধি-বিধান ও শরীআতের সীমারেখা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। এক্ষণে তোমাদেরকেও সেই সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। আর তাহলো তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো। আহলে কিতাব নাফরমানী করে নিজেরাই নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। তারা আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি। তদ্রূপ তোমরাও যদি কুফরী করো, স্মরণ রেখো আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি বেনিয়ায ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সপ্রশংসিত। তিনি তোমাদের জন্য কোনো জিনিস পসন্দ করলে তা এজন্য করেন না যে, তাতে তার কোনো প্রয়োজন রয়েছে বরং এজন্য করেন যে, তিনি আপন গুণে প্রশংসিত। তাঁর এ গুণের দাবী হলো, বেনিয়ায হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র সৃষ্টিজগতকে তিনি তাঁর অপার দান ও অনুগ্রহে ধন্য করে থাকেন। সমগ্র বিশ্বজগতের অধিপতি হওয়ার দরুন তিনিই একমাত্র যোগ্য সত্তা যার ওপর ভরসা করা যেতে পারে এবং জীবনের বাগডোর তাঁরই হাতে সোপর্দ করা যেতে পারে। বান্দা যদি তার নাফরমানী করে, ইচ্ছা করলে তিনি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং এ পৃথিবীতে অন্য কোনো জাতি, সম্প্রদায়কে বসবাসের সুযোগ করে দিতে পারেন। তিনি সর্বোপরি সর্বশক্তিমান। তাঁর ক্ষমতা খর্ব করতে পারে এমন শক্তি কার আছে ?

حذف করার একটা রীতি

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا الاية আয়াতে حذف বা উহ্যকরণের রীতি। আমরা ইতোপূর্বে কোথাও ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, আরবীতে বাক্যের দুটি পরস্পর বিরোধী অংশের মধ্য থেকে কোনো কোনোটিকে এমনভাবে উহ্য করে দেয়া হয় যে, উল্লিখিত অংশটিই উহ্য অংশটির দিকে খোদ ইঙ্গিত প্রদান করে। আমাদের মতে উহ্য অংশগুলো স্পষ্ট করে দিলে বাক্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ হবে নিম্নরূপ ঃ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ প্রথম অংশটি থেকে وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ -কে আর দ্বিতীয়াংশ থেকে فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ -কে বিলোপ করে দেয়া হয়েছে। এ বিলোপ করার কারণ তা-ই যার প্রতি আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি যে, উল্লিখিত অংশ বিলোপকৃত অংশগুলোর প্রতি স্বতই দিক নির্দেশ

করছে। এর তাৎপর্য এই যে, যে দুনিয়ার বদলা ও পুরস্কার তালাশ করে তার জানা উচিত, দুনিয়ার বাদশাহও আল্লাহই। তিনি তা থেকে যে পরিমাণ দিতে চান দিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যে আখেরাত তালাশ করে, আল্লাহ দুনিয়াতেও তাকে যা ইচ্ছা দান করেন এবং আখেরাতের পুরস্কারও পুরোপুরি দান করবেন। এটা মূলত সতর্কবাণী ও উপদেশ ঐসব লোকদের উদ্দেশ্যে যারা দুনিয়াবী স্বার্থের খাতিরে আল্লাহর শরীআত থেকে পলায়ন করার নীতি গ্রহণ করে চলেছে। বলা হয়েছে যারা স্রেফ দুনিয়া তালাশকারী হয় তারা তার ঐ অংশটুকুই লাভ করে যে পরিমাণ আল্লাহর মঞ্জুর হয়। আর আখেরাত থেকে তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিতই থেকে যায়। তাই যদি হয় তাহলে আমরা আখেরাত তালাশকারী কেন হবো না? যাতে করে আখেরাতের পূর্ণ বদলা ও পুরস্কারও পাওয়া যায় এবং দুনিয়ার নির্ধারিত প্রাপ্য অংশও হাসিল হয়ে যায়। অবিকল একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ ও ১৪৮ নম্বর আয়াতেও। তার ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নিন। এতদসঙ্গে সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টার গুণাবলী উদ্ধৃত করা হয়েছে। এদ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মহাসত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ কারো দোয়া ও ফরিয়াদ সম্পর্কে বে-খবর নন আর না কারো প্রয়োজন ও অবস্থা তার নিকট গোপন ও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ব্যাপার যখন এই তখন মানুষ তাঁরই নিকট কেন যাঞ্চা আরাধনা করবে না। কেন সে অন্যের কাছে ধর্ণা দেবে এবং অন্যের কাছে আশা করবে ও ফরিয়াদ জানাবে?

৩৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৩৫-১৫২ আয়াত

পরবর্তী আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে তাদের ওপর অর্পিত সুমহান দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা ঐ দায়িত্ব কর্তব্য যা সম্পাদন করার ভার অর্পিত ছিল আহলে কিতাবের ওপর। যে দায়িত্ব থেকে তাদের অপসারণ করে মুসলমানদের ওপর তা অর্পণ করা হয়েছিল। অতপর মুনাফিকদের বিভীষিকা থেকেও তাদের সতর্ক করা হয়েছে এবং মুনাফিকদেরও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আয়াতসমূহে বর্ণিত বিষয়াদি সম্পূর্ণ স্পষ্ট। পরবর্তী আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করুন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ
أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ
فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ

الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ
لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ
فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا
مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ
بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن
كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ
اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ
وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ
هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

www.pathagar.com

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾ اِنَّ
الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾
اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ
فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا
عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ
سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ
وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ
وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ
اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾

১৩৫. হে ঈমানদার বান্দারা ! তোমরা ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্যের সাক্ষীরূপে যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। হোক সে ধনী অথবা গরীব। তাদের উভয়ের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ঘনিষ্টতর। অতএব ন্যায় বিচার করতে গিয়ে তোমরা

কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলো এবং সত্য ও সুবিচারকে পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখো আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যথার্থই খবর রাখেন। ১৩৬. হে মু'মিন বান্দারা! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন তার প্রতি। আর যে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলদেরকে এবং শেষ দিনের আগমনকে সে তো পথভ্রষ্টতায় বহু দূর-দূরান্তে ছিটকে পড়লো। ১৩৭. যারা ঈমান আনলো, তারপরে কুফরী করলো, তারপর ঈমান আনল ও পুনরায় কাফির হয়ে গেল এবং সে কুফরীতেই সামনে এগুতে থাকলো, তবে আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদের সঠিক পথের দিশাও দেবেন না। ১৩৮. আপনি সুসংবাদ দিয়ে দিন মুনাফিকদের যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি ; ১৩৯. যারা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, মু'মিনদের বদলে তারা কি এদের কাছে সম্মান ও পরাক্রম প্রত্যাশা করে ? অথচ যাবতীয় সম্মান ও পরাক্রম তো একমাত্র আল্লাহরই জন্য।

১৪০. আর এ কুরআনেই তো তোমাদের প্রতি আল্লাহ এ নির্দেশ নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনতে পাবে আল্লাহর কোনো আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না—যতক্ষণ না তারা অন্য কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করে। তাদের সাথে শামিল হলে তো তোমরা তাদেরই মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ অবশ্যই সব কাফির ও মুনাফিকদের জাহান্নামে একত্রিত করে ছাড়বেন। ১৪১. এ দুরাচাররা প্রতীক্ষায় থাকে তোমাদের ওপর কোনো বিপদ ঘটাবার। তারপর আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের কোনো বিজয় সূচিত হলে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ?' পক্ষান্তরে কাফিরদের পাল্লা ভারী হলে তাদেরকে বলে, 'আমরা কি তোমাদের ঘিরে রাখিনি এবং মু'মিনদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করিনি ?' কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাদের ও তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে ফায়সালা করে দেবেন। আর এ ফায়সালায় মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জয়লাভ করার কোনো পথই রাখবেন না।

১৪২. মুনাফিকরা প্রতারণা করতে চায় আল্লাহর সাথে। অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তাদের প্রতারণায় ফেলে দিচ্ছেন। আর যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন একান্ত আলস্য ভরেই দাঁড়ায় কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা খুব অল্পই স্মরণ করে। ১৪৩. তারা দোদুল্যমান অবস্থায় আছে। না পূর্ণভাবে এদিকে, না পূর্ণভাবে ওদিকে। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তুমি তার জন্য কখনো কোনো পথ পাবে না।

১৪৪. হে মু'মিন বান্দারা ! তোমরা ঈমানদার লোকদের বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহর হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলীল তুলে দিতে চাও ?

www.pathagar.com

১৪৫. নিসন্দেহে মুনাফিকরা অবস্থান করবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে ; আর তুমি তাদের জন্য কখনো কোনো সাহায্যকারী পাবে না। ১৪৬. কিন্তু যারা তাওবা করবে, নিজেদের সংশোধন করে নেবে ও আল্লাহর রজ্জুকে মযবুতভাবে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহরই জন্য নিজেদের দীনকে খালেস করে নেবে তারা থাকবে মু'মিনদের সাথে। আর অচিরেই আল্লাহ মু'মিনদের মহাপুরস্কার প্রদান করবেন।

১৪৭. তোমাদের শাস্তিদানে আল্লাহর কি লাভ—যদি তোমরা তার কৃতজ্ঞতা আদায় করো ও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করো ? আর আল্লাহ হলেন গুণগ্রাহী, সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী।

১৪৮. আল্লাহ প্রকাশ্যে মন্দ কথা বলে বেড়ানোকে মোটেই পসন্দ করেন না। তবে কারো ওপর যুলুম করা হয়ে থাকলে তার কথা আলাদা। আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, সবকিছুই জানেন। ১৪৯. তোমরা যদি কোনো ভাল কাজ প্রকাশ্যে করো অথবা গোপনে করো কিংবা দোষ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রেখো আল্লাহও গোনাহ মোচনকারী, মহাশক্তির অধিকারী।

১৫০. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলদের সাথে আর একটা বিভেদ ও পার্থক্য করতে চায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে এবং বলে, 'আমরা স্বীকার করি কয়েকজনকে আর অস্বীকার করি কয়েকজনকে' ; আর তারা এর মাঝামাঝি একটা পথ উদ্ভাবন করতে চায় ; ১৫১. এরাই হচ্ছে নিরেট কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ১৫২. পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি আর পার্থক্য করে না তাদের কারো মধ্যে, অচিরেই তিনি তাদের পুরস্কার দেবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৯. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১৩৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ ঃ قسط শব্দের ওপর আলোচনা ইতোপূর্বে সূরা আলে ইমরানের ১৮-২১ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এখানে এর দ্বারা অর্থ হচ্ছে সত্য ও সুবিচারের ঐ মানদণ্ড যা মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাবের আকারে

www.pathagar.com

দান করেছেন। এর তাৎপর্য এই যে, এখন তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ হবে উক্ত বাটখারা ও তুলাদণ্ডে মাপাজোখা এবং তোমরা নিজেরা হবে তার ওপর কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত এবং তা কায়েমকারী ও প্রতিষ্ঠাকারী। شُهَدَاءَ لِلَّهِ অর্থাৎ স্রেফ তার ওপর কায়েম থাকাই তোমাদের দায়িত্ব নয়; দুনিয়ার সামনে আল্লাহর তরফ থেকে তার আহ্বায়ক ও সাক্ষীও তোমাদের হতে হবে। যেমন বলা হয়েছে। وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا - "এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যম পন্থী উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা সাক্ষী হও মানুষের ওপর আর রাসূল সাক্ষী দেবেন তোমাদের ওপর।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

তোমাদের পক্ষে বা বিরুদ্ধে সর্বাবস্থায় ইনসাফের ওপর কায়েম থাকবে

وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ঃ অর্থাৎ ন্যায়বিচারের এই তুলাদণ্ড শুধু নেবার জন্য নয় দেবার জন্যও। যদি তার ফায়সালা কোনো ক্ষেত্রে তোমাদের নিজেদের, তোমাদের পিতা-মাতার এবং তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও যায়, তথাপি তোমরা তারই ওপর কায়েম থাকবে এবং তারই সাক্ষ্যদান করবে। এতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইতোপূর্বে ইহুদীদেরকেও কিতাব প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তারা কিতাবের ঐ অংশকে মেনে চলতো যা ছিল তাদের কামনা-বাসনা মোতাবেক। আর যেসব বিষয় তাদের কামনা-বাসনার বিপরীত হতো তা তারা পরিহার করতো।

ধনী-গরীব উভয়ের একই বাটখারা ও একই তুলাদণ্ড

إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ঃ অর্থাৎ এটা জায়েয নেই যে, ধনীর জন্য এক বাটখারা ব্যবহার করবে আর গরীবের জন্য অন্য বাটখারা, শক্তিমান ও প্রভাবশালী ব্যক্তির জন্য হবে এক ধরনের আইন ও শরীআত অপরদিকে দুর্বল ও প্রভাবহীন লোকদের জন্য হবে আলাদা হুকুম ও ফতোয়া। বরঞ্চ সকলকে আল্লাহর একই ন্যায় দণ্ডের অধীন হতে হবে। কেননা আল্লাহর হক সবার ওপর সমানভাবে কায়েম রয়েছে। আর এটি অন্য সকল হক অপেক্ষা বড় হক। কেউ অভিজাত ও প্রভাবশালী হওয়ার মানে এই নয় যে, সে আল্লাহর হক থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাকে আল্লাহর আইন ও বিধানের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে। কিংবা তার সাথে অন্যকোনো আইনের অধীনে আচরণ করা হবে। এ বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত মহানবী স.-এর নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য। মহানবী স. বলেন ঃ

"মাখযুম গোত্রের জনৈক মহিলা চুরি করলে তার ব্যাপারটি নিয়ে কুরাইশদের মধ্যে বিশেষ চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। সবার মধ্যে ভাবনা ও গুঞ্জন শুরু হলো, এমন কে আছে যে, তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট সুপারিশ করবে ? অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, এ দুঃসাহস করার সাধ্য কেবল উসামা ইবনে যায়েদেরই রয়েছে। তিনিই রাসূলুল্লাহ স.-এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। লোকদের পিড়াপিড়িতে উসামা রা. মহানবী স.-এর খেদমতে তার ব্যাপারে সুপারিশ করলেন, মহানবী স. বললেন, উসামা তুমি কি

www.pathagar.com

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডসমূহের মধ্যে একটি দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করতে এসেছো? তারপর তিনি ভাষণ দানের জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এটাই ধ্বংস করেছে। তাদের পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে কোনো সাধারণ লোক চুরি করলে তার ওপর দণ্ড কার্যকর করতো। আল্লাহর কসম! আমি এমনটি করার পাত্র নই। জেনে রেখো মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো আমি তার হাতও কেটে দিতাম।"–বুখারী ও মুসলিম

প্রবৃত্তির অনুসরণ আল্লাহর হেদায়াতের পরিপন্থী

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ঃ هوى - هدى الله -এর বিপরীত। অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর এ হেদায়াত বর্জন করে স্বীয় কামনা বাসনা ও বিদআতসমূহের অনুসরণ করো, তাহলে তোমরা ঐ ইনসাফ ও ন্যায়নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে যার ওপর মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যার দাওয়াত ও সাক্ষ্য দানের জন্য তোমাদের নির্দেশ দান করেছেন।

সত্য ও সুবিচার নীতি ধ্বংস করার দুটি পদ্ধতি

اِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا ঃ এতে উক্ত সত্য ও সুবিচার নীতিকে ধ্বংস করার দুটি উপায়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি এই যে, তাকে বক্র করার, ধ্বংস করার ও বিকৃত করার চেষ্টা করা হবে যেমনটি ইহুদীরা করেছে এবং যার বর্ণনা এসেছে সূরা আলে ইমরানের ৭৮ নম্বর আয়াত يَلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ الاية এতে। দ্বিতীয় রূপটি হলো, তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা অবশ্য করা হবে না। তার বাহ্যিক রূপটি অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু জীবনের বাস্তব কায়-কারবারে তার কোনো গুরুত্ব দেয়া হবে না। বলা হয়েছে, এসবের মধ্যে যে প্রকার যুলুমই তোমরা করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর থাকবেন না। আর তিনি যখন বেখবর থাকবেন না তার অনিবার্য ফলশ্রুতি এই যে, তিনি মহা অপরাধের শাস্তিদান না করে ছাড়বেন না।

আয়াত ঃ ১৩৬

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

ভাষার একটা ভঙ্গী

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا ঃ আমরা অন্যত্র ভাষার এ বিশেষ নীতি ভঙ্গীর বিশ্লেষণ করেছি। আমরা বলেছি যে, ক্রিয়া তার প্রাথমিক ও বাহ্যিক অর্থেও ব্যবহৃত হয় আবার

www.pathagar.com

স্বীয় প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে সামষ্টিক ও সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানই সম্বোধনের লক্ষ। যাদের মধ্যে শামিল ছিল সবল ও দুর্বল, পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিপূর্ণ এবং পরম নিষ্ঠাবান ও কপট মুনাফিক সর্বশ্রেণীর লোক। এ সকল শ্রেণীর লোকদের সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, হে ঈমানের দাবীদাররা সত্যিকার খাঁটি ঈমানদার হয়ে যাও। বাহ্যত সম্বোধন সাধারণ কিন্তু বক্তব্যের লক্ষ দুর্বলমনা ও ঈমানের দাবীদার ব্যক্তিবর্গ।

কুরআনের পূর্বে প্রকৃত আসমানী কিতাবের মর্যাদা কেবল তাওরাতেরই রয়েছে

وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ঃ এতে উল্লেখিত কিতাব বলতে তাওরাতকেই বুঝানো হয়েছে। একবচন উল্লেখ করার কারণ হলো, কুরআনের পূর্বে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাবের মর্যাদা একমাত্র তাওরাতেরই রয়েছে। অন্যান্য নবীদের সহীফাগুলো স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন সহীফা ছিল না। কারণ ঐ নবীদের সকলে তাওরাতেরই আহ্বায়করূপে আগমন করেছিলেন। এমনকি হযরত মসীহ আ.-ও মূলত তাওরাতকে কায়েম করার জন্য এসে ছিলেন। ওইসব নবীদের সহীফাসমূহের যে শিক্ষা বর্তমান তা তাওরাতের শিক্ষা থেকে আলাদা কিছু ছিল না। বরং তা ছিল তারই নবায়ন ও পুনর্জাগরণের দাওয়াত এবং তারই জ্ঞানবত্তা এবং গূঢ়তত্ত্বের প্রকাশ ও বিবরণ সমাহার। এ হিসেবে প্রকৃত প্রস্তাবে এসব একই কিতাবের অন্তর্গত। কিন্তু বাহ্য দিকের বিবেচনায় বহুবচনও সাব্যস্ত করা যেতে পারে। কুরআন উভয় প্রকারেই বর্ণনা করেছে। আর এদ্বারা প্রকৃত ব্যাপারের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য। যাতে বাহ্যিক সংখ্যাধিক্যকে যেসব নির্বোধেরা রাসূলদের মাঝে বিভাজনের অসীলা বানিয়ে নিয়েছে তাদের বোকামী সম্পর্কে তারা সচেতন হয়।

اَنْزَلَ ও نَزَّلَ শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য

এখানে نَزَّلَ ও اَنْزَلَ -এর মধ্যে পার্থক্যও লক্ষণীয়। যারা আরবী ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে অবগত তারা জানেন যে, اَنْزَلَ -এর অর্থ শুধুই অবতীর্ণ করে দেয়া কিন্তু نَزَّلَ শব্দের মধ্যে যত্ন সহকারে এবং ক্রমান্বয়ে ও ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করার ব্যঞ্জনাও নিহিত রয়েছে। শব্দগত এ পার্থক্য তাওরাত ও কুরআন এতদুভয়ের অবতারণের পদ্ধতিকেই তুলে ধরছে। এখানে এতটুকুন ইশারাই যথেষ্ট। অন্যত্র যথার্থ স্থানে আমরা এর ওপর বিশদভাবে আলোচনা করবো।

১৩৬ নম্বর আয়াতটি তার পূর্বের ও পরের আয়াতদ্বয়ের মধ্যবর্তী মণিহার

এ আয়াতে ঈমানের যেসব অংশের উল্লেখ করা হয়েছে এসব বিষয়ের ওপরই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সূরা আল বাকারাতে। এখানে যে বিষয়টি বুঝার রয়েছে তাহলো এ আয়াতটি পূর্বোক্ত ও পরবর্তী দুটি আয়াতের মধ্যস্থলে গ্রথিত মণিহারের পুঁতি সদৃশ। একদিকে এটি উম্মতে ওয়াসাত (মধ্যমপন্থী উম্মত) ও কায়েম বিল কিস্ত উম্মত (সত্য ন্যায়ের

www.pathagar.com

ওপর প্রতিষ্ঠিত উম্মত) শব্দাবলীর দিকে ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ নবী-রাসূলদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য না করা এবং সকল আসমানী গ্রন্থাবলীর ওপর ঈমান রাখা ; এটাই এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, এই উম্মত ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহুদী ও খৃস্টানদের ন্যায় জাত্যাভিমান ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের প্রগলভতায় নিমজ্জিত হয়ে তারা হক ও ইনসাফের রাজপথকে বর্জন করেনি। অপরদিকে এটা ওসব মুনাফিকদের প্রসঙ্গ আলোচনার উপক্রমণিকা—যারা ছিল খোদ ইহুদীদের অন্তর্গত অথবা পর্দার অন্তরালে তাদেরই প্রভাবাধীন। এ কারণে তারা ছিল হুবহু ঐসব গোমরাহীতে নিমজ্জিত যা ইহুদীদের সার্থক উত্তরাধিকার বৈ নয়। পরবর্তী আয়াতসমূহ থেকে এ সত্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

আয়াত ঃ ১৩৭-১৩৮

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ۞ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞

আহলে কিতাবের মধ্য থেকে আগত মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড

ঈমানদারদের সত্যিকার অবস্থান ও মর্যাদা বর্ণনা করার পর মুনাফিকদের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যারা ঈমান এনেছে, তারপর কুফরী করেছে, অতপর ঈমান এনেছে ও অবশেষে কুফরীতে ফিরে গেছে এবং কুফরীতেই অগ্রসরমান থেকেছে—এরা আল্লাহর মাগফিরাত ও হেদায়াত লাভের যোগ্য নয়। আপনি—হে রাসূল—এসব মুনাফিকদের মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ পৌছে দিন। এখানকার এ প্রসঙ্গটি যে মুনাফিকদের ব্যাপারে এসেছে তা খোদ কুরআনের এ আয়াতগুলো থেকেই সুস্পষ্ট بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ বর্ণনাভঙ্গী থেকে স্বতই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এখানে কোন্ শ্রেণীর লোকদের কর্মকাণ্ড বিবৃত হয়েছে। অবশ্য এ প্রশ্নটি বিবেচনা সাপেক্ষ যে, প্রথমত ঈমান তারপর কুফরী, অতপর ঈমান ও তারপর কুফরীর যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এটা কি নিছক তাদের দোদুল্যমানতার চিত্রায়ন নাকি বাস্তব অবস্থা ও ঘটনার বিবরণ ? আমাদের ধারণা মতে, এটা বাস্তব ঘটনারই বিবরণ। তার কারণ—যেমন আমরা ওপরে ইঙ্গিত দিয়েছি—এই যে, এসব মুনাফিকরা বহুলাংশে আহলে কিতাব—বিশেষ করে ইহুদীদের মধ্য থেকে ছিল এবং তাদের প্রভাবাধীনও ছিল। এই দিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যাবে তাদের ঈমান ও কুফরের একটা খেলা তো ছিল তা যা তারা তাওরাতের সাথে ইতোপূর্বেই খেলেছিল। আর দ্বিতীয় খেলা হচ্ছে এটি, যা তারা ইসলামের সাথে খেলছে। অর্থাৎ প্রথমত তারা আগ বাড়িয়ে ইসলামকে স্বীকার করে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে আর এক্ষণে দিন রাত তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। বলা হয়েছে, এখন না আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন আর না তাদের অন্য কোনো পথ দেখাবেন। অন্য কোনো পথ দেখাবার তাৎপর্য হলো, এখন তাদের ওপর প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে অধিকতর পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। এক্ষণে তাদের জন্য স্রেফ জাহান্নামের পথই অবশিষ্ট রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়টিকে বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۞

إِلاَّ طَرِيْقَ جَهَنَّمَ - ١٦٨-١٦٩ –"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে ও নিজেদের ওপর যুলুম করেছে, আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদের কোনো পথও দেখাবেন না—জাহান্নামের পথ ছাড়া।" একই বিষয়বস্তুকে এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে ঃ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

আয়াত ঃ ১৩৯-১৪০

نِ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُبِهَا فَلاَ تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ صلے اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ- এতে সূরা আনআমের ৬৮ নম্বর আয়াতের হাওয়ালা রয়েছে

এতে বরাত দেয়া হয়েছে সূরা আনআমের ৬৮ নম্বর আয়াতের। সেখানে বলা হয়েছে ঃ اِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ط وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ- "আর যখন তুমি দেখ, তারা আমার আয়াতসমূহে খুঁত অন্বেষণ করে, তখন তুমি তাদের কাছ থেকে সরে থাকবে। যে পর্যন্ত না তারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হবার পর ওই যালিম কওমের সাথে বসবে না।" অতপর এ একই বিষয়বস্তু উক্ত সূরা আনআমের ৭০ নম্বর আয়াতেও বিবৃত হয়েছে।

মজলিশে আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ

اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الاية ঃ এখানে মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এরা মুসলমানদের বদলে কাফির অর্থাৎ ইহুদীদেরকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে রেখেছে। তাদের দৃষ্টিতে তারা সম্মান ও সফলতা অর্জনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। অথচ সম্মান ও লাঞ্ছনা-অপমান সর্বতোভাবে আল্লাহরই ইখতিয়ারে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করে ছাড়েন। যেসব সভা-মজলিশে আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয় এরা তাদের বৈঠকাদিতেই হাজিরা দিয়ে থাকে। অথচ কুরআনে এ ব্যাপারে স্পষ্ট হেদায়াত নাযিল হয়েছে যে, তোমরা যখন দেখবে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, এ জাতীয় লোকদের সাথে তোমরা বসবে না, যতক্ষণ না এ বিদ্রূপকারীরা অন্য কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করে। কেউ যদি এমনটি করে তবে তো সে তাদেরই সাথী বলে গণ্য হবে। আর এ কারণেই আল্লাহ এ জাতীয় মুনাফিকদের ঐ কাফিরদের সাথেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন।

www.pathagar.com

যেসব সভা-সমিতিতে আল্লাহর দীন ও তার শরীআতের অবমাননা করা হয় তাতে কোনো মুসলমানের শরীক হওয়াটা তার স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদাহীনতারই প্রমাণ বহন করে। কেউ যদি শরীক হওয়াকে নিজের জন্য সম্মান ও মর্যাদার কারণ মনে করে তবে এটা স্রেফ তার আত্মমর্যাদাহীনতারই নয় বরঞ্চ তার ঈমান হারা হওয়ারও দলীল। এরূপ মুনাফিকদের হাশর হবে ওসব লোকদের সাথে যাদের সাথে আল্লাহর দীনের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার কাজে এরা শরীক ছিল। এ আয়াত থেকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি জানা যায়। কিন্তু তার ওপর আলোচনা করার জন্য উপযুক্ত স্থান সূরা আনআমে আসছে।

আয়াত ঃ ১৪১

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۟

استحوذ عليه-এর অর্থ

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ ঃ এর মানে استولى عليه، غلبه، احاط به তাকে বেড়ী বা পরিবেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে নিয়েছে, তার ওপর বিজয় লাভ করেছে—আধিপত্য বিস্তার করেছে। নর যখন নারীকে বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে নেয় তখন অন্য কোনো নরকে তার দিকে অগ্রসর হতে বাধা দান করে, তখন তার ক্ষেত্রেও এ শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে।

মুনাফিকদের দ্বিমুখী চক্রান্ত জাল

يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ঃ অর্থাৎ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمُ الدَّوَائِرَ—"তারা প্রতীক্ষায় থাকে তোমাদের কোনো বিপদাপদ ঘটবার।" এটা ঐ মুনাফিকদেরই কর্মকাণ্ডের বাড়তি বিবরণ—অর্থাৎ এরা ইসলাম ও মুসলমানদের অত্যন্ত অকল্যাণকামী। এরা সর্বদাই তোমাদের কোনো বিপদ ঘটুক—এজন্য অপেক্ষমান থাকে। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে যেন তোমরা কোনো হোঁচট খাও, তোমরা পরাস্ত হও। তোমরা বিজয় অর্জন করলে এরা বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? পক্ষান্তরে কখনো শত্রুদের পাল্লা ভারী হলে তৎক্ষণাত তাদের নিকট পৌঁছে যাবে এবং তাদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করবে যে, এটা তো ছিল আমাদের কৌশলমাত্র, যেন তোমরা মুসলমানদের হাত থেকে সুরক্ষিত থাক। আমরা তো এভাবে তোমাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করেছি যেন মুসলমানরা তোমাদের ওপর সর্বাত্মক হামলা করে বসতে না পারে তাই তো তোমাদের ওপর তাদের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার সম্ভব হয়নি। বলা হয়েছে, আজ তো এরা কথার ফুলঝুরি দ্বারা দিনকাল ভালোই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অচিরেই এমন একদিন আসবে যখন যাবতীয় ব্যাপার-স্যাপার উন্মুক্ত

www.pathagar.com

অবারিত হয়ে যাবে। সেদিন আল্লাহ তোমাদের ও তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। তখন তোমাদের মুকাবিলায় তারা কোনোই সাফাই পেশ করতে পারবে না—সেদিন তারা اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ –"আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ?"-এর গলাবাজি করতে পারবে না।

আয়াত ঃ ১৪২-১৪৩

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ج وَاِذَا قَامُوْآ اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ۙ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ق لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ঃ এর প্রতিটি দিক সম্পর্কেই সূরা আল বাকারার ৯ নম্বর আয়াতের তাফসীরে আলোচিত হয়েছে।

মুনাফিকদের দোদুল্যমানতার চিত্র

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ঃ تَذَبْذَبَ الشَّيْءُ-এর অর্থ, 'বস্তুটি শূন্যে উড্ডীয়মান অবস্থায় নড়াচড়া করছে।' تَذَبْذَبَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ -এর মানে লোকটি হয়রান পেরেশান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ঃ অর্থাৎ না মুসলমানদের সাথে না কাফিরদের সাথে উভয়ের মধ্যস্থলে হয়রান-পেরেশান ও বিব্রত-কুণ্ঠিত। কখনো মুসলমানদের নিকট গিয়ে সান্ত্বনা দেয় যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি। আবার কখনো বা কাফিরদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের আশ্বস্ত করে যে আমরা তো তোমাদেরই সাথে আছি অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে তারা কারো সাথেই নেই। দুটি পালের মধ্যে ইতস্তত ধাবমান বকরীর ন্যায়। কখনো এ পালের সাথে আবার কখনো ঐ পালের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, كُسَالٰى، يُرَآءُوْنَ ও مُذَبْذَبِيْنَ তিনটি শব্দই তারকীবে حال হয়েছে। এ তিনটিকে একসাথে মান সচক্ষের সামনে নিয়ে আসলে তবেই সচিত্র চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আল্লাহর সাথে প্রতারণাকারী নিজেই প্রতারিত

অর্থাৎ এ মুনাফিকরা কেবল আল্লাহর বান্দাদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে না বরং আল্লাহকেও ধোঁকা দিতে চায়। অথচ যে আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায় সে আল্লাহকে ধোঁকা দেয় না। সে তো খোদ নিজেকেই নিজে ধোঁকা দেয়। কারণ এরূপ লোকের জন্য আল্লাহ রশি ঢিলা করে দেন। এতে সে মনে করে যে, সে আল্লাহকে ধোঁকা দিয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছেন। وَاِذَا قَامُوْآ اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى الاية এটাই তাদের ধোঁকা ও প্রতারণার দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ নামাযের জন্য দাঁড়ালে দাঁড়ায় নিজ সত্তার ওপর জোর জবরদস্তি করে, চরম আলস্যভরে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে। নিছক এই ভয়ে গাত্রোত্থান করে যে জামায়াতে শরীক না হলে পাছে মুসলমানদের রেজিষ্টার থেকেই

www.pathagar.com

না নাম কাটা যায়। এটা একান্তই লোক দেখানো নামায হয়ে থাকে। যেন মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদেরই লোক মনে করে। ফলে এতে নিরুপায় হয়ে ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে পঠিত নামাযে খুব অল্প পরিমাণেই আল্লাহর স্মরণ বর্তমান থাকে। এতো স্পষ্ট যে, এটা আল্লাহর সাথে পরিষ্কার প্রতারণা বৈ নয়। বলা হয়েছে, এরা আল্লাহর কাছ থেকে বিতাড়িত। তিনি তাদেরকে বিভ্রান্ত হবার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ যাদের বিভ্রান্ত হবার জন্য ছেড়ে দেন তাদের পথ দেখাবে এমন সাধ্য কার আছে ?

সর্বাগ্রে মসজিদে উপস্থিতি ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী চিহ্ন ছিল

এ আয়াত দ্বারা এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সে যুগে মসজিদে উপস্থিতি ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী চিহ্নের মর্যাদাভুক্ত ছিল। যে ব্যক্তি কোনো প্রকার যৌক্তিক ওজর ব্যতিরেকে মসজিদ থেকে অনুপস্থিত থাকতো তার পক্ষে নিজেকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করানোই অসম্ভব হয়ে পড়তো। পরবর্তীকালে এমনও একটা সময় ছিল কিংবা সময় এসেছে যে, মসজিদ ও জামায়াতে উপস্থিতি দূরে থাক কেবলমাত্র নামায পড়াও মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হওয়ার বরং মুসলমানদের নেতা হিসেবে বরিত হওয়ার জন্যও জরুরী রইলো না। সত্যিই বড় তাজ্জবের ব্যাপার !

আয়াত ঃ ১৪৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

اَلْكَافِرِيْنَ ঃ শব্দটি যদিও ব্যাপক অর্থবোধক কিন্তু পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত প্রমাণ করে যে, এদ্বারা ঐসব আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যাদের সাথে মুনাফিকদের গাঁটছড়া ছিল। مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -এর শর্ত এটাই প্রকাশ করে যে, কাফিরদেরকে বন্ধু ও মিত্র বানানো ঐ অবস্থাতেই নিষিদ্ধ যখন এটা মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী হয়। যদি তা না হয় তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا -এর অর্থ স্পষ্ট অকাট্য প্রমাণ।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব কুফরীর প্রমাণবহ

সম্বোধন যদিও সাধারণ কিন্তু কথার লক্ষ মুনাফিকরাই অর্থাৎ মুসলমানদের বদলে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সঙ্গী বানাবে না। অপরাধ কোনো সাধারণ ও ছোট-খাট অপরাধ নয়। এ অপরাধে জড়িয়ে তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হাতে এমন একটা অকাট্য দলীল তুলে দেবে যে, অতপর তোমাদের জন্য কোনো ওজরের অবকাশই অবশিষ্ট থাকবে না। তোমাদের কুফরী সম্পূর্ণ অবধারিত এবং তোমাদের পক্ষে জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হওয়া সম্পূর্ণ প্রামাণ্য হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১৪৫-১৪৭

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ○ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ○ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

الدارك الاسفل-এর অর্থ

الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ ঃ درك শব্দের অর্থ اقصى قعر الشى। অর্থাৎ কোনো বস্তুর সর্বনিম্নের অংশ।

দীন আনুগত্যের অর্থে

وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ ঃ শব্দের বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে অন্য কোথাও আমরা আলোচনা করেছি। এর অন্যান্য অর্থের মধ্যে একটি অর্থ আনুগত্যও রয়েছে। যেমন قُلْ إِنِّىْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ - الزمر : ١١ -"বলে দিন, আমাকে তো এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে, যেন আমি বিশুদ্ধচিত্তে একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করি।"

মুনাফিকদের অবস্থান কাফিরদেরও নীচে

মুনাফিকদের এখানে শেষবারের মতো সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তারা যেন এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত না থাকে যে, সুস্পষ্ট কুফরীর বদলে তাদের এ দোদুল্যমান ঈমান আর যাই হোক অন্তত কিছুটা মূল্য বহন করে। বলা হয়েছে যে, না, এ মুনাফিকরা অবস্থান করবে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে। অর্থাৎ তাদের অবস্থান ইসলামের কট্টর দুশমন নিরেট কাফিরদেরও নিম্নস্তরে হবে। তাওবা ব্যতিরেকে কোনো কিছুই তাদেরকে উক্ত ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর ঐ তাওবার জন্যও শর্ত হলো আত্মসংশোধন, আল্লাহকে মযবুতভাবে ধারণ এবং ইখলাস ও পরম নিষ্ঠা, সংশোধন বলতে বুঝায় স্বীয় চিন্তা ও কর্মের শুদ্ধি ও সংশোধন করতে হবে। মযবুতভাবে ধারণ মানে আল্লাহর রজ্জুকে মযবুতভাবে ধারণ করতে হবে। আর ইখলাস মানে আল্লাহ ও রাসূলের নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। এতে কোনো প্রকার দোদুল্যমানতা ও লোকদেখানোপনা থাকা চলবে না। বলা হয়েছে, কেবল এমত পরিস্থিতিতেই এরা আখেরাতে মুসলমানদের সাথে থাকতে পারবে। আর এ বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহর নিকট ঈমানদারদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। এরপর খোদ মুনাফিকদের সম্বোধন করে কিছুটা কোমল সুরে সতর্ক করা হয়েছে যে, দেখ তোমাদেরকে শাস্তিদানে আল্লাহর কোনো ফায়দা নেই, যদি তোমরা শোকরগুজার বান্দা হও ও ঈমানের পথ অবলম্বন করো তবে আল্লাহ যথার্থ গুণগ্রাহী এবং প্রত্যেকের ঈমান ও আমল সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ও অবহিত।

www.pathagar.com

এটা উল্লেখ্য যে, দীনের দার্শনিক তত্ত্বের বিচারে শোকরই হচ্ছে ঈমানের সত্যিকার উৎস ও চারণক্ষেত্র। এটাও স্মরণযোগ্য যে, কখনো কখনো সম্পর্ক-সম্বন্ধের পরিবর্তনে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়, কাজেই শোকর শব্দটি যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হয় তখন তার অর্থ হয়ে যায় কবুল করা। এ দু'টি বিষয়ের ওপর অন্যত্র যথারীতি আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত ঃ ১৪৮-১৪৯

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ط وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ○
اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

বিশেষ বিশেষ লোকদের সাথে দুর্ব্যবহারের বহিঃপ্রকাশ স্রেফ মযলুমের জন্য জায়েয

এটি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কীকরণ বৈ নয়। ৮৬ নম্বর আয়াতে যেমনটি বলা হয়েছিল এটাও ঠিক তদ্রূপ। সেখানেও মুনাফিকদের উপেক্ষা করার আদেশ করা হয়েছিল এবং একই সাথে মুসলমানদেরকে এই হেদায়াতও করা হয়েছিল যে, যারা তোমাদেরকে সালাম করবে তোমরা তাদের সালামের জবাব দেবে। এটা বলার উদ্দেশ্য ছিল, পাছে এমনটি যেন না হয় যে, যাদের প্রতি মুনাফিকীর সন্দেহ হবে তাদের সাথে আবেগপ্রবণ মুসলমানরা সালাম কালামই বন্ধ করে দেবে। ঠিক তদ্রূপ এখানেও পূর্বোক্ত আয়াতে মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ শব্দ পর্যন্ত উচ্চারিত হয়েছে। ফলে মুসলমানরা প্রকাশ্যে কঠিনতর শব্দে মুনাফিকদের মন্দ দিকগুলো প্রকাশ ও প্রচার করা শুরু করে দেবে এমন একটা আশংকা ছিল। এ কারণেই এ হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, বিশেষ বিশেষ লোকদের বেলায় মযলুমের পক্ষে মন্দকথা উচ্চারণ করা জায়েয ; অন্যদের বেলায় আল্লাহ এটাকে পসন্দ করেন না।

জামায়াতী জিন্দেগীর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ

এ বিষয়টি সামষ্টিক জীবনযাপনের গুরুত্ব পূর্ণ সমস্যাবলীর অন্যতম বিধায় বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝে নেয়া কর্তব্য। সামষ্টিক জীবনে কোনো ক্ষুদ্র দলের মধ্যে যদি কোনো মন্দ বিষয় শেকড় গাড়তে থাকে কিংবা পূর্বেই শেকড় গেড়ে থাকে—যা গোটা জামায়াতের জন্যই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে—সে ক্ষেত্রে তার প্রতিবিধান করা অপরিহার্য হয়ে যায়। এবং উক্ত প্রতিবিধানের জন্য এটাও জরুরী যে, উক্ত অন্যায়ের অনিষ্ট ও অপকারিতা তার অশুভ ফলাফল এবং পাপাচারে আক্রান্তদের পরিণাম পরিণতি ভালোভাবে স্পষ্ট করে দেয়া হবে। যাতে করে জামায়াতের অন্যান্য লোক তার অনিষ্ট থেকে হেফাযতে থাকতে পারে। কিন্তু একই সাথে এ ব্যাপারটিও স্মরণ রাখা জরুরী যে, জামায়াতের সাধারণ সদস্যগণের পক্ষে সাধারণ শব্দে ব্যক্ত করা কথাকে শুধুমাত্র নিজের ধারণা-অনুমান ও কল্পিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বেলায় প্রযোজ্য

www.pathagar.com

করতে শুরু করে দেয়া চলবে না। এ থেকে শুধু অনেক নিরপরাধ লোকদেরই অপবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ার আশংকা দেখা দেবে না বরং জামায়াতে ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে যাবারও সম্ভাবনা দেখা দেবে। লক্ষ করুন, এখানে মুনাফিকদের প্রসঙ্গে যেসব কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সাধারণ ভাষা ও ভঙ্গীতে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যারা এসব তৎপরতায় জড়িত তারা যদি নিজেদের সংশোধন করতে চায় যেন সংশোধন করে নেয়। আর যদি তারা সংশোধন না করে, তাহলে নিদেন পক্ষে মুসলমানরা যেন নিজেরা নিজেদেরকে এসব ফিতনা থেকে সুরক্ষিত রাখে। এ সীমা পর্যন্ত এটা কেবল সঠিক পদক্ষেপই নয় ; বরঞ্চ জামায়াতী শৃংখলা সুরক্ষার জন্য অপরিহার্যও বটে। কিন্তু এ ব্যাপারটিই যদি এমন রূপ ধারণ করে যে, এটাকে দলীল বানিয়ে সাধারণ লোকেরা নির্দিষ্ট করে একে অন্যের প্রতি অপবাদ আরোপ করতে শুরু করে দেয় আর বলে যে, তুমি মুনাফিক, তুমি কাফির হয়ে গিয়েছো এবং অমুক فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ-এর যোগ্য, তাহলে পুরো জামায়াতে তুমুল বিশৃংখলা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যাবে। এ ফিতনার ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য এ হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মন্দ কর্মকাণ্ডের প্রকাশ ও প্রচার স্রেফ ঐ ব্যক্তির পক্ষে জায়েয যার ওপর ব্যক্তিগতভাবে যুলুম হয়েছে। ঐ পরিস্থিতিতে যুলুম, যালিম ও মযলুম তিনটিও সুনির্দিষ্ট হবে এবং আইন তার প্রতিবিধান করতে সক্ষম হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপার এরূপ না হবে কথা সাধারণ শব্দ প্রয়োগেই বলা উচিত—যেভাবে কুরআন বলেছে। প্রিয়নবী স.-এর নিকটও এরূপ কোনো মন্দ কর্মকাণ্ড গোচরীভূত হলে সর্বদা তিনি সাধারণ শব্দ প্রয়োগেই সে ব্যাপারে লোকদের ভৎসনা করতেন। তাঁর সাধারণ বাচনভঙ্গী ঃ مَا بَالُ قَوْمٍ يَفْعَلُوْنَ كَذَا وَكَذَا -"ওসব লোকের হলোটা কি যে, তা তারা এরূপ এরূপ করছে ?' অবশ্য নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে তাঁর নিকট আসলে আইন মোতাবেকই তাকে পাকড়াও করতেন।

আল্লাহর গুণাবলী উল্লেখের অর্থ
এ গুণের বাস্তবায়ন অনিবার্য

وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ঃ সতর্কীকরণ হিসেবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ এ হেদায়াতের বিপরীত কর্মনীতি গ্রহণ করলে সে যেন স্মরণ রাখে যে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। আমরা একাধিক জায়গায় এ মূলনীতি বর্ণনা করেছি, কোথাও আল্লাহর গুণাবলীর এরূপ উদ্ধৃতি আসলে তার অর্থ হয়ে থাকে এই যে, এ গুণের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন অনিবার্য ও অপরিহার্য। অর্থাৎ আল্লাহ যখন সবই শোনেন ও সবই জানেন তখন তিনি এ ব্যাপারে পাকড়াও করবেন নিসন্দেহে।

পসন্দনীয় কর্মকাণ্ডের বর্ণনা

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا الاية ঃ আল্লাহ যেসব কর্মকাণ্ড পসন্দ করেন না তা বর্ণনা করার পর এবারে তাঁর পসন্দনীয় ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হয়েছে পসন্দনীয় কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে, ভাল কথা প্রকাশ করা, ভাল আবেগ উদ্দীপনা অন্তরে লালন করা এবং অন্যদের মন্দ কর্মসমূহকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। অতপর আল্লাহর দুটি গুণ—আফ ও

www.pathagar.com

কাদীর—তথা গোনাহ মোচনকারী ও মহাশক্তির অধিকারী-এর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এদ্বারা ঐ মহাসত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ সর্বপ্রকার ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের অন্যায় পাপাচারকে ক্ষমা করে দেন। এ কারণে তিনি এটাই চান যেন তাঁর গুণাবলীর প্রতিফলন তাঁর বান্দাদের মাঝেও সঞ্চারিত হয়। কারো প্রতি কৃত অন্যায় ও যুলুমের তাৎক্ষণিক জবাবদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যুলুমকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার নামই আফও।

আয়াত ঃ ১৫০-১৫২

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ لا وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ○ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ج وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

আহলে কিতাব কট্টর কাফির

এ আয়াতসমূহে আহলে কিতাবের অপরাধ তালিকার যে ফর্দ বিবৃত হয়েছে তার প্রতিটি অংশের ওপর বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে করা হয়েছে। অবশ্য এখানে স্থান ও প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যার দাবী রাখে। ওপরে ১৪৪ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, لَاتَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ -এতে كافرين বলতে কিতাবধারীদের বুঝানো হয়েছে যদিও আহলে কিতাবের কুফর সম্পূর্ণ পরিষ্কার তথাপি যেসব বাহানাবাজ ব্যক্তিবর্গ তাদের সাথে চক্রান্ত আঁটতে ও গাঁটছড়া বাঁধতে আগ্রহী ছিল তারা ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা তাদের কর্মনীতিকে জায়েয প্রমাণ করার জন্য এ শরঈ বাহানা ও যুক্তি উপস্থাপন করতো যে, আহলে কিতাব আর যাই হোক কিতাবধারী, দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মধ্যে কিছু মন্দ দিক থাকতেই পারে এবং আছেও, কিন্তু ঐ মন্দ দিকগুলোর ভিত্তিতে তাদেরকে রীতিমতো কাফিরদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া এবং তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করা ইনসাফের দাবী নয়। কুরআন এ আয়াতগুলোতে বাহানাবাজদের এ প্রতারণার পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছে। এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, খাঁটি কাফির তো মূলত এ কিতাবধারীরাই। কারণ এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করে। যাদেরকে খোদ আল্লাহ রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তারা মেনে নেয়। যাকে ইচ্ছা অস্বীকার করে। অর্থাৎ তারা নিজেদের শর্তাবলী মোতাবেক আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে চায়। আল্লাহর দেয়া শর্তাবলী মোতাবেক নয়। অথচ ঈমান তো স্রেফ তা-ই গ্রহণযোগ্য যা আল্লাহর দেয়া শর্তাবলী মোতাবেক হবে। এরাই যদি ঈমানের শর্তাবলী নির্ধারণ করবে এবং নিজেদের পসন্দ মোতাবেক রাসূলদের নির্বাচন করবে তাহলে

www.pathagar.com

আল্লাহর উলুহিয়াত থাকে কোথায় ? সে ক্ষেত্রে তো আল্লাহর উলুহিয়াতের আসন তারা নিজেরাই দখল করে নিল। বলা হয়েছে, তাদের কট্টর কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। আর এহেন বিভ্রান্ত ও দাম্ভিক কাফিরদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। মু'মিন তো কেবল তারাই গণ্য হবে যারা আল্লাহ ও তাঁর সকল রাসূলদের ওপর ঈমান এনেছে ও তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। এরা আপন আপন পুরস্কারে ভূষিত হবে। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এ আয়াত থেকে এ সত্য স্পষ্ট হলো যে, কুফর শুধু এটাই নয় যে, কেউ সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ ও রাসূলদেরকে অস্বীকার করবে। বরং আল্লাহ ও তার রাসূলদের মেনে নেয়া সত্ত্বেও কেউ যদি নিজস্ব শর্তারোপ করে এটাও কুফর এবং দ্ব্যর্থহীন কুফর।

৪০. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৫৩-১৬২ আয়াত

পরবর্তী আয়াতগুলোতে আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও নাসারাদের সতর্কীকরণ করা হয়েছে। সতর্কীকরণ এবং ভীতি প্রদর্শনও এতটা কঠিন ও কঠোর যে, প্রতিটি শব্দে রাগ ও ক্ষোভ উপচে পড়ছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভাষণটি অপরাধসূচী ভিন্ন আর কিছু নয়। আর বাণীর মধ্যে আবেগ, উত্তেজনা গতিময়তা এতই প্রবল যে, কথা শুরু হওয়ার পর কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন হয়ে পড়ে। এ জাতীয় আবেগ বহুল ও গোস্বাপূর্ণ বাণীতে সাধারণ خبر বা বিধেয় বিলোপ হয়ে যায়। যেন বক্তার আবেগই বিধেয় এর বিকল্পে পরিণত হয় এবং مبتدا বা উদ্দেশ্য থেকেই এটা অনুমান করা যায় যে, বক্তা কি বলতে চায়। এবারে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا
مُوْسٰۤى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْۤا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ
بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا
عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ
بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى
السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ

www.pathagar.com

اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ
عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ
وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ
الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾ لَّٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ
وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَالْمُقِيمِينَ
الصَّلَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ
سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

১৫৩. কিতাবীরা আপনাকে তাদের জন্য আসমান থেকে কোনো কিতাব নাযিল করিয়ে দেবার দাবী জানায়। (এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই) এরা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, প্রকাশ্যে আল্লাহকে আমাদের দেখিয়ে দাও। ফলে তাদের পাকড়াও করলো বজ্রপাত তাদের ধৃষ্টতার দরুন। তারপর তারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও। তথাপি আমি তাদের মাফ করে দিলাম। আর মূসাকে আমি প্রদান করেছিলাম সুস্পষ্ট ফরমান।

www.pathagar.com

১৫৪. আর আমি তাদের ওপর তূর পর্বতকে তুলে ধরে তাদের নিকট থেকে এই ফায়সালা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম, আমি তাদের বলেছিলাম, দাখিল হও শহরের প্রবেশদ্বার দিয়ে সিজদাবনত অবস্থায়। তাদের আরো বলেছিলাম, শনিবারের আইন ভঙ্গ করো না। এ সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম।

১৫৫. অনন্তর (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য নবীদের অকারণে হত্যা করার জন্য এবং আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত—তাদের এ উক্তির জন্য বরং আল্লাহর স্বয়ং তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের কুফরীর কারণে। ফলে তাদের খুব অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে। ১৫৬. এরা অভিশপ্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর কারণে ও মারইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদ আরোপ করার জন্য ; ১৫৭. আর তাদের এ উক্তির জন্য যে "আমরা আল্লাহর রাসূল মসীহ ইবনে মারইয়ামকে হত্যা করেছি।" অথচ তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলীতেও চড়ায়নি, বরং তাদের এরূপ বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছিল। আর যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারাও এ ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহে পড়ে গেল। এ সম্বন্ধে ধারণা অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া কোনো জ্ঞানই তাদের ছিল না। আর তারা তাকে হত্যা করেনি এটা নিশ্চিত। ১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।

১৫৯. আহলে কিতাবের মধ্যে এমন একজনও থাকবে না যে, তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না। আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে।

১৬০. ইহুদীদের জন্য এমন অনেক পবিত্র জিনিসও হারাম করে দিয়েছিলাম যা তাদের জন্য হালাল ছিল। এটা করেছিলাম স্রেফ তাদের অন্যায় বাড়াবাড়ির জন্য এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেয়ার জন্য। ১৬১. এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য—অথচ তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং তাদের অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। আর আমি তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি। ১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের রয়েছে জ্ঞানের গভীরতা তারা এবং এমন সব ঈমানদার যারা আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস স্থাপন করে—এরা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ; এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অচিরেই আমি মহান পুরস্কারে ভূষিত করবো।

www.pathagar.com

৪১. শব্দের বিশ্লেষণ ও আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১৫৩-১৫৫

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

এই আয়তগুলোতে বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের যেসব ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে তার প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কেই সূরা আল বাকারার তাফসীরে আলোচনা এসে গিয়েছে। ৪৭-৯৬ সংখ্যক আয়াতগুলোর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

بِظُلْمِهِمْ -এর অর্থ

অর্থাৎ উক্ত বজ্রপাত খোদ তাদের দুর্ভাগ্যই ডেকে এনেছে। এটা আল্লাহ তাদের ওপর যুলুম করেননি বরঞ্চ তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। তারা এমন একটি অভিজ্ঞতার জন্য জিদ ধরে বসে, যার ধকল সামলানো ছিল তাদের সাধ্যের অতীত। তার ফলশ্রুতি এই দাঁড়াল যে, তারা ঐ মসিবতে গ্রেফতার হয়ে গেল।

سُلْطَانٌ مُّبِيْنٌ -এর অর্থ

سُلْطَانٌ مُّبِيْنٌ বলতে বুঝানো হয়েছে ঐ চূড়ান্ত দলীলকে যা মহান আল্লাহ হযরত মূসা আ.-কে মুজিযার আকারে দান করেন। এ মুজিযাগুলো ছিল এমনি লা-জবাব ও অকাট্য যে, তার পরে কোনো ন্যায়বাদীর পক্ষে কোনো প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল না।

তূর পর্বত উত্তোলন ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ ঃ এতে ب অক্ষরটি আমার মতে تلبس তথা সংশয়-সন্দেহের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আল বাকারার ৬৩ নম্বর আয়াতের তাফসীরে আমরা তূর পর্বত উত্তোলন করার তাৎপর্যও বিশ্লেষণ করেছি। তার উদ্দেশ্য আমরা বর্ণনা

www.pathagar.com

করেছি যে, খোদায়ী কুদরতের এহেন প্রচণ্ড বহিঃপ্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল বনী ইসরাঈলের নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া যে, যে মহান আল্লাহর সাথে তোমরা এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হচ্ছো, এই পাহাড়কে টলিয়ে দেয়ার ক্ষমতাও তাঁর মুষ্ঠিবদ্ধ। অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করলে, মনে রেখো, এ অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি থেকে তোমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এখানে উক্ত গূঢ় তত্ত্বকেই চিত্রায়ণ করা হয়েছে এভাবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর তূর পর্বতকেও উত্তোলন করেছেন এবং তার সাথে অঙ্গীকারও নিয়েছেন। অর্থাৎ একদিকে অঙ্গীকার অপরদিকে এই পাহাড়। যদি এ অঙ্গীকারের অসম্মান করা হয়, তাহলে এ পাথর দ্বারাই তোমাদের মস্তক চূর্ণ করে দেয়া হবে।

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا ঃ বাক্যটি جملہ معترضہ বা মধ্যবর্তী বাক্যের মর্যাদা রাখে। তাদের বক্তব্য আমাদের হৃদয়ে আচ্ছাদিত ও এই جملہ معترضہ -এর অলংকার এবং এর তাৎপর্য ইতোপূর্বে সূরা আল বাকারায় বর্ণিত হয়েছে।

বালাগাত (অলংকার) শাস্ত্রের একটি নিয়ম

এ সমগ্র রুকূ'টিতে অলংকার শাস্ত্রের এ নিয়মটি লক্ষণীয় যে, ইসরাঈলের রকমারী অপরাধের একটি দীর্ঘ তালিকা তো শুনিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু বক্তব্যে এটা স্পষ্ট করে দেয়া হয়নি যে, এই তালিকা শোনাবার উদ্দেশ্য কি। অপরাধ তালিকার মাঝখানে পূর্বাপর সম্পর্কহীন একটি বাক্য এসে গিয়েছে এবং বাক্যটি শেষ হওয়া মাত্র পুনরায় অপরাধের তালিকা বর্ণনাধারা শুরু হয়ে গিয়েছে। তারপর কালামের চাহিদানুযায়ী আরেকটি দীর্ঘ جملہ معترضہ এসে গিয়েছে এবং তার সমাপ্তির সাথে সাথে আবার অপরাধের তালিকা শুরু হয়ে গিয়েছে। এ বর্ণনাভঙ্গী—যেমন আমরা ভূমিকাতেও ইঙ্গিত দিয়েছি—বক্তার বক্তব্যের জোর ও আবেগ, শ্রোতার মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দাবীর শক্তিমত্তা ও স্পষ্টতা এবং ফায়সালার ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দানের অপ্রয়োজনীয়তাকেই প্রকাশ করে। আরবের ভাষণদানকারীদের ভাষণে এর অত্যন্ত চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে। কুরআনে পরবর্তী পর্যায়ে এর অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ দৃষ্টান্তবলী আসবে। এ ধরনের জোরদার বাণীকে একজন অভিজ্ঞ ভাষাবিদ শ্রোতা বুঝতে তো পারেন, কিন্তু তার জোর ও শক্তিমত্তা এবং তার অলংকার যে কোনো ভাষায় ভাষান্তরিত করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

বাণীর উদ্দেশ্য শব্দ ও ভাষার পোশাকে

অর্থাৎ ইহুদীরা আপনার নিকট এ দাবী করছে যে, কুরআন ও আপনার রিসালাতের ওপর তারা তখনই ঈমান আনবে যখন আপনি তাদের ওপর এমনভাবে একটি কিতাব নাযিল করিয়ে দেবেন, যেটিকে তারা স্বচক্ষে নাযিল হতে দেখবে। আপনি তাদের এ দাবীতে বিস্মিত হবেন না। এরা তাদের যেসব পূর্বগামীদের উত্তরসূরী তারা তো এর চেয়েও অনেক বড় ও গুরুতর দাবী করেছিল। এরা তো স্রেফ কিতাব নাযিল হওয়া দেখতে চায়। আর ওরা এ দাবীই করে বসেছিল যে, আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখিয়ে দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহকে না দেখাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা স্বীকার করতে মোটেই রাজী হবো না যে, তিনি তোমার সাথে সরাসরি কথা বলেন এবং তুমি তার পক্ষ থেকে প্রেরিত।

www.pathagar.com

এভাবেই তারা নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছিল এবং এক ভয়াবহ বজ্রপাত তাদের পাকড়াও করলো। এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তারা অত্যন্ত স্পষ্ট মুজিযাসমূহ দেখার পরও একটি গো-বৎসকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং মূসাকে দান করলাম অত্যন্ত স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ। যাতে করে তাদের জন্য কোনোই ওজর অবশিষ্ট না থাকে। আমি তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেয়ার সময় তাদের মাথার ওপর তূর পাহাড়কে টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলাম। তাদেরকে ইবাদাত ও দাসত্বের সীমানায় বিনয় ও আনুগত্যের সাথে দাখিল হওয়ার আদেশ দিয়েছিলাম। তাদের আদেশ করেছিলাম, তোমরা শনিবারের অসম্মান করো না যেন। আর এসব বিষয়ের জন্যই তাদের কাছ থেকে নিয়েছিলাম অত্যন্ত মযবুত অঙ্গীকার। কিন্তু তারা কোনো অঙ্গীকারেরই পরোয়া করলো না। বরং প্রতিটি অঙ্গীকারকেই ভঙ্গ করলো। আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করলো। নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলো এবং বললো, তোমাদের কথা শোনার ব্যাপারে আমাদের হৃদয় অর্গলবদ্ধ। আসলে এটা অর্গলবদ্ধ বা বন্ধ নয়। বরং আল্লাহই তাদের কুফরীর কারণে তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন। ফলে তারা খুব অল্পই ঈমান আনবে। এখানে এ সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করার উদ্দেশ্য হলো, যাদের ইতিহাস হলো এই, যাদের জাতীয় রুচি ও মেজাজ এমন, তাদের কাছ থেকে কোন্ কল্যাণেরইবা আশা করা যেতে পারে? তাদের পূর্বগামীদের থেকে শুরু করে বর্তমান উত্তরসুরী পর্যন্ত কারো মধ্যেই পাপাচারের কোনোই ব্যত্যয় ঘটেনি। তাদের এহেন অব্যাহত ও নিরবচ্ছিন্ন অপরাধের দরুন আল্লাহ তাদের ওপর লা'নত বর্ষণ করেছেন। এক্ষণে তুমি তাদের যত মুজিযাই দেখাওনা কেন—মুজিযা দেখার নেশা তাদের নিঃশেষিত হবে না—ঈমানের সৌভাগ্য তাদের কখনো নসীব হবে না।

আয়াত ঃ ১৫৬-১৫৮

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۙ وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

وَبِكُفْرِهِمْ -এর عطف

وَبِكُفْرِهِمْ এর عطف উপরোক্ত কথার ধারাবাহিকতার ওপরই হয়েছে। মধ্যখানে جمله معترضه এসে গিয়েছিল। তা সমাপ্ত হবার পর পুনরায় অপরাধসূচীর বর্ণনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

হযরত মারইয়াম আ.-এর ওপর অপবাদের ধরন

وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ ঃ এতে যে মহা অপবাদের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে বর্ণনা করেছি। আমরা সেখানে বলেছি যে, তারা

www.pathagar.com

এ গুরুতর অভিযোগ হযরত মসীহ্ আ.-এর জীবদ্দশায় উপস্থাপন করার দুঃসাহস করেনি। এ সম্পর্কিত সমুদয় বিষয়ই পরবর্তীকালের আবিষ্কার।

মসীহ আ.-এর হত্যার কথিত ঘটনা খণ্ডন করার উদ্দেশ্য

إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ : এতে رَسُولَ اللَّهِ শব্দদ্বয় আমাদের মতে ইহুদীদের কথার অংশ নয় বরং তাদের অপরাধ যে কত গুরুতর ছিল তা স্পষ্ট করার জন্যই মহান আল্লাহ হযরত মসীহ্ আ.-এর মর্যাদাকে এখানে উচ্চারিত করে তুলে ধরেছেন।

وَمَا قَتَلُوهُ থেকে عَزِيزًا حَكِيمًا পর্যন্ত جملہ معترضۃ এতে ইহুদীদের মসীহ্ আ.-কে হত্যা করার দাবীকে তাৎক্ষণিকভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। এ তাৎক্ষণিক খণ্ডন করার ফলে দুটি দিক সামনে আসে। একটি এই যে, আল্লাহর রাসূল আল্লাহর হেফাযতের অধীনেই থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুদের প্রতারণা ও চক্রান্ত আল্লাহ কামিয়াব হতে দেন না। এ কারণে, ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করেছে কিংবা শূলীতে চড়িয়েছে বলে যে দাবী করে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তারা তাদের এ অপকর্মে সম্পূর্ণ বিফল হয়। অবশ্য একটি মিথ্যা দাবীর বোঝা মাথায় বহন করে এরা চিরতরে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হয়ে গিয়েছে। অপরটি এই যে, কখনো কোথাও মসীহ্কে হত্যা করার ঘটনা সংঘটিত হয়নি বা তাকে শূলীতেও চড়ানো হয়নি। কিন্তু পলের (Paul) অনুসারী খৃস্টানরা এ মনগড়া কাহিনীকে অবলম্বন করে একটি পুরো উপাখ্যান (Mythology) রচনা করে ফেলে এবং নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করার নীতি কৌশল গ্রহণ করে।

وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ-এর অর্থ

وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ : অর্থাৎ ইহুদীরা যা কিছু করতে চাচ্ছিল তাতো তারা করতে পারেনি। কিন্তু পরিস্থিতি অনেকটা এরূপ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তারা এটাই বুঝলো, তারা মসীহ আ.-কে শূলীবিদ্ধ করিয়ে দিয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে এটা বলা কঠিন যে, তার প্রকৃত রূপটা কি হয়েছিল। ইঞ্জীল থেকেও প্রমাণিত হয়, তখন যারা বর্তমান ছিল ঘটনার ব্যাপারে তাদের নিজেদের মধ্যেও ছিল কঠোর মতভেদ। আর এখন দীর্ঘ দু'হাজার বছর পর তার প্রকৃত রূপ নির্ধারণ করার চেষ্টা করা নিছক আন্দাজ-অনুমানের ওপর তীর ছোঁড়ারই নামান্তর। চূড়ান্ত কথা তো তা-ই যা কুরআন বলে দিয়েছে। আর তা হচ্ছে হযরত মসীহ আ.-কে ইহুদীরা হত্যাও করতে পারেনি, শূলীতেও চড়াতে সক্ষম হয়নি; বরঞ্চ ব্যাপারটিকে তাদের নিকট ধাঁধা ও সংশয়পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

ইঞ্জীলের আলোকে ঘটনার ধরন প্রকৃতি

ঘটনার যে বিবরণ ইঞ্জীল গ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে তা থেকে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রথমত তখন দেশের ওপর রাজত্ব ছিল রোমীয়দের হাতে। তারাই ছিল সর্বময় রাজনৈতিক ও শাস্তিমূলক কর্তৃত্ব ক্ষমতার অধিকারী।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, রোমীয় শাসকবর্গ ও পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে হযরত মসীহ আ.-কে শূলীতে চড়াবার কোনো আগ্রহই যে ছিল না তা নয়; বরঞ্চ রোমীয় শাসনকর্তা পিলাতোস ও অন্যান্য শাসকবর্গ এ যুলুমের দায়ভার কোনোভাবেই নিজেদের স্কন্ধে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

তৃতীয়ত, গ্রেফতারী ও শাস্তিদানকালীন যে অবস্থাদি বর্ণনা করা হয়েছে তা ছিল এতটাই গোলযোগপূর্ণ যে, এরূপ পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করানো ছিল অতীব সহজ। এমত পরিস্থিতিতে সহজেই তারা মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলে মেনে নিতে পারতো।

চতুর্থত, শূলীতে দেয়ার মনগড়া ধারণাপ্রসূত ঘটনার পরও হযরত মসীহ আ.-এর শাগরেদরা তাকে দেখেছে ; এটা ইঞ্জীল থেকেই প্রমাণিত হয়।

পঞ্চমত, হযরত মসীহ আ.-এর ওয়াজ তার মুজিযা ও তার কীর্তিসমূহের প্রসিদ্ধি সর্বত্র বিরাজমান ছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত তিনি বাহ্যতঃ জনসাধারণের মধ্যে ভালোরূপে পরিচিত ছিলেন না। কিংবা রোমীয় শাসকবর্গ ও তাদের পুলিশ বাহিনীর লোকেরাও তাকে চিনতো না।

ষষ্ঠত, খোদ খৃস্টানদের মধ্যেও একটি দল প্রথম থেকেই বলে আসছে যে, হযরত মসীহ আ.-কে শূলীতে চড়ানো হয়নি ; বরঞ্চ শূলীতে চড়ানো হয়েছে অপর এক ব্যক্তিকে। কিন্তু প্রচার করে দেয়া হয় যে, তাকেই শূলী দেয়া হয়েছে ।

এসবগুলো দলীল-প্রমাণ খোদ ইঞ্জীল গ্রন্থাবলীতেই মওজুদ রয়েছে এবং অতি সহজেই আমরা এগুলোকে একত্রিত করতে পারি। কিন্তু এ থেকে বড়জোর এতটুকু কথাই প্রমাণিত হবে যা কুরআন বাতলে দিয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি তাদের নিকট বিভ্রমপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। অবশেষে প্রশ্ন হচ্ছে উক্ত বিভ্রমের প্রকৃত রূপটি কি ছিল। তা এ সম্পর্কে যত যা কিছুই বলা হবে তার স্বরূপ ধারণা-অনুমান অপেক্ষা অধিক কিছু নয়। আর আমরা অনুমানের পিছু ধাওয়া করতে রাজি নই।

মসীহীরা অন্যের যাত্রাভঙ্গ করতে গিয়ে নিজেদের নাক কেটে বসেছে

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ঃ এর অর্থ নাসারাগণ। প্রকৃত ব্যাপার হলো, নাসারাদের মধ্যে মূল ঘটনা সম্পর্কেও যেসব আমরা ওপরে ইঙ্গিত দিয়েছি—বড় ধরনের মতভেদ রয়েছে আর এ সম্পর্কে তারা যে ধর্মীয় উপাখ্যান (Mythology) রচনা করেছে তাতেও রয়েছে ব্যাপক মতভেদ। তারা তাদের পুরো কালাম শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে সত্য তথ্যের পরিবর্তে নিছক ধারণা-অনুমানের ওপর ; আর এটা তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। এভাবে যে শূলী থেকে মহান আল্লাহ হযরত মসীহ আ.-কে সুরক্ষা করেছেন। খৃস্টান সমাজ সেই শূলীর ওপর আরোহণ করে নিজেরাই আত্মহত্যা করে বসেছে।

www.pathagar.com

رَفْعٌ শব্দ দ্বারা স্রেফ মর্যাদা বৃদ্ধির অর্থ নেয়া আরবী ভাষারীতির খেলাপ

رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -এর আয়াতাংশের ওপর আমরা সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে আলোচনা করে এসেছি। সেখানে আমরা এটাও স্পষ্ট করেছি যে, এদ্বারা কেবলমাত্র মর্যাদাবৃদ্ধির অর্থ গ্রহণ করা আরবী ভাষা রীতির বরখেলাপ। 'আযীম' ও 'হাকীম'-এর গুণবাচক শব্দের উদ্ধৃতি দেয়ার উদ্দেশ্য এখানে এই যে, আল্লাহ যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করেন তিনি তার ইচ্ছা পূরণে সর্বজয়ী। তার জন্য কোনো পথই রুদ্ধ নয়। তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা স্বীয় হেকমত ও কৌশল দ্বারা পথ খুলে নেন।

পুনঃ মূল বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা

স্মরণ রাখতে হবে যে, এ আয়াতগুলোর মূল আলোচ্য বিষয় হযরত মসীহ আ.-এর হত্যা বা শুলীর বিষয় খণ্ডন করা কিংবা তা গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করা নয়। এ বিষয়টি যেমন আমরা পূর্বেও ইঙ্গিত দিয়েছি—পূর্ব থেকে চলে আসা কথার ধারাবাহিকতার মধ্যে নেহাত একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবেই এসে গিয়েছে। মূলকথার ধারাবাহিকতা, যা يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ থেকে চলে এসেছে তা এই যে, আহলে কিতাব কুরআন ও প্রিয়নবী স.-এর রেসালাতের প্রতি ঈমান না আনার জন্য যে অজুহাত খাড়া করছে সেসব অজুহাত তো তাদের ঐ চিরাচরিত ঘৃণ্য চরিত্রেরই ফলশ্রুতি যা প্রথম থেকেই তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে বিদ্যমান রয়েছে। তারা একের পর এক বৃহৎ থেকে বৃহত্তর মুজিযা দেখেছে। কিন্তু কোনো মুজিযাই তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তারা বরাবরই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। নবীগণকে সর্বদাই মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে। আর প্রতিটি হকের বিরোধিতা করেছে একগুয়েমী ও আত্মম্ভরিতা-অহংকার ও চরম অবাধ্যতা সহকারে। এমনকি হযরত মারইয়ামের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে এবং আল্লাহর রাসূল মসীহ ইবনে মারইয়ামকে হত্যা করেছে বলে নিজেরাই দাবী করেছে। ঘটনা যখন এতদূরই গড়িয়েছে তখন প্রসঙ্গ ক্রমে মহান আল্লাহ মসীহ আ.-কে হত্যা ও শূলী দেয়ার ঘটনাকে খণ্ডন করে দেন। একই সাথে নাসারাদেরকেও সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ তারাও আগ পিছ না জেনেই উক্ত মিথ্যাকে মেনে নিয়ে এরই ওপর পুরো ন্যায় শাস্ত্রের প্রাসাদ নির্মাণ করে নিয়েছে।

আয়াত ঃ ১৫৯

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۝

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ-এর অর্থ ইহুদী ও নাসারা উভয় সম্প্রদায়

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ ঃ এর বর্ণনাভঙ্গী ব্যাপকতর অর্থ প্রকাশ করছে। অর্থাৎ এতে ইহুদী ও নাসারা উভয় সম্প্রদায়ই শামিল রয়েছে। যদিও পূর্ব থেকে ইহুদীদের প্রসঙ্গেই

www.pathagar.com

আলোচিত হচ্ছিল কিন্তু جملہ معترضہ-তে যেহেতু ওপরেও আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি—নাসারাদের নির্বুদ্ধিতার বিষয়ও আলোচনায় এসে গিয়েছিল সেহেতু তাদের বরাত দেয়ার জন্যও উপলক্ষ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আর এখানে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে তা উভয় সম্প্রদায়কে লক্ষ করেই বির্ণিত হয়েছে—কোনো ব্যক্তি মানুষদেরকে লক্ষ করে নয়।

اِيمَانَ শব্দটি একীন করার অর্থে

لَيُؤْمِنَنَّ শব্দে 'লাম' অক্ষরটি তাকীদ ও কসমের অর্থে এসেছে, আর اِيمَانَ শব্দটি এখানে এসেছে একীন করার অর্থে। দীন ইসলামে গ্রহণযোগ্য ঈমান তো তা-ই যা একীন, প্রত্যয় ও সত্যের স্বীকৃতিদান এ তিনটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। এছাড়া আরেক ঈমানও রয়েছে; যাতে একীন ও সত্যজ্ঞানের উপাদানগুলো পাওয়া যায় না, কিন্তু তার প্রকাশ ও স্বীকৃতির উপাদানটি পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে মুনাফিকদের ঈমান, অনুরূপভাবে আরেক প্রকার ঈমানও বিদ্যমান; যার মধ্যে একীন তো পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে সত্যের সমর্থন স্বীকৃতিদানের অংশগুলো অনুপস্থিত। এটা হচ্ছে দাম্ভিক ও অবাধ্য বিদ্রোহীদের ঈমান। তাদের নিকট সত্যের সত্য হওয়ার বিষয়টিতো স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তারা তাদের ঔদ্ধত্য ও গোয়ার্তুমীর দরুন সমর্থন ও স্বীকৃতিদান থেকে পলায়ন করে এবং নিজেদের এ অপকর্মকে নানা অজুহাতের আড়ালে গোপন করার চেষ্টা করে। সূরা নামলে এ দলেরই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا—"আর তারা যুলুম ও আত্মম্ভরিতাবশত উক্ত নিশানীসমূহকে অস্বীকার করলো, অথচ তাদের অন্তর তার প্রতি একীন ও বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।" ফেরাউন পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণ করার সময় যে ঈমান এনেছিল তাও ছিল এ পর্যায়েরই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। তার ঈমানের সবগুলো দিকই মওজুদ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাথার ওপর দিয়ে পানির প্রবাহ চলে যাবার পর যে ঈমান গ্রহণ করা হয় আল্লাহর দীনে ওই ঈমানের কোনোই মূল্য নেই। আলোচ্য আয়াতে যে ঈমানের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে—যেমন আমরা নিবেদন করেছিলাম—উক্ত ঈমান দ্বারা একীনকেই বুঝানো হয়েছে।

لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ এতে উল্লিখিত ضمير-এর مرجع

لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ ও قَبْلَ مَوْتِهٖ এ দুটি শব্দের প্রথম ضمير এর مرجع আমাদের মতে কুরআন মজীদ এবং দ্বিতীয়টির مرجع প্রিয়নবী স.। এর তাৎপর্য এই যে, এই আহলে কিতাব কুরআন ও নবী স.-এর সত্যতা স্বীকার করার জন্য এই শর্ত আরোপ করছে যে, তিনি যেন আসমান থেকে কিতাব নাযিল হতে তাদের দেখিয়ে দেন। তবেই তারা বিশ্বাস করবে যে কুরআন সত্যি সত্যিই আল্লাহর কিতাব এবং মুহাম্মদ স. যথার্থই আল্লাহর রাসূল। আর এ বাহানার দ্বারা তারা ঐ সকল যৌক্তিক দলীলভিত্তিক, ফিতরী ও ঐতিহাসিক প্রমাণাদিকে উপেক্ষা করে চলেছে যা কুরআন ও নবী স.-এর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ মওজুদ রয়েছে। কিন্তু ঐ সময়ও খুব দূরে নয় যখন এ ইহুদী ও নাসারারা কুরআন ও নবী স. কর্তৃক বিবৃত প্রতিটি কথাকে বাস্তবতার নিরিখে স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করবে। কুরআন তাদের জন্য যে লাঞ্ছনা ও বিফলতা এবং যে অপমান ও পরাভবের সংবাদ দিচ্ছে তা

www.pathagar.com

নবী স.-এর দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগেভাগেই তারা দেখে নেবে। এসব তাদের চোখের সামনে এমনভাবে এসে উপস্থিত হবে যে, তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এসব কিছু দেখার পরও ঈমানের ঐশ্বর্য লাভে ধন্য হবার সৌভাগ্য তাদের হবে না।

এটা সংবাদ দানই নয় ভীতি প্রদর্শনও

এখানে এটা লক্ষণীয় যে, এটি جملة قسمية বা শপথ সূচক বাক্য ; তাই একে নিছক সংবাদ সূচক-বাক্যের অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়। এর অর্থ স্রেফ এটাই নয় যে, নবী স.-এর দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের ঠিক পূর্বলগ্নে এরা কুরআনকে বিশ্বাস করে নেবে ; বরং এর মধ্যে সতর্কীকরণ ও ভীতিপ্রদর্শনও রয়েছে। অর্থাৎ আজ সেসব কথা তাদের দলীল-প্রমাণ দিয়ে বুঝানো হচ্ছে কিন্তু তাদের বুঝে আসছে না। কাল কঠিন বাস্তবের আলোকে যখন তা তাদের সামনে এসে যাবে তখন তারা কি করবে ? তখনে তো তাদের মানতে ও স্বীকার করতেই হবে, যদিও তাদের যবান লক্ষবার তা অস্বীকার করতে থাকুক।

ইকরামার অভিমত

এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে যে, পূর্বসূরীদের মধ্যে ইকরামা প্রথম ضمير এর مرجع প্রিয় নবী স.-কে মনে করেন। কিন্তু সাধারণভাবে তাফসীরকাররা মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ جملة معترضة সৃষ্ট দূরত্বের কারণে এ মতকে ততটা গুরুত্ব দেননি। অথচ جملة معترضة-এর দ্বারা যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় তা বিবেচনার যোগ্য হয় না। এমতাবস্থায় তো তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কথা বা বাণীর ধারাবাহিকতাকেই বিবেচনায় রাখতে হয়।

মহানবী স.-এর সাক্ষ্যদান দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا নবী স. দুনিয়াতে যেসব লোকের নিকট সত্য দীনের সাক্ষ্য দান করেছিলেন, কিয়ামতের দিন ওই একই সাক্ষ্যদানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। এ সূরারই ৪১ নম্বর আয়াতে এ সাক্ষ্যদানের উল্লেখ ইতোপূর্বে করা হয়েছে। আর সেখানে আমরা এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। সকল নবীগণই নিজ নিজ উম্মত সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্যদান করবেন, হযরত মসীহ আ.-ও এরূপ সাক্ষ্য দান করবেন, সূরা মায়েদার ১১৬-১১৭ নম্বর আয়াতে তার উল্লেখ এসেছে। সব নবী এটা করলেও মহানবী স. যেহেতু সবশেষ নবী এবং তিনি ইহুদী-নাসারা ও আরববাসী সবার নিকটই এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আসল দীন কি ? এ কারণে সুমহান আসন তাঁরই জন্য নির্ধারিত যে, কিয়ামতের দিন তিনি বলে দেবেন, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কি বাতলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর এ সাক্ষ্যদানের দ্বারাই তার সত্যতা লোকদের ওপর চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হবে। আমাদের মতে এ বাক্যটিও সতর্কীকরণ ও ভীতিপ্রদর্শনের বার্তাবহন করে, যেমনটি ছিল প্রথমোক্ত বাক্যটি। অর্থাৎ আহলে কিতাবের নিকট নবী স.-এর সত্যতা ও নির্ভুলতা এ দুনিয়াতেও এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে যে, তাদের জন্য তা অস্বীকার করার কোনোই উপায় থাকবে না। আর আখেরাতেও তিনি সাক্ষ্যদান করবেন যে, ইহুদী

www.pathagar.com

ও নাসারাদের প্রতিটি গোমরাহীর ব্যাপারে তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এসব সতর্কীকরণ করার পরও তাদের নিজেদের গোমরাহীর ওপর অবিচল থাকার দায়ভার তাদেরই ওপর বর্তাবে। বস্তুত তাদের ওপর প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল।

আয়াত ঃ ১৬০-১৬১

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۝ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

ইহুদীদের ওপর জায়েয বস্তুসমূহের হারাম হওয়ার ধরন

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ ঃ এতে ظلم শব্দটিকে সর্বাগ্রে স্থাপনের দ্বারা এই ভাবধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইহুদীদের ওপর যে হালাল বস্তুসমূহকে হারাম করে দেয়া হয়েছিল তাও তাদের নিজেদের নফসের ওপর যুলুম করার দরুনই হারাম হয়েছিল। আল্লাহ তাদের ওপর কোনোরূপ যুলুম করেননি। কি ধরনের অবস্থা ও পরিস্থিতিতে তাদের ওপর জায়েয বস্তুসমূহকে হারাম করে দেয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে আমরা সূরা আল বাকারার তাফসীরে আলোচনা করেছি। এছাড়া সূরা আলে ইমরানের ৫০ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

সূদের হারাম হওয়ার নির্দেশ যাত্রাপুস্তকে

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ সূদ সম্পূর্ণরূপে হারাম এ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে আহবারে। দেখুন যাত্রাপুস্তক অধ্যায় ২২ ঃ ২৫-২৭

وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ-এর অর্থ ও তাৎপর্যের ওপর এ সূরারই ২৯ নম্বর আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

ইহুদীদের আসল ঈমানবিরোধী কর্মকাণ্ড

এ বিষয়গুলোর সম্পর্কও ইহুদীদের ঐ অপরাধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন ও নবী স.-এর ওপর ঈমান আনার পথে ইহুদীদের জন্য প্রকৃতপক্ষে যেসব জিনিস প্রতিবন্ধক তা হচ্ছে তাদের এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। হে রাসূল আপনি তাদের জন্য আসমান থেকে চাক্ষুষভাবে কোনো কিতাব নাযিল করিয়ে দেখাচ্ছেন না এটা তার কারণ নয়। এরা তো চিরকালই ঔদ্ধত-অবাধ্য ও নাফরমান। এরা তাদের ঔদ্ধত্যের দ্বারাই নিজেদের ওপর হালাল জিনিসসমূহকে হারাম করিয়েছে। আর এ অবাধ্যাচরণের দরুনই চিরকাল এরা হকের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে। আর একই জিনিস তাদের প্রস্তুত করেছে সূদকে জায়েয করার জন্য। অথচ তাওরাতে তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সূদ নিষিদ্ধ

www.pathagar.com

হওয়ার বিষয় জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর এরই কারণে তারা হারাম ও নিষিদ্ধ জিনিস ভক্ষণ করার অন্যান্য পথ উন্মুক্ত করে নিল। অথচ এসব পথ বন্ধ করার জন্যই তারা আদিষ্ট ছিল। যাদের কাণ্ড-কীর্তির অবস্থা এই, তাদের কাছ থেকে তোমরা কিভাবে আশা করতে পার যে, তারা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর কোনো মুজিযা দেখে কুরআনের ওপর ঈমান আনবে? আল্লাহ বলেন, তাদের মধ্যে যারাই কুফরীর ওপর অটল ও অচল থেকেছে, আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।

আয়াত ঃ ১৬২

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ-এর অর্থ আহলে কিতাবের হকপন্থী উলামা

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ঃ رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ-এর অর্থ উলামা; ইলমে শরীআতে যাদের কদম অত্যন্ত মযবুত, আকীদা ও আমল সর্ববিষয়ে সুদৃঢ় এবং কর্মকুশলতা ও আখলাক সর্বদিক থেকে সরল-সঠিক-মযবুত, চিন্তা ও কর্মে ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত—ইহুদীদের মধ্যে সংখ্যার বিচারে উলামা কম ছিল না, ছিল অসংখ্যই। কিন্তু তাদের নিকট শরীআত ছিল নিছক একটি প্রদর্শনীমূলক জামা সদৃশ; যা পরিধান করে তারা বাইরে বাজার বা সাধারণ্যে বের হতো। তাদের চিন্তা ও অন্তদৃষ্টি এবং তাদের হৃদয় ও প্রাণের সাথে উক্ত ইলমের কোনোই সম্পর্ক ছিল না। ওপরে বর্ণিত অপরাধসমূহে এসব উলামা তাদের কওমের সাথে শুধু শরীকই ছিল না বরং তারাই ছিল এসব ব্যাপারে তাদের মুরশিদ—পথ প্রদর্শক। তাই তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু আশা করার থাকলে তা ছিল স্রেফ এ বিষয়ের যে, তারা কুরআন ও নবী স.-এর বিরোধিতায় নিজ কওমের নেতৃত্ব দান করবে। অবশ্য তাদের মধ্যে যে সকল পবিত্র আত্মার অধিকারী হেকমতে দীনের স্বাদ ও মজা সম্পর্কে ছিলেন ওয়াকিফহাল, ইলমে শরীআতে তাদের পাণ্ডিত্য ছিল গভীর ও মযবুত। এজন্যই তাদের কওমের সম্মিলিত বিরোধিতার ঝাঞ্ঝাবার্তার মুকাবিলায় দণ্ডায়মান হবার ব্যাপারে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা তাওফীক প্রাপ্ত হয়েছিল। এখানে ঐ পবিত্রাত্মাদেরকে সাধারণ ইহুদী আলেমদের থেকে আলাদা মর্যাদা দান করার উদ্দেশ্যে উলামা শব্দের পরিবর্তে—رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ এরা প্লাবণের খড়-কুটোর ন্যায় বাতাসের গতি যেদিকে সেদিকেই উড়ার পাত্র নন; বরঞ্চ প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের ন্যায় স্বীয় হকের অবস্থানের ওপর অটল ও অনড়।

www.pathagar.com

اَلْمُؤْمِنُوْنَ মানে স্বচ্ছজ্ঞান ও আল্লাহভীতির অধিকারী লোকজন

اَلْمُؤْمِنُوْنَ বলতে ঐসব সুস্থজ্ঞান ও স্বভাবের অধিকারী লোকদের বুঝানো হয়েছে, যারা رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ -এর স্তর বা মর্যাদা প্রাপ্ত না হলেও স্বীয় ফিতরাতের সুস্থতা, হৃদয়-মনের যোগ্যতা ও কর্মের পবিত্রতার বিচারে গোটা সমাজে ছিলেন শীর্ষ মর্যাদা সম্পন্ন। ইহুদীদের সামগ্রিক বিপর্যয় সত্ত্বেও তারা কায়েম ছিলেন আল্লাহর হেদায়াত ও শরীআতের ওপর। আর ইসলামের সুমহান দাওয়াত তাদের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তারা তা কবুল করার জন্য আগুয়ান হয়।

يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ঃ এটা خبر বা বিধেয়। অর্থাৎ এই ইলমে সুগভীর উলামা ও সুস্থ জ্ঞানধারী লোকেরা এ কুরআনের ওপরও ঈমান আনয়ন করে এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবের ওপরও ঈমান রাখে। আহলে কিতাবের এ শ্রেণীর লোকেরাই হচ্ছে তারা যাদের প্রশংসা করেছে কুরআন বিভিন্ন স্থানে। সূরা আলে ইমরানের ১১৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায়ও তাদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ -এর বর্ণনা ভঙ্গী ও তার উপকারিতা

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ ঃ এর عطف তো হয়েছে اَلْمُؤْمِنُوْنَ -এর ওপর, এটি হয়ে গেল منصوب উঁচুস্তরের আরবী ভাষার এ রীতি মোতাবেক এটাকে আমাদের ব্যাকরণবিদরা على سبيل المدح বা عَلٰى سَبِيْلِ الاخْتِصَاص -এর পরিভাষায় অভিহিত করে থাকেন। আরব কবিদের ভাষায় এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত মওজুদ রয়েছে। বর্ণনাভঙ্গীর এ পরিবর্তনের শাব্দিক প্রভাব তো শ্রোতার ওপর এই পড়ে যে, এ বৈচিত্র তার মনোযোগকে শব্দের প্রতি নিবদ্ধ করে দেয়। আর ভাবগত ফায়দা এই যে, নিছক ভঙ্গীর পরিবর্তনের দ্বারা—কোনো একটি বর্ণ বর্ধিতকরণ ব্যতিরেকেই তার মধ্যে বিশেষিতকরণ এবং প্রশংসা ও গুণগান করার ভাবধারা সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন এ শব্দটিই সাধারণ নিয়ম মোতাবেক وَالْمُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ হলে তার মানে হতো "আর নামায কায়েমকারী" কিন্তু যখন রীতি বদলে করে اَلْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ বলে দেয়া হলো তার অর্থ দাড়ালো "আর বিশেষ করে নামায কায়েমকারী।" যার ফলে একদিকে ঐ প্রশংসাভাজনদের অসাধারণ প্রশংসা ও তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠলো এবং অপর দিকে নামাযের ঐ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপন্ন হলো যা স্বতই ইসলামী জীবনব্যবস্থায় তার রয়েছে। এ বর্ণনাভঙ্গীর একটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সূরা আল বাকারায়ও রয়েছে। সেখানকার ভাষ্যটি ছিল ঃ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ - البقرة : ١٧٧ —"আর তারা অঙ্গীকার করলে তা যথারীতি পূরণ করে থাকে, বিশেষ করে তারা ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্টে নিপতিত হলে ধৈর্য হারায় না এবং তারা অবিচল থাকে দৈহিক কষ্ট ক্লেশ ও যুদ্ধ জনিত পরীক্ষার মুহূর্তে।" এখানেও লক্ষ করুন وَالصّٰبِرِيْنَ শব্দটি معطوف হয়েছে وَالْمُوْفُوْنَ শব্দের ওপর সে হিসেবে এটি হওয়ার কথা ছিল وَالصّٰبِرُوْنَ। কিন্তু ওপরে আমরা যে বিশেষ কায়দা বা রীতির কথা তুলে ধরেছি সে রীতি মোতাবেক وَالصّٰبِرِيْنَ হয়ে গিয়েছে।

www.pathagar.com

শরীআতে সবর ও সালাতের স্থান

ইসলামী শরীআতে সবর ও সালাতের কি মর্যাদা রয়েছে—হেকমতে দীনের সে গূঢ় রহস্য অনুধাবন করার জন্য সূরা আল বাকারায় বর্ণিত اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ আয়াতটির তাফসীর পুনরায় পড়ে নিন। তবেই বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করা যাবে। বুঝতে পারা যাবে, এ দু'টি বিষয়কে কেনোইবা এতটা গুরুত্ব ও তাকিদ সহকারে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সবরের বিষয়টিই ধরা যাক ; এটা একটা জ্বলন্ত সত্য যে, যার মধ্যে সবরের গুণ নেই তার দীনের ইমারত সর্বতোভাবে স্থাপিত রয়েছে বালুকা রাশির ওপর ; যা মৃদু বাতাসের ধাক্কায় যে কোনো মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। এবারে আসুন নামাযের প্রসঙ্গে। এটিই মূলত সেই জিনিস যা বান্দা ও তার রবের মধ্যে কৃত চুক্তি ও অঙ্গীকারকে লাগাতার স্মরণ ও নবায়ন করিয়ে দিয়ে থাকে। এ কারণেই যে নামাযকে ধ্বংস করবে সে অবশেষে পুরো দীনকেই ধ্বংস করে ছাড়বে। ইহুদীদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নামাযকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল। (أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ - مريم : ٥٩) যার ফলশ্রুতি হয়েছে এই যে, তারা পুরো দীন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে। তাদের মধ্য থেকে কেবল তারাই দীনের ওপর কায়েম রয়েছে যারা কায়েম ছিল নামাযের ওপর। আর এরাই ওসব লোক যারা অবশেষে ইসলামের দাওয়াত কবুলকারী হয়েছিল। এ দলেরই উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আলে ইমরানে এভাবে : لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ –"সব আহলে কিতাব একই রকম নয়। তাদের মধ্যে একদল এমনও রয়েছে যারা দীনের ওপর কায়েম রয়েছে। যারা রাতের বেলা আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং তারা সিজদাও করে।" وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আয়াতটি সম্পূর্ণ সূরা আল বাকারার ৪ নম্বর আয়াত وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ এরই অনুরূপ। সেখানে يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ও অন্যান্য গুণাবলীর উল্লেখ করার পর বাহ্যতঃ এ টুকরোটির প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু সর্বময় কল্যাণ ও তাকওয়ার মৌল প্রেরণাদায়ক শক্তি আখেরাত বিশ্বাসকে প্রোজ্জ্বল করে তোলার জন্যই তার উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ এখানেও বাহ্যত : وَالْمُؤْمِنُونَ এরপর পুনর্বার তা দোহরাবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই তার পুনরুক্তি করা হয়েছে। কেননা দীনের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ও উদ্দীপনা সৃষ্টি একমাত্র আখেরাত বিশ্বাসের দ্বারাই হয়ে থাকে।

৪২. পরবর্তী আলোচনা : ১৬৩-১৭৫ আয়াত

পরবর্তী আয়াতগুলোতে প্রথমে নবী স.-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যেসব বিরুদ্ধাচারী আজ আপনার প্রতি নাযিলকৃত ওহীকে অস্বীকার করছে তাদের আপনি মাত্রই পরোয়া করবেন না। তারা শুধু অমান্যই করছে না। তারা তো চাক্ষুস কিতাব নাযিল করিয়ে দেবার দাবীও জানাচ্ছে। পৃথিবীতে ওহী নাযিলের ব্যাপারটি তো এমন কোনো অজ্ঞাতপূর্ব বিষয় নয় যে, যার অভিজ্ঞতা এ প্রথমবারের মতো আপনার মাধ্যমেই

www.pathagar.com

সংঘটিত হয়েছে এবং নবুওয়াত ও রেসালাতও এমন কোনো অচেনা অভূতপূর্ব বস্তু নয়, যার প্রকাশ কেবল আপনিই করেছেন। ওহীও আপনার পূর্বে পৃথিবীতে এসেছে এবং রাসূলও অসংখ্য আগমন করেছেন। এহেন চেনা পরিচিত জিনিসের ব্যাপারেও যদি মানুষ ভড়কে যায় এবং যা যাচাই পরখ করার জন্য মওজুদ রয়েছে রকমারী মাপকাঠি ও কষ্টি পাথর মানুষ যদি তাও চিনতে ও গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে হে রাসূল দোষ আপনার নয়, বরং অপরাধ খোদ তাদেরই। আপনার সান্ত্বনার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সাক্ষ্য আপনার সপক্ষেই রয়েছে। তবে যারা কুফরী ও বিরোধিতার জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছে, তারা তো নিজেদের ওপর যুলুম করেছে আর এ কারণে তাদের সামনে কখনো ঈমান ও হেদায়াতের পথ উন্মুক্ত হবে—তারা এমন যোগ্যতাও চিরতরে হারিয়ে বসেছে। এক্ষণে তাদের সামনে স্রেফ জাহান্নামের রাস্তাই অবশিষ্ট রয়েছে।

এরপর লোকদেরকে সাধারণভাবে এবং নাসারাদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ কুরআনের আকারে যে স্পষ্ট আলোকবর্তিকা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন তার সম্মান ও মূল্যায়ণ করো। গোমরাহীর পথ বর্জন করো হেদায়াতের পথে এসে যাও। নচেত স্মরণ রেখো যারা একে উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করবে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কবলে নিপতিত হবে। এবারে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ
وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا
قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ
مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ
بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا
بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا

www.pathagar.com

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ
مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ
دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ أَلْقٰهَآ إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ
وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۚ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللّٰهُ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ
سُبْحٰنَهٗٓ أَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا
الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ
إِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ
وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا أَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾ يٰٓأَيُّهَا
النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾
فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ
وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

www.pathagar.com

১৬৩. আমি তো আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আরো আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি এবং ঈসা, আউয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের প্রতি এবং দাউদকে দিয়েছিলাম যাবূর। ১৬৪. এছাড়া এমন অনেক রাসূলদের প্রতিও আমি ওহী প্রেরণ করেছি যাদের বৃত্তান্ত আমি আপনাকে জানিয়েছি আবার অনেক রাসূল এমনও আছে যাদের কথা আপনাকে বলিনি। আর মূসার সঙ্গে তো আল্লাহ্ সরাসরি কথা বলেছিলেন। ১৬৫. এসব রাসূলদের আল্লাহ্ প্রেরণ করেছিলেন সুসংবাদদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে ; যাতে করে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোনো অজুহাত খাড়া করার সুযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১৬৬. (এরা যদি মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে করুক) কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আপনার প্রতি তিনি যা কিছু নাযিল করেছেন তা নাযিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতেই ; এবং ফেরেশতারাও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে, আর সাক্ষ্য হিসেবে তো একা আল্লাহই যথেষ্ট। ১৬৭. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথে বাধা দেয় তারা তো চরমভাবে বিপথগামী হয়েছে। ১৬৮. বস্তুত যারা কুফরী করেছে ও যুলুমের পথ বেছে নিয়েছে, আল্লাহ্ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদের কোনো পথও দেখাবেন না। ১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে আর এরূপ করা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।

১৭০. হে মানুষ! তোমাদের কাছে এসেছেন এ রাসূল সত্য বিধান নিয়ে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমরা ঈমান আনয়ন করো, এটা হবে তোমাদেরই জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা কুফরী করো তবে জেনে রেখো আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবকিছুর মালিকানা আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়। ১৭১. হে আহলে কিতাব! নিজেদের দীনের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। এবং বলো না আল্লাহ্ সম্পর্কে খালেস সত্য ছাড়া অন্য কোনো কথা। মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ তো অন্য কিছু ছিল না। ছিল একজন রাসূল আর ছিল আল্লাহর একটি ফরমান—যা আল্লাহ্ নাযিল করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি আর সে ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রূহ। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলদের প্রতি। আর বলো না যে তিন খোদা আছে। এরূপ বলা থেকে বিরত থাকবে—এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্, তাঁর কোনো সন্তান হবে এ থেকে তিনি সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র। আকাশ জগত ও পৃথিবীতে যা আছে সবকিছু তো তাঁরই মালিকানাভুক্ত ; সেসবের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে তিনি একাই যথেষ্ট। ১৭২. মসীহ্ আল্লাহর বান্দা হবার ব্যাপারে কখনো বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করবে না এবং আল্লাহর ঘনিষ্ট ফেরেশতারাও এতে কোনোরূপ লজ্জাবোধ করবে না। আর কেউ

www.pathagar.com

যদি তার বন্দেগী করাকে নিজের জন্য লজ্জার ব্যাপার মনে করে ও গর্ব-অহংকার করে তবে এমন এক সময় আসবে যখন আল্লাহ তাদের সকলকে তাঁর সমীপে সমবেত করবেন। ১৭৩. অতপর যারা ঈমান এনেছিল ও ভাল কাজ করেছিল তিনি তাদের পুরস্কার দেবেন পূর্ণ মাত্রায় এবং তাদের আরো অধিক দেবেন নিজ অনুগ্রহে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর ইবাদাত করাকে লজ্জাকর মনে করতো ও অহংকার করতো, তিনি তাদের কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদান করবেন। সেদিন তারা আল্লাহ ভিন্ন তাদের জন্য অপর কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।

১৭৪. হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ থেকে এক উজ্জ্বল প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি (কুরআন রূপে) এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। ১৭৫. অতপর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো এবং তাকেই ধারণ করে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকলো, তিনি তাদের অচিরেই দাখিল করে দেবেন তাঁর অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহের আশ্রয়ে এবং এ ধরনের লোকদের তিনি নিজের দিকে সঠিক নির্ভুল পথে পরিচালিত করবেন।

৪৩. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১৬৩-১৬৪

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ج وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ
وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ج
وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ج وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ
عَلَيْكَ ط وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۚ

اَسْبَاطِ শব্দটির বিশ্লেষণ সূরা আল বাকারায় করা হয়েছে।

যাবুর

যাবূর নামে একটি সহীফা রয়েছে। এটি হযরত দাউদ আ.-এর দোয়া ও মোনাজাতের সমন্বয়ে রচিত ; তাওরাতের সমষ্টিতে শামিল রয়েছে। কুরআনে এটির উল্লেখ নির্দিষ্ট বা معرفه আকারেও এসেছে। এখানে এসেছে অনির্দিষ্ট বা نكره হিসেবে। আমার মতে এর মর্যাদাকে উচ্চকিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে করে যাবূরের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও বর্তমান যাবূরকে তাওরাতের (গীত সংহিতা) দ্বিতীয় পুস্তকের মর্যাদা দান করাই বাঞ্ছনীয়। এতে অনুবাদের ত্রুটি বিচ্যুতি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বাড়তি কমতির ঘোর সম্ভাবনা। তথাপি এটি পড়লে যেকোনো লোকের বুক ঈমান ও তাওয়াক্কুলের আলোতে ভরপুর হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আল্লাহর সাথে মূসা আ.-এর কথোপকথনের ধরন

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ঃ এ বিষয়ের ওপর আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। তাওরাত ও কুরআন উভয়টির দ্বারাই এটা প্রমাণিত যে, হযরত মূসা আ.-এর রয়েছে একটি বিশেষ মর্যাদা। আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহ্ তাকে তাঁর বিশেষ সম্বোধন ও সংলাপ দ্বারা অভিষিক্ত করেছেন। আর এ সম্বোধন ও সংলাপের মর্যাদা ছিল ঐ ওহী থেকে ভিন্নতর যদ্দারা অন্যান্য নবীদের তিনি মর্যাদা দান করেছেন। যদিও কুরআন ও তাওরাত উভয়টির দ্বারাই এটা প্রমাণিত যে, এ সম্বোধন এবং সংলাপও আল্লাহর সামনাসামনি ছিল না, ছিল পর্দার অন্তরাল থেকে।

নবীদের নামোল্লেখে ক্রমিক ধারার ধরন

এখানে সম্মানিত নবীদের নাম উল্লেখ করতে যেয়ে তাদের একটি ক্রমধারা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত নূহ আ. থেকে শুরু করে হযরত ইয়াকূব আ. ও তার বংশধরদের উল্লেখ পর্যন্ত তো ইতিহাস সম্মত। কিন্তু তার পরবর্তী বিন্যাস গুণগতভাবে করা হয়েছে। হযরত ঈসা আ., হযরত আইয়ুব আ., হযরত ইউনুস আ. হযরত হারূন আ. প্রমুখ আম্বিয়া তাদের নিজস্ব বিশেষ ধরনের পরীক্ষা ও বিপদাপদ ও বিশেষ ধরনের খোদায়ী সাহায্য প্রাপ্তির দিক থেকে মোটামুটি সমপর্যায়ভুক্ত। হযরত সুলায়মান আ. ও হযরত দাউদ আ. উভয়ই একাধারে নবীও ছিলেন এবং বাদশাও ছিলেন। হযরত দাউদ আ.-এর উল্লেখ করা হয়েছে হযরত সুলায়মান আ.-এর পরে। বিশেষ যত্ন ও গুরুত্বের সাথে যাবূরের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করাই এর কারণ বা উদ্দেশ্য। সবশেষে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত মূসা আ.-এর। তার কারণ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ স. ও হযরত মূসা আ. পরস্পর সদৃশ নবী। এ বিষয়টির বর্ণনা কুরআন ও হাদীস উভয়ের মধ্যেই রয়েছে।

নবীদের প্রসঙ্গ উল্লেখের উদ্দেশ্য

এখানে যদিও সকল নবীদের উল্লেখ করা হয়নি, তথাপি তাদের মধ্যে সম্পর্কের সাথে সাথে গুণগত বিচারে যে বৈচিত্র রয়েছে তাও সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওহী সম্বোধন ও কথোপকথনের দিক থেকে তাদের মধ্য থেকে কারো কোনো বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব থেকে থাকলে তাও যথারীতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ সকল উদ্ধৃতি দ্বারা কুরআনের উদ্দেশ্য, এ সকল নবীর নাম ও কীর্তি তাওরাতের সহীফাগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। নবীদের ব্যাপারে আল্লাহর নিয়ম-নীতি চিরকাল একই রকম রয়েছে। উল্লিখিত নবীদের প্রতিও আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে সম্বোধন ও কথোপকথন দ্বারা ভূষিত করেছেন।[১] তাদের সবার সম্পর্কেই আহলে কিতাব সম্যক অবগত।

প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ কোনো নবীর ওপর কিতাব নাযিল করেছেন আর অন্য সবাই তা নাযিল হতে দেখেছে এমন কোনো কথা তাওরাতের কোথাও উল্লিখিত হয়েছে কি ? এতে সন্দেহ নেই যে, মূসা আ.-এর সাথে মহান আল্লাহ্ কথা বলেছেন ঠিক তেমনি যেভাবে কথা

১. ওহীর তাৎপর্য ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা সূরা শুরায় আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

বলা শোভন। কিন্তু এতেও ঐ ইহুদীদের মন ভরলো না। এতেও তারা সংশয় সন্দেহ আরোপ করে বসলো। তারা বললো, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ প্রকাশ্যে আমাদের সামনাসামনি কথা না বলবেন, আমরা কিভাবে বুঝবো যে, আল্লাহ তোমার সাথে কথা বলেন ? বলুন, এহেন সন্দেহ রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসা কি করে সম্ভব ?

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে কি প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে ?

এ আয়াতগুলোতে যা প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে—যেমন আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি—তা এই যে, যদি ওহীর ব্যাপারটি এমন হতো যে, যার অভিজ্ঞতা এককভাবে আপনিই এই প্রথমবারের মতো অর্জন করেছেন এবং নবুওয়াত ও রেসালাত এমন কোনো বিষয় হতো যার দাবী পৃথিবীতে আপনি একাই করেছেন, তাহলে তাদেরকে কিছুটা মাযুর মনে করার একটা অবকাশ ছিল। সে ক্ষেত্রে আপনার দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এরা অস্থিরতা প্রকাশ করতে পারতো। সর্বদিক থেকে নিজেদের মনের সান্ত্বনা ও আস্থা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এ অভিনব দাবীকে স্বীকৃতি না দেয়ার পেছনে একটা যুক্তি থাকতো। কিন্তু যখন আম্বিয়ায়ে কেরামের একটা দীর্ঘ সিলসিলা মওজুদ রয়েছে এবং তাদের প্রতি যে আকারে ও প্রকারে ওহী এসেছিল তার দলীল-দস্তাবেজও বর্তমান রয়েছে তখন এ লোকগুলোর পক্ষ থেকে আপনার সত্যতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য এহেন অবান্তর দাবীনামা পেশ করার কি অর্থ থাকতে পারে ? অথচ এরা খোদ ঐ সকল নবী ও রাসূলগণের প্রবক্তা ও স্বীকৃতিদাতা এবং ঐসব নবীদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহের অনুসারী হবার দাবীদারও বটে। প্রত্যেক দলের মধ্যে যেমন অভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী থাকে তদ্রূপ নবীকুলেরও রয়েছে কতক অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী, আর এগুলো এতই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল যে, এসব গুণাবলীর অধিকারীগণ সমগ্র পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবেই সবার দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকেন। নবুওয়াতের কোনো মিথ্যা দাবীদার তাদের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে বসবে, এটা যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি যারা নবীদের দলভুক্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে এটাও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আয়াত ঃ ১৬৫

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

رُسُلًا শব্দটি فعل محذوف বা উহ্য ক্রিয়া থেকে نصب বিশিষ্টও হতে পারে এবং بدل ও হতে পারে। উভয় অবস্থাতেই অর্থের দিক থেকে বিশেষ কোনো পার্থক্য হবে না।

নবীদের অভিন্ন মিশন

এ আয়াতে নবীদের অভিন্ন মিশনের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর তাদেরকে দুনিয়াতে কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে পাঠানো জরুরী ছিল তাও বলে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার মানুষকে সুসংবাদ দেয়া ও আসন্ন বিপদ থেকে সতর্ক করাই তাদের অভিন্ন মিশন। সুসংবাদ এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে যে, যারা ঈমান ও সৎকর্মপূর্ণ জীবন যাপন করবে তাদের জন্য রয়েছে চিরন্তন জীবনের আনন্দ ও মহাসাফল্য। সতর্কীকরণ এ বিষয়ে যে, যারা কুফরী ও অসৎকর্মের পথ অবলম্বন করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তি।

নবীদের প্রেরণ করার প্রয়োজনীয়তা

এর আবশ্যকতা বলা হয়েছে এই যে, যেন মানুষের ওপর প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়। কারো যেন একথা বলার সুযোগ না থাকে যে, তাদের নিকট এ বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কেউ আসেনি ; নচেত তারা কিছুতেই কুফরী ও অসৎকর্মের পথ অবলম্বন করতো না। যদিও আল্লাহর এক নাম আযীয তথা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি নবীদের প্রেরণ করা ব্যতিরেকেও মানুষকে যদি তাদের নাফরমানীর ওপর শাস্তি দান করতেন, তাকে বাধা দিতে পারে এমন শক্তি ও স্পর্ধা কারো ছিল না। কিন্তু তিনি একই সাথে 'হাকীম' ও তাঁর হেকমতের দাবী হলো, তিনি যদি কাউকে শাস্তি দেন তবে প্রমাণ চূড়ান্ত হবার পরই দেবেন। বস্তুত রাসূলদের আগমনের পর এ প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বিবেক-বুদ্ধি ও স্বভাব-প্রকৃতির সাক্ষ্য মূলত আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান, নেকী ও ইনসাফের প্রতি মহব্বত, যুলুম ও গোনাহের প্রতি ঘৃণা। এসব কিছু মানুষের ভিতর গচ্ছিত রেখে দেয়া হয়েছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম এসব সুপ্ত গুণাবলীকেই পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান করে দিয়েছেন। এগুলোর যেসব দাবী ও চাহিদা হতে পারতো তাও তারা পূর্ণরূপে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন। এর পরও কেউ যদি হোঁচট খায় তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে, দিব্যি দুটি চোখের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সে পূর্ণ দিবালোকে হোঁচট খাচ্ছে।

এখানে এটা স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, মানবীয় বিবেক ভালো ও মন্দের বুঝা ও উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত নয় এবং বুদ্ধিও হক ও বাতিলের পার্থক্য নিরূপণে অক্ষম নয়। মানুষকে মহান আল্লাহ সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দান করেছেন ভালো ও মন্দ চেনার শক্তি। কিন্তু আল্লাহর অসীম রহমতের ফলশ্রুতিতেই আকল ও বিবেকবুদ্ধি ফিতরতের স্বভাব-প্রকৃতি পথ নির্দেশের সাথে তিনি ওহী ও নবীদের হেদায়াত দ্বারাও তাকে ধন্য করেছেন। যাতে করে আকল ও ফিতরতের দাবী তার সামনে সম্পূর্ণ প্রামাণ্যাকারে এসে যায় এবং বিপথগামীদের ন্যূনতম ওজরও অবশিষ্ট না থাকে

আয়াত ঃ ১৬৬-১৬৯

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۭ وَكَفٰى
بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۞ اِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۞ اِلَّا
طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۞

www.pathagar.com

হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়

لٰكِنْ শব্দটি বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এসে থাকে। পূর্বোক্ত বাক্য থেকে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা-ই উপলব্ধি করা। ওপরে নবীদের সিলসিলা ও তাদের প্রতি ওহী প্রেরণের যে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ছিল—যেমন আমরা নিবেদন করেছি—আহলে কিতাবের মিথ্যাশ্রয়ীদের নিকট একটা বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া। তা এই যে, যে সত্য এহেন চেনা-জানা, যা যাচাই-পরখ করার জন্য মওজুদ রয়েছে এতসব মাপকাঠি ও এতসব কষ্টিপাথর, তথাপি এরা যদি তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে, তবে বলতে হবে, তাদের দুর্ভাগ্য সমাগত নিশ্চতভাবে।

অতপর এ পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এরা যদি মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে করুক, আল্লাহ তো ঐ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছেনই যা তিনি তোমার নিকট নাযিল করেছেন। অর্থাৎ এ বিষয়ের সাক্ষী যে, এটি আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। এতে নফস ও শয়তানের এতটুকুও দখল নেই। আল্লাহ এটি স্বীয় ইলম বা জ্ঞান সহকারে নাযিল করেছেন। এতে কোনো প্রকার প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা সংমিশ্রণ নেই। এর সম্পর্ক সরাসরি খোদায়ী ইলমের পবিত্র প্রসবণের সাথে। আর এটি আবে হায়াতের ন্যায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও সংমিশ্রণ মুক্ত। আরো বলা হয়েছে, তার পক্ষে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তথাপি আল্লাহর সাথে ফেরেশতারাও তার সাক্ষী।

এই বাণী নবী স.-এর সান্ত্বনার জন্য

এটা স্পষ্ট যে, নবী স.-কে সান্ত্বনা দান করাই এ বাণীর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এ বিরুদ্ধবাদীরা তোমার ওহীকে স্বীকার না করলে না করুক ; এর বিশুদ্ধতা ও সত্যতা তাদের মানা না মানার ওপর নির্ভরশীল নয়। হে রাসূল! আপনার সান্ত্বনার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাকুল তার পক্ষে সাক্ষী। আপনি যে পবিত্র দরবারের সাথে সম্পৃক্ত আপনার জন্য তো তাঁর প্রদত্ত দলীলই যথার্থ দলীল। আপনার জন্য ঐসব দুর্ভাগা লোকদের সনদের কি প্রয়োজন যারা নুড়িপাথর ও মণিমুক্তার মধ্যে পার্থক্য করতেও অপারগ। এরা তো হক থেকে দূরে যেতে যেতে এতো দূরত্বে চলে গিয়েছে যে, এক্ষণে তাদের হকের পথে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই অবশিষ্ট নেই। তারা কুফরী করে ও নিজেদের হাতেই নিজেদের ওপর যুলুম করে এমন আর যোগ্য থাকেনি যে, আল্লাহ তাদের মাফ করবেন অথবা জাহান্নামের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ তাদের দেখাবেন। এরা এখন চিরকালের জন্যই জাহান্নামে থাকবে। আর আল্লাহর জন্য এরূপ করা অত্যন্ত সহজ। তিনি তাদের ওপর প্রমাণ সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাদের পক্ষে এখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া ও অনন্তকালের জন্য তাতে অবস্থান করা কোনো ব্যাপারই নয় ; আল্লাহর নিকট এটা কোনোই গুরুতর ও কষ্টকর কাজ নয়। كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا আয়াতাংশের ওপর আমরা অন্যত্রও আলোচনা করেছি।

নবীর সত্যতার একটি অভ্যন্তরীণ প্রমাণ

আমরা ওপরেও ইঙ্গিত দিয়েছি, এ বাণী যদিও সান্ত্বনা দান প্রসঙ্গে তথাপি এটি ওহীর সত্যতার একটি প্রমাণও বটে, যার সম্পর্কে মূলত নবী স.-এর সত্তার সাথে জড়িত। ওপরে

www.pathagar.com

ওহীর সত্যতার যে প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে তা ছিল ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের অন্তর্গত। অর্থাৎ নবীদের ইতিহাস ও তাদের ওহীর কষ্টি পাথরে যাচাই করে কুরআন ও নবী স.-এর স্থান নিরূপণ করা হয়েছে। এবারে এখানে অপর একটি প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে যা মূলত একটি অভ্যন্তরীণ প্রমাণের অন্তর্গত। তার মূল কথা হচ্ছে এই যে, নবী স. নিজের অভ্যন্তরে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সাক্ষ্য এরূপভাবে শোনেন, বুঝেন এবং যাচাই পরখ করেন যে, তার তরফে স্বীয় ওহীর সত্যতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ অবশিষ্ট থাকে না। এ ধরনের সাক্ষ্য নবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে হাসিল করা সম্ভব নয়। এ কারণেই কোনো অ-নবীর ইলহাম ও নবীর ওহীর মাঝে থাকে আসমান ও যমীনের ব্যবধান। হতে পারে কেউ নিজের যে অবস্থাকে ইলহাম মনে করছে তা নিছক একটি নফসানী বা শয়তানী কুমন্ত্রণা মাত্র। কিন্তু নবীর ওপর যে দিগন্ত রেখা থেকে ওহী আসে, যে প্রতাপ ও গাম্ভীর্য সহকারে আসে এবং আল্লাহ ও ফেরেশতাদের যে সমর্থন ও সাক্ষ্য-প্রমাণ সহকারে এসে থাকে তা সত্যই হয়ে থাকে এক জাজ্জ্বল্যমান দলীল। এবং দলীলও এমন যার পরে কোনো প্রকার সন্দেহের কণামাত্র অবকাশ থাকে না। ওহীর সত্যতার এ বিশেষ দিকটির জন্যই আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি জগতও যদি নবীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে তথাপি তাঁর আস্থা ও আত্মবিশ্বাসে বিন্দুমাত্র ফাটল সৃষ্টি হয় না। তার নবুওয়াতের কারুকার্য ও উৎকর্ষমণ্ডিত রূপরেখা তাঁর হৃদয় জগতে বাঙময় হয়ে থাকে; যেখানে তাঁর সাহচর্য লাভ হয় আল্লাহ ও পবিত্রাত্মার সাথে। এ বিষয়ের ওপর আরো আলোচনা আমরা সূরা তাহরীমে করবো ইনশাআল্লাহ।

আয়াত ঃ ১৭০

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

একটি সাধারণ সতর্কীকরণ, বক্তব্যের লক্ষস্থল ঈসায়ী সম্প্রদায়

সম্বোধন যদিও করা হয়েছে সাধারণভাবে, তথাপি পরবর্তী আয়াত দ্বারা অনুমিত হয় বক্তব্যের লক্ষস্থল আহলে কিতাব বিশেষ করে নাসারাগণ। বলা হয়েছে, হে লোকজন! আল্লাহর রাসূল তোমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসে গেছেন। আল্লাহর দীনে তোমরা যা কিছু সংমিশ্রিত করে ফেলেছিলে এবং যদ্দরুন এটা নিরূপণ করাই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল যে, হক প্রকৃত প্রস্তাবে কি ? এক্ষণে ঐ সমস্ত সংমিশ্রণ থেকে স্বচ্ছ ও পূত-পবিত্র হয়ে দীন সম্পূর্ণ নূতনভাবে স্বীয় পূর্ণাঙ্গরূপ নিয়ে তোমাদের নিকট এসে গিয়েছে। এর প্রতি ঈমান আনয়ন করো, এতে তোমাদেরই রয়েছে কল্যাণ। যদি তোমরা এ দীনকে প্রত্যাখ্যান করো, তবে স্মরণ রেখো, এতে করে তোমরা আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। ক্ষতি তোমাদের নিজেদেরই। আল্লাহ তো সর্বোপরি বেনিয়ায-স্বয়ম্ভর আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর মালিকানা তাঁরই। সকলে তাঁরই আয়ত্তাধীন এবং তিনি প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি প্রত্যেককে তার নিজস্ব আমলের বদলা দেবেন। আজ কেউ হাতেনাতে পাচ্ছে না বলে তার মানে এ নয় যে, বদলা হবারই নয়। বরঞ্চ সাথে সাথে বদলা না

www.pathagar.com

পাওয়ার ব্যাপারটি তাঁর হেকমতেরই ফলশ্রুতি। বলা বাহুল্য, আল্লাহর অপর নাম হাকীম তথা হেকমতওয়ালা ও পরম কুশলী।

আয়াত ঃ ১৭১

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ط اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ج اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ قف وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ط اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ م لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

غلو শব্দের অর্থ

لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ : غَلَا يَغْلُوْ এর অর্থ—বৃদ্ধি পাওয়া, অধিক হওয়া সীমাতিক্রম করা। এ শব্দটি যখন দীনের ব্যাপারে ব্যবহার হয় তখন তার অর্থ দাঁড়ায় দীনের মধ্যে কোনো জিনিসের যে সম্মান ও মর্যাদা বা যে ওজন ও স্থান রয়েছে তাকে বাড়িয়ে অতিরঞ্জিত কিছু করে ফেলা। যার ওজন সেরের এক চতুর্থাংশ তাকে মণের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। যে হুকুম ও বিধান স্রেফ মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান পর্যায়ের তাকে ফরয ও ওয়াজিবের মর্যাদা দান করা। যিনি একজন ফকীহ বা মুজতাহিদ কিংবা সাহাবী তাকে মাসূম ও নিষ্পাপদের ইমাম বানিয়ে দেয়া। যাকে আল্লাহ নবী ও রাসূল বানিয়েছেন তাকে আল্লাহর শরীক কিংবা খোদ খোদা বানিয়ে দেয়া। যাকে স্রেফ সম্মান করা কাম্য তার ইবাদাত শুরু করে দেয়া। এসব এবং এ জাতীয় অন্য সব ক্রিয়াকলাপ غلو -এর মধ্যে শামিল। দীন ও ধর্মের বেলায় কোনো বিষয়ে ঘাটতি করা যেমন বিরাট অপরাধ তদ্রূপ বাড়াবাড়ি করাও মহা পাপ। এতে করে ধর্মের যে চিরাচরিত ও সূক্ষ্ম ভারসাম্য রয়েছে তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তার যে আল্লাহ প্রদত্ত সংগঠন ও রূপরেখা রয়েছে—যা তার বিভিন্ন অংশকে শোভা সৌন্দর্যের হৃদয়গ্রাহী রূপকল্পে পরিণত করে—তাও সম্পূর্ণরূপে বিকৃত ও ধ্বংস হয়ে যায়। অন্য সকল ধর্ম মতবাদের অনুসারীরা তো এমনি বাড়াবাড়িতে নিমজ্জিত হয়েছেই এমনকি আমরা মুসলমানরাও—যাদেরকে ইনসাফ ও ন্যায় নিষ্ঠতার ওপর কায়েম থাকার জন্য সর্বাধিক তাকিদ করা হয়েছে—উক্ত ফিতনায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছি। কিন্তু নাসারাদের বেলায় এটা বলা যায় যে, তারা এ ফিতনার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। তাদের আসল ব্যধি এটাই যে, তারা নিজেদের এ বাড়াবাড়ির দরুন গোটা দীনের আকৃতি-প্রকৃতিকেই সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। হযরত ঈসা আ. ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তাকে তারা আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে। অতপর সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে খোদায়ীর সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। হযরত মারইয়াম ছিলেন হযরত ঈসা আ.-এর মাতা। তাকে তারা বানিয়েছে খোদার মাতা। হযরত জিবরাঈল আ. হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও ফেরেশতা।

www.pathagar.com

তার প্রতিও তারা খোদায়ীর অন্যতম অংশের মর্যাদা দিয়ে ত্রিত্ববাদের শরীক করে দিল। আমাদের নেতা মসীহ আ. দুনিয়া ও পার্থিব জীবনের জৌলুস ও চাকচিক্য থেকে বেঁচে থাকার তাকিদ করেছিলেন। আর তারা সন্যাসব্রতও ও বৈরাগ্যবাদকে একটা পুরো মতবাদ রূপে চালু করে দিল। এক কথায় এ বাড়াবাড়ির হাত থেকে তারা ধর্মের এমন কোনো দিক ও বিভাগকেই বাদ দেয়নি যা স্বীয় অবস্থানে অক্ষত ও অপরিবর্তিত ছিল। তাদের এহেন অযাচিত বাড়াবাড়ির ফল এই দাঁড়ালো যে, পাতালের বস্তু আকাশে পৌঁছে গেল এবং আকাশের বস্তু পাতালে নেমে এলো।

غلو নামক ফিতনার যেভাবে প্রচলন হয়

لَا تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ –"বলো না আল্লাহ সম্পর্কে খালেছ সত্য ছাড়া অন্য কোনো কথা।" দীন ইসলামে যে পথে غلو বা বাড়াবাড়ির ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং তার সমর্থন ও শক্তিবৃদ্ধির সাজ সরঞ্জাম যেখান থেকে সরবরাহ হয় এটাই তার ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেয়। এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ যা বলেছেন তা-ই যদি তাঁর প্রতি আরোপ ও সম্পর্কিত করা হয়, তবে তা থেকে কোনো ফিতনার পথ উন্মুক্ত হতে পারে না। ফিতনার দরোযা তো তখনি উন্মুক্ত হয় যখন তার প্রতি ঐ কথা আরোপ করা হয় যা তিনি বলেননি। এটাই মূলত বিদআত এবং এখান থেকেই দীনের মধ্যে শয়তানের অনুপ্রবেশ করার ও তাতে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার পথ উন্মুক্ত হয়। খৃস্টানরা যেখান থেকে ধ্বংস হয় এটিই সেই দরোযা। তারা পলের যাবতীয় অবান্তর ও অশ্লীল উপাখ্যানকে নিজেদের দীনের অংশে পরিণত করে দেয় এবং এর ওপর তাদের পুরো জীবন দর্শনের ইমারত নির্মাণ করে নেয়। এটা স্মরণযোগ্য যে, ইঞ্জীল নানারকম বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধন সত্ত্বেও এসব ফিতনার প্রচলন ও মহাসাড়ম্বরে বাস্তবায়ন করার জন্য তেমন কোনো উপকরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না যাতে নিমজ্জিত রয়েছে খৃস্ট সমাজ। কিছু কিছু জিনিস ইঞ্জীলের বিকৃতি পথ ধরে তাতে প্রবেশ করানোও হয়েছে। কিন্তু তা খণ্ডন করার উপায়-উপাদানও সূরা আলে ইমরানে আমরা তা স্পষ্ট করেছি—তাতে মওজুদ রয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আসল গোমরাহীর উপকরণ রয়েছে পলের শিক্ষায়। আর তার সম্পর্ক না রয়েছে আল্লাহর সাথে আর না মসীহ আ.-এর সাথে।

মসীহ আ.-এর আসল হাকীকত

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ الاية : এখানে মসীহ আ. সম্পর্কে সে সঠিক কথাটি বলে দেয়া হয়েছে যা আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেছেন। তা হচ্ছে এই যে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। তাঁর জন্ম হয়েছে আল্লাহর বাণী 'হও' শব্দ দ্বারা ; যাকে মহান আল্লাহ মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তিনি রূহও প্রাপ্ত হয়েছেন আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অর্থাৎ তার জন্ম স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে হওয়াটা এমন কোনো ব্যাপার নয়, যদ্দরুন তাঁকে খোদায়ী সম্মানের আসনে সমাসীন করতে হবে। তাঁর জন্ম হয়েছে আল্লাহর বাণী 'হও' শব্দ দ্বারা, ঠিক যেমন আদম আ.-এর জন্ম হয়েছিল 'হও' শব্দের মাধ্যমে। এছাড়া তাঁর মধ্যে আল্লাহ রূহ ফুঁৎকার করে দিয়েছেন, ঠিক যেমন আদম আ.-এর মধ্যে রূহ ফুঁৎকার করে দিয়েছিলেন। উপায় উপকরণ তো নিছক বাহ্য দিকের পর্দা মাত্র।

www.pathagar.com

অস্তিত্ব ও জিন্দেগী যে-ই প্রাপ্ত হোক না কেন আল্লাহর হুকুমেই পেয়ে থাকে এবং তাঁরই প্রদত্ত রূহ থেকে লাভ করে থাকে। সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায়ও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلٰثَةٌ ঃ অর্থাৎ নিজেদের কতক মনগড়া ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে তোমরা তিন খোদার যে অলীক ভোজভাজি সৃষ্টি করে নিয়েছ তা থেকে তাওবা করে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আন। 'রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন', শব্দগুলো দ্বারা এই তাৎপর্যের দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহর সকল রাসূলদের শিক্ষা তওরাত ও ইঞ্জীলে মওজুদ রয়েছে এবং সে শিক্ষায় মসীহ আ. থেকে শুরু করে আদম আ. পর্যন্ত কোথাও তিন খোদার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তোমরা এ ফিতনা কোথা থেকে আবিষ্কার করলে ? অতএব সঠিক পথ তো এটাই যে, এ পৃথক চোরাপথ আবিষ্কার করার পরিবর্তে তোমরাও ঐ সরল-সঠিক পথে চলো যার ওপর চলেছেন সকল নবী ও রাসূল। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি করে সম্ভব যে, মসীহ আ.-এর শিক্ষা ও আদর্শ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের সর্বসম্মত শিক্ষা থেকে আলাদা হবে ?

তিন খোদার আকীদা

ثَلٰثَةٌ শব্দ দ্বারা নাসারাদের তিন খোদার আকীদাকে বুঝানো হয়েছে। এটা মূলত পলের আবিষ্কারসমূহের অর্ন্তগত। এ আকীদার দৃষ্টিতে পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদুস—এ তিন জনই উলুহিয়াতের মধ্যে শরীক রয়েছেন। এ আকীদা এমনিতেই সম্পূর্ণরূপে মুশরিকদের আকীদার সাথে মিল খেয়ে যায়, কিন্তু একই সাথে এ প্রচেষ্টাও চালানো হয়েছে যে, ইঞ্জীলে তাওহীদের যে শিক্ষা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে—তারও যেন মান রক্ষা হয়।[১]

اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ঃ এতে خَيْرًا শব্দটি উহ্য ক্রিয়ার দ্বারা منصوب হয়েছে, ঠিক যেমন ওপরের আয়াতে হয়েছে। এখানে কথাটি ধমকীর সুরেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই যে, তিনের মধ্যে এক ও একের মধ্যে তিনের চক্কর-এ থেকে বেরিয়ে এসো, নচেৎ দুর্ভাগ্য কবলিত হয়ে পড়বে। আল্লাহই একক ইলাহ। তাঁর উলুহিয়াতে কোনো শীরক নেই। তাঁর কোনো সন্তান থাকার ধারণা করা তাঁর উলুহিয়াত গুণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি চিরন্তন শ্বাশত সত্তা এবং সর্বাপেক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বেনিয়ায। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে

১. আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী তার তাফসীরে ঈসায়ীদের এই আকীদা খোদ তাদের ভাষায়ই উদ্ধৃত করেছেন এভাবে ঃ

"পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদুসের উলুহিয়াত একই। অব্যহত মাহাত্ম্য, চিরায়ত শ্রেষ্ঠত্ব একই রকম। যেমন পিতা, তেমন পুত্র। আর তেমনি রূহুল কুদস বা পবিত্রাত্মা। পিতা সৃষ্ট পুত্র অসৃষ্ট এবং রূহুল কুদুসও অ-সৃষ্ট। পিতা অসীম, পুত্র অসীম এবং রূহুল কুদুসও অসীম। পিতা চিরন্তন, পুত্র চিরন্তন এবং রূহুল কুদুসও চিরন্তন। তথাপি তিনজনই শ্বাশত নয়; বরং একজন শ্বাশত। তদ্রূপ তিনজনই অসীম নয় আর না তিনজনই অ-সৃষ্ট; বরং একজন অসৃষ্ট এবং একজন অসীম। একইভাবে পিতা সর্বশক্তিমান, পুত্র সর্বশক্তিমান এবং রূহুল কুদুস সর্বশক্তিমান। তথাপি তিনজনই সর্বশক্তিমান নয়, বরং একজন সর্বশক্তিমান। অনুরূপভাবে পিতা খোদা, পুত্র খোদা, রূহুল কুদুস খোদা; তবে এই তিনই খোদা নয়, বরং এক খোদা"

এটার একটা ব্যাখ্যা, খোদ নাসারাদের ভাষায়, আমরা আমাদের রচিত"শিরকের হাকীকত" শীর্ষক বইতে উদ্ধৃত করেছি। তা প্রাথমিক ব্যাখ্যা। সেটিও এক নজর দেখে নিন।

www.pathagar.com

সবইতো তাঁর। অতপর তাঁর পুত্র কন্যার প্রয়োজনই বা কি ? তিনি সকলের পৃষ্ঠপোষকতা, সবার সাহায্য ও সবার আশা ভরসার স্থল হিসেবে যথেষ্ট। ঘটনা যখন এই, তখন তাঁর সাথে অন্য কাউকে জুড়ে দেবার কি মানে থাকতে পারে ? অর্থাৎ আল্লাহর সত্তায় যদি কোনোরূপ শূন্যতা বা অভাব থাকতো, তবেতো শিরকের অবকাশ সৃষ্টি হতো। অথবা অন্যান্যদের প্রয়োজন হিসেবে কোনো প্রকার অভাব তাঁর মধ্যে বর্তমান থাকলে তবেই শিরকের সৃষ্টি হতো। তিনি যদি তাঁর জাত ও সিফাতে পূর্ণাঙ্গই হন এবং তাঁর সৃষ্টির জন্যও হন পরিপূর্ণরূপে যথেষ্ট, তাহলে শিরকের অবকাশ সৃষ্টি হবার কি কারণ থাকতে পারে ?

আয়াত ঃ ১৭২-১৭৩

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ط وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ○ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ج وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا لا وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

غلو-এর সবচেয়ে বড় কারণ অহংকার

اسْتِنْكَاف শব্দের অর্থ কোনো জিনিসকে আত্মমর্যাদা, স্বাতন্ত্রবোধ, ব্যক্তিত্ব ও অহংকার বসত উপেক্ষা করা, প্রত্যাখ্যান করা। এ আয়াতের সত্যিকার জোর বুঝার জন্য لَاتَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ বিশিষ্ট আয়াতটির প্রতি নজর দিন। غلو বা বাড়াবাড়িতে নিমজ্জিত হবার বড় কারণ হলো মূলত অহংকার। যখন কেউ কোনো বস্তু বা কোনো ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মহত্বকে স্বীকার করে নেয়। সে যদি সীমা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল বা তা বজায় রাখার ব্যাপারে বিবেচনার অধিকারী না হয়, তাহলে তার আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা এটাই হয় যে, ঐ ব্যক্তি বা বস্তুকে সর্বাপেক্ষা বড় করে তুলে ধরাও প্রমাণ করিয়ে দেয়া। অতপর সে তার স্বীয় আত্মম্ভরিতা অনুসারে তাকে আরো বাড়াতে শুরু করে দেয়। এমনকি তার মান ও শান বাড়াতে এতদূর পর্যন্ত পৌছে দেয় যেখানে পৌছে তার আত্মম্ভরিতা ও অহংকার সান্ত্বনা ও তৃপ্তির সীমায় পৌঁছে যায় তখন সে ভাবতে থাকে, যাক এক্ষণে বুযুর্গী ও শ্রেষ্ঠত্বের ময়দানে কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী আর নেই এবং এখানে কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করারও নেই। ঈসায়ীরা এ ফিতনাতেই জড়িয়ে পড়েছে। তারা যখন ঈসা আ.-কে মেনে নিল তখন তারা এর ওপরই তৃপ্ত রইলো না যে, তাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মেনে নেবে। তারা ভাবলো আল্লাহর বান্দা ও রাসূল তো অনেকেই রয়েছেন। মসীহ আ.ও যদি আল্লাহর বান্দা ও রাসূলই হন, তাহলে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের স্বাতন্ত্র ও বিশেষ মর্যাদা কি থাকলো ? এ সুস্পষ্ট আত্মম্ভরিতাই ছিল একমাত্র উদ্দীপক, যা ঈসা আ.-কে টেনেটুনে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করার জন্য তাদের প্রস্তুত করলো।

www.pathagar.com

কুরআন ঈসায়ীদের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখেই বলেছে, আল্লাহর বন্দেগী করাকে মসীহ আ. লজ্জাস্কর মনে করেননি এবং কখনো করবেনও না। আর না রুহুল কুদুস ও অন্যান্য নৈকট্যভাজন ফেরেশতারা একে লজ্জাস্কর মনে করবেন। তারা তো সবাই তাদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। অবশ্য যারা আল্লাহর বন্দেগী করাকে লজ্জাজনক মনে করেছে এবং নিজেদের অহংকারে মত্ত হয়ে এ সমস্ত ফিতনা-ফাসাদের তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে —এরূপ সকল লোকদেরকেই আল্লাহ্ তাঁর দরবারে একত্রিত করবেন। যারা ঈমান ও সৎকর্মের পথ অবলম্বন করেছিল, আল্লাহ্ সেদিন তাদেরকে পরিপূর্ণ পুরস্কার দানে ভূষিত করবেন এবং তাদের স্বীয় অনুগ্রহ দানেও ধন্য করবেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর বন্দেগীকে লজ্জাজনক মনে করেছে এবং অহংকারে মেতে কথার ফুলঝুরি সৃষ্টি করেছে, আল্লাহ্ তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দান করবেন। আর তাদের কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারীও থাকবে না। যারা তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান হবে।

আয়াত ঃ ১৭৪-১৭৫

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ○ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

برهان ও نور مبين দ্বারা কুরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে। برهان শব্দ দ্বারা কুরআনের জ্ঞানগত ও প্রামাণ্য দিককে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তা একটি অকাট্য দলীল। তার মধ্যে রয়েছে প্রতিটি সন্দেহ-সংশয়। প্রতিটি অভিযোগ-আপত্তি এবং প্রতিটি প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার দ্ব্যর্থহীন ও তৃপ্তিদায়ক জবাব। অবশ্য শর্ত হলো, কুরআনকে অধ্যয়ন করতে হবে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হৃদয় মন দিয়ে।

نُوْرٌ مُّبِيْنٌ দ্বারা তার বাস্তব দিককে তুলে ধরা হয়েছে যে, তা জীবনের সামগ্রিক উত্থান পতনে হক ও বাতিলকে সুস্পষ্ট করে সরল সঠিক পথের সন্ধান দেয় এবং অন্ধকার থেকে বের করে এনে আলোর পথে নিয়ে আসে।

হেদায়াত মানে কাঙ্ক্ষিত ও উদ্দীষ্ট লক্ষের সন্ধান লাভ

وَيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ঃ এতে উল্লিখিত হেদায়াত শব্দটি আমার মতে ঐ হেদায়াতের জন্য উক্ত হয়েছে যা আখেরাতে মু'মিনদের হাসিল হবে। কুরআনে অনেক স্থানেই এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। সূরা আল বাকারায় হেদায়াতের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আখেরাতের হেদায়াত কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রতি হেদায়াত। এ হেদায়াতের সম্পর্ক আখেরাতের সাথে জড়িত—এটা এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এর عطف হয়েছে فَسَيُدْخِلُهُمْ -এর ওপর যার সম্পর্ক স্পষ্টতই আখেরাতের সাথে। আর এ হেদায়াত কাঙ্ক্ষিত ও উদ্দেশ্যের প্রতি হেদায়াত—এটা اِلَيْهِ শব্দের দ্বারা প্রমাণিত

হয়। অর্থাৎ যারা আল্লাহর ওপর ঈমান ও কুরআনের আকারে তাদের প্রতি যে আল্লাহর রজ্জু নাযিল হয়েছে তাকে মযবুতির সাথে ধারণ করবে আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অসীম অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করবেন এবং সরল সঠিক ও মযবুত পথে তাদেরকে স্বীয় নৈকট্যের দিকে পরিচালিত করবেন। আর এটাই হবে আখেরাতের নেয়ামত রাজির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। কারণ সর্বময় হেদায়াত ও শরীআতের মূল লক্ষ এবং ঈমানদারদের সার্বিক চেষ্টা সাধনার আসল লক্ষ-উদ্দেশ্যও আল্লাহর নৈকট্যই। এ আয়াতের সম্বোধন সাধারণভাবে আরববাসী সকলের প্রতিই—যাতে শামিল রয়েছে মুসলমান। আহলে কিতাব ও আরববাসী সবাই।

৪৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৭৬ আয়াত

সর্বশেষ আয়াত পরিশিষ্ট হিসেবে

পূর্বোক্ত আয়াতের ওপর এ সূরা সমাপ্ত হয়েছে। এক্ষণে পরবর্তী একটি আয়াত পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে ; যা সূরার প্রাথমিক পর্যায়ে বর্ণিত উত্তরাধিকার আইনের একটি বিশেষ মাসআলার বা বিবিধ বিশ্লেষণের জন্য পরের দিকে নাযিল হয়েছে। আয়াতের শেষে كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ শব্দ প্রয়োগে এটা ইঙ্গিতও দিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এটি বিশ্লেষণাত্মক আয়াত যা পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাখ্যা হিসেবে নাযিল হয়েছে। এ ধরনের পরিশিষ্টের দৃষ্টান্ত সূরা আল বাকারাতেও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আয়াতটি তেলাওয়াত করুন ঃ

يَسْتَفْتُونَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. লোকেরা আপনার কাছে সমাধান জানতে চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ সেই ব্যক্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে তোমাদের বিধান জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যার পিতা-মাতা কেউই নেই এবং তার নিজের কোনো সন্তানও নেই এরূপ কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং সে যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার একটি বোন থাকে তবে সে বোন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশের মালিক হবে। অপরদিকে সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার ওয়ারিশ হবে। তবে যদি বোন দুজন থাকে তাহলে তারা পরিত্যক্ত

www.pathagar.com

সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের মালিক হবে। আর ভাইবোন কয়েকজন থাকে তাহলে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান হবে। তোমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে—এ আশংকায় আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এসব বিধান পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৪৫. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা

কালালার মীরাসের বিধান

কালালার মীরাসের বিধান ১২ নম্বর আয়াতে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কালালা বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে যে, তার মূল বা পিতার দিকে কেউ নেই এবং শাখা প্রশাখা বা সন্তান-সন্ততির দিকেও কেউ নেই। আছে শুধু ভাই-বোন ইত্যাদি। যদি ১২ নম্বর আয়াতের হুকুমকে কেবল মাত্র বৈপিত্রেয় বোনের সাথে নির্দিষ্ট বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে এ ব্যাখ্যামূলক হুকুমের পর কালালার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানের প্রতিটি দিক পরিষ্কার হয়ে যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিক্‌হ ও ফারায়েযের কিতাবসমূহে মওজুদ রয়েছে।

সূরা আন নিসার তাফসীর প্রসঙ্গে এ হচ্ছে সর্বশেষ কটি লাইন ; যা এ গুনাহগারের কলম থেকে কাগজের দস্তাবেজে আঁচড় কেটেছে। মহান আল্লাহ ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দিন এবং সহীহ শুদ্ধ কথাগুলোর জন্য জনগণের হৃদয়ে স্থান করে দিন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৫

আল মায়েদা

www.pathagar.com

ক. সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়

আমরা গ্রন্থের ভূমিকাতে যেমনটি বলেছিলাম, এ সূরাটি প্রথম শ্রেণীর অর্ন্তগত সর্বশেষ সূরা। এ সূরায় মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন সর্বশেষ উম্মাত হিসেবে স্বীয় সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরীআতের ওপর পরিপূর্ণ পাবন্দী সহকারে কায়েম থাকার ও তা কায়েম করার ব্যাপারে। এর পূর্বে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল আহলে কিতাবের কাছ থেকে। কিন্তু তারা—পেছনের সূরাগুলোতেও তা স্পষ্ট করা হয়েছে—এর যোগ্য প্রমাণিত হয়নি। তাই তাদের মর্যাদার আসন থেকে অপসারিত করা হয় তাদের সে আসন মহান আল্লাহ প্রদান করেন এ উম্মতকে। তাদের বাহক ও আমানতদার বানানো হয় এ সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরীআতের। এক্ষণে এ সূরায় (মায়েদা) অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে যে, তোমরা পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর ন্যায় আল্লাহর শরীআতের ব্যাপারে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এবং গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়ো না। বরঞ্চ পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সাথে উক্ত অঙ্গীকারকে রক্ষা করে চলবে। এর ওপর নিজেরাও কায়েম থাকবে, অন্যদেরও কায়েম রাখার চেষ্টা করবে। এ পথে দৃঢ় সংকল্প পৌরুষও বলবীর্য সহকারে সর্বপ্রকার পরীক্ষা ও বিপদাপদের মুকাবিলা করবে।

খ. সূরার তাৎপর্যের ধরন

সূরার আলোচ্য বিষয়ের চাহিদানুসারে এতে যে তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে তার ওপর একটা ভাসা ভাসা নযর বুলালেও কতক বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে।

এক ঃ এতে যেসব আইন ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে তা ইসলামী দাওয়াতের ঐ যুগের সাথে সম্পর্কিত যখন দীনের পরিপূর্ণতা ও আল্লাহর নেয়মাতের সম্পূর্ণতার পর্যায়ে নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে, ওয়াদা অঙ্গীকার গ্রহণ করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী বিধান এগুলোই হতে পারতো। এ বিধানসমূহের ওপর অঙ্গীকার নেয়ার মানে হলো, যেন গোটা শরীআতের ওপরই অঙ্গীকার নেয়া হয়ে গেল।

দুই ঃ এ বিধানসমূহে পরীক্ষা ও বিপদাপদের ঝুঁকি অত্যন্ত স্পষ্ট। পূর্ববর্তী উম্মাতগণকে এ জাতীয় যেসব বিধান দেয়া হয়েছিল তাতে তারা হোঁচট খেয়েছিল। যার ফলে তারা আল্লাহর ভর্ৎসনা ও গযবের শিকার হয়েছে। মহান আল্লাহ এ উম্মাতের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহও করেছেন। আর তাহলো, অঙ্গীকার নেয়ার সময় এরূপ বিধি-বিধান বিশেষভাবে সামনে তুলে ধরেছেন, যাতে করে তারা পদস্খলনের জায়গাগুলোতে ভালরূপে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। এটা তো জানা কথা, যারা বিপজ্জনক জায়গাসমূহে নিজেদের সামলে নিতে পারে, তাদের থেকে এটাই আশা করা যায় যে, তারা সমতল জায়গাতে হোঁচট খাবে না।

তিন ঃ এতে বিস্তারিতভাবে ইহুদী ও নাসারাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের ইতিহাসও বিবৃত হয়েছে এবং তার কারণ ও উদ্দীপক বিষয়াদির ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। যাতে করে

www.pathagar.com

ইতিহাস এই উম্মাতের জন্য সবক নেয়ার শিক্ষা গ্রহণ করার উপায় বা মাধ্যম হতে পারে।

চার ঃ এতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের ঐসব গোপন দিকগুলোর ব্যাপারে বিশেষভাবে অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়েছে। যেখান থেকে শয়তান ও তার চেলা-চামুণ্ডাদের অনুপ্রবেশ করার সুযোগ লাভ হয়। ফলে সব ফিতনা মাথা তুলে দাঁড়াবে যেগুলোর মূলোৎপাটন করা না হলে গোটা শরীআতই ধ্বংস হয়ে যাবে।

পাঁচ ঃ এতে ঐসব মূলনীতি ও বিধিমালা পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যেগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের ওপর কায়েম ও মযবুত থাকার জন্য জরুরী।

এ পাঁচটি বিষয় সামনে রেখে যে সত্য সন্ধানী অভিনিবেশ সহকারে এ সূরাটি তেলাওয়াত ও অধ্যায়ন করবে সে এ সূরার বিষয়বস্তু ও এর সামগ্রিক আলোচনার ধারা বুঝার ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ কোনো প্রকার জটিলতা অনুভব করবে না। যদিও সূরার সামগ্রিক আলোচনার ধারা বুঝার জন্য এ ইশারাই যথেষ্ট তথাপি সমগ্র সূরার আলোচ্য বিষয়ের পর্যালোচনাও আমরা তুলে ধরছি ; যেন গোটা সূরার তাৎপর্য এক নজরেই চোখের সামনে এসে যায়।

গ. সূরার তাৎপর্যের পর্যালোচনা

১-৫. আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিটি অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকিদ। সম্মানিত মাস ও আল্লাহর যাবতীয় নিদর্শনকে রক্ষণাবেক্ষণ করার হেদায়াত। ইহরামের অবস্থায় শিকার করাও নাজায়েয। এমনকি অন্যের দ্বারা যুলুমের শিকার হওয়াও এ ব্যাপারে কোনো ওজর হতে পারে না যে, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অমর্যাদা করা হবে। সহযোগিতা কাম্য নেকী ও তাকওয়া-মূলক কাজ কর্মে, গোনাহ ও আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘনমূলক কার্যকলাপে নয়।

এ উম্মাতের জন্য পানাহারের দ্রব্যাদির মধ্যে যেগুলো হারাম তার বিস্তারিত বর্ণনা ও তার পরিপূর্ণ আলোচনা এবং এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, এক্ষণে তোমাদের কাউকে পরোয়া করার প্রয়োজন নেই। তোমাদের বিরুদ্ধাচারীরা তাদের দীন ও তোমাদের দীনের মধ্যে কোনো প্রকার সমঝোতা বা আপোষ হতে পারে তার কোনোই আশা করে না। আর এ আশাও করে না যে, তারা এ দীনকে পরাভূত করতে পারবে। এখন তো তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ তোমাদের প্রতি তার শরীআত নামক নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এক্ষণে তোমরা এককভাবে তাঁরই আনুগত্য কর এবং অন্যান্যদের উপেক্ষা কর।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী জন্তুর শিকার, আহলে কিতাবের খাদ্য দ্রব্য এবং আহলে কিতাবী নারীদের বিয়ে করার ব্যাপারে বিধান এবং এ সতর্ক বাণীও উচ্চারিত হয়েছে যে, যারা ঈমানের সাথে কুফরীকে একাত্ম করে নেবে তাদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

৬-৭. নামাযের জন্য অযুর হুকুম এবং ওযর ও নিরুপায় অবস্থায় তায়াম্মুমের অনুমতি। একই সাথে এ সতর্কবাণীও ঘোষিত হয়েছে যে, এই হুকুম ও এই বিশেষ সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তোমাদের পবিত্র করতে ও তোমাদের ওপর তাঁর শরীআত রূপ নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিতে চান। কাজেই তাঁর শোকরগুজারী করা তাঁর অনুগ্রহকে স্মরণ রাখা এবং سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا -এর স্বীকৃতি দান করে তোমরা স্বীয় রবের সাথে যে অঙ্গীকার করেছ তার ওপর মযবুতীর সাথে অটল থাকা তোমাদের কর্তব্য।

৮-১১. বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুদের অপতৎপরতা সত্ত্বেও হক ও ইনসাফের ওপর কায়েম থাকার নির্দেশ। আল্লাহর মাগফিতরাতের ওয়াদা তো তাদেরই জন্য অবধারিত, যারা ঈমান ও সৎকাজের ওপর অবিচল থাকবে। মুসলমানদের এটা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, শত্রুদের একটি দল তোমাদের পর্যুদস্ত করে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ্ই তাদেরকে অপ্রস্তুত করে দিলেন। কাজেই ভয় কর একমাত্র আল্লাহকে এবং ভরসা কর তাঁরই ওপর।

১২-১৩. বনী ইসরাঈলের সাথে অঙ্গীকারের বিষয় বর্ণনা, আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা যদি আল্লাহর দেয়া শরীআতের ওপর কায়েম থাকে তবে আল্লাহ্ তাদের সাথে থাকবেন। আর যদি তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাহলে তারা গোমরাহ্ ও আল্লাহর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। কিন্তু তারা উক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তার ফল এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তাদের ওপর লা'নত বর্ষণ করলেন।

১৪. নাসারাদের অঙ্গীকারের প্রসঙ্গ ; বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তারা তার একাংশ ভুলে গেল। যার ফলশ্রুতিতে কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের মধ্যে হিংসা ও মতভেদের আগুন প্রজ্বলিত হলো। আর আখেরাতেও তারা তার সাজা ভোগ করবে।

১৫-১৬. আহলে কিতাবের উদ্দেশ্যে দাওয়াত। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবী ও কুরআনের মাধ্যমে যে আলোর পথ তোমাদের দেখিয়েছেন তার যথাযথ সম্মান কর এবং অন্ধকারে হাঁতরে মরার পরিবর্তে শান্তির ও সরল সঠিক পথের দিকে এসো।

১৭-১৯. নাসারাদের উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা। অর্থাৎ তারা মসীহ্ আ.-কে খোদা বানিয়ে নিয়েছে আর ইহুদী ও নাসারা উভয়ের যে ধারণা মসীহ্ আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র এ ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ সতর্কবাণীও উচ্চারিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তার রাসূল প্রেরণ করে তার ওপর প্রমাণ চূড়ান্ত করে দিয়েছেন। এখন সকল দায়-দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে।

২০-২৬. বনী ইসরাঈলকে তাদের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। ইতিহাসের সেই ঘটনা যে, আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন। তাদেরকে নিশ্চিন্ত বিজয় ও সাহায্যের ওয়াদা সহকারে পবিত্র ভূমিতে দাখিল হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিল। নিজেদের মধ্যকার দৃঢ় সংকল্পধারী লোকদের সাহস ও প্রেরণা দান সত্ত্বেও নিজেদের নবীর হুকুম পালন করতে অস্বীকার করে বসলো। যার শাস্তি

www.pathagar.com

স্বরূপ তারা দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মরুময় প্রান্তরে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে থাকে। ফলে পবিত্র ভূমিতে দাখিল হবার সৌভাগ্য থেকেও তারা বঞ্চিত থাকে।

২৭-৩১. আদম আ.-এর দুই পুত্রের কাহিনী। এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, একজন আল্লাহভীরু মানুষ শত্রুর সর্বপ্রকার উপদ্রব, উৎপীড়ন সত্ত্বেও কিভাবে আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের ওপর অটল থাকে এবং একজন দুরাচারী মানুষ কিভাবে ভ্রান্ত আবেগ উচ্ছাসের নিকট পরাভূত হয় ও আপন ভাইকে পর্যন্ত হত্যা করে ফেলে ; উপরন্তু অপরাধের স্বীকৃতির পরিবর্তে তা গোপন করার প্রচেষ্টা চালায়।

৩২. মানব প্রকৃতির এহেন দুষ্কৃতিকে চিরতরে বন্ধ করার পন্থা আলোচনা । এ ঘৃণ্য চরিত্রের চির অবসানের লক্ষ্যে আল্লাহ বনী ইসরাঈলের জন্য এ আইন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একজনের হত্যাকারী সকলেরই হত্যাকারী এবং একজনের প্রাণ রক্ষাকারী সকলেরই প্রাণ রক্ষাকারী। অর্থাৎ হত্যা একটা সামষ্টিক অপরাধ এবং কারো জানের হেফাযত একটা সামষ্টিক হেফাযতের যিম্মাদারী বৈ নয়। কিন্তু বনী ইসরাঈল এ বিধানের সম্মান দান করেনি। বরঞ্চ স্বীয় রাসূলদের অত্যন্ত স্পষ্ট হেদায়াত ও সতর্ককারী সত্ত্বেও আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিতেই মেতে থাকে।

৩৩-৩৪. যারা চরম দুঃসাহসিকতা ও ঔদ্ধত্য সহকারে আল্লাহর আইন ভঙ্গ করার ও দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে তার বর্ণনা।

৩৫-৩৭. মুসলমানদের তাকিদ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমার ওপর কায়েম থাকবে। শরীআতের অনুসরণ করাকে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উসীলা বানাবে এবং উক্ত শরীআতকে প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বক্ষণিক তাৎপর্যতায় নিয়োজিত থাকবে। আল্লাহর শাস্তি থেকে নাজাত লাভের এটাই হচ্ছে পন্থা। এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই উপকারী ও কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে না।

৩৮-৪০. চুরির শাস্তি হাত কেটে ফেলা। এ ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত আনুকূল্য প্রদর্শন শাস্তি কার্যকর করাকে তাকিদ ও সতর্কীকরণ বিষয়ে আলোকপাত। সতর্কবাণী এসেছে যে, আল্লাহর আইন থেকে পলায়নকারীদের আখেরাতে রক্ষা করার কেউ থাকবে না।

৪১-৪৫. মুনাফিক ও ইহুদীরা নবী স.-এর আদালত থেকে পশ্চাদপসরণ করার জন্য যেসব প্রতারণা ও অপকর্ম করে বেড়াতো তার বর্ণনা। তাদের এসব অপকর্মের পেছনে যেসব উদ্দীপক বিষয়াদি সক্রিয় ছিল তার মুখোশ উন্মোচন। মহানবী স.-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আপনি এদের অপতৎপরতায় দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হবেন না। এরা যত যাই করুক না কেন, আপনি যখন তাদের ব্যাপারে বিচার ফায়সালা করবেন। ঠিক ইনসাফ মোতাবেকই করবেন। ইহুদীদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে যে, তাদের কি দুর্ভাগ্য! তাদেরকে যে কিতাবের সাক্ষ্যদাতা ও আমানতদার বানানো হয়েছে তার সুস্পষ্ট বিধান মোতাবেক নিজেদের মামলা মোকদ্দমার ফায়সালা করার পরিবর্তে তারা তা থেকে পশ্চাদপসরণ করে চলেছে।

www.pathagar.com

৪৬-৪৭. নাসারাদের প্রতিও নির্দেশ ছিল, তারা যেন যাবতীয় মোকদ্দমার ফায়সালা ইঞ্জীল মোতাবেক করে। আর যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা সাব্যস্ত হবে নাফরমান ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হিসেবে—এ সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে তাদের ব্যাপারে।

৪৮-৫০. মহানবী স.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, কুরআন সর্বপ্রকার মতভেদ মতবিরোধের মধ্যে অকাট্য মীমাংসাকারী বাণীরূপে নাযিল হয়েছে। পূর্ববর্তী সকল সহীফার জন্য এটাই বর্তমানে মানদণ্ড। আহলে কিতাবের বিদআতসমূহের কোনো পরোয়া আপনি করবেন না। প্রত্যেক ব্যাপারে ফায়সালা এরই আলোকে করবেন। এ কিতাবীরা তাদের বিদআতগুলোকে বর্জন করতে না চাইলে তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন। তাদের ফায়সালা হবে কিয়ামতের দিন। সাবধান থাকবেন, এরা যেন আপনাকে তাদের বিদআত ও কামনা-বাসনার দিকে ধাবিত করতে না পারে।

৫১-৫৬. মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, ইহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধু বানাবে না। যারা তাদের বন্ধু বানাবে তারা তাদেরই মধ্যেই গণ্য হবে। মুনাফিকদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস। তারা ভয় পাচ্ছে যে, ইহুদী ও নাসারাদের সাথে প্রকাশ্যে সম্পর্ক খারাপ করলে এবং কালই তাদের পাল্লা ভারী হলে তাদের কি উপায় হবে ? অথচ তাদের এটা ভাবা উচিত ছিল যে, ইসলামের বিজয়ের পর তাদের সমস্ত জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেলে তাদের কি উপায় হবে ? মুনাফিকদের হুমকি দেয়া হয়েছে যে, এরা মোরতাদ হয়ে যেতে চাইলে হয়ে যাক ; এতে আল্লাহর কোনো পরোয়া নেই। আল্লাহ ইসলামকে সহায়তাকল্পে এমন সব লোকদের উত্থান ঘটাবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং যারা ভালবাসবে আল্লাহকে।

৫৭-৬৬. মুনাফিকদের বদতমিজীর ওপর ভর্ৎসনা। অর্থাৎ তারা ঐ ইহুদীদেরকে নিজেদের বন্ধু বানায় যারা নিজেদের সভা-সম্মেলনে ইসলাম ও তার নিদর্শনাবলীর বিদ্রূপ করে থাকে। ইহুদীদের তিরস্কার করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট যে সর্বাধিক করুন ও অশুভ পরিণাম তাদের ভাগ্যে জুটবে আখেরাতে বাস্তবতার নিরিখে তারা তা জানবে। ইহুদীদের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি এবং তাদের উলামাদের অনুভূতিহীনতা ও আত্মমর্যাদাহীনতার প্রতি ইশারা। মহান আল্লাহর প্রতি ইহুদীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তার জবাব। ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, হিংসার আতিশয্যে ইহুদীরা লাগাতার যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তাদের কোনো চক্রান্তকেই সফলকাম হতে দেবেন না। আহলে কিতাবকে তিরস্কার করা হয়েছে এটা তাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, তারা ইসলামকে নিজেদের জন্য বিপদ ও বিভীষিকা মনে করেছে। তারা যদি ইসলাম কবুল করতো, তাহলে প্রকৃত প্রস্তাবে তারা তওরাত ও ইঞ্জিলকেই কায়েম করতো। তাদের জন্য খুলে যেত দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কামিয়াবী ও সফলতার দ্বারসমূহ। কিন্তু তাদের মধ্যে ন্যায়পন্থী খুব অল্পই বেরিয়েছে ; অধিকাংশই মন্দ ও অসৎপ্রবণ।

৬৭-৭১. নবী স.-কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, আপনি সম্পূর্ণ নির্ভয়ে আহলে কিতাবের নিকট হকের দাওয়াত পৌঁছে দিন। তাদের বলে দিন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা

www.pathagar.com

তাওরাত, ইঞ্জিল ও এ কুরআনের বিধান কায়েম না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কোনো মর্যাদার প্রশ্নই আসে না। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তো কেবল তাদেরই হাসিল হবে যারা ঈমান ও আমলের সাথে সম্পর্ক গড়বে। ইহুদীদের ইতিহাসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়ার পর আল্লাহ্ ঐ অঙ্গীকারের নবায়নের জন্য বরাবর রাসূল প্রেরণ করেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, তারা তাদের প্রবৃত্তিরই গোলামী করতে থাকে। রাসূলদের একদলকে তারা প্রত্যাখ্যান করল আর কতককে হত্যা করলো। আল্লাহ তাদেরকে যে ঢিল দিলেন এতে তারা মনে করে নিলো, অতপর আর কোনো পাকড়াও করা হবে না এবং তারা রীতিমত চোখে ঠুলি ও কানে তুলো দিয়ে রইলো।

৭২-৭৭. নাসারাদের কুফরীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে, তারা মসীহ আ.-এর শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত, ঈসার ওপর খোদায়ী ভর করার আকীদা ও তিন খোদার আকীদা আবিষ্কার করলো। হযরত মসীহ আ. ও তার মাতার প্রকৃত মর্যাদার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নাসারাদের সতর্ক করা হয়েছে যে, একটি গোমরাহ কওমের উদ্ভাবিত বিদআতসমূহের অনুসরণ করতে যেয়ে তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের কবলে নিপতিত করেছে।

৭৮-৮৬. বনী ইসরাঈলের ওপর হযরত দাউদ আ. ও হযরত মসীহ আ.-এর লা'নতের উদ্ধৃতি। কুফরীর সাথে হৃদ্যতা ও ইসলামের সাথে শত্রুতার আতিশয্যে মক্কার মুশরিকদের সাথে পর্যন্ত তাদের বন্ধুত্ব করার প্রতি ইশারা। ইসলামের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে ইহুদী, মুশরিক, কুরাইশ ও নাসারাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্যের বর্ণনা, হকপন্থী নাসারাদের সত্যপ্রীতি ও ইসলামের প্রতি মুহব্বত ও ভালবাসার সৌন্দর্য বর্ণনা।

৮৭-১০৫. সূরার শুরুতে বর্ণিত হালাল-হারাম বিষয়ক কতিপয় দিকের বিশ্লেষণ এবং সেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলীর জবাব। আল্লাহ যেসব জিনিসকে মোবাহ করে দিয়েছেন, মনগড়াভাবে তা হারাম সাব্যস্ত করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চুক্তি ও অঙ্গীকারের সম্মান রক্ষা করার দিক থেকে কসমের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার তাকিদ ও ইচ্ছাকৃত কসম ভঙ্গের কাফফারার বর্ণনা, মাদক, জুয়া এবং প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীরের চূড়ান্ত নিষিদ্ধ করণের ঘোষণা। শরাব ও মাদকের শরঈ ও সামাজিক অনিষ্টকারিতা। যারা পর্যায়ক্রমে হালাল ও হারাম করণের ব্যাপারে আল্লাহর বিধানের সম্মান করে এসেছে তাদের অতীত গোনাহের জন্য পাকড়াও করা হবে না। ইহ্রামের অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ করণের বিষয়টি একটি কঠিন পরীক্ষা। তাই এ ব্যাপারে সচেতন থাকার হেদায়াত, আর ভুল হয়ে গেলে তার কাফফারার নিয়ম এবং এ নিষিদ্ধকরণের মধ্যে যে সীমা পর্যন্ত অব্যাহতি রয়েছে তার বর্ণনা। কা'বা ঘর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল নিদর্শনাদির লাগাতার সম্মান রক্ষা করে চলার তাকিদ। এ বিষয়ে সাবধান বাণী যে, হেদায়াত পৌঁছে দেয়াই ছিল রাসূলের কাজ। তিনি পৌঁছে দেয়ার কাজ সম্পন্ন করেছেন, এখন সার্বিক দায়-দায়িত্ব লোকদের নিজেদেরই। অন্যায় ও পাপকাজের আধিক্য অন্যায়ের বৈধতার দলিল হতে পারে না। তাই অন্যায় থেকে বেঁচে থাকাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা ও সফলতার পথ। অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা নিষেধ, এতে করে ইহুদীরা যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার প্রতি ইশারা। হালাল ও হারাম করণের সাথে সংশ্লিষ্ট কুরাইশদের কতক বিদআতের বিবরণ এবং তাদের পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুকরণের

www.pathagar.com

ওপর তিরস্কার মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যারা শ্রবণ করে না তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও।

১০৬-১০৮. সত্যের সাক্ষ্য এবং অঙ্গীকার ও শপথের সুরক্ষার দিক থেকে সফরাবস্থায় অসিয়ত ও তৎসংশ্লিষ্ট সাক্ষ্যদানের নিয়ম-পদ্ধতি আর এ ব্যাপারে কোনোরূপ সংশয় সন্দেহের সৃষ্ট হলে তার প্রতিবিধানের পদ্ধতি।

১০৯-১২০. সূরার সমাপ্তিপর্ব-কিয়ামতের দিন আম্বিয়ায়ে কেরাম নিজ নিজ উম্মাতের ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করবেন। তারা সাক্ষ্য দেবেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা লোকদেরকে কি জানিয়েছেন ও শিখিয়েছেন এবং লোকদের কাছ থেকে কোন্‌সব কাজ করার ও কোনসব কাজ না করার অঙ্গীকার ও স্বীকৃতি আদায় করেছেন। যাতে করে প্রত্যেক উম্মাতের ওপর প্রমাণ কায়েম হতে পারে। অর্থাৎ যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তার দায়ভার সর্বতোভাবে তাকেই বহন করতে হবে। আল্লাহর রাসূল তার থেকে দায়মুক্ত। এ সাক্ষ্যদানের ধরন স্পষ্ট করার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ঈসা আ.-এর সাক্ষ্যদানের বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। যাতে করে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্ তাঁর নবীদের ও রাসূলদের ওপর সত্যের সাক্ষ্যদানের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তারা সে ব্যাপারে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবেন। তাদের মাধ্যমে উম্মাতরা ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির ওপর কায়েম থাকা ও সত্যের সাক্ষ্যদান করার যে অঙ্গীকার আল্লাহর সাথে করেছে তজ্জন্য জিজ্ঞাসিত হবে। আখেরাতের সাফল্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টি তারাই হাসিল করতে সক্ষম হবে যারা উক্ত অঙ্গীকারের হক আদায়কারী বলে প্রমাণিত হবে।

এ তাৎপর্য সূচীর ওপর ভাসা ভাসা একটা নজর বুলালেও সূরার বিষয়বস্তুর সাথে এর সকল অংশের সম্পর্ক ও সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হবে। এবারে আমরা আল্লাহর তাওফীক ও তার পথনির্দেশের ওপর ভরসা করে সূরার তাফসীর শুরু করতে যাচ্ছি।

❐

www.pathagar.com

রুকূ'-১৬ | **৫. সূরা আল মায়িদাহ-মাদানী** | আয়াত-১২০

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ○

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ
وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ
وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ
ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ
ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ
ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ
ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى
وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾ يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ

www.pathagar.com

لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ
اللّٰهُ ۡ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ④ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ وَطَعَامُ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۡ وَالْمُحْصَنٰتُ
مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ
اَخْدَانٍ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ
مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ⑤

১. হে ঈমানদার বান্দারা! তোমরা পূর্ণ করবে সর্ব প্রকার ওয়াদা-অঙ্গীকার। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী ; তবে সেসব জন্তু ছাড়া যার বিবরণ একটু পরেই তোমাদের পাঠ করে শোনানো হচ্ছে। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকার করাকে হালাল মনে করবে না। অবশ্য আল্লাহ যা চান, সে আদেশই তিনি জারী করেন।

২. হে মু'মিন বান্দারা! তোমরা অসম্মান করো না। আল্লাহর নিদর্শনসমূহের, সম্মানিত মাসগুলোর, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর গলায় পট্টি বাধা, বিশেষভাবে চিহ্নিত পশুর এবং স্বীয় রবের অনুগ্রহ ও সন্তোষলাভের প্রত্যাশী বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানাকারীদের। ইহরামের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অবশ্য তোমরা শিকার করতে পার। মসজিদে হারামে তোমাদের প্রবেশে বাধা দেয়ার দরুন কোনো কওমের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের কখনো সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করবে। কিন্তু গোনাহের কাজে ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করবে না। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলো ; আল্লাহ তো শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শুকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত প্রাণী, শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, উচ্চস্থান

থেকে পরে যাওয়ার কারণে মৃত জন্তু, শিংয়ের আঘাতে মৃত্যু জন্তু, হিংস্র জানোয়ারে ভক্ষণ করা জন্তু—তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছো তা ছাড়া, যা পূজার বেদিতে বলি দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা ; এসবই হচ্ছে আল্লাহদ্রোহিতা। আজ কাফিররা তোমাদের দীনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছে। কাজেই তোমরা তাদের ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকেই মনোনীত করলাম। অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয়ে এর মধ্য থেকে কোনো জিনিস খেয়ে নেয়—কিন্তু কোনো গোনাহের দিকে ঝুঁকে পড়তে না চায়। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ গোনাহ মাফকারী ও রহমত দানকারী।

৪. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কি কি জিনিস তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমস্ত ভাল ও পবিত্র জিনিস এবং যেসব শিকারী পশু-পাখীকে তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছো শিকারের জন্য যেভাবে আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্য ধরে আনে, তা খাবে। অবশ্য তার ওপর আল্লাহর নাম নেবে, আর আল্লাহকে ভয় করে চলবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৫. আজ তোমাদের জন্য হালাল করা হলো সমস্ত পাক জিনিস। আহলে কিতাবের খাদ্য দ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্য দ্রব্য তাদের জন্য হালাল। সতী-সাধ্বী মু'মিন নারী এবং তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের সতী সাধ্বী নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে দেবে স্ত্রীর মর্যাদায় গ্রহণ করার জন্য। প্রকাশ্য ব্যভিচারে কিংবা গোপন প্রেমিকা গ্রহণ করার জন্য নয়। আর যে কেউ ঈমানের সাথে সাথে কুফরী করবে তার কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হবে এবং আখেরাতে সে দেউলিয়া হবে।

১. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ط اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ○

www.pathagar.com

عقد শব্দের অর্থ ও তার ব্যাপকতা

أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ : শব্দটির ব্যবহার চুক্তি ও অঙ্গীকারের প্রতিশব্দ হিসেবে সাধারণভাবে এসে থাকে। এতে পারস্পরিক চুক্তি ও সন্ধি, শপথ ও কোনো ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পালন থেকে শুরু করে ঐ চুক্তি ও অঙ্গীকার পর্যন্ত—যা আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে—সবই এসে গিয়েছে। তাই তো এ সূরাতে শরঈ অঙ্গীকারের পুরো ইতিহাস ও তার সার্বিক ফলাফল ও পরিণাম পরিণতি সহকারে বর্ণিত হয়েছে। কসম ও সাক্ষ্যদানের দায়-দায়িত্বও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

بهيمة ও الانعام-এর মধ্যে পার্থক্য

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ : انعام। শব্দটি আরবীতে ছাগল, ভেড়া, উট ও ষাড়, গাভীর জন্য প্রসিদ্ধ। খোদ কুরআনেই সূরা আন'আমের ১৪৩, ১৪৪ নম্বর আয়াতে তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। بهيمة শব্দটি তদপেক্ষা সাধারণ। এতে আন'আমের শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুও শামিল রয়েছে। انعام। শব্দের প্রতি بهيمة শব্দের اضافت। দ্বারা এ অর্থ সৃষ্টি হয় যে, উট, গরু, ছাগল এবং এ জাতীয় যত চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে। চাই তা গৃহপালিত হোক কিংবা বন্য শ্রেণীর—তোমাদের জন্য জায়েয সাব্যস্ত করা হলো। "জায়েয সাব্যস্ত করা হলো" মানে তোমরা তোমাদের ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে যেসব বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নিয়েছো তা বিলুপ্ত হলো। তাছাড়া পূর্ববর্তী সহীফাগুলোর বর্ণনা ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আরোপিত কড়াকড়িও নিঃশেষিত হলো।

إِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ : পরবর্তী ৩ নম্বর আয়াতে যেসব জিনিস হারাম বলে ঘোষণা করা হতে যাচ্ছে—তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারের নিষিদ্ধতা ও তার গুরুত্ব

غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ : যেসব বিষয় হারাম ঘোষণা করা হতে যাচ্ছে, এটি হচ্ছে তন্মধ্যে প্রথম। অর্থাৎ 'আনআম' শ্রেণীভুক্ত সকল চতুষ্পদ জন্তু চাই তা গৃহপালিত হোক কিংবা বন্য—তোমাদের জন্য জায়েয—তবে শর্ত এই যে, ইহরামরত অবস্থায় তোমরা ওগুলোর শিকারকে জায়েয করে নেবে না যেন। এ ব্যাপারে চলমান বর্ণনাভঙ্গীও সর্বাগ্রে তার উল্লেখ করার দ্বারা এর সবিশেষ গুরুত্বই প্রকাশ পাচ্ছে। বিষয়টিকে বুঝাবার জন্য কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

আমরা ওপরে সূরার প্রাথমিক আলোচনায় ইঙ্গিত দিয়েছি যে, এতে যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে তা পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতা পর্যায়ের। একই সাথে তাতে পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের দিকটিও রয়েছে প্রোজ্জ্বল। এসব দিকের বিবেচনায়ই এ সূরাটিকে سورة الميثاق। তথা অঙ্গীকারের সূরা নামে অভিহিত করা মানানসই সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়ার মানে তো একদিকে এই যে, পূর্ণাঙ্গ শরীআতেরই পাবন্দী করার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। অপরদিকে এই যে, ওসব বিষয়ের ব্যাপারে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে

www.pathagar.com

যা অন্যান্য জাতি সম্প্রদায়ের জন্য পদস্খলনের কারণ ঘটেছিল। এখানে চিন্তা করে দেখলে জানা যাবে যে দুটো দিকই এখানে বিবেচ্য।

পানাহারের বিষয়াদিতে এখানে যে হালাল ও হারাম হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনা এসেছে তা সর্বতোভাবে শেষ পর্যায়ের। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে অনেক বিধান সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। বরঞ্চ সূরা আল বাকারা অপেক্ষা অনেক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে সূরা আনআমে। বলাবাহুল্য, সূরা আল আনআম মক্কী সূরাগুলোরই একটি।[১] কেবলমাত্র কিছু ছোটখাট মাসআলা ও বিবরণ বাকী ছিল। যা এ সূরাতেই বিবৃত হলো। অতপর এ অধ্যায়টি যেন একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেল। এ সত্যটি পরবর্তী আয়াতগুলো থেকে স্বতঃই এরূপ স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কোনো প্রকার প্রমাণের অপেক্ষা থাকবে না।

পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ করলে প্রতীয়মান হবে যে, ইহুদীদেরকে শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ইহরামের অবস্থায় শিকারের নিষিদ্ধতার ব্যাপারটিও উপরোক্ত নির্দেশের সাথে সর্বতোভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু তারা ঐ অঙ্গীকারকে রক্ষা করতে পারেনি। বরঞ্চ নানা প্রকার বাহানার ছদ্মাবরণে তারা এটাকে জায়েয বানিয়ে নেয়। যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ তাদের ওপর লা'নত বর্ষণ করেন। শনিবার সম্পর্কিত হুকুমের সাথে এর সাদৃশ্যের বিষয়টি খোদ কুরআন এ সূরাতেই পরবর্তী ৯৩-৯৬ আয়াতে ব্যক্ত করে দিয়েছে।

আয়াতের তাৎপর্য দাঁড়াল এই যে, হে ঈমানদাররা! স্বীয় রবের সাথে এ শরীআতের পাবন্দী করার যে ওয়াদা তোমরা করেছ তা অবশ্যি পূর্ণ করবে। তোমাদের জন্য কিছু শর্তসাপেক্ষে আনআম শ্রেণীভুক্ত সর্বপ্রকার চতুষ্পদ জন্তু হালাল সাব্যস্ত করা হলো। শর্ত এই যে, ইহরামের অবস্থায় তোমরা শিকার করতে পারবে না। আর কিছু সংখ্যক প্রাণী অবশ্য হালাল নয়—যেগুলোর বর্ণনা একটু পরেই আসছে। শেষে বলা হয়েছে—إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ বস্তুত একথা বলে এ নির্দেশের পরীক্ষা সংক্রান্ত দিকটির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ এ নির্দেশ মূলত তোমাদের বিশ্বস্ততা যাচাই-বাছাই করার জন্যই। এতে খুঁত বের করার ও তা থেকে পালাবার পথ তালাশ করবে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হুকুম দেন। তাঁর আহকাম ও বিধি-বিধানের নিরংকুশ ও অবিমিশ্র আনুগত্যের মাঝেই রয়েছে তার বান্দাদের জন্য বরকত ও কল্যাণ। এ বিষয়টি এখানে বিবেচ্য যে, যে বিধান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাতে বান্দার মুক্তি ও কল্যাণের দিকটি উহ্য থাকে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এ আকীদা অন্তরে অত্যন্ত মযবুত ও জোরদার না হবে যে, আল্লাহর সর্বময় হুকুমদানের নিরংকুশ ক্ষমতা ইখতিয়ার রয়েছে এবং প্রতিটি হুকুম বান্দার কল্যাণের জন্যই প্রদত্ত হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার বিশ্বস্ততা সহকারে তার অনুসৃতি সম্ভবপর নয়।

আয়াত ঃ ২

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا

১. দেখুন সূরা আল বাকারা ১৭৩ আয়াত ও সূরা আল আনআম ১৪৩-১৪৪ আয়াত।

www.pathagar.com

الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

নিদর্শনাবলীর সম্মান বজায় রাখা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন উভয় দিক থেকেই কাম্য

لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ঃ সূরা আল বাকারার ১৫৮ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে شَعَائِرَ -এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। شَعَائِرَ اللَّه কোনো গুরুত্বপূর্ণ দীনি ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ধারক ও প্রতীক। এগুলোর বাহ্যিক আবরণের অভ্যন্তরে যে অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ও অন্তর্গত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তাই হচ্ছে এসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কারণ ঐসব তাৎপর্যের অনুভূতি ও ব্যঞ্জনা প্রদান করার জন্যই ওগুলোকে নিশান বা চিহ্নরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহ কর্তৃক। এজন্য এগুলোর বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়ের একই রকম সম্মান কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত। নিদর্শনাবলীর সম্মান করার যে আদব ও শর্তাবলী নির্ধারিত রয়েছে তার বিরুদ্ধাচরণ করার কিংবা যেসব জিনিস বা যেসব বিষয় ওগুলোর ব্যাপারে হারাম তা জায়েয করে নেবার কোনো অধিকার কারো নেই। যেমন চারটি সম্মানিত মাস —যিলকদ, যিলহজ্জ, মহররম ও রজব— এ চারটি মাস হজ্জ ও উমরার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় সম্মানিত ঘোষণা করা হয়েছে। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ। কোনো দল এ সময়ে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটালে তার মানে এই দাঁড়াবে যে, তারা এ সম্মানিত মাসগুলোকে নিজেদের জন্য জায়েয করে নিয়েছে এবং এগুলোর অসম্মান করেছে।

قَلَائِدَ ও هَدْيَ -এর অর্থ

هَدْيَ বলা হয় কুরবানীর জন্তুকে—যেগুলোকে উপঢৌকন স্বরূপ আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য বায়তুল্লায় নিয়ে যাওয়া হয়। قَلَائِدَ শব্দটি قِلَادَةٌ এর বহুবচন— যার মানে পট্টি। مضاف টি محذوف বা উহ্য রয়েছে অর্থাৎ ذوات القلائد অর্থাৎ কুরবানী ও মানত ইত্যাদির ঐসব পশু যেগুলোকে বিশেষভাবে পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে, যেন সেগুলোকে চিনতে পারা যায়। কেউ যেন সেগুলোকে উত্যক্ত না করে। هدى শব্দের পরে قَلَائِدَ শব্দের উল্লেখ দ্বারা সাধারণের পরে বিশেষের মর্যাদা রাখে। আর এদ্বারা উদ্দেশ্য উত্যক্ত বা বাধা প্রদান করা যে অতিশয় গুরুতর তা স্পষ্ট করে তোলা। অর্থাৎ যেসব পশুর গলদেশে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিবেদিত করণের পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে সেগুলোর ওপর হামলা করা ঠিক যেন আল্লাহর গলদেশে হামলা করার শামিল। তদ্রূপ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ এর সাথে يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا এর صفت জুড়ে দেয়া হয়েছে উক্ত

www.pathagar.com

নিষিদ্ধতাকে অধিকতর জোরদার করার উদ্দেশ্যেই। অর্থাৎ আল্লাহর যেসব বান্দা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির লক্ষে বাড়ি থেকে বের হয়েছে তাদের ক্ষতি করার অপচেষ্টা স্বয়ং আল্লাহকে উত্যক্ত করার সমার্থক।

শত্রুর শত্রুতাও নিদর্শনাবলীর অসম্মান করার বৈধতার দলীল নয়

شَنَاٰنُ ؛ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ الاية শব্দের মানে বিদ্বেষ ও শত্রুতা। আর لَا يَجْرِمَنَّكُمْ -এর অর্থ তোমাদের কারণ ও উদ্দীপক যেন না হয়, তোমাদেরকে যেন প্রস্তুত না করে। قَوْمٍ বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে কুরাইশদেরকে। আর اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ। হচ্ছে উক্ত বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণের বিবৃতি। অর্থাৎ কুরাইশরা তোমাদেরকে বায়তুল্লাহ থেকে বাধা প্রদান করে যদিও গুরুতর বাড়াবাড়ি করেছে ; তথাপি এর দুঃখ ও ক্ষোভও যেন আল্লাহর নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর সীমা লংঘনে প্ররোচিত না করে। আর তোমরা তাদের হজ্জ গমনেচ্ছুক কাফেলাকে বা তাদের নযর-নিয়াযের জন্তুসমূহকে কোনোরূপ আঘাত করবে না।

অন্যদের প্ররোচনায় আল্লাহর সীমালংঘন করাও গোনাহর কাজে সহযোগিতা

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى الاية ؛ এটা প্রথমোক্ত কথাটির ওপরই অপর একটি দিক থেকে তাকিদ বৈ নয়। অর্থাৎ যে দলকে আল্লাহ দুনিয়ায় নেকী ও তাকওয়া কায়েম করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন তার জন্য এটা কিছুতেই শোভন নয় যে, তারা অন্যদের বাড়াবাড়িতে অগ্নিশর্মা হয়ে ঠিক তাদেরই মত বাড়াবাড়ি করতে শুরু করবে। তারা এরূপ করলে তার স্পষ্ট অর্থ এটাই দাঁড়াবে যে, তারা গোনাহ ও বাড়াবাড়ির কাজে সহযোগিতা করেছে ; দুষ্কৃতকারীরা দুষ্কৃতি ও অপকর্মের যে ভিত্তি স্থাপন করেছে তার ওপর তারাও যেন কতক অপকর্মের যোগান দিয়েছে। অথচ নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করাই ছিল তাদের কাজ।[১]

অংশগুলো বুঝে নেয়ার পর আয়াতের সামষ্টিক রচনা কৌশল ও তাৎপর্যের ওপর পুনরায় একবার নজর বুলিয়ে নিন।

পূর্বোক্ত আয়াতে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, এটা ইহরামের পবিত্রতা ও সম্ভ্রম এবং তার দরবেশ সুলভ মেজাজের পরিপন্থী ; উপরন্তু আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শনের প্রতি অসম্মান বৈ নয়, এক্ষণে

১. এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে যে জিনিস থেকে বাধা প্রদান করা হচ্ছে তা এই যে, অন্যের ক্রিয়াকলাপে প্ররোচিত হয়ে কোনো মুসলমানও যেন এরূপ কোনো ধ্বংসাত্মক কাজ করে না বসে যা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী। অবশ্য মুসলমানরা নিজেদের সুরক্ষা ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নিরুপায় হয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা এর থেকে স্বতন্ত্র। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ সম্মানিত মাসসমূহে এমনকি মূল হেরেমেও করা বিধিসম্মত। সূরা আল বাকারায় এ আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এরই সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর যাবতীয় নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথমে সামগ্রিকভাবে ও পরে কতিপয় বিশেষ নিদর্শনের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। অতপর শিকারের নিষিদ্ধতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এটা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এর সম্পর্ক স্রেফ ইহরামরত অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। ইহরাম থেকে বের হয়ে আসার পর এ নিষেধাজ্ঞা রহিত ও অকার্যকর হয়ে যাবে।

এরপর উক্ত প্ররোচনা জনিত কারণের উল্লেখ করা হয়েছে—যা ঐ সময় একেবারে তরতাজা বর্তমান ছিল। আশংকা ছিল যে, মুসলমানরা ঐ পরিস্থিতির নিকট পরাভব মেনে এমন কোনো কর্মকাণ্ডের অবতারণা করে বসবে যা কিনা আল্লাহর নিদর্শনাদির সম্মানের পরিপন্থী। কুরাইশরা তাদেরকে বায়তুল্লাহর হজ্জ ও যিয়ারত থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। বিষয়টি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও ধৈর্যের পরীক্ষা বৈ নয়। আর এদিকে মুসলমানরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছিল। ফলে বিশেষ আশংকা ছিল উক্ত চুক্তির সম্মান বজায় রাখার ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে যে কোনো প্রকার ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ পাবার। এ প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে পদস্খলন থেকে সাবধান করে দেয়াই ছিল পরিস্থিতির অনিবার্য দাবী। অর্থাৎ অন্যরা যত বা যে কোনো বাড়াবাড়িই করুক না কেন, তাদের উক্ত বাড়াবাড়ি মুসলমানদের পক্ষে কোনোরূপ বাড়াবাড়ির বৈধতা দান করতে পারে না। দুনিয়ায় তাদের উত্থানই হয়েছে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সম্মান কায়েম ও উচ্চকিত করা এবং নেকী ও তাকওয়ার পতাকা উড্ডীন করে তোলার জন্য। তাই যতক্ষণ নিজেদের জীবন রক্ষার প্রয়োজন বাধ্য না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্রেফ ভাবাবেগের আতিশয্যে পরাস্ত হয়ে নেকী ও তাকওয়ার পরিপন্থী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাদের জন্য জায়েয নয়। অতপর এ সূক্ষ্ম বিষয়টি বিবৃত হয়েছে যে, অন্যদের ভ্রান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদেরই অনুরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করা যাবে না। করলে তা হবে মূলত তাদের দ্বারা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত পাপানুষ্ঠানে তাদের সাথে সহযোগিতারই নামান্তর। আর এটা ঈমানদারদের সম্মান-মর্যাদার অনুকূল কিছুতেই নয়। নেকী ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করাই হচ্ছে ঈমানদারদের জন্য শোভন ও তাদের মর্যাদার অনুকূল। শত্রুদের দ্বারাও যদি কোনো প্রকার নেকীর কাজ হয়, তবে তাতে প্রতিবন্ধক হবার পরিবর্তে তাদের উৎসাহদানে এগিয়ে আসাই তাদের কর্তব্য। শেষ দিকে شَدِيْدُ الْعِقَابِ -এর উদ্ধৃতি দানের উদ্দেশ্য—মুসলমানদেরকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দেয়া। এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া যে, কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। নচেৎ স্মরণ রেখো, যে মহান আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ওয়াদা অঙ্গীকারের ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। তাঁর দরবারে অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রতিফল ও প্রতিশোধও অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন।

আয়াত ঃ ৩

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ

وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ قف وَمَا ذُبِحَ عَلَى

www.pathagar.com

النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ط ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ط اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ لا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

مَيْتَةٌ-এর বিস্তারিত বিবরণ

مَيْتَةٌ، دَمٌ، لَحْمُ خِنْزِيْرٍ ও مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ এর আলোচনা সূরা আল বাকারার ১৭৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

مُنْخَنِقَةٌ বলা হয় ঐ জন্তুকে, যা শ্বাসরোধ জনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছে।

مَوْقُوْذَةٌ বলা হয় ঐ প্রাণীকে যেটি আঘাত জনিত কারণে মৃত্যুবরণ করে। যেমন কোনো জন্তুর ওপর দেয়াল ভেঙ্গে পতিত হলো কিংবা কোনো ট্রাকের নিচে জন্তুটি পড়ে গেল।

مُتَرَدِّيَةٌ বলা হয় ঐ প্রাণীকে যেটি ওপর থেকে নিচে পতিত হয়ে মারা যায়।

نَطِيْحَةٌ বলা হয় ঐ প্রাণীকে যা অন্য কোনো জন্তুর শিংয়ের আঘাতে যখমপ্রাপ্ত হয়ে মারা যায়।

مَا اَكَلَ السَّبُعُ যে প্রাণীকে কোনো হিংস্র জন্তু ছিন্ন-ভিন্ন করে খেয়েছে।

উপরোক্ত পাঁচটি জিনিসের উল্লেখ মূলত مَيْتَةٌ-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। আর এ বিবরণের দ্বারা যেন ঐ হুকুমের পূর্ণতা বিধান করা হয়েছে যা ইতোপূর্বে সূরা আল বাকারা ও সূরা আনআমে বিবৃত হয়েছিল। এ বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন এজন্য ছিল যে, কারো কারো মনে এ সন্দেহে-উদ্রেক হতে পারত যে, মৃত জন্তু স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং যে প্রাণী কোনো আঘাত কিংবা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অকস্মাৎ মারা গিয়েছে—এতদুভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই দেখা যায়, এ যুগেও কেউ কেউ এ সন্দেহ করে থাকেন। বরং অনেকে তো এটাকেই বাহানা স্বরূপ খাড়া করে ঘাড় মোঁচড়ানো মুরগীকেও জায়েয বানিয়ে নিয়েছে। এ বিবরণের দ্বারা কুরআন উক্ত সন্দেহ দূরীভূত করে দিয়েছে।

বেদী ও মাযারে কুরবানী করা নিষিদ্ধ

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ঃ نُصُب বলা হয় বেদী বা বলিদানের জায়গাকে। আরবে এ জাতীয় অসংখ্য বেদী বা বলিদানের জায়গা ছিল ; যেখানে দেব, দেবী-প্রতিমা ও জিনদের সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করা হতো। কুরআন এ জাতীয় যবেহকেও হারাম ঘোষণা করেছে। কুরআনের ভাষা থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কেবলমাত্র

www.pathagar.com

দেব-দেবীর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বেদীতে যবেহ করার ইচ্ছার দরুনই সৃষ্টি হয়ে যায়। এ বিষয়ে প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই যে, এগুলোর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে কি হয়নি কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে কিনা ? আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়ার জন্যই যদি এগুলোর হারাম হওয়া সাব্যস্ত হতো তাহলে এগুলোকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়তো না; ওপরে যে وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ-এর উল্লেখ করা হয়েছে, তা-ই যথেষ্ট ছিল। আমাদের মতে এ হুকুমের আওতায় ঐসব কুরবানীও শামিল, যা মাযার ও কবরসমূহের উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়ে থাকে। ওসব কুরবানীর ক্ষেত্রে মাযারবাসী ও কবরবাসীর সন্তুষ্টিই হয়ে থাকে লক্ষ। যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হোক কিংবা মাযার ও কুরবানীর নাম তাতে কিছু এসে যায় না। নামের জন্যই হারাম হবে—ব্যাপার তা নয়, স্থান ও গুণগত বিচারেই হারাম সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

اِسْتِقْسَام بِالْاَزْلَامِ-এর ধরন

وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؛ اِسْتِقْسَامٌ শব্দের অর্থ ঃ অংশ, কিসমত বা ভাগ্য নির্ধারণ করা। اَزْلَام বলা হয় জুয়া বা ফাল নির্ধারণী তীরকে। আরব দেশে তখন ফাল নির্ধারণী তীরের প্রচলন ছিল। যদ্বারা তারা তাদের ধারণা মতে অদৃশ্যের ফায়সালা জেনে নিতে পারতো। ওদিকে জুয়ার তীরেরও রেওয়াজ ছিল ; যদ্বারা তারা গোশত কিংবা কোনো বস্তুর অংশ লাভ করতো। আমরা সূরা আল বাকারার তাফসীরে خَمْرٌ وَمَيْسِرٌ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করে এসেছি যে, আরবরা মদ পানের আসর করতো। মদ্য পানের নেশায় বুঁদ হয়ে যে কারো উট যবেহ করে বসতো। উটের মালিককে তাৎক্ষণিকভাবে যৎসামান্য মূল্য দিয়ে রাজী করে নিত। তারপর গোশত দিয়ে জুয়া খেলত। যারা এ গোশতের স্তুপ জিতে নিত, তারা এগুলো ভুনা করে নিজেরা খেতো, অন্যদের খাওয়াতো, শরাব পান করতো এবং অধিকাংশ সময় মাতলামীতে বিভোর হয়ে এমন ঝগড়া-বিবাদে মেতে উঠতো যে, গোত্র পরম্পরায় বছরের পর বছর ধরে তারা এ ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো এবং এতে আত্মাহুতি দিত শত শত লোক। আমার ধারণামতে এখানে اِسْتِقْسَام بِالْاَزْلَامِ দ্বারা এ দ্বিতীয় অবস্থাটিকেই বুঝানো হয়েছে।

ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؛ ذٰلِكُمْ দ্বারা ওপরে বর্ণিত যাবতীয় জিনিসের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর فِسْقٌ শব্দটি এখানে সাধারণ ফিকহী অর্থে নয়, কুরআনী ভাবধারায় ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে এ শব্দটি সুস্পষ্ট নাফরমানী, অবাধ্যতা, কুফর ও শিরক সবকিছুকে ব্যক্ত করার জন্য এসে থাকে। ইবলীস সম্পর্কে যেমন বলা হয়েছে ঃ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ

কাফিরদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ الاية ؛ اليوم বলতে নির্দিষ্ট কোনো দিনকে বুঝানো হয়নি ; বরং সময়কে বুঝানো হয়েছে যখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। আমরা ভূমিকাতে ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, এ সূরাটি সম্পূর্ণ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সময়ের বিধান ও হিদায়াত সম্বলিত সূরা। কাফিরদের এ দীন থেকে নিরাশ হবার তাৎপর্য এই যে, এ

www.pathagar.com

যাবত তো তারা এ অবান্তর ধারণায় নিমজ্জিত ছিল যে, তারা এ দীনকে হয় পরাস্ত করে ছাড়বে অথবা "কিছু নাও এবং কিছু দাও" নীতির ভিত্তিতে সমঝোতা করে নেবে এবং উভয়ে আপস রফা করে নিতে পারবে। কিন্তু এক্ষণে তাদের এ সুখ স্বপ্নের অবসান ঘটেছে। এখন তারা চাক্ষুস দেখে নিয়েছে যে, উভয় পথ পরস্পর এতই পৃথক ও আলাদা হয়ে গিয়েছে যে, এক্ষণে তাদের কোনো একই সমতলে একাত্ম হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এটা বিবেচনায় রাখতে হবে যে, পানাহারের ঐকতান সামাজিক সম্মিলন ও ঐকতানে বড়ই দখল রাখে। ব্যাপার যদি এমন ঘটে যে, একদলের নিকট যেসব জিনিস হালাল ও পবিত্র অপরদলের নিকট সেগুলোকে ঘোষণা করা হয় নাপাক ও হারাম। তবে তার মানে এই দাঁড়ায় যে, উভয় দলের মধ্যে পরিপূর্ণ সামাজিক বিচ্ছিন্নতারই ঘোষণা কার্যকর হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তো উভয় দলের মিলেমিশে একত্রে বসার কোনো উপায় বর্তমান থাকে না। এ জিনিসটিই স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের থেকে চূড়ান্তভাবে নিরাশ করে দিল। চূড়ান্ত নৈরাশ্যের দ্বারা কখনো কখনো চূড়ান্ত ঔজ্জ্বল্যও সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু এটাই রোগীর শেষবারের মত সম্বিত ফিরে পাওয়ার অবস্থা বৈ নয়। যার পরে সর্বশেষ হেচকী ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এজন্যই কুরআন বলেছে, এখন আর তাদের পক্ষ থেকে আশংকিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন তারা যদিওবা খুব জোর লাগায় তাতে কিছু যায় আসে না। তাদের আর শ্বাস কোথায়? এখন তোমরা ভয় করো কেবল আমাকেই তাদের কোনো পরোয়াই করবে না।

দীনের পূর্ণাঙ্গতা ও নিয়ামতের সম্পূর্ণতা

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ الاية ঃ দীনের পূর্ণাঙ্গতা দান মানে মূল দীনের পূর্ণাঙ্গতা বিধান। আর নিয়ামতের সম্পূর্ণতা দান অর্থ সর্বশেষ শরীআতকে সম্পূর্ণতা দান করা। মূল দীনের ব্যাপারটি হলো এই যে, এর সূচনা হয়েছে হযরত আদম আ. থেকে। কালের গতি ও অগ্রযাত্রার সাথে সাথে অবস্থা ও হিকমতে ইলাহীর চাহিদানুসারে বিভিন্ন নবী-রাসূলদের ওপর এটি নাযিল হতে থাকে। অবশেষে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর ওপর তা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এর পূর্বে যে দীনের আবির্ভাব ঘটেছিল তা ছিল এ দীনেরই অংশ বিশেষ। সেগুলো পূর্ণাঙ্গ দীনের মর্যাদাভুক্ত ছিল না। পূর্ণাঙ্গ দীনের মর্যাদা স্রেফ এ দীনেরই রয়েছে। এ মহাসত্যের ইঙ্গিত পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থাবলীতেও মওজুদ রয়েছে; যার উদ্ধৃতি বক্ষমান গ্রন্থেও ইতোপূর্বে ব্যক্ত হয়েছে। নবুওয়াতী সিলসিলার সর্বশেষ মুক্তোদানা নবী মুহাম্মাদ স. এবং তিনিই হচ্ছেন দীনী প্রাসাদের প্রান্তসীমার সর্বশেষ ইট।

এ সর্বশেষ উম্মতের প্রতি আল্লাহর যে নিয়ামত বর্ষিত হয়েছে তার সূচনা হয়েছিল হেরা গুহায় অবতীর্ণ প্রথম ওহীর মাধ্যমে। পর্যায়ক্রমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মহান আল্লাহ এ নিয়ামতের সম্পূর্ণতা দান করেন। কাজেই এ পর্যায়ে এসে একদিকে আল্লাহর দীনও স্বীয় পূর্ণতায় পৌছে যায়। অপরদিকে এ উম্মতের প্রতি মহান আল্লাহর নিয়ামতও সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এরই সামষ্টিক নাম ইসলাম—যা চিরকাল থেকেই আল্লাহর দীন এবং যেটি হযরত

www.pathagar.com

ইবরাহীম আ. ও হযরত ইসমাঈল আ.-এর উত্তরাধিকার হিসেবে উম্মী নবী ও তার উম্মাতের প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছে। وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -এতে উক্ত দীন যে আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় ও তার নিকট সুনির্বাচিত তার ঘোষণা রয়েছে ; যার কারণসমূহ ও দলীল-প্রমাণ সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানে ইতোপূর্বে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এ দীনকে আল্লাহর পসন্দনীয় ঘোষণার দ্বারা ইহুদী ও খৃস্টান ধর্ম আল্লাহর নিকট যে অপসন্দনীয় তাও পরোক্ষভাবে ঘোষিত হয়ে গেল। অর্থাৎ ওগুলো আল্লাহর দীন নয় ; বরঞ্চ আল্লাহর দীন থেকে বিচ্যুতিরই বিভিন্ন রূপমাত্র।

নিরূপায় অবস্থার শরঈ সীমা

فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ঃ مَخْمَصَةٍ শব্দের অর্থ ক্ষুধা। ক্ষুধার তাড়নায় নিরূপায় হবার মানে, কারো পক্ষে ক্ষুধার দরুন এহেন বিপদাপন্ন অবস্থার শিকার হয়ে পড়া যে, হয় তাকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে, নচেৎ হারাম দ্রব্যসমূহের কোনো একটি তাকে গ্রহণ করতে হবে ; এবং তা গ্রহণ করা ভিন্ন বাহ্যতঃ তার সামনে আর কোনো পথই খোলা নেই। এমত পরিস্থিতিতে হারাম বস্তুসমূহের কোনো একটির সাহায্য নিয়ে স্বীয় জীবন রক্ষা করার অনুমতি তার জন্য রয়েছে। তার সাথে غَيْرَ مُتَجَانِفٍ-এর ঐ বিষয়বস্তুকেই প্রকাশ করছে যা অন্যত্র غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অন্তর থেকে কামনাকারী হওয়া চলবে না, এবং প্রাণরক্ষার সীমাও অতিক্রম করা যাবে না। مَخْمَصَةٍ -এর শর্ত দ্বারা এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যে ক্ষেত্রে বিকল্প খাবার বর্তমান থাকবে সেখানে শরীআত মতে যবেহকৃত গোশত সহজলভ্য নয়, স্রেফ এ অজুহাতে নাজায়েযকে জায়েয বানিয়ে নেয়ার অধিকার কারো নেই ; যেমন ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশেরই অবস্থা তদ্রূপ। প্রাণরক্ষার জন্য গোশত অনিবার্য ও অপরিহার্য উপাদান নয়। অন্যান্য খাবার দ্বারা শুধু জীবন রক্ষাই নয় বরং স্বাস্থ্যও অত্যন্ত উচ্চমানে সুরক্ষা করা সম্ভব। غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ -এর শর্ত এ সত্যকেই বাঙময় করে তুলে ধরে যে, নিরূপায় অবস্থার অনুমতি সর্বাবস্থায় নিরূপায় অবস্থার অনুমতি আর হারাম সর্বাবস্থায় হারাম। কোনো হারাম বস্তু কখনো হালাল হতে পারে না। আর অনন্যোপায় অবস্থার অনুমতি কখনো চিরস্থায়ী অনুমতি হতে পারে না। এ কারণেই নিরূপায় অবস্থা দূরীভূত হওয়ার সীমাকে অতিক্রম করা কারো পক্ষেই জায়েয নয়। যদি এসব বাধ্যবাধকতাকে যথাযথ বিবেচনায় রেখে কেউ হারাম দ্বারা নিজের প্রাণ রক্ষা করে তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। যদি এ অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে কেউ তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের পথ উন্মুক্ত করে নেয় তাহলে তার দায়ভার তার নিজেরই ওপর বর্তাবে। এ অনুমতি তার জন্য কিয়ামতের দিন ওযর পেশ করার সুযোগ এনে দেবে না।

অংশসমূহের বিশ্লেষণের পর আয়াতের সামগ্রিক বক্তব্যের ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নিন। প্রথম আয়াতে اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ শব্দাবলীর যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছিল, এখানে ওসব হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের বিবরণই বর্ণিত হচ্ছে। এতে প্রথমত ওসব বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর হারাম হওয়ার বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

অধিকতর তাকিদ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হিসেবে এখানে পুনর্বার তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। অতপর مَيْتَةٌ বা মৃত জন্তুর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, স্বাভাবিক মৃত্যুর দ্বারা মৃত জন্তু যেমন হারাম তদ্রূপ হঠাৎ কিংবা আকস্মিক দুর্ঘটনা জনিত কারণে মৃত্যু বরণকারী জন্তুও মৃতের মধ্যেই শামিল। উভয়টির বিধান একই। অনুরূপ কোনো হিংস্র প্রাণীর দ্বারা ছেদনকৃত জন্তুও মৃত। তবে যদি সেটি জীবিতাবস্থায় তোমাদের হস্তগত হয় আর তোমরা সেটিকে যবেহ করে নাও তাহলে স্বতন্ত্র কথা। একইভাবে কোনো বেদীতে উৎসর্গীকৃত প্রাণী ও জুয়ার মাধ্যমে বন্টনকৃত গোশতও হারাম। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত জন্তু যেমন শিরকের মিশ্রজনীত কারণে হারাম হয়ে যায়, ঠিক তদ্রূপ গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টি ও জুয়ার সংশ্লিষ্টতার দরুন এসব জিনিসও হারাম হয়ে যায়। নিষিদ্ধতার এ ঘোষণা যেহেতু ছিল কাফিরদের থেকে পূর্ণ সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সমার্থক, সেহেতু বলা হয়েছে যে, এখন কাফিররা তোমাদের থেকে ও তোমাদের দীন থেকে সর্বতোভাবে নিরাশ হয়েছে। এখন তাদের মধ্যে সেই শক্তি সাহস আর অবশিষ্ট নেই যে, তারা তোমাদের দীনকে পরাস্ত করার কিংবা তাকে কিছুটা দুর্বল করার দুঃসাহস করবে। এখন তারা বড়জোর এমন কিছু কর্মকাণ্ডই করতে পারে যদ্দারা তাদের নৈরাজ্যেরই বহিঃপ্রকাশ হবে মাত্র। ঘটনার প্রকৃত চিত্র যখন এই, তোমরা তাদের কিছুমাত্র পরোয়া করবে না। পরোয়া ও ভয় করবে কেবলমাত্র আমাকেই। এরপর মুসলমানদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, এক্ষণে আল্লাহর দীনও পূর্ণাঙ্গতার সীমানায় উপনীত হয়েছে এবং তোমাদের শরীআতও সম্পূর্ণতার মঞ্জিলে পৌঁছে গেছে আর ইসলামকে আল্লাহ তোমাদের জন্য দীন বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে পসন্দ ও মনোনীত করেছেন। সবশেষে নিরুপায় জনিত অবস্থায় হারাম থেকে উপকৃত হওয়ার যে অনুমতি রয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ الاية বিদায় হজ্জের সময় নাযিল হয়েছে। আমাদের ধারণামতে এটি নাযিল হয়েছে এ ধারাবাহিকতায় বিদায় হজ্জের পূর্বেই। কিন্তু এ সুসংবাদের সাধারণ ঘোষণা যেহেতু প্রচারিত হয়েছে বিদায় হজ্জের সময়কালে এ কারণে কারো কারো ধারণা জন্মেছে যে, এটি নাযিলও হয়েছে তখনই।

আয়াত ঃ ৪

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ لا وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ز فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর ধরে আনা শিকারের হুকুম

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ঃ কুরআনের প্রথাসিদ্ধ নিয়মানুসারে সংক্ষিপ্তাকারেই প্রশ্ন উদ্ধৃত হয়েছে। তবে জবাব থেকে এটা অনুমিত হয় যে, প্রশ্নটি হলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তু কর্তৃক ধৃত শিকার সম্পর্কিত। অর্থাৎ এরূপ জন্তু যদি শিকার ধরে আনে এবং যবেহ করার

www.pathagar.com

আগেভাগেই তার প্রাণ চলে যায় সে প্রাণীর হুকুম কি ?· এ প্রশ্নটি এ কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকবে যে, ওপরের আয়াতে হিংস্র প্রাণী কর্তৃক ছেদনকৃত জন্তু কেবল ঐ অবস্থায় জায়েয বলে অভিহিত করা হয়েছে যখন সেটিকে জীবিতাবস্থায় যবেহ করে নেয়া হবে।

হালাল ও হারামকরণ পর্যায়ে একটি মূলনীতি

قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ঃ এটি জবাবের একটি অংশমাত্র ; যা একটি মূলনীতির মর্যাদাভুক্ত। কুরআনের এটিও একটি বৈশিষ্ট্য যে, যখন সে কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় তখন তার সূচনা করে সাধারণত ব্যাপক অর্থবোধক কথার মাধ্যমে। যেন জবাব স্রেফ প্রশ্ন পর্যন্তই সীমিত না থাকে ; বরং একটা ব্যাপক পরিসীমায় প্রশ্নকর্তাকে পথ দেখানো যায়। তাই প্রথমেই বলা হয়েছে যে, তোমাদের জন্য طيبت তথা ভাল ও পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল। طيبات শব্দটি خبائث শব্দের বিপরীত। طيبات বলা হয় ভাল, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জিনিসকে। প্রশ্ন যেহেতু জন্তু-জানোয়ার সংশ্লিষ্ট, সেহেতু প্রথমত এর দ্বারা অর্থ ও উদ্দেশ্য হবে ঐসব জন্তু, যেগুলো খোদ স্বীয় মেজাজ, স্বভাব-প্রকৃতি ও মানুষের জন্য তার উপকারিতা ও প্রভাবশীলতার বিচারে ভাল এবং পবিত্র। দ্বিতীয়ত সেগুলোকে হতে হবে আল্লাহর নামে যবেহকৃত। এতে করে এ থেকে ঐ সকল জন্তু বাদ পড়ে যাবে যেগুলো স্বীয় মেজাজ ও স্বভাব প্রকৃতির দিক থেকে মানুষের সুস্থ মানসিকতার সাথে সম্পর্কিত ও সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। যেমন শূকর, কুকুর, বানর, হিংস্র প্রাণী ও শিকারী পক্ষীকুল ইত্যাদি। অথবা মানব স্বভাবের সাথে সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু বাইরে থেকে আরোপিত কোনো কারণে তাদের মধ্যে নাপাকি ও খারাবী সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। যেমন জন্তু মরে গেল, বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে অথবা কোনো বেদীতে যবেহ করা হল। এগুলো خبائث তথা নাপাকীর মধ্যে শামিল। কুরআনের এ জবাব থেকে এ পথনির্দেশ পাওয়া গেল যে, শিকার করা জন্তুসমূহের মধ্যেও কেবল طيبات তথা ভাল ও পবিত্র জন্তুই হালাল خبائث ও অপবিত্র জন্তু হালাল সংজ্ঞাভুক্তের বাইরে।

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ঃ جوارح বলা হয় শিকারী জন্তুদেরকে ; চাই তা হিংস্র জন্তুদের অন্তর্গত হোক, যেমন কুকুর, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি। কিংবা পক্ষীকুলের মধ্য থেকে হোক, যেমন বাজপাখী ও কাঠ ঠোকরা ইত্যাদি।

كلب বলা হয় কুকুরকে ; এ থেকেই تكليب শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ কুকুরকে শিকার করার প্রশিক্ষণ দান করা। প্রথম প্রথমতো এ শব্দটি উক্ত অর্থের জন্যই ব্যবহৃত হতো। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে শব্দটি সর্বপ্রকার শিকারী প্রাণীদের প্রশিক্ষণের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার করার প্রচলন হয়ে যায় ; চাই তা শিকারী জন্তু হোক কিংবা পাখীদের মধ্য থেকে অন্য কোনো প্রাণী। تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ এখান থেকে উক্ত প্রশিক্ষণের ধরন কি হবে তা বর্ণিত হচ্ছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ যেসব কলা-কৌশল শিখিয়েছেন তার মধ্য থেকে তোমরা যা কিছু শিখিয়েছ বা বাতলে দিয়েছ। এটা জানা কথা যে, যে কোনো প্রশিক্ষণেই—যিনি প্রশিক্ষণ দান করে থাকেন তার রুচি তার পসন্দ অপসন্দ ও তার প্রশিক্ষণের লক্ষ উদ্দেশ্যের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। আর এই ছাপ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মানুষ

www.pathagar.com

যেমন গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্বীয় সৃষ্টিগত যোগ্যতানুসারে প্রাণীরাও গ্রহণ করে থাকে। আর এ বৈশিষ্ট্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণীদেরকে অন্যান্য প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। এ কারণে একটি আনাড়ি কুকুরের শিকার ও একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকারের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য একটি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। বরঞ্চ কোনো মুসলিম কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ও কোনো ঈসায়ী কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের ঝোঁকপ্রবণতা এবং কলা-কৌশলেও পার্থক্য রয়ে যাবে। আমার মতে تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ বাক্যাংশ দ্বারা ঐ বিশেষ কলা-কৌশলের প্রতিই ইঙ্গিত বুঝাচ্ছে। যা কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তু তার মুসলমান প্রশিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। স্বীয় এ আচরণ ও কলা-কৌশলের গুণে এ জন্তু তার প্রশিক্ষকের অস্ত্র ও আঘাতকারী যন্ত্রে পরিণত হয়। ফলে তার শিকার করা প্রাণী তার প্রশিক্ষকের জন্য ঠিক তদ্রূপ পবিত্র হয়ে যায় যেরূপ তার হাতে যবেহকৃত প্রাণী পবিত্র।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর পরিচয়

فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ঃ اَمْسَاكَ শব্দের অর্থ থামানো ও ধরে রাখা। যখন তার সাথে على শব্দের যোগ হয়—যেমন اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ তখন তার মধ্যে বিশেষ অর্থের সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে বিশেষ কারো জন্যে ধরে রাখা বা হিফাযত করে রাখা। এবারে আসছে প্রশ্নের মূল জবাব। বলা হয়েছে, যদি উল্লেখিত শর্তাবলী মোতাবেক প্রশিক্ষিত জানোয়ার হয় তার শিকার করা জন্তুসমূহের মধ্যে ঐ শিকার তোমাদের জন্য জায়েয হবে যা সে বিশেষভাবে তোমাদের জন্য ধরে রাখে। যেহেতু এখানে বিশেষ অর্থ বা বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। সেহেতু আমি তাদের মাযহাবকেই অধিকতর মযবুত ও শক্তিশালী মনে করি যারা বলেন যে, শিকারী জন্তু শিকার করা প্রাণী থেকে কিয়দংশ খেয়ে নিলে ঐ শিকার জায়েয হবে না। কোনো কোনো হাদীস থেকেও এটাই প্রমাণিত হয়। আমার মতে এ ব্যাপারে বন্যপ্রাণী ও পক্ষীকুলের শিকারের মধ্যে পার্থক্য করারও কোনো মযবুত ভিত্তি নেই। একটা সীমা পর্যন্ত বন্যপ্রাণী যেরূপ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নেয়। অভিজ্ঞতা বলে যে, বাজপাখী, ঈগল ও শাহীন পাখীও অনুরূপ প্রশিক্ষণ রপ্ত করে নিয়ে থাকে।

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ-এর অর্থ

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ঃ এতে যে ضمير مجرور রয়েছে তার مرجع বা প্রত্যাবর্তন স্থল কোন্‌টি সে বিষয়ে পূর্বসূরীদের তিনটি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। একটি এই যে, শিকারী জন্তু প্রেরণ করার সময় তার ওপর বিসমিল্লাহ পড়ে নাও। এ মতের প্রবক্তাদের অভিমত مرجع হচ্ছে وَمَا عَلَّمْتُمْ ; দ্বিতীয় এই যে, যদি শিকারী জীবিত হস্তগত হয়, তাহলে তাকে বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে নাও। এ দলের মতে مرجع হচ্ছে مَا اَمْسَكْنَ তৃতীয় এই যে, উক্ত শিকার খাবার সময় তার ওপর বিসমিল্লাহ পড়ে নাও। তাদের দৃষ্টিতে তার تَعَلُّقْ বা সম্পর্ক فَكُلُوْا এর সাথে। এগুলোর মধ্যে প্রথম বক্তব্যের সমর্থনে একটি হাদীস রয়েছে। যেটি সহীহ আল বুখারীতে আদী ইবনে হাতিম থেকে বর্ণিত তার

www.pathagar.com

ভাষ্য এই যে, "আমি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলাম এবং অন্য কোনো কুকুরও তাতে শরীক হয়ে পড়লে তার হুকুম কি ? তিনি বললেন, এরূপ শিকার খাবে না। কারণ তুমি তো নিজের কুকুরের ওপর আল্লাহর নাম নিয়েছ ; অন্য কুকুরের ওপর নাওনি।"

দ্বিতীয় অভিমতে এ দুর্বলতা রয়েছে যে, যখন ওপরে একথাটি বিবৃত হয়েছে যে, হিংস্র জন্তু কর্তৃক ভক্ষণ করা শিকার যদি জীবিত হস্তগত হয় তবে তা যবেহ করে তোমরা খেতে পার। অতপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর শিকার সম্পর্কে অবিকল একই হুকুমের বিধানের পুনরাবৃত্তি একটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় কথার পুনরাবৃত্তি বৈ নয়।

তৃতীয় বক্তব্যে এ ধরনের কোনো দুর্বলতা বা সমস্যা না থাকলেও এটাতো খাদ্য গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সাধারণ আদব ও শিষ্টাচারের অঙ্গীভূত ব্যাপার ; এখানে তার উল্লেখ কতখানি যুক্তিযুক্ত তা বুঝে আসে না।

শিকার মরুবাসীদের একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজন

উপরোক্ত প্রশ্ন ও তার জবাবের এ গুরুত্বটি বিবেচনায় রাখতে হবে যে, শিকার আরবদের জীবনে নিছক কোনো শখের বা আনন্দ স্ফূর্তির অনুসঙ্গ ছিল না। এটি ছিল তাদের জীবন-জীবিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমের অন্তর্গত। তাদের জীবনধারণ নির্ভরশীল ছিল তিনটি জিনিসের ওপর ; পশুচারণ, ব্যবসায় ও শিকার। এ অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে তাদের মধ্যে শিকারী জন্তুর প্রশিক্ষণ দান শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিল। ইমরুল কায়েস যখন তার কাব্য গাথায় নিজের মাদী কুকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তখন মানুষ বিস্ময় প্রকাশ করে যে, এটা কি কোনো মাদী কুকুরের উল্লেখ কিংবা কোনো অগ্নি স্ফুলিঙ্গসম সুনিপুণ নরহন্তার প্রসঙ্গ! আর এটা কোনো আরবদের সাথে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ব্যাপারও নয় ; বরং পৃথিবীর সকল মরুবাসী জাতি সম্প্রদায়েরই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। এ কারণেই হালাল ও হারামজনিত এ আলোচনায় এ প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে ও কুরআন তার জবাব দিয়েছে। আর এ জবাব থেকে এ সত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই সামনে এসে যায় যে, হালাল ও হারাম এবং পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সীমাকে সুরক্ষিত রেখে শিকার, শিকার শিল্প, শিকারী জন্তু— প্রত্যেকটি জিনিসের ইজ্জত ও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে। একটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বন্য ও হিংস্র প্রাণীর সম্মান এভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে যে, তার ধরে আনা শিকার যদি যবেহ করার পূর্বেই প্রাণত্যাগ করে তথাপি তা পবিত্র বলেই গণ্য হবে। এ প্রশিক্ষণ শিল্পের মর্যাদা এতটা বাড়িয়েছে যে, এটাকে খোদায়ী তালিমের একটি অংশ ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ পথনির্দেশিকা দান করেছে যে, কুকুর ও হিংস্র প্রাণীর প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও একজন মুসলমানকে নিজের বিশেষ ইসলামী দৃষ্টিকোণকে বিবেচনায় রাখতে হবে। যেন ইসলামের শিকারশিল্পও অন্যদের শিকারশিল্প থেকে ভিন্ন রুচি ও গাম্ভীর্যের দাবি রাখে।

পরিশেষে وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ বলে আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা ও তাঁর সাথে কৃত চুক্তি ও অঙ্গীকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। একই সাথে এখানে এটাও বলে দেয়া হয়েছে যে, শিকারের লোভ ও লালসায় নিমজ্জিত হয়ে

www.pathagar.com

আল্লাহর দেয়া হালাল-হারামের সীমাকে ভুলে যেয়ো না। নচেৎ জেনে রেখো হিসাব কিতাবের দিন খুব দূরে নয়। এ স্মরণিকা এ দিক থেকেও অত্যন্ত জরুরী ছিল যে, যখন শিকার জীবন জীবিকার প্রয়োজনের অনুষঙ্গ হবে, তখন তাতে অসাবধানতার বড়ই আশংকা থাকবে।

আয়াত ঃ ৫

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

এ আয়াতে কোনো কঠিন শব্দ ও দুরুহ তারকীব নেই। এর সকল অংশই পূর্ববর্তী সূরা সমূহে আলোচনায় এসে গিয়েছে। অবশ্য এটির অবস্থান ও প্রেক্ষাপট ভালোভাবে বুঝে নেয়ার দাবি রাখে।

এ আয়াতটি হচ্ছে ঐ সাধারণ পুরস্কারের ঘোষণা যা খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ স.-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার প্রতি সাধারণভাবে ও আহলে কিতাবের প্রতি বিশেষভাবে হবার কথা ছিল। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে মহানবী স.-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত যেসব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং যার মধ্য থেকে কোনো কোনোটির বরাত সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে আমরা দিয়েছি—তাতে এটা সুস্পষ্ট উল্লেখিত রয়েছে যে, যখন শেষ নবী আসবেন তিনি আহলে কিতাবকে পাক ও নাপাকি সম্পর্কিত বিষয়ে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সম্বন্ধে অবহিত করবেন। হালাল-হারামের ব্যাপারে যাবতীয় বাধ্যবাধকতা ও বিধি-নিষেধের বেড়াজাল থেকে তাদের উদ্ধার করবেন ; ঐসব বিধি-নিষেধ যেগুলোকে তারা হয় নিজেরাই নিজেদের ওপর আরোপ করে রেখেছিল কিংবা তাদের অবাধ্যতা ও নাফরমানীর দরুন মহান আল্লাহ্ তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআন মজীদ ঐ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীরই উদ্ধৃতি দিয়েছে। সূরা আরাফে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ - الاعراف : ١٥٧

www.pathagar.com

"যারা অনুসরণ করে এমন রাসূলের যিনি নিরক্ষর নবী, যাকে তারা লিখিত পায় নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে, যিনি তাদেরকে নেক কাজের আদেশ দেন এবং নিষেধ করেন মন্দ কাজে, যিনি হালাল করেন তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু ও হারাম করেন অপবিত্র বস্তু এবং অপসারিত করেন তাদের থেকে সে গুরুভার ও শৃংখল যা তাদের ওপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনবে তাকে সমর্থন ও সাহায্য করবে এবং সেই আলোর অনুসরণ করবে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, এরূপ লোকেরাই হবে সফলকাম।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৭

এ হচ্ছে ঐসব বিষয়ের উপস্থাপনা যা মহানবী স.-এর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করার ছিল। তাই তো দেখা যায়, তার সুমহান অস্তিত্ব এর মধ্য থেকে প্রতিটি জিনিসকে বাস্তবতার নিরিখে উত্তীর্ণ করিয়ে দেখিয়েছে। তিনি সকল ভালো ও পবিত্র জিনিসকে জায়েয করেছেন—যেগুলোর কোনো কোনোটি ইহুদীদের নিকট ছিল হারাম। সকল নাপাক জিনিস তিনি হারাম সাব্যস্ত করেছেন। যেগুলোর কোনো কোনোটিকে ইহুদী ও নাসারারা জায়েয বানিয়ে নিয়েছিল। তিনি ঐসকল বিধি-নিষেধ ও শৃংখলসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন যা হয় তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর আরোপ করে নিয়েছিল কিংবা তাদের জিদ, অবাধ্যতা, হঠকারিতা ও অবিমিশ্রকারিতার দরুন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল।[১]

এ পর্যায়ে এসে যেহেতু এ কাজ পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আহলে কিতাব যেসব নাপাক জিনিস জায়েয বানিয়ে নিয়েছে তা নিছক তাদের বিদআতের মাধ্যমেই জায়েয বানিয়েছে আর যেসব পবিত্র জিনিস তাদের ওপর হারাম, তা নিছক তাদের অবাধ্যতার সাজা হিসেবেই হারাম রয়েছে। উম্মী নবীর আবির্ভাবের পর এ সকল বিধি-নিষেধের অবসান হয়ে গিয়েছে। তাই মুসলমানদেরকে অনুমতি দিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হালাল ও হারাম এবং পাক ও নাপাকের এ বিশদ ব্যাখ্যার পর এক্ষণে তোমারা আহলে কিতাবের খাদ্যদ্রব্য খেতে পার। কারণ এখন তোমাদের জন্য নাপাক দ্রব্যাদির সাথে জড়িয়ে পড়ার আশংকা নেই। একই সাথে এও ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও আহলে কিতাবের জন্য জায়েয। কারণ মহান আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক উম্মী নবীর আবির্ভাবের পর তাদের ওপর আরোপিত যাবতীয় বিধি-নিষেধের অবসান ও পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

কারো মনে এ পশ্নের উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নয় যে, কুরআন এসে ইহুদীদের জন্য মুসলমানদের খাবার জায়েয হবার ঘোষণা দেবে—ইহুদীরা এর জন্য কবেই অপেক্ষমান ছিল ? তাছাড়া এতে এমন কায়দাই বা কি ? এটা তো অযাচিত দান করার মত ব্যাপার হয়ে গেল ! তার জবাব এই যে, ইহুদীরা তো অপেক্ষমানই ছিল। অপেক্ষমান নাই বা থাকবে কেন ? তাদের নিজেদের সহীফাগুলোতেই তো শেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সুস্পষ্টভাবে

১. এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আল আনআমের ১৪৬ নম্বর আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে সামনে আসবে।

www.pathagar.com

মওজুদ ছিল। তাতে ছিল, শেষ নবী স. বনী ইসরাঈলকে সর্বপ্রকার দায়ভার ও শৃংখল থেকে নাজাত দেবেন। কিন্তু যেহেতু উক্ত নবীর আবির্ভাব হয়েছে তাদের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বনী ইসমাঈলের মধ্যে এ কারণে তারা সজ্ঞানে ও সচেতনভাবেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায়। ইতোমধ্যে সূরা আল বাকারা ও আলে ইমরানেও এ প্রসঙ্গটির অবতারণা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে যাবতীয় রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে নিয়েছে। অথচ তারাই ছিল এর সর্বাগ্রগণ্য হকদার—যদি তারা উম্মী নবীর ওপর ঈমান আনয়ন করতো।

অতপর ধরেই নিলাম বনী ইসরাঈল তার জন্য অপেক্ষমান ছিল না। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ হওয়া তো অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাদের সাথে এ ওয়াদা ছিল যে, পানাহারের ব্যাপারে তাদের ওপর যে সকল কড়াকড়ি ও বিধি-নিষেধ আরোপিত রয়েছে, শেষ নবীর মাধ্যমে এ সমস্ত বিধি-নিষেধই নিঃশেষে তুলে নেয়া হবে। বলা বাহুল্য তাদের নাফরমানী ও অবাধ্যতা জনিত কারণেই এ সকল বিধি-নিষেধ তাদের ওপর আরোপিত হয়েছিল। যাইহোক উক্ত ওয়াদা পূর্ণ করার সময় যখন এলো, মহান আল্লাহ মুসলমানদের খাবার তাদের জন্য জায়েয করে সে ওয়াদা পূর্ণ করে দিলেন। এখন প্রশ্ন হলো তারা তো এর যথাযথ মূল্যায়ণ করলো না। তা এটা হচ্ছে তাদের বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্য তাদের সীমাহীন অযোগ্যতার জন্য আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিকে কি করে ভুলে যাবেন ? কারো চোখ বন্ধ করে রাখা কিংবা খুলে রাখাতে কিছু এসে যায় না—সূর্য তো তার আলোক প্রভা দিগন্ত উদ্ভাসিত করবেই। প্রভাতের মৃদুমন্দ হাওয়া স্বীয় সুগন্ধি বিতরণের দ্বারা প্রতিটি প্রাণীর নাসারন্ধ্রকেই সুগন্ধিময় করে দিতে চায়। আর তার দিগন্তপ্রসারী কল্যাণের ফল্গুধারার দাবী তো এটাই যে, সে প্রত্যেককেই কল্যাণ ধারায় সিক্ত পরিতৃপ্ত করে তুলবে। কিন্তু যেসব দুর্ভাগ্য প্রপীড়িত লোক নিজেদের নাক ও নিজেদের মুখ বন্ধ করে নেবে, তারাতো বঞ্চিত থেকে যাবেই। ঠিক তদ্রূপ সর্বপ্রদাতা মহান রব এই উম্মাতের মাধ্যমে অমীয় নিয়ামতের যে খাঞ্চা সমগ্র জগতের সামনে বিছাতে চেয়েছিলেন, তা বিছিয়ে দিয়েছেন। এবং এ থেকে পূর্ণমাত্রায় উপকৃত হবার দাওয়াতও আহলে কিতাবকে দিয়ে রেখেছেন। তারা এ থেকে ফায়দা তুলে না নিলে, এটা তো তাদের নিজেদেরই দুর্ভাগ্য।

আহলে কিতাবের খাদ্যদ্রব্য হালাল হারামের ইসলামী সীমারেখার শর্তাধীনে জায়েয

এ বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুসলমানদেরকে আহলে কিতাবের পানাহারের দ্রব্যাদি থেকে ফায়দা নেয়ার যে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তা তখনই দেয়া হয় যখন তাদেরকে এ পর্যায়ের সর্বশেষ নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। যখন হালাল ও হারাম উভয়টিকে ভালোভাবে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। যখন আহলে কিতাব ও মুশরিক উভয় শ্রেণীর বিদআতসমূহকে সবিস্তারে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এটা জানা কথা যে, এ যাবতীয় ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদেরকে এটা স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য কওমের সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখ তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সম্পর্ক

www.pathagar.com

রাখ হালাল ও হারামের ঐ সকল বিধি-নিষেধ সহকারে যা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে اَلْيَوْمَ শব্দটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। এর অর্থ এই যে, এখন পাক ও নাপাকের পূর্ণ পার্থক্য তোমাদের নখদর্পণে। এজন্যই তোমাদেরকে অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। এখন আর এমন আশংকা নেই যে, তোমরা তাদের দস্তরখানে বসে কোনো হারাম কিংবা সংশয়পূর্ণ খাদ্য খাবারে জড়িয়ে পড়বে।[১]

কিতাবী নারীদেরকে বিয়ে করা জায়েয হবার শর্ত

এরপর বলা হয়েছে, তোমাদের পক্ষে সম্ভ্রান্ত ও পাক-পবিত্র মুসলিম নারীদের বিয়ে করা যেমন জায়েয, তদ্রূপ সম্ভ্রান্ত ও পাক-পবিত্র কিতাবী নারীদেরও বিয়ে করা জায়েয। এখানে 'مُحْصَنَات' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি কুরআনে তিনটি অর্থে এসেছে। আর আমরা ওই তিনটি অর্থেরই বিশ্লেষণ অন্যত্র করেছি। এখানে প্রেক্ষাপট প্রমাণ করে যে, এর অর্থ সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত ও সচ্চরিত্র নারী। অর্থাৎ এ অনুমতি শর্তসাপেক্ষ ; আর শর্ত এই যে, এসব মহিলা অবশ্যই ভ্রষ্টা, বেশ্যা, লম্পট ও নষ্ট চরিত্রের হবে না। তোমাদের জন্য তাদের দস্তরখানের কেবল পাক খাবারই যেমন জায়েয তদ্রূপ তাদের নারীদের মধ্যে থেকে স্রেফ مُحْصَنَات তথা সম্ভ্রান্ত ও পূত-পবিত্র নারীরাই জায়েয ।

আমাদের পূর্বসূরী বিশেষজ্ঞদের একদল দারুল হরব বা দারুল কুফরে কিতাবী নারীদের বিয়ে করাকে মকরূহ বলেছেন। তাদের মতে, এর জায়েয হবার জন্য দারুল ইসলাম হওয়াও একটি শর্ত। আমার নিকট এ মতটি অত্যন্ত শক্তিশালী বলেই মনে হয়। আমি মনে করি, তারা বাণীর অভিপ্রায় ও তাৎপর্য থেকেই এ মতটি উদ্ভাবন করেছেন। আমি এ মতের উৎসের জন্য اَلْيَــــوْمَ শব্দটির প্রতি পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এ থেকে অনুমিত হয় যে, এ অনুমতির মধ্যে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদেরও দখল রয়েছে। ইতোপূর্বে اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ ও اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ইত্যাদি আয়াতও অতিবাহিত হয়েছে এবং فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ বিশিষ্ট আয়াতও এরশাদ হয়েছে। যদ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়কালে কাফিরদের প্রভাব প্রতিপত্তির পরিসমাপ্তি ঘটেছিল এবং মুসলমানেরা তখন অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এমত পরিস্থিতিতে কিতাবী নারীদের বিয়ে করার অনুমতি দিলে তারা কোনো প্রকার নিম্নতর মানসিক চাপে নিমজ্জিত হয়ে সংস্কৃতি ও সামাজিকতা এবং আমল ও আখলাকের দিক থেকে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। বরং এটারই আশা ও সম্ভাবনা ছিল যে, মুসলমানরা তাদের বিয়ে করলে তাদেরকেই প্রভাবিত করবে। এবং এ উপায়ে ঐসব কিতাবী নারীদের আকীদা ও আমলে শুভ পরিবর্তন সাধিত হবে। আর তাদের মধ্যে অনেকেই ঈমান ও ইসলাম গ্রহণে ধন্য হবে।

এছাড়াও এটাও বিবেচ্য যে, কিতাবী নারীদের বিয়ে করার অনুমতি প্রকৃত প্রস্তাবে على سـبـيـل التنزل বা একধাপ নীচে নামার অনুভূতি সহকারেই প্রদত্ত হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজের এবং তার সন্তান সন্ততি ও বংশের দীন ও ঈমানের জন্য যে সমূহ

১. আহলে কিতাবের যবেহকৃত প্রাণীর জায়েয হবার জন্যও মানদণ্ড তা-ই যা এখানে বর্ণিত হয়েছে ; বরঞ্চ মূলত এ আলোচনা তো—যেমন পূর্বাপর বক্তব্য থেকেও স্পষ্ট—যবেহকৃত প্রাণীর সাথেই সংশ্লিষ্ট।

www.pathagar.com

বিপদাশংকা রয়েছে, তাতো স্পষ্ট। তাই এ কারণেই মুসলমান পুরুষদেরকে তো কিতাবী নারীদের বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে ; কিন্তু মুসলমান নারীদের কোনো অবস্থাতেই কোনো অমুসলিম পুরুষকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি। চাই সে কিতাবী হোক কিংবা অকিতাবী। এটা এ বিষয়ের দলীল যে, এ অনুমতি স্রেফ একটা অনুমতি বৈ নয়। এটা কোনো উত্তম জিনিস নয়। পরিবেশ পরিস্থিতি যদি ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতির অনুকূল হয় এবং কেউ কোনো সচ্চরিত্রবান কিতাবী নারীকে বিয়ে করে নেয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু কাফির সুলভ পরিবেশে যেখানে কুফরী ও কুফরীর ধারক-বাহকদের হবে জয়জয়কার সে ক্ষেত্রে এ জাতীয় বিয়ে যদিও আয়াতের ভাষ্যের খেলাফ হবে না, তথাপি আয়াতের অভিপ্রায় তার প্রাণসত্তা ও তার অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের খেলাপ হবে অবশ্যই।

একথা এখানে স্মরণ করার মাত্রই আবশ্যকতা নেই যে, ইসলামের অনেক আইন-কানুনই দারুল ইসলামের শর্তের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অনুরূপভাবে কোনো কোনো রুখসত ও ইজাযত এবং বিশেষ পরিবেশ ও অবস্থার সাথে শর্তযুক্ত। পরে এ সম্পর্কিত কতক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হবে।

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ঃ এ সম্পর্কে আমরা সূরা আন নিসার ২৪-২৫ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি।

كُفْرُ بِالْاِيْمَانِ-এর তাৎপর্য

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ঃ এর তাৎপর্য এই যে, কেউ আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে নেয়ার দাবীও করবে এবং একই সাথে আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের স্পষ্ট খেলাফ নিছক স্বীয় কামনা-বাসনার অনুসরণে আইন ও শরীআত উদ্ভাবন করে তার ওপর যথেচ্ছ আমলও করবে। এটাই সে ঈমান যাকে কুরআন نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ বলে অভিহিত করেছে। কুফর ও ঈমান উভয়ের এ মিশ্রণের কোনো মূল্য ও আবেদন আল্লাহর নিকট নেই। আল্লাহর নিকট তো সে ঈমানই গ্রহণযোগ্য যা মহান আল্লাহর শর্তাবলীতে উত্তীর্ণ। যারা নিজেদের শর্তাবলীর ওপর ঈমান আনে তাদের ঈমান ওইসব ঈমানের দাবীদারদের মুখের ওপর নিক্ষেপ করা হবে। আর এ জাতীয় ঈমানের অধীনে কৃত যাবতীয় আমল আল্লাহর নিকট নিষ্ফল হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৬-১১ আয়াত

ওপরে খাদ্য ও বিয়ের ব্যাপারে পাক ও নাপাকের আলোচনা করে সেগুলোর পবিত্রতা সাধন করা হয়েছে। এক্ষণে নামাযের জন্য পবিত্রতার বর্ণনা আসছে। নামাযের তাহারাত বা পবিত্রতা হচ্ছে অযু এবং জানাবাতের অবস্থায় গোসল। এ পর্যায়ে পানি সহজলভ্য না হলে কিংবা কোনো ওযর থাকলে তায়াম্মুমের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আর এটা মূলত এ উম্মতের প্রতি নিয়ামাতের সম্পূর্ণতা এবং এ পর্যায়ের হুকুমের পরিপূর্ণতা বৈ, নয়।

এরপর এ পর্যায়ে নিয়ামতের যে সম্পূর্ণতা বিধান করা হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং অবহিত করা হয়েছে যে, তোমরা سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا বলে আল্লাহর সাথে যে

www.pathagar.com

অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছ, তা সর্বদা স্মরণ রাখবে। আল্লাহকে ভয় করে চলবে। আল্লাহর নিকট কোনো কিছুই গোপন থাকার নয়। তিনি অন্তরের অন্তস্থলের সকল গোপন তত্ত্ব সম্পর্কেও সম্যক অবহিত।

অতপর ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ওপর কায়েম থাকার ও মানব জাতির ওপর সাক্ষ্যদান করার যে মর্যাদার আসনে আল্লাহ মুসলমানদের সমাসীন করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এক্ষণে দুনিয়ায় হক ও ইনসাফের মানদণ্ড তারাই। যদি তারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাহলে সব কিছুই বক্র ও বিকৃত হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে বিপথগামীতার সবচেয় বড় কারণ কি তারও উল্লেখ করা হয়েছে—যা পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর জন্য পদস্খলনের কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এটা এজন্যই বলা হয়েছে, যাতে এ উম্মত তা থেকে ভালভাবে সাবধান থাকে। একই সাথে এটাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তোমাদের সহযোগী ও বিরোধী সবার জন্যই হক ও ইনসাফের ওপর অচল ও অনড় প্রমাণিত হও তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের মহাপুরস্কার আর দুনিয়াতেও তোমরাই হবে সফলকাম। তোমাদের শত্রুরা তোমাদের এতটুকুন ক্ষতিও করতে পারবে না। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ
وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى
اَوْ عَلٰي سَفَرٍ اَوْ جَاۗءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۗىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۗءَ فَلَمْ تَجِدُوْا
مَاۗءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۭ
مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۶ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ
اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝۷ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ

www.pathagar.com

شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط
اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿৮﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ
وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿৯﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
الْجَحِيْمِ ﴿১০﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ
قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿১১﴾

৬. হে মু'মিনরা! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াবার ইচ্ছে করবে তখন তোমরা ধৌত করে নেবে নিজেদের মুখাবয়ব ও হাত কনুই পর্যন্ত, আর মাসেহ করে নেবে নিজেদের মাথা এবং ধৌত করে নেবে নিজেদের পা গ্রন্থি পর্যন্ত। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে গোসল করে নেবে। যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড় কিংবা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচকর্ম সেরে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সম্ভোগ করে থাক অতপর পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে—এভাবে যে, নিজেদের মুখাবয়ব ও হাত মাসেহ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের কোনরূপ অসুবিধায় ফেলতে চান না ; বরং তিনি চান তোমাদের পূত-পবিত্র করে দিতে এবং তোমাদের ওপর তাঁর নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিতে—যেন তোমরা তাঁর শোকরগুযার বান্দা হতে পার।

৭. তোমরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা এবং তাঁর সে অঙ্গীকারের কথা যা তিনি তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। যখন তোমরা বলেছিলে—আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তো অন্তরের অন্তস্থলের খবরও ভাল করে জানেন। ৮. হে ঈমানদার বান্দারা ! তোমরা অবিচল থাকবে আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে, কোনো গোষ্ঠীর দুশমনী যেন তোমাদের কখনো প্ররোরচিত না করে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার বর্জন করতে। তোমরা ইনসাফ করবে। এটাই তাকওয়ার নিকটতর। আর আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ৯. যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য

রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। ১০. পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে ও আয়াতসমূহকে প্রত্যাখান করে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী। ১১. হে ঈমানদাররা! তোমরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর সে নিয়ামতের কথা যখন একটি জনগোষ্ঠী উদ্যত হয়েছিল তোমাদের বিরুদ্ধে হাত উত্তোলন করতে, তখন আল্লাহ তাদের হাত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিয়েছিলেন। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে। আর মু'মিনদের তো আল্লাহরই ওপর ভরসা করা উচিত।

৩. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

অযু দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করার পদ্ধতি

قَامَ ঃ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ শব্দের পরে اِلٰى শব্দ আসলে তার অর্থ হয় ইচ্ছা করা। অর্থাৎ যখন তোমরা নামায পড়ার ইচ্ছা করবে তখন তার জন্য পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। অতপর তাহারাতের পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে। যে সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমরা নিজেরাও আলোচনা করেছি আর এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের কিতাবাদিতেও মওজুদ রয়েছে। নবী স.-এর সুন্নত থেকেও প্রমাণিত এবং জ্ঞান ও ফিতরতও সাক্ষ্য দান করে যে, একবার অর্জিত পবিত্রতা ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ত্রুটি বা অযু ভঙ্গ জনিত অবস্থার সৃষ্টি না হয়। এ কারণে এ নির্দেশ ঐ অবস্থার জন্যই প্রযোজ্য যখন কারো অযু বহাল না থাকে ; যদি বহাল থাকে আহলে অযুর প্রয়োজন নেই। যদি কেউ মানসিক প্রশান্তির জন্য নতুন অযু করে নেয় তবে এতে ফযীলত নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু শরীআতের দাবী নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ধৌত করার নিয়ম কি ? উল্লিখিত অঙ্গগুলো একবার করে ধুইতে হবে, নাকি দুবার করে কিংবা তিনবার করে ? কচলিয়ে ধুতে হবে নাকি স্রেফ পানি ঢেলে দিলেই চলবে ? কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থান দাড়ি ও কনুয়ের ব্যাপারে কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে

www.pathagar.com

হবে ? তা এগুলোর সম্পর্ক দ্ব্যর্থহীন বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং আদবের সাথে জড়িত। আর আদব শেখার সবচেয়ে ভাল মাধ্যম হলো নবী স.-এর সুন্নাত। তার সুন্নত দ্বারা যা প্রমাণিত হবে—চাই তার রূপ ও আকৃতি বিভিন্ন রকমই হোক—তার সবগুলোতেই রয়েছে বরকত ও কল্যাণ।

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ : مسح শব্দের অর্থ হাত মুছে আনা। আর এ জাতীয় জায়গা সমূহে ب অক্ষরের ব্যবহার পরিবেষ্টন করার অর্থ প্রদান করে থাকে। তাই যারা পুরো মাথা মাসেহ করার প্রবক্তা তাদের অভিমতই আমার নিকট মযবুত মনে হয়, যদি পাগড়ি ইত্যাদি মাথায় থাকলে, তার অপসারণে কষ্ট হবে, এ বিবেচনায় আংশিক মাসেহ করাও যথেষ্ট।

وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ : এর عطف হয়েছে اَيْدِيَكُمْ -এর ওপর। এজন্য এটি ঐ অঙ্গসমূহের অন্তর্গত যেগুলোর জন্য রয়েছে ধৌত করার হুকুম। অযুতে অঙ্গসমূহের ক্রমবিন্যাস স্পষ্ট করার জন্য এটা শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। যদ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, এ বিন্যাস যেমন ফিতরাত ও স্বভাবসম্মত তেমনি শরীআত সম্মতও। কেউ কেউ পা-কেও মাসেহ করার মধ্যে শামিল করেছেন। কিন্তু এ অভিমত সর্বসম্মত কিরআত ও সর্বসম্মত সুন্নাতেরও খেলাফ এবং আরবী ভাষারীতিরও পরিপন্থী। যদি পা মাসেহ করাই জরুরী হতো তাহলে তার সাথে اِلَى الْكَعْبَيْنِ-এর শর্ত জুড়ে দেয়া ছিল সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। লক্ষণীয় যে, অযুতে হাত ধোয়ার জন্য اِلَى الْمَرَافِقِ -এর শর্ত লাগানো হয়েছে। কিন্তু তায়াম্মুমে যেখানে মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে সেখানে اِلَى الْمَرَافِقِ এর শর্ত বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। কারণ মাসেহ এর মধ্যে এ জাতীয় কোনো শর্তারোপ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও অনুপোকারী ব্যাপার ছিল।

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا الاية : এ আয়াতাংশটি কিঞ্চিত শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে সূরা আন নিসার ৪৩ নম্বর আয়াতেও উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

অযু ও তায়াম্মুমের বিধানের কারণ ও হিকমাত

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ : এবারে উক্ত হুকুমের কারণ ও হিকমাত বর্ণিত হচ্ছে, যাতে করে কিছু সংখ্যক লোক এসব বিধি-নিষেধকে কঠিন মনে করে থাকলে তাদের নিকট এর উপকারিতা স্পষ্ট হয়ে যায়। এতে সন্দেহ নেই যে, অনভ্যস্থ স্বভাব প্রকৃতির অধিকারী লোকদের নিকট গোসল ও অযুর এসব বাধ্য বাধকতা বড়ই কঠিন ও দুরূহ পরীক্ষার জিনিস। কিন্তু মহান আল্লাহ এসব নিয়ম-বিধি বান্দাদেরকে কষ্টে ফেলার জন্য আরোপ করেন নি। যদি কষ্টে ফেলাই হতো উদ্দেশ্য, তাহলে রোগ-ব্যাধি ও সফর ইত্যাদি হালতে তায়াম্মুমের অনুমতিইবা দেবেন কেন ? অথচ আল্লাহ বান্দাদের পবিত্র করার জন্য এ বিধান প্রবর্তন করেছেন; যেন বান্দা বেশী থেকে বেশী আল্লাহ ও তার পবিত্র সত্তার নৈকট্য হাসিলের যোগ্য হতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে পবিত্রতা তো আভ্যন্তরীণ দিক থেকে কাম্য এবং নামায আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার জন্যই ফরয করা হয়েছে। কিন্তু বাহ্য ও আভ্যন্তরের মধ্যে রয়েছে বড় গভীর সম্পর্ক। বাহ্যদিকের প্রভাব আভ্যন্তরীণ দিকের ওপর এবং আভ্যন্তরীণ বিষয়ের

www.pathagar.com

প্রভাব বাহ্যদিকের ওপর পড়ে থাকে। এজন্যই ইসলাম নামাযের জন্য অযুর নির্দেশ দিয়েছে আর নাপাকী অবস্থার জন্য নির্দেশ দিয়েছে গোসলের। এটা আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা হাসিলের জন্য সাহায্যকারী যা নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ : এতে এ বিষয়ের প্রতি ইশারা রয়েছে যে, নামায পর্যায়ে অযু ও তায়াম্মুমের এসব বিধান প্রদত্ত হবার পর তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামাতের সম্পূর্ণতা দান করা হলো। সূরা নিসায় তায়াম্মুমের ওপর আলোচনা করতে যেয়ে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, ইহুদীদের মধ্যে তাহারাতের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন শর্তাবলী ও কড়াকড়ি বিধ্যমান ছিল। একেতো তাদের শরীআতের বিধানই ছিল অত্যন্ত কঠিন। দ্বিতীয়ত তাদের ফকীহ ও শরঈ বিশেষজ্ঞরা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল অধিকতর কঠোর বিধি-বিধান। তাদের মধ্যে তায়াম্মুমের কোনো ধারণাই বর্তমান ছিল না। তাছাড়া তাদের দৃষ্টিতে সাধারণ ও বড় ধরনের নাপাকির অবস্থায়—চাই যতবড় ওজর ও নিরুপায় অবস্থায়ই হোক না কেন—কেবলমাত্র তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেয়াটা ছিল দীনের বিচারে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাই কুরআনে যখন তায়াম্মুমের অনুমতি সংক্রান্ত বিধান নাযিল হলো তখন তারা বেজায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলো। শুধু তাই নয়, এটাকে দলীল বানিয়ে তারা এমন কথা পর্যন্ত বলতে শুরু করলো যে, মক্কার মুশরিকরাই তো বরং এসব মুসলমানদের চাইতে অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত। যাহোক ইহুদীদের এসব কঠোর বিধি-বিধানও ছিল তাদের বাড়াবাড়ির ফল ও শৃংখল স্বরূপ। সর্বশেষ নবী স.-এর মাধ্যমে এসব জঞ্জাল দূরীভূত হবে—এটাও ছিল নবী প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই তায়াম্মুমের অনুমতির মাধ্যমে তাহারাত পর্যায়ে আল্লাহ তার নিয়ামতের সম্পূর্ণতা দান করেন। আর এ নিয়ামত সম্পূর্ণ করণের দ্বারা এ উম্মত যে সহজ বিধান এবং বরকত ও কল্যাণ অর্জন করেছে তার জন্য সদা সর্বদা শোকর আদায় করা তাদের পক্ষে অপরিহার্য।

আয়াত ঃ ৭

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ۙ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

এখানে নিয়ামত সম্পূর্ণ করণের হক সম্পর্কে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরীআত তোমাদের ওপর নাযিল করে তোমাদের প্রতি করেছেন অপার দয়া ও অনুগ্রহ। তোমাদেরকে দান করেছেন সম্মান এবং নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। এসব পেয়ে তোমরা আল্লাহকে ভুলে যেও না ; বরং সর্বদা তাঁকে স্মরণ রাখবে। আর এ স্মরণ রাখা সত্যিকার অর্থেই যেন হয়। অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদিক থেকে তার হক আদায় করবে। অতপর উক্ত কর্তব্যের ধরন স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এটা তোমাদের ও তোমাদের রবের মাঝে একটা মযবুত অঙ্গীকারের মর্যাদা রাখে—যা আল্লাহ স্বীয় নবী স.-এর মাধ্যমে তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন এবং তোমরা নবীর সামনে سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا বলে উক্ত অঙ্গীকারের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছ। আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের

www.pathagar.com

জন্য সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন তা এ অঙ্গীকারের ওপরই নির্ভরশীল। এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে তার শাস্তি হবে বড়ই কঠিন। তাই আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং একথা স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ অন্তরের নিবৃত প্রদেশে নিহিত গোপন তত্ত্ব-তথ্য সম্পর্কেও সম্যক অবহিত।

আয়াত ঃ ৮

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

শরীআতের অঙ্গীকারের দায়িত্ব অর্পিত আছে উম্মতের ওপর

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ঃ সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে সূরা আন নিসার ৩৫ নম্বর আয়াতে এ অংশটি উক্ত হয়েছে। সেখানে এর বিশদ ব্যাখ্যাও তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ঐ অঙ্গীকারের সামষ্টিক দায়িত্বকেই ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহ হিসেবে উক্ত হক ও ইনসাফের পতাকাকে উড্ডীন করে তুলে ধরাই হচ্ছে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য—যা সর্বশেষ শরীআতের আকারে তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। খোদ নিজেদের মধ্যে তা কায়েম করতে হবে এবং তারই সাক্ষ্য দান করতে হবে সারা দুনিয়ার সামনে।

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ ঃ এ অংশটি এ সূরারই ২ নম্বর আয়াতে অতিবাহিত হয়েছে। হক ও ইনসাফের পথে সবচেয়ে বড় ফিতনা সম্পর্কে অবগত করানোর জন্যই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। এখানে বলা হয়েছে, কোনো কওমের দুশমনী ও তাদের যে কোনো বড় ধরনের ভুল কর্মনীতিও যেন মুসলমানদেরকে হক ও ইনসাফ থেকে বিচ্যুত করতে সফলকাম হতে না পারে। শয়তান হক পথ থেকে গোমরাহ করার জন্য সবচেয়ে বেশী যে অস্ত্রটি প্রয়োগ করে থাকে তা হচ্ছে এই একে অন্যের সাথে দুশমনী ও শত্রুতার অস্ত্র। ইহুদীদেরকে বানানো হয়েছিল অনেকগুলো ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের সাক্ষী ও দায়িত্বশীল। কিন্তু তারা নিছক বনী ইসমাঈল ও মুসলমানদের শত্রুতায় ঐ সকল চুক্তি ও অঙ্গীকারকে পদদলিত করে ছাড়ে। এ কারণেই মুসলমানদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয় যে, তারা যেন শয়তানের এ ফিতনা থেকে নিজেদের রক্ষা করে। বন্ধু ও শত্রু উভয়ের জন্যই যেন তাদের নিকট একই বাটখারা ও একই দাড়িপাল্লা থাকে।

ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ এ ইনসাফই তাকওয়ার নিকটতর। অর্থাৎ তাকওয়াই হচ্ছে গোটা দীন ও শরীআতের প্রাণসত্তা এবং ঈমানদারদের প্রতিটি কথা ও কাজের কষ্টি পাথর। আর শত্রুর শত্রুতা সত্ত্বেও তার সাথে হক ও ইনসাফ পরিপন্থী কোনোরূপ আচরণ পরিহার করে চলাই হচ্ছে তাকওয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মনীতি। এদ্বারা দীনের মধ্যে তাকওয়ার স্থান স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সর্বময় নেক কার্যাবলী প্রকৃত প্রস্তাবে তাকওয়ার মূল থেকেই উৎসারিত।

আয়াত ঃ ৯-১০

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

ওপরে উল্লেখিত অঙ্গীকারের ওপর আমল করা ও না করা উভয়ের ফলাফল বিবৃত হয়েছে এ আয়াতগুলোতে। অর্থাৎ যারা ঐ অঙ্গীকারের ওপর অবিচল থাকবে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। আর যারা তা ভঙ্গ করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। এ থেকে একদিকে এটা প্রমাণিত হলো যে, যেভাবে আল্লাহ আমাদের ওপর অঙ্গীকারের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, অনুরূপভাবে তার জবাবে তাঁর নিজের ওপরও একটা প্রতিশ্রুতির দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। তার বহিঃপ্রকাশ وَعَدَ اللّٰهُ শব্দগুচ্ছ থেকেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সত্যিই এটা বান্দার প্রতি অতীব দয়ালু মহান রবের অসীম বদান্যতা যে, তিনি তাঁরই সৃজিত ও তাঁরই প্রতিপালিত এক সৃষ্টির সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকারে শরীক হয়েছেন এবং জবাবে স্বীয় সত্তার ওপরও এক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন। এদ্বারা মানুষকে তিনি এমন এক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন যাতে অন্য কেউ শরীক নেই। আরও একটি বিষয় এও প্রমাণিত হলো যে, ঈমান ও সৎকর্মের ধারণা একটি ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্যবহ অভিব্যক্তি বৈ নয়। মহান আল্লাহ শরীআতের আকারে আমাদেরকে যা দান করেছেন এবং যার অনুসরণ করার জন্য আমাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন তার সবই শামিল রয়েছে এ ঈমান ও সৎকর্মের মধ্যে।

আয়াত ঃ ১১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

ইতোপূর্বে ৮ নম্বর আয়াতে মুসলমানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল সর্বাবস্থায় হক ও ইনসাফের ওপর কায়েম থাকার। বিরোধী ও শত্রুদের মুকাবিলায় ইনসাফ ও ন্যায় নীতিকে ধরে রাখার এবং সত্যের সাক্ষ্য দানের যে ওয়াদা নেয়া হয়েছিল তার ওপর অবিচল থাকার। তাতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখন তোমাদের শত্রুদের শত্রুতাকে আমল দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা এ অঙ্গীকারের ওপর অবিচল থাকলে প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহর সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। তোমাদের শত্রুরা তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। হুবহু একই বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছিল فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ -এতে। এক্ষণে ঐ একই বিষয়ের সমর্থনে বাস্তব সাক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে যে, দেখ এ পথে একটি কওম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারেনি। আল্লাহ তাদের হাত প্রতিহত করে দিয়েছেন। এমনিভাবে তোমরা স্বীয়

রবের অঙ্গীকারের ওপর অবিচল থাকলে, আল্লাহ্ প্রত্যেককে ঐ কওমের মুকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবেন, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করবে। তোমরা যখন আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছ তখন তোমাদের ঈমানের দাবী তো এটাই যে, তোমরা ভরসা করবে একমাত্র আল্লাহর ওপর।

এ আয়াতে 'কওম' বলতে আমার মতে, কুরাইশদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরোক্ত ৩ ও ৮ নম্বর আয়াতেও ইঙ্গিত করা হয়েছে তাদেরই প্রতি। শব্দটির অনির্দিষ্টরূপে উল্লেখের দ্বারা তাদের অবজ্ঞা ও অমর্যাদাকর অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত বুঝাচ্ছে। আর এদ্বারা এটাও প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, বক্তার লক্ষ হচ্ছে একটা মহাসত্যকে বর্ণনা ও প্রকাশ করা ; কোনো বিশেষ কওমের অবস্থা বর্ণনা করা নয়। তথাপি, যেমনটি আমি নিবেদন করেছি, যে পর্যন্ত ইশারা দ্বারা বুঝা যায়, তা দ্বারা কুরাইশদেরকেই বুঝানো হয়েছে, আমরা ওপরেও ইঙ্গিত দিয়েছি যে, এ সূরার তাৎপর্য থেকে এটা অনুমিত হয় যে, এটি ঐ সময়কার সূরা যখন মুসলমানেরা যথারীতি একটা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। হিজরতের ষষ্ঠ-সপ্তম বর্ষ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, কুরাইশরা বিভিন্ন প্রকার চাপের মুখে মুসলমানদের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। ওদিকে ইহুদীরাও নিজেরা পর্দার অন্তরালে যেসব ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল, তাতে সর্বতোভাবে ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ হবার অতিশয় তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সাহস হারিয়ে বসেছিল।

৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১২-১৪ আয়াত

ইহুদী ও নাসারাদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল, পরবর্তী আয়াতগুলোতে তার উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করার দরুন তারা যেসব পরিণাম পরিণতির সম্মুখীন হয়, সংক্ষেপে তার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে এতে। এদ্বারা মুসলমানদেরকে সতর্ক করাই মূলত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এখন তোমাদের নিকট থেকে যে, অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে এটাই ঠিক একই ধরনের অঙ্গীকার। ইহুদী, নাসারারা তাদের কৃত অঙ্গীকারের সাথে যে আচরণ করেছিল তোমরাও যদি ঠিক অনুরূপ আচরণই কর তাহলে তারা যেরূপ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল, তোমদেরকেও ঠিক একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। অতপর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ

نَقِيْبًا ۗ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ

وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ

www.pathagar.com

عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ
فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٢﴾ فَبِمَا
نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ
الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ
عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ
فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۪ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٤﴾

১২. আর আল্লাহ তো বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে পাকা অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন ; অনন্তর আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন সরদার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। তোমরা যদি নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখ, তাদের সম্মান ও শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করো এবং আল্লাহকে করযে হাসানা দান করো, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস রেখো আমি তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দেবো এবং অবশ্যই তোমাদের দাখিল করবো এমন সব উদ্যানে যার পাদদেশে রয়েছে চির প্রবহমান ঝর্ণাধারা। এরপর তোমাদের মধ্য থেকে যে, কুফরী করবে সে নিশ্চিতভাবে সরল পথ হারাবে। ১৩. তাদের এ অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের লা'নত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। তারা আল্লাহর কালামের যথার্থ অর্থকে বিকৃত করে দেয় আর তারা ভুলে গেছে অধিকাংশ কথা যা তাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। তুমি তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সবাইকে দেখতে পাবে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করো ও তাদের সংশ্রব এড়িয়ে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

১৪. যারা বলে, আমরা খৃষ্টান, আমি তাদের কাছ থেকেও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। অতপর তাদের যে উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল তার অধিকাংশ কথা তারা ভুলে গেল। ফলে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের হলাহল

www.pathagar.com

তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিলাম। আর অচিরেই আল্লাহ তাদের জানিয়ে দেবেন যা তারা করতো।

৫. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১২

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ج وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝

نَقِيب শব্দের অর্থ

نَقِيْبٌ শব্দের অর্থ অনুসন্ধানকারী, কোনো বিষয়ের সন্ধান বা তালাশে লেগে থাকা ব্যক্তি, লোকদের অবস্থার অনুসন্ধানকারী। এখান থেকেই এটি জাতি ও গোত্রের সরদার, রক্ষক, দায়িত্বশীল কর্মকর্তা, উপদেষ্টার অর্থে ব্যবহার হতে শুরু করে। কেননা রক্ষক ও উপদেষ্টাদের আসল কাজই হলো লোকদের অবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করা ও তাদের সার্বিক সুরক্ষার ব্যবস্থাপনা করা। বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা আ. তাদের কাছ থেকে যথাযথভাবে শরীআতকে মেনে চলার এবং তার হিফাযতের অঙ্গীকার নেয়ার পর বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক গোত্রের ওপর একজন করে নকীব নিয়োগ করেন। নকীব নিয়োগ করেন এ উদ্দেশ্যে যেন তারা লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, শরীআতের সীমা ও শর্তাবলীর পাবন্দী করেন এবং তাদের মধ্যে এমন কোনো জিনিস অনুপ্রবেশ করতে না পারে যা তাদেরকে আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ও অঙ্গীকার থেকে পলায়নকারী বানাবে। বনী ইসরাঈলের গোত্র যেহেতু ছিল বারটি সেহেতু তাদের নকীবও নির্ধারিত হয়েছিল বারজন। মহান আল্লাহর হিদায়াতক্রমে হযরত মূসা আ.-ই তাদের নিয়োগ দান করেছিলেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা একে স্বীয় নিয়োগদান বলে অভিহিত করেছেন।

বনী ইসরাঈলের সাথে অঙ্গীকার

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ الاية ঃ এটা ঐ চুক্তি ও অঙ্গীকারের বর্ণনা যা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল। এতে নামাযের প্রতি যত্ন নেয়া, যাকাত আদায় করা, ভবিষ্যতে যেসব রাসূল আসবেন তাদের প্রতি ঈমান আনা, তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা এবং

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তাদেরকে স্বীয় সাহচর্য দান করার, তাদের সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়ার ও তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাওয়ার।

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ঃ একটি ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ বিবৃতি ; তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা আল্লাহর সাহচর্য ও সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতির। এটাতো স্পষ্ট যে, যাদের সাথে রয়েছে খোদ আল্লাহ। আল্লাহর সমগ্র বিশ্ব কারখানা তো তাদেরই সাথে রয়েছে।

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ ঃ এতে বুঝা যায় মুসলিম উম্মাহর অঙ্গীকারে নামায ও যাকাতের রয়েছে বুনিয়াদী গুরুত্ব। অনুরূপভাবে বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকারেও এগুলোর বুনিয়াদী গুরুত্ব বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ প্রদত্ত শরীআতে দীনী হেকমতের দিক থেকে এদুটো জিনিসের যে মর্যাদা প্রথম থেকেই বর্তমান ছিল তার ওপর পূর্ণ বিবরণ সহকারে তাফসীর আমরা সূরা আল বাকারার শুরুতে পেশ করেছি।

وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ ঃ এতে পরবর্তীতে আগত সকল নবীদের প্রতি তো ইঙ্গিত রয়েছেই ; কিন্তু এতে বিশেষ ইশারা রয়েছে শেষ নবী স.-এর প্রতি—যার সম্পর্কে তওরাতে অত্যন্ত স্পষ্ট লক্ষণ সহকারে উল্লেখ হয়েছে। সূরা আল বাকারায় কতক উদ্ধৃতি উক্ত হয়েছে। সূরা আল আরাফে এ সম্পর্কে আরো আলোচনা আসবে।

وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ঃ এতে যে অর্থব্যয়ের কথা বলা হয়েছে তা যাকাতের নির্ধারিত নিসাব বহির্ভূত দান সম্পর্কেই বলা হয়েছে। এদ্বারা ঐ ইনফাককেই বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহর পথে জিহাদ ও এ জাতীয় অন্যান্য দীনী ও জাতীয় এবং সামষ্টিক উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয় করা হয়। একে ফরয অভিধায় অভিহিত করার কারণ ও এর করযে হাসানা হবার শর্তাবলীর ওপর আমরা অন্যত্র সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ ঃ এতে سَيِّاٰت শব্দের অর্থ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতাসমূহ। যদি দীনের বুনিয়াদী বিষয়াদিকে যথাযথভাবে পালন ও সম্পাদন করা হয় তাহলে বান্দার পক্ষ থেকে প্রকাশ পাওয়া ছোটখাট ভুল-ত্রুটিসমূহকে মহান আল্লাহ মাফ করে দিয়ে থাকেন। এ বিষয়ের ওপরও ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ الاية ঃ এ অংশটিও অঙ্গীকারেরই অংশ। অর্থাৎ এ অঙ্গীকার ও অঙ্গীকারের যথাযথ হিফাযতের ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও—যার উল্লেখ করা হলো—যদি কেউ উক্ত অঙ্গীকারকে লংঘন করে তবে সে আল্লাহর সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। এখানে এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, এ অঙ্গীকার লংঘনকে কুফরী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আয়াত ঃ ১৩

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ج يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ

www.pathagar.com

مَّوَاضِعِهٖ لا وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ج وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গের ফলাফল

ইহুদীদের ওপর লানত, তাদের অন্তরের কাঠিন্য ও তাদের বিকৃতি সাধনের ওপর সূরা আল বাকারার তাফসীরে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ কোনো জাতির সাথে অঙ্গীকার করে তাদেরকে দান করে থাকেন বিশেষ সম্মান ও উচ্চাসন। আবার ঐ অঙ্গীকার ভঙ্গ জনিত কারণে তিনি তাদেরকে ঠিক ঐ পরিমাণেই লাঞ্ছনাময় ভর্ৎসনা ও তিরস্কারে নিপতিত করে থাকেন। এ ভর্ৎসনার বিষয়টি ব্যক্ত করার জন্য যথাযথ শব্দ মূলত লানত। অর্থাৎ কাউকে দরবার থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত ঘোষণা করা। দরবারে এলাহী থেকে বিতাড়িত হবার প্রথম যে প্রভাব কোনো জাতির ওপর পড়ে তা এই যে, তাদের মধ্য থেকে অন্তর্জগতের সঞ্জীবনী শক্তির উৎস আল্লাহর ভয় নিঃশেষিত হয়ে যায়। হৃদয় প্রস্তরসম কঠিন হয়ে তাওবা ও বিনয়-নম্রতার বিকাশ ও বর্ধনের ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অনুর্বর। এ অবস্থার সৃষ্টি তো হয় অঙ্গীকার ভঙ্গকারী জাতির নিজেদের আমলের ফলশ্রুতি স্বরূপ। কিন্তু এ গযব পতিত হয় মহান আল্লাহর নির্ধারিত বিধান মোতাবেকই। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা বিষয়টিকে স্বীয় সত্তার সাথেই সম্পর্কিত করে বর্ণনা করেছেন। এ কাঠিন্য অঙ্গীকার ভঙ্গকারী জাতির মধ্যে সৃষ্টি করে দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্য। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় যে, তারা আল্লাহর অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করেই ক্ষান্ত হয় না। বরং তারা উক্ত অঙ্গীকারকে নিজেদের খেয়াল-খুশী মোতাবেক ঢেলে সাজাবার জন্য তার ভাব ও ভাষারও বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে, ইহুদীরা যেরূপ ও আকৃতিতে এ বিকৃতি সাধন করেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে সূরা আল বাকারার তাফসীরে পেশ করেছি।

فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ঃ আর তারা ভুলে গেলো তার একাংশ যদ্দারা তাদের শিক্ষা ও উপদেশ দেয়া হয়েছিল, "যদ্দারা শিক্ষা ও উপদেশ দেয়া হয়েছিল"—এর অর্থ আমাদের মতে তাওরাত। কারণ এ তাওরাতেই আল্লাহর অঙ্গীকারের পুরো রেকর্ড সংরক্ষিত করা হয়েছিল। আর তা এজন্যই সংরক্ষণ করা হয়েছিল যেন বনী ইসরাঈল ও তাদের ভবিষ্যত বংশধরের জন্য একটা নির্ভরযোগ্য স্মরণিকার কাজ দেয়। কিন্তু যখন তারা উক্ত স্মরণিকারই একটা অংশ ভুলে গেল অতপর তাদের নিকট আর কোন্ জিনিসটিই রয়ে গিয়েছিল, যা তাদের জন্য স্মরণিকা হিসেবে কাজ করতে পারতো ? ঘরের প্রদীপেরই তো কাজ ঘরকে আলোকিত করে তোলা ; যদি ঐ দীপশিখাকেই নির্বাপিত করে দেয়া হয় অথবা গোপন করে দেয়া হয়, তবে কোন্ বস্তু এমন আছে যা ঘরকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করে তুলবে ?

তারা যে বিকৃতি সাধন ও সত্য গোপন করেছিল তারই স্বাভাবিক ও বাস্তব ফলশ্রুতি হচ্ছে এ ভুলিয়ে দেয়া। আমরা সূরা আল বাকারার তাফসীরেও এটা স্পষ্ট করেছি যে, ইহুদীরা তাওরাতের কোনো বিষয় সাধারণ লোকদের থেকে গোপন করত। তদ্রূপ তাওরাতের

যেসব ভবিষ্যদ্বাণী তাদের অভিরুচির পরিপন্থী ছিল তাতে তারা শাব্দিক বিকৃতি সাধন করে সেগুলোর অর্থ পরিবর্তিত করে দেয়। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমেও তারা প্রকৃত সত্য-তথ্যের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। অতপর সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তাওরাতের বিন্যাস ও সংকলন হযরত মূসা আ.-এর যমানায় হয়নি। বরং তার সংকলন বাস্তব রূপ লাভ করেছে তার ওফাতের সুদীর্ঘকাল পরে। এতো পরে যে, যখন তার কবর কোথায় অবস্থিত তাও ছিল সকলের নিকট অজ্ঞাত। তার সংকলকদের নাম কি, তারা কোন্ সব গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন, তাও কারো জানা ছিল না। দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪ অধ্যায়ের শেষে রয়েছে—"কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না।" অনুরূপভাবে তাতে এ বাণীটিও উদ্ধৃত রয়েছে যে, "মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই ; সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখাসম্মখি হইয়া আলাপ করিতেন ;"

এটাতো স্পষ্ট যে কিতাব তার বাহকের ওফাতের এত দীর্ঘকাল পরে সংকলিত হয়েছে যে, লোকেরা তার কবর কোথায় অবস্থিত তাও ভুলে গিয়েছিল, তাদের পক্ষে তার শিক্ষা ও আদর্শের হেফাযত করা কি করে সম্ভব ? তাই তার অনিবার্য ফল এই দাঁড়ালো যে, তারা তাওরাতের অধিকাংশ শিক্ষাই ভুলে গেলো। অতপর যেসব বিষয় সংকলিত হলো তাও মূল শব্দ ও ভাষ্যে সংরক্ষিত হয়নি। বরঞ্চ তাদের নিকট মূল তাওরাতের পরিবর্তে স্রেফ তার অনুবাদই রয়ে গেল আর এ অনুবাদও পরিবর্তিত হতে হতে মূল থেকে এতোই আলাদা ও ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করল যে, এটা নিরূপণ করাই অসম্ভব হয়ে পড়লো যে, এতে মূল বাণীর পরিমাণ কতখানি আর সংকলক ও অনুবাদকদের পাদটীকার পরিমাণই বা কতটুকু। এভাবেই তাওরাতের একটা বিরাট অংশ তার বাহকরা ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দেয়।

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ؛ خَائِنَةٍ শব্দের অর্থ খেয়ানত ও বিশ্বাস ভঙ্গ করা ; যেমন لَائِمَةٍ শব্দের অর্থ তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা। খেয়ানত শব্দটি চুক্তি লংঘন ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অর্থে আরবীতে বহুল ব্যবহৃত ও সর্বজনবিদিত। কুরআন ইহুদীদের বিপুল সংখ্যক অঙ্গীকার ভঙ্গের ও তাদের বিকৃতি সাধনের ওপর থেকে পর্দা উন্মোচন করেছে। পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে তার বিবরণ উক্ত হয়েছে। সামনে তার আরো উদাহরণ আসছে। কুরআন থেকে এটাও জানা যায় যে, কুরআন কেবল মাত্র ঐ বিকৃতগুলোই তুলে ধরেছে, শরীআতের নবায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে যেগুলোকে তুলে ধরা জরুরী ছিল। যেগুলো তুলে ধরা অতটা জরুরী ছিল না সেগুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আর সেগুলোর পরিমাণও নেহাত কম নয়, অনেক বেশী। তাই পরবর্তী ১৫ নম্বর আয়াতে এরশাদ হয়েছে ؛ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ –"আর তিনি তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেন কিতাবের এমন অনেক কিছু যা তোমরা গোপন করতে। আবার অনেক বিষয় তিনি উপেক্ষাও করেন।"

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ দ্বারা ইহুদীদের ঐ ক্ষুদ্র দলের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যারা উক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ ও তার উপরোক্ত ফলাফল থেকে সুরক্ষিত রয়েছে। যদিও এ দলটি স্বীয় জাতিকে ফিতনা থেকে রক্ষা করতে পারেনি এবং তাওরাতকে দুরাচারীদের অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে হেফাযত করতে সক্ষম হয়নি, তথাপি এরা নিজেদের ইলমের সীমা পর্যন্ত মূল শরীআতের

www.pathagar.com

ওপর অবিচল ও তার সাক্ষ্যদান করতে থাকে। সদাচারীদের এ দলটিই ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ : এতে عفو ও صفح-এর অর্থ অন্তর থেকে মাফ করে দেয়া বরং স্রেফ ক্ষমা করে দেয়া। عفو শব্দের এ অর্থের দৃষ্টান্ত ১৫ নম্বর আয়াতের ঐ অংশেও বিদ্যমান যা আমরা ওপরে উদ্ধৃত করেছি অর্থাৎ এখন তাদেরকে উপেক্ষা করো ও অবকাশ দাও, ওদের সাথে ফায়সালার দিন ভবিষ্যতে আসবে।

আয়াত : ১৪

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ص فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

নাসারাদের ওয়াদা ভঙ্গের ফলাফল

ইহুদীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পর এখন নাসারাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের বিষয় আলোচিত হচ্ছে। তাদের উল্লেখের সূচনাই করা হয়েছে এমন ভঙ্গীতে যদ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে এ নাসারারা প্রকৃত অর্থে নাসারা নয় ; বরং নিছক নাসারা হবার দাবীদার মাত্র। তাই প্রকৃত ঘটনা তো এই যে, পলের অনুসারীদের মূল খৃষ্টবাদের সাথে কোনো সম্পর্কই যে নেই তা নয়, বরঞ্চ তারা তো নিজেদের নাম পর্যন্ত পাল্টে নিয়েছে। সূরা আল বাকারায় নাসারাদের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধিকতর আলোচনা এ সূরারই ৮২-৮৫ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আসছে।

فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ : আল্লাহর কিতাবে বিকৃতি সাধনও তার এক অংশকে ধ্বংস করে দেয়ার ফলশ্রুতি ও পরিণতি বর্ণিত হয়েছে এখানে। আল্লাহর ওয়াদা-অঙ্গীকার ও তাঁর কিতাবের দ্বারা সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ হয় যেকোনো জাতিসত্তার। যদি তার মধ্যেই ফাসাদ ও বিভ্রম-বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে যায় তবে জাতিকে ফাসাদ, বিভ্রান্তি ও খুন-খারাবী থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোনো জিনিসটিই বা বর্তমান থেকে যায় ? বস্তুত এহেন পরিস্থিতি অঙ্গীকার ভঙ্গের যেমন স্বাভাবিক ফলশ্রুতি তদ্রূপ উক্ত অপরাধের শাস্তিও বটে। এজন্যই মহান আল্লাহ এ বিষয়টিকে নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। নাসারাদের জন্য এ থেকে রক্ষা পাওয়ার একটিই উপায় ছিল। আর তা হচ্ছে কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী এ অন্ধকার গহবর থেকে বেরিয়ে এসে হেদায়াতের আলো এবং শান্তি ও নিরাপত্তার রাজপথে চলে আসা। কিন্তু তাদের অন্ধ জাত্যাভিমান তাদেরকে এ সরল পথ অবলম্বন করতে দেয়নি। এখন তো আর কোনো কিতাব আসবে না। আর কোনো রাসূলও আসবে না। তাই এ লড়াই-ঝগড়া থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথই কিয়ামত পর্যন্ত তাদের জন্য আর অবশিষ্ট রইলো না।

www.pathagar.com

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ এটা যথারীতি ধমকী ও সাবধান বাণী। অর্থাৎ অচিরেই সে সময় আসবে যখন আল্লাহ তাদের এ সকল কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি তাদের সামনে তুলে ধরবেন এবং তারা তাদের যাবতীয় অপকর্মের পরিণাম ফল স্বচক্ষে দেখে নেবে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, অঙ্গীকার ভঙ্গের এ ইতিহাস মুসলমানদেরকে নিছক একটি অতীত কাহিনী হিসেবেই শোনানো হচ্ছে তা নয় ; বরং এজন্য শোনানো হচ্ছে যেন মুসলমানরা এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে। তারা যেন এটা স্মরণ রাখে যে, ইহুদী-নাসারারা অঙ্গীকারের সাথে যে আচরণ করেছিল, মুসলমানরাও যদি তার সাথে অনুরূপ আচরণই অবলম্বন করে তাহলে তাদের পরিণাম পরিণতিও ঠিক ইহুদী ও নাসারাদের মতই হতে বাধ্য।

৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৫-১৯ আয়াত

ইহুদী ও নাসারাদের জন্য নাজাতের পথ

সামনের আয়াতগুলোতে ইহুদী ও নাসারা উভয়কে সতর্ক বাণীর ভঙ্গীতে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে ও তাঁর কিতাবকে ধ্বংস করে অন্ধকার ও লড়াই-ঝগড়ায় ফেঁসে গিয়েছ। এ থেকে উদ্ধার করার ও শান্তির পথে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ তোমাদের পুনরায় আলোর পথ দেখিয়েছেন এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন এক উজ্জ্বল কিতাব। এক্ষণে এ কিতাব ও এ রাসূল এসে যাবার পর তোমাদের জন্য কোনো ওযরই অবশিষ্ট থাকল না। এ প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যাবার পরও তোমরা উক্ত অন্ধকারেই ডুবে থাকলে। স্মরণ রেখো, আল্লাহ সর্বোপরি সর্বশক্তিমান। তাঁর পাকড়াও থেকে বেরিয়ে যাবার সাধ্য কারো নেই। আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ

قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ
وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ
اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۫ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ
قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا
جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى
كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٩﴾

১৫. হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছেন, তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেন কিতাবের এমন অনেক কিছু যা তোমরা গোপন করতে আবার অনেক বিষয় তিনি উপেক্ষাও করেন। তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর তরফ থেকে এক আলোকবর্তিকা ও একটি সুস্পষ্ট কিতাব। ১৬. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা করে, এ কিতাব দিয়ে তিনি তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে স্বীয় অনুমতিক্রমে আর তাদের তিনি পরিচালিত করেন সরল সঠিক পথে।

১৭. নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে মারইয়ামের পুত্র মসীহই আল্লাহ। আপনি বলুন, আল্লাহ যদি মারইয়াম পুত্র মসীহ, তার মা ও গোটা বিশ্বচরাচরের সবকিছুকেই ধ্বংস করে দিতে চান তবে তাকে বাধা দিতে পারে এমন শক্তি কার আছে? আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যাকিছু আছে তার মালিকানা-সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনি সৃষ্টি করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন, আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

www.pathagar.com

১৮. ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, তবে তিনি কেন তোমাদের শাস্তি দেন তোমাদের গোনাহের জন্য? বরং তোমরাও তাদেরই মত মানুষ যাদের আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ক্ষমা করে দেন যাকে ইচ্ছা করেন এবং শাস্তি দেন যাকে ইচ্ছা করেন। আকাশ রাজ্য ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব এককভাবে আল্লাহর। আর তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে সবাইকে।

১৯. হে আহলে কিতাব! আমাদের এ রাসূল এমন এক সময় তোমাদের নিকট এসেছেন ও দীনের সুস্পষ্ট শিক্ষা তোমাদের সামনে পেশ করেছেন যখন রাসূল আগমনের ধারা একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ ছিল—যেন তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে তো সুসংবাদ বহনকারী ও সতর্ককারী—কেউ আগমন করেনি। অতএব দেখ, এখন তো তোমাদের কাছে এসে গেছেন একজন সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭. শব্দসমূহের অর্থ ও আয়াতসমূহের তাফসীর

আয়াত ঃ ১৫-১৬

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ
ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ○ يَهۡدِي بِهِ
ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ
وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ○

اخفاء শব্দটি বিকৃত করণের একটি ব্যাপক পরিভাষা

يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ঃ তাহরীফ বা বিকৃতি করণের ধরন শাব্দিক পরিবর্তন হোক কিংবা হোক অর্থগত পরিবর্তন জনিত, তার আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করা ও মানুষের চোখের ওপর ধূলি ময়লা নিক্ষেপ করা। এজন্যই কুরআন তা ব্যক্ত করার জন্য ব্যাপক অর্থবোধক اخفاء শব্দটির ব্যবহার করেছে। এতে তাদের শাব্দিক ও অর্থগত বিকৃতিসমূহও শামিল হয়ে গিয়েছে। এছাড়া তাদের কিতাবের ঐসব আয়াতও শামিল হয়ে গিয়েছে যেগুলোকে আহলে কিতাব সন্দেহবশত সাধারণ লোকদের কাছ থেকে গোপন করে রাখতো। উদ্দেশ্য ছিল তাদের শরীআত বিরোধী পদক্ষেপসমূহ যেন ফাঁস হয়ে না যায় অথবা তার ভিত্তিতে শেষ নবীর আবির্ভাবের ব্যাপারে তাদের ওপর যেন কোনো প্রমাণ খাড়া হয়ে না যায়। বলা হয়েছে, এই রাসূল তোমাদের অনেক বিকৃতি সাধনকেই আবরণ মুক্ত করে দিচ্ছেন। তবে অনেকগুলো

www.pathagar.com

বিষয় এমনও আছে যেগুলোকে তিনি উপেক্ষা করছেন। কারণ উদ্দেশ্য তো শুধু প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করে দেয়া ও আল্লাহর শরীআতের নবায়ন ও পূর্ণতা বিধান করা তোমাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা উদ্দেশ্য নয়।

كِتَابٌ مُّبِيْنٌ ও نُوْرٌ-এর অর্থ

قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ঃ نور বলতে কুরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে। আর كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ শব্দদ্বয় ব্যাখ্যাস্বরূপ উদ্ধৃত হয়েছে। কুরআন মজীদ হিকমত ও শরীআত উভয়ের সমষ্টি। কুরআন চিন্তা ও মননের অন্ধকার থেকেও মুক্তি দান করে আর জীবনের জন্য আমলের বিশুদ্ধ রাজপথকেও নির্দিষ্ট করে দেয়। এজন্যই তা একাধারে নূর বা আলো এবং কিতাবে মুবীন বা সুস্পষ্ট কিতাবও। আহলে কিতাবকে মহান আল্লাহ যে আলো দান করেছিলেন তা বিনষ্ট করে তারা পুন অন্ধকারের বদ্ধখাঁচায় বন্দী হয়ে পড়েছিল। প্রকৃত সত্য হারিয়ে গিয়েছিলো আর সত্যের রাজপথ হয়েছিল বিস্মৃত বিলুপ্ত আর এ কারণেই তাদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল ঐ লড়াই-ঝগড়ার দাবানল যা ইতোপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

হেদায়াতের জন্য আগ্রহ ও অনুসন্ধান

يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ الاية ঃ এখানে উক্ত কিতাবের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। তোমরা যদি এর প্রতি ঈমান আনয়ন করো, তাহলে এটি তোমাদেরকে লড়াই ঝগড়া থেকে নাজাত দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে নিয়ে আসবে। অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে আসবে আলোর পথে। বক্রতা ও ভ্রষ্টতার উপত্যকা থেকে বের করে নিয়ে আসবে আল্লাহর সরল সঠিক মযবুত পথে। তবে শর্ত এই যে, তোমাদের মধ্যে থাকতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। তোমাদের চোখ থেকে খুলে ফেলতে হবে অন্ধ প্রতিহিংসার ঠুলি। দেখতে হবে তার আলো আর মূল্যায়ণ করতে হবে ঐ কিতাবের যথাযথভাবে। এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও অনুসন্ধান থাকবে না বরং যারা নফসের পূজারী হয়ে থাকবে, তাদের জন্য তাওফীক ও যোগ্যতার দরোজা উন্মোচিত হবে না। بِاِذْنِهٖ শব্দের দ্বারা আল্লাহর ঐ বিধানের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সৌভাগ্য আল্লাহর অনুমতিক্রমে হাসিল হয়ে থাকে, আর এ অনুমতি তাদের পক্ষেই মঞ্জুর হয় যাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা।

আয়াত ঃ ১৭

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ط وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

www.pathagar.com

পলের আকীদার মৌল প্রাণসত্তা

এখানে নাসারাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের একটি উদাহরণ বিবৃত হয়েছে। চুক্তি ও অঙ্গীকারের যা কিছু মূল অর্থাৎ তাওহীদ, তারা এ তাওহীদের ওপরই করেছে কুঠারাঘাত। আর তারা মহান আল্লাহর পরিবর্তে মারইয়াম পুত্র মসীহকেই খোদা বানিয়ে বসেছে। বর্তমান মসীহী মতবাদ—যার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন পল—মূলত এ আকীদার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, খোদ আল্লাহ মসীহ আ.-এর ওপর ভর করেছেন ও তার সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন অর্থাৎ পলের মতে মসীহ আ.-এর আকৃতিতে খোদ আল্লাহই আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু নানামুখী আপত্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেমন আমরা সূরা আন নিসার তাফসীরে ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি—তাকে তিনি একটা হেয়ালির আকারে পেশ করেছেন, যাকে বলা হয় تثليث তথা তিন খোদার ধারণা। যেন ঈসার সত্তায় আল্লাহর ভর করার ধারণা এ আকীদার প্রাণসত্তা এবং তিনি খোদার ধারণাটি তার ভাষ্যরূপ বৈ নয়। কুরআন কোথাও এ গোমরাহীর প্রাণসত্তাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, আবার কোথাও তার সর্বজন পরিচিত ভাষ্যরূপ দ্বারা তার প্রতি ইশারা করেছে। পলের আসল উদ্দেশ্য ছিল মসীহ আ.-কে খোদা প্রমাণ করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি মসীহ আ.-এর স্বভাব নিয়মের বিপরীতে জন্মগ্রহণ করা এবং তার 'কালিমাতুল্লাহ' ও 'রূহুল্লাহ' হওয়া থেকে মাল-মসলা সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু ইঞ্জীল গ্রন্থে যেহেতু পিতা ও রূহুল কুদসেরও উল্লেখ ছিল সেহেতু তাকে কিছুটা কষ্ট-কল্পনা করতে হয়েছে। অর্থাৎ উলুহিয়াতের সমস্যার সমাধান করার জন্য তাকে এমন কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারস্থ হতে হয়, যাতে ওসবের জন্য তাতে কোনো না কোনো ফাঁক-ফোকর বেরিয়ে আসে। কিন্তু এ সমগ্র ঘোরালো পেঁচানো বিষয়াদিতো বড়জোর কতিপয় চুলচেরা বিশ্লেষণকারীর মানসলোকে কিংবা কতক হেয়ালিপূর্ণ বই কিতাবের মাঝেই বন্দী থাকে ; সাধারণ জনমানুষের চিন্তাধারা তো হয় সারকথায় বিশ্বাসী। এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের পেছনে তাদের সময় ব্যয় করার ফুরসত কোথায় ? তাই সাধারণ জনগণ এ সকল গল্প-কাহিনীর মধ্য থেকে স্রেফ এতটুকু কথাই তাদের চিন্তা-চেতনায় মযবুতভাবে বসিয়ে নিয়েছে যে, মসীহ আ.-ই খোদা।[১] একই অবস্থা ঘটেছে আরবদের ক্ষেত্রেও। তারাও আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক সাব্যস্ত করেছে, তা তাদের এক কল্পিত দর্শনের ভিত্তিতেই করেছে। কিন্তু অতপর আকার আকৃতি ও মূর্তি প্রতিমাগুলো হয়ে গেল খোদা। আর খোদা হয়তো সম্পূর্ণই গায়েব হয়ে গেল অথবা দৃশ্যপট থেকে এমনভাবে গোপন করে দেয়া হলো যে, তাঁর বর্তমান থাকা ও না থাকা দুই-ই সমান হয়ে গেল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা মক্কী সূরাগুলোতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

খৃষ্টানদের প্রতি গোস্বা প্রকাশ

فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ঃ এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর ইচ্ছা পূরণে কখনো কেউ আড়াল বা প্রতিবন্ধক হতে পারে না। যেমন لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ

১. এ বিষয়ের ওপর আমরা আমাদের রচিত 'শিরক ও তাওহীদের হাকীকত' শীর্ষক গ্রন্থেও আলোচনা করেছি। বিস্তারিত জানতে আগ্রহীরা সেটি পড়ে নেবেন।

www.pathagar.com

مِنْ شَىْءٍ - الممتحنة : ٤ –"আমি অবশ্যই আপনার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। কিন্তু আপনার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো ফায়সালায় আমার বিন্দুমাত্র দখল নেই। মসীহ আ.-কে খোদা বানাবার পরিপ্রেক্ষিতে এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উষ্মা প্রকাশ। অর্থাৎ হে নির্বোধেরা ! এসব তোমাদের কি ধরনের কথাবার্তা ? মসীহ এর কথাই বলো, আর তার মায়ের কথাই বলো, কিংবা এ সমগ্র সৃষ্টিজগত—এসব থেকেই আল্লাহ বেনিয়ায ও স্বয়ম্ভর। সবাইকে ও সবকিছুকে তো অস্তিত্ব দান করেছেন তিনিই। আর তিনি যদি এসব কিছুকেই ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এমন কে আছে যে তাঁকে বাধা দানে সক্ষম ? আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর মালিকানা তো একমাত্র আল্লাহরই। এতে তাঁর শরীক হবার মতো কেউ নেই। তিনি যা চান যেভাবে চান এবং যে পরিমাণে চান সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টি করতে সক্ষম। কারো বিনা বাপে সৃষ্টি হয়ে যাওয়া তার খোদা বনে যাবার কিংবা আল্লাহর শরীক হয়ে যাবার পক্ষে কোনো দলীল হতে পারে না। আল্লাহ ইচ্ছে করলে কাউকে বিনে বাপেও পয়দা করতে পারেন। বরং পিতা-মাতা উভয়কে ছাড়াও পয়দা করতে পারেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আয়াত ঃ ১৮

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ز وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

আহলে কিতাবের আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবার ভ্রান্ত ধারণা

نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ ঃ এ আয়াতাংশের ওপর বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে অতিবাহিত হয়েছে। আহলে কিতাবের মধ্যে উক্ত ধারণা ছিল বদ্ধমূল। আর এ ধারণাই আল্লাহর অঙ্গীকারের দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে তাদেরকে সর্বাধিক পরিমাণে বেপরোয়া করে দিয়েছে। তারা ধরে নিয়েছে যে, তারা হচ্ছে আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও মর্যাদা প্রাপ্তদের বংশধর। তাই আমল ও আনুগত্যের দায়ভার থেকে তারা মুক্ত। জান্নাত তাদের জন্মগত অধিকার। জাহান্নামে প্রথমত তাদের নিক্ষেপই করা হবে না আর যদিও বা নিক্ষেপ করা হয় তাও কয়েক দিনের জন্য মাত্র। এ ফিতনার মূল উদগাতা প্রকৃতপক্ষে ইহুদীরাই। কিন্তু নাসারারা জান্নাতের একক ইজারাদার হবার জন্য ইহুদীদেরকে ছেড়ে দেবে, তা কি করে হতে পারে ? তাই কুরআন এখানে একে উভয় সম্প্রদায়েরই যৌথ আকীদা হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

তাদের ইতিহাস দ্বারাই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ঃ তাদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণাকে খোদ তাদেরই ইতিহাস দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে এখানে। অর্থাৎ আল্লাহর একান্ত প্রিয়পাত্র ও সুহৃদ হবার জন্য

যদি তোমরা আল্লাহর পাকড়াও ও শাস্তি থেকে মুক্তই হও, তাহলে তোমাদের এ প্রিয়পাত্র ও সুহৃদ হওয়া এ দুনিয়ায় তোমাদের কোনো কাজেই আসল না কেন? এখানে তো তোমাদের পুরো ইতিহাস একথারই সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, যতবারই তোমরা আল্লাহর নাফরমানী করেছ ঠিক ততবারই তিনি তোমাদেরকে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানও করেছেন। এতটাই দৃষ্টান্তমূলক যে, দুনিয়ার কোনো জাতির ইতিহাসে অনুরূপ শাস্তির উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। গোটা জাতির গোলামী। গোটা জাতির মাঠে প্রান্তরে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানো, পুরো কওমের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার ও উচ্ছেদ, কখনো কখনো পুরো জাতির নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ও বায়তুল মাকদাসের দৃষ্টান্তমূলক ধ্বংসলীলা—এ সকল ঘটনাবলী তো খোদ তাওরাতেই বর্ণিত রয়েছে। ইবরাহীম আ. ও ইসহাক আ.-এর বংশধর হবার সুবাদে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো মুক্তির সনদপত্র যদি তোমাদের হস্তগত হয়েই থাকে, তবে উক্ত সনদপত্র তোমাদেরকে ঐসব আযাব থেকে রক্ষা করলো না কেন?

প্রকৃত সত্যের প্রকাশ

بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ঃ এটা প্রকৃত সত্য তথ্যের প্রকাশ। অর্থাৎ 'আল্লাহর পুত্র' ও 'আল্লাহর প্রিয়পাত্র' হবার ধারণাপ্রসূত বোকার স্বর্গ থেকে বেরিয়ে এসো। আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টিরাজির ন্যায় তোমরাও তাঁর সৃষ্টি বিশেষ। অন্য সকল মানুষ যেমন ঈমান ও সৎকাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে নেয়, তদ্রূপ আল্লাহর সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হলে তা একমাত্র ঈমান ও সৎকাজের মাধ্যমেই হতে পারে।

يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ঃ অর্থাৎ ক্ষমা ও শাস্তি সর্বতোভাবে আল্লাহরই ইখতিয়ারে। তিনি যাদেরকে ক্ষমারযোগ্য পাবেন তাদের ক্ষমা করবেন, যাদেরকে শাস্তির যোগ্য পাবেন তাদের শাস্তি প্রদান করবেন। যদি কেউ বুযর্গদের সাথে বংশীয় সম্পর্ক অথবা তাদের ধারণা প্রসূত সুপারিশের ওপর ভরসা করে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারকেই ভঙ্গ করে দেয়, তাহলে তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে এমন কেউই থাকবে না।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ الاية ঃ উপরোক্ত বক্তব্যের তাকিদস্বরূপ বলা হয়েছে একথাটি। অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আর সবাইকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। এ বিশ্বজাহানের যেমন কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই, ঠিক তেমনি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সমীপে আমাদের প্রত্যাবর্তিত হবার অবকাশও নেই। ফলে কারো কাছে কোনো কিছু আশা করারও সুযোগ সম্ভাবনা নেই।

আয়াত ঃ ১৯

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ز فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

فَتْرَةٌ শব্দের অর্থ

فَتْرَةٌ বলা হয় ঐ বিরতি ও অন্তর্বর্তী সময়কে যা কোনো বিষয় প্রকাশ পাওয়ার পর দ্বিতীয়বার প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে অতিবাহিত হয়। যেমন পালাক্রমে আসা জ্বরের দুবার আক্রমণের মধ্যবর্তী যে বিরামকাল তাকেই বলা হবে فَتْرَةٌ; আয়াতে এর অর্থ ঐ অন্তবর্তী সময় যা দুই নবীর আবির্ভাব কালের মধ্যেই হয়ে থাকে।

আহলে কিতাবদের সতর্কীকরণ

এটা আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে সতর্কীকরণ। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের কিতাবের যেসব জিনিস গোপন কিংবা বিনষ্ট করে দিয়েছ তার সবগুলোকে স্পষ্ট করে এবং আল্লাহর সরল সঠিক পথের দিকে পথনির্দেশ করে আমাদের রাসূল তোমাদের নিকট এসে গিয়েছেন। এখন গোমরাহীর ওপর অবিচল থাকার জন্য তোমাদের নিকট কোনো ওযরই অবশিষ্ট থাকলো না। তোমাদের পক্ষে এমন কথা বলার সুযোগ নেই যে, পূর্ববর্তী রাসূলদের আগমনের পর একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল এবং তোমরা একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদানকারীর অভাব বোধ করেছিলে। তোমাদের এ ওযরের অবসান ঘটানোর জন্য আমরা একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদানকারী পাঠিয়ে দিলাম। অতপর প্রমাণ চূড়ান্ত হবার পরও তোমরা তোমাদের কর্মনীতি পরিবর্তন না করলে আল্লাহকে অথর্ব সত্তা বিবেচনা করবে না যেন। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। মনে রাখতে হবে যে, আহলে কিতাবের এ ওযর কোনো বিবেচনাযোগ্য ওযর ছিল না। কিন্তু যখন মহান আল্লাহ এটাকেও বিবেচনায় রেখেছেন তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে, তাদের ওপর সর্বশেষ প্রমাণও চূড়ান্ত করে দেয়া হয়েছে।

৮. পরবর্তী আলোচনা : ২০-২৬ আয়াত

বনী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো
ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

ইহুদীদেরকে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এখানে। এতে একদিকে এ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যে, এ জাতিকে প্রথম থেকেই আল্লাহর অঙ্গীকার এবং তাঁর অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত উদাসীন ও অপদার্থ। অপরদিকে এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ প্রথম থেকেই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, অযোগ্যতা ও অপদার্থতার জন্য তাদের চিরকাল শাস্তিও দান করেছেন অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আজো পর্যন্ত তারা এ স্বপ্নেই বিভোর রয়েছে যে, তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও তাঁর আহলাদের মানুষ। তাই তারা পরকালীন শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এরই আলোকে তেলাওয়াত করুন নিম্নোক্ত আয়াতগুলো :

www.pathagar.com

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ
فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ
وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا
قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖۗ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا
مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا
ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ۬ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا
فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ
اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾
قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ
فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

২০. স্মরণ করো, মূসা তার কওমকে বলেছিল. 'হে আমার স্বজাতির লোকেরা! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক নবী পয়দা করেছিলেন এবং তোমাদের বানিয়েছিলন রাজ্যের শাসনকর্তা। এছাড়াও তিনি তোমাদের দান করেছিলেন এমন সব নিয়ামত যা বিশ্বজগতে তিনি আর কাউকে দান করেননি। ২১. 'হে আমার স্বজাতির লোকেরা! তোমরা প্রবেশ করো সেই পবিত্র ভূখণ্ডে যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন, আর এ অগ্রযাত্রায় পশ্চাদপরসরণ করো না। নইলে তোমরা উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থকাম ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। ২২. তারা বললো, সেখানে রয়েছে এক দুর্ধর্ষ জাতি। আমরা কখনো সেখানে

প্রবেশ করবো না যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা সেখান থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা অবশ্যই প্রবেশ করবো। ২৩. এ ভয় পাওয়া লোকদের মধ্যে দু'জন লোক এমন ছিল যাদেরকে আল্লাহ নিজে অনুগ্রহে অভিষিক্ত করেছেন, তারা বললো, তোমরা তাদের জনপদে প্রবেশ করো সদর দরোযা দিয়েই। আর একবার সেখানে প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে। আর ভরসা করো একমাত্র আল্লাহর ওপর যদি তোমরা মু'মিন হও। ২৪. তারা বললো, হে মূসা ! আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করবো না যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। তুমিই বরং যাও, তুমি ও তোমার রব যাও, উভয়ে মিলে লড়াই করো, আমরা তো এখানেই বসে পড়লাম।

২৫. মূসা বললো, হে আমার রব! আমার নিজের ও আমার ভাই ছাড়া অন্য কারো ওপর আমার আধিপত্য চলে না। অতএব এই নাফরমান লোকদের থেকে তুমি আমাদের আলাদা ও বিচ্ছিন্ন করে দাও। ২৬. আল্লাহ বললেন, হাঁ, একাদিক্রমে চল্লিশ বছর পর্যন্ত সেই জনপদ তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো ; তারা উদভ্রান্তের মতো পৃথিবীতে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং তুমি এ নাফরমান লোকদের জন্য কোনো দুঃখ করো না।

৯. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২০-২১

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

ইহুদীদের ইতিহাসের একটি অধ্যায়

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ঃ সূরা আন নিসার ৫৪ নম্বর আয়াতের অধীনে আমরা স্পষ্ট করেছি যে, মহান আল্লাহর ওয়াদা অঙ্গীকার—যা ভবিষ্যতের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক সময় অতীতকালের ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। ওয়াদা যে অকাট্য ও অলংঘনীয় তা প্রকাশ করার এটা একটা বিশেষ অলংকারপূর্ণ বাকভঙ্গী যা কুরআনে বহুল ব্যবহৃত। যেন এ সকল ওয়াদা নিছক ওয়াদাই নয় ; বরং বাস্তব ঘটনা, যা ইতোমধ্যেই সংঘটিত হয়ে গেছে। হযরত মূসা আ.-এর পূর্বে যদিও বনী ইসরাঈলে কোনো কোনো নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল নবুওয়াতের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা। আর এ ধারাক্রম অব্যাহত ছিল হযরত মসীহ আ.-এর আবির্ভাব পর্যন্ত। যারা বাদশাহ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন

www.pathagar.com

তারা সকলেই ছিলেন হযরত মূসা আ.-এর পরবর্তী যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর পূর্বে বংশের গুরুজনদের এক ধরনের নেতৃত্ব ও পিতৃস্থানীয় মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। কিন্তু তাকে বাদশাহী বলা যায় না কিছুতেই। তাওরাতেও তাকে বাদশাহী বলে অভিহিত করা হয়নি।

একটি রাজনৈতিক সূক্ষ্মতত্ত্ব

এখানে বাকভঙ্গীর আরেকটি পার্থক্য ও বিবেচনার যোগ্য। নবুওয়াতের ধারাবাহিকতাকে ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়েছেঃ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ –"তোমাদের মধ্যে নবী বানিয়েছেন।" কিন্তু বাদশাহীর ধারাবাহিকতা ব্যক্ত করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে ; وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا –"আর তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়েছেন" জাতীয় বাকরীতি। এতদুভয় বাকভঙ্গীর পার্থক্য দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়াত একটা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আসনের নাম, যা কেবল ঐ ব্যক্তির সাথেই নির্দিষ্ট, যাকে মহান আল্লাহ উক্ত মর্যাদাপূর্ণ আসনে সমাসীন করে থাকেন ; অন্য কেউ তাতে শরীক হয় না। পক্ষান্তরে বাদশাহী একটা সামষ্টিক পদমর্যাদা, যাতে বাদশার সাথে তার গোটা জাতি অংশীদার হয়ে থাকে, যদি কোনো বাদশাহী বা রাজত্বে কওমের অংশীদারিত্ব না থাকে তবে তা একনায়কত্ব ও স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়।

وَاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ঃ এর অর্থ ঐ নেতৃত্বের পদমর্যাদা ও সত্যের সাক্ষ্যদান। মহান আল্লাহ যার নিদের্শ প্রদান করেছিলেন বনী ইসরাঈলকে এবং মুসলিম জাতির অভ্যুদয়ের পূর্বে তাদের ব্যতিরেকে অন্য কারো ভাগ্যে যা জোটেনি।

পবিত্র ভূমি বলতে কেনান বা ফিলিস্তীনকে বুঝানো হয়েছে

اَلْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ঃ পবিত্র ভূমি মানে কেনান বা ফিলিস্তীন এলাকা। তাকে পবিত্র ভূমি বলার কারণ এই যে, এটাই সে এলাকা যেখান থেকে হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুব আ. আল্লাহর দীনের দাওয়াতের সূচনা করেছিলেন। এ এলাকা যদিও পরবর্তীকালে কাফির ও মূর্তি পূজারীদের করতলগত হয়ে গিয়েছিল, তথাপি এ এলাকা থেকেই যেহেতু সর্বাগ্রে তাওহীদ ও খোদা পরস্তীর আযান ধ্বনীত হয়েছিল সে কারণে এটিকে ارض مقدس। তথা পবিত্র ভূমি বলে অভিহিত করা হয়েছে। মিসর থেকে বের হওয়ার পর মহান আল্লাহ এ এলাকাকেই বনী ইসরাঈলের উত্তরাধিকার বলে ঘোষণা করেন। আর তাওরাত থেকে জানা যায় মহান আল্লাহ কসম করে তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমি তোমাদেরকে এই এলাকা প্রদান করলাম। দেখুন গণনা পুস্তক অধ্যায়ঃ ১৩।

হযরত মূসা আ.-এর একটি ভাষণ

এটি হযরত মূসা আ.-এর একটি ভাষণের উদ্ধৃতি। এটি ঐ ভাষণ যেন তিনি প্রদান করেছিলেন ফারান উপত্যকায় ; যখন তিনি বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তীনের ওপর হামলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাওরাতে গণনাপুস্তক ১৩-১৪ অধ্যায় অধ্যয়ন করলে

www.pathagar.com

জানা যায় যে, মিসর থেকে বের হওয়ার পর সকল মঞ্জিল অতিক্রম করে হযরত মূসা আ. ফারান উপত্যকায় উপনীত হলেন। তখন নিকটবর্তী হলো ফিলিস্তীনের এলাকা আর এটাই ছিল তার মঞ্জিলে মকসুদ। তাই তিনি ১২ নেতৃবৃন্দের একটি দল প্রেরণ করলেন এলাকার পরিস্থিতি সরে যমীনে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করার জন্য। দলটি তাদের অভিযান শেষ করে যখন ফিরে আসল, উক্ত এলাকার উর্বরতা, শস্য-শ্যামল ও সজীবতার ব্যাপারে তো খুবই উৎসাহব্যঞ্জক রিপোর্ট প্রদান করলো। কিন্তু দেশের ওপর কর্তৃত্বশীল বাসিন্দাদের দৈহিক কাঠামো ও তাদের শক্তি-সামর্থের ব্যাপারে তারা যে বর্ণনা দিল তা বনী ইসরাঈলের জন্য অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক প্রমাণিত হলো। তাই তারা এ বর্ণনা শোনার সাথে সাথে চিৎকার জুড়ে দিল। যে দেশটিকে কব্জা করার জন্য তারা আশায় বুক বেঁধে এ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, তা কব্জা করাতো দূরের কথা বরঞ্চ পুনরায় মিসর ফিরে যাবার বিষয়ে তারা কথাবার্তা বলতে লাগল। তাদের একথাটি স্মরণ রইল না যে, আল্লাহ কসম করে এদেশের উত্তরাধিকার তাদেরকে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। অনুসন্ধান অভিযানের সদস্যদের মধ্য থেকে দুজন—তাওরাতে যাদের নাম ইউশা ও কালেব বলা হয়েছে—তাদের সাহস ও মনোবল ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করলেন। আল্লাহর ওয়াদার বিষয় এবং সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের সুফল ও কল্যাণের প্রচুর আশ্বাস দিলেন। তারা কিন্তু বনী ইসরাঈল ফিলিস্তীনের ওপর হামলা করার এতটুকুন সাহস ও উদ্দীপনা পোষণ করলো না। শুধু তাই নয় বরঞ্চ এ দুজন দুঃসাহসী ব্যক্তিকে পাথর মেরে হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

এ পটভূমিতেই হযরত মূসা আ. এই ভাষণ দেন। কুরআন উক্ত ভাষণের সারসংক্ষেপই তুলে ধরেছে মাত্র। কারণ সংক্ষেপে ঘটনার প্রতি ইশারা করাই ছিল উদ্দেশ্য। তথাপি ওই পরিস্থিতিতে তাদের মনোবল ও উদ্দীপনা বহাল করার ও কাপুরুষতার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করার জন্য যা যা জরুরী ছিল তার সবগুলো দিক এতে মওজুদ রয়েছে। হযরত মূসা আ. মহান আল্লাহর ঐ সকল অনুগ্রহ অনুকম্পারই উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা মিসর থেকে বের হওয়ার সময় থেকে শুরু করে এ যাবত বরাবর ছায়ারন্যায় বনী ইসরাঈলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি ঐসব অকাট্য অলংঘনীয় বিষয়সমূহেরও উদ্ধৃতি টেনেছেন যা নবুওয়াতের ধারা চালু করা ও বনী ইসরাঈলকে একটি মহান শাসক জাতিতে পরিণত করার জন্য মহান আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। তিনি ঐ উত্তরাধিকারের বিবরণ দিয়েছেন। যা একটি সজীব, উর্বর ও শস্য-শ্যামল এলাকা হিসেবে তাদের ভাগ্যে জুটার কথা ছিল এবং যেটিকে খোদ আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য লিখে দিয়েছিলেন। এ সমস্ত ওয়াদাও নিশ্চয়তা সহকারে তাদেরকে পবিত্র ভূমিতে হামলা করার আদেশ দেন। একই সাথে কাপুরুষতা ও দুর্বলচিত্ততার অশুভ পরিণাম সম্পর্কেও তাদের সাবধান করে দেন। তাদের বলে দেয়া হয় যে, তোমরা যদি পশ্চাদপসরণ করো তাহলে সম্পূর্ণ বিফল মনোরথ হবে। তোমাদের পেছনে রয়েছে মিসরের গোলামী। আর সামনে যদি অগ্রসর হবার সাহস না করো তাহলে রয়েছে এ উপত্যকায় উদভ্রান্তের জীবন যাপনের ব্যবস্থা যাতে তোমরা ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করবে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ২২

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ق وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ج فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ○

বনী ইসরাঈলের ভয়কাতরতা

قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ঃ মানে সুঠামদেহী, প্রবল পরাক্রান্ত, তাগড়া ও শক্তিশালী—আরবীতে ওসব খেজুর বৃক্ষকেও জাব্বার বলা হয় যেগুলো অনেক উঁচু ও দীর্ঘদেহী। তাওরাতে তার চিত্র অংকন করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

"এইরূপে তাঁহারা যে দেশ নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণের সাক্ষাতে সেই দেশের অখ্যাতি করিয়া কহিলেন, আমরা যে দেশ নিরীক্ষণ করিতে স্থানে স্থানে গিয়াছিলাম, সে দেশ আপন অধিবাসীদিগকে[১] গ্রাস করে ; এবং তাহার মধ্যে আমরা যত লোককে দেখিয়াছি, তাহারা সকলে ভীমকায়। বিশেষতঃ তথায় বীরজাত অনাকের সন্তান বীরদিগকে দেখিয়া আমরা আপনাদের দৃষ্টিতে ফড়িঙ্গের ন্যায়, এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও তদ্রূপ হইলাম।"-গণনাপুস্তক ১৩ ঃ ৩২-৩৩

ফিলিস্তীনের বাসিন্দাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান অভিযানে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের পক্ষ থেকে এটা ছিল রিপোর্টের ভাষা। তাতে বনু ইনাকের জন্য جبار শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। অনুমিত হয় যে, এ শব্দটি প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে এবং খোদ কুরআনেও অবিকল একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ও ইবরানী উভয়টিই উচ্চারণগত দিক থেকে পরস্পর নিকটতর ও সমগোত্রীয় ভাষা। এ কারণে উভয় ভাষাতে অনেক শব্দমূল ও শব্দ একই রূপ।

ওপরে হযরত মূসা আ.-এর যে ভাষণ উল্লেখিত হয়েছে, এটা ছিল বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকে তার জবাব। অর্থাৎ যখন ঐ দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে এহেন দুর্দান্ত ও সুঠামদেহী লোক সমষ্টি তখন তাদের তরবারীর লোকমা হতে আমরা কিছুতেই প্রস্তুত নই। অবশ্য এযাবত যেরূপ মুজিযা দেখিয়ে এসেছ অনুরূপ কোনো অলৌকিক মুজিযার সাহায্যে এরা যদি এলাকা ছেড়ে চলে যায়, তাহলে আমরা নিসন্দেহে সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় রাজি আছি।

আয়াত ঃ ২৩

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ج فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ج وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১. প্রবল সম্ভাবনা যে, এখানে 'হামলাকারী' শব্দটি হবে।

www.pathagar.com

ইউশা ও কালেব-এর দৃষ্টান্তমূলক কর্মকুশলতা

رَجُلٰنِ ؛ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا বলতে বুঝানো হয়েছে—যেমন ওপরে উল্লিখিত হয়েছে ইউশা ও কালেবকে ; যারা ঐ অভিযানের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল ফিলিস্তীনের পরিস্থিতি অনুসন্ধান করার জন্য। اَلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ এতে সাধারণভাবে তাফসীরকাররা يَخَافُوْنَ -এর مفعول-কে উহ্য ধরেছেন, অর্থাৎ يَخَافُوْنَ اللّٰهَ -"তারা ছিল আল্লাহকে ভয়কারীদের অন্তর্গত।" যদিও আমার উস্তাদ রহমাতুল্লাহ আলাইহির প্রবলতর মতামতও এদিকেই, তথাপি দুটি কারণে এ ব্যাখ্যার ওপর আমার অন্তর সায় দেয় না। প্রথমত এটি ছিল مفعول বা কর্ম প্রকাশ করার স্থান ; তা حذف বা উহ্য করার নয়। কেননা এখানে জটিলতা ও দ্ব্যর্থবোধকতা সৃষ্টির সম্ভাবনা বিদ্যমান আর জটিলতাপূর্ণ স্থানে প্রকাশ করে দেয়াই উত্তম; উহ্য করা নয়। দ্বিতীয়ত, ঐ অবস্থায় এটা মেনে নিতে হবে যে, ঐ সময় আল্লাহকে ভয় করে চলতো এমন একটি দল বিদ্যমান ছিল, যাদের মধ্যে ইউশা ও কালেবও ছিলেন। ঘটনা যদি তাই হয় তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ-ভাবে এ দুজনকে ঘিরেই আবর্তিত হলো কেন ? তাহলে তো اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا -এর স্থলে اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ-ই হবার কথা ছিল। উপরন্তু তাওরাত ও কুরআন উভয়টি থেকেই এটা স্পষ্ট হয় যে, ঐ সময় বনী ইনাকের ভয়ে পুরো কওমের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল। গোটা কওমের মধ্য থেকে কেবলমাত্র এ দুজন আল্লাহর বান্দা এমন পাওয়া গেল যারা ভীত সন্ত্রস্ত হলেন না ; বরং আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের ওপর ছিলেন মযবুত ও অটল।

এ কারণে আমার মতে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এটাই যে, যদিও ইউশা ও কালেব ছিলেন ঐ কওমেরই অন্তর্গত যাদের ওপর সঞ্চারিত ছিল ভীতি ও কাপুরুষতার মৃত্যু, তথাপি তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা। অর্থাৎ তারা উক্ত সাধারণ মহামারীতে মরার জন্য রাজী হয়নি ; বরং ঈমান ও দৃঢ় সংকল্পের ওপর অবিচল থাকার তাওফীকপ্রাপ্ত হয়েছেন। এতে সন্দেহ নেই যে, যখন আগাগোড়া পুরো কওমই এরূপ হীনবল হয়ে পড়ল—যেরূপ বনী ইসরাঈল হীনবল হয়ে পড়েছিল তখন যতবড় সাহসী পুরুষই হোক না কেন তারও স্নায়ু শিথিল হয়ে পড়তে বাধ্য। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতেও যে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিতে পারে সেই মূলত সত্যিকার বিশ্বস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ। ইউশা ও কালেবের কর্মকুশলতার এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটির কারণেই চুক্তি ও অঙ্গীকারের এ সূরাতে কুরআন তাদের উল্লেখ করে তাদেরকে চিরস্থায়ী করে দিয়েছেন। যাতে করে যারা আল্লাহর পথে চলার সংকল্প করবে তারা তাদের এ দৃষ্টান্তস্থানীয় কীর্তি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন জাগরণকারী কিভাবে জেগে ওঠে এবং যখন সবাই মরে যায়, তখন বেঁচে থাকা ব্যক্তি কিভাবে জীবন্ত থাকে ? কুরআন এখানে কাপুরুষদের মধ্যকার বীর্যবান ও মৃতদের মধ্যকার জীবন্তদের এজন্যই তুলে ধরেছে যে, বীর্যবানদের মধ্যে বীর্যবান ও জীবন্তদের মধ্যে জীবন্ত তো অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ জীবন দায়ী ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত বিরল যারা মৃতদের মাঝেও জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করে থাকেন। যদিও এ পথে তাদের নিজেদের জীবনও বিলিয়ে দিতে হয়।

www.pathagar.com

ইউশা ও কালেবের ঐতিহাসিক ভাষণ

ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غٰلِبُونَ : এটা হচ্ছে ঐ দুজন সত্য ন্যায়ের ধারক ব্যক্তিত্বের ভাষণ যা তারা পেশ করেছিলেন নিজেদের হীনবল কওমের মনোবল পুনর্বহাল করার জন্য। তারা তাদের উদ্বুদ্ধ করলেন যে, শহরের প্রধান ফটক দিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা কর। যখন তোমরা এ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তখন তোমরাই হবে বিজয়ী, মহান আল্লাহর বিধান এই যে, বান্দা যখন তার কর্তব্য পালন করার জন্য তার নিকট মওজুদ সার্বিক শক্তি সামর্থ ময়দানে নিয়োজিত করে দেয় তখন তিনি স্বীয় মদদ ও সাহায্য দ্বারা তাদের অভিষিক্ত করে থাকেন। ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে যারা বসে থাকে তাদের জন্য আসমানী সাহায্য নাযিল হয় না। তাওরাতে তাদের এ ভাষণটি উক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় :

> "আর যাঁহারা দেশ নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নূনের পুত্র যিহোশূয় ও যিফূন্নির পুত্র কালেব আপন আপন বস্ত্র চিরিলেন, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে কহিলেন, আমরা যে দেশ নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিলাম, সে যার পর নাই উত্তম দেশ। সদাপ্রভু যদি আমাদিগেতে প্রীত হন, তবে তিনি আমাদিগকে সেই দেশে প্রবেশ করাইবেন, ও সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ আমাদিগকে দিবেন। কিন্তু তোমরা কোন মতে সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হইও না, ও সে দেশের লোকদিগকে ভয় করিও না ; কেননা তাহারা আমাদের ভক্ষস্বরূপ, তাহাদের আশ্রয়-ছত্র তাহাদের উপর হইতে নীত হইল, সদাপ্রভু আমাদের সহবর্ত্তী ; তাহাদিগকে ভয় করিও না। কিন্তু সমস্ত মণ্ডলী সেই দুই জনকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে বলিল। তখন সমাগম-তাম্বুতে সদাপ্রভুর প্রতাপ সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের প্রত্যক্ষ হইল।"-গণনাপুস্তক অধ্যায় ১৪ : ৬-১০।

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ : অর্থাৎ যদি আল্লাহর ওপর তোমাদের যথার্থই ঈমান থেকে থাকে তবে তো আল্লাহর কসম সহকারে এ জনপদের উত্তরাধিকার তোমাদেরকে দেবার ওয়াদা করেছেন। অতপর ভরসা রেখো আল্লাহর ওপর। তাঁর হুকুম তামিল করে চলার দৃঢ় সংকল্প করো। তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন করার জন্য তৎপর হলে তিনি তাঁর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

আয়াত : ২৪

قَالُوا يٰمُوسٰى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُونَ ۝

এটা ছিল বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকে সর্বশেষ জবাব। তাওরাতে এই জবাব এ শব্দাবলীতে অবশ্য মওজুদ নেই। কিন্তু বনী ইসরাঈলের কান্না ও বিলাপের উল্লেখ ঠিকই আছে।

www.pathagar.com

বনী ইসরাঈলের বিলাপ

"পরে সমস্ত মণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিল, এবং লোকেরা সেই রাত্রিতে রোদন করিল। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সকলে মোশির বিপরীতে ও হারোণের বিপরীতে বচসা করিল, ও সমস্ত মণ্ডলী তাঁহাদিগকে কহিল, হায় হায়, আমরা কেন মিসর দেশে মরি নাই ; এই প্রান্তরেই বা কেন মরি নাই ? সদাপ্রভু আমাদিগকে খড়্গ-ধারে নিপাত করাইতে এ দেশে কেন আনিলেন ?"-গণনাপুস্তক ১৪ ঃ ১-৩

এটা স্পষ্ট যে, যাদের কাপুরুষতা এবং ভীতি ও শংকাগ্রস্ততার এহেন পরিস্থিতি তাদের জন্য হযরত মূসা আ. এবং ইউশা ও কালেবের নিশ্চয়তা দান করা যে, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন, তোমরা তাদের ভয় করোনা এটা ছিল সম্পূর্ণ অসার বাক্য। এ নিশ্চয়তা দান করার জবাবে তারা নিশ্চয়ই এটাই বলে থাকবে যে, আল্লাহই যদি সাথে থাকেন, তাহলে তোমরা ও তোমাদের খোদা গিয়ে লড়াই কর, আমরা তো এখানেই বসলাম।

আয়াত ঃ ২৫

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

আল্লাহর দরবারে হযরত মূসা আ.-এর আবেদন

বনী ইসরাঈলের উপর্যুক্ত জবাবের পর তাদের পক্ষ থেকে সর্বশেষ কল্যাণের আশাও তিরোহিত হলো তাই হযরত মূসা আ. অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনাহত চিত্তে স্বীয় রবের নিকট দোয়া করলেন, "হে আমার রব! আমার তো আমার নিজের প্রাণ ও আপন ভাই ছাড়া কারো ওপর কোনো আধিপত্য নেই। তাই এখন আমাদের ও এ বিশ্বাসঘাতক কওমের মধ্যে আপনি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দিন।" বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দিন কথার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তো এটাই হতে পারে যে এক্ষণে তাদেরকে নেতৃত্ব ও সংস্কারের মহান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হোক। এহেন সুদীর্ঘ চেষ্টা-সাধনা এবং এতসব অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রবাহের পরও যাদের অন্তরে এতটুকু বিশ্বাস ও আস্থার সঞ্চার হলো না এবং তাদের একজন লোকও আনুগত্যের শির অবনত করতে প্রস্তুত হলো না, তখন ওসব পাথর থেকে রস নিংড়াবার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে আর লাভ কি ? এখন আমার ও তাদের মাঝে আপনি ফয়সালাই করে দিন।

হযরত হারুন আ. যেহেতু খোদ আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত উযীর ছিলেন এবং তিনি সর্বক্ষেত্রে তার চরম ও পরম বিশ্বস্ততার প্রমাণ রেখেছিলেন, সে কারণে তার ওপর আস্থা রাখা তো ছিল একটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহর এ দুজন বান্দা ছাড়া ওপরে যাদের বিষয় আলোচিত হলো তাদের সকলে তথা গোটা কওমই সম্পূর্ণ মৃত প্রমাণিত হলো।

আয়াত ঃ ২৬

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ج يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

www.pathagar.com

বনী ইসরাঈলকে শূন্য প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর শাস্তিদান

হযরত মূসা আ. দুর্বিনীত কওম থেকে বিচ্ছিন্নতার জন্য যে আবেদন করেছিলেন, মহান আল্লাহ তা মঞ্জুর করেননি। কারণ নবী তার কওমের জন্য হয়ে থাকেন প্রাণ সদৃশ। কওম থেকে তার বিচ্ছিন্নতা—তাও আবার তাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে গোটা কওমের জন্য নিশ্চিত ধ্বংসেরই বার্তাবহ। কিন্তু বনী ইসরাঈলের এ অবমূল্যায়ণ ও চরম অবিশ্বাসের শাস্তি আল্লাহ তাদের এভাবে দিলেন যে, দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জন্য পবিত্র ভূখণ্ড তাদের ওপর হারাম করে দিলেন। তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন যে, এ দীর্ঘ মেয়াদের জন্য তারা এ শূন্য প্রান্তরে সদা উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করবে। তাওরাতে তার বিবরণ এসেছে এভাবে ঃ

"পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন, আমার প্রতিকূলে বচসাকারী এই দুষ্ট মণ্ডলীর ভার আমি কত কাল সহ্য করিব ? ইস্রায়েল-সন্তানগণ আমার প্রতিকূলে যে যে বচসা করে, তাহা আমি শুনিয়াছি। তুমি তাহাদিগকে বল, সদাপ্রভু কহেন, আমি জীবন্ত, আমার কর্ণগোচরে তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহাই আমি তোমাদের প্রতি করিব ; এই প্রান্তরে তোমাদের শব পতিত হইবে ; তোমাদের সম্পূর্ণ সংখ্যানুসারে গণিত বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক তোমরা যে সমস্ত লোক আমার বিপরীতে বচসা করিয়াছ, আমি তোমাদিগকে যে দেশে বাস করাইব বলিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলাম, সেই দেশে তোমরা প্রবেশ করিবে না, কেবল যিফূন্নির পুত্র কালেব ও নূনের পুত্র যিহোশূয় প্রবেশ করিবে। কিন্তু তোমরা আপনাদের যে বালকদের বিষয়ে বলিয়াছিলে, ইহারা লুটিত হইবে, তাহাদিগকে আমি তথায় প্রবেশ করাইব ; ও তোমরা যে দেশ অগ্রাহ্য করিয়াছ, তাহারা তাহার পরিচয় পাইবে। কিন্তু তোমাদের শব এই প্রান্তরে পতিত হইবে। আর তোমাদের সন্তানগণ চল্লিশ বৎসর এই প্রান্তরে পশু চরাইবে, এবং এই প্রান্তরে তোমাদের শবের সংখ্যা যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদের ব্যভিচারের[১] ফল ভোগ করিবে।"

–গণনাপুস্তক অধ্যায় ১৪ ঃ ২৬-৩৩

সামষ্টিক কর্মোদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

উক্ত উদভ্রান্ত জীবন যাপনকালে বনী ইসরাঈল হযরত মূসা আ. ও হযরত হারুন আ.-এর নেতৃত্ব থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেল এবং তাদের ঐ পুরো বংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, যারা কিবতীদের গোলামীর ছায়াতলে লালিত পালিত হয়েছিল। অবশ্য ঐ বংশটি জীবিত ছিল যারা উক্ত শূন্য প্রান্তরে লালিত পালিত ও বয়োপ্রাপ্ত হয়। পরে তারাই ইউশার নেতৃত্বে প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডটি জয় করে। এ থেকে আমাদের কোনো কোনো আলেম সম্প্রদায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং এ সিদ্ধান্ত যথার্থও—স্বাধীনতা ও শাসনক্ষমতার দায়িত্ব পালনের জন্য আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প অপরিহার্য। মিসরের গোলামী বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে এ

১. এখানে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাওরাতে ব্যভিচার বা যেনাকারী শব্দটি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়েছে।

www.pathagar.com

চেতনা বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ মরুজীবনের উত্তপ্ত চুল্লিতে জ্বালিয়ে নতুনভাবে তাদের মধ্যে এ মহামূল্য গুণ সৃষ্টি করেন। অতপর তারা কোনো জনপদ জয় করার ও তার ওপর শাসনক্ষমতা পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্যই রেখেছেন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং আইন ও বিধান। আর এ নীতিমালা ও আইন-কানুন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন। মহান আল্লাহ সমষ্টিগত উন্নতির জন্য যে স্তর ও সোপান শ্রেণী বিধিবদ্ধ করেছেন তা অতিক্রম করা ভিন্ন কোনো জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে পারে না; যদিবা সে হযরত ইবরাহীম আ. সদৃশ অন্যতম শীর্ষ মর্যাদার অধিকারী নবীর বংশধরই হোক। বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে উক্ত ঘটনা তাদের ঐ ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে যার উদ্ধৃতি ওপরে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে মনে করে তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও একান্ত সুহৃদ। আর এ কারণে তারা আমল ও আনুগত্যের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত মনে করে বসে নিজেদেরকে। প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের এ ধারণার যথার্থই যদি কোনো সারবত্তা থেকে থাকে, তাহলে মূসা আ.-এর বর্তমান থাকাকালীন তো তোমরা আরো বেশী প্রিয়ভাজন ছিলে। তখন কেন এমনটি হলো না যে, তোমরা যখন সম্পূর্ণ পরাভব মেনে নিলে ও হাত-পা ছেড়ে দিলে, অতপর স্বয়ং আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় কাঁধে তুলে নেবেন ও ফিলিস্তীনের বাদশাহ বানিয়ে দেবেন? তা আল্লাহর জান্নাতকে তোমরা একেবারে বিনা কায়ক্লেশে হাসিল করে নেবার ভ্রান্ত ধারণায় কিভাবে নিমজ্জিত হলে?

১০. পরবর্তী আলোচনা : ২৭-৩১ আয়াত

হাবিল-কাবিলের কাহিনীর শিক্ষা

পরবর্তী আয়াতগুলোতে আদম আ.-এর দু'পুত্রের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনা এমনিতে তো তাওরাতেও রয়েছে, কিন্তু তাওরাতের সাধারণ বর্ণনাভঙ্গী মোতাবেক তার ধরন স্রেফ মানব বংশের প্রাথমিক ইতিহাসের একটি ঘটনা বা কাহিনী পর্যায়ভুক্ত বৈ নয়। যে উদ্দেশ্যে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সে হেকমত ও উপদেশের কোনো দিকই তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। কুরআন এ কাহিনীর মাঝে নিহিত হেকমত ও উপদেশ সহকারেই তা বিবৃত করেছে। তাওরাতের বর্ণনাকারীরা এ কাহিনীর যেসব অংশ লোপ করে দিয়েছিল, কুরআন তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে, বলাবাহুল্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য ঐ অংশগুলো ছিল অত্যন্ত জরুরী। যেসকল গূঢ় তত্ত্ব প্রজ্জ্বল করে তোলার জন্য কুরআন এখানে এ কাহিনীর অবতারণা করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ আয়াতসমূহের তাফসীর প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। কিন্তু কতিপয় মৌলনীতি পর্যায়ের বিষয় সম্পর্কে আমরা এখানেও ইঙ্গিত দিয়ে দিচ্ছি। যাতে করে বাণীর ধারাবাহিকতা সহজেই বুঝে আসে।

www.pathagar.com

সর্ব প্রথম তো এ ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের ওপর কায়েম থাকার জন্য সর্বাগ্রে জরুরী বিষয় হলো, মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় এতটা গভীর হতে হবে যা কঠিন থেকে কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তেও হকের পথে তার পা অবিচল রাখবে।

দ্বিতীয়ত, অঙ্গীকার ভঙ্গের সবচেয়ে বড় কারণ হলো অন্যায় ভাবাবেগ। আর এ ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় শয়তানের প্ররোচনাতেই। অবশেষে সে মানুষকে এমন সব অপরাধে জড়িয়ে পড়তে প্রস্তুত করে তোলে যা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

তৃতীয়ত, আল্লাহর নেক বান্দা ইউশা ও কালেব সর্বব্যাপী চরিত্রহীনতা ও দুষ্কর্ম জনিত পরিস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহর অঙ্গীকারের ওপর ছিলেন অটল ও অবিচল। তারা তাদের প্রাণেরও পরোয়া করেননি। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহর নেক বান্দা—হাবিল তার ভাই কাবিলের যুলুম ও সীমালংঘনের মুকাবিলায় নিজেকে হক ও ইনসাফের ওপর মযবুত রাখেন। কাবিলের শত্রুতা তাকে হক ও ইনসাফ থেকে বিচ্যুত করতে সফলকাম হয়নি। এমনকি এ হক ও ইনসাফের হেফাযতের জন্যই তিনি তার জীবন উৎসর্গ করে দেন। এটি এ বিষয়েরই প্রমাণ বহন করে যে, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى এবং كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ-এর পতাকাবাহীদের ইতিহাস অতি সুপ্রাচীন। এ পথের আদিমতম শহীদ হচ্ছেন আদম আ.-এর পুত্র হাবিল। যিনি তার কর্মের মাধ্যমে ভবিষ্যত বংশধরের জন্য এ জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন যে, হকের ওপর অবিচল থেকে মৃত্যুবরণ করা বাতিলের ওপর বেঁচে থাকা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়।

চতুর্থত, আল্লাহর ওপর ঈমান, আল্লাহর ইবাদত, ইবাদতের জন্য নিষ্ঠা ও তাকওয়ার শর্ত, ইনসাফের ধারণা, নরহত্যার অপরাধ হওয়া জান্নাত ও জাহান্নামের আকীদা—এসবই মানবজাতির প্রাথমিক অভ্যুদয়কাল থেকেই তার জ্ঞান-গোচর হয়। এসব বিষয়ের অঙ্গীকার যেভাবে মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবী ও তার উম্মত থেকে নিয়েছেন, তদ্রূপ আদম আ. ও তার সন্তান সন্ততির কাছ থেকেও নিয়েছিলেন। এ থেকে ঐসব লোকের ধারণা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন হয়ে যায়। যারা মনে করে যে, প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ হক ও ইনসাফের ধারণা থেকে ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। যা কিনা আজ তাদের মাঝে পাওয়া যায়। তাদের মতে, মানুষ এক দীর্ঘ চিন্তাগত ও নৈতিক সফর জনিত ক্রমবিকাশের পরই এসব ধারণা বিশ্বাসে উপনীত হয়েছে। প্রথম দিকে তারা এসব জিনিস থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, অন্যত্র আমরা তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১] এরই আলোকে তেলাওয়াত করুন পরবর্তী আয়াতগুলো ঃ

১. দেখুন আমাদের প্রণীত 'শিরক ও তাওহীদের হাকীকত' শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম ভাগের সর্বশেষ আলোচনা ও ইসলামী আইনের সংকলন-এর প্রথম পরিচ্ছেদ।

www.pathagar.com

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۖ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ
الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ
إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ
يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا
الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

২৭. তুমি এদের কাছে যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও আদমের দুই পুত্রের গল্পটি। যখন তারা দুজনই কুরবানী পেশ করল, তখন তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হলো ও অপরজনের কুরবানী কবুল করা হলো না। সে বললো, "অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো। যার কুরবানী কবুল করা হয়েছিল সে বললো, আল্লাহতো কেবল মুত্তাকীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন।" ২৮. তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও তবু আমি কিন্তু তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার প্রতি আমার হাত বাড়াবো না। কেননা আমি তো ভয় করি সারা জাহানের রব আল্লাহকে। ২৯. আমি চাই তুমি একাই বহন করো আমার ও তোমার গোনাহের বোঝা। তারপর তুমি হয়ে যাও জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই হচ্ছে যালিমদের উপযুক্ত কর্মফল।"

৩০. শেষ পর্যন্ত তার নফস নিজ ভাইয়ের হত্যায় তাকে উদ্বুদ্ধ করলো। সে খুন করে ফেলল তাকে, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ৩১. তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। কাকটি মাটি খুঁড়তে লাগলো, উদ্দেশ্য, তাকে দেখানো কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ মাটির ভেতর লুকিয়ে রাখবে। তখন সে বলতে লাগলো, হায়!

আমি তো এই কাকের চেয়েও অক্ষম, আমি তো আমার ভাইয়ের লাশটাও গোপন করতে পারলাম না। অতপর সে অনুতপ্ত হলো।

১১. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২৭

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَبْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۗ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَبْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ঃ عَلَيْهِمْ-এতে যে যমীর রয়েছে তার مرجع হচ্ছে আহলে কিতাব—বিশেষ করে ইহুদীরা, যাদের আলোচনা পূর্ব থেকে চলে আসছে। যদিও ঘটনার মাঝে নিহিত উপদেশ ও নসীহত সাধারণ, অর্থাৎ তা ইহুদীদের জন্য যেমন শিক্ষাপ্রদ অদ্রূপ এ উম্মতের জন্যও। যেমন একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, নবী স. বলেছেন, আদম আ.-এর দুই পুত্রের ঘটনা এ উম্মতের জন্য উদাহরণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে ; এদের মধ্যে যে ভাল ও সজ্জনের দৃষ্টান্ত, তোমরা তাকে অনুসরণ কর। তথাপি এর সম্বোধন প্রত্যক্ষভাবে ইহুদীদের প্রতিই। কেননা ইহুদীরা এ উম্মতের ব্যাপারে ঠিক ঐ আচরণ ও কর্মনীতিই গ্রহণ করেছে। যেমনটি করেছিল কাবিল হাবিলের ব্যাপারে। আল্লাহর নিকট হাবিলের গ্রহণযোগ্যতা কাবিল যেরূপ প্রতিহিংসার আগুনে প্রজ্বলিত হয়ে হক ও ইনসাফের রক্ত ঝরিয়ে ছেড়েছে, ঠিক অদ্রূপ ইহুদীরা যখন উম্মতের ওপর মহান রবের অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষিত হতে দেখলো, তখন তারা হিংসার উন্মত্ততায় এহেন বিচলিত হয়ে গেল যে, তারা দুর্ভাগ্য ও নির্মমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেল।

আল্লাহর যমীনে ইনসাফ ও যুলুমের প্রথম দ্বন্দ্ব

نَبَاً বলা হয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দুর্ঘটনার সংবাদকে। সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি যেহেতু ছিল আসমানের নীচে ইনসাফ ও যুলুম, বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা, আল্লাহ ভীতি ও সীমালংঘনজনিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সর্বপ্রথম ঘটনা। এটাই ছিল আল্লাহর এ যমীনে হকের পথে একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির সর্বপ্রথম অন্যায় ও নাহক রক্তপাত। সেহেতু কুরআন এটাকে অভিহিত করেছে نَبَاً বলে, যেন তার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

بِالْحَقِّ-এর অর্থ

بِالْحَقِّ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য—যেমন আমরা অন্যত্র স্পষ্ট করেছি—সম্পূর্ণ সঠিক ও হেকমত ও উপদেশের দিক সামনে রেখে শোনানো। ঘটনার বর্ণনা যদি নিছক কাহিনী বর্ণনাচ্ছলেই করা হয়, তাহলে তো তা (একটা ফযুল) নিরর্থক কাজ বৈ নয়। তা বর্ণনার উপকারিতা স্রেফ ঐ অবস্থায়ই অর্জিত হতে পারে। যখন তা ঐ হেকমত ও উপদেশ সহকারে বর্ণনা করা হবে যা নিহিত রয়েছে তাতে এবং বর্ণনাও করা হবে সঠিকভাবে।

www.pathagar.com

তাওরাতের বর্ণনার বিপদ তো এই যে, সেখানে ঘটনার যথার্থ বর্ণনা যেমন বর্তমান নেই, ঠিক তেমনি তা থেকে যে হেকমত ও নসীহতের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হবার কথা তাও হয় না। একই অবস্থায় আমাদের অধিকাংশ ইতিহাসের গ্রন্থাবলীরও। এরই ফলশ্রুতিতে আমাদের ইতিহাস বিষয়টি সম্পূর্ণ একটা ব্যর্থ ও নিষ্ফল বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছে। আমরা উক্ত ঘটনাটি এখানে তাওরাত থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এটি পড়ুন। অতপর কুরআনের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে দেখুন। এতে করে আপনা থেকেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে بِالْحَقِّ বলার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কি ? তাওরাতে ঘটনার বর্ণনা এসেছে এভাবে ঃ

হাবিল ও কাবিলের কাহিনী তাওরাতের

"পরে আদম আপন স্ত্রী হবার পরিচয় লইলে তিনি গর্ববতী হইয়া কয়িনকে প্রসব করিয়া কহিলেন, সদাপ্রভুর সহায়তায় আমার নরলাভ হইল। পরে তিনি হেবল নামে তাহার সহোদরকে প্রসব করিলেন। হেবল মেষপালক ছিল, ও কয়িন ভূমিকর্ষক ছিল। পরে কালানুক্রমে কয়িন উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমির ফল উৎসর্গ করিল। আর হেবলও আপন পালের প্রথমজাত কএকটী পশু ও তাহাদের মেষ উৎসর্গ করিল। তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন ; কিন্তু কয়িনকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন না ; এই নিমিত্ত কয়িন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, তাহার মুখ বিষণ্ন হইল। তাহাতে সদাপ্রভু কয়িনকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিয়াছ ? তোমার মুখ কেন বিষণ্ন হইয়াছে ? যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না ? আর যদি সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি অহার বাসনা থাকিবে, এবং তুমি তাহার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। আর কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের সহিত কথোপকথন করিল ; পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে বধ করিল। পরে সদাপ্রভু কয়িনকে বলিলেন, তোমার ভ্রাতা হেবল কোথায় ? সে উত্তর করিল, আমি জানি না; আমার ভ্রাতার রক্ষক কি আমি ? তিনি কহিলেন, তুমি কি করিয়াছ ? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমার কাছে ক্রন্দন করিতেছে। আর এখন, যে ভূমি তোমার হস্ত হইতে তোমার ভ্রাতার রক্ত গ্রহণার্থে আপন মুখ খুলিয়াছে, সেই ভূমিতে তুমি শাপগ্রস্ত হইলে। ভূমিতে কৃষি-কর্ম্ম করিলেও তাহা আপন শক্তি দিয়া তোমার সেবা আর করিবে না ; তুমি পৃথিবীতে পলাতক ও ভ্রমণকারী হইবে।"-আদিপুস্তক অধ্যায় ৪ ঃ ১-১২

কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনায় সুস্পষ্ট ফারাক

এ বর্ণনায় কুরআনের বর্ণনা হতে অনেক দিক থেকেই ভিন্নতর। আলোচনার গণ্ডি থেকে বিচ্যুত হবার আশংকা না থাকলে আমরা সে সবের দিকে ইশারা করতাম। কিন্তু একটি বিষয় তো এতই স্পষ্ট যে, একেবারে সর্বাগ্রেই দৃষ্টিগোচর হয়। তাওরাতে হাবিলের কর্মকুশলতার ঐ সকল দিকই অনুপস্থিত যা এ কাহিনীর প্রধান উপজীব্য ও সমগ্র মানব জাতির জন্য নমুনা ও দৃষ্টান্ত। কুরআন যেহেতু এ কাহিনী بِالْحَقِّ পেশ করেছে সেহেতু এ

দিকগুলোকে কুরআন ভালভাবে উদ্ভাসিত করে তুলে ধরেছে। আর প্রত্যেক ইনসাফপরায়ণ ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে, এগুলো সুস্পষ্ট হওয়াতে হাবিলের কাহিনী قَائِمِيْنَ بِالْقِسْطِ - এর মণিহারের একেবারে প্রথম মুক্তা দানার মর্যাদা হাসিল করেছে। কাবিলের কর্মকাণ্ডকেও তাওরাতে নিতান্তই খণ্ডিতাকারেই পেশ করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে আপনারা দেখবেন কুরআন তার কর্মকাণ্ডের এমন কতক দিককেও উন্মোচিত করেছে যেগুলো শরীআতে ইলাহীর কোনো কোনো বিধানের হিকমত ও যৌক্তিকতা বুঝার জন্য জরুরী। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে দেখা যাবে যে, তাওরাতের ভাণ্ডারে যেসব বিষয় একেবারে মৃতপাত্রের খণ্ডাংশকারে রয়েছে, কুরআনের বর্ণনায় এসে তা রীতিমত মুক্তাদানার মত ঝকমক করে উঠছে ঃ

কাবিলের কুরবানী কবুল না হওয়া

إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ঃ قُرْبَانٌ শব্দটি সদাকা ও কুরবানী উভয় অর্থেই এসে থাকে। যা কিছুই আল্লাহর দরবারে তার নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে পেশ করা হবে তা-ই 'কুরবান'। এখানে কুরআন এটা স্পষ্ট করেনি যে, হাবিল ও কাবিলের নিকট কুরবানী কবুল হওয়া না হওয়ার বিষয়টি কিভাবে পরিষ্কার হলো। এর কারণ হলো, কুরআনের উদ্দীষ্ট লক্ষের বিচারে এটা বিশেষ জরুরী অনুষঙ্গ ছিল না। কিন্তু তাওরাতের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, এ সম্পর্কিত সংবাদ আল্লাহ প্রদান করেছিলেন। আল্লাহর কথা শুনার ও জানার জন্য অদৃশ্যের দৈব বাণীও একটা মাধ্যম। তাওরাতে তার উল্লেখ অনেক জায়গাতেই এসেছে।

কাবিলের প্রতি হিংসাপরায়ণতা

قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ط قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ঃ কাবিল যখন জানতে পারলো, তার কুরবানী কবুল হয়নি, তখন তার নিয়তের ত্রুটির প্রতি সে মনোযোগ নিবদ্ধ করলো না ; বরঞ্চ তার সকল রাগ ও ক্ষোভ গিয়ে পড়লো হাবিলের ওপর। অর্থাৎ তার কুরবানী কেন কবুল হলো ? অথচ নিজের কুরবানী কবুল না হবার পেছনে হাবিলের কোনোই দখল বা ভূমিকা ছিল না, বরং এর সম্পূর্ণ ত্রুটি ও দায়ভার ছিল খোদ তার নিজেরই। কিন্তু যখন কারো ওপর হিংসার প্রাবল্য চেপে বসে তখন তার নিজের নিশ্চয়তা নিজের কাছে ধরা পড়ে না। বরঞ্চ তখন সে তার যাবতীয় ব্যর্থকামিতার কারণ অন্যদের মাঝে অনুসন্ধান করে। আর এ গোস্বায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ও তাদের নির্যাতন করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এহেন দুর্ভাগ্যজনক কীর্তিকলাপের সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত পেশ করেছে কাবিল। আর জাতিগত পর্যায়ে করেছে ইহুদী সম্প্রদায়। এ কারণেই যেমন আমরা ওপরে ইশারা করেছি এ কাহিনী শোনানো হয়েছে ইহুদীদেরকে। যেন তারা এ আয়নাতে কিঞ্চিত নিজেদের চেহারা দেখে নিতে পারে। দেখে নিতে পারে যে, হাবিল ও কাবিলের ঐ কাহিনীরই পুনরাবৃত্তিই করা হচ্ছে যা অনেক পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল এবং যার বর্ণনাও দুনিয়াবাসী জানতে পেরেছে ইহুদীদের মাধ্যমেই।

www.pathagar.com

হাবিলের যবানীতে কুরবানীর দর্শন বর্ণনা

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ঃ এখানে হাবিলের যবানীতে কুরবানীর হেকমত বর্ণিত হয়েছে। ঠিক একই দর্শন বর্ণিত হয়েছে কুরআন মজীদের অন্য এক আয়াতে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ –"আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশত ও রক্ত বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।"–সূরা হাজ্জ ঃ ৩৭ হাবিল আসল গূঢ় তত্ত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই কাবিলকে একথা বলেছিলেন অর্থাৎ তোমার কুরবানী কবুল হয়নি—এ ক্ষোভ ও রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ। অথচ এতে না আমার কোনো অপরাধ আছে আর না কোনো অপরাধ আছে আল্লাহর। বরঞ্চ সরাসরি এ ত্রুটি তোমার ও তোমার কুরবানীর। আল্লাহর নিকট তো কবুলের যোগ্য কুরবানী সেটাই সাব্যস্ত হয় যা আল্লাহভীরু বান্দারা কুরবানীর আদব ও শর্তাবলী সহকারে পেশ করে থাকে। এ আইন তোমার বেলায় যেমন প্রযোজ্য ঠিক তদ্রূপ আমার বেলায়ও প্রযোজ্য। তা কুরবানী প্রত্যাখাত হবার দুঃখ ও ক্ষোভ যদি থেকেই থাকে তবেতো তাকওয়ার জন্যই চিন্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ; আমাকে হত্যার জন্য নয়। আমাকে হত্যার দ্বারা তোমার কুরবানী কবুল হওয়ার পথ উন্মুক্ত হবে কি করে ?

আয়াত ঃ ২৮

لَئِنْ بَسَطْتَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ج إِنِّيْٓ أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

কাবিলের হত্যার হুমকির মুকাবিলায় হাবিলের মু'মিন সুলভ আচরণ

بسط يد-এর অর্থ হাত বাড়ানো ও হস্ত সম্প্রসারিত করা। এখানে হত্যা সংকল্পে হাত বাড়ানোর উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে এর মানে হবে হত্যার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ। এর অর্থ এই যে, যদি তুমি—যেভাবে তুমি ভয় দেখাচ্ছ—আমাকে হত্যা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাও তাহলে তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য তৎপর রয়েছো ধরে নিয়ে আগেই তোমাকে আমি হত্যা করার নই। আমি তো ভয় করি সারা জাহানের রব আল্লাহকে— যিনি সৃষ্টি করেছেন আমাকে ও তোমাকে উভয়কেই এবং যিনি একে অন্যের জান ও মালের সম্ভ্রম রক্ষা করে চলার হেদায়াত করেছেন।

এ দিকটিও বিবেচ্য যে, এখানে প্রকাশ্য দীনি শত্রুর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে মুকাবিলা করার ব্যাপারে নয় ; বরং বিষয়টি একান্তই পরস্পর দুই সহোদর ভাইয়ের মধ্যেকার ব্যাপার। এক ভাই অপর ভাইকে হত্যা করার ধমক দিচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ মু'মিনসুলভ আচরণ এটাই হতে পারে যে, কোনো ব্যক্তিকে তার ভাই হত্যা করার জন্য তৎপর রয়েছে এটা জানা সত্ত্বেও সে পাল্টা তাকে আগে হত্যা করার প্রয়াস চালাবে না। কিন্তু আগে হত্যা করার

www.pathagar.com

প্রয়াস চালাবে না এর মানে এ নয় যে, স্বীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও গ্রহণ করবে না। হাবিল আগে কোনো হত্যার উদ্যোগ নেবে না বলেছে, আত্মরক্ষা করবে না তা বলেনি। স্বীয় জান ও মাল সুরক্ষার ব্যবস্থা করা খোদা ভীতির পরিপন্থী বিষয় নয়। একটি হাদীসে এসেছে এক ব্যক্তি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো, কেউ যদি আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায় তাহলে আমি তার সাথে কি ধরনের আচরণ করবো ? বললেন, তাকে আল্লাহর ভয় দেখাবে। প্রশ্নকর্তা বললো, সে যদি আল্লাহর ভয়কে আমল না দেয় ? বললেন, তাহলে নিজের চারপাশের মুসলমানদের কাছে তার মুকাবিলা করার জন্য সাহায্য চাবে। প্রশ্নকর্তা বললো, আমার আশেপাশে এরূপ লোকজন যদি না থাকে ? রসূল স. বললেন, তখন সরকারের কাছে সাহায্য চাইবে। প্রশ্নকর্তা বললো, সরকারের দায়িত্বশীল লোকজনও যদি দূরে অবস্থান করে ? তিনি বললেন, নিজের মাল রক্ষা করার জন্য লড়াই করে যাবে। অতপর হয় নিজের মাল রক্ষা করবে নচেৎ শহীদ হয়ে যাবে।

আয়াত ঃ ২৯

إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ○

بِإِثْمِىْ ও وَإِثْمِكَ-এর অর্থ

بِإِثْمِىْ ও وَإِثْمِكَ উভয়ের মধ্যেই مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাকে আগে হত্যা এজন্য করতে ইচ্ছুক নই যে, আমি কোনো গোনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে স্বীয় রবের সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে চাই না। তুমি যদি এ অপরাধে অগ্রবর্তী হতে চাও হও। যদি তুমি আমাকে হত্যা করেই ফেল, তাহলে আমাকে হত্যা করার পাপভারও তোমার ওপর ন্যস্ত হবে। আর আমার পক্ষ থেকে আত্মরক্ষার ফলশ্রুতিতে যদি তোমার কোনো ক্ষতি হয়ে যায় বা তুমি নিহত হও, তাহলে তার পাপভারও তোমারই ওপর ন্যস্ত হবে। এটা এজন্য যে, তার কারণ আমি নই ; বরং তুমিই হবে। এটা ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের ঐ মৌল নীতির প্রতিই ইঙ্গিত যা একটি হাদীসে فعلى البادى مالم يعتد المظلوم-এর ভাষ্যে বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ মযলুম যদি কোনো বাড়াবাড়ি না করে থাকে, তাহলে সে তার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যা কিছু করতে বাধ্য হয় তার পাপভার যুলুমে যে অগ্রবর্তী তারই ওপর বর্তাবে। بِإِثْمِىْ -এর সাথে بِإِثْمِكَ-এর যে সাদৃশ্য বা তুলনা করা হয়েছে তা করা হয়েছে আরবী ভাষার অত্যন্ত সুপরিচিত মূলনীতির ভিত্তিতেই। যেমন دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوْا অথবা جَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

কোনো মুমিনকে হত্যার শাস্তি জাহান্নাম

فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحٰبِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোনো মু'মিনকে হত্যা করা হয়, তবে তার শাস্তি জাহান্নাম, এ মাসআলার ওপর সূরা আন নিসার ৯৩ নম্বর আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ

www.pathagar.com

আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ প্রদত্ত শরীআতে এ অপরাধের শাস্তি প্রথম থেকে এটাই চলে এসেছে।

আয়াত ঃ ৩০-৩১

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْاَةَ اَخِيْهِ ط قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْاَةَ اَخِىْ ج فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ○

কাবিলের বিফল মনোরথ হওয়া

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيْهِ ঃ এর অর্থ হবে অবশেষে তার নফ্স তাকে তার নিজ ভাইয়ের হত্যায় প্ররোচিত করেই ছাড়ল। এ হত্যা সংকল্পের ব্যাপারে প্রথম প্রথম তার অন্তরে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল—উপরোক্ত বর্ণনাভঙ্গী থেকে তারই বহিঃপ্রকাশ বুঝা যায়। মানুষের ভেতর মহান আল্লাহ রেখে দিয়েছেন একটি নফসে লাউয়্যামা—ভর্ৎসনাকারী নফ্স। এটি মানুষের অপরাধ সংকল্পের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করে থাকে। বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা বাহানার সাহায্যে মানুষ তার মুখ বন্ধ না করা পর্যন্ত এ লড়াই অব্যাহত থাকে। কাবিলকেও এ পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার হিংসাপরায়ণতা তাকে এ ভয়াবহ অপরাধ সংগঠনে বাধ্য করেই ছাড়ল। প্রথম প্রথম অপরাধীর মধ্যেই এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু যখন সে একের পর এক অপরাধ সংঘটন করেই যেতে থাকে তখন তার নফ্সে লাউয়্যামা—অন্য কথায় তার বিবেক সম্পূর্ণ মরে যায় এবং সে অপরাধ সংঘটনে হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ বেপরোয়া ও দুর্দান্ত।

فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ঃ এতে এ সত্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রতিটি মানসিক দ্বন্দ্ব মানুষের সামনে উন্মুক্ত করে দেয় পরীক্ষার একেকটি দিগন্ত ; যাতে তার জন্য উন্মুক্ত থাকে ব্যর্থতা ও সফলতা উভয়েরই সম্ভাবনা। মানুষ যদি এ দ্বন্দ্বে স্বীয় নফ্সকে কাবু করতে পারে তবে সে সফলকাম হয়ে যায় এবং তার নফ্স হয়ে যায় পরাজিত। পক্ষান্তরে তার নফস যদি তাকে কাবু করে নেয় তবে তার নফস বিজয় লাভ করে আর সে নিজে ব্যর্থকাম হয়ে যায়। কাবিলের ওপর তার নফস বিজয় লাভ করে ফলে সে ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ হয়।

কাকের বেশে শয়তান

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا الاية ঃ অনুমিত হয়, কাবিল ভাইকে হত্যা করার পর তার লাশ এমনি পতিত অবস্থায় রেখে দেয় ; তা গোপন করার কোনো চেষ্টা করেনি। এমন সময় একটি কাক আবির্ভূত হলো। কাক সাধারণত খুব চালাক প্রাণী। তার এ অভ্যাস সর্বজনবিদিত যে, কোনো খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করার পর তৎক্ষণাত তা খেতে না চাইলে সে মাটি খুঁড়ে কিংবা কোনো কিছুর নীচে প্রয়োজনীয় মুহূর্তের জন্য তা লুকিয়ে রাখে। উপরোক্ত কাকটিও কাবিলের

www.pathagar.com

সম্মুখে এরূপ প্রদর্শনীর অবতারণা করলো। আর এভাবে সে যেন তাকে পথ দেখিয়ে দিলো, সেও যেন তার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে ফেলে যাতে করে তা অন্যের নজরে না পড়ে এবং তার অপরাধ প্রকাশ হয়ে না যায়। কাকের দূরদর্শীতা দেখে কাবিলের শির অবনমিত হয়ে গেল। সে বলে উঠলো হায়! দুর্ভাগ্য আমার, আমি তো এ কাক অপেক্ষাও অক্ষম ও অধম প্রমাণিত হলাম ; তার এ কৌশলটাও আমার মাথায় আসল না যে আমার ভাইয়ের লাশটাকে আমি লুকিয়ে ফেলব। তাই তার এ নির্বুদ্ধিতার জন্য সে নিজে নিজে ভীষণ লজ্জিত হলো।

কুরআন এ অংশটুকু দ্বারা এটাই তুলে ধরেছে যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে না তারা সৃষ্টিকে ভয় করে। আর যারা আল্লাহর হুকুম ও বিবেকের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ায় তারা কাক থেকে ইলহাম হাসিল করে। আর অপরাধ করার পর তা স্বীকার করা ও লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তা লুকোবার চেষ্টা করে। আমাদের মতে এ কাক শয়তানের প্রতিরূপ বৈ নয়। শয়তান তো প্রথমে কাবিলের অন্তরে অসওয়াসা সৃষ্টি করে আপন ভাইকে হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। অতপর সে যখন অপরাধ সংঘটন করে ফেললো তখন কাজের মাধ্যমে উক্ত অপরাধকে লুকোবার চিন্তা-পরিকল্পনা তাকে ধরিয়ে দিল। এভাবে সে আদম আ.-এর বংশধরকে গোমরাহী করার যে কসম করেছিল তার পূর্ণতা বিধানের পথে একটি অতি সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করল।

আল্লাহর একটি স্থায়ী বিধান

এখানে মহান আল্লাহ নিজেই কাক প্রেরণ করেছেন বলে যে উক্তি করা হয়েছে তার আসল কারণ এই যে, এ কাজটি সংঘটিত ও প্রকাশিত হয়েছে মূলত আল্লাহর স্থায়ী নীতি ও বিধানের অধীনেই। এর বিভিন্ন উদাহরণ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহর সে সুন্নাত ও বিধান এই যে, যখন কেউ আল্লাহর আয়াত, তাঁর হুকুম ও বিধান এবং তাঁর সতর্কীকরণ থেকে নিজের কান ও নিজের চোখ বন্ধ করে নেয় তখন মহান আল্লাহ তার ওপর একটি শয়তানের আধিপত্য কায়েম করে দেন। সে তার একান্ত সঙ্গী হয়ে যায়। তাকে যাবতীয় কামনা-বাসনার পথ-প্রান্তরে হোঁচট খাইয়ে ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। সূরা যুখরুফ ৩৬ আয়াতে আল্লাহর এ সুন্নাতের দিকে ইশারা করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ - "যে পরম দয়ালু আল্লাহর যিকির ও স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যায়, আমি তার জন্য নিযুক্ত করে দেই এক শয়তান, যে তার প্রতিদিনের নিত্য সহচর হয়ে যায়।" সূরা হামীম আস সাজদা ২৫ নম্বর আয়াতে রয়েছে ঃ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ - "আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি নিকৃষ্ট সঙ্গী যারা তাদের পূর্বাপর সবকিছুকেই দেখিয়েছে অত্যন্ত শোভা-মনোহর ও সুষম মণ্ডিত করে।" ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে যে, হাবিল কাবিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশও প্রদান করেছিলেন এবং নিজের কথার সত্যতা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার অন্তর এতটুকু বিগলীত হয়নি। এহেন এক পাষাণ হৃদয় ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর স্থায়ী বিধানের আওতায় গ্রেফতার হওয়া তো এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

www.pathagar.com

সাধারণভাবে তাফসীরকাররা মনে করেন যে, কাক কাবিলকে তার ভাইয়ের লাশ দাফন করার পদ্ধতি শিখানোর জন্যই এসেছে। সে দীর্ঘকাল তার ভাইয়ের লাশ নিজের কাঁধে বহন করে ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু সে তার ভাইয়ের লাশ কি করবে তার মাথা-মুণ্ডু কিছুই তার মাথায় ধরলো না। অবশেষে যখন লাশ পঁচে গলে গেল, তখন আল্লাহ একটি কাক প্রেরণ করলেন। সে কাকটি অপর একটি কাককে হত্যা করে মাটিতে দাফন করলো। এতেই ভাইয়ের লাশ সৎকার করার উপায় কাবিল খুঁজে পেল। আমাদের ধারণা আমরা ওপরে যা কিছু নিবেদন করেছি অতপর উক্ত অদ্ভূত বিস্ময়কর কথা খণ্ডন করার কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না।

১২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৩২-৩৪ আয়াত

কিসাসের আইনের বুনিয়াদ

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, যেহেতু মানুষ তার স্বভাব-প্রকৃতির বিচারে এমন একটি সৃষ্টি যাদের মধ্যে রয়েছে হাবিলের মত আল্লাহ ভীরু এবং হক ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত লোক, অপরদিকে রয়েছে কাবিলের ন্যায় পাষাণ হৃদয় ও খুনীও। এ কারণে মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলের শরীআতে কিসাসকে একটা সামষ্টিক ফরয সাব্যস্ত করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ একজনের হত্যাকারী সকলের হত্যাকারী ও একজনকে রক্ষাকারী সকলের রক্ষাকারী বলে সাব্যস্ত হবে। অতপর এ আইনের নবায়ন ও স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য মহান আল্লাহ তাদের মধ্যে স্বীয় নবী-রাসূলও প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এ সকল আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার কোনোই পরোয়া করেনি বনী ইসরাঈল। বরঞ্চ তারা লাগাতার কাবিলের নিকৃষ্ট আদর্শের পায়রূবী করতে যেয়ে আল্লাহর যমীনে রক্তপাত ও বিপর্যয় সৃষ্টিই করে চলেছে।

অতপর ঐ সকল অপরাধী লোকদের শাস্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে যারা একটা ইনসাফপূর্ণ ইসলামী হুকুমাতের মধ্যে বসবাসরত থেকেও তার ইনসাফ ও ন্যায়দণ্ডের বিধানকে ছিন্নভিন্ন করার ও দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। আর এ প্রয়াস প্রচেষ্টা নাম সর্বত্র মুসলমানদের পক্ষ থেকেও হতে পারে, হতে পারে অমুসলিমদের পক্ষ থেকেও। প্রকাশ্যেও হতে পারে, পর্দার অন্তরালে ষড়যন্ত্রের আকারেও হতে পারে। গাঁটছড়া বেঁধে হতে পারে, সন্ত্রাস ও গুণ্ডামীর ছলেও হতে পারে। যে কোনো বিপর্যয়কর তৎপরতাই দেশের রাজনৈতিক, সামষ্টিক ও সামাজিক ব্যবস্থার জন্য বিপজ্জনক হয়ে যায় এবং তদ্বারা আইন শৃংখলাজনিত সংকট সৃষ্টি হয়ে তার মূলোৎপাটন করার ও সমাজের অপরাধপ্রবণ লোকদের দমন করার জন্য দেশের প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারীদেরকে দেয়া হয়েছে ব্যাপক ক্ষমতা। যেন তাদের ওপর অর্পিত ইনসাফ ও ন্যায়দণ্ড কায়েমের দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত হতে পারে। এরই আলোকে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

www.pathagar.com

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩২. এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের জন্য এ বিধান জারী করলাম যে, কোনো মানুষকে খুন করার কিংবা দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো। আর যদি কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই প্রাণে রক্ষা করলো। তাদের কাছে তো এসেছিল আমার অনেক রাসূলই স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে। কিন্তু তারপর তাদের অধিকাংশ লোক এ যমীনের বুকে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল।

৩৩. যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো, তাদের হত্যা করা হবে বা শুলে চড়ানো হবে কিংবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে। এ হলো তাদের জন্য দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও অপমান আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ৩৪. তবে যাদের ওপর তোমাদের আধিপত্য স্থাপিত হবার পূর্বেই তারা তাওবা করে নেবে তাদের ব্যাপারে তোমরা জেনে রেখো যে, অবশ্যই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

১৩. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৩২

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ز ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ○

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ-এর অর্থ

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ঃ এর অর্থ এ নয় যে, ঠিক এ ঘটনাই কিসাসের হুকুম বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ ঘটেছে। এটাতো যেমন স্পষ্ট হয়েছে—বনী ইসরাঈল ইতিহাসের অনেক পূর্বেকার ঘটনা। তাছাড়া এও সর্বজন বিদিত যে, প্রাণের বদলে প্রাণের যে বিধান, তাও বনী ইসরাঈলের সাথে নির্দিষ্ট কোনো ব্যাপার নয়। এ আইন প্রত্যেক মিল্লাতেই প্রথমাবধি চালু রয়েছে। হযরত নূহ আ. ও হযরত ইবরাহীম আ.-এর মিল্লাতেও এ আইন চালু ছিল। হযরত নূহ আ. ও তার বংশধরকে এ পর্যায়ে যে হেদায়াত প্রদান করা হয়েছিল তা তাওরাতে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

> "আর তোমাদের রক্তপাত হইলে আমি তোমাদের প্রাণের পক্ষে তাহার পরিশোধ অবশ্য লইব ; সকল পশুর নিকটে তাহার পরিশোধ লইব, এবং মনুষ্যের ভ্রাতা মনুষ্যের নিকটে আমি মনুষ্যের প্রাণের পরিশোধ লইব। যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে, মনুষ্য কর্ত্তৃক তাহার রক্তপাত করা যাইবে ; কেননা ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।"–আদিপুস্তক অধ্যায় ৯ ঃ ৫-৬

এজন্য এ ধারণা সঠিক নয় যে, অবিকল এ ঘটনাই ছিল বনী ইসরাঈলের ওপর কিসাসের বিধান অপরিহার্য হবার মৌল কারণ। এ বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা বাঞ্ছনীয় যে, এখানে কিসাসের বিধান সংশ্লিষ্ট ইতিহাস বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং এটা স্পষ্ট করা যে, বনী ইসরাঈল আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারের ব্যাপারে এতটাই দুঃসাহসী ও বেপরোয়া যে, যদিও তারা ভালভাবে জানে যে, এক জনের হত্যাকারী সকলের হত্যাকারী এবং একজনকে প্রাণে রক্ষা করা সকলকেই রক্ষা করার শামিল, তথাপি তারা লাগাতার আল্লাহর যমীনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের এ কর্মনীতি যেমন পূর্বে ছিল ঠিক তেমনি আজো যথারীতি বর্তমান।

এ আলোকে مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ-এর ইশারা মূল ঘটনার প্রতি নয় বরং অপকর্ম ও ফাসাদ বিশৃংখলাজনিত ঐ মানসিকতার প্রতিই হবে যা প্রকাশ করেছিল কাবিল এবং যা ওসব লোকদের পক্ষ থেকে বরাবর প্রকাশ হয়ে থাকে, যারা এ অপকর্ম ও কুকীর্তির গোলামী করে। অর্থাৎ নিকৃষ্ট ভাবাবেগ ও শয়তানী প্ররোচনায় আল্লাহর বান্দাদের রক্ত প্রবাহিত করে।

www.pathagar.com

অতপর তার স্বীকার করা এবং তাওবা করা ও অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের সামগ্রিক চিন্তা চেতনাকে উক্ত অপরাধ গোপন করার কাজে ব্যয় করে। কৃত অপরাধের ওপর তাদের অনুশোচনা হলেও তা এ দিক থেকে নয় যে, তাদের হাতে মানুষের সবচেয়ে বড় হক বিনষ্ট হয়েছে। বরং অপরাধ গোপন করার কর্মপরিকল্পনায় তাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তাতেই তাদের অনুশোচনা হয়ে থাকে।

কিসাস বিধানের হেকমত ও শ্রেষ্ঠত্ব

انَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ঃ এটা মূল হুকুমের বর্ণনা নয় যা কিসাস পর্যায়ে ইহুদীদেরকে দেয়া হয়েছে ; বরং তার দলীল এবং তার হেকমত ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এখানে। প্রাণের বদলে প্রাণ—এ বিধান তাওরাতেও রয়েছে। তার উদ্ধৃতি এ সূরাতেও সামনে আসছে। এখানে যেহেতু ইহুদীদের অপকর্ম ও পাপাচারকে তুলে ধরাই উদ্দেশ্য, এ কারণে কিসাস বিধানে মূল দর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইহুদীদের নিকট নরহত্যার জঘন্যতা স্পষ্ট করে তোলার জন্য তাদেরকে এ হুকুম দেয়া হয়েছিল নিম্নোক্ত স্পষ্ট বক্তব্য সহকারে যে, একজনের হত্যাকারী সকলের হত্যাকারী এবং একজনের প্রাণ রক্ষাকারী সকলের প্রাণ রক্ষাকারী সাব্যস্ত হবে। এতসবের পরেও নরহত্যা ও যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির ব্যাপারে তারা হয়ে পড়েছিল চরম ঔদ্ধত্য ও বেপরোয়া।

কিসাস বিধানের দায়িত্ব মিল্লাতের প্রতিটি সদস্যের ওপরই বর্তায়

যে জাতিকে কিসাস বিধানের উক্ত দর্শনের বাহকরূপে তৈরী করা হয়েছে—যাদের কথা ওপরে আলোচিত হলো—তাদের ওপর কতিপয় দায়িত্ব অপরিহার্যরূপে আরোপিত হয়। সেগুলোর প্রতি আমরা এখানে ইঙ্গিত প্রদান করবো ঃ

প্রথমত, প্রতিটি নরহত্যার ঘটনা পুরো কওমের মধ্যে একটা তোলপাড় সৃষ্টি করে দেবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার কিসাস না নেয়া হবে, প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করবে যে, সে এযাবত যে রক্ষা ব্যবস্থার অধীনে ছিল তা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে গেল। আইনই মূলত সকলের রক্ষক হয়ে থাকে। আইনই যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে তো স্রেফ নিহত ব্যক্তিই খুন হলো না, বরঞ্চ প্রতিটি ব্যক্তিই হত্যার আওতাধীনে এসে গেল।

দ্বিতীয়ত, হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা কেবল নিহতের ওয়ারিশদেরই দায়িত্ব নয়, বরঞ্চ পুরো জাতিরই দায়িত্ব। কারণ হত্যাকারী তো শুধু নিহত ব্যক্তিকেই খুন করেনি বরং সকলকে হত্যা করেছে।

তৃতীয়ত, কেউ যদি কাউকে বিপদের মুখে দেখে তাহলে তাকে অপর লোকের বিপদ মনে করে উপেক্ষা করা তার জন্য জায়েয নয়। বরঞ্চ তার সাধ্য পরিমাণ তাকে নিরাপত্তা ও সাহায্য সহায়তা দানে এগিয়ে আসা অপরিহার্য। সহায়তা দান করতে যেয়ে যদি তাকে

ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হতে হয় তবু তা করতে হবে। কেননা যে কোনো মযলুমের সহায়তা ও সুরক্ষার জন্য মনে-প্রাণে এগিয়ে আসে সে শুধু মযলুমের সাহায্যেই এগিয়ে আসে না। বরঞ্চ সমগ্র মানব জাতির সাহায্যেই এগিয়ে আসে ; যার মধ্যে সে নিজেও শামিল।

চতুর্থত, যদি কেউ কোনো নরহত্যার বিষয়কে গোপন করে অথবা হত্যাকারীর পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্যদান করে বা হত্যাকারীর জামিন হয় কিংবা হত্যাকারীকে আশ্রয় দান করে অথবা সম্পূর্ণ জেনে শুনে হত্যাকারীর পক্ষে ওকালতি করে কিংবা জেনে শুনে তাকে অপরাধের দায় বা শাস্তিমুক্ত করে দেয়। তবে সে যেন খোদ নিজের, তার পিতা, ভাই ও পুত্রের হত্যাকারীর জন্যই এসব করে থাকে। কেননা একজনের হত্যাকারী তো সকলেরই হত্যাকারী।

পঞ্চমত, কোনো নিহত ব্যক্তির কিসাসের ব্যাপারে নিহতের ওয়ারিশ বা বিচারকদের সাহায্য করাও মূলত নিহত ব্যক্তিকে জীবন দান করা। কারণ কুরআনে বলা হয়েছে যে, কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন।

আমরা উক্ত মূলনীতি থেকে নির্গত কতিপয় বড় বড় বিষয়ের প্রতি ইশারা করলাম। অধিকতর চিন্তা-গবেষণা করলে এর আরো অনেক হেকমত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অতপর ঐ জাতির অবস্থা কতইনা মর্মান্তিক যারা এ মৌলনীতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া সত্ত্বেও হত্যা, রক্তপাত ও পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে।

আইনের সাথে আইনকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা

وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ز ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ : এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাদেরকে এ মহান কর্তব্য বলে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি। বরঞ্চ প্রমাণ চূড়ান্ত করার জন্য একাদিক্রমে তাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূলদের আগমনের ধারাও অব্যাহত থাকে। রাসূলগণ অত্যন্ত স্পষ্ট বিধান ও হেদায়াত এবং অতিশয় তাৎপর্যময় ও বেগবান শিক্ষা ও সতর্কীকরণের মাধ্যমে তাদেরকে জাগ্রত করতে ও সজোরে ঝাঁকুনি দিতে থাকেন। যেন তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের দায় দায়িত্ব থেকে গাফিল না হয়ে যায়। কিন্তু এ সকল ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও এরা অব্যাহতভাবে আল্লাহর যমীনে নানা প্রকার বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হতে থাকে।

اسراف ও افساد-এর অর্থ

اسراف فِى الْاَرض ও افساد فِى الْاَرض : উভয়ের মধ্যে অর্থ ও তাৎপর্যগত দিক থেকে তেমন পার্থক্য নেই। মহান আল্লাহ যমীন ও যমীনবাসীর শান্তি, নিরাপত্তা ও নিয়ম-শৃংখলা বিধানের জন্য যে আইন নাযিল করেছেন, পৃথিবীর শান্তি-শৃংখলা সর্বতোভাবে উক্ত ইনসাফ ও ন্যায় বিধানের ওপরই নির্ভরশীল। বিশ্ব চরাচরের প্রাকৃতিক নিয়ম ও ব্যবস্থাপনায় কোনোরূপ ত্রুটি ও ব্যতিক্রম সৃষ্টি হলে যেমন বিশ্বকারখানা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। ঠিক অদ্রূপ শরঈ ব্যবস্থাপনায় যেটাকে তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য পসন্দ করেছেন—কোনোরূপ ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে দেয়া হলে এর সামগ্রিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সেরূপ অবস্থায় তার প্রাকৃতিক আইনের সাথে তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার

www.pathagar.com

কোনো সাদৃশ অবশিষ্ট থাকবে। আর না তার সামষ্টিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনো সম্পর্ক কায়েম থাকবে। এমন পরিস্থিতিকেই এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে افساد ও اسراف শব্দের মাধ্যমে।

এটা হচ্ছে মৌলিক সত্য তাৎপর্যগত দিক। এ সাথে ঐতিহাসিক সত্য ও তাৎপর্যের দিকটিও স্মরণ রাখা আবশ্যক। এ আয়াতগুলো যে সময় নাযিল হয় তখন মুসলমানরা ইহুদীদের পক্ষ থেকে অব্যাহতভাবে অর্জন করছিল তিক্ত অভিজ্ঞতা। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্র-কবিলা যেমন বনু নযীর, বনু কুরায়যা, বনু কাইনুকা, মদীনার আশেপাশেই বসবাসরত ছিল। এরা বাহ্যত মুসলমানদের সাথে শান্তি, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সাহায্য ও আত্মরক্ষার চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। কিন্তু একটি দিনের জন্যও তারা উক্ত চুক্তি ও অঙ্গীকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি। বরঞ্চ সদা-সর্বদা তারা মুসলমানদের ক্ষতি করার ও মদীনা থেকে তাদের সমূলে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রেই মেতে থাকে। কুরাইশরা মুসলামানদের ওপর যতগুলো আক্রমণ রচনা করেছে সবগুলোতেই পর্দার অন্তরালে ইহুদীরা শরীক ছিল। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ সৃষ্টির জন্যই তারা উপর্যোপরি প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সাহাবাদের তথা খোদ নবী স.-কে হত্যা করার জন্যও তারা একের পর এক ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। যদিও তাদের এসব ষড়যন্ত্রের অধিকাংশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তথাপি বেশ কতক গুরুতর দুঃখজনক ঘটনাবলীরও অবতারণা হয়েছে। নারী ও শিশুদের বিভ্রান্ত করা ও তাদের হত্যার ব্যাপারেও এরা ছিলা বেজায় ধূর্ত ও পাষাণ হৃদয়। মুসলমানদের মনে বরাবরই ইহুদীদেরই পক্ষ থেকে লেগে থাকত স্বীয় জীবন ও সম্ভ্রমের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। বলাবাহুল্য, যে সকল মুসলমানদের তারা কোনো বিচার মীমাংসা করার জন্য ও কোনো ব্যাপারে সংলাপের উদ্দেশ্যে আহ্বান করতো, তাদেরও তারা সমূলে বিনাস করার জন্য আগে থেকেই চক্রান্ত জাল বিছিয়ে রাখতো ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ বাক্যাংশে অনুরূপ পরিস্থিতির প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

আয়াত ঃ ৩৩-৩৪

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

محاربه-এর অর্থ

يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ঃ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে محاربه বলতে কি বুঝায় ? তাহলো আল্লাহ ও রাসূলের যে হক ও ইনসাফমূলক ব্যবস্থা কায়েম করেছেন তা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের দুঃসাহসিকতা ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা

www.pathagar.com

এবং বেপরোয়া কার্যকলাপের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা করা। এ ধরনের প্রচেষ্টা বাইরের শত্রুদের পক্ষ থেকে হলে তার মুকাবিলা করার জন্য পরিচালিত যুদ্ধ বা জিহাদের বিধি-বিধান সবিস্তারে পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বহিরাগত শত্রুদের পরিবর্তে ইসলামী হুকুমতের আভ্যন্তরীণ শত্রুদের দমন করার জন্য শাস্তি বিধানের নীতিমালা বর্ণিত হচ্ছে, যারা ইসলামী হুকুমতেরই প্রজা সাধারণ। তারা মুসলিম হতে পারে, হতে পারে অমুসলিমও। এরা যদি ইসলামী হুকুমতের আইন ও নিয়ম-শৃংখলার জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়ায় তখনই এ শাস্তি বিধান কার্যকর করতে হবে। কারো পক্ষ থেকে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে যাওয়াও আইনের বিরুদ্ধাচরণের একটি রূপ। সেরূপ অবস্থায় তার সাথে শরীআতের সাধারণ হদ ও শাস্তি বিধানের নীতিমালা মোতাবেক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজ হাতে আইন তুলে নেয়ার চেষ্টা করা। নিজের অপকর্মের ও দুষ্কৃতির দ্বারা এলাকার শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট করে দেয়া। জনগণের জান-মাল ও ইজ্জত আব্রুর ব্যাপারে সদা সন্ত্রস্ত থাকা। হত্যা, ডাকাতী, রাহাজানি, দাঙ্গা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা। ধোঁকা, প্রতারণার আশ্রয় নেয়া, ব্যভিচার, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও ভীতি সন্ত্রাস সৃষ্টি করা এবং এ জাতীয় গুরুতর অপরাধ সংঘটন যা রাষ্ট্র ও সরকারের জন্য সৃষ্টি করবে আইন শৃংখলাজনিত সমস্যা সংকটের। এ ধরনের পরিস্থিতিকে সামাল দেয়ার জন্য হদ ও শাস্তি বিধানের সাধারণ নীতিমালার পরিবর্তে ইসলামী হুকুমতের পক্ষে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে।

ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য শাস্তি বিধানের নীতিমালা

أَنْ يُقَتَّلُوْا ঃ অর্থাৎ দেশ ও সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধে অভিযুক্তদের হত্যা করতে হবে। এখানে قَتْل শব্দের পরিবর্তে باب تفعيل-تقتيل থেকে নেয়া হয়েছে। باب تفعيل অর্থের দিক থেকে কঠোরতা ও প্রাচুর্যতার প্রমাণ বহন করে। এ কারণে تقتيل শব্দটি হত্যাজনিত অনিষ্টকারিতার অর্থ প্রদান করবে। এ থেকে এই ইঙ্গিতই প্রমাণিত হয় যে, তাদেরকে শিক্ষাপ্রদ ও দৃষ্টান্তমূলক পদ্ধতিতে হত্যা করতে হবে। যেন অন্যরাও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কেবলমাত্র ঐসকল হত্যা পদ্ধতিই পরিত্যাজ্য হবে যা শরীআতে নিষিদ্ধ। যেমন আগুনে জ্বালিয়ে মারা। এছাড়া হত্যা করার অন্য সব পদ্ধতির যে কোনো একটি ইখতিয়ার করার অনুমতি রয়েছে সরকারের জন্য, যদ্বারা গুণ্ডা বদমাশদের শিক্ষা প্রদান করা তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা ও জনগণের মধ্যে আইন ও শান্তি-শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য জরুরী মনে করা হবে। রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করাও আমাদের মতে تقتيل -এর মধ্যে শামিল। তাই যে সকল গুণ্ডা-বদমাশ, সম্ভ্রান্ত লোকদের ইজ্জত ও সম্মানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে, যারা বিভ্রাট সৃষ্টি করবে ও যেনা-ব্যভিচারকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে, যারা দিন দুপুরে মানুষের ইজ্জত সম্ভ্রম হরণ করবে, যারা প্রকাশ্যে জবরদস্তি, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে তাদের জন্য রজমের শাস্তির বিষয়টি এ শব্দের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। রজমের ব্যাপারে বিবাহিত ও অবিবাহিতের মধ্যে আমাদের ফিকহশাস্ত্রে যে পার্থক্য করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা সূরা আন নূরের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

أَوْ يُصَلَّبُوْٓا : অর্থাৎ এদেরকে শূলীতে চড়াতে হবে। শূলীতে চড়ানোর জন্য এখানে صلب শব্দের পরিবর্তে تصليب শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, এদ্বারা এ ইঙ্গিত প্রমাণ হয় যে, শূলী ও ফাঁসির ঐ সকল পদ্ধতিও অবলম্বন করা যেতে পারে যা অধিকতর মর্মবিদারী ও শিক্ষাপ্রদ। আধুনিক যুগে যেসব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, আমাদের মতে তাও এ শব্দের তাৎপর্যের মধ্যে শামিল রয়েছে।

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ : তাদের হাত-পা উল্টোভাবে কেটে ফেলা হবে। এ উল্টোভাবে কাটার আদেশও শিক্ষাপ্রদ ও মর্মবিদারী দৃষ্টিকোণ থেকেই দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি এ জাতীয় কোনো দুষ্কৃতিকারীর প্রাণভিক্ষা দেয়াও হয় তবে যেন এভাবে দেয়া হয়, যাতে তার দুষ্কৃতি ও বিপর্যয় সৃষ্টির সকল উপকরণ অকর্মণ্য ও ভোঁতা করে দেয়া হয়।

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ : তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করে দেয়া হবে। نفى শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্বাসন দেয়া, দেশ থেকে বহিষ্কার করা। অবরোধ বা কারারুদ্ধ করা এর আভিধানিক অর্থ নয়। অবশ্য এর তাৎপর্যের মধ্যে শামিল অবশ্যই। এরূপ অপরাধীদের বহিষ্কার করা যদি কঠিন বা দীনী ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিসিদ্ধ না হয় তাহলে তাদের অবরুদ্ধ কিংবা কোনো বিশেষ এলাকায় বন্দী ও নজরবন্দী করে রাখা যেতে পারে। এটা এ শব্দের তাৎপর্যের খেলাফ হবে না।

পরিস্থিতির আলোকে সরকারের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের স্বাধীনতা

কুরআনের ভাষ্য একথার স্পষ্ট দলীল যে, পরিস্থিতির ধরন, শান্তি-শৃংখলাহীনতা, আইন লংঘনজনিত অবস্থায় ও তার অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ উদ্ভূত পরিস্থিতির বিবেচনায় সরকার যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উপযুক্ত মনে করবেন তাই করতে পারবেন। আরবী ভাষায় অথবা শব্দের ব্যবহার এ তাৎপর্যকেই প্রকাশ করে। এজন্য আমার নিকট তাদের অভিমতই সঠিক বলে মনে হয় যারা শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও ফিতনা নির্মূল করার লক্ষে সরকারকে যে কোনা পদক্ষেপ গ্রহণ করার এখতিয়ার দেবার পক্ষপাতী। এ উদ্দেশ্যে কল্যাণকর ও কার্যকর এবং যুক্তিযুক্ত যে কোনো কার্যব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করতে পারে। এমত পরিস্থিতিতে অপরাধী গোষ্ঠী কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে শুধু তা-ই বিবেচনায় রাখলে চলবে না ; বরঞ্চ স্থান কাল ও অপরাধ প্রবণ গোষ্ঠীর সংকল্প ও তাদের প্রভাব প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন কাল বা সময় যদি হয় যুদ্ধ বা অশান্তি কালীন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে জরুরী। যদি অনিষ্টের মূল বা প্রধান হয় কোনো বিপজ্জনক ব্যক্তি এবং এ আশংকা থাকে যে, তাকে ঢিল দিলে অনেকেরই জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মানের ওপর হুমকির সৃষ্টি হবে। তখনো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর ও সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মোদ্দাকথা, এখানে আসল গুরুত্ব বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর নয় ; বরং সামষ্টিক বিদ্রোহের প্রভাব এবং দেশ ও জাতির কল্যাণের দিকটিই মূল বিবেচ্য বিষয়।

www.pathagar.com

শাস্তি দিতে হবে দলীয়ভাবে

এরূপ পরিস্থিতিতে শাস্তিও দিতে হবে ব্যক্তিগতভাবে নয়, বরং সমষ্টিগত পর্যায়ে, যদি খুন, ফুসলিয়ে ভাগিয়ে নেয়া, ব্যভিচার, অগ্নিসংযোগ, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপজনিত ঘটনাবলী সংঘটিত হয়, তখন এটা তালাশ করা হবে না যে নির্দিষ্টভাবে এসব অপরাধ কাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এর দায়ভার বিদ্রোহী গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের ওপর আরোপিত হবে এবং সেভাবেই তাদের সাথে ব্যবহার বা আচরণ করা হবে। কারণ প্রতিটি অপরাধ সংঘটনে সবারই সমষ্টিগত প্রভাব কাজ করেছে।

উক্ত আইন প্রয়োগের কতিপয় দৃষ্টান্ত

ওকাল ও উরায়না ওয়ালাদেরকে বায়তুলমালের উট তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ও রাখালদের হত্যা করার অপরাধে নবী স. যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেছিলেন, ইমাম বুখারী র. তাকে এ আয়াতের অধীনেই আনয়ন করেছেন। বনু নযীর, বনু কুরায়যা, বনু কাইনুকার সাথে যে আচরণ মহানবী স. করেছিলেন আমাদের মতে তাও তিনি করেছিলেন আল্লাহর এ নির্দেশেরই আওতায়। আমাদের নেতা হযরত আবু বকর রা. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যে দমন অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, আমাদের মতে তাও করেছিলেন এ হুকুমের আওতাধীনেই। মুসায়লামা কাযযাবের ফিতনাও আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মধ্যেই শামিল। আর তা নির্মূল অভিযানও আল্লাহর এ একই হুকুমের অধীনে পরিচালিত হয়েছিল। হযরত ওমর রা. তার খেলাফত আমলে শেষবারের মত যে ইহুদীদেরকে আরব থেকে বহিষ্কার করেছিলেন তাও আল্লাহর এ হুকুম তামিল করতে গিয়েই করেছিলেন।

অপরাধ ও অপরাধীদের নতুন দর্শনের ওপর আলোচনা

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا الاية : "এটা তাদের জন্য লাঞ্ছনা পার্থিব জীবনে" এটা হচ্ছে ঐ সন্দেহের অপনোদন যা ওপরে উল্লেখিত শাস্তি সম্পর্কে লোকদের মনে সৃষ্টি হয় বা হতে পারে—যারা আল্লাহ ও রাসূলকে চ্যালেঞ্জ করার অপরাধ যে কতখানি গুরুতর তা উপলব্ধি করতে পারে না। এ মহাবিশ্বে প্রকৃত ইজ্জত ও সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্য। وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ। এ কারণে যারা আল্লাহ ও রাসূলের মুকাবিলায় ঔদ্ধত্য ও দুসাহসিকতা প্রকাশ করবে ও বিদ্রোহ ঘোষণা করবে তারাই হকদার হবে এ দুনিয়ায় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার আর আখেরাতেও তারা সম্মুখীন হবে মর্মন্তুদ শাস্তির। দুনিয়াতে তাদের এ লাঞ্ছনা অন্যদের জন্য হবে শিক্ষা গ্রহণ ও অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাওয়ার মাধ্যম। আর এর প্রভাবে ওসব লোকদের মধ্যেও আইনের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হবে যারা স্রেফ আইনের কল্যাণকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতেই তার প্রতি শ্রদ্ধা করার যোগ্যতা রাখে না। বর্তমান যুগে অপরাধ ও অপরাধীদের জন্য দর্শনের নামে সৃষ্টি হয়েছে সহানভূতি ও দয়াদ্রতার নব্য মতবাদের। এটাতো তারই আশীর্বাদ যে, মানুষ বাহ্যত যতই শনৈ শনৈ উন্নতি করে চলেছে দুনিয়া ততই জাহান্নামের অগ্নি গহ্বরে পরিণত হচ্ছে। ইসলাম এ ধরনের অর্থহীন মতবাদকে উৎসাহিত করে না। ইসলামের আইন উটকো মতবাদের ওপর নয় বরং মানবীয় ফিতরাতের ওপর ভিত্তিশীল।

www.pathagar.com

পরাজিত হবার পূর্বেই যারা সংশোধিত হবে তাদের হুকুম

إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ঃ অর্থাৎ এ বিশেষ ক্ষমতা কেবল ঐ সকল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হবে যারা রাষ্ট্র ও সরকারী প্রশাসনের ওপর আধিপত্য লাভের পূর্ব পর্যন্ত নিজেদের বিদ্রোহের ওপর অনড় থাকবে এবং সরকার তার শক্তি দ্বারা তাদের পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে দেবে। যারা সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই তাওবা করে নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নেবে তাদের বিরুদ্ধে তাদের পূর্বকৃত কর্মনীতির জন্য কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা জায়েয হবে না। বরঞ্চ তাদের সাথে সাধারণ আইনের অধীনে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের হাতে যদি সাধারণ নাগরিকদের অধিকার বিনষ্ট হয়ে থাকে যতদূর সম্ভব তার ক্ষতি পূরণ করিয়ে দিতে হবে।

আয়াতস্থিত فَاعْلَمُوا শব্দটির ওপর জোর দেয়ার বিষয়টি স্মরণ রাখলে এটা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, বশে আসার পূর্বেই যারা তাওবা করে নেবে ও সংশোধিত হয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধে সরকারের কোনোরূপ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়। আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। আল্লাহ যখন পাকড়াওয়ের পূর্বে তাওবাকারী ও সংশোধনকারীদের মাফ করে দেন, সেক্ষেত্রে বান্দার কর্মনীতি তার চেয়ে ভিন্নতর হবে কেন?

১৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৩৫-৪০ আয়াত

পরবর্তী আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে আল্লাহর সীমারেখা ও শর্তাবলীর পাবন্দী করতে থাকা, আল্লাহরই নৈকট্য অনুসন্ধান করা ও এ পথেই নিরলসভাবে কর্মতৎপর থাকার তাকিদ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয়ই হচ্ছে আল্লাহর নিকট কাজে আসার এবং আখেরাতের পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবার মত জিনিস। যারা এসব থেকে বঞ্চিত হবে অন্য কোনো বস্তুই তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

এরপর চুরির শাস্তির আইন ও তার হেকমত বর্ণিত হয়েছে। তার সাথে এ সতর্কবাণীও উচ্চারিত হয়েছে যে, যারা আল্লাহর আইন থেকে পলায়ন করার বা নিজেদের হস্তক্ষেপ, সুপারিশ, উৎকোচ প্রদান ও চেষ্টা-তদবীরের সাহায্যে তাকে অকার্যকর করার প্রচেষ্টা চালাবে তারা যেন স্মরণ রাখে যে, এ জাতীয় তৎপরতা কিছুমাত্র কাজে আসবে না। আর যদিও বা আসে তা স্রেফ এ পার্থিব জীবনেই আসতে পারে।

আখেরাতে সর্বময় শাস্তি ও পুরস্কার কেবলমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারে থাকবে। সেখানে কারো শক্তি ও প্রভাব কোনো কাজে আসবে না এবং কারো প্রচেষ্টা ও সুপারিশও আদৌ ফলপ্রসু হবে না। আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

www.pathagar.com

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ
سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ
جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ
مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ
بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا
اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ
مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾
اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ
لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾

৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো এবং তার পথে সংগ্রাম করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। ৩৬. আর যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে, সমগ্র দুনিয়ার সম্পদও যদি তাদের করায়ত্ত হয় এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো অর্জিত হয় আর এগুলোর বিনিময়ে তারা কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবু তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৩৭. তারা চাবে জাহান্নামের আযাব থেকে বেরিয়ে আসতে ; কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরন্তন শাস্তি।

৩৮. পুরুষ ও নারী এদের যে কেউই চুরি করবে। তাদের উভয়ের হাত কেটে ফেল ; এটা তাদেরই কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি। আর আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা সর্বজয়ী, তিনি মহা প্রজ্ঞার অধিকারী। ৩৯. তবে যে ব্যক্তি যুলুম করার পর তাওবা করবে ও নিজেকে সংশোধন করে নেবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। নিসন্দেহে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৪০. তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনের একক সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্য। তিনি যাকে ইচ্ছা

শাস্তি দেন, আবার যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। আর সবকিছুর ওপর তিনিই হচ্ছেন একক ক্ষমতাবান।

১৫. শব্দের অর্থ ও আয়াতের তাফসীর

আয়াত ঃ ৩৫

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

তাকওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আলোকপাত করেছি। আমরা উল্লেখ করেছি তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সীমা-সরহদ, বিধি-বিধানকে পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও তা লংঘন করার পরিণাম সম্পর্কে ভীত-কম্পিত থাকা।

অসীলা শব্দের অর্থ

وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ঃ وسيله শব্দের মানে নৈকট্য। اِلَيْهِ শব্দের যোগ পূর্বেই করার জন্য حَصَر বা এককভাবে নির্দিষ্ট করণের তাৎপর্য সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁরই সান্নিধ্য তালাশ করো। আর তার পদ্ধতি এই যে, আল্লাহর বিধান ও সীমারেখার পুরোপুরী পাবন্দী করো ও তা লংঘন করার পরিণাম সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাক। আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যেকার মাধ্যম ও অসীলা—যেমন আমরা وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ الاية -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্পষ্ট করেছি—হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও শরীআত। তাই আল্লাহর কিতাব ও শরীআতকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরাই হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার মাধ্যম। যেন আয়াতে এ হুশিয়ারী বিদ্যমান যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর শরীআতকে উপেক্ষা করে অন্যান্যের সান্নিধ্য তালাশ করবে ও তাদের স্বীয় নাজাত ও কামিয়াবীর গ্যারান্টিদাতা মনে করবে তারা তো বড়ই ভ্রান্তিপূর্ণ আশাবাদ ও বড়ই প্রমাদপূর্ণ অবলম্বনের ওপর নির্ভর করে জীবন কাটাচ্ছে। সফলতা ও কামিয়াবীর পথ তো এটাই যে, তোমরা স্রেফ আল্লাহকেই ভয় করবে এবং তাঁরই নৈকট্য তালাশ করবে। কুরআনের অন্যত্র এটা স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব নির্বোধেরা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার মাধ্যম হিসেবে ফেরেশতাদেরকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে, খোদ ঐ ফেরেশতারাই প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর নৈকট্যের জন্য প্রচেষ্টারত ও সদা তৎপর রয়েছে এবং তার আযাবের ভয়ে কম্পমান রয়েছে। اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ط اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا– "তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারা নিজেরাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ করে যে,

তাদের মধ্যে কে অধিক নৈকট্য লাভ করতে পারে এবং তার রহমতের আশা রাখে ও তার শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আপনার রবের শাস্তি ভয়াবহ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৭

ব্যাপক অর্থে জিহাদ শব্দের ব্যবহার

وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِه ঃ جهاد শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে এসেছে। এদ্বারা বুঝানো হয়েছে প্রত্যেক ঐ দৌড়-ঝাঁপ ও তৎপরতাকে এবং প্রত্যেক ঐ মেহনত ও প্রচেষ্টাকে যা আল্লাহর বিধানের পাবন্দী, তাঁর দীনের প্রতিষ্ঠা ও তার সন্তোষ তালাশ করার পথে নিয়োজিত করা হয়। তা হতে পারে তরবারির সাহায্যে, হতে পারে অন্যান্য শক্তি, যোগ্যতা ও অপরাপর উপায় ও মাধ্যমের সাহায্যেও। এটা যেন وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ-এর বাস্তব কর্মকাণ্ড বৈ নয়। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য সন্ধানী ব্যক্তি তাঁর পথে নিরলসভাবে সদা তৎপর থাকে।

বাণী ভঙ্গীর দিক থেকে এটি ওপরের শাস্তি বিধানের হুকুম ও পরবর্তী চুরির শাস্তি সম্বলিত হুকুমের মধ্যবর্তী একটি বাণী। এতে রয়েছে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সতর্কীকরণ ও উপদেশবাণী। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ও সীমারেখার পাবন্দী করার ব্যাপারে অন্যান্য উম্মতের ন্যায় তোমরা পশ্চাতমুখীনতার শিকার হয়ে পড়ো না। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তো তার শরীআতের মাধ্যমেই কায়েম হয়ে থাকে। এছাড়া সফলতা ও কামিয়াবীর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আল্লাহর শরীআতকে বর্জন করে তোমরা যদি ইহুদী ও নাসারাদের ন্যায় অন্যসব অবলম্বনের ওপর নির্ভর কর, তবে এসব অবলম্বন উপকারী হবার পরিবর্তে স্রেফ দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যেরই কারণ ঘটবে।

আয়াত ঃ ৩৬-৩৭

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا ز وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্য উপায় উপকরণের ওপর নির্ভরকারীদের পরিণাম

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ঃ পূর্বাপর আলোচনা ভঙ্গী প্রমাণ করে যে, এখানে اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا বলতে ওসব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা সফলতা ও কামিয়াবীর ঐ পথ থেকে পৃথক পথ অবলম্বন করেছে যা পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহকেই ভয় করা, আল্লাহরই নৈকট্য তালাশ করা ও তাঁরই পথে তৎপর থাকার পরিবর্তে ভিত্তিহীন অবলম্বন ও কল্পিত সুপারিশের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করেছে। আর এ আশা করে বসে রয়েছে যে, আখেরাতের সর্বময় সাফল্য তাদেরই ভাগ্যে জুটবে। বলা হয়েছে, এরা যদি বিশ্বভুবনের সকল সম্পদ ও তার সাথে তার সমপরিমাণ আরো ধন-ভাণ্ডারের

www.pathagar.com

মালিক হয়ে যায় এবং এসব সম্পদকেই আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিনিময়স্বরূপ দিয়ে দেয়, তথাপি তা তাদের থেকে কবুল করা হবে না। জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার জন্য তারা যতই হাত পা ছুড়ে মারুক না কেন তারা তা থেকে বের হতে সক্ষম হবে না। তাদের জন্য চিরন্তন ও শাশ্বত আযাব অবধারিত হবে।

আয়াত ঃ ৩৮-৩৯

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

চুরির শাস্তি

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ঃ এর عطف হয়েছে محاربين-এর ওপর ; যার উল্লেখ ইতোপূর্বে করা হয়েছে। মধ্যস্থলে যে দুটি আয়াত এসেছে—যেমন আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি—শাস্তি ও দণ্ড বিধানের বর্ণনা সম্বলিত, তা এসেছে সতর্কীকরণ ও উপদেশ দানের ছলে।

سارق ও سارقه যেহেতু গুণবাচক সিগা বা শব্দ সেহেতু এগুলো দ্বারা এ ইঙ্গিতই প্রমাণিত হয়, সংশ্লিষ্ট কর্মের ধরন এমন হতে হবে যেন উক্ত কর্ম সংঘটনকে চুরি ও সংঘটনকারীকে চোর বলে অভিহিত করা যায়। কোনো আনাড়ি লোক পথ চলতে যদি গাছ থেকে কতক ফল পেড়ে নেয়, কারো ক্ষেত থেকে কিছু শাক-সব্জি তুলে নেয়, কিংবা কারো স্তুপ থেকে কয়েকটি লাকড়ী তুলে নেয় অথবা কারো বাবুর্চিখানা থেকে কোনো খাবার দাবারের বস্তু নিয়ে নেয়, তবে এ কাজগুলো যে অভদ্রজনচিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এসবের জন্য সে সতর্কীকরণ এবং আদব ও শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণেরও যোগ্য। কিন্তু এটা সে চুরি নয় যার জন্য তাকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এ কারণে আমাদের ফিকহ শাস্ত্রবিদরা এ অপরাধের নির্দিষ্টকরণ ও তার শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে কতিপয় শর্ত আরোপ করেছেন যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহের কিতাবসমূহে মওজুদ রয়েছে। আমাদের জন্য উক্ত বিস্তারিত বিবরণে যাবার অবকাশ নেই। তথাপি আমরা কতক বিষয়ের প্রতি ইশারা করবো যাতে বিষয়টির ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভবপর হয়।

হাত কাটার শাস্তির জন্য শর্তাবলী

ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ চুরির অপরাধে হাতকাটার শাস্তি কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী আরোপ করেছেন ঃ

১. যে বস্তুটি চুরি করা হয়েছে তা মূল্যবান হতে হবে। মূল্যহীন বা ছোটখাট বস্তু চুরি করার জন্য হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। মহানবী স.-এর যমানায় কোনো মামুলি বস্তু চুরির জন্য এ শাস্তি প্রদান করা হয়নি। মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে ফিকহবিদদের মধ্যে

www.pathagar.com

মতভেদ রয়েছে। আর এ মতভেদ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এতে মতভেদের অবকাশ রয়েছে। হানাফীদের মতে এক দীনারের কম মূল্যের জিনিস চুরির জন্য হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না।

২. চুরি হতে হবে সংরক্ষিত সম্পদের বেলায়। যদি কেউ নিজের মাল এমনি কোথাও ফেলে রাখে কিংবা নিজের চতুষ্পদ জন্তু এমনিতেই জঙ্গলে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয়, তাহলে এগুলোর চুরি উক্ত আইনের অধীনে আসবে না।

৩. যে ব্যক্তি চুরি করলো, চুরি করা সম্পদে তার মালিকানা থাকলে অথবা ঐ মাল তার হেফাযতে বা আমানতে থাকলে, সে মালের চুরিও উক্ত আইনের গণ্ডীতে পড়বে না।

৪. অপ্রকৃতিস্থ ও নাবালেগের চুরির ক্ষেত্রেও এ আইন প্রযোজ্য হবে না।

৫. কারো স্ত্রী, সন্তান ও তার ঘরোয়া কর্মচারী যদি তার সম্পদের কিয়দংশ চুরি করে নেয়, তবে এটাও ঐ আইনের গণ্ডী বহির্ভূত গণ্য হবে।

৬. বাধ্য বা নিরুপায় হয়ে চুরি করার সন্দেহ হলে এ আইন কার্যকর করা যাবে না। প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, হযরত উমর রা. রমাদাহ বর্ষের দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে হাত কাটার শাস্তি বন্ধ করে দিয়ছিলেন।

৭. উক্ত শাস্তি কার্যকর করার জন্য দারুল ইসলাম হওয়াও শর্ত। প্রথমত শাস্তি ও দণ্ডবিধানের সম্পর্কে ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়ত তার সম্পর্ক দারুল কুফর বা দারুল হরবের সাথে নয়। বরং দারুল ইসলামের সাথে। কারণ এ বিধান ও দণ্ডাদেশ একটি সামগ্রিক ব্যবস্থার অংশ মাত্র। উক্ত ব্যবস্থা থেকে আলাদা করে এটিকে কার্যকর করা ঠিক যেমন গোলঘরের মধ্যে একটি চতুষ্কোণ কাঠের ফ্রেম সদৃশ। এ বিধান যে সময়কালে নাযিল হয়েছে তাও একথারই সাক্ষ্য ওপ্রমাণ দেয়া যে, এ আইন কার্যকর করার জন্য শর্ত হলো দারুল ইসলাম। তাই মহান আল্লাহ এ আইনটি করেছেন ঠিক ঐ সময় যখন দারুল ইসলাম কার্যত কায়েম হয়ে গিয়েছিল।

হাত কাটার হেকমত

فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ঃ এতে হাত কাটার দুটো কারণ বর্ণিত হয়েছে। একটি হলো, এটা অপরাধীর অপরাধ কর্মের শাস্তি। অপরটি হলো, এটা হচ্ছে نَكَال; نَكَال শব্দের মানে, কাউকে এমন শাস্তি প্রদান করা, যদ্বারা অন্যেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, এতদুভয়ের মাঝে حــرف عطف -এর বর্তমান না থাকা একথারই প্রমাণ বহন করে। উক্ত শাস্তিতে একই সাথে এ দুটো জিনিসই কাম্য। অর্থাৎ এটা কর্মেরও শাস্তি এবং অন্যদের জন্য শিক্ষার উপকরণও বটে। যারা একই সাথে এর এ দুটি দিকের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না তারা অনেক সময় এ খটকার মধ্যে পতিত হন যে, অপরাধের তুলনায় শাস্তি অধিকতর কঠিন। অথচ এ শাস্তির মধ্যে অপরাধী কর্তৃক কৃত নির্দিষ্ট শাস্তিই নিহিত নেই যা তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে ; বরঞ্চ তাতে শামিল রয়েছে ঐ সকল অপরাধেরও প্রতিরোধের ব্যবস্থা যেগুলো তার কর্মের দ্বারা উদ্দীপিত হতে পারে। আর এসব উদ্দীপিত হতে পারে

www.pathagar.com

তখনই যখন তাকে এরূপ শাস্তি দেয়া না হবে। এরূপ শাস্তি দিলে পরেই অন্যদের পাপ স্পৃহা দুর্বল ও নিবৃত্ত হবে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানুষের আসক্তি যেমন প্রবল ধনলিপ্সা ও তার মধ্যে অত্যন্ত কঠোর। এ লোভ ও আকর্ষণকে যদি কিছুটা ঢিল দিয়ে দেয়া হয় তাহলে তার ফলাফল ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তার অনুমান করার জন্য বর্তমান যুগের পরিবেশে যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষার উপকরণ মওজুদ রয়েছে। অবশ্য শর্ত হলো, দেখার উপযোগী অন্তর্দৃষ্টি থাকতে হবে। বর্তমান যুগের শীর্ষস্থানীয় কোনো সভ্য দেশের নিছক চুরি বা চৌর্যবৃত্তির দরুন সৃষ্ট ভয়াল অপরাধগুলোকে একত্রিত করে দেখা যেতে পারে। আর তা-ই চক্ষুসমূহকে খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। অথচ চুরির জন্য কারো হাত কাটা যাবে—এটা শ্রবণ করা মাত্র আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারীদের ললাটদেশ ঘর্মসিক্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এ চৌর্যবৃত্তির পথেই যে হাজারো মর্মস্পর্শী ও হৃদয় বিদারক ঘটনাবলীর অবতারণা হচ্ছে তাতে তাদের অন্তর অতটুকুন বিগলিত হয় না। চুরি কোনো একক অপরাধ নয়; বরং এটি হচ্ছে অনেকগুলো অপরাধের সমষ্টি; যদ্বারা রকমারি ভয়াবহ অপরাধ আত্মপ্রকাশ করে থাকে। চুরির পথ বন্ধ হয়ে গেলে এসবই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে অথবা অন্ততপক্ষে অবিশ্বাস্যরূপে কমে যাবে। অতএব বাস্তব অভিজ্ঞতার সাক্ষী যে, চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তি দ্বারা স্রেফ চুরির ঘটনাবলীই যে অবিশ্বাস্য রকমে কমে গিয়েছিল তা নয়; বরঞ্চ অন্যান্য অপরাধের মাত্রাও কমে গিয়েছিল ভীষনভাবে, অতপর গুটিকয় হাত কাটা গেলে যদি হাজার হাজার মাথা, হাজার হাজার ঘর ও হাজারো ইজ্জত ও সম্ভ্রম সুরক্ষিত হয়ে যায়, যুলুম, দুর্ভাগ্য দূরীভূত হয় এবং অপরিমেয় ক্ষেত খামার ও বংশ পরিবার ধ্বংসের কবল থেকে চিরতরে রক্ষা পায়, তাহলে সুস্থ বিবেক তো এটাই বলে যে, এটা খুব চড়া মূল্যের সওদা নয়। বরঞ্চ অত্যন্ত বরকতময় সওদা। কিন্তু বর্তমান যুগের বুদ্ধি বিক্রেতাদের মাথায় এটা ধরে না।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ঃ আল্লাহর আইনের শক্তি ও হেকমত উভয় দিকের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। মহান আল্লাহর সর্বময় আইন ও বিধান তাঁর গুণাবলীরই প্রতিবিম্ব। তিনি পরাক্রান্ত ও বিজয়ী। তাই তিনি যা চান তারই হুকুম দেয়ার অধিকার রয়েছে তাঁর। তিনি হাকীম ও প্রজ্ঞাময়। তাই তাঁর প্রতিটি হুকুম হেকমত ও যুক্তির ওপর ভিত্তিশীল। তাঁর বান্দাদের জন্য তাঁর হুকুম লংঘন করা জায়েয নয়। তাঁর কোনো হুকুমকে হেকমত ও যুক্তিবিরোধী আখ্যা দেয়াও তাদের পক্ষে শোভন নয়।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ الاية ঃ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ এতে ظلم শব্দটি তার فاعل বা কর্তার দিকেও مضاف হতে পারে এবং তার مفعول বা কর্মের দিকেও হতে পারে। مفعول -এর দিকে مضاف হবার অবস্থায় তার মানে হবে নিজের ঐ যুলুমের পর যাতে সে নিমজ্জিত হয়েছে। যদিও কুরআনে প্রথমক্তো অর্থের নজিরও মওজুদ রয়েছে আর এটার একটা বাস্তবতাও যে, কোনো মানুষের পক্ষে—যদিওবা সে হোক মুসলিম—চুরির মত নিকৃষ্ট অপরাধে জড়িয়ে পড়া আপনা থেকেই স্বীয় নফসের ওপর অতি বড় যুলুম বৈ নয়। এহেন অপরাধে জড়িয়ে পড়ার দ্বারা কেউ যতটা না অন্যের অধিকার হরণ করে তদপেক্ষা অনেক বেশী হরণ করে তার নিজের অধিকার। কিন্তু আমি দ্বিতীয় অর্থটিকেই

www.pathagar.com

অগ্রাধিকার দেই। কারণ তাতে ঐ যুলুমও এসে যায় যা একজন চৌর্যবৃত্তিকারী স্বীয় নফসের ওপর করে থাকে এবং ঐ যুলুমও এসে যায় যা সে ঐ ব্যক্তির ওপর করে যার মাল সে চুরি করেছে।

তাওবার সাথে আত্মসংশোধনের শর্ত

তাওবার সাথে আত্মসংশোধনের শর্ত মূলত তাওবার একটা অপরিহার্য শর্তের মর্যাদাভুক্ত। বান্দা যখন এরূপ কোনো অপরাধ করে তখন একদিকে সে আল্লাহর নাফরমানী করে অপরদিকে সে নিজের বা অন্যদের অধিকার হরণ করে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিষয়টি সুষ্ঠু ও যথার্থ করে নেবার জন্য যথাসম্ভব স্বীয় কর্মনীতির সংশোধন ও স্বীয় যুলুমের প্রতি বিধান করা অপরিহার্য। এ দ্বিবিধ আমল ছাড়া তাওবা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যেতে বাধ্য।

এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তাওবা ও সংশোধন দ্বারা বান্দার আখেরাতের ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু আইনের বাধ্য-বাধকতায় এসে পড়ার পর তাওবার কারণে শরীআতের কোনো দণ্ড রহিত হতে পারে না। তা যথারিতি কার্যকর হবে।

আয়াত ঃ ৪০

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

একটি বিরাট সতর্কীকরণ

أَلَمْ تَعْلَمْ-এর সম্বোধন সাধারণ। এ সাধারণ সম্বোধনের সাথে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, আসমান ও যমীনে সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। তিনিই যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন আর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। অন্য কারো পক্ষে তাতে বিন্দুমাত্র টুশব্দটি করার ও কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করার অবকাশ থাকবে না। এ কারণে নিজেকে আল্লাহর আইনের অনুসারী ও তাতে ন্যস্ত করে দেয়া প্রত্যেকের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য। কারো পক্ষে এ থেকে পলায়ন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। অন্য কাউকেও তা থেকে রক্ষা করার পরিকল্পনা আঁটিবে না। আর কারো শক্তি, ক্ষমতা ও প্রভাব এবং কারো দৌড়, ঝাঁপ ও সুপারিশের ওপর ভরসা করে আল্লাহ ও তাঁর শরীআত থেকে বেপরোয়া হবে না। এ সতর্কীকরণ এজন্য জরুরী ছিল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এ সূরাতে হত্যা, কিসাস, রাহাজানী ও চুরি ইত্যাদি বিষয়ে যেসব বিধি-বিধান বিবৃত হয়েছে, তার সবই অনান্য উম্মাতের জন্য পদস্খলনের কারণ ঘটিয়েছিল।' তারা এগুলো থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেক ছিদ্র পথ আবিষ্কার করে নেয়, ফলে এ সকল আইন সম্পূর্ণ প্রভাবহীন হয়ে পড়েছিল। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে এটাই স্পষ্ট লক্ষগোচর হবে যে, এ আয়াতে তাওহীদের যে তত্ত্বকথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে ওসব কওম তা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

১৬. পরবর্তী আলোচনা : ৪১-৫০ আয়াত

পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে প্রথম মুনাফিক ও ইহুদীদের ঐ জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যা তারা শরঈ আইন ও বিধান বিশেষ করে শরীআতের শাস্তি ও দণ্ডবিধানের পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং একে অন্যকে রক্ষা করার জন্য পরস্পর অনুসরণ করতো। এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়া পর্যন্ত সময়কালে মদীনা ও তার আশেপাশে যদিও ইসলাম রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছিল কিন্তু তথাপি তখনো পর্যন্ত ক্ষমতা স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। আনাচে কানাচে অবস্থিত ইহুদী বস্তিগুলো তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে গোত্রীয় পর্যায়ের ক্ষমতা ভোগ করতো। যারা তাদের প্রভাবাধীন এলাকায় বসবাস করতো অথবা যারা তাদের দারস্থ হতো তাদের বিষয়-আশয় ও বিবাদ-সংঘাতের ফায়সালা তাদের বিচারকরাই করতো। কিন্তু এসব আইন আদালত, ইনসাফ ও সুবিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ ও অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। প্রথমত, ইহুদীরা খোদ আইনকেই নিজেদের খেয়াল খুশী মোতাবেক বিকৃত করে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তাদের মধ্যে মিথ্যা ও উৎকোচের এতটাই সয়লাব ছিল যে, কোনো ব্যাপারে না ছিল সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের কোনো মূল্য, আর না ছিল আদালাতসমূহে ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের কোনো নিশ্চয়তা। অতি সহজেই সাক্ষী ও বিচারকদের উৎকোচের মাধ্যমে কেনা ও তাদের স্বীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারতো। ক্ষমতার এ দ্বৈত নীতি ও ব্যবহার এবং ইহুদী আদালতসমূহের ইনসাফ বিক্রয় ওসব লোকদের জন্য চোরাপথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছিল যারা আইনের লক্ষ-উদ্দেশ্য থেকে পলায়ন করতে চায়। তাই মুনাফিক ও ইহুদীরা এ পরিস্থিতি থেকে ফায়দা ওঠাবার জন্য এ অপকর্মটি করতো যে, যেসব মামলা-মোকদ্দমায় তাদের এ আশা হতো যে, মহানবী স.-এর আদালত থেকে তাদের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী ফায়সালা হবে, সেসব মোকদ্দমার জন্য মহানবী স.-এর দরবারে রুজু করতো। কিন্তু যেসব মোকদ্দমায় তাদের মনোবাঞ্ছা মোতাবেক ফায়সালা হবার সম্ভাবনা না থাকতো, তার জন্য রুজু করতো ইহুদী আদালতের প্রতি। যাতে করে মিথ্যা সাক্ষী ও উৎকোচের মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মীমাংসা হাসিল করতে পারে। কুরআন তাদের এ দুর্ভাগ্যজনক কর্মনীতির জন্য আফসোস করেছে। আর মহানবী স.-কে এ হেদায়াত দান করেছে যে, এ জাতীয় স্বার্থান্বেষীরা তাদের মোকদ্দমা নিয়ে আপনার আদালতের শরণাপন্ন হলে আপনি তাদের মোকদ্দমা নিতেও পারেন, নাও নিতে পারেন। এ উভয়েরই ইখতিয়ার রয়েছে আপনার। অবশ্য মোকদ্দমা গ্রহণ করলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ইনসাফপূর্ণ আইন মোতাবেকই আপনি ফায়সালা করবেন।

এরপর ইহুদীদের অবস্থার ওপর বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো ব্যাপারে তাওরাতের নির্দেশ কি, তা জানা সত্ত্বেও তারা আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করে। অতপর আপনি যে ফায়সালা দেন তা নিয়ে প্রবঞ্চনা করতে শুরু করে। এটা একথারই প্রমাণবহ যে, কোনো একটি বিষয়ের ওপরই তাদের ঈমান বা আস্থা নেই। তারা স্রেফ নিজেদের খেয়াল-খুশীরই গোলামী করতে আগ্রহী।

www.pathagar.com

অতপর প্রথমে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বরাত দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ এসব আসমানী কিতাব, হেদায়াত ও আলোকবর্তিকা স্বরূপ নাযিল করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে স্বীয় আইন ও বিধান লোকদের জানিয়ে দিয়েছেন। এদের বাহকদেরকে তাদের সাক্ষী, আমানতদার বানিয়েছেন। এবং একই সাথে তাদের এ ব্যাপারেও অবগত করিয়ে দিয়েছেন যে, যারা মোকদ্দমার ফায়সালা এসব কিতাবের প্রদত্ত বিধানের বরখেলাপ করবে তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক সাব্যস্ত হবে। কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ কিতাবগুলোকে তাকের ওপর রেখে দিল ও নিজেদের খেয়াল খুশী ও বিদআতের অনুসারী হয়ে গেল। অতপর কুরআনের প্রসংগ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে এক্ষণে আল্লাহ্ এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাব সর্বপ্রকার মতভেদ মতবিরোধের মাঝে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী বাণী, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের জন্য মানদণ্ড ও কষ্টিপাথরের মর্যাদা রাখে। এক্ষণে আপনি এরই আলোকে যাবতীয় মোকদ্দমার ফায়সালা করুন। ইহুদী নাসারাদের বিদআতসমূহের মাত্রই পরোয়া করবেন না। এ ইহুদী ও নাসারারা সত্য সন্ধানী নয়। এরা ঐ পুরণো রসম-রেওয়াজেরই অনুসরণ করতে থাকবে যার অনুসরণ পূর্ব থেকে করে আসছে। তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন। সত্যপথ তারাই পায় যারা সত্য সন্ধানী। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন সকলকে একই পথের পথিক বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি মানুষকে ক্ষমতা এখতিয়ারের নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। উদ্দেশ্য কে হক পথ অবলম্বন করে আর কে বাতিল পথ গ্রহণ করে তা পরীক্ষা করা। অতএব তাদের পেছনে ব্যর্থ শ্রম না করে তোমরা সফলতা ও সৌভাগ্যের পথে অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করো। কাল কিয়ামতের দিন সবার মোকদ্দমাই আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে। সেখানে সর্বপ্রকার মতভেদের ফায়সালা হয়ে যাবে।

পরিশেষে মহানবী স.-কে আরো তাকিদ দেয়া হয়েছে যে, ইহুদী ও নাসারারা যতোই জোর খাটাকনা কেন, আপনি কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর কিতাবের মুকাবিলায় তাদের বিদআত ও ইচ্ছা অভিলাষের পরোয়া করবেন না। তারা যদি আল্লাহর কিতাবকে উপেক্ষা করার একই কর্মনীতিতে অবিচল থাকে তাহলে মনে রাখবেন, সে সময় আর বেশী দূরে নয়, যখন মহান আল্লাহ তাদের কোনো কোনো অপকর্মের শাস্তি এ দুনিয়াতেই প্রদান করবেন। এরই আলোকে তেলাওয়াত করুন সামনের আয়াতগুলো ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟
ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ
لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ
بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ
فَٱحْذَرُوا۟ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا

www.pathagar.com

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (৪১) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ
فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ (৪২) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ
يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (৪৩) إِنَّا أَنْزَلْنَا
التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (৪৪)
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (৪৫) وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (৪৬) وَلْيَحْكُمْ

www.pathagar.com

أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ
يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

৪১. হে রাসূল ! যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর দিকে ধাবমান তাদের তৎপরতা যেন আপনাকে দুঃখিত ও চিন্তাক্লিষ্ট না করে। এরা তো সেসব লোক যারা মুখে মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের দিল ঈমান গ্রহণ করেনি। আর ইহুদীদের মধ্যে কতক এমন রয়েছে যারা মিথ্যা কথা শোনার জন্য সদা কান খাড়া করে রাখে এবং যেসব লোকেরা কখনো আপনার কাছে আসেনি এরা সে অপর সম্প্রদায়টির জন্যই নিজেদের কান খাড়া করে রাখে। তারা আল্লাহর কালামকে বিকৃত করে বেড়ায় তা যথাস্থানে সুবিন্যস্ত থাকা সত্বেও এরা বলে, যদি তোমাদের এরূপ বিধান দেয়া হয় তবে তা গ্রহণ করবে আর সে ধরনের কিছু না দেয়া হলে তোমরা তা বর্জন করবে। আসলে আল্লাহ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহর নিকট আপনার কিছুই করার

www.pathagar.com

নেই। এরাই এমন লোক যাদের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করতে চান না। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা আর আখেরাতেও তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তির ব্যবস্থা। ৪২. এ ইহুদীরা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, হারাম মাল খেতেও বেজায় আসক্ত। তারা যদি কখনো মোকদ্দমা নিয়ে আপনার কাছে আসে তাহলে তাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করে দিন অথবা তাদের ফিরিয়ে দিন। যদি আপনি তাদের ফিরিয়ে দেন তাহলেও এরা আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার ফায়সালা করেন তবে তাদের মধ্যে ইনসাফ মোতাবেকই করবেন। নিসন্দেহে আল্লাহ ন্যায় বিচারকদের ভালবাসেন। ৪৩. তারা কিরূপে আপনার ওপর বিচারের ভার ন্যস্ত করবে, যখন তাদের নিজেদের কাছেই রয়েছে তাওরাত ? যে তাওরাতে লিখিত আছে আল্লাহর আইন ও বিধান। একটু পরেই তারা আপনার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আসল কথা এই যে, এরা ঈমানদারই নয়।

৪৪. আমি তো নাযিল করেছিলাম তাওরাত, যাতে বর্তমান ছিল হেদায়াত ও আলোকবর্তিকা। এরই মাধ্যমে ইহুদীদের যাবতীয় ব্যাপারের ফায়সালা দিতো আল্লাহর একান্ত অনুগত নবীরা ; আরো ফায়সালা দিতো রব্বানীরা ও আলেমরা। কেননা আল্লাহর কিতাবের সংরক্ষণ করার দায়িত্ব এদেরকেই দেয়া হয়েছিল আর তারা ছিল তার সাক্ষী। অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করো না, একান্তভাবে আমাকেই ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না। যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির. ৪৫. তাওরাতে আমি তাদের প্রতি এ হুকুমই লিখে দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। তবে কেউ তা মাফ করে দিলে তা তার জন্য গোনাহের কাফ্ফারা হবে। আর যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারাই যালিম।

৪৬. এ ক্রমধারায় অতপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঈসা ইবনে মারইয়ামকে, তিনি ছিলেন ইতোপূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যায়নকারী। আমি তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল। তাতে ছিল হেদায়াত ও আলোকবর্তিকা। তা ছিল পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী ; ছিল হেদায়াত ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য। ৪৭. ইঞ্জীলের অনুসারীদের প্রতি এটাই নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন বিচার-ফায়সালা করে, তাতে আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তদনুযায়ী। আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারাই ফাসিক।

৪৮. আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি সত্য বিধানসহ এ কিতাব যা সত্যায়নকারী ইতোপূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের এবং হেফাযতকারী তাতে যা আছে তার। অতএব আপনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করুন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করবেন না।

www.pathagar.com

আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি একটি শরীআত ও একটি কর্মপথ। আল্লাহ যদি চাইতেন তবে অবশ্যই তিনি তোমাদের সবাইকে একই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যাচাই বাছাই করে নিতে চান যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার মাধ্যমে। অতএব ভালকাজে তোমরা পরস্পরের অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করো। তোমাদের সবাইকে আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তারপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন সে বিষয়ে যাতে তোমরা মতভেদ করতে।

৪৯. আর আপনি এ লোকদের সর্বপ্রকার পারস্পরিক বিষয়ের ফায়সালা করুন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। সাবধান থাকুন! তারা যেন আপনাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করে আল্লাহর নাযিল করা হিদায়াত থেকে এক বিন্দু পরিমাণ বিভ্রান্ত করতে না পারে। আর এরা যদি বিভ্রান্ত হয় তবে জেনে রাখুন আল্লাহ তাদের কোনো কোনো গোনাহের শাস্তিস্বরূপ তাদের কঠিন বিপদে নিমজ্জিত করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। আর মানুষের মধ্যে তো অধিকাংশই নাফরমান। ৫০. তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিচার ব্যবস্থার অন্বেষণ করছে? অথচ যারা আল্লাহতে নিশ্চিত বিশ্বাসী তাদের কাছে আল্লাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিচারক আর কে হতে পারে?

১৭. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত : ৪১

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَايَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْاۤ اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۚۖ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

রাসূলের দায়িত্ব

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ : রাসূল শব্দের সাহায্যে সম্বোধন দ্বারা এ সত্যই প্রকাশ পাচ্ছে যে, রাসূলের মূল দায়িত্ব স্রেফ আল্লাহর দীনের তাবলীগ এবং সতর্কীকরণ ও সুসংবাদ দানের কর্তব্য পালন করা। মানুষ তার দাওয়াতের ব্যাপারে কি ভূমিকা ও কর্মনীতি অবলম্বন

www.pathagar.com

করেছে তার দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত নয়। রাসূল তার ওপর ন্যস্ত রিসালাতের কর্তব্য পালন করলে আল্লাহর নিকট স্বীয় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। মানুষ যদি কুফরীর পথেই ধাবমান হয় সেজন্য রাসূলকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না। বরং মানুষকেই তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অতপর যে বিষয়টি অন্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট তা নিয়ে রাসূল কেন পেরেশান হবেন ? এখানে মুনাফিক ও ইহুদীদের বিরোধিতা ও চক্রান্তমূলক কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী স.-কে সান্ত্বনা দান করাই উদ্দেশ্য। এবং এ সত্য স্পষ্ট করাও উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর অপরিবর্তনীয় নীতি অনুযায়ী যাদের ফিতনায় নিমজ্জিত থাকার বিষয় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে তারা তাই থাকবে ; এ কারণে يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ সম্বোধন দ্বারা রাসূল স.-কে সম্বোধন করা উপযোগী ও মানানসই হয়েছে। যাতে করে সম্বোধনের দ্বারাই তার দায়িত্বের সীমারেখা তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে সম্বোধনের এ নিগূঢ় তত্ত্বই নিম্নোক্ত বাণীর সাহায্যে পরিব্যক্ত হয়েছে এভাবে ঃ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا-এর ওপর আরো আলোচনা আসবে ৬৭ নম্বর আয়াতের অধীনে।

মুনাফিকদের ইহুদী সখ্যতা

يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ঃ কুফরীতে ধাবমান ও অগ্রবর্তী হবার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে মুনাফিকদের ইহুদী সখ্যতার প্রতি। অর্থাৎ এরা আল্লাহ ও শরীআত থেকে পালাবার জন্য ইহুদীদেরকে মনে করে নিরাপদ আশ্রয় ও অভয়ারণ্য। যদিও মুখে এরা ঈমানের দাবী করে কিন্তু যখন কোনো মোকদ্দমা বা সমস্যা সামনে আসে তখন তাদের উক্ত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে উক্ত বিষয়কে মহানবী স.-এর আদালতে পেশ করার পরিবর্তে ইহুদীদের আদালতে নিয়ে যাবার। যেন সেখান থেকে তাদের মনোবাঞ্ছা মোতাবেক ফায়সালা হাসিল করতে পারে। অথচ আল্লাহ ও রাসূলের আদালত বর্তমান থাকাবস্থায় অন্য কোনো আদালতের প্রতি রজু করা ঈমান ও ইসলামকে বর্জন করে কুফরীর দিকে রজু করারই নামান্তর।

মুনাফিকদের সুপ্রিয় খাদ্য

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ ঃ سَمْعٌ শব্দের অর্থ যেমন শোনা ও শ্রবণ করা তদ্রূপ কবুল করার অর্থেও এসে থাকে। আর এখানে ل অক্ষরটি اضافت বা সম্বন্ধবাচক পদের অর্থ প্রকাশ করছে। মুনাফিকদের ঐ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যদ্বারা কুফরীর দিকে তাদের ধাবমান হবার কারণ ব্যক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ তাদের সুপ্রিয় খাদ্য হলো মিথ্যা। এরা মিথ্যার প্রতি আসক্ত ও মিথ্যার ভক্ত গ্রাহক। তাদের তো চাই মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা আদালত ও মিথ্যা ফায়সালা। এজন্য এরা নবীর আদালতকে ভয় পায় এবং ইহুদীদের আদালতের দিকে ধাবিত ও অগ্রবর্তী হয়। কারণ তারা যে সওদা ও পদার্থের খরিদ্দার তার প্রাচুর্য ঐ বাজারেই সহজলভ্য।

মুনাফিকরা ইহুদীদের হাতের কাঠের পুতুল

سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ ঃ এটা মুনাফিকদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। আর যেহেতু এটা প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্যেরই সাক্ষাত প্রতিবিম্ব, এ কারণে حرف عطف ছাড়াই উক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এ মুনাফিকরা যদিওবা আপনার নিকট আসে তথাপি তাদের মনে ঐকান্তিক

www.pathagar.com

আগ্রহ উদ্দীপনা এবং হক ও ইনসাফের জন্য আসে না ; আসে অন্যদের প্রেরণা ও শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়ার কারণে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে ইহুদী উলামা ও নেতৃবৃন্দের প্রতি। যাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা খোদ সামনে আসে না। কিন্তু পর্দার অন্তরালে বসে উক্ত কাঠের পুতুলদের নাচায় আর এরা তাদের ইশারায় নাচতে থাকে। তারা যা কিছু বলে তাই এরা মেনে নেয়। আর যা কিছু ইশারা ইঙ্গিত তাদের পক্ষ থেকে হয় তাই তারা তামিল করে।

বাণীকে তার সুস্পষ্ট অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়া দীনের বিকৃতি সাধন বৈ নয়

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۚ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ঃ ইহুদীদের পর্দার অন্তরালবর্তী ষড়যন্ত্রসমূহের যবনীকা উন্মোচন এখানে করা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে, এ মুনাফিকরা যাদের শাগরেদ এবং যাদের কাছ থেকে এরা দৈববাণী হাসিল করে তাদের অপকর্মের ফিরিস্তি কি এবং তারা এদেরকে কোন্ সব সবক পড়িয়ে আপনার নিকট প্রেরণ করে থাকে ? তাদের একটি অপকর্মের কথা বলা হয়েছে যে, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ -১৩ নম্বর আয়াতের অধীনেও এর উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকুন যে, সেখানে রয়েছে يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ আর এখানে শব্দভাষ্য হচ্ছে مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ বক্তব্য যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় স্থানে একই কিন্তু এই দ্বিতীয় বর্ণনা ভঙ্গীটি আয়াতের অর্থকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বাঙময় করে দিয়েছে। সাধারণ আরবী ভাষারীতি মোতাবেক বাক্যের মধ্যে একটি مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর কালাম ও তার আহকামের স্থান-কাল-পাত্র এবং অর্থ ও তাৎপর্য সুনির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাকে তার স্থান-কাল-পাত্র থেকে সরিয়ে দেয়। আর এতে করে তার হুকুম ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে যায়। যদি বাস্তবিকই কোনো হুকুমের স্থান-কাল-পাত্র এবং অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্ট না হয় এবং তার জন্য বিচারক ও মুফতীরা সমন্বয় বা সমাধান দিতে গিয়ে ভুল করে বসেন তবে তাকে মাজুর বা ক্ষমাই বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু অর্থ ও তাৎপর্য নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও উক্ত হুকুমকে তার স্থান ও প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে দেয়া সুস্পষ্টরূপে দীনের বিকৃতি বৈ নয়। আমরা সূরা আল বাকারার তাফসীরে এটা স্পষ্ট করেছি যে, ইহুদীরা তাদের আসমানী গ্রন্থাবলীতে যেরূপ শব্দ ও ভাষাগত বিকৃতি সাধন করেছে ঠিক তদ্রূপ এ জাতীয় সমন্বয় বা তাৎপর্যগত বিকৃতিরও একশেষ করেছে। বিশেষ করে শরীআতের শাস্তি ও দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে তো তারা এ বিকৃতির খড়গ এহেন নিদারুণভাবে চালনা ও ব্যবহার করেছে যে, শরীআতের কোনো একটি শাস্তি ও দণ্ড এবং তা থেকে রক্ষা পায়নি। আর চরম পরিতাপের বিষয় হলো, এ জাতীয় বিকৃতিতে নিমজ্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে এ উম্মাত ও ইহুদীদের অপেক্ষা কিছুমাত্র পিছপা থাকেনি।

তাদের দ্বিতীয় অপকর্মের কথা এই বলা হয়েছে যে, এরা ঐ মুনাফিকদেরকে এটা শিখিয়ে দিয়ে মহানবী স.-এর নিকট প্রেরণ করত যে, তোমাদের মোকদ্দমার ফায়সালা যদি এরূপ হয় তবে কবুল করে নেবে। আর যদি এ ফায়সালা না হয় তাহলে তা কবুল করবে না। অর্থাৎ, প্রথমত তারা খোদ নিজেরাই বিকৃতির চোরাপথে অপরাধীর জন্য পার পাওয়ার রাস্তা

www.pathagar.com

বের করে দিত। আর তাতে কোনো প্রকার সমস্যা বা কষ্ট অনুভব করলে প্রিয় নবী স.-এর আদালতে মোকদ্দমাটি পাঠিয়ে দিত। কিন্তু সাথে এ পথনির্দেশও দিয়ে দিতো যে, ফায়সালা তোমাদের মনোবাঞ্ছা মোতাবেক হলে তা গ্রহণ করে নেবে, নচেৎ তা উপেক্ষা করবে। কুরআনের এ সমগ্র বিষয়টিকে খোলাসা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, যারা এ জাতীয় ফিতনাবাজদের হাতের ক্রীড়নক সেজে বসেছে এবং খোদ নিজেরাও ফিতনাকে পসন্দ করে, হে রাসূল! আপনি তাদেরকে তাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিন। তাদের ঐ অবস্থার জন্য আপনি দুঃখিত ও পেরেশান হবেন না।

হেদায়াত দান ও গোমরাহ করার ক্ষেত্রে আল্লাহর স্থায়ী নীতি

وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ঃ এখানে হেদায়াত দান ও গোমরাহীকরণ পর্যায়ে আল্লাহর চিরন্তন নীতির বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আল বাকারার শুরুতে ও অন্যান্য কতক জায়গায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বেই করা হয়েছে। মহান আল্লাহ হক ও বাতিল এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার যোগ্যতা এবং মানুষকে ভাল-মন্দ বাছাই করার ক্ষমতা দিয়ে উভয় দিক থেকেই তাকে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। তার সামনে নফস ও শয়তানের পক্ষ থেকে মন্দ ও বাতিল যেমন আসে তেমনি ফিতরাতও অনন্ত দয়াবান আল্লাহর পক্ষ থেকে ভাল এবং হকও এসে থাকে। এভাবে তার জ্ঞান ও ইচ্ছা শক্তির পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা হয় যে, সে ভাল ও হককে অবলম্বন করে নাকি মন্দ ও বাতিলকে। খোদায়ী নীতি হলো, যারা জেনে বুঝে ও দেখে শুনে মন্দকে ভালর ওপর এবং বাতিলকে হকের ওপর অগ্রাধিকার দেবে, আল্লাহর সতর্কীকরণ হকপন্থীদের উপদেশ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে না। ধীরে ধীরে আল্লাহ তাদের বিবেক এবং তাদের বোধ ও ইচ্ছা শক্তিকে ভোঁতা ও অথর্ব করে দেন। এবং ক্রমান্বয়ে তা এতটাই অকর্মণ্য হয়ে পড়ে যে, তার মধ্যে হকের প্রতি আগুয়ান হবার কোনো সংকল্প ও উদ্দীপনাই আর বর্তমান থাকে না। বাতিলই হয়ে যায় তার ওড়না ও শয্যা। তাকে যতই সজাগ ও সচেতন করার চেষ্টা করা হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই সে শয্যা ত্যাগ করার নামটি পর্যন্ত নেবে না। এরাই ওসব লোক যাদেরকে মহান আল্লাহ ঐ ফিতনার মধ্যেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকার জন্য ছেড়ে দেন যাতে আগে থেকেই তারা পড়ে আছে। পয়গাম্বর তার অন্তরের জ্বালা ও হকের প্রতি অবিমিশ্র মুহাব্বতের জন্য তাদের জাগাবার জন্য পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করেন। চূড়ান্ত শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও তারা যখন জাগ্রত হয় না তখন অনেক সময় তার এ দুশ্চিন্তা হয় যে, এদের এ জাগ্রত না হওয়া তার নিজেরই কোনো ত্রুটির ও দুর্বলতার ফলশ্রুতি নয়তো? ঠিক এমনি ধরনের অনুভূতি রহমতে আলম প্রিয় নবী স.-এরও হতো। তার পরিপ্রেক্ষিতেই মহান আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, কুফরীর পথে এদের পদচারণা ও তৎপরতা এটাই প্রমাণ করে যে, এরা আল্লাহর বিধানের আওতায় এসে গিয়েছে। আর যখন এরা আল্লাহর বিধানের আওতায়ই পড়ে গিয়েছে তখন এদেরকে বাতিল থেকে উদ্ধার করে হকের পথে নিয়ে আসবে এমন সাধ্য কার আছে?

www.pathagar.com

অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার পর্যায়

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ঃ এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহর ঐ সুন্নতের প্রতি যেটিকে কুরআনে ব্যক্ত করা হয়েছে 'অন্তরে মোহর মেরে দেয়া' বা 'মরিচা' শব্দ দ্বারা। অর্থাৎ অন্তরসমূহকে পবিত্রকরণ ও পরিশুদ্ধকরণ করার জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে একটা বিশেষ নীতিমালা। যারা নেকী ও তাকওয়ার পথে চলমান, পথিমধ্যে তারা যদি হোঁচট খায়, তবে তারা পড়ে যায় সত্য, কিন্তু পতিত হওয়ার পর পুনরায় উঠে দাঁড়ায় এবং তাওবা ও সংশোধনের সাহায্যে আত্মশুদ্ধি করে পুনর্বার চলতে শুরু করে দেয়। এ ধরনের লোক সহস্রবার পতিত হবে ও পুনর্বার উঠে দাঁড়াবে সত্য, কিন্তু তাদের দিলের আঁচলে ময়লা জমবার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ তাদের তাওবা ও সংশোধন প্রক্রিয়াকে তাদের গোনাহের জন্য কাফফারা বানিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু যারা অন্যায় ও নাফরমানীকেই নিজেদের পেশা বানিয়ে নেয় ও গোনাহের ক্লেদ কালিমায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে এবং এ অবস্থার ওপরই শান্তি ও আরামবোধ করে, তাদের অন্তরে ধীরে ধীরে এহেন কালিমা আসন গেড়ে বসে যে, তাদের ওপর কোনো ঝাড়ন যন্ত্রই কার্যকর হবার নয়। অতপর আল্লাহ তাদের জাহান্নামের দাউ দাউ করা অগ্নিকুণ্ডের জন্যই ছেড়ে দেন।

. কালামের বিভিন্ন অংশ বুঝে নেয়ার পর সামগ্রিকভাবে বাণীর রচনা শৈলীর দিক থেকে পুনঃ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করে নিন, অর্থাৎ আল্লাহর অঙ্গীকারসমূহের উক্ত ধারাগুলো বর্ণনা করার পর—যা অন্যান্য জাতিসমূহের জন্য অধঃপতনের কারণ ঘটেছিল—এক্ষণে ওসব চোরাপথসমূহকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। যেগুলোকে তারা পূর্বেও পালাবার পথ হিসেবে গ্রহণ করেছিল, আর এখনো সেগুলোকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। এ চোরা পথগুলোকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে—যেমনটি বাণীর তাৎপর্য থেকেও স্পষ্ট—এ উম্মতকে এটা জানিয়ে দেয়া যে, তোমরাও পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ন্যায় অঙ্গীকার থেকে পলায়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেয়ো না; বরঞ্চ সর্বাবস্থায় তার ওপর কায়েম ও অবিচল থাকবে। নচেৎ যেরূপ তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা-অপমান ও আখেরাতের মহাশাস্তি, তদ্রূপ তোমরা তার হকদার সাব্যস্ত হবে। আল্লাহর আইন সবার জন্যই সমান ও সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন।

আয়াত ঃ ৪২

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ○

سحت শব্দের অর্থ

أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ঃ سُحْت শব্দের অর্থ হারাম উপার্জন। হারাম উপার্জনের তো অনেক প্রকারভেদই থাকতে পারে। কিন্তু এ শব্দটির ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘুষ

উৎকোচের জন্যই ব্যবহার হয়ে থাকে। এখানেও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং কুরআনে যেখানেই এর ব্যবহার হয়েছে উক্ত অর্থেই হয়েছে।

মিথ্যা ও উৎকোচ ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থাকে নিঃশেষ করে দেয়

ওপরে বর্ণিত মুনাফিক ও ইহুদীদের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে যে, এরা মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত ও পাকা ঘুষখোর। স্মরণ রাখতে হবে যে, আয়াতে বর্ণিত سَمّٰعُونَ ও اَكّٰلُونَ শব্দদ্বয় প্রথমত আধিক্য প্রকাশক সীগা, অতপর এগুলো সামষ্টিকভাবে পুরো দলের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ দুটি ব্যধি ইহুদী ও তাদের সমগোত্রীয়দের ওপর মহামারী আকারে প্রভাব বিস্তার করেছিল ও তাদের গোটা কওমই তাতে নিমজ্জিত ছিল। মিথ্যা ও উৎকোচ এ দুটো জিনিস এমন যে, এগুলো যদি কোনো জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করে তাহলে তাদের মধ্য থেকে হক ও ইনসাফ নিঃশেষিত হয়ে যায়। كُونُوا قَوّٰمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ বিশিষ্ট আয়াতে যে হক ও ইনসাফ কায়েম করার কথা বলা হয়েছে তা মূলত দুটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল। একটি হলো, হকের পক্ষপাতহীন সাক্ষ্যদানকারী মওজুদ থাকা ; অপরটি হলো, ইনসাফ ও ন্যায় বিচারপূর্ণ আইন মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে ফায়সালাকারী মওজুদ থাকা। এ দুটি জিনিস হক ও ইনসাফ ব্যবস্থা এবং সুবিচার ও ন্যায়দণ্ড কায়েমের মেরুদণ্ডের হাড় সদৃশ। আর মিথ্যা ও উৎকোচ এ দুটো জিনিসেরই মূলোৎপাটন করে দেয়। এখানে যে سُحْت শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—যা উৎকোচ অর্থেই এসেছে—আরবী অভিধানে এটি মূলত মূলোৎপাটন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমার মনে হয় এটিকে উৎকোচ অর্থে এজন্যই ব্যবহার করা হয়েছে যে, এটি সর্বময় হক ও ইনসাফের বুনিয়াদকেই ধ্বংস ও উৎপাটিত করে দেয়।

শরীআতের বাহক হওয়াই উম্মতের আসল কর্তব্য

قَوّٰمِينَ بِالْقِسْطِ ও شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ঃ এর বৈশিষ্ট্যধারীদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রধানতম কর্তব্য এটাই আরোপিত হয় যে, তারা হবে সত্যের সাক্ষ্যদানকারী, সত্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও সত্য অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে ফায়সালাদানকারী। মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাব ও শরীআত দ্বারা যে সকল উম্মতকে ধন্য করেছেন তাদেরকে যে অঙ্গীকার কায়েম ও বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, এটাই ছিল তার মূলভিত্তি। কিন্তু এ দায়িত্ব পালন করা তখনি সম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মিথ্যা ও উৎকোচের স্বাদ আস্বাদন করা থেকে দূরে অবস্থান করবে। মিথ্যার স্বাদ একবার আস্বাদন করলে, মিথ্যা সাক্ষ্যদান করা অধিকাংশ লোকের পেশায় পরিণত হলে এবং সাক্ষ্যদানকে পণ্য হিসেবে বিক্রয়কারী, মিথ্যা সাক্ষ্যের শিক্ষাদানকারী, মিথ্যাকে শিল্প আখ্যাদানকারী ও মিথ্যার ওকালতি যারা করে তারা যখন সমাজের সর্বস্তরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, বরঞ্চ তাদের সম্মানের চোখে দেখা হয় ও অত্যন্ত সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা হতে থাকে, উপরন্তু ঘুষখোরী অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, ক্ষমতার অধিকারী ও বিচার ফায়সালাকারীরা নিজেদের ক্ষমতা ও ইনসাফকে বেচা-কেনার পণ্যে পরিণত করে, যালিম বা মযলুম যেই হোক না কেন, সে তা খরিদ করে নিতে পারে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতা এবং তাদের জিহ্বা ও কলমকে নিজেদের পক্ষে

www.pathagar.com

ব্যবহার করতে পারে, তখন এর মানে এই দাঁড়ায় যে, এ জাতির মধ্য থেকে হক ও ইনসাফের জানাযা সম্পন্ন হয়ে গেল এবং আল্লাহর অঙ্গীকার পত্রকে তারা ছিন্নভিন্ন করে দিল।

ইহুদীদের একটি কূটচাল ও তা ছিন্নকরণ

فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا ঃ বলা হয়েছে, এসব লোক অন্যদের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয় এবং মনে মনে এ ইচ্ছা পোষণ করে যে, তাদের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী যদি ফায়সালা হয় তবে তারা তা কবুল করে নেবে নচেৎ প্রত্যাখ্যান করবে। এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে আপনার ইখতিয়ার রয়েছে আপনি তাদের মোকদ্দমার ফায়সালার দায়িত্ব নিতে পারেন, নাও নিতে পারেন। অর্থাৎ যেসব লোক আপনার ক্ষমতা ও আনুগত্যের পরিসীমায় রয়েছে স্রেফ তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমার ক্ষেত্রেই মূলত ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পিত। যারা এর বাইরে অবস্থানরত, যাদের আনুগত্যও বিভক্ত, যারা আপনার নিকটও আসে এবং অন্যান্যের সাথেও যোগ সাজস রাখে, তাদের দায়িত্ব শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার ওপর নয়। যুক্তি ও বিবেকসম্মত মনে হলে তাদের মোকদ্দমা নেবেন, আর অযৌক্তিক বিবেচিত হলে প্রত্যাখ্যান করবেন। আল্লাহ বলে দিয়েছেন, আপনি তাদের প্রত্যাখ্যান করলে তারা আপনার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। এ সান্ত্বনা এজন্যই দেয়া হয়েছে যে. ইহুদীরা মহানবী স.-এর নিকট এ জাতীয় যেসব মামলা মোকদ্দমা নিয়ে আসতো অথবা প্রেরণ করতো তাতে তাদের কোনো না কোনো ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্য অবশ্যই নিহিত থাকত। তারা এর দ্বারা তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করতো। মহান আল্লাহ তাকে এ সান্ত্বনা ও অভয় দান করলেন যে, আপনি তাদের মোকদ্দমা গ্রহণ করলেও অবশ্যই তার বিচার নিষ্পত্তি ঐ ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের আইন মোতাবেকই করবেন যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। আর যদি তা আপনি ফিরিয়ে দেন তারও ইখতিয়ার আপনার রয়েছে। এরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বলাবাহুল্য, হকের ওপর যারা কায়েম থাকে আল্লাহই তাদের হেফাযত করেন।

উম্মাতকে সর্বাবস্থায় হকের ওপর কায়েম থাকার হেদায়াত

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ঃ নবী স. ও তার মাধ্যমে যেন গোটা উম্মাতের কাছ থেকেই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ মোকদ্দমার ফায়সালা নিজেদের মধ্যকার কারো হোক কিংবা অন্য কারো সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ-ভাবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার মোতাবেকই তা নিষ্পন্ন করবে। قَوَّمِيْنَ -এর গুরুদায়িত্ব এটাই এবং এ দায়িত্ব পালন করার জন্যই পূর্ববর্তী উম্মাতদের অপসারিত করে এ উম্মাতের উত্থান ঘটানো হয়েছে। اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোনো বংশ ও খান্দানের সাথে নয় বরং ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েমকারীদের সাথেই

www.pathagar.com

রয়েছে আল্লাহর মুহাব্বত। কোনো গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় যে পর্যন্ত এর ওপর অবিচল থাকবে ও তার প্রতিষ্ঠা করবে, আল্লাহ তাদের ভালবাসবেন। আর আল্লাহ যাদের ভালবাসবেন তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে হবে পরম সৌভাগ্যশালী ও নিশ্চিত সাফল্যের অধিকারী।

আয়াত ঃ ৪৩

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَا أُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

শরীআত থেকে পলায়ন করার জন্য
ইহুদীদের দ্বিমুখী অপতৎপরতা

এ বিস্ময় প্রকাশ এজন্য করা হয়নি যে, তাওরাতের ধারক বাহক হওয়া সত্ত্বেও এরা নিজেদের মোকদ্দমার ফায়সালা করার জন্য আপনাকে কিভাবে বিচারক বানায়। বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এ বিষয়ের ওপর যে, তারা আপনাকে বিচারক বানিয়ে আপনার ফায়সালাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার দুঃসাহস করে কিভাবে? অথচ তারা ভাল করেই জানে যে, আপনার ফায়সালা নির্ঘাত আল্লাহ প্রদত্ত শরীআত মোতাবেকই হয়ে থাকে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রথমত আহকাম বিশেষ করে শাস্তি ও দণ্ডবিধান মৌলিকভাবে তাওরাত ও কুরআন উভয়টিতে একই রকম। তাছাড়া মহানবী স.-এর নিয়ম ছিল এই যে, যেসব বিষয় কুরআনে কোনো স্পষ্ট হেদায়াত মওজুদ নেই সেগুলোর সমাধান তিনি তাওরাতের বিধান মোতাবেকই দিতেন। আর ঐ ইহুদীদেরও ভাল করেই জানা থাকতো যে, ফায়সালা তাওরাতের আইন মোতাবেকই দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা ছিল যারপরনাই নির্লজ্জতা ও ঔদ্ধত্যের একশেষ যে, তারাই প্রিয়নবী স.-কে বিচারক বানায়। তিনিও আল্লাহর ঐ আইন মোতাবেকই তার ফায়সালা করেন যার ওপর তাদের ঈমান রয়েছে বলেও তারা দাবী করে। কিন্তু তারপরও তারা ঐ ফায়সালা থেকে পালাবার চেষ্টা করে। এর চেয়ে স্ববিরোধিতা আর কি-ইবা হতে পারে? তাফসীরের কিতাবসমূহে ব্যভিচারের একটি মোকদ্দমার উল্লেখ এসেছে। উক্ত মোকদ্দমার ফায়সালা দিয়েছিলেন প্রিয়নবী স.। আর ফায়সালাটি ছিল সম্পূর্ণ তাওরাতের আইন মোতাবেক। কিন্তু ইহুদী উলামারা এ জাতীয় মোকদ্দমার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক আইন বানিয়ে রেখেছিল আমীর ও গরীবদের জন্য। তাই তারা তাওরাতের আসল আইনকে গোপন করতো। এ মোকদ্দমার বেলাও তারা একই চেষ্টা করেছিল কিন্তু অবশেষে তাদেরকে প্রকৃত ব্যাপার স্বীকার করে নিতে হয়। বলাইবাহুল্য, এ কর্মনীতি যে কোনো বিচারে ঈমানের দাবীর পরিপন্থী। প্রথমত তারা আদালতে মোকদ্দমা নিয়ে যাওয়াটাই ছিল এ উদ্দেশ্যে যে, তাওরাতের আইন থেকে পলায়ন করার কোনো না কোনো পথ বেরিয়ে আসে কিনা। কিন্তু সেখান থেকে যখন কোনো পথ বের হয়ে আসলো না তখন রাসূলের ফায়সালা সম্পূর্ণ তাওরাতের বিধান মোতাবেক জানা বুঝা সত্ত্বেও তা থেকে পালাবার চেষ্টা করেছে। মহান আল্লাহ তাই যথার্থই বলেছেন وَمَا أُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ - আসল কথা এই যে, এরা কোনো কিছুর প্রতিই ঈমানদার বা বিশ্বাসীই নয়।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৪৪-৪৫

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ج يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ
هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ج
فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيلًا ط وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ
أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ○ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لا وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ لا وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ط فَمَن
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ط وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ○

তাওরাতের মর্যাদা

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ঃ তাওরাতের মূল্য ও মর্যাদা কি তাই ব্যক্ত করা হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ শিশুদের খেলনা বানাবার জন্য তাওরাত নাযিল করেননি। নাযিল করেছেন জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধকে হেফাযত করার অসীলা হিসেবে। আল্লাহ ও তার নবীদের দেখানো পথের দিকে পরিচালিত করার উপায় ও মাধ্যমরূপে। সরল-সঠিক পথের হেদায়াত এবং কামনা বাসনা ও বিদআতের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

তাওরাতের ব্যাপারে তার নিষ্ঠাবান অনুসারীদের কর্মনীতি

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ঃ এখানে তাওরাতের খাঁটি ও নিষ্ঠাবান বাহকদের কর্মনীতি বিবৃত হয়েছে। তারা কিভাবে এর ফরমাবরদারী করেছে তা বলা হয়েছে। আল্লাহর একান্ত অনুগত নবীগণ, নিষ্ঠাবান আলিম ও ফকীহগণ খোদ এর আনুগত্য করেছেন। এর আইন ও বিধান মোতাবেক তারা ইহুদীদের মামলা মোকদ্দমার ফায়সালা করতেন। এবং নিজেদের মধ্যে লাগাতার এ দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত রেখেছেন যে, তাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আমানতদার, সংরক্ষক ও তার সাক্ষ্যদাতা বানানো হয়েছে। তাই তাদের জন্য এতে কোনো প্রকার খেয়ানত করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি এর প্রকাশ ও প্রচারে কোনোরূপ ত্রুটি করাও বৈধ নয়—এটা আল্লাহর অঙ্গীকার বৈ নয়—সর্বাবস্থায় যা পূর্ণ করা তাদের জন্য অপরিহার্য। এ আয়না ইহুদীদের সামনে এ উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছে, যেন তারা দেখে নিতে পারে যে, তাওরাত সংশ্লিষ্ট কোন্ কোন্ দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত ছিল। তাদের নেক্কার পূর্বসূরীরা এ দায়িত্বগুলো কিভাবে পালন করেছেন আর তারাইবা আল্লাহর এ অঙ্গীকারকে কেমনভাবে শিশুদের খেলনায় পরিণত করে ছেড়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহর কিতাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ ঃ এতে مضارع এর সীগার পূর্বে আরবী ভাষার সাধারণ রীতি মোতাবেক كَانَ সীগাটি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ كَانَ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ নবীগণ এর সাহায্যে ইহুদীদের মোকদ্দমার ফায়সালা করতেন। حكم শব্দের দ্বারা এটা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, আল্লাহর কিতাবের মূল উদ্দেশ্যই হলো, জীবনের সর্বপ্রকার বিষয়-আশয়, মতভেদ ও সংঘাত, হুকুম ও নির্দেশ এবং বিচার ও ফায়সালার মাধ্যম হবে এ কিতাব। সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং আইন সম্পর্কিত বিষয়াদি এরই হেদায়াত মোতাবেক এবং এরই আলোকে সম্পাদিত হবে। যদি কিতাবের এ মর্যাদা অক্ষুণ্ন না থাকে, বরঞ্চ এটিকে স্রেফ তাবাররুক বানিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, কেবলমাত্র তার শব্দ বা বাক্যগুলোকে তেলাওয়াত করা হয় কিংবা এটিকে শুধুই মৃতের সদগতির উসীলা মনে করে নেয়া হয়, জীবনের বাস্তব কর্মকাণ্ড ও সমস্যাবলীর সাথে তার কোনো সম্পর্ক না থাকে বরং উল্টো তার বিধানের খেলাপ আইন কানুন রচনা করা হয় তবে তো এটা হবে আল্লাহর কিতাবের সাথে বিদ্রূপেরই শামিল।

ইহুদীদের প্রতি একটি সূক্ষ্ম কটাক্ষ

নবীদের বেলায় الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا -এর দ্বারা এ সত্যই প্রকাশ পাচ্ছে যে, যেসব নবী তাওরাতের বিধান মোতাবেক ইহুদীদের মোকদ্দমার ফায়সালা করতেন, তারা স্রেফ অন্যদের জন্যই তাওরাতকে অপরিহার্যরূপে মান্য বলে মনে করতেন না, বরঞ্চ নিজেরাও ছিলেন আল্লাহর ফরমাবরদার ও তাওরাতের আইন ও বিধানের একান্ত অনুগত ও অনুসারী। এতে একটা সূক্ষ্ম কটাক্ষ নিহিত রয়েছে। ইহুদী উলামাদের প্রতি অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে যারা তাওরাত জীবনের বাস্তব কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বেদখল করে রেখেছিল। আর যদি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে কিছুটা ছাড় দিত, তার ধরন ছিল এমন যে, অন্যদেরকে তারা তার হুকুম দিত ঠিকই কিন্তু খোদ নিজেদেরকে তার সম্বোধনের পাত্র বিবেচনা করতো না। কুরআন মজীদ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ শব্দগুচ্ছ দ্বারা তাদের ঐ অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত করেছে।

ইহুদীদের উদ্দেশ্যে একটি স্মরণিকা

ربانى ও احبار। আরবী ভাষায় আহলে কিতাবের পক্ষ থেকে আগত দুটি শব্দ। রব্বানী মানে উলামা আর আহবার শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ফিকহবিদ ও বিচারকদের জন্য। এখানে উভয় শব্দটিই তার প্রকৃত অর্থে অর্থাৎ সৎ ও সত্যপন্থী উলামা ও শুদ্ধাচারী ফিকহবিদ ও বিচারকদের জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, যেরূপ আল্লাহর ফরমাবরদার নবীগণ ঠিক তাওরাত মোতাবেকই লোকদের ফায়সালা করতেন তদ্রূপ সত্যপন্থী উলামা ও শুদ্ধাচারী ফুকাহাগণও তাদের ফতোয়া ও ফায়সালা তারই আলোকে প্রদান করতেন। এখানেও সমকালীন ইহুদী উলামা ও তাদের ফকীহদেরকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম উপায়ে মণোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের পূর্বেকার যেসব মনীষীদের উত্তরসূরী তাদের মধ্যে এমনও কেউ রয়েছে যে তোমাদের ন্যায় আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে তস্কর ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী ছিল?

www.pathagar.com

আল্লাহর ভয়ই আল্লাহর অঙ্গীকারের রক্ষাকবচ

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ঃ এতে ঐ দায়িত্বের কথাই বিবৃত হয়েছে যার বাহক তাদের বানানো হয়েছিল এবং যার সঠিক অনুভূতিই তাদের রশি টেনে ধরেছিল। যদ্দরুন তাদের পক্ষে আল্লাহর হক আদায় করার তাওফিক নসীব হয়। তা এই যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় কিতাবের রক্ষক, আমানতদার ও মানব জাতির সামনে তার সাক্ষীদাতা বানিয়ে ছিলেন। আর প্রতিটি মানবগোষ্ঠী যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের ধারক-বাহক বানানো হয়, তারা তো প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত কিতাবের রক্ষক ও সাক্ষীই হয়ে থাকে। একথাগুলোও সমকালীন ইহুদী ও তাদের উলামা ও ফুকাহাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তারা একটুখানি নিজেদের বক্ষপুটে লক্ষ করে দেখুক যে পাহারাদার হয়ে তারা আল্লাহর হেরেমে কিভাবে সিঁদ কেটেছে ? আর সাক্ষ্যদাতা হয়ে শরীআত গোপন করার কিরূপ দক্ষতা দেখিয়েছে ?

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ঃ সাধারণভাবে তাফসীরকাররা এ অংশটিকে ওপরের আলোচ্য প্রসঙ্গ থেকে আলাদা করে সমসাময়িক ইহুদীদের উদ্দেশ্যে সম্বোধনের অর্থে গ্রহণ করেছেন। যদিও বাক্যে এ অর্থ নেয়ারও অবকাশ রয়েছে কিন্তু আমার প্রবলতার অভিমত হলো, এ অংশটিও উপরোক্ত বাক্যাংশের সাথেই সম্পর্কিত। অবশ্য কুরআনের সচরাচর নিয়ম মোতাবেক এখানে বাকভঙ্গী নামপুরুষের (غائب) দ্বিতীয় পুরুষে (حاضر) পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। কুরআন মজীদে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, غائب -এর সীগায় কথা বলতে বলতে আকস্মিকভাবে বাণীভঙ্গী حاضر -এর সীগায় এসে গিয়েছে। এ পরিবর্তন সাধনের দ্বারা বাণীতে বৈচিত্রের সৃষ্টি হয় আর পরিস্থিতির চিত্র সামনে এসে যাবার দরুন পাঠক ও শ্রোতার ওপর এর প্রভাব পড়ে থাকে। যেমন সূরা আনআমে রয়েছে ঃ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ -"আর যেদিন তিনি জিন ও মানুষ সবাইকে একত্রিত করবেন। হে জিনের দল, তোমরাতো মানুষের মধ্য থেকে অনেককেই আপন ফাঁদে আটকে দিয়েছ। এরপরই গিয়ে আবার বলা হয়েছে ঃ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّىْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ -"আর এমনিভাবে যালিমদের মধ্য থেকে একজনকে অন্য জনের ওপর তাদের আমলের বদলা স্বরূপ বিজয়ী করে দেই, হে জিন ও মানব সম্প্রদায় ....।" একই ভঙ্গী অনুসৃত হয়েছে সূরা আল বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতেও وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى- আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে যথাস্থানে আমরা এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমাদের মতে, একই বাক ভঙ্গী ব্যবহৃত হয়েছে সূরা আল মায়েদার বক্ষমান আয়াতেও অর্থাৎ একথা ঐ সাক্ষীদেরকে সম্বোধন করেই বলা হয়েছিল যাদের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। কিন্তু তাকে غائب -এর সীগায় বর্ণনা করার পরিবর্তে حاضر -এর সীগায় বলা হয়েছে, যেন বাণী অধিকতর মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তাওরাতের যেসব স্থানে ইহুদীদের কাছ থেকে শরঈ বিধানের পাবন্দী করার অঙ্গীকার নেয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে, সেসব স্থানে হযরত মূসা আ.-এর পক্ষ থেকে ওসব বিষয়ের তাকিদ অবশ্যই এসেছে—যার প্রতি কুরআনের বাণী ইশারা করছে। অর্থাৎ একমাত্র মহাপ্রভুকেই ভয় করা, তার হুকুমের ব্যাপারে কাউকে পরোয়া না করা, তাঁর শরীআতকে তুচ্ছ স্বার্থের বিনিময়ে বিসর্জন না দেয়া। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এসব বিষয় ঐ আমানত ও শাহাদাতেরই অনিবার্য দাবী যার উল্লেখ এসেছে بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ আয়াতাংশে। যে মানব গোষ্ঠীকে আল্লাহর কিতাবের সাক্ষ্যদাতা বানানো হয়েছে তাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, তারা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবে, অন্যদের ভয় ভীতি অন্তর থেকে নির্মূল করে দেবে। এতদ্ভিন্ন সর্বাবস্থায় তার পক্ষে আল্লাহর কিতাবের সাক্ষ্য দান করার দায়িত্ব পালন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তদ্রূপ যে দলকে আল্লাহর কিতাবের আমানতদার বানানো হয়, তাদের পক্ষে স্বীয় পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহর উক্ত আমানতের খিয়ানত করা এবং আল্লাহর কিতাবের ওপর অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি সাধনের কাঁচি চালনা করা সর্বতোভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ। আরো গভীরভাবে চিন্তা করলে এ সত্যও স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের ব্যাপারে এসব সতর্কবাণীকে বিস্মৃত হবার দরুনই ইহুদীরা شُهَدَآءَ اللّٰهِ (আল্লাহর সাক্ষী) ও اُمَنَاءُ اللّٰهِ (আল্লাহর আমানতদার) হবার পরিবর্তে سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ (মিথ্যা শ্রবণে ওস্তাদ) ও اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ (হারাম ভক্ষণে অভ্যস্ত) এর মত অপনামে অভিহিত হয়। যার ফলে আল্লাহ তাদের নতগ্রস্থ করে দিয়েছেন।

প্রকৃত কাফির

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ এ অংশটুকুর عطف যেহেতু উপরোক্ত অংশের ওপর, তাই ওপরের অংশের যে হুকুম এ অংশেরও সেই হুকুম। অর্থাৎ এ পরিণামও উক্ত সতর্কবাণীর একটি অংশ যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। তার মানে আল্লাহ যাদেরকে শরীআতের আমানতদার ও সাক্ষ দাতা বানিয়েছেন তাদেরই মোকদ্দমা ও জীবনাচারের ফায়সালা যদি শরীআত মোতাবেক না হয়, তবে তো সত্যিকার কাফির তারাই। প্রশ্ন হচ্ছে মহান আল্লাহ তাদের এহেন জোর ও তাকিদ সহকারে কাফির আখ্যা দিলেন কেন? তার কারণ এটাই যে, মহান আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বীয় শরীআত ও কিতাবের শিক্ষাদান করার, তার দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে অবগত করার এবং এ পথের বিপদাপদ সম্পর্কে সতর্ক করার। এতসব গুরুত্ব প্রদান করার পরও যারা হক পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে গেল তারা যেন পূর্ণ দিবালোকেই হোচট খেল। তাই প্রকৃত প্রস্তাবে এরা সকল অন্ধদের অপেক্ষা বড় অন্ধ। যদিও ইহুদীদের প্রসঙ্গেই এ আয়াতের অবতারণা করা হয়েছে তথাপি অবিকল একই অপরাধ যদি সংঘটিত হয় মুসলমানদের কোনো গোষ্ঠীর দ্বারা তখন কি হবে? অর্থাৎ ইচ্ছা, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তারা যদি আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মোকদ্দমার ফায়সালা না করে, উপরন্তু প্রকাশ্যে তার অবাধ্যাচরণ করে তবে তাদের হুকুমও একই হবে এবং একই হওয়া উচিতও। পরে এর ওপর বিশদ আলোচনা আসছে।

www.pathagar.com

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ الاية ঃ এটা তাওরাতের ঐ আইনের উদ্ধৃতি যা যাত্রাপুস্তক ২১ ঃ ২৩-২৫ লেবীয় পুস্তক ২৪ ঃ ২০ ও দ্বিতীয় বিবরণ ১৯ ঃ ২১ এতে উল্লেখিত হয়েছে। এ হাওলা ৪৩ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত বিষয়ের সত্যায়ন করার জন্যই দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাওরাতে শাস্তি ও দণ্ডবিধানের সুস্পষ্ট হুকুম মওজুদ থাকা সত্ত্বেও এ ইহুদীরা কিভাবে আপনাকে বিচারক মেনে আপনার ফায়সালাকে প্রত্যাখ্যান করে। আর এথেকে এটাই প্রতিভাত হয় যে, এ দণ্ডবিধান সম্বলিত বিষয়গুলোই ছিল ইহুদীদের পদস্খলনের প্রধানতম কারণ। প্রথমত তারা বিকৃতি সাধন করে এগুলোর চেহারাই পাল্টে দেয়। অতপর যে বিধানগুলো তাদের বিকৃতকরণজনিত হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পেয়েছিল সেগুলো থেকে পলায়ন করার জন্য রকমারী অজুহাত উদ্ভাবন করে নেয়।

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ঃ এতে ـهٗ এর مرجع সম্পর্কে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক দলের মতে এর مرجع বা প্রত্যাবর্তনস্থল যখমপ্রাপ্ত ব্যক্তি। অর্থাৎ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলে, তার থেকে বদলা না নিলে তার এ নেকী তার গোনাহের জন্য কাফ্‌ফারা হবে। যেন একথাটি যখমপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ। অর্থাৎ সে যদি অপরাধীকে মাফ করে দেয়, তবে তাই উত্তম। অপর দল যাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং ইবরাহীম ও শাবীর ন্যায় বিশিষ্ট মুফাসসিরীন—এর মতে এ যমীনের প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে যখমকারী। অর্থাৎ যদি যখমপ্রাপ্ত ব্যক্তি (খুনের বেলায় নিহতের নিকটাত্মীয়) অপরাধীকে মাফ করে দেয়, তবে এ ক্ষমা অপরাধী ব্যক্তির জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। সরকার তার বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। আর অপরাধী যদি তাওবা করে নেয় তবে আল্লাহর নিকটও এ ক্ষমা তার জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। আমার প্রবলত অভিমত এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যার সপক্ষেই। কুরআনের শব্দভাষ্য এরই পোষকতা করে।

প্রকৃত যালিম

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ঃ ওপরে একই বক্তব্য উপস্থাপন করতে যেয়ে كٰفِرُوْنَ শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এসেছে ظٰلِمُوْنَ শব্দটি। ظلم শব্দটি সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এটি কুরআনে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যেকার সর্বাপেক্ষা বড় অধিকার বিনষ্ট করার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় শিরককে যুলুম বলে অভিহিত করা হয়েছে। যারা আল্লাহর কিতাব ও তার ওপর আমল করার স্বাধীনতা ভোগ করা সত্ত্বেও এর আইনকে উপেক্ষা করে তারা আল্লাহরও সবচেয়ে বড় হক বিনষ্ট করে এবং স্বীয় নফস ও আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদেরও সর্বাপেক্ষা বড় হক বিনষ্ট করে থাকে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে এরাই হচ্ছে প্রকৃত যালিম। এ আয়াতটি যদিও ইহুদীদের অপরাধের ফিরিস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে। তথাপি এ একই অপরাধ যদি মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় (যার সাক্ষ্য প্রতিটি মুসলিম দেশেই মওজুদ রয়েছে) তাহলে আমার জ্ঞানে ধরে না তার হুকুম এ থেকে আলাদা কিসের ভিত্তিতে হবে ? আল্লাহর আইন তো সবার জন্য একই।

www.pathagar.com

৪৫ নম্বর আয়াতটি স্পষ্ট অর্থবোধক নাকি রহিত

এ কিসাসের আয়াত—যেমন আমরা ওপরে ইঙ্গিত করেছি—তাওরাতের একটি হুকুমের বরাত দিতে গিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু এটি মনসুখ বা রহিত হবার কোনো ইঙ্গিত মওজুদ নেই। বরঞ্চ বর্ণনাভঙ্গী এটির সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত হবার পক্ষেই প্রমাণ পেশ করে। এ কারণে এ একই আইন এ উম্মাতের বেলায়ও প্রযোজ্য। নবী স. ও সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর আমলও এর সমর্থন যোগায়। সূরা আল বাকারার তাফসীরে কিসাস শব্দের ওপর আলোচনা করতে যেয়ে আমরা লিখেছি যে, জান ও মাল উভয়ের বদলা নেয়ার ক্ষেত্রেই এ শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই যদি রক্তমূল্যের ওপর রাজীনামা হয়ে যায় বা রক্তমূল্যই ইনসাফের দাবী বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে রক্তমূল্য কিসাস বলে গণ্য হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের কিতাবসমূহে মওজুদ রয়েছে।

আয়াত ঃ ৪৬-৪৭

وَقَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ص وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ لا وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

নবীদের পারস্পরিক সাদৃশ্য তাদেরকে চেনার অন্যতম চিহ্ন

وَقَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ঃ قَفَّيْتُ عَلٰى اثره بفلان -এ অর্থে হবে। আমি তাকে অমুকের পেছনে প্রেরণ করেছি, অর্থাৎ যে সকল নবীদের প্রসঙ্গ ওপরে আলোচিত হয়েছে তাদেরই পদাংক অনুসারে আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে পাঠিয়েছি। মারইয়ামপুত্র ঈসাও ঠিক একই উদ্দেশ্যে এসেছেন, যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন ইতোপূর্বে আম্বিয়ায়ে কিরাম। عَلٰى اٰثَارِهِمْ শব্দ দ্বারা নবীদের দাওয়াত, তাদের উদ্দেশ্য, তাদের মেজাজ, কর্মকুশলতা ও কর্মপদ্ধতির ঐকতান এবং তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্যের দিকটি প্রকাশ পাচ্ছে। এক কথায় এ বিষয়গুলো নবুওয়াতের আলামতের অন্তর্গত। যেমন একই পবিত্র বৃক্ষের পত্র পল্লবে সাদৃশ্য বর্তমান থাকে, তদ্রূপ এই পবিত্র মানব দলের প্রতিটি সদস্যের মাঝে সাদৃশ্য বিদ্যমান। এদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে কেউ চিনতে পারলে সে যেন সবাইকে চিনতে পারলো। এদেরকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে তারাই সন্দেহ সংশয়ে পতিত হয় যারা আদতেই জন্মান্ধ অথবা অন্ধত্ব বরণ করে নেয়। যাদের মধ্যে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি তারা কখনো ধোঁকায় পতিত হয় না।

নবী তার দাওয়াত থেকে আলাদা কিছু নন

وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ لا وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ঃ فِيْهِ

هُدًى وَّنُوْرٌ বাক্যটি যেহেতু حَال হয়েছে, এ কারণে مُصَدِّقًا-এর عطف তার ওপর উপযোগী হয়েছে, এখানে হযরত মসীহ আ. ও ইঞ্জীল উভয়ের সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ তার একটি কারণ তো এই যে, নবী তাঁর দাওয়াত ও রিসালাত থেকে পৃথক কিছু হন না। অপর কারণ এই যে, হযরত মসীহ আ. সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী তার পূর্ববর্তী নবীদের সহীফাসমূহে মওজুদ ছিল ঃ তার আবির্ভাবের দ্বারা যার সত্যায়ন হয়েছিল। আর এটা তার নবুওয়াতের প্রমাণসমূহেরই অন্তর্গত ছিল। তৃতীয়ত, ইঞ্জীল—শরীআতের সংশ্লিষ্টতার দিক থেকে নতুন কোনো শরীআত প্রদান করেনি ; বরঞ্চ ইহুদীদের কোনো কোনো বিদআতের সংশোধনী প্রদানসহ পুরোপুরিভাবে পূর্ববর্তী শরীআতেরই সত্যায়ন করেছে মাত্র।

ইঞ্জীল প্রদানকালে ইঞ্জীলের বাহকদের উদ্দেশ্যে হেদায়াত

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ঃ ওপরে আমরা فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ বিশিষ্ট আয়াতটির যে স্থান নির্ধারণ করেছিলাম আমাদের মতে এখানে এ বাক্যটির স্থানও তাই। অর্থাৎ ইঞ্জীলের বাহকদের ইঞ্জীল প্রদানকালে এ হেদায়াত দেয়া হয়েছিল যে, তারা নিজেদের মামলা মোকদ্দমার ফায়সালা এ কিতাব মোতাবেকই করবে। নচেৎ তারা ফাসিক সাব্যস্ত হবে। ওপরেও আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি যে, এদ্বারা উদ্দেশ্য এটা স্পষ্ট করে দেয়া যে, আল্লাহ তাঁর যে কিতাবই নাযিল করেছেন তা একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই নাযিল করেছেন যাতে মানুষ তাদের জীবনের সর্ববিধ কর্মকাণ্ডে এবং মতভেদ ও মতবিরোধে তাকেই ফায়সালাকারী বানায়। এজন্য পাঠাননি যে, জুযদানে (ব্যাগে) পেঁচিয়ে তাকের ওপর রেখে দেয়া হবে। কিংবা নিজেদের মধ্যে যেসব সমস্যাবলীর উদ্ভব হবে সেগুলোকে তাগুতের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে অথবা তাদের সমাধানের জন্য স্বকপোলকল্পিত মতবাদ আবিষ্কার করে নেয়া হবে। কেউ কেউ وَلْيَحْكُمْ-কে لِيَحْكُمْ-ও পড়েছেন। আমাদের মতে, কিরাআতের এ জাতীয় সকল মতভেদ তাফসীর বা ব্যাখ্যার্জনিত মতভেদের মর্যাদা রাখে। তারা উক্ত কিরআত দ্বারাও এটাও বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইঞ্জীলধারীদেরকেও ইঞ্জীল এজন্যই দেয়া হয়েছিল, যেন তারা এর আলোকে নিজেদের বিষয়-আশয়ের ফায়সালা করে নিতে পারে।

সত্যিকার ফাসিক

فَاسِقٌ শব্দটি এখানে ফিকহী পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। অন্যান্য স্থানেও আমরা যেমন স্পষ্ট করেছি এর অর্থ আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, ওয়াদা বা চুক্তি লংঘন করা ও অবাধ্যতা করা। অর্থাৎ, যারা জেনে শুনে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আল্লাহর আইন ও বিধানের বিপরীত ফায়সালা করে ও অন্যদের দ্বারা করায় তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক সাব্যস্ত হবে। এটি আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে অঙ্গীকার মহান আল্লাহ আহলে কিতাবের কাছ থেকে তখনই গ্রহণ করেছিলেন যখন তাদের হাতে কিতাব ন্যস্ত করেছিলেন।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৪৮-৫০

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۝ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

কুরআনের ধারক-বাহকদের দায়িত্ব

এক্ষণে বলা হচ্ছে যে, অবিকল একই দায়িত্ব ও একই ওয়াদা অঙ্গীকার সহকারে এ কিতাব তোমাদের ওপর ন্যস্ত করা হচ্ছে। কাজেই তোমরা সর্বাবস্থায় তাদের মধ্যে এ কিতাব মোতাবেকেই ফায়সালা করবে। আমরা অন্যত্র এটা স্পষ্ট করেছি যে, এ ধরনের বর্ণনা ভঙ্গীর স্থলে بِالْحَقِّ -এর মানে হয়ে থাকে মীমাংসাকারী বাণী। আহলে কিতাব তাদের সহীফাগুলোকে নানা বিকৃতির মাধ্যমে হক ও বাতিল এতদুভয়ের সমষ্টি বানিয়ে দিয়েছিল, কুরআন আল্লাহর দীনকে সর্বপ্রকার সংমিশ্রণ ও বিকৃতির হাত থেকে পূত-পবিত্র করে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে উপস্থাপন করেছে مُصَدِّقًا শব্দের ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে বিভিন্ন স্থানেই তুলে ধরা হয়েছে

مُهَيْمِنٌ শব্দের অর্থ

مُهَيْمِنَ শব্দটি মূলত ছিল مُاَامِنَ দ্বিতীয় হামযাটিকে ى দ্বারা ও প্রথম হামযাটিকে ه দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। শব্দটি আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (সূরা আল হাশর ঃ ২৩) এবং কুরআনের গুণরূপেও এসেছে। هيمن الطائر على فواخه -এর তাৎপর্য হবে পাখী তার বাচ্চাদের ওপর পালক বিস্তার করে ঝাপটাচ্ছে, যেন সে ওদেরকে নিজের হেফাযতে নিয়ে নিয়েছে। هَيْمَنَ فُلَانٌ عَلٰى كَذَا অমুক ব্যক্তি উক্ত বস্তুর রক্ষক ও পাহারাদার হয়ে গিয়েছে। পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীর ওপর কুরআনের রক্ষক হবার মানে এই যে, কুরআন আল্লাহর কিতাবের আসল নির্ভরযোগ্য সংকলন বা গ্রন্থ ; এজন্য এটি অন্য সকল সহীফার হক ও বাতিল হওয়ার ব্যাপারে পার্থক্য নিরূপণ করার কষ্টিপাথর স্বরূপ। যে বিষয় এ কষ্টিপাথর বা তুলা দণ্ডে নিখাদ প্রমাণিত হবে তাই খাঁটি

www.pathagar.com

ও বিশুদ্ধ। আর যা এ কষ্টি পাথরে খাদযুক্ত বলে প্রমাণিত হবে তা-ই অখাঁটি ও পরিত্যাজ্য। এখানে الْكِتَاب। শব্দটিকে একবচনে ব্যবহার করার কারণ এই যে, কুরআনের পূর্বে মূল শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর কিতাবের মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তাওরাতেরই রয়েছে। অন্যসব সহীফা এরই অংশ বা শাখা প্রশাখার মর্যাদাভুক্ত।

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَ كَ مِنَ الْحَقِّ ঃ এটি হচ্ছে কুরআন সম্পর্কে নেয়া অনুরূপ ওয়াদা অঙ্গীকার, যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে প্রিয়নবী স.-এর কাছ থেকে এবং তার মাধ্যমে তার উম্মাতের কাছ থেকে। যেরূপ অঙ্গীকার ইতোপূর্বে নেয়া হয়েছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলের বাহকদের কাছ থেকে ঐ কিতাবদ্বয় সম্পর্কে যার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষণে এ কিতাবই হচ্ছে হক ও বাতিলের মানদণ্ড এবং খোদায়ী বিধানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সমষ্টি। কাজেই আপনি লোকদের মাঝে এরই বিধান মোতাবেক ফায়সালা করবেন। আর আপনার কাছে যে সত্য বিধান এসেছে কোনো অবস্থাতেই এ থেকেই বিচ্যুত হয়ে মুনাফিক ও ইহুদীদের কামনা-বাসনার ও বিদাআতের অনুসরণ করবেন না ; যারা তাদের মনোবাঞ্ছা মোতাবেক ফায়সালা হাসিল করার জন্য আপনার নিকট এসে থাকে। যদিও এটা পরিষ্কার করে বলা হয়নি তথাপি এটা একান্তই স্পষ্ট যে, উক্ত সত্য বিধানকে বর্জন করে কোনো প্রকার বাতিলের সাহায্য নিয়ে বিচার ফায়সালা করা ঠিক তদ্রূপই কুফরী, যুলুম ও ফাসেকী যেমন কুফরী, যুলুম ও ফাসেকীর কথা বলা হয়েছিল তাওরাত ও ইঞ্জীল প্রসঙ্গে।

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ঃ এ অংশটুকুর সঠিক স্থান-কাল-পাত্র ও তার সত্যিকার অর্থ-তাৎপর্য বুঝবার জন্য সূরা আল বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিন। এ উভয়টি সম্পূর্ণ একই অবস্থায় ও প্রেক্ষাপটের আয়াত এবং একই সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরছে। আয়াতগুলো হচ্ছে ঃ

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ج وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ج وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَ هُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ لا اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَ هُمْ ط وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝ وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ - البقرة : ١٤٥-١٤٨

"যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কাছে আপনি সর্বপ্রকার প্রমাণ পেশ করলেও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না, আর আপনিও তাদের কিবলা অনুসরণ

www.pathagar.com

করার পাত্র নন। আর তারাও একে অন্যের কিবলা অনুসরণ করার পাত্র নয়। আপনি যদি আপনার কাছে সত্যজ্ঞান আসার পর তাদের বাসনার অনুসরণ করেন তবে নিশ্চয়ই আপনি যুলুমকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন। যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ চেনে যেরূপ তারা তাদের পুত্রদের চেনে। আর তাদের একদল জেনে শুনে নিশ্চতভাবে সত্য গোপন করে। প্রকৃত সত্য তো তা যা আপনার রবের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। কাজেই আপনি সন্দিহানদের দলভুক্ত হবেন না। আর প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি দিক, যেদিকে সে মুখ করে। সুতরাং তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্রে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৫-১৪৮

আমরা আমাদের তাফসীরে ইতোপূর্বেও এটা ব্যক্ত করেছি যে, এখানকার পূর্বাপর আলোচনার ধারা প্রমাণ করে যে, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ অংশটুকু আহলে কিতাবের সাথে উদারর্তা ও সহিষ্ণুর্তা প্রদর্শন করার জন্য নয়, বরং তাদের কর্মনীতির প্রতি বিরাগ প্রকাশ করার জন্যই বলা হয়েছে। অদ্রূপ সূরা আল মায়েদার আলোচ্য আয়াতটিতে لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا অংশটুকুও আহলে কিতাবের সাথে উদারতা প্রদর্শন করার জন্য নয় ; বরং তাদের কর্মনীতি থেকে বিরাগ প্রকাশ করার জন্যই ব্যক্ত করা হয়েছে। উপরন্তু নবী স. ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রশান্তি ও সান্ত্বনা দান করা এবং সৎকাজের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবার দাওয়াতের জন্যই বলা হয়েছে যে, "আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি একটি শরীআত ও একটি কর্মপথ।"

একইভাবে সূরা আল হজ্জে এরশাদ হয়েছে ঃ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ

هُدًى مُسْتَقِيمٍ ○ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ○ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○ - الحج : ٦٧-٦٩

"প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি যা তারা পালন করে চলবে। সুতরাং তারা যেন আপনার সাথে এ ব্যাপারে বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে। আপনি আপনার রবের দিকে আহ্বান করতে থাকুন। নিসন্দেহে আপনি তো আছেন সরল সঠিক পথে। এতদসত্ত্বেও যদি তারা আপনার সাথে ঝগড়া করে তবে বলে দিন, তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন।"–সূরা আল হজ্জ ঃ ৬৭-৬৯

আলোচ্য আয়াতে لِكُلٍّ শব্দ দ্বারা ওপরে উল্লেখিত তিনটি গোষ্ঠী অর্থাৎ ইহুদী, নাসারা ও মুসলমানদেরকেই বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য

www.pathagar.com

আলাদা আলাদা شرعة (শরীআত) ও منهاج (কর্মপথ) নির্ধারণ করে দিয়েছ। شرعة ও منهاج মানে শরীআতের ঐ বাহ্যিক নকশা ও কাঠামো যা দীনের মূলতত্ত্বকে কার্যত তুলে ধরার জন্য প্রত্যেক মতবাদে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর ইবাদাত একটি তত্ত্ব যাকে বিভিন্ন ধর্মে নামায, কুরবানী ও হজ্জ ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ ও আকৃতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বের কাঠামো খোদ আল্লাহ তা'আলাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আর কোনো কোনোটির জন্য মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে নবী নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সম্ভবত এ কারণেই এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটির জন্য شرعت শব্দের ব্যবহার হয়েছে দ্বিতীয়টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে منهاج।

বিভিন্ন উম্মাতের জন্য শরীআত বিভিন্নরূপ হওয়ার হেকমত

দীনের তত্ত্বকথার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি চিরকালই রয়েছে অপরিবর্তিত এবং তা অপরিবর্তিতই থাকবে। কিন্তু শরীআতের আচার অনুষ্ঠান প্রত্যেক উম্মাতের জন্য মহান আল্লাহ আলাদা আলাদা নির্ধারণ করেছেন ; যেন এটা উম্মাতগণের জন্য পরীক্ষার মাধ্যম হয়। তিনি আরো দেখে নিতে চান যে, কে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডীতে আক্রান্ত হয়ে দীনের মূল তত্ত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কে প্রকৃত সত্য তথ্যের অন্বেষণকারী হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তার সামনে শরীআতের যে আচার অনুষ্ঠানই আসুক না কেন তাকে তার সঠিক রূপ ও আকৃতিতে সর্বাবস্থায় কবুল করে নেয়ার জন্য কে সামনে এগিয়ে আসে তাও আল্লাহ দেখতে চান। সূরা আল বাকারায় কিবলা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত পরীক্ষার উল্লেখ এসেছে এভাবে ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ط وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ـ البقرة : ١٤٣

"আপনি যে কিবলার এ যাবত অনুসরণ করছিলেন তাকে আমি এজন্যই জায়েয করেছিলাম যাতে যাচাই বাছাই করে জেনে নিতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে পিঠটান দেয় ? আল্লাহ যাদের সৎপথ প্রদর্শন করেছেন তাদের ছাড়া অন্যদের কাছে এটা নিশ্চিত কঠোরতর বিষয়। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান ব্যর্থ করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম মমতাময় পরম দয়ালু।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

প্রথম প্রথম মহান আল্লাহ প্রিয় নবী স. ও মুসলমানদেরকে আহলে কিতাবের কিবলার ওপর কেন অবস্থান করতে দিলেন অতপর কিছুকাল পরে তা বর্জন করে বায়তুল্লাহকে কিবলা বানাবার নির্দেশ দিলেন তারই হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম দিন থেকেই বায়তুল্লাহকে কিবলা নির্ধারণ করে দেয়া হল না কেন ? বলা হয়েছে, আল্লাহর হেকমত এটাকেই শোভন মনে করেছে যে, এ পরিবর্তন যেন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও মুনাফিক সম্প্রদায় এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার একটা উপায় বা মাধ্যম হিসেবে কাজ

www.pathagar.com

করে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ সত্য সন্ধানী ও রাসূলের নিষ্ঠাবান অনুসারীদেরকে ঐসব লোক থেকে আলাদা করে দিলেন যারা বাহ্যত রাসূলের সঙ্গী-সাথী হয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তারা কোনোই পরিবর্তন কবুল করেনি ; বরঞ্চ যথারীতি তাদের পুরনো রীতিনীতি ও বাধ্য-বাধকতার বেড়াজালেই বন্দী ছিল।

অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতেও নবী স.-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মুনাফিক ও ইহুদীরা—যারা আপনাকে ও আপনার আনীত শরীআতকে প্রত্যাখ্যান করে, আপনি তাদের পরোয়া করবেন না। এরা নিজেদের পুরনো রসম-রেওয়াজ ও বাধা-বন্ধনে আটকা পড়ে আছে। এদের জাত্যাভিমান এদেরকে অনুমতি দেয় না। এসব থেকে মুক্ত স্বাধীন হয়ে সত্যকে খোলামনে গ্রহণ করে নেবার যে সত্য আপনি তাদের সামনে পেশ করেছেন। আল্লাহ্ প্রতিটি উম্মাতের জন্যই দান করেছেন পৃথক পৃথক শরীআত ও কর্মপথ। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন সকলের জন্য একই কর্মপথ দিতেন। কিন্তু তাঁর হেকমতের দাবি এটাই ছিল যে, কর্মপথ ও পন্থার এ পরিবর্তনকে তিনি মানুষের পরীক্ষার মাধ্যম বানাবেন। আর দেখে নেবেন কে সত্যপন্থী হয় আর কে স্রেফ প্রচলিত নিয়ম-কানুনের অন্ধ অনুসারী এবং রসম ও প্রতারণার গোলামে পরিণত হয়। আল্লাহ্ বুদ্ধি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্ষমতা ও শরীআতের ন্যায় মহামূল্যবান নিয়ামত দান করত মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন, কে এসব নিয়ামত থেকে উপকৃত হয়, এগুলোর যথাযথ মূল্যায়ণ করে, এগুলোর শাস ও বাকলের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা রাখে, আর কে সম্পূর্ণ অন্ধ বধির হয়ে নিছক প্রথা-নিয়মের পূজারী হয়ে থাকে। সে যাই হোক তোমরা এ অন্ধ বধিরদের তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। আর নবী স. তোমাদের সম্মুখে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার যে বিশাল প্রান্তর উন্মুক্ত করেছেন সে ক্ষেত্রে একে অন্যকে ছাড়িয়ে প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হয়ে যাবার চেষ্টা চালিয়ে যাও। এখানে يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَايَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ বিশিষ্ট আয়াতাংশকে পুনর্বার স্মরণ করে নিন। অর্থ এই দাঁড়াল যে, যদি মুনাফিকরা ও তাদের পথপ্রদর্শক ইহুদীরা কুফরীর পথে অগ্রবর্তী হবার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় তবে তাদের এ দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ ক্লেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। ঈমানদারদের তো ঈমানের ময়দানে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হবার জন্যই চেষ্টা করে যাওয়া কর্তব্য।

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ এ পৃথিবীতে অবশ্য রয়েছে অবাধ স্বাধীনতা, ইচ্ছা করলে কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করতে পারে। ইচ্ছা করলে ঈমানের পথও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু প্রতিটি মানুষের জন্য চূড়ান্ত মঞ্জিল তো একটাই ; সবাইকে এক আল্লাহর নিকটই ফিরে যেতে হবে। একদিন এ সর্বপ্রকার মতভেদ তাঁরই সম্মুখে পেশ করা হবে আর সেদিন তিনিই এ মতভেদের ফায়সালা দান করবেন।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ الاية ঃ আমার কেবলই মনে হয় এ অংশটির عطف হয়েছে فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ এ অংশটির ওপর। মধ্যখানে لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً الاية বিশিষ্ট অংশটি এসেছে جمله معترضه

www.pathagar.com

হিসেবে। جملہ معترضہ শেষ হবার পর প্রসঙ্গের মূলকথা নতুনভাবে উল্লেখ করে অধিকতর তাম্বীহ প্রদান করা হয়েছে ঃ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ। সাবধান থাকুন, এমন যেন না হয় যে, তারা আপনাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করে আল্লাহর নাযিল করা কোনো বিষয় থেকে বিচ্যুত করতে সফলকাম হয়ে যায়। এ অতিরিক্ত সতর্কীকরণ এজন্যই প্রয়োজন ছিল যে, এ স্তরটা কোনো সাধারণ স্তর বা পর্যায়ে ছিল না। বিরোধী শক্তি সহজে দুর্বল হওয়ার পাত্র ছিল না। ফিতনা শব্দটি খোদ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তারা নবী ও মুসলমানদেরকে আল্লাহর অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত করার জন্য নিজেদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে। এ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওরা যতই শক্তি প্রয়োগ করুক না কেন এবং যত প্রবল চাপই সৃষ্টি করুক না কেন সর্বাবস্থায় আল্লাহর নাযিল করা শরীআতেরই অনুসরণ করে যেতে হবে, তা বর্জন করে তাদের বাসনা ও বিদআতের অনুসরণ কোনো অবস্থাতেই করা যাবে না।

বিরোধীদের প্রতি ধমকী

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ الاية ঃ অর্থাৎ, তোমরা সত্যনীতির ওপর অবিচল থাকবে। আল্লাহর দেয়া শরীআতকে বর্জন করে যারা জাহিলী শরীআতের অনুসরণে অনড় থাকবে, জেনে রেখো, তাদের দুর্ভাগ্য অবশ্যম্ভাবী। আর সেদিন বেশী দূরে নয় যে, তাদের কোনো কোনো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে। এখানে এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, জাতিসমূহের সামষ্টিক অপরাধের শাস্তি মহান আল্লাহ এ দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। আখেরাতে মানুষকে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কৃত আমলসমূহের জন্যই জবাবদিহি করতে হবে। وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ তাদের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর আযাব বা শাস্তি, তারা যে শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে তারই দলিল বিবৃত হয়েছে উপরোক্ত আয়াতাংশে। অর্থাৎ তা এজন্য যে, তাদের অধিকাংশই আল্লাহর বিদ্রোহী ও নাফরমান।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ الاية ঃ অর্থাৎ আল্লাহর নাযিলকৃত শরীআতকে বর্জন করে এরা যদি অন্য কোথাও থেকে ফায়সালা চায় তবে তো তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে, এরা আল্লাহর শরীআতের ওপর জাহিলিয়াতের আইনকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দিচ্ছে। আর কোনো শরীআতের দাবীদার গোষ্ঠীর পক্ষে এতদপেক্ষা বড় দুর্ভাগ্য আর কি-ইবা হতে পারে? যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য আল্লাহর আইন ও আল্লাহর ফায়সালা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কার আইন ও কার ফায়সালা হতে পারে? যদি তাদের নিকট অন্য কোনো আইন আল্লাহর আইন অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়, তবে তার মানে তো এটাই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ ও আখেরাত কোনো কিছুর ওপরই তাদের বিশ্বাস বা আস্থা নেই।

www.pathagar.com

আল্লাহর আইনের বিপরীত সর্বপ্রকার আইনই জাহিলিয়াতের আইন

এখানে এটা লক্ষণীয় যে, حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ এর শব্দ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ এর বিপরীতে ব্যবহার হয়েছে। তাই প্রতিটি আইন যা আল্লাহর আইনের বিপরীত তাই জাহিলিয়াতের আইন ; চাই তো অন্ধকার যুগে অস্তিত্ব লাভ করে থাকুক কিংবা বিংশ শতাব্দীর আলোকিত যুগেই উদ্ভাবিত হোক।

১৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৫১-৬৬ আয়াত

পরবর্তী আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে ও মুনাফিকদেরকে বিশেষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইহুদী ও নাসারাদেরকে নিজেদের বিশ্বস্ত ও বন্ধু বানাবে না। যারা তাদেরকে নিজেদের বিশ্বস্ত ও বন্ধু বানাবে তারা ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও তাদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে তাদের হাশর হবে ওদেরই সাথে। অতপর ঐ মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এরা কুফরীর পথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। এদেরকে কোন্ সব জিনিস এ পথে অগ্রবর্তী করছে এবং অবশেষে এদের পরিণামই বা কি হবে। এ প্রসঙ্গে এটাও স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের এ কর্মনীতি ধর্ম ত্যাগেরই কর্মনীতি। আর এরা যদি ধর্মান্তরই অবলম্বন করতে চায় তা করুক। এতে আল্লাহর কোনো পরোয়া নেই। যদি এরা মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাদের স্থলে এমন সব লোকদের নিয়ে আসবেন যারা হবে ঈমান ও ইখলাসের সর্বপ্রকার গুণে গুণান্বিত। আল্লাহ তাদের ভালবাসবেন, তারাও ভালবাসবে আল্লাহকে। তারা হবে আল্লাহর দলভুক্ত আর এ দলই অবশেষে বিজয়ী হবে।

এরপর ঐ মুনাফিকদের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়ে বলা হয়েছে, অবশেষে তোমরা ওদেরকে কিভাবে নিজেদের বন্ধু ও বিশ্বস্ত বানাতে পার যারা প্রকাশ্যে তোমাদের দীনের বিদ্রূপ করে ও তাকে হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করে ? অতপর আহলে কিতাবকে তাদের ওসব অপকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করা হয়েছে ও তাদের পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে—যারা নিজেদেরই দুর্ভাগ্যের দরুন এর উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাদের উলামা ও ফুকাহাদেরও তিরস্কার করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যদি তারা তাদেরকে এসব বালখিল্যতা ও হারামখোরী থেকেই ফিরিয়ে না রাখে তবে তারা কোন্ ব্যধিরই বা চিকিৎসক সেজে বসে আছে ? সবশেষে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এ সকল নীচতা ও প্রতারণা যা তারা দীনে হকের বিরুদ্ধে করে চলেছে—আল্লাহ এদের কাউকে সফল হতে দেবেন না বরং প্রতি পদক্ষেপে এরা ব্যর্থতা বরণ করবে। উত্তম হত যদি এরা ভাল কর্মনীতি গ্রহণ করত ও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য হত, কিন্তু তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে চরম দুর্ভাগ্য। এরই আলোকে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

www.pathagar.com

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿৫১﴾ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ
يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ
مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿৫২﴾ وَيَقُوْلُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ
لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿৫৩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ
يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ
اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿৫৪﴾ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ
يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿৫৫﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿৫৬﴾ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿৫৭﴾ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ

www.pathagar.com

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ
مِنَّآ إِلَّآ أَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَأَنَّ
أَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ
اللّٰهِ ۭ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ
وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ۭ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾
وَإِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ۭ
وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسٰرِعُوْنَ
فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ
وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ
يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ۭ غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ
مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۭ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۭ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ
إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۭ كُلَّمَآ أَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ
الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ

النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم
مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ
مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

৫১. হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ইহুদী ও নাসারাদের নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এরা নিজেরা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিসন্দেহে আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না। ৫২. আর আপনি তাদের দেখবেন, যাদের অন্তরে ব্যধি রয়েছে তারা বিশেষ তৎপরতার সাথে এই বলে তাদের সাথে মিলিত হচ্ছে যে, আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে। তবে আল্লাহ যখন তোমাদের চূড়ান্ত বিজয় দান করবেন কিংবা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কোনো জিনিস প্রকাশ করবেন তখন তারা মনের মধ্যে লুক্কায়িত মুনাফিকীর কারণে ভীষণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। ৫৩. আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে, এরাই কি সেসব লোক যারা আল্লাহর নামে বড় বড় শপথ করে এ নিশ্চয়তা প্রদান করতো যে, তারা তো তোমাদেরই সাথে আছে। বস্তুত তাদের সমস্ত কার্যকলাপই নিষ্ফল হয়ে গেল। ফলে তারা দেউলিয়া হয়ে পড়লো।

৫৪. হে ঈমানদাররা! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ দীন থেকে ফিরে গেলে যাক না ; অতপর আল্লাহ অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বময় জ্ঞানের আধার।

৫৫. তোমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক তো হচ্ছেন এক মাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেসব ঈমানদার লোকেরা যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে—এ অবস্থায় যে তারা বিনত বিনম্র। ৫৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সেই আল্লাহর দলভুক্ত। নিসন্দেহে আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।

৫৭. হে মু'মিন বান্দারা ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না আহলে কিতাবের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে বিদ্রূপ ও খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করে রেখেছে তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে। তোমরা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করো যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। ৫৮. আর যখন তোমরা নামাযের জন্য আহ্বান করো তখন তারা একে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও খেলার বস্তু বানিয়ে নেয়। কারণ এরা এমন লোক যাদের

www.pathagar.com

বুদ্ধি-বিবেচনা বলতে কিছু নেই। ৫৯. আপনি তাদের বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা যে আমাদের প্রতি আক্রোশ ও বিদ্বেষমূলক আচরণ করছো তার কারণ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার ওপর এবং পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার ওপরও। আর তোমাদের অধিকাংশ লোকই তো ফাসিক। ৬০. আপনি বলুন, আমি কি তোমাদের বলে দেব এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণাম কার রয়েছে আল্লাহর কাছে? সে হচ্ছে ঐ লোক যার প্রতি আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেছেন, যার প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কিছু লোককে তিনি বানর ও কিছু লোককে শূকরে পরিণত করে দিয়েছেন। এবং যারা শয়তান ও তার দোসরদের দাসত্ব স্বীকার করেছে। তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং সরল-সঠিক পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত।

৬১. তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তারা এসেছিল কুফর নিয়ে এবং তারা বেরিয়ে গেছে তা নিয়েই। তারা মনের ভেতর যা কিছু লুকিয়ে রাখে আল্লাহ তা খুব ভাল করেই জানেন। ৬২. তাদের অনেককেই আপনি দেখতে পাবেন গোনাহ করা, যুলম ও সীমালংঘন করা এবং হারাম মাল ভোগ করার কাজে একে অপরের তুলনায় সীমাহীন তৎপর। মোটকথা, এরা যা কিছু করে তা অত্যন্ত খারাপ। ৬৩. কেনো তাদের নিষেধ করছে না তাদের পীর-পুরোহিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাদের গোনাহের কথা উচ্চারণ করতে ও হারাম মাল ভোগ করা থেকে? এরা যা কিছু করে নিসন্দেহে তা অতীব গর্হিত কাজ।

৬৪. আর ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা পড়ে গেছে। আসলে বাঁধা পড়েছে তাদের নিজেদেরই হাত। তাদের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির দরুন তাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে আল্লাহর লা'নত। আল্লাহর উভয় হাতই বরং উন্মুক্ত প্রসারিত। তিনি দান করেন যেভাবে ইচ্ছা করেন। আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকেরই সীমালংঘন ও কুফরীকেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে আমি তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষে সঞ্চার করে দিয়েছি। যখনি তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে তখনি আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দিয়েছেন। তারা তো দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়। আর আল্লাহ ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।

৬৫. যদি আহলে কিতাব ঈমান আনতো ও আল্লাহকে ভয় করে চলতো তাহলে অবশ্যই আমি তাদের গোনাহ-খাতা মার্জনা করতাম এবং নিয়ামত ভরা জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাতাম। ৬৬. তারা যদি কায়েম করতো তাওরাত, ইঞ্জীল ও তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা, তাহলে তারা আহার্য লাভ করতো তাদের ওপর থেকে ও তাদের পায়ের নীচ থেকে। তাদের মধ্যে অবশ্য একদল মধ্যপন্থী লোক রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সাংঘাতিকভাবে খারাপ আমলকারী।

www.pathagar.com

১৯. শব্দাবলীর বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৫১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط
وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

মুনাফিকদের সম্বোধন

ইহুদী ও নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞা সম্বোধন যদিও সাধারণভাবে মুসলমানদের করা হয়েছে, কিন্তু ইশরা-ইঙ্গিত প্রমাণ করে, বাচনভঙ্গী ওসব মুনাফিকদের প্রতি যাদের আলোচনা ৪১ নম্বর আয়াত থেকে চলে আসছে এবং যাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে اَلَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ শব্দগুচ্ছে। سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা এটা স্পষ্ট করেছি যে, এ মুনাফিকরা ছিল ইহুদীদের প্রভাব বলয়ের অধীন। যদিও এরা ঈমানের দাবীতে ছিল সোচ্চার। কিন্তু কার্যত ইহুদীদের উদ্দেশ্য দূরভিসন্ধি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা ছিল তাদের মোক্ষম অস্ত্র ও তাদের এজেন্ট। তাদেরকে এ হেদায়াত প্রদান করা হচ্ছে যে, ইহুদী ও নাসারাদেরকে নিজেদের বিশ্বাসভাজন ও কর্মসম্পাদনকারী বানাবে না। আমরা অন্যত্র স্পষ্ট করেছি যে, বন্ধু বানানোর এ নিষেধাজ্ঞা مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ এর শর্তাধীনে আরোপ করা হয়েছে। তার মানে এই যে, ইসলাম ও মুসলমানদের মুকাবিলায় তাদেরকে বন্ধু বানাবে না। যদি এ হৃদ্যতা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে হয় অথবা কমপক্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী না হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ নয়।

ইহুদী ও নাসারাদের সাথে আচরণ সামষ্টিক দিক থেকে

بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ঃ এতে এ সত্যের ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত লাভালাভ ও ব্যক্তিগত রীতিনীতির কোনো মূল্য দেয়া উচিত নয়। হতে পারে যে, কোনো মুসলমান ইহুদী ও নাসারাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ভাল মনে করে বা তার সাথে তার কোনো প্রয়োজন সম্পৃক্ত আছে। অথবা সাবেক আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। আর ঐ জিনিসটিকে সে তার সাথে সম্পর্ক-সম্বন্ধ কায়েম রাখার জন্য ওজর বানিয়ে নিল। কিন্তু এটা সঠিক কর্মপন্থা নয়। তারা তো ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিজেদের জন্য অভিন্ন শত্রু মনে করে এবং এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার লক্ষ্যেই পরস্পরের বন্ধু ও একে অন্যের সহযোগী। এজন্য মুসলমানদের কর্মনীতি তাদের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয় বরং দলীয় বা সামষ্টিক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তারা যেমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামষ্টিকভাবে একই জামায়াতের মার্যাদাভুক্ত ; তদ্রূপ মুসলমানদেরও তাদের মুকাবিলায় একই মিল্লাত হতে হবে। মিল্লাত থেকে আলাদা হয়ে মুসলমানদের কোনো একটি গোষ্ঠী তাদের কোনো একটি গোষ্ঠী বা দলের সাথে স্বীয় কোনো ব্যক্তিগত লক্ষ

www.pathagar.com

লাভালাভ কিংবা ব্যক্তি সম্পর্ক ও সদাচারের ভিত্তিতে বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধ যেন লালন ও বর্ধিত না করে।

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে আলাদা হয়ে তাদেরকে বন্ধু ও বিশ্বাসভাজন বানাবে সে তাদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। তার ইসলামের দাবি হবে যারপরনাই ভিত্তিহীন।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ অন্যত্রও আমরা যেমন বলেছি যে, এখানে হেদায়াত মানে মঞ্জিলে মকসুদের দিক নির্দেশনা, আর ظَالِمِيْنَ বলতে বুঝানো হয়েছে —নিজের নফসের ওপর যুলুমকারী যারা তাদের। অর্থাৎ যারা ইসলাম ও ঈমানদারদের মুকাবিলায় ঈমান ও ইসলামের শত্রুদেরকে নিজেদের বন্ধু ও বিশ্বাসভাজন বানাবে তারা খোদ নিজেদের সত্তার ওপরই যুলুমকারী আর এ জাতীয় লোক সঠিক পথের সন্ধান পাবে না। কারণ তারাতো سَوَاءَ السَّبِيْلِ-এর ওপর চলমান কাফেলার সাহচর্যই বর্জন করেছে।

আয়াত ঃ ৫২-৫৩

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ط فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ○ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لا اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ط حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ○

মুনাফিকদের অন্তরের ব্যাধি

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ ঃ ف অক্ষরটি এখানে বিস্তারিত বিবরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে আর সম্বোধন সাধারণ মুসলামানদের উদ্দেশ্যে। ওপরের আয়াতে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছিল এবং যা ছিল পর্দার অন্তরালে,এক্ষণে পর্দা উন্মোচিত করে বিস্তারিতভাবে তা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, তারা কারা যারা তাদের সাথে বেশী মেলামেশা করছে ? তাদের উদ্দেশ্য কি ? এবং অবশেষে তাদের পরিণাম কি দাঁড়াবে ? বলা হয়েছে যাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি তারাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। ব্যাধি শব্দের ওপর সূরা আল বাকারার তাফসীরে ইতোপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর ইঙ্গিত প্রমাণ করে এখানে এর অর্থ নিফাক বা মুনাফিকী— নিফাকের জন্য ব্যাধি শব্দ ব্যবহার করে কুরআন এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাদের এসব গতিবিধি ও তৎপরতা অন্তরের ব্যাধি ও তার বিপর্যয়েরই ফলশ্রুতি বৈ নয়। যদিও তারা এটাকে নিজেদের বড়ই বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শীতা বলে মনে করে।

يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ঃ قول শব্দটি মনে মনে কোনো কথা বলার জন্যও কুরআনের অনেক স্থানে ব্যবহার হয়েছে। পরে কুরআন বিষয়টিকে খোলাখুলিভাবেই

বলে দিয়েছে। এজন্য বলা হয়েছে– فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ অর্থাৎ "তারা যা কিছু অন্তরে লুকিয়ে রেখেছে, তার জন্য তারা লজ্জিত হবে।" এটা স্পষ্ট যে, এটা ইঙ্গিত করছে ঐ বিষয়ের প্রতি যার উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ শব্দের অর্থ ঘূর্ণন, দুর্ভাগ্য, দৈব-দুর্বিপাক, বিপদ-মুসিবত। অর্থাৎ ঐ মুনাফিকদের অন্তরে এ ভীতি বিরাজমান যে, বর্তমানে মুসলমান ও তাদের বিরোধীদের মাঝে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে, কে জানে এর শেষ পরিণতি কি দাঁড়ায় ? হতে পারে এতে বিরোধীদেরই জয় হবে, এমতাবস্থায় যদি আমরা মুসলমানদেরই পক্ষাবলম্বন করে বসে থাকি তবে তো কঠিন বিপদে ফেঁসে যাব। তাই এটাই ভাল হয় যে, উভয়ের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। এটা বিবেচনায় রাখা বাঞ্ছনীয় যে, যে সময়কালে এ আয়াতগুলো নাযিল হয় সে সময় পর্যন্ত—যেমন আমরা ইতোপূর্বেও উল্লেখ করে এসেছি—মুসলমানরা যদিও একটা রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু তখনো পর্যন্ত তাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা অর্জিত হয়নি। ওদিকে নিজ নিজ পরিমণ্ডলে ইহুদী এবং কুরাইশরাও ছিল ক্ষমতার অধিকারী। যদিও এ ক্ষমতা ছিল অপসৃয়মান, কিন্তু মুনাফিকদের আত্মিক সম্পর্ক যেহেতু ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথেই সম্পৃক্ত ছিল, সেহেতু তারা সহজে এটা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না যে, ইসলামের মুকাবিলায় এক্ষণে তাদের টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনাই অবশিষ্ট নেই।

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ঃ عَسٰى শব্দটি যদিও মূলত প্রবলতর সম্ভাবনা ও প্রবলতর ধারণা প্রকাশ করার জন্যই এসে থাকে, তথাপি প্রেক্ষাপটের বিচারে—যেমন আমরা অন্যত্র ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি—এটি ওয়াদা বর্ণনা করার জন্যই একটি সূক্ষ্ম ভঙ্গী বিশেষ। এখানে এটি সে অর্থেই এসেছে। بِالْفَتْحِ বলতে বুঝানো হয় ঐ চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ বিজয়কে যার পর শত্রুর শক্তি সর্বতোভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়। اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ দ্বারা এমন কোনো অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যদ্বারা মুনাফিকদের সকল জারিজুরি ফাঁস হয়ে যায় এবং কোথাও তাদের মুখ লুকোবার জায়গাও অবশিষ্ট না থাকে। সূরা আত তাওবায় তার একটি রূপ বর্ণিত হয়েছে এভাবে। يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ج اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ - توبة : ٦٤ –"মুনাফিকরা ভয় করে, পাছে না এমন কোনো সূরা তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যা তাদের অন্তরের গোপন কথা মু'মিনদের জানিয়ে দেয়। আপনি বলে দিন, তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা প্রকাশ করবেন যা তোমরা ভয় করো।"

فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ঃ এতে তাদের ঐ ধারণার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়ে গেলে পরে তারা তাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ যে, যদি ইহুদী ও মুশরিকদেরই বিজয় সাধিত হয় তবে তো এরা মহাবিপদেই ফেঁসে যাবে।

www.pathagar.com

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الاية : মুসলমানদের পক্ষ থেকে উক্ত মুনাফিকদের অবস্থার ওপর ঐ সময়কার বিস্ময়ের কথা উদ্ধৃত হয়েছে যখন তাদের যাবতীয় জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে। তখন মুসলমানরা পরস্পর বলাবলি করবে, আরে কি হলো এরাই কি সেইসব লোক যারা কসম করে করে আমাদের নিশ্চয়তা প্রদান করতো যে, আমরা তো তোমাদেরই সাথে আছি! এ পরিস্থিতির চিত্রাংকন দ্বারা উদ্দেশ্য মুনাফিকদের সজাগ ও সচেতন করা। তাদেরকে এ বার্তা পৌছানো যে, কতদিন পর্যন্ত আর তোমরা লুকিয়ে থাকার ও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে ? অবশেষে একদিন তো তোমাদেরকে জনগণের সম্মুখে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত হতেই হবে।

حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ : মুসলমানদের কথার একটি অংশও হতে পারে। আর হতে পারে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ মুনাফিকদের পরিণামের বিবৃতিও। আমাদের মতে এ দ্বিতীয় মতটিই অগ্রগণ্য। حبط عمل -এর তাৎপর্যের ওপর আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। আমলের সুফলদায়ক হওয়া না হওয়া সর্বতোভাবে নির্ভর করে ঈমান ও ইখলাসের ওপর। নিফাকের সাথে দীনদারীর যে প্রদর্শনী করা হয় তা নিছক বাহ্যাড়ম্বর বৈ নয়। বাস্তবতার নিরিখে তার কোনোই মূল্য নেই।

আয়াত : ৫৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

মুনাফিকদের কর্মনীতি ধর্মান্তরেরই কর্মনীতি

বাহ্যত সম্বোধন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কথার ভঙ্গী ও লক্ষ ঐ মুনাফিকদের প্রতি যাদের আলোচনা পূর্ব থেকে চলে আসছে। বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্য থেকে যারা দীনকে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তাঁর দীনের খেদমত করার জন্য এমন সব লোকদের উত্থান ঘটাবেন যারা .....। এদ্বারা আপনা থেকেই এ সত্য পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তাদের এ কর্মনীতি প্রকৃত প্রস্তাবে দীনকে বর্জন ও প্রত্যাখান করারই কর্মনীতি। যদি এ সতর্কবাণীর পরও তারা তা থেকে ফিরে না আসতে চায়, তবে তারা মুরতাদ হয়ে যাক। তাদের জন্য আল্লাহর কোনো পরোয়া নেই। আরবী ভাষার সাধারণ রীতি মোতাবেক এ ধরনের বাক্যে جواب شرط উহ্য থাকে—যা বাচন ভঙ্গী থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। আমরা অনুবাদের উক্ত উহ্য দিকটি ব্যক্ত করে দিয়েছি।

www.pathagar.com

মুনাফিকদের সামনে আয়না

فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ط : এ গুণাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য প্রথমত এটা প্রকাশ করা যে, যাদেরকে মহান আল্লাহ স্বীয় দীনের সাক্ষী ও পতাকাবাহী বানিয়ে দাঁড় করান তাদের গুণাবলী কেমন হয় বা কেমন হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, এ মুনাফিকরা হয়ে থাকে এসব গুণাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেন সরাসরি তাদের দূষণীয় দিকগুলো তুলে ধরার পরিবর্তে তাদের সম্মুখে একটি আয়না রেখে দেয়া হলো। এমন একটি আয়না যাতে তারা তাদের যাবতীয় দোষ নিজেরাই দেখে নিতে পারে। সত্য প্রকাশ করার এটি একটি উঁচুমানের অলংকারপূর্ণ পদ্ধতি। কুরআন মজীদে প্রচুর পরিমাণে এর ব্যবহার হয়েছে।

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ : "আল্লাহ তাদের ভালবাসবেন আর তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে"। এ থেকে স্বতঃই এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঐ মুনাফিকদের আল্লাহ ভালবাসেন না আর তারাও ভালবাসে না আল্লাহকে। বরঞ্চ আল্লাহ তাদের ঘৃণা করেন আর এরাও আল্লাহর প্রতি বিরূপ ও পরোয়াহীন। আল্লাহ কারো বংশ পরিবার ও আকার-আকৃতির জন্য কিংবা সম্মান ও সহায় সম্পত্তির কারণে কাউকে ভালবাসেন না। তাঁর ভালবাসা সর্বতোভাবে ঈমান ও আমল এবং চরিত্র ও কর্মকুশলতার সাথেই সম্পৃক্ত। এ বিচারে এরা সম্পূর্ণ শূন্য হাড়ি সদৃশ। শুধু তাই নয়, এরা আল্লাহর পসন্দনীয় গুণাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত গুণে গুণান্বিত। এই যখন বাস্তবতা তখন এরা আল্লাহর মুহাব্বতের হকদার কিভাবে হতে পারে ? অনুরূপভাবে আল্লাহর সাথে মুহাব্বতের সাক্ষ্য তো হলো এই যে, এরা হবে আল্লাহর বিধান ও হেদায়াত এবং তার নবীর তরীকা ও ফায়সালার অনুসারী। কিন্তু এরাতো আল্লাহর ফায়সালাকে বর্জন করে জাহিলিয়াতের ফায়সালার অন্বেষণ করে। আল্লাহ ও রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে বন্ধু বানাবার পরিবর্তে আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধী ইহুদী-নাসারা ও কাফিরদের সাথেই বন্ধুত্ব ও দহরম মহরম করে বেড়ায়। বাস্তব অবস্থা যখন এই, এরা যে আল্লাহর প্রতি বৈরী তার জন্য এছাড়া বড় সাক্ষ্য আর কি হতে পারে ? এ বিষয়টির ওপর সূরা আলে ইমরানের ৩১ নম্বর আয়াত اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা যা কিছু লিখেছি তার ওপর আরেকবার নজর বুলিয়ে নিন।

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ : اذلة শব্দটি ذَلِيْلٌ শব্দের বহুবচন। আরবীতে এ শব্দটি—আলে ইমরানের ১২৩ নম্বর আয়াতের তাফসীরেও আমরা বলে এসেছি—ভাল ও মন্দ উভয় অর্থেই এসে থাকে। যখন ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয়—যেমন এখানে হয়েছে—তখন এর মানে হয় কোমল স্বভাব, নরম মেজাজ, ফরমাবরদার, বিনয়ী, সহজেই অনুগত ও বাধ্যগত। ذَلُوْلٌ শব্দটিও একই অর্থে এসে থাকে। অনুগত উষ্ট্রীকে বলা হয় ناقة ذلول ;

اَعِزَّةٌ শব্দটি عَزِيْزٌ শব্দের বহুবচন। এটি সম্পূর্ণরূপে ذليل শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ। এর মানে হচ্ছে কঠোর, কঠিন, ভারী, অপরাজেয় অনতিক্রম্য এবং যাকে আনুগত্যে বা

বশে আনা কঠিন। যদি কোনো বস্তু সম্পর্কে বলা হয় যে, هُوَ عَزِيْزٌ عَلَيَّ তাহলে তার মানে হবে ঐ বিষয় বা বস্তুটি আমার ওপর ভারী ও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে বশীভূত করা ও আয়ত্বে আনা আমার পক্ষে কঠিন। একই অর্থ হয়ে থাকে شَدِيْدٌ عَلَيَّ বাক্যটিরও। কোনো এক হুমাসীর নিম্নোক্ত পংক্তিটি খুবই চমৎকার ঃ

اذا المرء اعيته المروة ناشئا فمطلبها كهلاً عليه شديد -

"উঠতি যৌবনে দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করতে কেউ ব্যর্থ হলে, বার্ধ্যকে তা হাসিল করা যারপরনাই কঠিন।"

অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য তারা হবে অত্যন্ত কোমল স্বভাব সহজ-সরল, সর্বদিক থেকে নমনীয়ভাব গ্রহণকারী ও যে কোনো অবস্থা এবং পরিস্থিতির সাথে স্থিতিস্থাপক ও খাপ খাওয়াতে পারদর্শী। কিন্তু কাফিরদের জন্য তারা হবে কঠিন শিলাখণ্ড বা প্রস্তর ভূমি সদৃশ। তারা যদি নিজেদের লক্ষ-উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তাদেরকে ব্যবহার করতে চায় তাহলে কোনোভাবে কোথাও অঙ্গুলী বসাবে এমন সাধ্য কারো নেই। মুসলমানদের এ একই সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে একটি হাদীসে المؤمن غر كريم। মু'মিন তার অন্য ভাইয়ের জন্য সহজ সরল এবং মার্জিত ও ভদ্র হয়ে থাকে। আমাদের নেতা ঈসা মসীহ আ. তার শাগরেদদের হেদায়াত দিয়েছিলেন যে, কবুতরের ন্যায় নীরব-নির্বাক এবং সাপের ন্যায় হুশিয়ার হবে। এতেও উপরোক্ত দুটি দিকই বিদ্যমান রয়েছে।

এ গুণাবলী বর্ণনার উদ্দেশ্যও যেমন আমরা ওপরে ইশারা করেছি—মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডের ওপর আলোক সম্পাত করা ; যারা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের অধিকারী। অর্থাৎ তারা মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার জন্য তো ছিল অত্যন্ত হুশিয়ারী ও ধুরন্ধর। পিঠের ওপর হাত রাখতেও দিত না তারা। কিন্তু মুশরিকদের হাতে তারা ছিল মোমের নাসিকা ও কাঠের পুতুল সদৃশ। তারা যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে তাদের ফিরিয়ে নিত এবং যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাদের নাচাতে পারত। এ বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা আমরা পেশ করব সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ। আয়াতটিই হল ঃ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ - "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল তাঁর সাথে রয়েছে যারা তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর আর পরস্পর কোমল হৃদয় ও অত্যন্ত মেহেরবান।"

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ঃ জিহাদ মানে এখানে শুধু সশস্ত্র যুদ্ধই নয় ; রবং তার মানে ঐ চেষ্টা-সাধনা যা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা ও তাঁর দীনকে কায়েম করার জন্য নিয়োগ করা হয়। এ ময়দানে অবতীর্ণ হবার প্রথম শর্তই হলো, কাউকে তার সর্বপ্রকার স্বার্থ, অন্যসব আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। অন্যদের উপদেশ ও তিরস্কার থেকে কানকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে তবেই অবতীর্ণ হতে হবে। যে প্রতি পদক্ষেপে পেছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকাবে, উপদেশ ও তিরস্কার বর্ষণকারীদের উপদেশ ও তিরস্কারকেও আমল ও গুরুত্ব দেবে, সে যদি এক কদম অগ্রসর হয় তবে দুকদম পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। আরব কবিরা যখনই দৃঢ় সংকল্প বীরত্ব ও বদান্যতার নিবন্ধ রচনা

www.pathagar.com

করে তখন তার ভূমিকাতে তিরস্কারকারিনীদের তিরস্কারের উল্লেখ করতে কখনোই ভুলে যায় না। কারণ এ পথের সবচেয়ে পুরোনো ও অনিবার্য বিপদ ও প্রতিবন্ধক এটি। কেউ কোনো কঠোর সংকল্পের কাজ করার জন্য উঠে দাঁড়াবে আর তার চতুর্থদিক থেকে কিছু উপদেশ দানকারী ও তিরস্কারের ডালি নিয়ে আগমনকারীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে না—এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এটাই হচ্ছে এ পথের সর্বপ্রথম পরীক্ষা। কেউ যদি অচল দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার দুঃসাহস না রাখে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রথম মঞ্জিলেই সে ব্যর্থকাম হতে বাধ্য।

এ গুণ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যও মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডের ওপর আলোক সম্পাত করা। অর্থাৎ এরা দাবি তো করে বসে আছে ঈমানের এবং কদম রেখেছে প্রেমের গলি পথে। কিন্তু পেছনের সকল স্বার্থ চিন্তাও রয়েছে তাদের সাথে সম্পৃক্ত। ভবিষ্যতের বিপদ থেকেও তারা শংকামুক্ত। পূর্ণ উদার চিন্ততা ও বিনয়-নম্রতার সাথে উক্ত সদাশয় নিন্দুকদের উপদেশের ফুলঝুরিকে সসম্ভ্রমে বরণ করে নেয়া হয়। বলাবাহুল্য এদের পাতা ফাঁদে গেরো বেঁধেছে শয়তান আর এদের ফাঁদ থেকে উদ্ধার পাওয়া বড়ই জোর বরাতের ব্যাপার।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ঃ অর্থাৎ আল্লাহর আসল অনুগ্রহ এটাই যাকে তিনি ইচ্ছা করেন সে-ই এর যোগ্য বিবেচিত হয়। "যাকে তিনি ইচ্ছা করেন"-এর অর্থ ওসব লোক যারা আল্লাহর নির্ধারিত স্থায়ী নীতি মোতাবেক তার যোগ্য সাব্যস্ত হয়। একাধিক জায়গায় আমরা এটা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি যে, আল্লাহর ইচ্ছা তাঁর পূর্ণাঙ্গ কুদরত এবং তাঁর পরিপূর্ণ ইলম ও হেকমতের সাথেই সম্পৃক্ত। আর যেখানে ইচ্ছা পূর্ণাঙ্গ কুদরত ও পরিপূর্ণ ইলম ও হেকমতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে সেখানে কোনো প্রকার অধিকারহরণ ও বেইনসাফীর প্রশ্নই আসতে পারে না। ইচ্ছার বর্ণনার সাথে وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ গুণের হাওলা দেয়ার উদ্দেশ্যও এ সত্যকে প্রকাশ করা বৈ নয়।

একটি সন্দেহ দূরীকরণ

এখানে কারো মনে এ প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, সে সময় মুসলমানদের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী লোক তো মওজুদ ছিল বরং অধিকাংশই উক্ত গুণাবলীতে ভূষিত ছিল। তাহলে কুরআন এটা কেন বললো যে, আল্লাহ এরূপ এক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাবেন? যারা মওজুদ ছিল এবং উক্ত গুণাবলীর উৎকৃষ্টতম ধারক, বাহক ছিল, তাদের উল্লেখ কেন উন্মোচন করলো না! এ প্রশ্নের জবাব এই যে, এ আয়াতগুলোতে সম্বোধন যদিও শব্দগত দিক থেকে সাধারণ কিন্তু কথার লক্ষস্থল মূলত মুনাফিকরাই। তাদের উদ্দেশ্যে এটা বলা হচ্ছে যে, যদি তোমরা মুরতাদ হয়ে যাও তাতে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি হবে না। আল্লাহ তোমাদের স্থলে তাঁর অন্য বান্দাদের এনে দাঁড় করাবেন। যারা হবে ঈমানের দাবী পূরণ করার জন্য যাবতীয় উচ্চতর গুণে গুণান্বিত। যেন এটা বলে নবী স. ও নিষ্ঠাবান মুসলমানদের ঐ দুঃখ ও পেরেশানী দূর করে দেয়া হয়েছে যার উল্লেখ করা হয়েছিল لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ বিশিষ্ট আয়াতে। অর্থাৎ নবী ও ঈমানদারগণ ঐ মুনাফিকদের কুফর প্রীতির দরুন দুঃখভারাক্রান্ত যেন না হয়। যদি এরা বেরিয়ে যায় যাক না। তাদের

বেরিয়ে যাবার ফলে আল্লাহর দীনের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। তাদের স্থলে আল্লাহ তাঁর দীনের খেদমতের জন্য নিয়ে আসবেন অন্য এক নবতর তাজাপ্রাণ বাহিনী। যারা হবে যাবতীয় দুর্বলতা ও রোগ-ব্যাধি থেকে পাক-পবিত্র যাতে আক্রান্ত ছিল এসব লোক।

আয়াত ঃ ৫৫-৫৬

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ۝ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

৫১ নম্বর আয়াতে যে বিষয়টি নেতিবাচক ভঙ্গীতে বলা হয়েছিল তা-ই এখানে ইতিবাচক দিক থেকে ব্যক্ত করা হচ্ছে। অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারাদের বন্ধু ও বিশ্বাসভাজনরূপে গ্রহণ করবে না, বরং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদেরকে নিজেদের বন্ধু ও বিশ্বাসভাজন বানাও। তোমাদের ঈমান (যদি তা থেকে থাকে) তোমাদেরকে এঁদের সাথেই সংযুক্ত করে, ওদের সাথে নয়। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এখানে তার প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ নিষ্ঠাবান মুসলমান।

ঈমানের বাস্তব ব্যাখ্যা নামায ও যাকাত

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ঃ এটা لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا থেকে بدل হয়েছে। যা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের আমলী ব্যাখ্যা হচ্ছে নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা। عطف করার পরিবর্তে بدليت -এর পন্থায় এটিকে ব্যাখ্যা করা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, শরীআতের হেকমতের দিক থেকে ঈমান এবং নামায ও যাকাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টিই একটি অপরটির জন্য অনিবার্য। যেখানে ঈমান মওজুদ রয়েছে সেখানে নামায ও যাকাত অপরিহার্যভাবে বিদ্যমান থাকবে। এগুলোর অনুপস্থিতি একথার সাক্ষাত প্রমাণ যে, ঈমানও অনুপস্থিত। যদি সে দাবী করে তবে এটা নিছক দাবি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ; বাস্তবতার মানদণ্ডে তার এক কানাকড়ি মূল্য নেই।

নামায ও যাকাতের মূল প্রাণসত্তা

وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ঃ ركوع শব্দটি এখানে তার পারিভাষিক অর্থে নয় বরং তার সাধারণ আভিধানিক অর্থে এসেছে। رَكَعَ الرَّجُلُ -এর অর্থ হচ্ছে افتقروا غحطت حاله এ কারণে এ শব্দটির মূল প্রাণসত্তা হচ্ছে, আনুগত্য, বশ্যতা, বিনয়, নম্রতা ও বিমর্ষতা। নামাযে যে রুকূ'র ব্যবস্থা, তাও প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের অন্তরের উপযুক্ত অবস্থারই ব্যাখ্যার একটি আমলী বা বাস্তব রূপ। এখানে এ শর্ত আরোপ দ্বারা উদ্দেশ্য নামায ও যাকাতের মূল প্রাণসত্তার প্রতি ইশারা করা। কারণ নামায ও যাকাত ভিন্ন যেমন ঈমান অর্থহীন ও প্রাণহীন হয়ে যায়, ঠিক তদ্রূপ অন্তরের বিনয়ভাব ও নম্রতা ছাড়া নামায ও যাকাত সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যহীন হয়ে যেতে বাধ্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুনাফিকদেরও নামায পড়তে হতো এবং যাকাতও আদায় করতে হতো। এতদ্ভিন্ন ও কল্যাণময় যুগে কেউ নিজেকে মুসলমানদের দলভুক্তই প্রমাণ করতে পারতো না। কিন্তু সূরা নিসায় বিশদভাবে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের নামায ছিল ধরে বেঁধে নামায পড়ানো সদৃশ্য। কুরআনে তাদের জন্য كسالى শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তাদের অর্থব্যয় ছিল নিছক প্রদর্শনীর জন্য। وَهُمْ رَاكِعُوْنَ-এর শর্তারোপ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দীন ইসলামে যে নামায ও যাকাত কাম্য, তা অন্তরের বিনয়-নম্রতার সাথেই কাম্য ; অন্যকে দেখানো, অহংকার, মনের ঘৃণা ও বিরাগ সহকারে নয়।

حزب الله-এর অর্থ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ঃ এতে বক্তব্য সংক্ষিপ্তকরণের দাবি পূরণার্থে একটি অংশ উহ্য রয়েছে। সম্পূর্ণ কথাটি যেন এরূপ ঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারদেকে নিজেদের বন্ধু বানায় তারা হচ্ছে আল্লাহর দল। আর আল্লাহর দলই তো হবে বিজয়ী। যেহেতু শেষের অংশটুকু খোদ উহ্য বা محذوف-এর প্রমাণবহ ছিল, সেহেতু প্রথমাংশকে حذف করে দেয়া হয়েছে। ওপরে বলা হয়েছিল যে, যারা ইহুদী ও নাসারাদেরকে নিজেদের বন্ধু বানাচ্ছে, তারা একদিন নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে। তাদের আমল ধ্বংস ও বিনষ্ট হবে। আর তারা হবে ব্যর্থকাম। অতপর এখানে, আল্লাহ ও রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে যারা বন্ধু বানায় তাদের উজ্জ্বল ও শুভ পরিণামকে তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে ভূষিত করা হয়েছে 'হিযবুল্লাহ' উপাধিতে। এ ধরনের উপাধিতে ভূষিত করে এ ইঙ্গিতও দিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ মুনাফিকরা—যারা ইহুদী ও নাসারাদেরকে নিজেদের বন্ধু বানাচ্ছে এরা হচ্ছে হিযবুশ শায়তান। আর শয়তানের চক্রান্ত তো অত্যন্ত দুর্বল ও অপরিপক্ক হয়ে থাকে। তাই ব্যর্থতা ও অসফলতা তাদের ভিত্তি ভূমিতেই নিহিত থাকে।

আয়াত ঃ ৫৭-৫৮

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝

দীনের বিদ্রূপকারীদের সাথে বন্ধুত্ব আত্মমর্যাদার পরিপন্থী

এখানে তাদের আত্মমর্যাদা ও অহংবোধকে উদ্দীপিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যেসব আহলে কিতাব ও কাফির তোমাদের দীনের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও তোমাদের দীনের নিদর্শনাবলীকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করে—তোমরা যদি তাদেরই বন্ধুরূপে গ্রহণ কর তবে তা বড়ই আফসোস ও পরিতাপের কথা। মানুষের স্বভাব হলো, যে বস্তুকে তার প্রতি

www.pathagar.com

সম্পর্কিত করা হয় বা যে বস্তুর প্রতি তাকে সম্পর্কিত করা হয় তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করাকে সে বরদাশত করতে পারে না। যদি কেউ তা সহজে মেনে নেয়, তবে এটা তার আত্মমর্যাদাহীনতার পরিচায়ক। আরববাসীরা এ ব্যাপারে ছিল বড়ই অনুভূতি প্রবণ ও সংবেদনশীল দীনের। বিষয়টি তো অনেক বড় ব্যাপার। তারা তাদের খান্দান বা কোনো ব্যক্তি বিশেষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার ক্ষেত্রে অগ্নিশর্মা হয়ে যেত এবং তরবারী কোষমুক্ত করে ফেলতো। এ স্বভাবের দিক থেকে কুরআন তাদের তিরস্কার করেছে যে, যারা তোমাদের দীনকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বেড়ায় অবশেষে কোন্ আক্কেলে তোমরা তাদের বন্ধু বানাও ? এরপর অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় করো যদি তোমরা মু'মিন হও। অর্থাৎ সত্যিই যদি তোমরা ঈমানের দাবীদার হও তবে আল্লাহকে ভয় করো। ভয় করো এ ব্যাপারে যে, তোমাদের এ আত্মমর্যাদাহীনতার জন্য পাছে তোমাদের ঈমান না হারিয়ে যায় এবং আল্লাহর গযব নাযিল হয়ে না যায়।

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ الاية ঃ এরা যে ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে, ইশারা করা হয়েছে আযানের দিকে। ইহুদী ইতররা নবী স.-এর মজলিশেও বিভিন্ন প্রকার বেআদবী করতো। ওপরে আমরা তার উল্লেখ করে এসেছি। অনুরূপভাবে তাদের নীচ ও নিকৃষ্ট লোকেরা আযানকে নিয়েও অত্যন্ত ঘৃণ্য পন্থায় ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করতো এবং হাসত ও হাসাত। আযান হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি লোকদের আহ্বান বাণী। তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা—বিশেষ করে তাদের পক্ষ থেকে যাদেরক বানানো হয়েছে আল্লাহর কিতাবের ধারক-বাহক—খোদ আল্লাহকেই তুচ্ছ জ্ঞান করা ও তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার সমার্থক। এ জাতীয় লোকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা হবে—তারা কিছুতেই তার যোগ্য ছিল না। কেউ যদি তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং ঈমানেরও দাবীদার হয়, তবে তার মানে দাঁড়ায় এই যে, সে ঈমানী মর্যাদাবোধ বঞ্চিত ব্যক্তি বিশেষ। আর যে ঈমানী মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ থেকে বঞ্চিত সে কখনো স্বীয় ঈমানকে হেফাযত করতে সক্ষম হতে পারে না। ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ এ থেকে এই ইঙ্গিতই প্রমাণিত হয় যে, নেকী ও ভালর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম বোধ মানুষের জ্ঞানবান ও বোধশক্তিসম্পন্ন হবারই দাবি। যদি কেউ এ থেকে বঞ্চিত হয় তবে সে স্রেফ দীনদারী থেকেই বঞ্চিত নয় বরং বোধশক্তি থেকেও বঞ্চিত।

আযান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম

এ আয়াত থেকে, আযান যে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলামী সমাজে আযানের সূচনা হয়েছিল কিভাবে ? বর্ণনাসমূহের বিভিন্নতার দরুন এ প্রশ্নের জবাবে মতভেদের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদের কোনো অবকাশ নেই যে, যে রূপ ও যে পদ্ধতিতে তা মওজুদ রয়েছে তাতে রয়েছে উম্মাতের সার্বজনীন নীতিগত বাস্তব ঐকমত্য। একই সাথে এর প্রতি রয়েছে আল্লাহর কিতাবের সত্যায়ন এবং সঠিকতা ও যথার্থতার অনুমোদন। তাই অন্য কোনো রূপ ও আকৃতিতে একে পরিবর্তিত করার যে কোনো প্রচেষ্টা দীনের মধ্যে এক চরম ঔদ্ধত্যেরই শামিল। নিদর্শনাবলীর ব্যাপারটি দীনের মধ্যে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। সূরা আল বাকারার তাফসীরে

www.pathagar.com

আমরা এর ওপর আলোচনা করে এসেছি। এ আযানের ওপর আমরা সূরা আয জুমুআর তাফসীরে আরো বিস্তারিত আলোচনা পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

আয়াত ঃ ৫৯-৬০

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝

نقم শব্দের অর্থ প্রতিশোধ নেয়া বদলা নেয়া ও রাগ প্রকাশ করা।

ইহুদীদের বাজখাই উক্তি

ওপরে ইহুদীদের অপকর্মের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে কথার ভঙ্গী ইহুদীদের প্রতিই ফিরে গেছে। তাদেরকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আমাদের সাথে তোমাদের যা কিছু শত্রুতা ও কদর্য উক্তি তার কারণ এতদ্ভিন্ন আর কিছুই বুঝে আসে না যে, আমাদের নেকী তোমাদের দৃষ্টিতে বদী ও মন্দকর্মে পরিণত হয়ে গিয়েছে। অতপর আমাদের কি অপরাধ? এটাই নয় কি যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর, ঈমান এনেছি ঐ কিতাবের ওপর যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং ঈমান এনেছি ওসব কিতাবের ওপরও যা নাযিল করা হয়েছে এর পূর্বে? পক্ষান্তরে তোমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই হলো ফাসিক। তোমরা তো ঈমান রাখ না তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি আর না ঈমান আনতে প্রস্তুত আছ ঐ কিতাবেরও প্রতি যা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের দৃষ্টিতে এ দুনিয়ায় আমরাই হচ্ছি সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক। আর এ কারণে তোমরা আমাদের ওপর নির্যাতন চালাতে ও আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু কে জানে আখেরাতে আল্লাহর নিকট পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কে? এরা তো ওসব লোকই হবে যাদের প্রতি লানত করেছেন আল্লাহ যাদের ওপর পতিত হয়েছে আল্লাহর গযব, যাদের মধ্য থেকে আল্লাহ বানিয়েছেন বানর ও শূকর এবং যারা পূজা-অর্চনা করেছে তাগুতের। এরাই তো পরিণাম ফলের বিচারে সর্বাধিক নিকৃষ্ট এবং সত্যের রাজপথ থেকে বহু দূর দূরান্তে নিক্ষিপ্ত।

مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ঃ এতে আমাদের মতে مضاف টি محذوف রয়েছে ; ঠিক যেমন وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ এতে। অর্থাৎ مَثُوْبَةُ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ বা উহ্য রয়েছে محذوف ।

মানুষের আকৃতিতে বানর ও শূকর

اَلْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ ঃ اصحاب السبت বা শনিবারের সীমালংঘনকারীদের প্রতি লানত সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা قِرَدَةً শব্দের ওপর আলোচনা করেছি। মানুষের

www.pathagar.com

আকাঙ্ক্ষা ও আমলের মাঝখান থেকে যখন বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি লোপ পায় এবং সে নিছক কামনা-বাসনার গোলামে পরিণত হয় তখন তার ও জন্তু-জানোয়ারের মাঝে গুণগত কোনো পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে না। এটা তার অন্তর্জগতকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে দেয়। আর অন্তর্জগত বিপর্যস্ত হবার পর ক্রমান্বয়ে বাহ্যদেশও ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। যেসব চোখ তত্ত্বসন্ধানী ও সূক্ষ্মদর্শী সেগুলো সীরাতের প্রতিচিত্র সূরতকেও দেখে নিতে সক্ষম ; যদিও তাকে প্রসাধন ও পাউডারের আচ্ছাদনে লুকোবার শত চেষ্টা করা হোক । মানুষ তার মৌল সৃষ্টির দিক থেকে রক্ত-মাংসে গড়া একটা প্রাণী মাত্র। কোনো প্রাণী দুপায়ের ওপর ভর করে চলে আর কোনো প্রাণী চলে চার পায়ের ওপর ভর করে। মানুষ মনুষ্যত্বের সৌন্দর্যে বিভূষিত। কুরআন মানুষের এ মহোত্তম মর্যাদাকে ব্যাখ্যা করেছে نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ শব্দমালা দ্বারা। এরই বদৌলতে সে অর্জন করেছে মানবীয় সৌন্দর্যের নূরানী স্ফুলিঙ্গ। মহান বিধাতার এ নূরানী স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হলে মানুষকেও মনে করতে হবে দু পায়ের উপর ভর করে চলা একটি জন্তু বিশেষ ; যেটি তার স্বভাব প্রকৃতির বিচারে বানর ও শূকরও হতে পারে, হতে পারে কুকুর কিংবা গাধাও। তাই দেখা যায়, কুরআন মজীদে ইহুদীদের দৃষ্টান্ত কুকুর ও গাধার সাহায্যেও দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে দৃষ্টিতে দৃষ্টিতেও রয়েছে অনেক বড় পার্থক্য। যাদের দৃষ্টি শক্তি স্রেফ সূরত ও লেবাস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ তাদের পক্ষে মানুষ ও অমানুষের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা অসম্ভব। কিন্তু যাদের অন্তর্দৃষ্টি গোপন প্রদেশেও প্রবেশ করতে অভ্যস্ত ও সমর্থ তারা কিঞ্চিত মাত্র চিন্তা-বিবেচনার দ্বারাই অনুমান করে নিতে পারে যে, অমুকের অবয়বের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত আছে বানর অথবা শূকর, কুকুর কিংবা গাধা। নবী ও আল্লাহ তত্ত্ববিদগণের ঐশী পর্যবেক্ষণের মাঝে এমন অনেক কিছু লক্ষ করা যায় যদ্দারা আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। আলোচনা দীর্ঘায়িত হবার আশংকা না থাকলে আমরা এখানে কতক দৃষ্টান্ত তুলে ধরতাম।

وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ঃ এর عطف হয়েছে الاية مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ -এর ওপর। আর আমরা এ ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ -এর مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مَثُوْبَةً مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ এ কারণে এখানেও مضاف উহ্য হবে। অর্থাৎ مَثُوْبَةُ مَنْ عَبَدَ الطَّاغُوْتَ। অর্থ দাঁড়াবে এই যে, যারা তাগুতের পূজা করেছে তারা তাদের পরিণামের দিক থেকে হবে নিকৃষ্ট। এখানে শাস্তির পরিবর্তে অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে তার বিশেষ গুরুত্বের কারণে। বলা হয়েছে, যারা আহলে কিতাব হয়ে তাগুতের পূজা করেছে তারা যেন তাদের পরিণামের বিষয় চিন্তা করে ; আমাদের ওপর রাগ ঝাড়লে তো কোনো ফায়দা হবার নয়।

أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ঃ এতে প্রথম অংশটি আখেরাতে তাদের পরিণাম ফলকে প্রকাশ করছে আর দ্বিতীয়াংশটি তুলে ধরছে পৃথিবীতে তাদের কার্য-কলাপকে। যেন দ্বিতীয় অংশটি প্রথম অংশের দলীল। অর্থাৎ তারা দীনের রাজপথ থেকে দূরবর্তী অবস্থানে রয়েছে। এ কারণে পরিণাম ফলের দিক থেকে নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হবে। سَوَآءُ শব্দের ওপর আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। এর মানে কোনো বস্তুর মধ্যবর্তী স্থল। سَبِيْل বলতে বুঝায় ঐ সরল সঠিক পথকে যা মহান আল্লাহ বান্দাকুলের হেদায়াতের জন্য

www.pathagar.com

খুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা আসল রাজপথকে বর্জন করে অনেক দূরে বিচ্যুত-বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে।

আয়াত ঃ৬১-৬৩

وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْآ اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ خَرَجُوْا بِهٖ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ○ وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ
السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ
قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

ইহুদীদের একটি বিশেষ দল

এ আয়াতের সবগুলো কঠিন শব্দই পূর্ববর্তী আলোচনায় এসে গিয়েছে। এখানেও ইহুদীদের প্রসঙ্গেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এটা ইহুদীদের ঐ গোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট, যাদের বিষয় আলোচিত হয়েছে সূরা আল বাকারার ১৬ নম্বর আয়াতে। সেখানে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি যে, ইহুদীদের মধ্যে একদল লোক এমনও ছিল যারা মুসলমানদের সভা সম্মেলনে আগমন করতো। তারা এসে বলতো আমরাও তো মুসলমান। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও কিতাবের ওপর আমাদেরও ঈমান রয়েছে, অতপর মুসলমানরা আমাদেরকে মু'মিন স্বীকার করছে না কেন ? তারা তাদের চিন্তা-চেতনায় এ বিষয়টিকে লালন করেই এটা বলতো যে, যদি আমরা মুহম্মাদ স. ও তার পেশকৃত কিতাবকে না মানি তাতে এমন কি-ই বা এসে যায় ? তা আমাদের নবী এবং আমাদের কিতাব তো আল্লাহরই প্রেরিত। সাধারণ মুসলমানগণ তাদের এ ধরনের কথা-বার্তায় ধোঁকায় পড়ে যেত এবং তাদের ব্যাপারে এক প্রকার ভাল ধারণায় জড়িয়ে পড়তো। তাই এরই ভিত্তিতে কুরআন তাদের একথাকে প্রতারণা বলে অভিহিত করেছে। যখন তাদের বলা হতো, তোমরা যদি মু'মিনই হবে, তাহলে যথারীতি মুসলমানদের ন্যায় ঈমান নিয়ে আসছো না কেন ? অর্থাৎ মুহাম্মাদ স. ও কুরআনকে স্বীকার করে নিচ্ছ না কেন ? এ ধরনের প্রশ্নে তারা অসন্তুষ্ট ও অপ্রস্তুত হয়ে যেত। তারা বলতো আমরা নির্বোধদের ন্যায় আচরণ করতে পারি না। আমরা তো দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা চাই। আর তার পন্থা তো এটাই যে, মুসলমানরা কাউকে নবী মানতে চাইলে চাইতে পারে। কিন্তু আমাদের জন্যও তাকে মেনে নেয়া জরুরী সাব্যস্ত করে না যেন। তাকে মানা ছাড়াই আমাদের দীনি সম্মান ও মর্যাদা তারা স্বীকার করে নিক। যদি মুসলমানরা নিজেদের ভিন্ন সবাইকেই কাফির আখ্যা দিয়ে দেয়, তবে তাতে দেশে ফাসাদ ও বিপর্যয় দেখা দেবে। আর এতে রয়েছে সবার জন্যই ক্ষতি। সূরা আল বাকারার উপরোক্ত আয়াত সমূহের তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা এটাও বর্ণনা করেছি যে, এটা হচ্ছে একটা সমন্বিত ও যৌথ ঈমানের ধারণা বিশেষ। এটা ঠিক ঐ ধরনের একটি মতবাদ যা ভারত বিভক্তির পূর্বে একক ধর্মের ব্যানারে আমাদের দেশেও উপস্থাপন করা হয়েছিল। এমনকি আজো পর্যন্ত মাঝে মধ্যেই তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আলোচ্য

www.pathagar.com

আয়াতগুলোতে ইহুদীদের ঐ দলটির কথাই উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন এরা তোমাদের সভা-সম্মেলনে যোগদান করে তখন বলে যে, আমরাও তো মুসলমান। অথচ যে কুফরী সহকারে এরা এসে থাকে ঠিক ঐ কুফরীর সাথেই ওরা ফিরে যায়। প্রবেশ করার সময় যেমন ওদের সাথে ঈমান থাকে না, ঠিক বেরিয়ে যাবার সময়ও থাকে না। তোমাদের সম্মুখে ঈমানের দাবি করে এরা স্রেফ তোমাদের প্রতারিত করতে চায়। তাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ওপরে সূরা আল বাকারার যে আয়াতসমূহের হাওলা দেয়া হয়েছে, তাতে কুরআন তাদের অন্তরের গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করে দিয়েছে। তাই আমাদের তাফসীরের আলোকে উক্ত আয়াতগুলোর ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিন।

ইহুদীদের ঈমানের দাবীর অসারতা প্রমাণ

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ الاية ঃ কুরআন তাদের ঈমানের দাবির অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরেছে এখানে। বলা হয়েছে এরাতো ঈমানের দাবি করে ঠিকই ; কিন্তু অবস্থা এই যে, এদের দিন রাতের যাবতীয় দৌড়-ঝাঁপ নিয়োজিত রয়েছে অধিকার হরণ, সীমালংঘন ও হারামখোরীর পথে। এখানে يسارعون শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর সাহায্যে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের সাথে কোনো প্রকার যুলুম ও সীমালংঘন প্রকাশ পাওয়া অথবা কোনো হারামের সাথে জড়িয়ে যাওয়া হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু একমাত্র হারাম খোরীই কারো জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়ে যাওয়া ও সার্বক্ষণিক তৎপরতা যুলুম ও সীমালংঘনের পথেই নিয়োজিত হওয়া অত্যন্ত নিকৃষ্ট আমল বৈ নয়। এমতাবস্থায় ঈমানের দাবি তো নিতান্তই অবান্তর। একথাটিকে অন্যত্র এভাবেও বলা হয়েছে যে, তাদের ঈমান যদি তাদেরকে এসব বিষয়ের হুকুম দেয়, তবে তো বড়ই নিকৃষ্ট জিনিসের হুকুম দিচ্ছে।

ইহুদী উলামা ও ফুকাহাদেরকে তিরস্কার

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ ঃ এটা হচ্ছে তাদের পীর-পুরোহিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা। অবশেষে তারা এসব মন্দকাজ ও হারামখোরী থেকে তাদের বাধা দেয় না কেন ? এ থেকে আলেম সম্প্রদায়ের ওপর ন্যস্ত গুরুদায়িত্বের বিষয়টিও প্রতিভাত হচ্ছে। তাছাড়া সে সময় ইহুদী সমাজ অধঃপতনের যে চরম পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিল তার ওপরও আলোক সম্পাত হচ্ছে। রোগীর রোগ যখন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে গড়ায় এবং চিকিৎসক মৃত্যুকেই নিরাময়ের উপায় ভাবতে শুরু করে তখন রোগীর জীবনাবসানে আর কিইবা সন্দেহ থাকে ? قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ মানে ঐসব গুনাহের কথা যার মধ্যে কতকের উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে ও কতকের উল্লেখ পরে আসছে। আর ঐ মিথ্যা সাক্ষ্যদানও এতে শামিল রয়েছে, যা ইহুদীদের মধ্যে রীতিমত একটা বাণিজ্যের আকার ধারণ করেছিল। অথচ তাদেরকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হক ও ইনসাফের সাক্ষী বানানো হয়েছিল। ইহুদী আলেমদের নৈতিক ও ঈমানী মৃত্যুর ওপর এখানে তিরস্কার করা হয়েছে। আয়াতের বর্ণনা ধারা প্রমাণ করে যে, তাদের ওপর এ মৃত্যু সঞ্চারিত হয়েছিল তাদের নিজেদেরই কর্মদোষে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ খোদ ইহুদী আলেমরাই ওইসব পাপে জড়িয়ে পড়েছিল যাতে নিমজ্জিত ছিল তাদের কওমের অধিকাংশ লোক। অবস্থা যখন ছিল এই, তখন তাদের যবান ওসব অন্যায় পাপের বিরুদ্ধে কিভাবেই সোচ্চার হতে পারতো ?

আয়াত ঃ ৬৪

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ؕ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

আল্লাহর সাথে ইহুদীদের বেআদবী

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ঃ ওপরে দীন ও দীনের নিদর্শনাবলীর সাথে তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এখানে অনুরূপ তাদের আরেকটি বেআদবী (ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি)-এর আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা পড়ে গেছে। বাঁধা পড়ে গেছে অর্থাৎ সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এটা ঠিক সূরা আলে ইমরানে ১৮১ নম্বর আয়াতে উদ্ধৃত উক্তিরই অনুরূপ উক্তি। তা হচ্ছে ঃ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ –"আল্লাহ ওসব লোকের কথা শুনে রেখেছেন যারা বলে যে, আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী ও সচ্ছল।" সেখানে আমরা বলেছি, কুরআন যখন মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করার দাওয়াত দিলো এবং এ দাওয়াতের জন্য মর্মস্পর্শী ভঙ্গী অবলম্বন করলো যে, এমন কে আছে যে আজ আল্লাহকে করযে হাসানা দেবে ? তখন ইহুদীরা কুরআনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার ও মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য এ দাওয়াতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বাহন বানিয়ে নিলো। তারা বলতে লাগলো, ইদানিং মুসলমানদের আল্লাহ খুবই গরীব হয়ে গিয়েছে। বান্দার কাছ থেকে করয নেবার প্রয়োজন পড়েছে। আল্লাহ মিঞা তো গরীব আর আমরা হচ্ছি ধনী। অবিকল অনুরূপ বক্তব্যই উদ্ধৃত হয়েছে এখানে। ইহুদীরা বলে, ইদানিং আল্লাহর হাত খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি এমন যে, বান্দার কাছ থেকে করয নেবার মতো অবস্থা দেখা দিয়েছে।

غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ঃ এটি হচ্ছে جمله معترضه হিসেবে তাদের উক্ত বেআদবীর পরিপ্রেক্ষিতে লা'নত ও অভিসম্পাত। এ তাৎক্ষণিক লানত ও অভিসম্পাতের কারণ এই যে, ইহুদীরা আল্লাহ ও তার মর্যাদা সম্পর্কে যেমন বেখবর ছিল না, তেমনি অর্থব্যয়ের দাওয়াতের এ অলংকারপূর্ণ ভঙ্গী সম্পর্কেও অনবহিত ছিল না। তারা সার্বিক

www.pathagar.com

ব্যাপারে ভালভাবেই অবগত ছিল। কিন্তু কুরআন ও নবী স.-এর শত্রুতায় এহেন অন্ধ বধির হয়ে গিয়েছিল যে, তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ করার যে কোনো সুযোগ থেকে ফায়দা নিতে কোনো অবস্থাতেই ভুল করতো না। এ বিষয়ের মাত্রই পরোয়া করতো না যে ঘটনা প্রবাহ কোথা থেকে কোথায় গড়ায় ?

ইহুদীদের ইতরামির মূল কারণ

بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ الاية : তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথে তাদের উক্ত বেআদবীমূলক আচরণের মূল কারণকেও উদঘাটন করা হয়েছে এখানে। তোমাদের প্রতি এই যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে তার প্রতিহিংসা তাদেরকে এহেন কাণ্ডজ্ঞানহীন বানিয়ে দিয়েছে যে, মুখে যা-ই আসে তাই বলে যায়। কুরআনের দরুন বনী ইসরাঈলের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষের যে আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে তার বিস্তারিত বিবরণ সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানেও আলোচিত হয়েছে। আর এ সূরাতেও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত অতিবাহিত হয়েছে। ইহুদীরা এ সত্য সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত ছিল যে, আরবদের কুরআন হস্তগত হওয়া মানে স্রেফ কুরআনের হস্তগত হওয়াই নয় ; বরং তার সাথে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বও তাদের নিকট হস্তান্তরিত হচ্ছে। যার সোল এজেন্ট এতদিন পর্যন্ত ছিল তারাই। এই বিদ্বেষ তাদের আল্লাহরও বিদ্রোহী বানিয়ে দেয়। আর এ কারণে তাদের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধেও চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ বপন হয়ে যায়।

মুসলমানদের সান্ত্বনাদান যে ইহুদীদের কোনো ইতরামি সফল হবে না

كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ : এটা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনা ও অভয় বাণী। অর্থাৎ যদিও শত্রুতা ও বিদ্বেষের আতিশয্যে এরা বরাবরই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির কোনো একটি প্রচেষ্টাকেও সফল হতে দেবেন না। বরঞ্চ যখনই এরা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করবে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেবেন। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কাফিররা যখনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করেছে তাতে অনিবার্যভাবেই ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও উস্কানী সক্রিয় ছিল। ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে ইশারা করেছি এবং পরে সূরা আনফালেও আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

এ পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা আল্লাহর মর্জির খেলাপ

وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ : এখানে উপরোক্ত বিষয়ের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যা আল্লাহর গুণাবলীর দাবি। সূরা আল বাকারার তাফসীরে আমরা এটা স্পষ্ট করেছি যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রকার ফাসাদই মূলত আল্লাহর আইনের লংঘন ও বিরুদ্ধাচরণ বৈ নয়। এতে বিশ্ব-জাহানের প্রাকৃতিক ও শরঈ ব্যবস্থাপনায়

www.pathagar.com

সংঘাত সৃষ্টি হয়। যাতে করে এ পৃথিবীর বরকত ও কল্যাণ তিরোহিত হয় এবং এতে ওসব ফিতনা ফাসাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যদ্দরুন দুনিয়া শয়তানের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিশ্ব স্রষ্টা—যিনি এ পৃথিবীকে সৃজন করেছেন তাঁর নিকট এর কল্যাণ ও কামিয়াবীই কাম্য। তাই তিনি এ ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টাকে ঐ সীমা পর্যন্তই অবকাশ দিয়ে থাকেন যতদূর তাঁর পরীক্ষা নীতির হেকমত অনুমোদন ও দাবি করে। ঐ সীমাকে অতিক্রম করার অনুমতি তিনি দেন না। তিনি তো তাদের চেষ্টা-সাধনাকে পসন্দ করেন যারা এ পৃথিবীতে হক ও ইনসাফপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার পতাকাবাহী। এ ব্যবস্থাই জগতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং খোদায়ী ফিতরতের অনুকূল। এ কারণেই তিনি তাদের—যদি তারা হক ও ইনসাফের সাক্ষ্যদানের দাবি পূর্ণ করে—সাহায্য করেন এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরোধিতা, কূটচাল ও যুদ্ধাভিযানের মুখেও তাদেরকে সৌভাগ্য ও বিজয় দান করে থাকেন।

আয়াত ঃ ৬৫-৬৬

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ
النَّعِيْمِ ○ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ
لَأَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ط مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا
يَعْمَلُوْنَ ○

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا ঃ পূর্বাপর আলোচনার ধারা প্রমাণ করে যে, এখানে ঈমান বলতে প্রিয়নবী স.-এর ওপর ঈমান আনাকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ আহলে কিতাব তাদের অনুসৃত এহেন হিংসা বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের পরিবর্তে যদি ঈমান ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতো তাহলে মহান আল্লাহ তাদের পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দিতেন এবং দাখিল করতেন তাদের স্বীয় নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতের বাগ-বাগিচায়।

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ الاية ঃ পরকালীন পুরস্কারের কথা বর্ণনা করার পর এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে পার্থিব বরকত ও কল্যাণের প্রতি। অর্থাৎ আহলে কিতাব মনে করে যে, যদি তারা এ দাওয়াত কবুল করে নেয় তাহলে এ যাবত ভোগ করে আসা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে। অথচ এটা নিছক তাদের নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী বৈ নয়। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যদি তারা এটা কবুল করে নিত তবে আসমান ও যমীন উভয়ের বরকত ও কল্যাণের দরোযা তাদের জন্য খুলে যেত। কিন্তু তাদের মধ্যে বোধশক্তি সম্পন্ন ও সত্য-সঠিক পথের অনুসারী খুবই কম—অধিকাংশই ফাসিক ও অসৎকর্মপরায়ণ।

وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ এর অর্থ স্পষ্টতই বুঝা যায় কুরআন। এ কুরআনকে কায়েম করার সাথে সাথে তাওরাত ও ইঞ্জীলকেও কায়েম করার উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। এদ্বারা উদ্দেশ্য, প্রথমত এটা প্রকাশ করা যে, কুরআন কায়েম করা মানে স্রেফ কুরআনই

www.pathagar.com

কায়েম করা নয় বরং এটা প্রকৃতপক্ষে তাওরাত ও ইঞ্জীলকেও কায়েম করা। কারণ তাওরাত ও ইঞ্জীল উভয়টির ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক এ কুরআনই হচ্ছে ঐ বস্তু যা তাওরাত ও ইঞ্জীল সবকিছুরই পূর্ণতা বিধানকারী ও সবকিছুর হেফাযত ও সুসংরক্ষণকারী। দ্বিতীয়ত, আহলে কিতাব নিছক পার্থিব ভোগ-সামগ্রীর জন্য—যেমন এ সূরারই ১২-১৫ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং তাওরাত ও ইঞ্জীলকে বরবাদ করেছে। আর এখনো এ দুনিয়ার মুহাব্বতই তাদের কুরআনকে গ্রহণ করার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। অথচ এগুলো গ্রহণ করা কোনোভাবেই দুনিয়া থেকে বঞ্চিত হবার সমর্থক ছিল না। যদি এরা তাওরাত ও ইঞ্জীল কায়েম করতো ও এক্ষণে আল্লাহর এ সর্বশেষ কিতাবকে গ্রহণ করতো এবং একে কায়েম করার প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতো তবে আসমান ও যমীন উভয়ই তাদের স্বীয় ভাণ্ডার উজাড় করে দিতো। সূরা আরাফে এ একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ-"যদি ঐ জনপদবাসীরা ঈমান আনতো ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করতো তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীন থেকে বরকতের দরোযা খুলে দিতাম।

'কায়েম করা' মানে জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ডে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি যে, মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাব এজন্যই দান করেছেন যেন, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিগত পর্যায়ে তার নির্দেশ ও বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করি। জীবন যদি আল্লাহর কিতাবের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে তবে মুখে মুখে আল্লাহর কিতাবের যত প্রশংসাই করা হোক না কেন, এতে না আল্লাহর কিতাবকে কায়েম করা হবে আর না এ প্রশংসার দ্বারা কেউ قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ -এর মর্যাদা হাসিলে সক্ষম হবে। বরঞ্চ এটাতো হবে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ভঙ্গ ও খোদায়ী শরীআতকে ধ্বংস করারই শামিল।

مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ঃ قصد শব্দের অর্থ সরল পথ। هُوَ عَلٰى قَصْدٍ অর্থ সে সরল-সঠিক পথে রয়েছে। এ থেকেই বলা হয় فُلَانٌ اقْتَصَدَ فِىْ اَمْرِهٖ - "সে তার কার্যকলাপে সঠিক পথে রয়েছে।" এখানে আহলে কিতাবের স্বল্প সংখ্যক সত্যপন্থীদের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ওপরে আহলে কিতাবের যে সামগ্রিক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে এরা ছিল তাদের ব্যতিক্রম। এরা তাদের সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত হকের ওপর কায়েম ছিল এবং অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিল।

২০. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৬৭-৮৬ আয়াত

প্রথমে মহানবী স.-কে সম্বোধন করে তাকিদ দেয়া হয়েছে যে, আপনি ওসব আহলে কিতাবের মাত্রই পরোয়া করবেন না, যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের গরিমায় মাতোয়ারা। তারা কামনা করে যে, তোমরাও তাদের এ কথিত সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান কর। হে নবী! রাসূল হিসেবে আপনার তো দায়িত্ব হলো, কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থেকে হকের প্রকাশ ও প্রচার করে যাওয়া—যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাযিল করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

এটাতো আপনার নিজস্ব কোনো ব্যাপার নয় যে, কারো তোয়াক্কা-তোয়াক্কা করে এতে কোনো প্রকার কমবেশী আপনি করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আল্লাহর পয়গাম। আর এ পয়গামকেই তার সম্বোধিত লোকদের নিকট পৌঁছে দেবার জন্য আপনাকে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। এতে যদি একটি বর্ণও কম-বেশী হয়, তবে তো তার মানে এই দাঁড়াবে যে, আপনি আপনার ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেছেন। এজন্য তারা যদি আপনার শত্রুতে পরিণত হয়, আপনি তার মাত্রই পরোয়া করবেন না। আল্লাহ্ আপনার হেফাযত করবেন এবং আপনার বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্তকেই সফল হতে দেবেন না।

এরপর অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় নবী স.-এর যবানীতে আহলে কিতাবকে সম্বোধন করে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনকে কায়েম না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তোমাদের কোনো দীনী মর্যাদাই স্বীকৃত নয়। আল্লাহর সাথে কারো কোনো সম্পর্ক কোনো দল উপদলের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্জিত হয় না। বরং এটা অর্জিত হয় আল্লাহ্ ও আখেরাতের ওপর ঈমান ও সৎকর্মের ভিত্তিতে।

অতপর ইহুদী ও নাসারাদের কুফর ও কুফরী আমল ও আকীদার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। ইহুদীদের কুফরীর কারণে তাদের প্রতি হযরত দাউদ আ. ও হযরত ঈসা আ. যে লানত করেছেন তার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের কুফর জনিত সমস্যা উদ্ভব হওয়ার ব্যাপারটি নতুন কোনো বিষয় নয় এটা অনেক পুরোনো ঘটনা বৈ নয়।

পরিশেষে নাসারাদের ঐ দলটির অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় প্রশংসা করা হয়েছে যারা বরাবর হকের ওপর কায়েম ছিল। তাই দেখা যায় এরা কুরআনের দাওয়াতকে তাদের নিজেদেরই বিবেকের আহ্বান মনে করেছে এবং সামনে অগ্রসর হয়ে তারা এর ডাকে সাড়া দিয়েছে। এরই আলোকে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ
ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ
وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم
مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ
ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ

www.pathagar.com

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ﴿৬৯﴾ لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ
كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا
وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿৭০﴾ وَحَسِبُوْۤا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ
تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا
يَعْمَلُوْنَ ﴿৭১﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ
وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ
مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ
مِنْ اَنْصَارٍ ﴿৭২﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ
اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿৭৩﴾ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿৭৪﴾ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ
نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿৭৫﴾ قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿৭৬﴾
قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا

www.pathagar.com

أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا
يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَىٰ كَثِيرًا
مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ
يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

www.pathagar.com

৬৭. হে রাসূল ! আপনি যথাযথভাবে পৌঁছে দিন যা আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে তা। যদি আপনি তা না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা পৌঁছার দায়িত্ব পালন করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির কওমকে হেদায়াত দান করেন না।

৬৮. আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব ! তোমরা তো কোনো ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত নও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কায়েম করবে তাওরাত, ইঞ্জীল ও তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা। একথা অবশ্য সত্য যে, এ ফরমান যা আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকের বিদ্রোহ ও কুফরীর মাত্রা আরো বৃদ্ধি করে দেবে। কাজেই আপনি এ কাফির কওমের জন্য মোটেই আফসোস করবেন না। ৬৯. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিম হোক কি ইহুদী, সাবেঈ হোক কি নাসারা—যে কেউ আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনবে ও নেককাজ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত চিন্তাক্লিষ্টও হবে না।

৭০. আমি তো অঙ্গীকার নিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে এবং তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম বিপুল সংখ্যক রাসূল। অনন্তর যখনই কোনো রাসূল তাদের কাছে এমন কোনো বিধান নিয়ে হাযির হয়েছে যা তাদের পসন্দসই ছিল না, তখনই তারা তাদের একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছে আরেক দলকে তারা হত্যা করেছে। ৭১. তারা ধরে নিয়েছিল যে, তাদের ওপর কোনো বিপর্যয় আসবে না। ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। তারপরও আল্লাহ তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিলেন। কিছুদিন পর তাদের অনেকেই আবার অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। তাদের সার্বিক কর্মতৎপরতা আল্লাহ খুব ভাল করেই লক্ষ করেছেন।

৭২. নিসন্দেহে তারা কাফির হয়ে গেছে যারা বলেছে যে, মসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ, অথচ মসীহ নিজেই বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা ইবাদাত করো একমাত্র আল্লাহর যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করবে আল্লাহ তার জন্য হারাম করে দেবেন জান্নাত এবং তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। আর এ যালিমদের ভাগ্যে কোনোই সাহায্যকারী জুটবে না। ৭৩. তারাও কুফরী করেছে যারা বলেছে, আল্লাহ তো তিনজনের মধ্যে একজন। অথচ এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা এখনো তাদের এসব অবান্তর কথাবার্তা থেকে ফিরে না আসলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের গ্রেফতার করবে। ৭৪. তবে কি তারা আল্লাহর কাছে তাওবা করবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে না ? আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭৫. মসীহ ইবনে মারইয়াম তো একজন রাসূল ছাড়া কিছুই ছিল না। তার আগেও অনেক রাসূল গত হয়েছে এবং তার মা একজন সত্যনিষ্ঠ মহিলা ছিল। তারা দুজনই খাদ্য গ্রহণ করতো। লক্ষ করো,

www.pathagar.com

তাদের জন্য সত্যের নিদর্শনসমূহ আমি কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করছি, আরো লক্ষ করো যে, তারা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। ৭৬. বলুন, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করো যা তোমাদের না কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, না কোনো উপকার করার? আল্লাহই তো সেই সত্তা যিনি সবকিছু শোনার ও সবকিছু জানার ক্ষমতা রাখেন। ৭৭. আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! নিজেদের দীনের ব্যাপারে তোমরা অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। আর যারা তোমাদের পূর্বে গোমরাহ হয়ে গিয়েছে এবং অনেক লোককে গোমরাহ করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিল, দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের যবানীতে তাদের ওপর লানত বর্ষিত হয়েছিল। এটা এজন্য যে, তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং এ ব্যাপারে তারা বাড়াবাড়ি করেছিল। ৭৯. তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে নিষেধ করতো না। তাদের গৃহীত কর্মনীতি ছিল অতীব নিকৃষ্ট। ৮০. আপনি তাদের মাঝে বহু লোককে এমন দেখতে পাবেন যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব পাতানোতে ব্যতিব্যস্ত। তাদের এ কৃতকর্ম কত নিকৃষ্ট যা তারা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য করেছে ; যদ্দরুন আল্লাহ তাদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়েছে। আর এরা চিরকাল আযাবেই নিমজ্জিত থাকবে। ৮১. তারা যদি বাস্তবিকই ঈমান আনত আল্লাহর ওপর, নবীর ওপর, তার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার ওপর, তাহলে এরা কিছুতেই কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অনেকেই ফাসিক।

৮২. আপনি সকল মানুষের মধ্যে মু'মিনদের প্রতি সর্বাধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবেন ইহুদী ও মুশরিকদের। আর মানুষের মধ্যে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে অধিক নিকটবর্তী আপনি তাদের পাবেন যারা বলে, আমরা তো নাসারা। কারণ তাদের মধ্যে আছে অনেক আলেম ও সংসার বিরাগী দরবেশ। আর তারা অহংকারও করে না। ৮৩. তারা যখন শুনতে পায় রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বাণী, তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, সত্যকে জানা ও চেনার কারণে তাদের চক্ষুসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তারা বলে ওঠে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আপনি আমাদের নাম সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করে নিন। ৮৪. অবশেষে আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তার প্রতি আমরা ঈমান আনবো না কোন্ যুক্তিতে—যখন আমরা এ প্রত্যাশা করি যে, আমাদের রব নেক্কার লোকদের সাথে আমাদের শামিল করে নিন। ৮৫. ফলে তাদের এ উক্তির জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার দেবেন এমন সব জান্নাত যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে—তারা সেখানে চিরকাল

www.pathagar.com

বসবাস করবে। আর এটাই হচ্ছে সৎকর্ম পরায়ণদের পুরস্কার। ৮৬. অপরদিকে যারা কুফরী করেছে ও আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

২১. শব্দের অর্থ ও আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৬৭

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ط وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

আহলে কিতাবের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ঃ এ আয়াত একটি মহান পয়গামের ভূমিকা। এটি ঐ পয়গাম যা ঐ সময় রাসূলুল্লাহ স.-এর ওপর ন্যস্ত করা হচ্ছিল যে, আপনি কোনোরূপ কাটছাঁট না করে ইহুদী ও নাসারাদের শুনিয়ে দিন। এ পয়গাম পরবর্তী ৬৮ থেকে ৮৬ নম্বর আয়াতের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। আর এতে এ উভয় জনগোষ্ঠীকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল ও আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব কুরআনকে কায়েম না করবে তোমাদের কোনোই দীনী মর্যাদা নেই। আল্লাহর সাথে কারো কোনো সম্পর্ক কোনো দল বা সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্জিত হয় না ; বরং তা অর্জিত হয় ঈমান ও আমলে সালেহ এর ভিত্তিতে, আর তোমরা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়েছ। ইহুদীরা আল্লাহর অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করেছে। তাঁর রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তাদের হত্যা করেছে। অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়ে অন্ধ-বধির হয়েছে। নাসারারা মসীহ আ.-এর শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্তি পূজারীদের প্রচারিত গোমরাহীকে নিজেদের দীন বানিয়ে নিয়েছে এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। এ পয়গামটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহুদী ও নাসারা উভয়ের দীনী মর্যাদার ওপর সর্বশেষ এ আঘাত হানা হচ্ছিল। এবং ঠিক ঐ মুহূর্তে এ আঘাত হানা হচ্ছিল যখন তারা তাদের সর্বাত্মক শক্তি এ বিষয়ের ওপর নিয়োগ করছিল যে, মুসলমানরা যেন তাদের দীনী মর্যাদাকে স্বীকার করে নেয়। এ কারণে মহানবী স.-কে বিশেষভাবে রাসূল শব্দযোগে সম্বোধন করে এ পয়গাম তার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। যাতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূল হয়ে থাকেন আল্লাহর বার্তাবাহক। তাই এটা তার অপরিহার্য কর্তব্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হবে, কোনোরূপ কাটছাঁট ব্যতিরেকে তার সম্বোধিত জনগোষ্ঠীর নিকট তা পৌঁছে দেবেন। এ পয়গাম তাদের মধ্যে কি ধরনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে এবং তারা এ পয়গাম ও পয়গাম্বরের সাথে কিরূপ আচরণ করে তা এখানে বিশেষ বিবেচ্য নয়।

www.pathagar.com

وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ঃ এটা বাড়তি তাকিদ। তাকিদ এ বিষয়ের যে, যদি সম্বোধিত জনগোষ্ঠীর তোয়াক্কা-তোয়াক্কা বা তাদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া যার আশংকায় তাতে কোনো প্রকার ত্রুটি করা হয় তবে এটা হবে মূল দায়িত্ব কর্তব্যের পালনেই ত্রুটি; যে দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য আল্লাহ কাউকে রাসূল মনোনীত করে থাকেন। এ বিষয়টিও বিবেচ্য যে, এ বাড়তি তাকিদের মধ্যে যে কঠোরতা বর্তমান, যদিও এ সম্বোধন বাহ্যত মহানবী স.-কে করা হয়েছে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে এসব সম্বোধনের মূল লক্ষস্থল হচ্ছে ইহুদী ও নাসারারা। মহান আল্লাহ তাদেরকে সম্বোধন করা পসন্দ করেননি। এজন্য নবী স.-কে সম্বোধন করে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ পয়গামের গুরুত্ব কতখানি এবং কতটা অকাট্য ও অনিবার্য ফায়সালার সাথে তা প্রেরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ঃ যদিও শব্দ প্রয়োগ النَّاس সাধারণ। কিন্তু বাক্যস্থিত ইঙ্গিত প্রমাণ করে যে, এখানে উদ্দেশ্য আহলে কিতাব বিশেষত ইহুদীরা। এমনিতেই তারা মহানবী স. ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লাগাতার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। কিন্তু পরবর্তীতে আসন্ন ঘোষণার পর তারা কোনো প্রকার আপোষ রফার আশা ও সম্ভাবনা থেকে চূড়ান্তভাবে নিরাশ হয়ে তাদের সর্বশেষ খেলাটাও খেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারতো। এ কারণে মহান আল্লাহ তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তাদের বিরোধিতা ও শত্রুতার কোনো পরোয়া আপনি করবেন না। এ শয়তানদের সর্বপ্রকার অপতৎপরতার হাত থেকে আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করবেন। اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ আল্লাহ তাদের কোনো চক্রান্তকেই আপনার বিরুদ্ধে সফল হতে দেবেন না। هدى يهدى অন্যত্র আমরা এ শব্দটির ব্যাখ্যা সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ কাউকে তার প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনায় সফল করার অর্থেও এটি এসে থাকে। ইতোপূর্বেকার আয়াত كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ -এতেও একই বিষয়বস্তু বিবৃত হয়েছে একটু ভিন্ন ও আলাদা ভাষায়।

আয়াত ঃ ৬৮-৬৯

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ج فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

www.pathagar.com

পয়গামের ভাষ্য

এটি হচ্ছে সেই পয়গাম যা আহলে কিতাবকে চাই সে ইহুদী হোক কিংবা নাসারা—শুনিয়ে দেবার জন্য প্রিয়নবী স.-কে হুকুম দেয়া হয়েছে। তা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল ও যা কিছু তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে তা কায়েম না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কোনোই ভিত্তি নেই। তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে একটা সম্মানিত জাতি আল্লাহর সুহৃদ ও প্রিয়পাত্র, মনোনীত ও প্রিয়পাত্রদের বংশধর, আখেরাতে শাস্তি থেকে সুরক্ষিত, আল্লাহর বিশেষ আপনজন এবং কে জানে আরো কত কি বানিয়ে বসে আছ। কিন্তু এসবই মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নীল কথাবার্তা বৈ নয়। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলে ঠিকই দেখতে পাবে যে, তোমরা হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছ এবং কল্পলোকের প্রাসাদ সজ্জিত করে চলেছ। তাওরাত, ইঞ্জীল ও আল্লাহর নাযিলকৃত জিনিস কায়েম করার তাৎপর্য আমরা ওপরে নিবেদন করে এসেছি। তা হচ্ছে জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও সমস্যাবলীর সাথে কার্যত এগুলোর সম্পর্ক কায়েম করা। এ সূরাতেই বিস্তারিতভাবে এ আলোচনা করা হয়েছে যে, এটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের দলীল। তাতে আল্লাহ তাঁর নির্দেশাবলী ও আইন-কানুন দিয়েছেন এবং এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, এসবের আলোকেই জীবন যাপন করতে হবে এবং এ অনুযায়ীই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফায়সালা করতে হবে, এ দায়িত্ব পালন করার জন্যই এগুলোর ধারক বাহকদেরকে قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ও شُهَدَآءَ لِلّٰهِ -এর ন্যায় মর্যাদাপূর্ণ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। যদি ঐ অঙ্গীকার পত্রকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়, জীবনের সাথে কার্যত তার কোনো সম্পর্কই অবশিষ্ট না থাকে কিংবা থাকলেও তা যদি হয় স্রেফ নিজেদের কামনা বাসনা প্রদত্ত সনদের সীমা পর্যন্ত তবে দীনি নেতৃত্ব, ধর্মীয় পবিত্রতা ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের এসব দাবী-দাওয়া কোন্ ভিত্তির ওপর স্থাপিত ? এ ধরনের লোকদের সাথে আল্লাহর কি সম্পর্ক ? এবং আল্লাহরই বা এদের সাথে কি এমন দহরম মহরম ?

وَمَآ اُنْزِلَ الاية বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে

وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ঃ এর তাৎপর্য কুরআন মজীদ। কুরআন মজীদ ভিন্ন অন্য কোনো তাৎপর্য গ্রহণ করার অবকাশ এখানে নেই। অব্যবহিত পরেই তাকে مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ শব্দগুচ্ছ দ্বারা ব্যাখ্যা করে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এর অর্থ কুরআন বৈ নয়। এখানে কুরআনকে وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ শব্দমালার সাহায্যে ব্যক্ত করাতে আহলে কিতাবের ওপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার একটি দিকও রয়েছে। তা এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল উভয়টিতে আহলে কিতাবের কাছ থেকে আল্লাহ তাআলা এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদের নিকট এই এই গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নবী আল্লাহর সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ সহীফা নিয়ে আসবেন। তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। তাঁর অনুসরণ করবে। তাঁর সাহায্য করবে ও তার সাক্ষ্য প্রদান করবে। এদিকটির প্রতিই এখানে ইশারা বর্তমান। এমনি এক প্রেক্ষাপটে কুরআন তার যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য মোতাবেক নাযিল হয়েছে যার

www.pathagar.com

বর্ণনা এসেছিল পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে। এই যখন বাস্তবতা তখন তাওরাত ও ইঞ্জীলকে কায়েম করার উপায় তো এটাই হতে পারে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত এ কিতাবকে আহলে কিতাব কায়েম করবে। এটির কায়েম হওয়াই তো তাওরাত ও ইঞ্জীল সবকিছুর কায়েম হওয়া।

কুরআন ইহুদীদের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষকে উস্কে দিল

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم الاية ঃ অর্থাৎ হবার কথা তো ছিল এই যে, এরা হবে এ কিতাবের পতাকাবাহী আর এভাবে তারা হবে তাওরাত ও ইঞ্জীলের বাস্তবায়নকারী। আর তা কায়েম করার অঙ্গীকারও তাদের থেকে নেয়া হয়েছিল। এতে করে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতো এবং আল্লাহর নিকট ও বান্দার নিকট সফলকাম হতো। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটে তাহলো এ কিতাব তাদের নাফরমানী ও তাদের কুফরীতে অধিকতর প্রবৃদ্ধি এনে দিল। পরে ইহুদীদের নাফরমানী ও নাসারাদের কুফর ও শিরকের বিস্তারিত বিবরণ আসছে। নিয়ম হলো, যে বিদ্বেষ চাপা থাকে তার মূল উদ্দীপক যখন সামনে এসে যায় তখন ঐ বিদ্বেষ পরিপূর্ণ প্রচণ্ডতা সহকারে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। বনী ইসমাঈলের ওপর তো আহলে কিতাবের এ ক্ষোভ পূর্ব থেকেই ছিল যে, সর্বশেষ রাসূলের আবির্ভাব তাদের মাঝেই হতে যাচ্ছে কিন্তু এ ক্ষোভ চাপা অবস্থায় বর্তমান ছিল। যখন তারা দেখলো যে, ব্যাপরটি বাস্তবেই সংঘটিত ও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে তখন তাদের হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠলো। অথচ তাদের ভাবা উচিত ছিল, যদি তারা কুরআনকে কবুল করে নিতো ও তা কায়েম করার জন্য বদ্ধপরিকর হতো, তবে তারা অন্য কারো কাজ করতো না ; বরঞ্চ খোদ নিজেদেরই দায়িত্ব পালন করতো মাত্র। কুরআনকে কায়েম করা—যেমন আমরা ওপরে ইঙ্গিত দিয়েছি—স্রেফ কুরআনকেই কায়েম করা নয় বরং তা ছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলকেও কায়েম করা। কারণ এতে করে উপরোক্ত কিতাবগুলোর ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তবায়ন হতো। কিন্তু যখন কোনো জাতির বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় তখন তারা এরূপই অন্ধে পরিণত হয়। তাই নবী স.-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থার জন্য আপনি দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হবেন না। তারা তো নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে নিয়ে এসেছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا الاية ঃ অবিকল অনুরূপ আয়াত সূরা আল বাকারাতেও উক্ত হয়েছে। দেখুন ৬২ নম্বর আয়াত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সেখানে রয়েছে صَابِئِيْنَ আর এখানে صَابِئُوْنَ সেখানে نصارى শব্দটি صَابِئِيْنَ শব্দের পূর্বে এসেছে আর এখানে এসেছে পরে। এটা স্রেফ বর্ণনাভঙ্গীর বৈচিত্র বৈ নয়। صَابِئُوْنَ শব্দটি এখানে স্থানের ওপর عطف হওয়ার দরুন رفع এর অবস্থায় হয়েছে। এ আয়াতের সকল শব্দই সূরা আল বাকারার তাফসীরে আলোচনায় এসে গিয়েছে, সেখানে এটি পূর্বাপর যে বর্ণনাভঙ্গীতে এসেছে এখানেও একই ধারাবাহিকতায় এসেছে। ওপরে আহলে কিতাবকে সম্বোধন করে যা বলা হয়েছিল, এটি প্রকৃতপক্ষে তারই অতিরিক্ত বিশ্লেষণ বৈ নয়। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট কারো সম্মান ও মর্যাদা কোনো দল বা সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্জিত হয় না। অবশ্য ইহুদী ও নাসারারা তাই মনে করে নিয়েছে। মর্যাদা নির্ণীত ও অর্জিত হয় মূলত আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান ও আমলে সালেহ বা সৎকর্মের ভিত্তিতে। এটা অর্জিত না হলে কেউ মুসলমানদের দলভুক্ত হবার দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট তার কোনোই মর্যাদা স্বীকৃত নয়। পক্ষান্তরে এটা হাসিল হলে যদি বা সে সাবেয়ীন নক্ষত্র পূজারী দলভুক্ত হোক তাতে কিছু এসে যায় না। সে তার ঈমানের বদৌলতে আল্লাহর নিকট সম্মান লাভ করবে। এ আয়াতের উদ্দেশ্য—সূরা আল বাকারার তাফসীরেও এটা বর্ণিত হয়েছে যে—নিছক দল ও সম্প্রদায়গত অহংকার ও আত্মম্ভরিতার অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরা। ঈমানের বিভিন্ন অংশের বিবরণ তুলে ধরা অবশ্যই এর উদ্দেশ্য নয়। এখানে إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا বলতে জাতি হিসেবে মুসলমানদের বুঝানো হয়েছে। যদ্বারা এ সত্যকে তুলে ধরাই উদ্দেশ্য যে, যদি মুসলমানরাও আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান ও সৎকর্ম থেকে বেনিয়াষ হয়ে নিজেদের জাতিগত সম্পর্ককেই নাজাতের গ্যারান্টি মনে করে বসে তাহলে তাদের জন্যও একই হুকুম। বরং সেক্ষেত্রে অশুভ পরিণতির দিক থেকে তাদেরই নাম থাকবে সবার শীর্ষে।

আয়াত ঃ ৭০-৭১

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ۝ وَحَسِبُوْۤا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

ইহুদীদের অপরাধ

মহান আল্লাহর নিকট আহলে কিতাবের কোনো দীনি মর্যাদাই নেই কেন তারই দলিল বর্ণিত হচ্ছে এখানে। বলা হয়েছে, তাদের কাছ থেকে যে কিতাব ও শরীআতের পাবন্দী করার প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল এবং যার নবায়ন ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য একের পর এক বিপুল সংখ্যক রাসূল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছিল, সে প্রতিশ্রুতি তারা ভঙ্গ করে। তার নবায়ন ও পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যেসব রাসূল আগমন করেছিলেন, তাদের বাণী ও বক্তব্যকে নিজেদের বাসনার বিপরীত পেয়ে তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো এবং তাদেরকে হত্যা করলো। তাদের এ প্রত্যাখ্যান ও হত্যালীলার বিস্তারিত বিবরণ সূরা আল বাকারায় আলোচিত হয়েছে।

আল্লাহর অনুগ্রহ তাদের ঔদ্ধত্যকে আরো বাড়িয়ে দিল

وَحَسِبُوْۤا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ الاية ঃ فتنه শব্দের অর্থ পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করা। পরীক্ষা যেহেতু পাকড়াও করার আকারেও হয়ে থাকে—এবং এখানকার প্রেক্ষাপটও তাই —সেহেতু আমরা এর অর্থ করেছি ধরা বা পাকড়াও করা। তাৎপর্য এই যে, বনী ইসরাঈল

রাসূলদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা ও তাদের হত্যা করার যে অপরাধ করেছে তজ্জন্য তাৎক্ষণিক-ভাবে তাদের পাকড়াও করা হয়নি। এতে তারা মনে করলো, এখন তাদের আর পাকড়াও-ই করা হবে না। অথচ আল্লাহর নীতি এটা নয় যে, তিনি অনিবার্যভাবে প্রতিটি অপরাধের শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে দেবেন। বরং তিনি তো অপরাধীদের ঢিল দিয়ে থাকেন। যেন তারা যদি চায় তাওবা ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়; অন্যথায় নিজেদের পাপের পাল্লা ষোলকলায় পূর্ণ করে নেয়। তার ফল এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন। অতপর তারা তাওবা ও নিজেদের সংশোধন করলো। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু এরপর তারা আবারো অন্ধ-বধির হয়ে গেল। তবে তারা অন্ধ বধির হলে হোক, তাতে কি? আল্লাহ তো অপার-অসীম দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। তিনি তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড দেখতে পাচ্ছেন। আর যখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন তখন অনিবার্যভাবে তিনি তাদের শাস্তিদান না করে ছাড়বেন না।[১]

ইহুদীদের ওপর দুটি ধ্বংসলীলা

আয়াতে বনী ইসরাঈলীদের দু'বার অন্ধ-বধির হবার ও তার পরিপ্রেক্ষিতে পাকড়াও হবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উহ্যকরণের এ রীতি বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ -এর পূর্বে 'আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন, অতপর তারা তাওবা ও নিজেদের সংশোধন করল' কথাটি উহ্য রয়েছে। যদ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পাকড়াওয়ের পর তারা তাওবা ও আত্মসংশোধন করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পাকড়াওয়ের পর তারা যথারীতি অন্ধ বধিরই থেকে গেলো। কুরআন তাদেরকে তাওবা ও আত্মসংশোধনের যে দাওয়াত দিয়েছে নিজেদের দুর্ভাগ্যজনক আমল ও কর্মকাণ্ডের দরুন তারা তাকে উপেক্ষাই করে চলেছে। এ স্থলে আমার মন বার বার ঐ দিকে ধাবিত হয় যে, এদ্বারা তাদের ইতিহাসের দুটি বড় বড় ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে ঘটনাগুলোতে তারা তাদের অপকর্মের দরুন আসওয়ার সালামনসরের সম্রাট ও বাবেল নবুখায নফরের সম্রাটের হাতে বিপর্যস্ত হয়েছিল। সূরা বনী ইসরাঈলের ৬-৮ নম্বর আয়াতে ঐ মহাদুর্যোগের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। সেখানে ইনশাআল্লাহ আমরা তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরবো। আমরা এও তুলে ধরবো যে, বনী ইসরাঈল কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে কিভাবে আল্লাহর দ্বিতীয় পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবার পথ নিজেদের ওপর বন্ধ করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বরং নিজেদের ওপর তাঁর রহমতের দরোজাও চিরতরে বন্ধ করে দেয়।

আয়াত : ৭২

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

১. এ আয়াতের ইঙ্গিতসমূহ বুঝার জন্য দেখুন নহিমিয় ৯ : ২৪-৩৮

www.pathagar.com

নাসারাদের পাপ

ইহুদীদের পর এখানে নাসারাদের কুফর ও শিরকের বর্ণনা করা হয়েছে। যেন তাদের নিগূঢ় তত্ত্বও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দীনের নিক্তিতে তাদের মর্যাদাই বা কতটুকু। সূরা আলে ইমরানের ৩৩-৬২ ও সূরা নিসার ১৭১-১৭৩ নম্বর আয়াতেও এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে অনেক বিষয়েরই বিশদ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। সূরা নিসার সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা স্পষ্ট করেছি যে, নাসারারা ছিল 'হুলুল' (আল্লাহর অবতার হওয়া) ও ত্রিত্ববাদ উভয়টিরই প্রবক্তা আর এ দুটি বিষয়ই কুফরী। এখানে 'হুলুল' এর কুফরী হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তিন খোদার আকীদার কুফর হওয়া সম্পর্কে বক্তব্য এসেছে। اُعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ -এর ওপর ইঞ্জীলের বরাত অন্যত্র উদ্ধৃত হয়েছে। اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ الاية হযরত মসীহ্ আ.-এর উক্তির অংশ নয় ; বরং এটি হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাসারাদের উদ্দেশ্যে সতর্কীকরণ।

আয়াত ঃ ৭৩-৭৬

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○ قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ত্রিত্ববাদের আকীদার তাৎপর্য পর্যায়ে সূরা আলে ইমরান ও সূরা আন নিসায় ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এরূপ ভঙ্গীতে উক্ত আকীদাকে ব্যাখ্যা করার দ্বারা এটি যে কত গুরুতর তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ বিশ্ব চরাচরের সৃজনকর্তা ও শাসনকর্তা তো এক লা-শরীক আল্লাহই ; কিন্তু যালিমরা তাঁর খোদায়ীকে তিনভাগে বিভক্ত করে তাঁকে তিনজনের মধ্যে তৃতীয় সত্তার মর্যাদা দিয়ে রেখেছে।

لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ঃ এখানে مِنْهُمْ শব্দ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, যদিও তিন খোদার মতবাদ কুফরী এবং এর প্রবক্তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি, কিন্তু তবু এদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে তাওবা ও আত্মসংশোধন করার সুযোগও। আর এ সুযোগ অবধারিত রয়েছে তাদেরই জন্য তাদের মধ্য থেকে যারা কুরআনের দাওয়াত কবুল করে নিজেদের সংশোধন করে নেবে। তারা নিজেদেরকে উক্ত আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেবে।

www.pathagar.com

কিন্তু যারা এর পরও ফিরে আসবে না তারা অনিবার্যভাবে উক্ত আযাবের সম্মুখীন হবে। এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য এর সাথে যোগ করা হয়েছে নিম্নোক্ত অংশটি أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ الاية

হযরত মসীহ আ.-এর মানবত্বের দলীল

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ الاية ঃ অর্থাৎ মারইয়াম পুত্র মসীহকে তোমরা আল্লাহ বানিয়ে ছেড়েছো। অথচ সেতো হচ্ছে আল্লাহর রাসূলগণের মধ্য থেকে একজন রাসূল মাত্র। তার পূর্বেও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছে। তারা যেমন ছিল আল্লাহর রাসূল ; ঠিক তদ্রূপ এও আল্লাহর রাসূল ছিল। মেজাজ, কর্মকুশলতা, দাওয়াত, দাসত্ব, বিনয়-নম্রতা ও মানবতা—প্রতিটি বিষয়ে তারা ছিল সমগুণের অধিকারী ও পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। অতপর তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে উলুহিয়াত শরীক করে দেয়ার কি অর্থ থাকতে পারে ? وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ তার মা—যে তাকে প্রসব করেছে—সে ছিল আল্লাহর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান বান্দী। সে ছিল একাধারে মু'মিন, ইবাদাত গুজার, বিনত-বিনম্র এক নারী। এরপরও কথা হলো, এই মা ও পুত্র উভয়ই খাদ্য গ্রহণ করতো। নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য এরা ঠিক তদ্রূপ খাদ্য-পানীয়ের মুখাপেক্ষী ছিল যেমন থাকে অন্যান্য মানুষ। এসবগুলো বিষয়ের প্রমাণ স্বয়ং ইঞ্জীলেই মওজুদ রয়েছে। অতপর খাদ্য-পানীয় ও যাবতীয় মানবীয় প্রয়োজনাদির মুখাপেক্ষী সৃষ্টিকে তোমরা আল্লাহ বা উলুহিয়াতে শরীক সত্তা বলে কিভাবে সিদ্ধান্ত করে বসলে ?

এটা এখানে লক্ষণীয় যে, খাদ্য-পানীয়ের মুখাপেক্ষী এমনিতেই মানবত্বের প্রমাণ। কিন্তু আহলে কিতাব বিশেষ করে নাসারাদের নিকট তো এটা মানবত্বের সর্বজন স্বীকৃত একটা প্রমাণ। হযরত ইবরাহীম আ.-এর নিকট এসেছিলেন ফেরেশতারা। তারা এসেছিলেন তাকে তার পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়ার জন্য আর এসেছিলেন কওমে লূতের প্রতি শাস্তি সহকারে। হযরত ইবরাহীম আ. প্রথমত তাদের মানুষ ভেবেছিলেন। তাই তাদের মেহমানদারীর জন্য তাদের সামনে পেশ করেছিলেন বাছুরের ভূনা গোশত। কিন্তু যখন তারা খাবারের দিকে হাত প্রসারিত করলেন না তখন ইবরাহীম আ. তাৎক্ষণিকভাবেই বুঝতে পারলেন যে, এরা তো মানুষ নয়, বরং আল্লাহর ফেরেশতা।

অনুরূপভাবে ইঞ্জীলে স্বয়ং ঈসা আ. সম্পর্কে রয়েছে যে, যখন তার শাগরেদরা তাকে একটা রূহ ভেবে তাকে ভয় পেল, তিনি ভূনা মৎসের একটা টুকরা তাদের সামনে ভক্ষণ করে তাদের আশ্বস্ত করলেন যে, তিনি কোনো রূহ নন, বরং মানুষ। লূক এ রয়েছে ঃ

"তাঁহারা পরস্পর এই সকল কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে তিনি আপনি তাঁহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, ও তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। ইহাতে তাঁহারা মহাভীত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া মনে করিলেন, আত্মা দেখিতেছি। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ ? তোমাদের অন্তরে বিতর্কের উদয়ই বা কেন হইতেছে ? আমার হাত আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং ; আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ ; কারণ আমার যেমন দেখিতেছ, আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হাত ও পা

www.pathagar.com

দেখাইলেন। তখনও তাঁহারা আনন্দ প্রযুক্ত অবিশ্বাস করিতেছিলেন এবং আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছিলেন, তাই তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কাছে এখানে কি কিছু খাদ্য আছে ? তখন তাঁহারা তাঁহাকে একখানি ভাজা মাছ দিলেন। তিনি তাহা লইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন।"–লূক ২৪ ঃ ৩৬-৪৩

انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ الاية ঃ اُنْظُرْ শব্দটি বিস্ময় প্রকাশের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কথাগুলো বিবৃত হয়েছে অত্যন্ত বিশদভাবে। এমনভাবে যে, নেহাত স্থূলবুদ্ধি বা চরম হঠকারী ব্যক্তির পক্ষেই এটা বুঝতে অপারগ হওয়া সম্ভবপর। এজন্য বলা হয়েছে, এহেন বিশদভাবে বলার পরও তাদের বক্র চিন্তা ও হঠকারিতা দেখ যে, কিভাবে বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছে ?

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الاية এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের পক্ষে তো ইবাদাত স্রেফ ঐ সত্তারই করা কর্তব্য, যিনি প্রকৃত অর্থেই উপকারকারী ও ক্ষতিসাধনকারী। এরূপ সত্তা একমাত্র আল্লাহরই সত্তা। একমাত্র তিনি উপকারকারী ও ক্ষতিসাধনকারী এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। অন্যান্যের পূজা-অর্চনায় কি-ইবা লাভ ? ওরা তো উপকারকারীও নয়, অপকারকারীও নয়। আর না তারা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

আয়াত ঃ ৭৭

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ○

নাসারাদের সীমালংঘন

সম্বোধন বাহ্যত যদিও সাধারণভাবে আহলে কিতাবের প্রতি, কিন্তু সম্বোধনের লক্ষ মূলত নাসারারা। তাদের বাড়াবাড়ি ও চরম সীমালংঘন পর্যায়ে সূরা আন নিসার ১৭১ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দীনের ব্যাপারে ইহুদীদের সাধারণ ব্যাধি যেমন 'তাফরীত' তথা বিধান পালনে চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্য তদ্রূপ নাসারাদের সাধারণ ব্যাধি হলো ইফরাত ও গুলু তথা চরম বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন। আর 'ইফরাত' ও 'তাফরীত' উভয়টিই হচ্ছে দীনের জন্য ধ্বংসকর। এ বাড়াবাড়িরই মাজেজা হচ্ছে, নাসারারা হযরত মসীহ আ.-কে রাসূল থেকে খোদা বানিয়ে ছেড়েছে। অতপর তার মাতা ও রূহুল কুদুসকেও উলুহিয়াতে শরীক করে দিয়েছে। তারা যে বৈরাগ্যবাদের ধারণা দাঁড় করিয়েছে, এ সম্পর্কেও কুরআন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, এটা তাদের সীমালংঘনেরই ফলশ্রুতি বৈ নয়।

খৃষ্টবাদ সর্বতোভাবে মূর্তিপূজারী জাতিসমূহেরই অনুকরণ বৈ নয়

وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا ঃ اَهْوَآءَ মানে বিদ'আতসমূহ। বিদ'আত যে আকার ও প্রকারেই হোক না কেন, সবগুলোরই উদ্ভব হয়

www.pathagar.com

কামনা-বাসনা থেকে। মানুষ যখন তার কোনো বাসনাকে দীন বানাতে চায়, তখন সে তার জন্য কোনো বিদ'আত উদ্ভাবন করে এবং তার ওপর দীনের প্রলেপ চড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। বিদ'আতের জন্য এ শব্দটির প্রয়োগ করে কুরআন তার মৌল উৎসের সন্ধান বলে দিয়েছে। 'কওম' বলতে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে পল ও তার সঙ্গী-সাথীদের প্রতি; যারা খৃষ্টবাদের মূল কাঠামোকে বিকৃত করে দিয়েছে এবং মূর্তি পূজারী জাতিসমূহের অনুকরণে ত্রিত্ববাদ ইত্যাদির মায়াজাল বিস্তার করেছে। قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ-এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সমস্ত বিদআতের মৌল উপাদান এরা গ্রহণ করেছে তাদের পূর্ববর্তী গোমরাহীসমূহ থেকে। খৃষ্টবাদে প্রবেশ করার পূর্বে তারা যেসব গোমরাহীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল ওসব গোমরাহীর ওপরই তারা খৃষ্টীয় মতবাদের প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা করেছে। এভাবে তারা নিজেরাও হকের রাজপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং অন্যদেরও গোমরাহ করেছে। এ বর্ণনা ভঙ্গীর মধ্যে পরোক্ষভাবে নাসারাদের জন্য এ শিক্ষাও নিহিত রয়েছে যে, আজ যে জিনিসকে তোমরা খৃষ্টবাদ মনে করছো এটা তোমাদের নিজস্ব কোনো ব্যাপার নয় ; বরঞ্চ এটা মূর্তিপূজারী জাতিগুলো থেকে আমদানী করা একটা বস্তু যা তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

আয়াত ঃ ৭৮-৮১

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْۤ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

ইহুদীদের প্রতি নবীদের লানত বর্ষণ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْۤ اِسْرَآئِيْلَ الاية ঃ এখানে পুনরায় বনী ইসরাঈলের আলোচনা নিয়ে আসা হয়েছে। বলা হয়েছে, আজ তো তারা নিজেদের পরিচ্ছন্নতা ও মর্যাদা-মাহাত্ম্যের বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছো। কিন্তু তাদের অব্যাহত ইতিহাস তো এই চলে এসেছে যে, দাউদ আ. থেকে শুরু করে মারইয়াম পুত্র ঈসা আ. পর্যন্ত প্রত্যেক নবী তাদের অবস্থার ওপর শোক ও আর্তনাদ করেছেন। গীতসংহিতার বিভিন্ন স্থানে এমন সব বিষয় পাওয়া যায় যদ্দারা অনুমিত হয় যে, বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গজনিত কারণে হযরত দাউদ আ.-এর অন্তর ছিল ক্ষত-বিক্ষত। তিনি তার দোয়া-মোনাজাতে বারংবার তাদের প্রতি লা'নত করেছেন। দেখুন গীতসংহিতা অধ্যায় ১২ ঃ ১-৩ অধ্যায় ২৮ ঃ ৩-৬ অধ্যায় ৪০ ঃ ১০-১৭ অধ্যায় ৬৮ ঃ ১-৪ অধ্যায় ১০৯ অধ্যায় ১৪০ ঃ ৬-১১ অধ্যায় ৫৯ সম্পর্কেও ব্যাখ্যাকারদের মন্তব্য হলো তাতে বনী ইসরাঈলেরই ওপর লানত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ঐ মোনাজাতগুলোর যে বর্ণনা-ভঙ্গী, তার উদাহরণস্বরূপ একটি মোনাজাতের কিয়দংশ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

"কিন্তু দুষ্টকে ঈশ্বর কহেন,
আমার বিধি প্রচার করিতে তোমার কি অধিকার ?
তুমি আমার নিয়ম কেন মুখে আনিয়াছ ?
তুমি ত শাসন ঘৃণা করিয়া থাক,
আমার বাক্য পশ্চাতে ফেলিয়া থাক।
চোরকে দেখিলে তুমি তাহার সহিত প্রণয় করিতে,
তুমি ব্যভিচারীদের সহভাগী হইতে।
তুমি মন্দ বিষয়ে মুখ বাড়াইয়া দিয়া থাক,
তোমার জিহ্বা ছল রচনা করে।
তুমি বসিয়া নিজ ভ্রাতার বিরুদ্ধে কথা কহিয়া থাক,
তুমি আপন সহোদরের নিন্দা করিয়া থাক।
তুমি এই সকল করিয়াছ, আমি নীরব হইয়া রহিয়াছি ;
তুমি মনে করিয়াছ, আমি তোমারই মতন ; আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করিব, ও তোমার সাক্ষাতে সমস্তের বিন্যাস করিব।
তোমরা যাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইতেছ ইহা বিবেচনা কর,
পাছে আমি তোমাদিগকে বিদীর্ণ করি, আর উদ্ধার করিবার কেহ না থাকে।"

–গীতসংহিতা ৫০ ঃ ১৬-২২

হযরত মসীহ আ.-এর লা'নত

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ আ.-ও তাদের বারবার লা'নত করেছেন ; যার উদাহরণ বাইবেলের গ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে। আমরা সংক্ষেপ করণার্থে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে তিনি বলেন ঃ

"আপনারাও তাহাতে প্রবেশ কর না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতে আইসে, তাহাদিগকেও প্রবেশ করিতে দেও না।"

"হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ এক জনকে যিহূদী-ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য তোমরা সমুদ্রে ও স্থলে পরিভ্রমণ করিয়া থাক ; আর যখন কেহ হয়, তখন তাহাকে তোমাদের অপেক্ষা দ্বিগুণ নারকী করিয়া তুল।"

"হা অন্ধ পথ-দর্শকেরা, ধিক্ তোমাদিগকে! তোমরা বলিয়া থাক, কেহ মন্দিরের দিব্য করিলে তাহা কিছুই নয়, কিন্তু যে কেহ মন্দিরস্থ স্বর্ণের দিব্য করিল, সে আবদ্ধ হইল।

"মূঢ়েরা ও অন্ধেরা, বল দেখি, কোন্টা শ্রেষ্ঠ ? স্বর্ণ, না সেই মন্দির, যাহা স্বর্ণকে পবিত্র করিয়াছে ?

আরও বলিয়া থাক, কেহ যজ্ঞবেদির দিব্য করিলে তাহা কিছুই নয়, কিন্তু যে কেহ তাহার উপরিস্থ উপহারের দিব্য করিল, সে আবদ্ধ হইল।"

"হা অন্ধেরা, বল দেখি, কোন্টী শ্রেষ্ঠ ? উপহার, না সেই যজ্ঞবেদী, যাহা উপহারকে পবিত্র করে ?

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি যজ্ঞবেদির দিব্য করে, সেত বেদির ও তাহার উপরিস্থ সমস্তেরই দিব্য করে।"

"আর যে মন্দিরের দিব্য করে, সে মন্দিরের, এবং যিনি তথায় বাস করেন, তাঁহারও দিব্য করে।"

"আর যে স্বর্গের দিব্য করে, সে ঈশ্বরের সিংহাসনের, এবং যিনি তাহাতে উপবিষ্ট, তাঁহারও দিব্য করে।"

"হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ তোমরা পোদিনা, মৌরি ও জিরার দশমাংশে দিয়া থাক ; আর ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর বিষয়—ন্যায়বিচার, দয়া ও বিশ্বাস—পরিত্যাগ করিয়াছ ; কিন্তু এ সকল পালন করা, এবং ঐ সকলও পরিত্যাগ না করা, তোমাদের উচিত ছিল।"

"অন্ধ পথ-দর্শকেরা, তোমরা মশা ছাঁকিয়া ফেল, কিন্তু উট গিলিয়া থাক।"

"হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ তোমরা পানপাত্র ও ভোজনপাত্র বাহিরে পরিষ্কার করিয়া থাক, কিন্তু সেগুলির ভিতরে দৌরাত্ম ও অন্যায় ভরা।"

"অন্ধ ফরীশী, অগ্রে পানপাত্র ও ভোজনপাত্র ভিতরে পরিষ্কার কর, যেন তাহা ব্যহিরেও পরিষ্কার হয়।"

"হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ তোমরা চুণকাম করা কবরের তুল্য ; তাহা বাহিরে দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের অস্থি ও সর্ব্বপ্রকার অশুচিতা ভরা।"

"তদ্রূপ তোমরাও বাহিরে লোকদের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া দেখাইয়া থাক, কিন্তু ভিতরে তোমরা কাপট্য ও অধর্ম্মে পরিপূর্ণ।"

"হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ তোমরা ভাববাদিগণের কবর গাঁথিয়া থাক, এবং ধার্ম্মিকগণের সমাধি-স্তম্ভ শোভিত করিয়া থাক,"

"আর বলিয়া থাক, আমরা যদি আমাদের পিতৃপুরুষদের সময়ে থাকিতাম, তবে ভাববাদিগণের রক্তপাতে তাঁহাদের সহভাগী হইতাম না।"

"ইহাতে তোমরা আপনাদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছ যে, যাহারা ভাববাদিগণকে বধ করিয়াছিল, তোমরা তাহাদেরই সন্তান।"

"তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরিমাণ পূর্ণ কর।"

"সর্পেরা, কালসর্পের বংশেরা, তোমরা কেমন করিয়া বিচারে নরকদণ্ড এড়াইবে? এই কারণ দেখ, আমি তোমাদের নিকটে ভাববাদী, বিজ্ঞ ও অধ্যাপকদিগকে প্রেরণ করিব, তাহাদের মধ্যে কতক জনকে তোমরা বধ করিবে ও ক্রুশে দিবে, কতক জনকে তোমাদের সমাজ-গৃহে কোড়া মারিবে, এবং এক নগর হইতে আর এক নগরে তাড়না করিবে,"

"যেন পৃথিবীতে যত ধার্ম্মিক লোকের রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সে সমস্ত তোমাদের উপরে বর্ত্তে,-ধার্ম্মিক হেবলের রক্তপাত অবধি, বরখিয়ের পুত্র যে সখরিয়কে তোমরা মন্দিরের ও যজ্ঞবেদির মধ্যস্থানে বধ করিয়াছিলে, তাঁহার রক্তপাত পর্য্যন্ত।"

"আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের উপরে এই সমস্তই বর্ত্তিবে।"

www.pathagar.com

"হা যিরূশালেম, যিরূশালেম, তুমি ভাববাদিগণকে বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক। কুক্কুটী যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও কত বার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না।"

"দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের নিমিত্ত উৎসন্ন পড়িয়া রহিল। কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা এখন অবধি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, যে পর্য্যন্ত না বলিবে,

"ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন।"–মথি ২৩ ঃ ১৪-৩৯

নবীদের বরাত পুরো ইতিহাসেরই বরাত

এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এখানে উল্লেখ তো করা হয়েছে স্রেফ হযরত দাউদ আ. ও হযরত ঈসা আ. কর্তৃক লা'নতের কথা। কিন্তু তাওরাতের সহীফাগুলো অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক নবীই বনী ইসরাঈলের ওপর লা'নত করেছেন। ওপরে যবুর ও ইঞ্জীল (বাইবেল) থেকে লা'নতের যে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে, কোনো কোনো নবীর ভাষা তো এর চেয়েও কঠোর। আমার মতে এ দু'জন নবীর উল্লেখ করা হয়েছে স্রেফ সূচনা ও সমাপ্তি নির্দেশ করার জন্যই। উদ্দেশ্য, এটা জানিয়ে দেয়া যে, দাউদ আ. থেকে শুরু করে মসীহ আ. পর্যন্ত প্রত্যেক নবীই এ দুর্ভাগা জাতির ওপর লানত বর্ষণ করেছেন। হযরত দাউদ আ. থেকেই বনী ইসরাঈলের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা হয়। তাকে নিয়ে ইহুদীদের ছিল বড়ই অহংকার। আর মসীহ আ. ছিলেন ইসরাঈলী নবুয়তী ধারাক্রমের সর্বশেষ নবী। তাই এ দু'মহান ব্যক্তিত্বের নামোল্লেখ দ্বারা যেন পুরো ইতিহাসই সামনে এসে গেল।

পাপ ও পাপের ওপর হঠকারিতা লানতকে অবশ্যম্ভাবী করে

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ঃ তাদের অপরাধ বর্ণিত হয়েছে এখানে। بِمَا عَصَوْا এতে ঐ সকল অপরাধই এসে গিয়েছে যা আল্লাহ ও শরীআতের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ এতে বান্দার যাবতীয় অধিকার এসে গিয়েছে যা তাদের হাতে বিনষ্ট হয়েছে। كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ -এ অংশটি উপরোক্ত পাপ ও অপরাধ-সমূহের জঘন্যতাকে উচ্চকিত করে তুলছে। অর্থাৎ তারা স্রেফ অপরাধই করেনি ; বরং তাদের নবীগণ ও সত্যপন্থীগণ উক্ত গোনাহ থেকে তাদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তাদের এতটুকু সমীহ তো তারা করেইনি বরঞ্চ তাদের শত্রুতে পরিণত হয়। কোনো কওমের নৈতিক ও ঈমানী অধপতনের এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত সীমা যেখানে উপনীত হলে তারা আল্লাহর স্থায়ী অলংঘনীয় বিধান মোতাবেক লা'নতের যোগ্য হয়ে যায়।

ইহুদীদের নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমা

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ঃ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا বলতে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিকদের। ইহুদীরা একদিকে তো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে এতটাই গর্বিত

www.pathagar.com

ছিল যে, কাউকে তারা পাত্তাই দিত না। অপরদিকে তাদের মানসিকতাও চিন্তা-চেতনার এহেন অধঃপতন ঘটেছিল যে, তারা মক্কার মুশরিকদের সাথেও অন্তরঙ্গতা ও বিশ্বস্ততার অতি গভীর সম্পর্ক বজায় রাখতো। তাদেরকে তারা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত মনে করতো। সূরা নিসায় তাদের এ অবস্থার ওপর বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদের এহেন তৎপরতার জন্য তাদের ওপর লা'নত করা হয়েছে। اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۝ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ۝ "তুমি কি তাদের দেখনি যাদের দেয়া হয়েছিল কিতাবের এক অংশ আর তাদের অবস্থা এই যে, তারা মেনে চলছে জিবত ও তাগুতকে এবং তারা কাফিরদের সম্পর্কে বলে, যারা ঈমান এনেছে তাদের অপেক্ষা এরাই তো অধিকতর সঠিক পথে চলছে। এরাই সেসব লোক যাদের আল্লাহ লা'নত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে লা'নত করেন তুমি কখনো তার জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫১-৫২। ঠিক তদ্রূপ এখানেও তাদের ওপর লানতের বিষয় উল্লেখ করার পর উক্ত লানতের কারণসমূহের মধ্য থেকে তাদের এ কুফর প্রীতিরও উল্লেখ করা হয়েছে।

لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ الاية ঃ ان سخط الله অংশটি مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ -এরই বর্ণনা। যেন আমলের স্থানে তার ফলাফল সম্মুখে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন দেখে নেয়, যা কিছু তারা করেছে তার কি পরিণাম সামনে আসছে।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَاۤءَ الاية ঃ يُؤْمِنُوْنَ তার প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। نَبِي বলে হযরত মূসা আ.-কে বুঝানো হয়েছে। আর مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ মানে তাওরাত। অর্থাৎ এরা আল্লাহ ও মূসা এবং তাওরাতের ওপর ঈমান আনার যে দাবী করছে। এদের এ দাবীতে এরা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। প্রকৃতই যদি এরা আল্লাহ, স্বীয় নবী ও তাদের কিতাবের প্রতি ঈমান পোষণ করতো তবে কখনোই কাফির ও মুশরিকদের বন্ধু বানাতো না। তাদের মধ্যে অধিকাংশই নাফরমান। আর তাদের এ কাজই তাদের নাফরমানীর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

আয়াত ঃ ৮২

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

قسيس ও رهبان শব্দের অর্থ

قسيس ও رهبان শব্দ দুটি আরবের নাসারারা তাদের উলামা ও সাধক-পুরোহিতদের জন্য ব্যবহার করতো। ঠিক যেমন ইহুদীরা তাদের ওলামা ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

করতো رَبِّىٌ ، رباني ও احبار ; এ শব্দগুলো আহলে কিতাবের মাধ্যমেই আরবীতে এসেছে। আরবের ইহুদী ও নাসারাদের সাধারণ ভাষা যেহেতু আরবী ছিল ; তাদের মধ্যে ছিল বড় বড় কবি ও সাহিত্যিক। এ কারণে তাদের এ ধর্মীয় পরিভাষাগুলো আরবী সাহিত্যে পরিচিতি পায় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।

ইসলাম বিদ্বেষে ইহুদীরা মুশরিকদের সমানে সমান

এ আয়াতে ইসলামের শত্রুতার দিক থেকে ইহুদীদেরকে মুশরিকদের সমমান সম্পন্ন আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর এটা যেন পূর্বোক্ত কথা تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এরই বাড়তি সংযোজন। কুরআন বিভিন্ন স্থানেই ইসলাম বিদ্বেষের ক্ষেত্রে এ দুটো সম্প্রদায়েরই পারস্পরিক সাদৃশ্য ও ঐকতানকে তুলে ধরেছে। আর এর উদ্দেশ্য হলো, যেমন আমরা ওপরে ইঙ্গিত দিয়েছি—ইহুদীদের নিজেদের সম্পর্কে শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা জনিত ধারণাকে খণ্ডন করা। অর্থাৎ দেখ, নিজেদের সম্পর্কে যাদের এরূপ শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বর্তমান, তারা কেমন অধঃপতনের নিম্নতম পঙ্কে গিয়ে নিমজ্জিত হয়েছে এবং ইসলাম বিদ্বেষের আতিশয্যে তারা কোন শ্রেণীর লোকদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ গাঁটছড়া বেঁধেছে। ঐশী কিতাবের ধারক-বাহক হয়ে মক্কার মূর্তিপূজারীদের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্ক জোড়া তাও ইসলামের শত্রুতার বশবর্তী হয়ে—ঈমানী ও নৈতিক পতনেরই চূড়ান্ত সীমা বৈ নয়।

হযরত মসীহ আ.-এর খলীফায়ে রাশেদ শামউনের অনুসারী নাসারাগণ

তাদের বিপরীতে নাসারাদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, এরা মুসলমানদের অধিকতর নিকটবর্তী। এখানে পারিপার্শিক ইঙ্গিত প্রমাণ করে যে, এদ্বারা সাধারণ ঈসায়ীদের বুঝানো হয়নি ; যাদের মধ্যে রয়েছে পল উদ্ভাবিত খৃস্টবাদের অনুসারী, ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্যবাদের প্রবক্তা রয়েছে। ইসলাম বিদ্বেষে ইসলামের সকল শত্রুদেরও শিখণ্ডি। বরঞ্চ এদ্বারা বুঝানো হয়েছে হযরত মসীহ আ.-এর খলীফায়ে রাশেদ শামউন সাফার অনুসারীদের। যারা পলের সর্বময় বিদআত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হযরত মসীহ আ.-এর মূল শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এবং যাদের উত্তরসূরী ন্যায়নিষ্ঠরা মহানবী স.-এর আবির্ভাবের পর তার দাওয়াতে ইসলাম কবুল করে। নাজ্জাসী প্রমুখও ছিলেন ঐ সকল ভাগ্যবান ঈমানদারদেরই অন্তর্গত। আমাদের মতামতের সমর্থনে এখানে যে পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত বর্তমান তার কতক দিক নিম্নে প্রদত্ত হলো।

পলের অনুসারীদের নাসারা শব্দের প্রতি বিরূপ মনোভাব

প্রথমত তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে اَلَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّا نَصٰرٰى যারা বলে যে, "আমরা নাসারা ;" এ থেকে বুঝা যায় যে, ঐ দলটির নিকট তখন পর্যন্ত শুধু নিজেদের এ নামের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের অনুভূতিই বর্তমান ছিল তা নয়। বরং এ ব্যাপারে তাদের গর্বও ছিল। এ দলটি—যেমন নাসারাদের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়—স্রেফ শামউন সাফার অনুসারীদের অন্তর্গত ছিল। পলের অনুসারীদের সম্পর্কে অবশ্য আমরা সূরা আল বাকারার

www.pathagar.com

তাফসীরে আলোচনা করে এসেছি। সেখানে আমরা ব্যক্ত করেছি। তারা নিজেদেরকে নাসারা পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করতো। তাই তারা এটাকে পাল্টে দিয়ে মসীহী নামধারণ করে। উইলিয়াম ব্লীকি তার রচিত Bible History শীর্ষক গ্রন্থে বলেন ঃ

"বার্ণাবাস ও পল এন্তাকিয়ায় এক বছর পর্যন্ত অ-খোদা পূজারীদের নাসরানী বানাবার কাজে মশগুল ছিলেন, মনে হয় ঐ বছরই (৪৪ খৃস্টাব্দে) প্রথমবারের মতো নাসরানী মতবাদ অবলম্বনকারীদের মসীহী (Christian) এ নতুন ও জাঁকজমকপূর্ণ নাম দেয়া হয়।"–বাইবেল হিস্ট্রি উইলিয়াম ব্লীকি, পৃষ্ঠা-২৯৭

উক্ত উদ্ধৃতিতে 'মসীহীদের নতুন ও জাঁকজমকপূর্ণ নাম' অংশটুকুর প্রতি লক্ষ করুন। এ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, পল ও তার অনুসারীরা নাসারা শব্দটিকে নিজেদের জন্য অপমানজনক মনে করতেন। আর বর্তমান খৃস্টবাদ সর্বতোভাবে উক্ত পলেরই আবিষ্কার।

দ্বিতীয়ত, ঐ দলের বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে ওলামা ও সাধু-সজ্জন যারা অহংকার করে না। বলাই বাহুল্য এ বৈশিষ্ট্য বর্তমান ঈসায়ীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উলামা ও সাধু সজ্জন শব্দদ্বয় এখানে অত্যন্ত ভাল অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। এগুলো বর্তমানে প্রচলিত গীর্জার প্রাধান্যপূর্ণ ব্যবস্থাধীন পুরোহিতদের বেলায় কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। এছাড়া তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তারা অহংকার করে না'। আমার কেবলই মনে হয় এটা হযরত ঈসা মসীহ আ.-এর ঐ কথার প্রতিই ইশারা যা ইঞ্জীলে রয়েছে। তা হচ্ছে মোবারকবাদ তাদের যারা অন্তরের গরীব সত্য, কিন্তু স্বর্গের বাদশাহীতে তারাই প্রবেশ করবে। বর্তমান যুগের খৃস্টানরা—যাদের ঔদ্ধত্য এতই চরম পর্যায়ের যে, তারা তাদের মূল নামকে পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং তার পরিবর্তে নিজেদের একটি নতুন নাম পর্যন্ত নির্বাচন করেছে—তাদেরকে এ বৈশিষ্ট্যের সমর্থক কিভাবে সাব্যস্ত করা যেতে পারে?

তৃতীয়ত, উক্ত দলটি সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতগুলোতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, এরা সকলে মহানবী স.-এর প্রতি মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্দীপনা সহকারে ঈমান এনেছে। কুরআনকেও তারা এহেন প্রাণময়তার সাথে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছে, যেন যুগ যুগান্তর থেকে তারা এর জন্য আগ্রহ ও প্রতিক্ষায় অধীর হয়েছিল।

আয়াত ঃ ৮৩-৮৬

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ
الْحَقِّ ج يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا
جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ لا وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ○ فَاَثَابَهُمُ
اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزَآءُ
الْمُحْسِنِيْنَ ○ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

www.pathagar.com

কুরআনের ব্যাপারে ভাল নাসারাদের কর্মপন্থা

ঐ দলটি যে প্রফুল্লতা ও প্রাণময়তার সাথে কুরআন ও শেষ নবী স.-কে সাদরে বরণ করে নিয়েছে তারই চিত্র অংকিত হয়েছে এখানে। এ চিত্রে স্পষ্টতই এ বিষয়টি লক্ষ করা যায় যে, হযরত ঈসা আ. ইঞ্জীলে যে শান্তি ও স্বস্তির অগ্রদূত ও যে মুক্তিদাতার সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং তার যে সকল চিহ্ন ও নিদর্শন বর্ণনা করেছিলেন তারা সেগুলোর মধ্য থেকে প্রতিটি বৈশিষ্ট্য সুসংরক্ষিত রেখে ঐ আগমনকারীর পথ পানে তাকিয়ে ছিল। এ আগমনকারী ছিলেন অতীব সুপ্রিয়। কারণ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তাদের সর্বময় আশা আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে তাঁরই সাথে জড়িত ও সম্পৃক্ত ছিল। তাঁর আগমনের দ্বারাই তাদের সহীফাসমূহ ও তাদের নবীদের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। কেননা সকলেই তাঁর ব্যাপারে আগাম ঘোষণা দিয়েছিল। তাঁর প্রতিটি প্রথম দলে তাদের শামিল হবার মর্যাদা হাসিল হয়েছিল। কারণ তাদেরকে প্রথম থেকেই দুনিয়ার সামনে তাঁর সাক্ষদাতা ও পরিচয়দানকারী নির্ধারণ করা হয়েছিল। তাঁর আত্মপ্রকাশ যমীনের বুকে ঐ স্বর্গীয় বাদশাহীর প্রকাশ ছিল যার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন মসীহ আ., যাতে আল্লাহর ঐ সকল বান্দারই অংশ পাবার কথা ছিল যাদের অন্তর অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কালিমা থেকে ছিল পবিত্র এবং আল্লাহ ভীতির আলোকে ছিল উদ্ভাসিত। তাই তাদের অবস্থা এই যে, যখন তারা কুরআন মজীদের আয়াত শোনে ও তাদের মাঝে উক্ত হকের আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত হতে দেখে যার অপেক্ষায় তারা অধীরভাবে দীর্ঘ রজনী কাটিয়েছে—তখন আনন্দের আতিশয্যে তাদের চোখ থেকে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। আর তারা বলে ওঠে ঃ "হে পারোয়ারদেগার ! আমরা এ কিতাবের প্রতি ও এর বাহকের প্রতি ঈমান এনেছি। কাজেই আমাদের এর সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।" এটা ঐ পুরোনো অঙ্গীকারেরই ঘোষণা। পূর্ববর্তী নবীদের আমানত ও তাদের অর্পিত দায়িত্বের ধারক বাহক হওয়ার সুবাদে যার অনুসারী তারা ছিল, ঐ অংগীকার—যেমন আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি—ছিল এটা যে, যখন শেষ নবী সর্বশেষ কিতাব নিয়ে আগমন করবেন তখন তোমরা অগ্রবর্তী হয়ে দুনিয়ার মানুষের সামনে এই বলে সাক্ষ প্রদান করবে যে, ইনিই হচ্ছেন ঐ প্রতিশ্রুত নবী যার সম্পর্কে আমাদের সহীফাসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী এসেছিল। অতপর তোমরা নিজেরাও তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অন্যান্যদেরও ঈমান আনার দাওয়াত দেবে।

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الاية ঃ এটা খোদ তাদের নিজেদের উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সমর্থনে দলীল। অর্থাৎ যখন আমরা এ আশা নিয়ে বসে আছি যে, আল্লাহ আমাদেরকে নেককারদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করবেন, তখন আল্লাহ এবং আমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তার ওপর ঈমান আনয়ন ছাড়া আমাদের এ আশা করার কি অধিকার রয়েছে ?

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ওপরে এবং অতপর وَنَطْمَعُ أَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ-এতে ঐ ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি অতি সূক্ষ্ম কটাক্ষও রয়েছে; যারা নিজেদের সমগ্র শক্তি ব্যয় করেছিল ঐ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে যার সাক্ষী দেয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছিল তারা। কিন্তু শুধু আশা নয় বরং দাবী করতো যে, আখেরাতের সাফল্য ও সর্বময় শ্রেষ্ঠত্ব একা তাদেরই ভাগে ও ভাগ্যে জুটবে।

www.pathagar.com

২২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৮৭-১২০ আয়াত

পরবর্তী অংশটুকু—সূরার শেষ পর্যন্ত সূরার সমাপনীর মর্যাদা রাখে। এতে সূরার শুরুতে আলোচিত বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা ঐসব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত—পরবর্তীতে যেসব প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে বা হতে পারতো তার জবাব দেয়া হয়েছে। আর এ ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে যে, এগুলো হচ্ছে বিশ্লেষণাত্মক আয়াত। একই সাথে এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যেসব প্রশ্ন উপকারী ও কল্যাণধর্মী সেগুলোরই জবাব দেয়া হলো। আর কুরআন নাযিল হওয়া কালীন সময়ে অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর প্রশ্ন তোমরা করবে না। ইতোপূর্বে অবান্তর প্রশ্ন করে ইহুদীরা নিজেদের ওপর অনেক বেড়ি ও বিধিনিষেধ আরোপ করিয়ে নিয়েছে। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, তারা সেগুলোকে যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি। অবশেষে তারা কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

সবশেষে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এবং সত্যের সাক্ষ্য দান করার সুমহান দায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। আর এটাই হচ্ছে এই সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত। যার আলোচনা করা হয়েছে ৮ নম্বর আয়াতে। ঐ সাক্ষ্যদানের বিষয়েও বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে যা আম্বিয়ায়ে কিরাম কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সমীপে প্রদান করবেন। তারা সেদিন বলবেন, তাদের ওপর যে মহান সত্য উম্মতের নিকট পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব সোপর্দ করা হয়েছিল, তারা কোনোরূপ কাট-ছাট না করে যথাযথভাবে তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। তবে প্রশ্ন হচ্ছে তাদের উম্মতরা তার সাথে কি আচরণ অবলম্বন করেছিল তবে এটাতো ঐ উম্মতেরই দায়িত্বের ব্যাপার! এ বিবরণ তুলে ধরার উদ্দেশ্য সাধারণভাবে ইহুদী ও নাসারাদেরকে এবং বিশেষভাবে এ উম্মতকে এটা বাতলে দেয়া হয়েছে যে, উক্ত সাক্ষ্য দান মোতাবেক মহান আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতের ওপর প্রমাণ চূড়ান্ত করে দেবেন। আর যে উম্মত নবীর শিক্ষা ও সাক্ষ্যদানের বিপরীত আল্লাহর দীনে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে তারাই এর জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে। এখানে স্রেফ হযরত ঈসা আ.-এর সাক্ষ্যদানের দৃষ্টান্তই তুলে ধরা হয়েছে। আর তার কিছু কারণও রয়েছে যা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। শুধু এ দৃষ্টান্তটি পেশ করার উদ্দেশ্য এটা জানিয়ে দেয়া যে, এভাবেই মহান আল্লাহ তামাম আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। আমাদের নবী করীম স.-ও অনুরূপভাবে সাক্ষ্য দেবেন এবং ঐ সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতেই তাঁর উম্মতের ওপর প্রমাণ কায়েম হবে। এটা যেন এ বিষয়ের জন্য সাবধান বাণী যে, যাদের— قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ বানানো হচ্ছে এবং যাদের কাছ থেকে শরীআতে ইলাহীর ওপর কায়েম থাকার ও তা কায়েম করার অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে তারা যেন তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং আখেরাতের উক্ত সাক্ষ্যদানের বিষয়টিকে স্মরণ রাখে। সূরার শুরুতে এ উম্মত থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল সূরার সমাপনীতে তারই পরকালীন দায় দায়িত্ব যেন স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। পরবর্তী আলোচ্য আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু বুঝার জন্য কতিপয় বিশেষ দিকের ওপর আমরা ইশারা করলাম। আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। এরই আলোকে এবারে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

www.pathagar.com

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪
وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ
اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ
عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ
وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ
فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ
تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ
لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ

www.pathagar.com

أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ
وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ
وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُلْ
لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ
إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۖ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ
عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا
بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ
وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

www.pathagar.com

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ
بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ
آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ
تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ
ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾
فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ
اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا
وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ
عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا
أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ
الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ

www.pathagar.com

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
بِإِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
بِإِذْنِيْ ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِإِذْنِيْ ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ
عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ
مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيّٖنَ أَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا
اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوْا نُرِيْدُ أَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ
أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا
وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللّٰهُ إِنِّيْ مُنَزِّلُهَا
عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيْٓ أُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهٗٓ أَحَدًا
مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾ وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
اتَّخِذُوْنِيْ وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ
أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۖ تَعْلَمُ مَا فِيْ
نَفْسِيْ وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ

لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ
وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن
تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ
الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

৮৭. হে ঈমানদাররা ! তোমরা নিজেদের জন্য হারাম করে নিও না সেসব পাক বস্তু যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন এবং সীমালংঘন করে যেও না। আল্লাহ তো সীমালংঘনকারীদের মোটেই পসন্দ করেন না। ৮৮. আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রিযিক দান করেছেন তোমরা তা খাও এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো—যার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো। ৮৯. আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য। কিন্তু তিনি অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন সেসব শপথের জন্য যা তোমরা জেনে বুঝে করো। আর এর কাফ্ফারা হলো দশজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো মধ্যম মানের—যা তোমরা সাধারণত নিজেদের পরিবার পরিজনদের খাইয়ে থাক। কিংবা দশজন মিসকিনকে পোশাক দান করা। অথবা একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয়া। আর তা করার যার সামর্থ নেই তার জন্য তিনদিন রোযা রাখা। বস্তুত এটাই হচ্ছে তোমাদের কাফ্ফারা—যখন তোমরা কসম খেয়ে তা ভেঙ্গে ফেলো। তোমাদের নিজেদের কসমের হেফাযত করবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা শোকর গুজারী করতে পারো।

৯০. হে মু'মিন বান্দারা! মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর—এসবই হচ্ছে চরম ঘৃণিত ও শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা তা বর্জন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ৯১. শয়তান তো চায় তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং সে আরো চায় আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে

তোমাদের বিরত রাখতে। তবে কি তোমরা ফিরে আসবে না! ৯২. তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর ও আনুগত্য করো রাসূলের এবং সতর্কতা অবলম্বন করো। কিন্তু যদি তোমরা এ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করো তবে জেনে রেখো যে, সুস্পষ্ট ভাষায় আমার বিধানগুলো পৌছে দেয়াই হচ্ছে আমার রাসূলের দায়িত্ব। ৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও নেককাজ করেছে তাদের কোনো গোনাহই নেই পূর্বে তারা যা খেয়েছে তার জন্য—যখন তারা সাবধান থেকেছে, ঈমানের ওপর মযবুত থেকেছে ও ভাল কাজ করেছে। অতপর নিষেধকৃত কার্যাবলী থেকে বিরত থাকে, ঈমানের ওপর অবিচল থাকে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলে ও সদাচার করে। আর আল্লাহ সদাচারী লোকদেরই ভালবাসেন।

৯৪. হে মু'মিন বান্দারা ! ইহরাম বাঁধা অবস্থায় অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে যা তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই শিকার করতে পারে। যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। অতএব এরপরও যে সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৯৫. হে ঈমানদাররা! তোমরা ইহরামে থাকা অবস্থায় হত্যা করো না শিকার জন্তু। তোমাদের মধ্যে কেউ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কোনো শিকারী জন্তুকে হত্যা করে বসলে—যা সে হত্যা করলো তার বিনিময় হচ্ছে—সে তার সমান পর্যায়ের একটি পোষা জন্তুকে কুরবানী হিসেবে কা'বায় পৌছে দেবে—যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক। কিংবা কাফ্ফারা হবে কয়েকজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখা ; যেন সে আস্বাদন করতে পারে তার কৃতকর্মের প্রতিফল। যা কিছু গত হয়ে গেছে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ এরূপ কাজের পুনরাবৃত্তি করে তবে আল্লাহ তার প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ সর্বজয়ী প্রতিশোধ গ্রহণে শক্তিশালী। ৯৬. তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ধরা ও তা খাওয়া—তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। অবশ্য স্থল ভাগের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হলো—যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকবে। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে যাঁর সমীপে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে। ৯৭. আল্লাহ মানুষের সার্বিক স্থায়ীত্বের মাধ্যম হিসাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন সম্মানিত কাবাঘরকে, সম্মানিত মাসকে, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত জন্তুকে এবং গলায় মালা পরিহিত জন্তু জানোয়ারকে। এসব বিধান এ জন্যই দেয়া হয়েছে তোমরা যেন জানতে পার নিসন্দেহে আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আসমানে ও যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। ৯৮. তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর আবার পুরস্কারের বেলাও আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯৯. রাসূলের ওপর তো শুধু পয়গাম পৌছে দেয়ারই দায়িত্ব অর্পিত। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো ও যা কিছু গোপন করো। ১০০. আপনি বলে দিন, পাক ও নাপাক জিনিস কখনো এক হতে পারে না ; নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য যতই

www.pathagar.com

তোমাকে চমৎকৃত করুক না কেন। অতএব হে জ্ঞানবান মানুষেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

১০১. হে ঈমানদাররা! তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তাতে তোমাদেরই কষ্ট হবে। অবশ্য কুরআন নাযিল হবার মুহূর্তে যদি তোমরা সে বিষয়ে প্রশ্ন করো, তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়া হবে। আগে যা হয়ে গেছে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল। ১০২. তোমাদের আগেও একদল লোক এ ধরনের প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু পরক্ষণে তারা নিজেরাই তা প্রত্যাখ্যান করে বসলো। ১০৩. দেবতার উদ্দেশ্যে প্রেরিত কান কাটা 'বহিরা', (দেবতার নামে উৎসর্গীত) সাইবা (নর ও মাদী বাচ্চা প্রসবকারী) ওয়াসীলা (দশ বাচ্চার প্রজননকারী) ও হাম-এর কোনোটারই প্রচলন আল্লাহ করেননি। কিন্তু এই কাফিররা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাকে। আর তাদের অধিকাংশই কোনো জ্ঞান রাখে না। ১০৪. আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা এসো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এবং এসো রাসূলের দিকে তখন তারা জবাব দেয় যে, আমাদের জন্য তো পথ ও পন্থাই যথেষ্ট যার ওপর আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের পেয়েছি। কিন্তু এ পূর্ব পুরুষরা কিছু না জানলেও এবং সঠিক নির্ভুল পথ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকলেও কি তারা তাদের অন্ধ অনুসরণ করে চলতে থাকবে? ১০৫. হে ঈমানদাররা! তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের ওপর অন্য কেউ গোমরাহ হয়ে গিয়ে থাকলে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। যদি তোমরা সঠিক পথের ওপর চলতে থাক। তোমাদের সবাইকে আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে। অতপর আল্লাহ তোমাদেরকে বলে দেবেন তোমরা কি করছিলে।

১০৬. হে ওসব লোক যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, অসিয়ত করার মুহূর্তে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী বানিয়ে রাখবে। আর যদি তোমরা প্রবাসে থাক এবং এ সময় যদি তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ এসে পড়ে তখন তোমাদের ছাড়া বাইরের লোকদের মধ্য থেকে দু'জন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে নেবে। তোমরা কোনোরূপ সন্দেহে পতিত হলে সাক্ষী দু'জনকে নামাযের পর ধরে রাখবে। অতপর তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা কোনো স্বার্থের খাতিরে এই সাক্ষ্য বিক্রি করবো না যদিও সে ঘনিষ্ট আত্মীয় হয়। আমরা আল্লাহর সাক্ষ গোপন করবো না। তেমন কিছু করলে তো আমরা গোনাহগারদের দলে শামিল হয়ে যাব। ১০৭. তবে যদি একথা প্রকাশ পায় যে, এই দু'জন সাক্ষী অপরাধে জড়িত হয়েছে, তাহলে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছিল তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দু'জন সাক্ষী তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা বেশী সত্যভিত্তিক। আমরা কোনোরূপ সীমালংঘন করিনি। আমরা যদি তেমনটি করি, তাহলে আমরা অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে

www.pathagar.com

যাব। ১০৮. এ পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা আছে যে, লোকেরা যথাযথভাবে সাক্ষ্যদান করবে অথবা তারা অন্ততপক্ষে এ ভয় করবে যে, তাদের কসম করার পর আবার অন্য কোনো কসম দ্বারা তাকে বাতিল করে দেয়া হবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং শ্রবণ করো। আল্লাহ ফাসিক লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।

১০৯. স্মরণ করো, যেদিন আল্লাহ রাসূলদের একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের প্রতি কিভাবে সাড়া দেয়া হয়েছে ? তারা বলবে, আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে আপনিই তো সম্যক পরিজ্ঞাত। ১১০. চিন্তা করো সে সময়ের কথা, যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়ম পুত্র ঈসা! তুমি স্মরণ করো তোমার ও তোমার মায়ের প্রতি আমার সেই নিয়ামতের কথা আমি তোমাকে সাহায্যে করেছিলাম পবিত্র আত্মা দ্বারা। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সেও। আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব, হেকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল। তুমি আমারই হুকুমে কাদা-মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ আকৃতি নির্মাণ করতে এবং তাতে ফুঁৎকার দিতে। ফলে তা আমার আদেশক্রমেই পাখী হয়ে যেত। আমারই হুকুমে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতে। আমারই আদেশে তুমি মৃতকে (কবর থেকে) বের করে নিয়ে আসতে। আমিই নিবৃত করে রেখেছিলাম বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে যখন তুমি তাদের কাছে এসব স্পষ্ট প্রমাণাদী নিয়ে এসেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা বলে দিল ঃ এতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। ১১১. আরো স্মরণ করো, আমি যখন হাওয়ারীদের আদেশ করেছিলাম, 'তোমরা ঈমান আন আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি।' তখন তারা বলেছিল, 'আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা তো মুসলিম।' ১১২. স্মরণ করো, হাওয়ারীরা বলেছিল, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা ! আপনার রব কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যভর্তি একটা খাঞ্চা প্রেরণ করতে পারেন ? সে বলেছিল, 'আল্লাহকে ভয় করো যদি তোমরা প্রকৃতই মু'মিন হও।' ১১৩. তারা বললো, আমরা শুধু চাই, তা থেকে কিছু খাবো ও পরিতৃপ্তি লাভ করবে আমাদের অন্তর। তাছাড়া আমরা এও জানতে পারবো যে, আপনি আমাদের কাছে সঠিক কথা বলেছেন এবং আমরা তার সাক্ষী হয়ে যাব। ১১৪. ঈসা ইবনে মারইয়াম বললো, হে আল্লাহ, হে আমাদের রব ! প্রেরণ করুন আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যভর্তি একটি খাঞ্চা ; যা হবে আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য আনন্দোৎসব স্বরূপ। আর আপনার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আপনি আমাদের রিযিক দান করুন। আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। ১১৫. আল্লাহ বললেন, অবশ্যই আমি তা তোমাদের কাছে প্রেরণ করবো। কিন্তু এরপরও তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে আমি এমন কঠিন শাস্তি দেবো যে শাস্তি আমি বিশ্ব জাহানে অন্য কাউকে দেব না। ১১৬. আল্লাহ যখন বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি কখনো লোকদের

www.pathagar.com

বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে দুই ইলাহ রূপে গ্রহণ করে নাও? সে বলবে, আপনি পবিত্র মহিমান্বিত। আমার পক্ষে মোটেও শোভনীয় নয় এমন কথা বলা যা বলার কোনো অধিকারই আমার ছিল না। যদি আমি তাদের এমন কোনো কথা বলতাম তবে আপনি তা অবশ্যই জানতেন। আপনি তো জানেন যা আছে আমার মনে, কিন্তু আমি তো জানি না আপনার মনে যা আছে। যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে আপনিই সর্বাধিক জ্ঞাত। ১১৭. আমিতো তাদের কিছুই বলিনি তাছাড়া যা আপনি আমাকে বলতে আদেশ করেছিলেন। আর তা এই যে, তোমরা ইবাদাত করো শুধু আল্লাহর, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। আর আমি তাদের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের ওপর একক তত্ত্বাবধায়ক আর সর্বোপরি আপনিই তো সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী। ১১৮. আজ আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন। তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদের মাফ করে দেন তবে আপনি তো মহা-পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১১৯. আল্লাহ বলবেন, আজই সেইদিন, যেদিন সত্যাশ্রয়ীদের কল্যাণদানে ধন্য করবে তাদের সত্যবাদিতা, তাদের জন্য রয়েছে এমন সব জান্নাত যার পাদদেশে প্রবহমান রয়েছে অমীয় ঝর্ণাধারা ; তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এ হলো মহা সফলতা। ১২০. আসমান ও যমীনের এবং এর মধ্যবর্তী সমগ্র সৃষ্টিলোকের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৩. শব্দসমূহের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৮৭-৮৮

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

طيبات শব্দের ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহ যেসব জিনিস আমাদের জন্য হালাল সাব্যস্ত করেছেন যেহেতু তার সবই طيبات তথা পবিত্র খাবারের মধ্যেই শামিল, এ কারণে এখানে এ শব্দটির সংযোজন বাহ্যত অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু এতে রয়েছে একটা বিশেষ উপকারিতা। তা এই যে, অনেক সময় কোনো বিষয় হয়তো মূলত জায়েয হয়ে থাকে। কিন্তু বহিরাগত কোনো কারণে তাতে অপবিত্রতার ছাপ লেগে যায়, যেমন কোনো একটি প্রাণী হালাল কিন্তু সেটি যবেহ করা হয়নি বা যবেহ করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু করা হয়েছে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে। অথবা সেটিকে বিশেষ কোনো স্থান বা বেদীতে উৎসর্গ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত জন্তুটি জায়েয হওয়া সত্ত্বেও পাক-পবিত্র রইলো না। সেটি নাজায়েয বলেই সাব্যস্ত হবে।

اعتداء শব্দের অর্থ

لاتعتدوا এখানে এটি لاتحرموا এর বিপরীতে এসেছে। অর্থাৎ যেভাবে মহান আল্লাহর জায়েযকৃত জিনিসগুলোর মধ্য থেকে طيبات-কে হারাম সাব্যস্ত করা বৈধ নয় ; তদ্রূপ তার হারামকৃত জিনিসসমূহকে হালাল বানিয়ে নেয়াও জায়েয নয়। এটা اعتداء। অর্থাৎ আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার লংঘন বৈ নয়। মহান আল্লাহ সমগ্র বস্তুনিচয় আমাদেরই জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে সেসব পানাহার ও ভোগ করার অনুমতি দিয়েছেন। হাতেগোণা ক'টি জিনিসকে মাত্র হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো তাঁর সীমারেখা বা সীমানা সদৃশ। এ সীমানা লংঘন করার অনুমতি নেই। কেউ এ সীমা অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হবার দুঃসাহস করলে বুঝতে হবে সে আল্লাহর নিষিদ্ধ অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করছে। মহান আল্লাহ এহেন ঔদ্ধত্য ও নির্বোধদের পসন্দ করেন না। পসন্দ করেন না মানে তাদের ঘৃণা করেন। اعتداء শব্দের এ একই অর্থ ব্যক্ত হয়েছে ৯৪ নম্বর আয়াতে।

কতিপয় প্রশ্নের জবাব

ওপরে আমরা ভূমিকাতে ইঙ্গিত দিয়েছি যে, এই সূরার শুরুতে যে বিধি-বিধান বিবৃত হয়েছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব প্রশ্ন পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে বা হতে পারতো, শেষ দিকে এসে তারই বিশদভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পেছনে ফিরে সূরার ১-২ নম্বর আয়াতের ওপর নজর বুলিয়ে নিন। ওয়াদা-অঙ্গীকারের পাবন্দী করার ভূমিকা দেয়ার পর এ ব্যাপারে জানানো হয় যে, তোমাদের জন্য সর্বপ্রকার চতুষ্পদ জন্তু জায়েয সাব্যস্ত করা হলো গুটিকয় ব্যতিক্রমী প্রাণী ব্যতিরেকে ; আর সেগুলো হচ্ছে এই এই....। এক্ষণে ওগুলো সম্পর্কে মনে কতক প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে। যেমন আল্লাহর নামে যেসব ওয়াদা অঙ্গীকার করা হয় তার পাবন্দী করার গুরুত্বই যদি আল্লাহর দীনে এতবেশী হয়, তবে কেউ যদি আল্লাহর শরীআতের বিরুদ্ধে কোনো জিনিসকে নিজের ওপর হারাম অথবা হালাল সাব্যস্ত করার শপথ করে বসে তার হুকুম কি ? কিংবা কেউ তার কৃত শপথ ভঙ্গ করলে তার জন্যই বা কি হেদায়াত বা দিক নির্দেশনা ? যদি আল্লাহর নিদর্শনাবলী কুরবানীর জন্তু ও কুরবানীর জন্য মালা পরিহিত জন্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যই এহেন তাকিদ প্রদান করা হয়, তাহলে যেসব জন্তু-জানোয়ার প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে সর্বজন কর্তৃক সম্মানিত হয়ে আসছে—যেমন বহীরা, সাইবা, অসীলা ও হাম—এগুলোর ব্যাপারে শরীআতের হুকুম কি ? এসব এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রশ্নাবলী সূরার শুরুতে বর্ণিত বিধান সম্পর্কে সৃষ্টি হয়। এক্ষণে কুরআন সামনের আয়াতগুলোতে উক্ত প্রশ্নসমূহের জবাব দিয়েছে।

www.pathagar.com

تحريم-এর অর্থ

সর্বাগ্রে এ ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়টি বলা হয়েছে যে, আল্লাহর শরীআত যে বস্তুকে জায়েয সাব্যস্ত করেছে তাকে তোমরা হারাম ঘোষণা করো না। এবং যেসব জিনিস থেকে তোমাদের বারণ করেছে সেগুলোকে জায়েয বানিয়ো না। হারাম সাব্যস্ত করা মানে কোনো বস্তুকে নিজের বা অন্যদের জন্য এভাবে নিষিদ্ধ করে নেয়া যে, ঐ বস্তু সম্পর্কে তারা এ ধারণা বা দাবী করবে যে, এটা আল্লাহর নির্দেশ। অথবা এটা বলা যে, এর ওপর আযাব ও সওয়াব কার্যকর হবে কিংবা এটা নেকী ও মর্যাদা মাহাত্মের অন্তর্গত। যদি এরূপ কিছু না ঘটে বরং নিছক রুচি বা স্বাস্থ্যগত কারণে কিংবা সাবধানতা ও পরিতৃপ্তি জনিত কারণে কোনো জিনিসের ব্যবহার কেউ বর্জন করে তাহলে এটাকে হারাম কৃত জিনিসের সংজ্ঞায় ফেলা যাবে না।

নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম ও হালালকরণ আল্লাহর সীমায় হস্তক্ষেপের শামিল

এখানে এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এ হালাল ও হারামকরণ প্রক্রিয়া আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অঞ্চলে হস্তক্ষেপ ও অঙ্গীকার ভঙ্গের অত্যন্ত বিরাট দরোযা বিশেষ। এই হস্তক্ষেপ হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে তদ্রূপ হালালকে হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রেও হয়েছে। হারামকে হালাল করার পথ প্রধানত উন্মুক্ত হয়েছে নফসের কামনা-বাসনার প্ররোচনা দ্বারা। কিন্তু হালালকে হারাম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে বরাবরই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে মুশরিকী আকীদা ও ধারণা-বিশ্বাস। তাই দেখা যায় আরবের মুশরিকরা তাদের মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অনেক জিনিসকেই নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়েছিল। এ পর্যায়ে পরবর্তী ১০৩ নম্বর আয়াতে বহীরা, সাইবা, অসীলা ও হাম-এর আলোচনা আসছে। এর আরো বিস্তারিত আলোচনা সূরা আনআমে এসেছে এভাবে ঃ وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ط سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○ وَقَالُوْا مَا فِىْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ج وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ط اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○ "আর তারা বলে ঃ এসব গবাদি পশু ও কৃষিজ শস্যাদি হারাম। আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া কেউ এগুলো খেতে পারবে না। তাদের এসব দাবী নিছক ধারণা-অনুমান ভিন্ন কিছু নয়। কিছু সংখ্যক গৃহপালিত পশু রয়েছে যাদের ওপর আরোহণ করা হারাম করা হয়েছে। আর কতগুলো পশু আছে যাদের ওপর তারা যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না। এসব কথা তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য বলে। অচিরেই তিনি তাদের মনগড়া উক্তির কারণে তাদেরকে প্রতিফল দেবেন। তারা আরো বলে ঃ এসব গবাদি পশুর পেটে যেসব বাচ্চা রয়েছে তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য হালাল এবং তা আমাদের নারীদের জন্য হারাম। তবে যদি তা মৃত প্রসব হয় তবে পুরুষ ও নারী সবাই তাতে সমান হকদার। অচিরেই আল্লাহ তাদের এরূপ ফতোয়ার শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি তো প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"–সূরা আনআম ঃ ১৩৮-১৩৯। অনুরূপভাবে ইহুদীদের সম্পর্কেও কুরআনে বর্ণিত

www.pathagar.com

হয়েছে যে, অনেক জিনিসকেই তারা তাদের মনগড়া ফতোয়া, নিজেদের অবান্তর প্রশ্নাদি ও তাদের মুশরিকী ধারণা বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজেদের ওপর হারাম করে নেয়। কুরআন এ ধরনের স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ণ হালাল ও হারাম করণকে তাওহীদ ও ঈমানের পরিপন্থী বলে আখ্যা দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, যাবতীয় হালাল ও পবিত্র জিনিস—আল্লাহ যা তোমাদের দান করেছেন তা খাও, পান করো ও ভোগ ব্যবহার করো। নিজেদের জাহিলী যুগের ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে এগুলোকে বর্জন করো না। আর ভয় করো আল্লাহকে—যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ।

আয়াত ঃ ৮৯

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

আল্লাহর শরীআতে কসমের গুরুত্ব

এ ঃ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ আয়াতাংশে যে বিষয়টি বিবৃত হয়েছে, ঠিক একই বিষয়বস্তু সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে সূরা আল বাকারার ২২৪-২২৫ নম্বর আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে 'ঈলা'-এর সাথে সম্পর্কিত কসমের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল। আর এখানে আলোচিত হয়েছে ওপরে বর্ণিত হালাল ও হারামকরণ সংশ্লিষ্ট মাসআলা সম্পর্কে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ বান্দার অনিচ্ছাকৃত অবান্তর কসমের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু যে শপথ করা হবে অন্তরের দৃঢ় সংকল্প ও স্বেচ্ছাক্রমে, যার মাধ্যমে কোনো প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া সংঘটিত হবে, যেসব শপথের সাহায্যে অধিকার ও কর্তব্যের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে। যদ্দারা কোনো না কোনো দিক থেকে শরীআতের হালাল ও হারামের ওপর প্রভাব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে—সে ব্যাপারে আল্লাহ অবশ্যই পাকড়াও করবেন। সূরা আল বাকারাতেও উক্ত হয়েছে যে, আল্লাহর নামকে শরীআত বিরোধী বা মিথ্যা শপথের লক্ষস্থলে পরিণত করার কোনো অনুমতি নেই। কসম হচ্ছে পারস্পরিক চুক্তি, সাক্ষ্য এবং প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের ভিত্তি। আর ওয়াদা-অঙ্গীকার স্রেফ সামাজিক, সামষ্টিক ও রাজনৈতিক সর্বময় অধিকার ও কর্তব্যেরই বুনিয়াদ নয়। বরং উক্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারেরও ভিত্তি যাতে আমরা আমাদের রবের সাথে আবদ্ধ হয়েছি। এ সূরারই প্রথম আয়াত يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ আয়াত-এর তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি।—এ কারণেই কসমের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রত্যেকের জন্য জরুরী। প্রয়োজন ব্যতিরেকে কিংবা

www.pathagar.com

শরীআত বিরোধী কোনো কসম করা চলবে না। কসম করলে তা যদি শরীআত বিরোধী না হয়, তা অবশ্য পূর্ণ করতে হবে। কেউ যদি কসম করার পর তা ভঙ্গ করে তার কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে ; যেন সে কসমের ব্যাপারে দুর্বলতার প্রশ্রয়দানকারী, বেপরোয়া এবং অবিশ্বস্ত ও নির্ভরের অযোগ্য ব্যক্তিতে পরিণত না হয়ে পড়ে। কেননা এ জাতীয় মানুষ না সমাজের কোনো দায়িত্ব পালনের যোগ্য, না আল্লাহর অঙ্গীকারের দায়িত্ব পালনে সমর্থ।

কসমের কাফ্‌ফারা

فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ الاية ঃ তার কাফ্‌ফারা হলো, দশজন মিসকীনকে এই মানে খাবার খাওয়ানো যে মানের খাবার সে নিজ পরিবার-পরিজনকে খাইয়ে থাকে। অথবা তাদের পরিধানের পোশাক দান করবে কিংবা একটি গোলাম আযাদ করে দেবে। যদি এর সামর্থ না থাকে, তাহলে তিনদিন রোযা রাখবে।

কুরআনের ব্যাখ্যামূলক আয়াতের অর্থ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ঃ এটা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত যে, এটি ব্যাখ্যামূলক আয়াত যা পরবর্তীতে সৃষ্ট প্রশ্নাবলীর জবাবে নাযিল হয়েছে। বলা বাহুল্য এ ব্যাপারে আমরা ইতোপূর্বেও ইশারা করেছি। শরীআত ও হেদায়াত সর্বতোভাবে বান্দার ওপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বৈ নয়, যদি তার কোনো সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই প্রদত্ত হয়, তবে তো এটা তাঁর আরো বেশী অনুগ্রহ। অতপর উক্ত ব্যাখ্যায় যদি বান্দার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে সহজ বিধানেরও ব্যবস্থা রাখা হয়, তাহলে তো এটা যেন বৈচিত্রপূর্ণ ইহসানের সমাহার হয়ে গেল। যেমন অনিচ্ছাকৃত কসম ও কাফ্‌ফারার বিষয়টি এখানে লক্ষণীয়। এর স্বাভাবিক দাবী তো এটাই হতে পারে যে, বান্দা তার রবের উদ্দেশে শোকর গুজারী করবে বেশী থেকে বেশী পরিমাণ। এহেন বিশদ ও বিস্তারিত বিবরণ দানের পরও তারা যদি নিয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ণ না করে তবে তো এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের নাশোকরী—নিয়ামতের চরম অকৃতজ্ঞতা।

আয়াত ঃ ৯০-৯১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ
فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝

প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ

মদ ও জুয়া সম্পর্কে সূরা বাকারার ২১৯ নম্বর আয়াতে এবং বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর সম্পর্কে সূরা মায়েদার ৩ নম্বর আয়াতে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মদ ও জুয়া—যেমন সূরা আল বাকারার তাফসীরে আমরা আলোচনা করে এসেছি—এ দুটোই হচ্ছে

www.pathagar.com

সর্বরোগের মূল। অন্তত পক্ষে আরবের জাহিলী সমাজে এগুলোর এটাই ছিল অবস্থান। মদ সম্পর্কে এ দাবী একান্তই ভিত্তিহীন যে, স্রেফ আঙ্গুর থেকে তৈরী করা মদকেই মাদক হিসেবে গণ্য করা হবে। আরবদের কথা ও ভাষারীতি এর সমর্থন করে না। সূরা নিসার ৪৩ নম্বর আয়াত থেকে যেমন আমরা জানতে পারি যে, নেশা বা মাদকতা জনিত কারণেই মদকে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ কারণে প্রত্যেক নেশাকর বস্তুর হুকুম একই হবে ; চাই তা আঙ্গুর থেকে তৈরী করা হোক কিংবা অন্য কিছু থেকে। আর শরীআতের একটা মূলনীতি রয়েছে তা হচ্ছে, যেসব বস্তু অধিক পরিমাণ হারাম তার স্বল্প পরিমাণও হারাম। শরীআতের প্রজ্ঞাপূর্ণ মূলনীতি মোতাবেক মাদকের পরিমাণ যাই হোক না কেন তা সর্ব প্রযত্নে হারাম হবে। এটা এ জন্যই যাতে ফিতনার মূল সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হয়ে যায়।

জুয়া ও মদ শয়তানের আবিষ্কার বৈ নয়

رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ঃ رجس ও نجس সম্পর্কে আমরা অন্যত্র বর্ণনা করেছি, অর্থগত দিক থেকে এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ অর্থাৎ এগুলো শয়তানের আবিষ্কার, উদ্ভাবনী ও তার কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। আর এসব নিপুণ অস্ত্রের আয়োজন ও উদ্ভাবন সে করেছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। বনী আদমকে সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী করার যে অঙ্গীকার সে করে রেখেছে তা পরিপূরণ করার জন্যই এগুলোর উদ্ভাবন করেছে। এ সবের মধ্যে যদিও বা উপকারিতার কোনো দিক লক্ষগোচর হয় তা নিছক প্রতারণা ও বিভ্রান্ত দৃষ্টির মরিচীকা ভিন্ন কিছু নয়। তার অপকারিতা উপকারিতার মুকাবিলায় এতই বেশী যে, তার সামনে ঐ তুচ্ছ উপকারিতার কোনোই মূল্য নেই।

সমাজের ওপর জুয়া ও মাদকের প্রভাব

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ঃ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ এতে فى শব্দটি মশগুল হওয়া ও একাগ্রতার ভাবধারা প্রকাশের প্রমাণবহ। অর্থাৎ এগুলোর মাঝে তোমাদের নিমগ্ন করে দিয়ে তোমাদের মধ্যে লাগাতার শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে দেয়াই হচ্ছে এসব ফিতনা উদ্ভাবন করার পেছনে শয়তানের উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায়, এটাই বাস্তবতা যে, যে সমাজে এ মহামারী বিস্তার লাভ করে তাতে পবিত্রতা, সম্মান ও সম্ভ্রম, বিশ্বস্ততা ও লজ্জাশীলতা অনুভূতি নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায়। তার জ্বলন্ত প্রমাণ আজকের পশ্চাত্যের সমাজ ও সভ্যতার প্রতি তাকালে সহজেই লক্ষ করা যাবে। আর এটি স্বতই একটি বড় রকমের দুর্ঘটনা। এ মহামারীর ক্ষুদ্রতম জীবাণু অবশিষ্ট থাকলেও অনাগত ভবিষ্যতে এর ফলশ্রুতিতে হলাহল পূর্ণ তরবারীর সংঘাত সংঘর্ষ অনিবার্য ও অপরিহার্য। আরবরা পবিত্রতা, সম্ভ্রম, অহংবোধ ও আত্মমর্যাদার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিল। আর এটা ছিল তাদের অনেক বড় সৌন্দর্য কিন্তু একই সাথে তারা ছিল মদ ও জুয়ার প্রতি ভীষণ রূপে আসক্ত। এ কারণে পেয়ালা ও লোহার পাটাতন—এ দুয়ের লুকোচুরি খেলা ছিল তাদের জন্য কঠিন অগ্নি পরীক্ষা সদৃশ। পরিস্থিতি ছিল এমন যে, কেউ মদ পান করে মাতলামীতে বিভোর হয়ে কারো সম্মান ও সম্ভ্রমের ওপর হামলা করে বসলো, কাউকে বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলো। কাউকে উত্যক্ত করলো। জুয়াতে কেউ হয় তো

www.pathagar.com

বিশেষ চাল দিল, অমনি উভয় দলের মধ্যে তলোয়ার শান দেয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। আর দেখতে না দেখতেই ব্যক্তি পর্যায়ের এ লড়াই গোত্র ও সম্প্রদায়ের যুদ্ধের আকার ধারণ করলো। সেকালে এভাবেই প্রতিশোধের বদলে প্রতিশোধ নেয়ার এক অনিঃশেষ সিলসিলা শুরু হয়ে যেত। অতপর মাসের পর মাস বছরের পর বছর এমনকি পূর্ণ শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পরও আগুনের এ লেলিহান শিখা নির্বাপিত হতো না। আরবের ইতিহাসেই এ দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় যে, এমন অনেক যুদ্ধ রয়েছে যেগুলোর আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল জুয়া ও নষ্ট শরাব খানা থেকে। আর তা পূর্ণ এক শতাব্দীতেও নির্বাপিত হয়নি। যাই হোক, এসব অপবিত্র জিনিস দাইয়ুস কর্তৃক তৈরী হোক কিংবা বেশ্যালয় কর্তৃক ; এতদুভয়ের কোনোটিই এমন নয় যাকে কোনো সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ সহজভাবে গ্রহণ করে নিতে পারে।

আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীনতা জীবনের বাস্তবতা থেকে উদাসীনতারই শামিল

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ : ذِكْرِ اللّٰه-এর পরে صلوة-এর উল্লেখ সাধারণ বিষয়ের পর বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ স্বরূপ। এতে উভয়টির মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারটিই উচ্চকিত হয়। ইসলাম জীবনের সর্বময় উন্নতি সমৃদ্ধিকেই আল্লাহর যিকির ও স্মরণের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে উদাসীন হয়ে যায় সে নিজেই নিজের সম্মান মর্যাদা থেকে সম্পূর্ণ বেখবর হয়ে যায়। نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ এতে এ সত্যের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহকে স্মরণ করার বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা মানুষকে জীবনের প্রকৃত সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব থেকে কখনোই বেপরোয়া হয়ে যেতে দেয় না। যার উপকারিতা হলো, মানুষ কখনোই পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে যায় না। কখনো কোনো পদস্খলন ঘটে গেলেও আল্লাহর স্মরণ তাকে সামলে নেয়। এর বিপরীতে মদের মূল প্রভাব যা মানুষের ওপর পড়ে তা এটাই হয়ে থাকে যে, এটি মানুষকে জীবনের প্রকৃত সত্য থেকে বিচ্যুত করে একটা ধারণা অনুমানের জগতে নিয়ে নিক্ষেপ করে। আর ঐ খেয়ালী জগতের সে এমনই দিওয়ানা হয়ে যায় যে, অতপর যখমপ্রাপ্ত কুকুর যেমন পানি থেকে ভয় পায়; ঠিক তদ্রূপ সে জীবনের প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতাকে ভয় পেতে শুরু করে, সে জীবনের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হবার সাহস হারিয়ে ফেলে আর এমনি অবস্থায় একদিন তার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। এবারে খানিক ঐ ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের ব্যাপার চিন্তা করে দেখুন, যে জীবনভর স্বপ্ন দেখে দেখেই বিভোর হয়ে রইলো তার তো কখনোই জাগ্রত হবার ও জীবনের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করার কোনো সুযোগই আসলো না।

আরবীতে প্রশ্নবোধক উক্তির বিভিন্ন অর্থ

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ : উস্তাদ ইমাম রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচিত اساليب القران শীর্ষক গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আরবী ভাষায় প্রশ্নবোধক উক্তি তাকিদ, স্বীকৃতি, সতর্কী করণ, অস্বীকৃতি, ধমক, আদেশ ও তুচ্ছার্থে এসে থাকে। এখানকার প্রেক্ষাপট প্রমাণ করে যে, এটি আদেশ অর্থে এসেছে। যেমন সূরা হূদের ১৪ নম্বর আয়াতে রয়েছে ঃ

www.pathagar.com

فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ (তা এক্ষণে কি তোমরা মুসলমান হচ্ছো ?) এরূপ বাকভঙ্গীতে আদেশের সাথে, ধমক উপদেশ, তাকিদ, সতর্কীকরণ ও প্রমাণ চূড়ান্ত করণের ভাবধারাও সৃষ্টি হয়ে থাকে। এখানে চিন্তা করলে দেখা যাবে বাকভঙ্গী এ সত্যকে প্রকাশ করছে যে, মদ ও জুয়ার ধ্বংসকারিতার বিবরণ এত বিচিত্র আকারে ও প্রকারে তোমাদের সম্মুখে এসেছে যে, এ ব্যাপারে এখন কারো জন্যই কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। অতএব এখনো কি তোমরা এ থেকে ফিরে আসবে কি আসবে না ? বলাই বাহুল্য, আদেশের সরল সহজ ভঙ্গীর মাঝে এ পুরো তাৎপর্য কিছুতেই উচ্চকিত করে তোলা সম্ভবপর ছিল না।

আয়াত ঃ ৯২

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ج فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْآ اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

এটা উপরোক্ত সতর্কীকরণের ওপর বাড়তী তাকিদ বৈ নয়। অর্থাৎ শয়তানের পাতা ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে দাখিল হয়ে যাও এবং নাফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করো। যদি এ বিশ্লেষণ সতর্কী করণের পরও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তার দায় দায়িত্ব তোমাদের ওপরই বর্তাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো স্রেফ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া আর এ কর্তব্য রাসূল যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন। অতপর তোমাদের ওপর প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এ প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যাবার পর যারা বিপথগামী হবে তারা যেন তার পরিণাম ভুগবার জন্য প্রস্তুত হয়েই বিপথগামী হয়। কারণ প্রমাণ চূড়ান্ত হবার পর আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন ও কঠোরই হয়ে থাকে।

আয়াত ঃ ৯৩

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْآ اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

শরীআতে ইলাহীর দাবী

ওপরে فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ -এর বাকভঙ্গীতে যে ধমকি ও ভীতি প্রদর্শন রয়েছে তার ওপর আমরা আলোকপাত করেছি। বাকরীতির এ কঠোরতা ঐ মদপানকারীদের মাঝে প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকবে যারা তখনো পর্যন্ত সীমিত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মাদক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফায়দা উঠাচ্ছিল। তারা হয়তো এটাও ভেবেছিল মদের ব্যাপারে প্রথমবারের মত যখন সাবধান বাণী এসেছিল তখনি যদি তারা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে তাওবা করে নিত তাহলে সেটাই হতো চমৎকার পদক্ষেপ। যেমনটি করেছিলেন অন্যান্য অনেক সাবধানী ও দূরদর্শী সাহাবীগণ। তারা যে বিলম্ব করে ফেলেছে, হতে পারে আখেরাতে

www.pathagar.com

এটা তাদের ক্রটি হিসেবে গণ্য হবে ও এজন্য তাদের পাকড়াও করা হবে। বিশেষ করে ইতোমধ্যেই যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের ব্যাপারে সচেতন লোকদের মাঝে এ উদ্বেগ সৃষ্টি হয়ে থাকবে যে, তাদের সাথেই বা কি ধরনের আচরণ করা হবে ? আলোচ্য আয়াতটি এ জাতীয় সর্বপ্রকার সন্দেহ দূরীভূত করে দিল। জানিয়ে দেয়া হলো যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি এমন কোনো বস্তু পানাহার করলে আদেশ লংঘনজনিত অপরাধের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। শরীআতে ইলাহীর দাবী স্রেফ এতটুকুন যে, যে বিষয়ে যে সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে মানুষ যেন উক্ত সীমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। অতপর উক্ত সীমার মধ্যে শরীআতের দৃষ্টিতে যদি কোনো সংযোজন হয় তাহলে তাই গ্রহণ করে নেবে মযবুতি সহকারে। যদি আরো সংযোজন হয় তাকেও যেন গ্রহণ করে নেয় এবং পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ সাবধানতা ও পুরিপূর্ণ ইখলাস সহকারে তা পালন করে চলে।

শরীআতে ক্রমান্বয়ে বিধান প্রদানের রীতি বান্দার আসানীর জন্যই

এই আয়াত থেকে একটি বিষয় জানা গেল যে, শরীআতে ইলাহীতে বিধান নাযিল হয়েছে ক্রমধারা অনুসরণ করে। আর এ ক্রমধারাকে মহান আল্লাহ পসন্দ করেছেন বান্দার জন্য এটা সহজ ও আসান হবে বিবেচনা করেই। এ কারণে যারা আল্লাহ প্রদত্ত এ সহজ নীতি থেকে ফায়দা গ্রহণ করেছে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করবেন না। যদিও ঐসব লোক কল্যাণের প্রতি অগ্রবর্তী হবার মর্যাদা হাসিল করবে যারা এ পর্যায়ে হাওয়ার গতি বুঝতে পেরে প্রথমেই সাবধানতা ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন ধরা যাক, মদ হারাম হওয়ার বিধান ক্রমান্বয়ে নাযিল হয়েছে। কিন্তু দীনের ব্যাপারে যাদের ছিল ভিন্ন অনুভূতি, তারা প্রথমেই এ থেকে তাওবা করে নেয়। এটা হচ্ছে তাদের পূর্ণ মাত্রায় ইসলামের স্বভাবধর্মের ওপর বিদ্যমান থাকার প্রমাণ। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের প্রতিও রহম করবেন যারা শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা হাসিল করতে না পারলেও কোনো পর্যায়েই আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা লংঘন করেনি।

ক্রমধারার পর্যায়সমূহ

আয়াতের ভাষ্য থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তাহলো ক্রমধারার রয়েছে তিনটি পর্যায়। এটা কোনো স্থায়ী নীতির অন্তর্গত নয় বরং সাধারণ রীতিনীতি পর্যায়ের বিষয়। কোনো বিষয়ের অকাট্য ও চূড়ান্ত নির্দেশ প্রথমবারেই এসে গিয়েছে কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নির্দেশ এসেছে তৃতীয়বারে। যেমন পানাহারের বস্তুসমূহের মধ্যে হারাম ও নিষিদ্ধ সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ সূরা আনআমেও করা হয়েছে। অতপর তার বিস্তারিত বিবরণ এ সূরার (মায়েদা) শুরুতেও এসেছে। বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত সূরাটি মাক্কী ও পরেরটি মাদানী। সূরা মায়েদায়ও সূরা আনআমে উল্লিখিত কতক সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। অতপর এ পর্যায়ে আরো কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এর জবাবে সূরার শেষ দিকে কতিপয় জিনিসের নিষিদ্ধতা যা

www.pathagar.com

পরে জানা যাবে—বর্ণিত হয়েছে। আর এ সূরাটি হচ্ছে—যেমন আমরা স্পষ্ট করেছি—শরঈ বিধিমালার আলোচনা সম্বলিত সর্বশেষ সূরা। এ কারণে যেন, এ তৃতীয় পর্যায়ে পানাহারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করলো। এ আয়াত এটা স্পষ্ট করছে যে, যারা এ তিনটি পর্যায়েই আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ও সীমারেখার পায়রুবী করে এসেছে তাদের এসব খাদ্য-খাবার গ্রহণ করার জন্য কোনোরূপ পাকড়াও করা হবে না ; যা তারা ঐ সময় খেয়েছিল, যখন এগুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধকরণ সম্বলিত বিধান নাযিল হয়নি।

তাক্ওয়া, ঈমান ও ইহ্সান

তৃতীয় যে বিষয়টি সামনে আসে তাহলো আয়াতে তিন তিন বার তাকওয়ার প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমবার তাক্ওয়ার সাথে ঈমান ও আমলে সালেহ-এর উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার ঈমানের উল্লেখ হয়েছে এবং তৃতীয়বার উল্লেখিত হয়েছে ইহ্সান প্রসঙ্গ। অন্যত্র আমরা তাক্ওয়ার অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছি যে, মূলত এ শব্দটি আল্লাহর সীমারেখার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই এসে থাকে। এখানে তিন তিনবার শব্দটির উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে বিধানের ক্রমিক ধারার দিকটি বিবেচনায় রেখে—যার প্রতি আমরা ইতোপূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি। প্রশ্ন হচ্ছে তাকওয়ার সাথে ঈমান ও আমলে সালেহ-এর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে কোন্ হিসেবে ? তবে এটা এ সত্যকেই প্রকাশ করছে যে, কোনো জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করাই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো বিষয় নয় : বরং ঐ আত্মরক্ষাই গ্রহণযোগ্য যা ঈমান ও আমলে সালেহ সহকারে হবে, এ শর্তটির প্রয়োজন এজন্যই জরুরী ছিল যে, অনেক অনেক জিনিস থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে (বিশেষ করে পানাহারের বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে) অনেকেই অত্যন্ত সাবধানী ও খুঁতখুতে স্বভাবের হয়ে থাকে। অথচ ঈমান ও আমলে সালেহ-এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না। যোগী, সন্নাসী ও দরবেশদের কথা বাদ দিলেও যারা নিম্নতর কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে তারাও নিজেদের ওপর অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করে নেয় এবং অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে তা মেনে চলে। এটাতো সম্পষ্ট যে, দীন ইসলামে তার কোনোই মূল্য বা গুরুত্ব নেই। এখানে তো গ্রহণযোগ্য একমাত্র ঐ সতর্কতা যা অবলম্বন করা হয় ঈমান ও আমলে সালেহ সহকারে। শেষদিকে তাকওয়ার সাথে ইহসানের যে শর্ত রয়েছে তা এই সত্যকে প্রকাশ করে যে, দীন ইসলামে যে তাকওয়া কাম্য ও গ্রহণযোগ্য তা স্রেফ বাহ্যাড়ম্বর ও আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালন দ্বারাই সৃষ্টি হয় না, বরং তার জন্য সর্বশেষ শর্ত হচ্ছে ইহ্সান। ইহ্সান কাকে বলে ? আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করা থেকে এমনভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা যেভাবে বাঁচিয়ে রাখা যথার্থ ও কর্তব্য তাই ইহ্সান। তারা প্রতিটি হুকুম এমনভাবে তামিল করে যেন তারা আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে আর এরূপ একীন সহকারে নিজেদের অন্তরদেশকে আলোকিত রাখে যে, যদি তারা আল্লাহকে দেখতে নাও পায় তবে আল্লাহ তো তাদের দেখছেন। এ ইহ্সানই তাক্ওয়ার আসল প্রাণসত্তা ও আল্লাহর সীমারেখার প্রকৃত প্রহরী। এটা যদি না থাকে মানুষ তাক্ওয়া ও পরহেযগারীর প্রদর্শনী করে আল্লাহর সীমারেখাকে ভংগ করার জন্য হাজারো চোরাপথ আবিষ্কার করতে পারে। লক্ষ করে দেখুন, ইহুদীরা দীনদারীর খোলস বজায় রেখে তার সাথে আল্লাহর হারাম ও নিষিদ্ধ করা জিনিসসমূহকে

www.pathagar.com

জায়েয করার কত শত পথ খুলে নিয়েছে। শনিবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য যে শরঈ বাহানা আবিষ্কার করেছিল সে সম্পর্কে এখানেও পরে আলোকপাত করা হচ্ছে। একই অবস্থা এ উম্মতের ওপরও এসেছে। এমনকি كتاب الحيل আমাদের ফিকাহ্ শাস্ত্রের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশই পরিণত হয়েছে। এরূপ তথাকথিত দীনদার ও তাক্ওয়ার দাবীদারদের আল্লাহর নিকট কোনোই মূল্য নেই। আল্লাহ তো তাদেরই পসন্দ করেন যারা ইহ্সানের গুণে গুণান্বিত। وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -এতে এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আয়াত ঃ ৯৪-৯৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ج فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ط عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ط وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

সূরার প্রারম্ভে ১ নম্বর আয়াতে ইহ্রামরত অবস্থায় শিকার করার যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল তার সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কতক প্রশ্নের জবাব পরবর্তীতে নাযিল হয়—তাই এখানে বর্ণিত হচ্ছে।

ভবিষ্যতের পরীক্ষাসমূহ সম্পর্কে অবগতকরণ

لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ঃ এখানে ঐ পরীক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে যা ইহ্রামরত অবস্থায় আকস্মিকভাবে শিকার নজরে পড়লে সম্মুখে আসতে পারে। লোকদের ঈমান ও তাকওয়া যাচাই করার জন্যই মূলত এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এজন্য প্রথম থেকেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, এমন সব পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যে, তোমরা ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। ওদিকে তোমরা দেখতে পাবে হরিণ নীলগাই ইত্যাদি রীতিমত দল বেঁধে এসে উপস্থিত—একেবারে তোমাদের বর্শার নাগালের মধ্যে। অর্থাৎ পরীক্ষার এ মুহূর্তগুলোতে নিজেদের দৃঢ় সংকল্পও ঈমানের

হিফাযত করবে। দেখো তোমাদের পা যেন ফসকে না যায় যেমন ফসকে গিয়েছিল বনী ইসরাঈলের, শনিবারের ব্যাপারে।

এ সাবধান বাণীর গুরুত্ব

এ সাবধানবাণী ভালভাবে বুঝার জন্য কতিপয় বিষয় মনের মধ্যে হাযির রাখুন। প্রথমত শিকার স্বতই অতিশয় আকর্ষণীয় জিনিস—বিশেষ করে আরবদের বেলায়। যাদের চিত্তবিনোদন ও জীবন জীবিকা অনেকাংশে শিকারের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। দ্বিতীয়ত, যখন কোনো কাঙ্ক্ষিত ও আনন্দদায়ক বস্তুর ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় তখন তার প্রতি আকর্ষণ অধিকতর বৃদ্ধি পায়। আরবী ভাষায় প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে, الانسان حريص على ما منع –"যে জিনিস থেকে মানুষকে বারণ করা হয়, তার প্রতি সে অধিকতর লোভাতুর হয়ে পড়ে।" এ লোভ ও আকর্ষণের মানসিক প্রভাব এও হয় যে, রঙীন চশমা পরিহিত লোক যেমন সবকিছুকেই রঙীন দেখে, তদ্রূপ এ ব্যক্তিও সর্বত্র তাই দেখতে পায় যা থেকে তাকে বারণ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, এ নিষেধাজ্ঞা যখন মূলত পরীক্ষার জন্যই আরোপ করা হয়েছে তখন এটা অসম্ভব নয় যে, মহান আল্লাহ এমনসব সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন যাতে তাঁর পরীক্ষার উদ্দেশ্য পরিপূরণ হয়।

বনী ইসরাঈল ও মুসলিম জাতির পরীক্ষা সাদৃশ্য

এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এ উম্মতের জন্য এ পরীক্ষা বনী ইসরাঈলের ঐ পরীক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ—যা শনিবারের ব্যাপারে তাদের সামনে এসেছিল। কুরআনে তার উল্লেখ এসেছে এভাবে ঃ

إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

"স্মরণ কর, যখন তারা শনিবারের ব্যাপারে আল্লাহর সীমালংঘন করছিল। যখন তাদের মৎস্যকুল তাদের শনিবার দিনে মুখ উত্তোলন করে ভেসে উঠতো। আর যখন শনিবার দিন না হতো, মৎসকুলও ভেসে উঠতো না। এভাবেই আমি তাদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করতাম—কারণ তারা আমার নাফরমানী করে বেড়াত।"–সূরা আরাফ ঃ ১৬৩

উপরোক্ত দুটি ব্যাপারেই চিন্তা করে দেখুন তাহলে উভয়টির সাদৃশ্য সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠবে। বনী ইসরাঈলের পরীক্ষার ধরন ছিল এটা যে, যেদিন তাদের শনিবার হতো সেদিন মৎসকুল মুখ উত্তোলন করে পানির উপরিভাগে ভেসে উঠতে দেখা যেত। কিন্তু যেদিন শনিবার হতো না সেদিন এগুলো দৃশ্যমান হতো না। এটাই তাদেরকে ফিতনায় নিক্ষেপ করলো। অর্থাৎ তারা শনিবার দিনে শিকার করার জন্য একটা কৌশল আবিষ্কার করলো। তদ্রূপ উম্মতের পরীক্ষার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় অনেক সময়ই তোমাদের নজরে পড়বে যে, শিকার তোমার হাতের ও বর্শার সম্পূর্ণ নাগালের মধ্যে অবস্থিত। এমন যেন কখনো না হয় যে, এটা তোমাদেরকে কোনো ফিতনায় জড়িয়ে ফেলে যেমন ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিল বনী ইসরাঈলরা।

www.pathagar.com

এখানে بِشَيْءٍ শব্দটি লক্ষণীয় বিশেষ করে এটিকে অনির্দিষ্টরূপে নেয়ার দ্বারা এ ইঙ্গিতও প্রমাণিত হয় যে, যদিও এ পরীক্ষা অবশ্যই আসবে, কিন্তু এটা খুব কঠিন হবে না। হবে অনেকটা সহজ। এটা এ সর্বশেষ শরীআতের বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরছে। অর্থাৎ এর প্রতিটি দিক ও বিভাগে মানবীয় ফিতরতকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

পরীক্ষণীয় বিধানের মৌলিক দিক

لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ঃ পরীক্ষার উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে এখানে। عَلِمَ يَعْلَمُ -এর মানে আমরা অন্যত্র বর্ণনা করেছি যে, এটি পার্থক্য নিরূপণ করার অর্থেও এসে থাকে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এ পরীক্ষার ব্যবস্থা এজন্যই রেখেছেন যাতে করে তিনি অদৃশ্যের আল্লাহকে যারা ভয় করে চলে তাদেরকে পৃথক ও আলাদা করতে পারেন। এখানে এর বিপরীত বাক্য উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ওইসব লোকদের থেকে পৃথক করবেন যারা অদৃশ্যের আল্লাহকে ভয় করে না। পরীক্ষণীয় বিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ সূরার শুরুতে আমরা এ সত্য তুলে ধরেছি যে, এগুলো দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার বিশ্বস্ততার পরীক্ষা করা। বাহ্যত এগুলো বান্দার ভাল-মন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গায়েবের প্রতি ঈমান ও গায়েবের প্রতি ভীতি পরীক্ষা করার জন্য এটাই হচ্ছে আসল কষ্টিপাথর।

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ ঃ بَعْدَ ذٰلِكَ এতে ঃ এর মধ্যে যে জোর নিহিত রয়েছে তা মূলত এর মাঝে যে সতর্কীকরণ ও উপদেশ প্রদান করা হয়েছে তার ওপরই দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ইহরাম বাধা অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞার পর তোমাদেরকে এ সাবধান বাণীও জানিয়ে দেয়া হলো যে, এ পথে তোমাদের সম্মুখে এমন সব পরীক্ষাও আসবে যেমন পরীক্ষা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সামনে। সবকিছু জানিয়ে দেবার পরও যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা।

ইহরাম অবস্থায় স্বেচ্ছাকৃত শিকারের কাফ্ফারা

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا الاية ঃ কেউ যদি ইহরামে থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে এ গোনাহে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তার হুকুম কি—এ প্রশ্নেরই জবাব দেয়া হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে এরূপ ব্যক্তিকে কাফফারা আদায় করতে হবে। আর তার জন্য রয়েছে তিনটি পদ্ধতি। প্রথমত যেরূপ জন্তু সে শিকার করেছে, অনুরূপ একটি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু কাফ্ফারা কুরবানীর জন্য তাকে কা'বাঘরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতে হবে। এটা করার ব্যাপারে কোনো ওযর থাকলে উক্ত জন্তুর মূল্য পরিমাণ মিসকীনদের খাবার খাওয়াতে হবে। এটাও যদি তার পক্ষে কঠিন ও কষ্টকর হয় তাহলে সবশেষে যতজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে তত সংখ্যক রোযা তাকে রাখতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে শিকার করা জন্তুর সমমান বদলা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কোন্ প্রাণীটি হতে পারে ? তা এর ফায়সালা এবং ওযর থাকাকালীন অবস্থায় তার মূল্য বা মিসকীন কিংবা রোযার সংখ্যার ফায়সালা করার

www.pathagar.com

দায়িত্ব সম্পাদন করবেন মুসলমানদের মধ্য থেকে দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। যাতে করে অপরাধ সংঘটনকারীর পক্ষে নিজের তরফে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ সম্ভাবনা অবশিষ্ট না থাকে।

ভুলক্রমে অপরাধ করে বসলে তার বিধান ও তৎসংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসআলা

কুরআনের ভাষ্য থেকে আমার নিকট এটাই শক্তিশালী প্রতীয়মান হয়। অধিকাংশ লোক এ ব্যাপারে ভুলক্রমে ও ইচ্ছাকৃতভাবে এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করেন না। কুরআনের ভাষ্য মোতাবেক সাঈদ ইবনে জোবায়েরের অভিমতই আমার নিকট অধিকতর মযবুত বলে মনে হয়। ভুলক্রমে যে অপরাধ করে বসবে তার জন্য কোনো কাফ্ফারা নেই—এ মতেরই তিনি প্রবক্তা, এর সমর্থনে হযরত হাসান রা.-এরও একটি উক্তি রয়েছে। অনুরূপভাবে যারা শিকারকৃত জন্তুর সদৃশ অপর কোনো জন্তুর মূল্যের দ্বারা সর্বাবস্থায় কাফ্ফারা আদায় করার সিদ্ধান্তের প্রবক্তা তাদের মতে কেউ উক্ত মূল্যের জন্তুর কুরবানীও দিতে পারে, তার সমমানে মিসকীনদেরও খাবার খাওয়াতে পারে অথবা রোযাও রাখতে পারে—তা এ অভিমত খুব একটা মযবুত বলে মনে হয় না। যখন স্পষ্টতই শিকারকৃত জন্তুর বদলে গৃহপালিত জন্তু বর্তমান থাকবে, যেমন হরিণের বদলে ছাগল, দুম্বা, ভেড়া ইত্যাদি বন্য গরু ও বন্য গর্দভের বদলে গরু ইত্যাদির সদৃশ বস্তুর পরিবর্তে স্রেফ মূল্যকেই মান দণ্ড নির্ধারণ করার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? শিকারকৃত প্রাণীর বিকল্প না থাকলে সে ক্ষেত্রে নিসন্দেহে মূল্যই তার বিকল্প হতে পারে। কিন্তু সর্বাবস্থায় তাকেই মানদণ্ড সাব্যস্ত করা কুরআনী ভাষ্যের পরিপন্থী। কাফ্ফারার উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে কাফ্ফারা প্রদানকারীর যে কোনো একটি আদায় করার ইখতিয়ার রয়েছে—এ অভিমতও খুব একটা মযবুত বলে মনে হয় না। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে রোযা রাখবে, ইচ্ছা করলে মিসকীনদের খাবার খাওয়াবে অথবা মন চাইলে কুরবানী করবে, বরং এতে ক্রমিকধারা বজায় রাখতে হবে বলে অনুমিত হয়। বলা হয় যে, اَوْ শব্দটি অনুমতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যদিও এটা ঠিক, কিন্তু পারিপার্শ্বিক কারণ মওজুদ থাকলে এটা ক্রমিকধারা অনুসরণ করাকেও অপরিহার্য করে দেয়। যেমন এ সূরারই ১০৬ নম্বর আয়াতে তার নজির রয়েছে। এ কারণে আমি ইমাম আহমদ র. ও ইমাম যোফার র.-এর অভিমতকেই শক্তিশালী বলে মনে করি। বলা বাহুল্য, তারা এখানে ক্রমধারা অনুসরণ করারই পক্ষপাতী।

একটি কঠোর হুশিয়ারী

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ : এটাও ঠিক অনুরূপ হুশিয়ারী যেরূপ হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছিল পূর্বোক্ত আয়াতে فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -রূপ ভাষার মাধ্যমে। এটা অত্যন্ত কঠোর হুশিয়ারী। আর কঠোরতার কারণ তা-ই যে ব্যাপারে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি। অর্থাৎ এটা অনুরূপ পরীক্ষা যে ধরনের পরীক্ষা শনিবারের ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের হয়েছিল এবং যাতে অকৃতকার্য হওয়ার দরুন তাদের অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেতে হয়েছিল। মহান আল্লাহ এখানে যে কাফ্ফারার ব্যবস্থা রেখেছেন এটা তখনই উপকারী

www.pathagar.com

হবে যখন তার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবা বর্তমান থাকবে। যদি তার সাথে অন্তরের বিনয় ও একাগ্রতা শামিল না থাকে বরং এরূপ ধারণা রেখে নাফরমানী অব্যাহত রাখে যে, যদি পাকড়াও হয়েই যাই তাহলে কাফ্ফারা আদায় করে দেব, তবে এরূপ লোক আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে পারে না।

বনী ইসরাঈল ও মুসলিম উম্মাহর পরীক্ষায় পার্থক্য

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا ط الاية ঃ ওপরে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা থেকে যে শিকার ব্যতিক্রম এটি তারই বর্ণনা। ওপরে আমরা যেমনটি বলেছি ইহুদীদের জন্য শনিবার দিনে সামুদ্রিক শিকার নিষিদ্ধ ছিল। এ উম্মতের ইহরামরত অবস্থায় স্থলভাগের শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু সামুদ্রিক শিকার জায়েয রাখা হয়েছে। হতে পারে যে, এ পার্থক্য এর ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে যে, আরবদের স্থলভাগের শিকারের প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশী আর ইহুদীদের স্বীয় অবস্থানের বিচারে সামুদ্রিক শিকারের প্রতি আকর্ষণ ছিল সম.ধক। এটি একটি পরীক্ষার ব্যাপার। আর পরীক্ষায় যদি এ দিকটি বিবেচনায় রাখা হয়ে থাকে তবে তা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈ কি !

صَيْدُ শব্দটি غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ -এর ন্যায় مصدر অর্থেই এসেছে। কজেই সেখানে وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا বলে তার مصدري অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অদ্রূপ আমাদের মতে, এখানেও مصدري অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ স্থল ভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো শিকার ইহরামকারীর জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহরামকারী নয় এমন কারো শিকার খাওয়া—যদি কোনো দিক থেকে উক্ত শিকারে তার কোনো দখল না থাকে—তার জন্য নিষিদ্ধ নয়। রইলো সামুদ্রিক শিকারের প্রসঙ্গ ; তা সামুদ্রিক শিকার করা এবং অন্যের দ্বারা কৃত শিকার খাওয়া উভয়টিই মুহরিমের জন্য জায়েয। এ সুযোগ এজন্যই মহান আল্লাহ দান করেছেন, যাতে করে ইহরামকারীদের ও কাফেলার লোকদের পক্ষে পথের সম্বল সংগ্রহে কোনোরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়। যেন স্থলপথের সফরে পথের সম্বল ফুরিয়ে গেলে তা সংগ্রহ করার পথ অবধারিত থাকে। পক্ষান্তরে জলপথের সফরে এই বিপদ দেখা দিলে তো শিকার করা ব্যতিরেকে অন্য কোনো পথই অবশিষ্ট থাকে না। এখানে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে,ইহুদীদের প্রতি যে শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তা ছিল সপ্তাহে কেবল একদিনের জন্য। তাই সেখানে অসমাধানযোগ্য কোনো সমস্যা সংকট সৃষ্টির আশংকা ছিল না। এ উম্মতের বেলায় এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে পুরো ইহরামকালীন সময়ের জন্য। জলপথে সফরকারী কাফেলাগুলোর অনেক ক্ষেত্রে অসমাধান যোগ্য সমস্যার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা ছিল। এ কারণেই সামুদ্রিক শিকারের ব্যাপারে এ সুযোগ ও অবকাশ প্রদান করা হয়েছে।

আয়াত ঃ ৯৭-১০০

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ

وَالْقَلَائِدَ ۚ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَنَّ
اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝ قُلْ
لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى
الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

সকল নিদর্শনাবলীকে সম্মান করার তাকিদ

ওপরে বর্ণিত উক্তি মূলত আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ জন্যই তার পরে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নিদর্শন—আল্লাহর ঘর, সম্মানিত মাস, কুরবানীর জন্তু ও মালা পরিহিত কুরবানীর প্রাণীর বিষয়ও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার বিষয়ে যে হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে সেগুলোকেও তোমরা নিজেদের জীবনের আশ্রয় ও অবলম্বন বানিয়ে নাও। কোনো দিক থেকে যেন সেগুলোর কোনো অসম্মান না হয়, কা'বাকে এখানে 'বায়তুল হারাম' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এটি এ বিশেষ দিকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই করা হয়েছে যে, এটি আল্লাহর সম্মানিত ঘরের মর্যাদায় অভিষিক্ত। এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার সীমা সরহদ সুনির্ধারিত রয়েছে। এ সীমারেখা ও শর্তাবলী সর্বাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করা অপরিহার্য, সূরা আল বাকারার তাফসীরে مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا-এর ব্যাখ্যা আমরা তুলে ধরেছি قِيَامًا لِّلنَّاسِ-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে। সেখানে আমরা লিখেছি যে, ইবরাহীমী বংশধরের যা কিছু দীনী, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অর্জন তার সবই ছিল এ ঘরের বদৌলতে। আর নবী স.-এর আবির্ভাবের পর এ ঘরই সমগ্র উম্মতের কেবলা ও কেন্দ্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত। اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ দ্বারা এখানে বিশেষ কোনো মাসকে বুঝানো হয়নি। বরঞ্চ এটি সকল হারাম মাসের জন্যই সাধারণ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এ মাসসমূহের দীনী ও দুনিয়াবী বরকত ও কল্যাণ সম্পর্কে আমরা সূরা আল বাকারার তাফসীরে আলোচনা করে এসেছি। قلائد ও هدى শব্দের বিশ্লেষণও এ সূরার শুরুতে করা হয়েছে, আমাদের মতে উহ্য বাক্য হবে নিম্নরূপ ঃ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ অর্থাৎ আল্লাহ সম্মানিত ঘর কা'বাকে মানবজাতির জন্য কেন্দ্র এবং হারাম মাস, কুবানীর পশু ও মালা পরিহিত কুরবানীর প্রাণীকে নিদর্শনের মর্যাদা দান করেছেন। যে প্রেক্ষাপটে বাণীটি এসেছে তাতে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট বিধায় شعائر শব্দটিকে বিলোপ করে দেয়া হয়েছে।

شعائر-এর হেকমত

ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ الاية ঃ ذٰلِكَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে ওপরে উল্লেখিত নিদর্শনাবলীর প্রতি। আর এ নিদর্শনসমূহ নির্ধারণ করার পেছনে হেকমত বর্ণিত হয়েছে এই যে, আল্লাহ এগুলোকে এজন্য নির্দিষ্ট করেছেন যেন তোমাদের মাঝে কার্যত ও গুণগত

www.pathagar.com

দিক থেকে আল্লাহর সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত হবার আকীদা পুরোপুরিভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। আমরা ওপরে বর্ণিত ৯৪ নম্বর আয়াতে لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছি যে, নিদর্শনসমূহ প্রকৃতপক্ষে নির্ধারণ করা হয়েছে পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করার জন্য। মহান আল্লাহ এগুলোর মাধ্যমে পরীক্ষা করেন যে, কে তাকে না দেখে ভয় করে আর কে ভয় করে না। জানা কথা যে, এ পরীক্ষায় তারাই পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় ও হতে পারে যাদের মধ্যে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল রয়েছে যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ জানেন। যার মধ্যে এ আকীদা মযবুতভাবে বর্তমান সেই সত্যিকার অর্থে অদৃশ্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে ভয় করে চলে। আর না দেখে আল্লাহকে ভয় করাই হচ্ছে সর্বপ্রকার ভীতি ও বিনয়, তাকওয়া ও পরহেযগারী এবং ইসলাম ও ঈমানের প্রাণসত্তা। এখানে মহান আল্লাহ তাঁর ইলমকে বাস্তবভাবেও বর্ণনা করেছেন এবং গুণগত দিক থেকেও ; কারণ আল্লাহর ইলম অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, প্রকাশ্য ও গোপন, অদৃশ্য ও মওজুদ এবং যা চোখের আড়ালে রয়েছে—এ সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। আর আল্লাহর ইলম সম্পর্কে মানুষের এই যে, আকীদা এটাই সৃষ্টি করে তার মাঝে আল্লাহকে না দেখে তাঁর প্রতি ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করার ভাবধারা।

হুশিয়ারী ও সুসংবাদ দান

اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ঃ হুশিয়ারী ও সুসংবাদ দান—উভয়টির একত্র সমাবেশ ঘটেছে এখানে। এর তাৎপর্য এই যে, যারা আল্লাহ ভীতি থেকে বেপরোয়া হয়ে তাঁর নিদর্শনাবলীর অসম্মান করবে আল্লাহ তাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। আর যারা না দেখে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর নির্দশনাবলীর যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন ও তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করবেন।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الاية ঃ এটা দ্বিতীয় হুশিয়ারী ও সাবধানবাণী অর্থাৎ আমার রাসূলের দয়িত্ব তো স্রেফ সুস্পষ্টভাবে হেদায়াত পৌঁছে দেয়া। রাসূল স. এ কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন করেছেন। এখন সর্বময় দায়িত্ব বর্তেছে তোমাদের ওপর। তোমরা তা মেনে নিতে পার, আবার নাও মেনে নিতে পার। মেনে নিলে পরে তাতে তোমাদেরই কল্যাণ। আর যদি না মান তার পরিণাম স্বচক্ষেই দেখতে পাবে। স্মরণ রেখো যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো আল্লাহ তাও জানেন আর যা কিছু গোপন করো সে সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবহিত।

কোনো অন্যায়ের আধিক্য তা জায়েয হওয়ার প্রমাণ নয়

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ঃ এটাও একই ধারাবাহিকতার একটি সাবধানবাণী এবং অত্যন্ত বড় ধরনের সাবধানবাণী। خبيث ও طيب সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা বলেছি যে, মন্দ ও ভাল বস্তুর ক্ষেত্রেও এগুলোর ব্যবহার হয়

www.pathagar.com

এবং মন্দ ও ভাল লোকের বেলায়ও ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে ওসব জিনিসের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয় যেগুলো বস্তুগত দিক থেকে মন্দ ও ভাল হয় এবং ওসব জিনিসের বেলায়ও ব্যবহৃত হয় যা যুক্তি ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাল কিংবা মন্দ হয়ে থাকে। এখানে বস্তু ও ব্যক্তি উভয়ই লক্ষ কিন্তু ভাল ও মন্দ হওয়ার সাথে যতদূর সম্পর্ক তা নিছক নৈতিক দিক থেকেই এখানে আলোচ্য। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট ভাল ও মন্দ, নেকী ও বদী, গোনাহ ও তাক্ওয়া, নেক্কার ও বদকার উভয় এক বরাবর নয়। আল্লাহ তো সর্বতোভাবে ভাল এবং সত্য ও সুবিচারময় সত্তা। এজন্য তিনি স্রেফ ভালকেই পসন্দ করেন এবং মন্দকে পসন্দ করেন না। তিনি শুধু পবিত্রকেই গ্রহণ করবেন, অপবিত্রের জন্য তাঁর নিকট জাহান্নামের আগুন ব্যতিরেকে আর কিছু নেই। যারা আল্লাহর নাফরমানী করে ও তাঁর নিদর্শনাবলীকে অবজ্ঞা করে নিজেকে নাপাক ও কলুষিত করে নেবে, স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সফলতা ও কামিয়াবী কেবল তারাই হাসিল করবে যারা আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তাঁর বিধান ও নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং নিজেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বানিয়ে নেবে। যেন এটা ওপরে বর্ণিত ভাষ্য اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-এরই সম্পূর্ণতা বৈ নয়। এরপর وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ বাক্যাংশটি বলে এ পথের সবচেয়ে বড় ফিতনা সম্পর্কে অবহিত করে দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, যারা নির্বোধ তাদের জন্য মন্দ ও পাপকাজের আধিক্য তাদের অন্ধ বিশ্বাসের পরিপোষক হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ তার জায়েয ও উত্তম হওয়ার পক্ষেও একটি দলীল হয়ে যায়। যে ফিতনা ব্যাপক হয়ে পড়ে এবং যে পাপকাজ ফ্যাশনে পরিণত হয় তা পাপীমনের জন্য তার ফটককেও উন্মুক্ত অবধারিত করে দেয়। প্রথমত তাদের বিবেক এ সবের জন্য কিছুমাত্র সংকোচিত ও দ্বিধান্বিতই হয় না। আর প্রথম প্রথম কিছুটা দ্বিধা-সংকোচ অনুভব করলেও কিঞ্চিত মনের প্রবোধ ও সান্ত্বনা দ্বারা নিজেকে আশ্বস্ত করে নেয় যে, এ যুগে এসব বিষয় থেকে নিজেকে কিভাবেই বা বাঁচিয়ে রাখা যায়? ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় যে, অন্যদেরকে হাম্মামখানায় উলঙ্গ দেখতে পেয়ে সে নিজেও উলঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে ধীরে ধীরে পুরো সমাজই উলঙ্গদের সমাজে পরিণত হয়ে যায়। অবশেষে পরিস্থিতি এই দাঁড়ায় যে, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত তাদের বলা হয় না যারা পোশাক পরিধান করে বাইরে বেরোয় বরং তাদের বলা হয় যেসব পুরুষ ও নারী উলঙ্গতার প্রদর্শনী করে বেড়ায়। তাদের নিকট তাদের এ নির্লজ্জতার বৈধতার প্রমাণ চাওয়া হলে তারা তার সপক্ষে যে গলাবাজিই করুক না কেন তার নির্গলিতার্থ এটাই দাঁড়ায় যে, কি-ই বা করার আছে? এটাই যুগের দাবী এবং এটাই সময়ের ফতোয়া বা সমাধান। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক যে কাজ করে তাই তার জন্য পথ চলার দলীল হয়ে যায় এবং বুদ্ধি বিক্রির সর্বপ্রকার রহস্যময়তার (لن ترانيان) সাথে যে সড়কে বকরীর পাল বিচরণ করে তারাও ঐ পথে চলতে শুরু করে দেয়। কুরআনের ভাষ্য থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যদিও কোনো মন্দ কর্মের আধিক্য ও নাপাক-এর প্রাচুর্যের মাঝে থাকে এক প্রকারের আকর্ষণ কিন্তু ঐ আকর্ষণের কাছে পরাভব মেনে যারা নিজেদেরকে তার নিকট সোপর্দ করে দেয় তারা একান্তই নির্বোধ ও আহম্মকদের দলভুক্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তো তারাই যারা এই সাধারণ মহামারীর মধ্যেও তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া থেকে সুরক্ষিত ও তাকওয়ার পথে অবিচল থাকে। এরাই প্রকৃত প্রস্তাবে সফলকাম হবে। কারণ আল্লাহর নিকট

www.pathagar.com

পাক ও নাপাক কখনো এক বরাবর হতে পারে না এবং অপবিত্র কখনো এজন্য পবিত্র হয়ে যাবে না যে, পরিমাণের দিক থেকে অপবিত্রের পাল্লা অনেক ভারী হয়ে গিয়েছে।

আয়াত ঃ ১০১-১০২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ۝

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

এটি প্রাসঙ্গিক একটি সতর্কীকরণ বৈ নয়। আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, ওপরে ওসব প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে, যা সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত বিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সৃষ্টি হয়েছে বা সৃষ্টি হতে পারতো। এখানে এ সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, যেসব উপকারী প্রশ্ন ছিল সেগুলোর তো জবাব দিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এমন প্রশ্ন করবেন না যেগুলোর জবাব দিলে পরে তোমাদের মেজাজ ও তোমাদের বাসনার পরিপন্থী হবার দরুন তোমাদের নিকট তা অপ্রীতিকর ঠেকবে। একই সাথে এ সত্যও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এটা হচ্ছে কুরআন নাযিলের যুগ। এ যুগটি বর্ষাকাল সদৃশ। বর্ষাকালে যেমন প্রতিটি বীজ উপ্ত হয়ে যায়, এ সময়কালেও তোমরা যে প্রশ্নই করবে তারই জবাব নাযিল হতে পারে। এ কারণে বুঝে শুনে ওসব প্রশ্নই করবে যা দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের জন্য উপকারী ও ইলমে শরীআতে নবতর সংযোজনের প্রতিশ্রুতি বহন করে। অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেদের ওপর নতুন কড়াকড়ি আরোপিত পথ খুলে দিও না। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল। এজন্য তিনি তোমাদের অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর প্রশ্নসমূহের উপেক্ষা করেছেন। যদি ওসব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেয়া হতো, তাহলে হয়তো এমন হতো যে, তোমরা সেগুলো পালন করতে পারতে না। আর এভাবে তোমরা নিজেদেরই হাতে নিজেদের পথে কাঁটা বপনকারী ও আল্লাহর গযবকে দাওয়াত দানকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যেতে।

এরপর উদাহরণ হিসেবে একটি কওমের বরাত দেয়া হয়েছে। বাহ্যত এদ্বারা ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে, কিন্তু তাদের নাম নেয়া হয়নি। বরং তাদের উল্লেখ করা হয়েছে تنكره বা অনির্দিষ্টাকারে। এদ্বারা মূলত উপেক্ষা ও ঘৃণাই প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, তারাও তাদের নবীর কাছে এ ধরনেরই প্রশ্ন ও দাবী তুলেছিল। কিন্তু যখন তাদের জবাব দিয়ে দেয়া হলো, তখন তারা তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসলো। তাদের প্রশ্নের ধরন ইতোপূর্বে সূরা আল বাকারায় গাভীর কাহিনী থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। এছাড়া পেছনের সূরাগুলোতে একথাও আমরা সবিস্তারে বর্ণনা করেছি যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের এ জাতীয় প্রশ্নাবলীর দরুনই তারা তাদের নিজেদের ওপরে নানা প্রকার বিধিনিষেধ ও কড়াকড়ি আরোপ করিয়ে নিয়েছিল ; যেগুলোকে কুরআন اصرو اغلال বলে অভিহিত করেছে।

www.pathagar.com

এ থেকে বুঝা যায়, এটা এ উম্মতের ওপর মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নসমূহ উপেক্ষা করে আমাদেরকে اصرو اغلال থেকে রক্ষা করেছেন এবং ওসব বিষয়কে আমাদের বোধশক্তি ও ইজতিহাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এসব বিষয় আমাদের বোধশক্তি ও স্বভাব-প্রকৃতিই আমাদের পথ প্রদর্শন করার জন্য যথেষ্ট। এতে এ হেকমতও ছিল যে, এটি হচ্ছে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরীআত। এতে কোনো একটি বিষয় ও মানদণ্ড থেকে ব্যতিক্রম হতে পারে না। কারণ শেষ নবী স.-এর পর অন্য কোনো নবী আসবেন না। যিনি এটাকে মানদণ্ডে উত্তীর্ণ করাবেন। পক্ষান্তরে ইহুদীদের শরীআত ছিল একটি সাময়িক ও অন্তবর্তীকালীন শরীআত। তাতে যদি কোনো اصرو اغلال (কঠোর বিধান ও বাড়াবাড়ি) থেকে থাকে তবে তা—যেমন কুরআনে বলা হয়েছে—শেষ নবীর মাধ্যমে দূরীভূত হয়ে গিয়েছে।

قَدْ سَأَلَهَا ঃ এতে ضمير এর مرجع উপরোল্লিখিত প্রশ্ন কিন্তু এ থেকে এটা অনিবার্য হয় না যে, অবিকল একই প্রশ্নাবলী তারা করেছে যার প্রতি ওপরে ইঙ্গিত করা হয়েছে বরং এর অর্থ এই যে, তারা এ জাতীয় প্রশ্নই করেছে। আরবীতে ضمير বা অব্যয়ের ব্যবহার এভাবেও হয়ে থাকে। কুরআনে এর অনেক দৃষ্টান্ত মওজুদ রয়েছে। উপযুক্ত স্থানে আমরা তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করবো।

আয়াত ঃ ১০৩-১০৫

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ لا وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

শরীআত কর্তৃক সমর্থিত নয় এমন নিদর্শনাবলীকে পরিহার করে চলার নির্দেশ

ওপরে ৯৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ যেসব নিদর্শনকে শরঈ মর্যাদা দান করে সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন সে সবের তো উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর কতিপয় প্রাসঙ্গিক সতর্কবাণীর অবতারণা করা হয়েছে। এক্ষণে ওসব মুশরিক সুলভ বিষয়াদির উল্লেখ করা হচ্ছে। যেগুলোকে মুশরিকরা নিদর্শনের মর্যাদা দান করে ধর্মীয় পবিত্রতার আবহ সৃষ্টি করে রেখেছিল। অথচ মহান আল্লাহ ওগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটিকেও শরীআতসম্মত সাব্যস্ত করেননি। মুশরিকরা নিছক মনগড়াভাবেই ওগুলোকে আবিষ্কার করে নিয়েছে।

www.pathagar.com

ওগুলোর প্রতি সম্মানের ঐতিহ্য কায়েম করেছে এবং নিজেদের উদ্ভাবিত এসব বিদআতকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করেছে। আর বলেছে যে, আল্লাহই এগুলোকে সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন শরীআত সমর্থিত বিষয়গুলো বর্ণনা করার পর বে-শরা জিনিসগুলোরও উল্লেখ করে দেয়া হলো। যাতে করে মুসলমানরা ওগুলোকে পরিহার করে চলে।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ : جعل ক্রিয়াটি এখানে শরীআত সম্মত করার অর্থে এসেছে। অর্থাৎ আল্লাহ এসব জিনিসকে শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ ঘোষণা করেননি।

بَحِيْرَة বলা হয় ঐ উষ্ট্রীকে যার পাঁচটি বাচ্চা প্রসব হয়েছে এবং তন্মধ্যে সর্বশেষ বাচ্চাটি হয় নর। এরূপ উষ্ট্রীর কান চিরে তাকে মুক্ত করে দেয়া হতো। তাকে সওয়ারী হিসেবেও আর ব্যবহার করা হতো না আর তার দুধও দোহন করা হতো না।

سَائِبَة বলা হয় ঐ উষ্ট্রীকে যার সম্পর্কে তার মালিক কোনো রোগে আক্রান্ত অবস্থায় এই মানত করে যে, যদি সে নিরাময় লাভ করে তবে সে তাকে মুক্ত করে দেবে ; তার ওপর আরোহণও করবে না আর তার দুধও দোহন করবে না।

وَصِيْلَة ছাগী যদি মাদী বাচ্চা প্রসব করতো তবে তাকে নিজেদের অংশ বলে মনে করতো। পক্ষান্তরে নর বাচ্চা প্রসব করলে তাকে তারা মনে করতো তাদের উপাস্যদের অংশ আর নর ও মাদী একই সাথে প্রসব করলে তাকেই বলা হতো ওয়াসীলা। আর এরূপ নর বাচ্চাকে প্রতীমার উদ্দেশে উৎসর্গ করার যোগ্য বিবেচনা করতো।

حَام ঐ মোটা তাজা উটকে বলা হয় যার ঔরষ থেকে কয়েক সিড়ি বাচ্চা জন্মেছে। এরূপ উটকেও দেবতার উদ্দেশ্যে মুক্ত করে দেয়া হতো। এর ওপর সওয়ার করা হতো না এবং কোনোরূপ বোঝাও চাপানো হতো না।

এর সবই ছিল আরবের জাহিলী যুগের উৎসর্গীকরণ ও মানত মানার দৃষ্টান্ত ও প্রথা। এ জাতীয় উৎসর্গীকৃত জন্তু মুক্ত ছুটে বেড়াত। যে ঘাট থেকে ইচ্ছা পানি পান করতো। যে চারণ ভূমি থেকে ইচ্ছা তৃণরাজি ভক্ষণ করতো। কেউ এগুলোকে বাধা দিতে পারতো না, কোনোরূপ জ্বালাতনও করতে পারতো না। এগুলোর এহেন ধর্মীয় পবিত্রতার মর্যাদা হাসিল ছিল যে, যে কেউ এগুলোকে নির্যাতন করার ঝুঁকি নিতে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকতো। কুরআন সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, এগুলোর কোনোই শরঈ মর্যাদা নেই। শরঈ মর্যাদা রয়েছে স্রেফ কুরবানীর পশু ও মালা পরিহিত কুরবানীর প্রাণীর। ওসব নিছক ধারণা অনুমান দ্বারা উদ্ভাবিত।

এগুলোকে শরীআতের সাথে সম্পর্কিত করা আল্লাহ ও তাঁর শরীআতের ওপর সরাসরি অপবাদ আরোপ করার শামিল। যারা বোধশক্তি বিবর্জিত কেবল তারাই এহেন নির্বোধসূলভ বিষয়াদিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে রেখেছে।

অন্ধভাবে ঐতিহ্য পূজার নিন্দাবাদ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ الاية : পূর্বোক্ত আয়াতে যে বলা হয়েছে وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ –"তাদের অধিকাংশই কোনো জ্ঞান রাখে না।" এখানে তার প্রমাণ

www.pathagar.com

উপস্থাপিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন তাদের দাওয়াত দেয়া হয় যে, এসব অবাস্তর কথা বর্জন করে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব ও রাসূল প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতির দিকে আসো তখন বড়ই আত্মম্ভরিতা সহকারে জবাব দেয় যে, حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاۤءَنَا আমরা "আমাদের পূর্ব পুরুষদের যে নিয়ম-নীতির ওপর পেয়েছি আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট।" বলা হয়েছে যে, ঐ অবস্থায়ও কি তারা পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যকে দলীল বানাবে যখন তাদের পিতা-পিতামহের কোনো ইলম ছিল না আর তারা হেদায়াতের ওপরই বর্তমান ছিল ? অর্থাৎ কোনো পদ্ধতির সঠিক ও নির্ভুল হওয়ার দলীল নিছক এটাতো হতে পারে না যে, তা পূর্ব পুরুষ থেকে চলে আসছে। তার সম্পর্কে এটাও তো জানা জরুরী যে, পিতা-পিতামহরা তাকে কোনো ইলম বা কোনো দলীলের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছিল কিংবা এমনিতেই গ্রহণ করে নিয়েছিল কিনা। এরূপ যাচাই-পরখ যদি অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় তবে তো জ্ঞান ও বিবেকই—যা মানুষের বিশেষ মর্যাদাসূচক বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণ ফালতু জিনিসে পর্যবসিত হয়।

মুসলমানদের সান্ত্বনা দান যে, তোমাদের দায়িত্ব নিছক হক পৌছে দেয়া

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج لَايَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ঃ ইতোপূর্বে ৯৯ নম্বর আয়াতে যেমন নবী স.-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল যে, রাসূলের দায়িত্ব স্রেফ সুস্পষ্টভাবে হককে পৌছে দেয়া ; তা কবুল করা বা না করা লোকদের নিজ নিজ দায়িত্ব। যারা কবুল করবে না তার জন্য তাদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, রাসূলকে নয়। অনুরূপভাবে এ আয়াতে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, যারা নিজেদের জ্ঞান ও বিবেক বিবর্জিত হয়ে পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। তোমরা তো হকের বাণী পৌছে দিয়েছো। যদি তারা না মানে তবে তো নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে। তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। যে গোমরাহীর পথ অবলম্বন করে সে খোদ তার অশুভ পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে। এতে সঠিক পথপ্রদর্শনকারীদের কোনোই ক্ষতি হয় না। তোমরা তাদের সামলে নেয়ার চেষ্টা ও উদ্ধার করার চেষ্টা করেছো। তারা যদি নিজেদের রক্ষা করতে এগিয়ে না আসে তাহলে তোমরা নিজেদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা করো তাদের জন্য ভারাক্রান্ত ও পেরেশান হবে না। এ বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন স্থানেই বিবৃত হয়েছে। সূরা আনআমের ১৫, ৪৮, ৫১, ৫২ ও ৬৯ নম্বর আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা এ সম্পর্কে আরো আলোচনা পেশ করবো।

কারো কারো মাঝে এ সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে যে, অন্যান্যদের হেদায়াত ও গোমরাহীর সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই, তাদের নিছক নিজেদের সম্পর্কেই চিন্তা-ভাবনা করা বাঞ্ছনীয়। মুসলমানদের ওপর যে বিরাট কর্তব্য তথা মানব জাতির ওপর সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এ ধারণা তো তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর সে কথা বাদ দিলেও খোদ এ আয়াতের সাথেও উক্ত অভিমত কোনোভাবেই খাপ খায় না। এ আয়াত থেকে

www.pathagar.com

যা প্রমাণিত হয় তাতো এই যে, নবী স.-এর ন্যায় তাঁর সাহাবীরাও কাফিরদের সত্য প্রত্যাখ্যান জনিত পরিস্থিতি লক্ষ করে কখনো কখনো ভাবতে শুরু করতেন যে, তাদের ওপর সত্য পৌঁছে দেয়ার যে কর্তব্য অর্পিত হয়েছে তাতে কোনো প্রকার ত্রুটির ফলশ্রুতি নয়তো এটা ? এ পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ যেভাবে নবী স.-কে সান্ত্বনা দান করেছেন তদ্রূপ সাহাবীদেরও সান্ত্বনা দিয়েছেন। সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে, এতে ত্রুটি তোমাদের নয় বরং এটা তাদের নিজেদের মেজাজেরই বিশৃংখলার পরিচায়ক। তোমরা তো নিজেদের কর্তব্য সুন্দরভাবেই সম্পাদন করেছো। এক্ষণে তাদের কুফর ও ঈমানের দায়-দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত নয়। এ সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে না।

আয়াত ঃ ১০৬

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ط تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى لا وَلَانَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ○

সর্বপ্রকার সাক্ষ্যদানের ওপর অঙ্গীকার

এটিও একটি পূর্ণতাবিধানকারী ও সমাপণী নির্দেশ। এটিও এমন যে, সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত বিভিন্ন বিধানের বিশ্লেষণ করছে এটি। সূরার শুরুতে ৮ নম্বর আয়াতে মুসলমানদেরকে এ হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ - সেখানে আমরা এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছি যে, এতে রয়েছে ঐ সার্বজনীন সাক্ষ্যদানের বর্ণনা যার দায়িত্ব এ উম্মতের ওপর অর্পণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির সাথে সংশ্লিষ্ট করে। এক্ষণে মুসলমানদের পারস্পরিক ক্ষুদ্র পরিসরে উক্ত সাক্ষ্যদানের ওপর কার্যত আমলের বিষয় বর্ণনা করে যেন এ অধ্যায়ের পরিপূর্ণতা বিধান করা হলো। এবং এ আয়াতকে ঐ মহাসাক্ষ্যদানের বর্ণনার সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে যার উল্লেখ এসেছে ১০৯ নম্বর আয়াতে। বলা বাহুল্য, এটিই হচ্ছে এ মহতী সূরার শেষ আলোচ্য বিষয় ও এরই ওপর সমাপ্ত হয়েছে এ সূরাটি। এ আয়াতটির এখানে স্থান পাওয়া একদিকে এ সত্যকে প্রকাশ করছে যে, যখন এই পূর্ণতা বিধায়ক নির্দেশের ওপর অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে তখন যেন সর্বপ্রকার সাক্ষ্যদানের ওপরই অঙ্গীকার নেয়া হয়ে গেল। অপরদিকে এ দিকটিও প্রকাশ করছে যে, যদিও এ নির্দেশটি একটি খণ্ডিত নির্দেশ কিন্তু স্বীয় মৌলিকত্বের দিক থেকে এটিও উক্ত মহাসাক্ষ্যদানেরই অংশবিশেষ ; যার ওপর আদিষ্ট হয়েছিলেন

www.pathagar.com

আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. এবং যে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব তারা এ পৃথিবীতেও পালন করেছেন আর আখেরাতেও যার জন্য মহান আল্লাহ্ তাদের দণ্ডায়মান করাবেন।

অসিয়ত সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্যদানের হেদায়াত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ

شَهَادَةُ ,ظرف حِيْنَ الْوَصِيَّةِ ও اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ এ উভয় ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ঃ - بَيْنِكُمْ এর সাথে تعلق (বা সম্পর্ক) রাখে। আর اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ বাক্যটির তারকীব وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ -এরই তারকীবের অনুরূপ। অর্থাৎ যদি কারো মৃত্যুর সময় এসে যায় এবং তার পক্ষে তার সহায় সম্পদ সম্পর্কে অসিয়ত করাও জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে সে যেন এ জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে সাক্ষ্য বানিয়ে নেয়।

اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ঃ যদি কেউ সফররত অবস্থায় থাকে ও সফরের হালতেই তার মৃত্যুর সময় এসে পড়ে এবং সাক্ষী বানাবার জন্য দু'জন মুসলমান পাওয়া না যায় তখন এরূপ নিরূপায় জনিত পরিস্থিতিতে অমুসলিমদের মধ্য থেকেই দু'জন লোককে সাক্ষী বানানো যাবে।

تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى لا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ এ হেদায়াত মূল নির্দেশ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ নিজেদের মধ্য থেকে যে দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষীকে সাক্ষ্য দানের জন্য নির্বাচিত করবে, যদি তাদের ব্যাপারে এ আশংকা হয় যে, তারা নিজেদের সাক্ষ্যকে কারোর পক্ষপাতিত্ব করতে যেয়ে পরিবর্তন করে ফেলে কিনা, তাহলে তাকে মযবুত করার জন্য এ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পার যে, কোনো নামাযের পর মসজিদে তাদের ধরে রাখবে এবং তাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে শপথ করিয়ে নেবে যে, তারা পার্থিব কোনো ফায়দার খাতিরে ও কারো পক্ষপাতিত্ব করতে যেয়ে তাদের সাক্ষ্য পরিবর্তন করবে না। যদিও তারা তাদের একান্ত আপনজনই হোক না কেন। আর যদি তারা তা পরিবর্তন করে তবে তারা গোনাহগার সাব্যস্ত হবে।

مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ ঃ এতে صَلٰوة বলতে কোনো নির্দিষ্ট নামায উদ্দেশ্য নয়, বরং এটি সাধারণ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যে কোনো নামাযের পরেই হোক না কেন, অসিয়তকারীদের সুযোগ হলেই তারা এটা করতে পারে। নামাযের শর্তারোপের উপকারিতা এই যে, যে অঙ্গীকার এবং যে সাক্ষ্য নামাযের পরে ও মসজিদের অভ্যন্তরে নামাযীদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হবে একজন ঈমানদারের পক্ষ থেকে এটাই আশা করা যায় যে, সে তার ওপর মযবুতির সাথে কায়েম থাকবে। কোনো লোভ ও প্রলোভন তাকে বদলে দেবে না। তাই দেখা যায় কসম এবং পারস্পরিক চুক্তি ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে প্রাচীন কাল থেকেই এ প্রথা চলে এসেছে যে, এগুলো সাধারণত উপাসনালয়সমূহের সামনেই নিষ্পন্ন হতো। যেহেতু এটার একটা আলাদা গুরুত্ব ও প্রভাব একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার, এ কারণে

www.pathagar.com

ইসলামও এটাকে গুরুত্ব দিয়েছে। এখানে একটা শর্তও উল্লেখিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যদি সাক্ষীদের ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ হয় তখন এরূপ কসমের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোনোরূপ সন্দেহ না হয় সাক্ষীগণ নির্ভরযোগ্যতা ও ন্যায় পরায়নতার বিচারে যদি এই মানের হয় যে, তাদের ব্যাপারে কোনো প্রকার খারাপ ধারণার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে খামোখা তাদের কাছ থেকে শপথ আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই। لَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ এতে উক্ত সাক্ষ্যকে আল্লাহর সাক্ষ্য বলে অভিহিত করে এর গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যকে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ মু'মিনের ছোট হোক কিংবা বড় যে কোনো সাক্ষ্য كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ -এর বিচারে ঐ গুরুদায়িত্বেরই একটি অংশ যে জন্য আল্লাহ তাকে আদিষ্ট করেছেন। যদি তাতে নগণ্য খিয়ানতও তার থেকে প্রকাশ পায় তাহলে সে কেবলমাত্র বান্দার খেয়ানতকারীই সাব্যস্ত হবে না বরং স্বীয় রবেরও বিশ্বাসভঙ্গকারী বলে পরিগণিত হবে।

আমরা এ কসমকে মূল নির্দেশ অর্থাৎ ঐ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করি যখন সাক্ষী নিজেদের—তথা মুসলমানদের মধ্য থেকে হবে। তার কারণ এই যে, অমুসলিমদের জন্য নামায, মসজিদ আল্লাহর নামে কসম, আর তাও এই ভাষায় لَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ -"আমরা আল্লাহর সাক্ষ্যকে গোপন করবো না, যদি আমরা এমনটি করি তবে তো আমরা গোনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" সম্পূর্ণ গুরুত্ব ও প্রভাবহীন জিনিস বৈ নয়। প্রথমত তারা তাদের ধর্মীয় আবেগের বিপরীত এসব বিষয়কে পসন্দ বা গ্রাহ্যইবা করবে কেন ? আর যদিও বা করে তার প্রভাব তাদের ওপর কি-ইবা পড়বে ? তাদের সাক্ষ্য তো একটা নিরূপায় অবস্থায় গ্রাহ্য করা হয়েছে আর সেটা একটা ব্যতিক্রম অবস্থার সাথে জড়িত। এ কারণে তাদের সাক্ষ্যের হেফাযতের জন্য এ ব্যবস্থায়পনা সম্পূর্ণ একটা বেমানান ও অযৌক্তিক ব্যাপার।

আয়াত ঃ ১০৭

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ صلے اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

عثر عثر وعثورا على السر -এর মানে সে গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়েছে।

اوليان শব্দটি اولى শব্দের দ্বিবচন। এর অর্থ অধিকতর হকদার বা যোগ্য। الاوليان بالشهادة (اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ) الاوليان মানে -সাক্ষ্যদানের জন্য অধিকতর হকদার। তাদের বলতে বুঝানো হয়েছে ঐ দুই সাক্ষীকে যাদের অসিয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে সাক্ষী বানানো হয়েছিল। যেহেতু স্বীয় পদমর্যাদার বিচারে তারাই হচ্ছে সাক্ষ্যদানের আসল হকদার ; সেহেতু তাদেরকে اوليان বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে একথার প্রতিও এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখন তারা اولى بالشهادة তখন তাদের এ

www.pathagar.com

পদমর্যাদার সম্মান রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় এবং এমন কোনো খারাপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত নয় যে, اولى بالشـهـادة হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাক্ষ্য অন্য কারো সাক্ষ্য দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে।

এটা ঐ সাক্ষীদের ওপর একটা অতিরিক্ত জবাবদিহি ও যাচাই বাছাই ও নিরিক্ষামূলক ব্যবস্থা। বলা হয়েছে, যদি এটা জানা যায় তারা অসিয়তকারীর অসিয়তের বিরুদ্ধে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা কারো হক নস্যাৎ করেছে, তখন যাদের হক নষ্ট হয়েছে তাদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি উঠে কসম করবে। কসম করে তারা বলবে যে, আমরাই সাক্ষ্যদানের অধিকতর হকদার। ঐ উভয় সাক্ষীদের সাক্ষ্য অপেক্ষা আমাদের সাক্ষ্য বেশী সত্য। আমরা বিন্দুমাত্র হকের সীমালংঘন করিনি। যদি আমরা এমনটি করে থাকি তবে আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

আয়াত ঃ ১০৮

ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

উক্ত জবাবদিহির ফায়দা ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে এখানে। অর্থাৎ এ জবাবদিহির কথা স্মরণ রেখে তারা সঠিক ও যথার্থ সাক্ষ্য দান করবে এটারই সম্ভাবনা সমধিক। অন্যথায় তাদের এ ভয় থাকবে যে, তাদের পক্ষ থেকে কোনো খারাপ ভূমিকা প্রকাশ পেলে তাদের কসম অন্যদের কসম দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। এ থেকে জানা গেল যাদের হক নষ্ট হয়েছে তারা যদি উপরোক্ত কসম খেয়ে নেয়, তাহলে অসিয়াতের মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য তাদের اولى بالشـهـادت হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে। تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِكُمْ এতে اَيْمَانٌ শব্দটিকে نكره বা অনির্দিষ্ট করে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক যেমন نَطْمِسَ وُجُوْهًا এতে نكره নেয়া হয়েছে। আর এর ওপর পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ঃ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করো, নবী স.-এর কথা শোন। যারা আল্লাহকে ভয় করে না ও নবীর কথা শোনে না তারা নাফরমান আর আল্লাহ এহেন নাফরমানদের সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন না। তারা পৃথিবীতে বিভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করবে এবং আখেরাতে স্বীয় অশুভ পরিণাম দ্বারা আক্রান্ত হবে।

আয়াত ঃ ১০৯

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ اُجِبْتُمْ ط قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

www.pathagar.com

আল্লাহর অঙ্গীকারের দায়িত্ব দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে

এখান থেকে এ সূরার একেবারে শেষ অংশটি শুরু হচ্ছে। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সকল নবীদের একত্রিত করে তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তারা নিজ নিজ উম্মতকে কি শিক্ষা দিয়েছিলেন? আর তাদের উম্মতরা উক্ত শিক্ষার ব্যাপারে কি আচরণ ও কর্মনীতি গ্রহণ করেছিল? সূরার এ শেষ পর্বে যেন এ সত্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের দায়িত্ব নবী ও উম্মত উভয়ের ওপরই বর্তায়। আর কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে উভয়কেই প্রশ্ন করা হবে। একটু পরে যদিও স্রেফ হযরত মসীহ আ.-এর সাথেই প্রশ্নোত্তরের অবতারণা করা হয়েছে, তথাপি এ উল্লেখ দৃষ্টান্ত স্বরূপই করা হয়েছে। এ উদাহরণ দ্বারা এটা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ধরনের প্রশ্নোত্তর প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে তার উম্মত সম্পর্কে করা হবে। আর মহান আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতের নিকট তাদের নবীর উপস্থিতিতে এটা স্পষ্ট করে দেবেন যে, তারা আল্লাহর অঙ্গীকারের ব্যাপারে তাদের নবীর শিক্ষার কি কি বিরুদ্ধাচরণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে হযরত ঈসা মসীহ আ.-কে নির্বাচন করার হেকমত এই যে, তিনিই ছিলেন ইসরাঈলী নবুওয়াতী সিলসিলার সর্বশেষ সংযোজন। তার সাক্ষ্যদান ইহুদী ও নাসারাদের জন্য যেমন শিক্ষাপ্রদ হতে পারতো তেমনি বর্তমান উম্মতের জন্যও। মহানবী স. সাক্ষ্যদানের বিষয়টি এ পর্যায়ে উল্লেখ না করার কারণ হলো, তাঁর উম্মত তখনো পর্যন্ত রূপায়ণ ও পরিগঠনের যুগ অতিক্রম করছিল। তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড তখনো সামনে এসেছিল না।

নবীদের নিকট প্রশ্ন তাদের উম্মতদের কর্মনীতি সম্পর্কে

مَاذَآ اُجِبْتُمْ ঃ এ প্রশ্নের যথার্থ ব্যঞ্জনা, স্থান ও প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। নবীদেরকে এই যে প্রশ্ন করা হবে—এটা তাদের সম্পর্কে করা হবে না যারা নবীদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। বরং যেমন স্পষ্ট হয়েছে—তাদের ডাকে সাড়াদানকারী উম্মতদের সম্পর্কেই করা হবে। প্রশ্ন করা হবে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর ওয়াদা অঙ্গীকারের অধীনে দাখিল করেছো তাদের কর্মনীতি ও প্রতিক্রিয়া কি ছিল? নবীদের আ. নিকট প্রশ্নের এ তাৎপর্য যেহেতু স্পষ্ট থাকবে সেহেতু তারা নিজেদের অজ্ঞতার বিষয়টি তুলে ধরবেন। কারণ তাদের ইলম তো নিছক দুনিয়ায় তাদের থাকাকালীন সময় পর্যন্তই থাকবে সীমাবদ্ধ। আর এ প্রশ্নের সঠিক জবাব নির্ভর করছে এ বিষয়ের জ্ঞানের ওপর যে, তাদের অবর্তমানে পরবর্তীকালে তাদের উম্মতদের কোন সব পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। পরবর্তীকালের ব্যাপারে যেহেতু তাদের জ্ঞান থাকবে না, সেহেতু তারা উক্ত জবাবের ব্যাপারটিকে আল্লাহর প্রতিই ন্যস্ত করবে। পরে হযরত ঈসা আ.-এর বক্তব্য উল্লিখিত হয়েছে ঃ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ "যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের মধ্যে বর্তমান ছিলাম, আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। অতপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন, তখন তো আপনিই ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক। আর আপনিই তো সর্ব বিষয়ে সাক্ষী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১১৭

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১১০

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

এখানে হযরত ঈসা আ.-এর যেসব মুজিযার কথা উল্লেখিত হয়েছে এর সবকটি সূরা আলে ইমরানেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আমরা এগুলোর বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছি।

وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ ঃ এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে বনী ইসরাঈলের ওসব ষড়যন্ত্রের প্রতি যা তারা হযরত মসীহ্ আ.-কে হত্যা ও শূলীতে চড়াবার জন্য পাকিয়েছিল।

বিভিন্ন প্রশ্ন নাসারাদের অপমান করণার্থে

কিয়ামতের দিন এ সকল কথা বলবেন মহান আল্লাহ্ হযরত ঈসা আ.-কে সম্বোধন করে। বলবেন নাসারাদের ওপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার জন্য। যেন হযরত ঈসা আ.-এর উপস্থিতিতে নাসারাদের নিকট এটা স্পষ্ট করে দেয়া যায় যে, হযরত ঈসা আ. ও তার মায়ের ওপর সে অনুগ্রহই বর্ষিত হয়েছে তা হয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি যে মুজিযাই দেখিয়েছেন সবই দেখিয়েছেন আল্লাহর অনুমতি ও নির্দেশক্রমে। আর ইহুদীরা তাকে যেসব বিপদাপদে নিক্ষেপ করেছে সেসব থেকে মহান আল্লাহই তাকে উদ্ধার করেছেন। অতপর যখন এসব কিছুই করেছেন মহান আল্লাহ্ এবং এর সবচেয়ে বড় সাক্ষী হচ্ছেন খোদ ঈসা আ., তখন নাসারারা বলুক দেখি তারা কার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাকে খোদা বানিয়ে ফেললো ? এখানে বার কয়েক بِاِذْنِىْ (আমার অনুমতিক্রমে) শব্দের পুনরুক্তি অতিশয় অলংকারপূর্ণ। প্রত্যেকটি কথার সাথে মহান আল্লাহ্ এ শব্দটির উল্লেখ করবেন এবং তার প্রত্যেক কথার জবাবেই হযরত ঈসা মসীহ্ আ. বলবেন اٰمَنَّا وَصَدَّقْنَا তবে তো এটা স্পষ্ট যে, যেসব মুজিযার ওপর নির্ভর করে নাসারারা হযরত ঈসা আ.-কে খোদা বানিয়েছে, যখন তার সবই সংঘটিত হয়েছে আল্লাহর اذن তথা অনুমতিক্রমে এবং খোদ মুজিযা প্রদর্শনকারীও তার স্বীকৃতি প্রদান করবেন তখন নাসারাদের ভাগ্যে অবশেষে লাঞ্ছনা ও অপমান ব্যতিরেকে আর কিইবা অবশিষ্ট থাকবে ?

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১১১-১১৫

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ ج قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ○ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ط قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ج وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○ قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

হাওয়ারীদেরকে আলোচনায় টেনে আনার হেকমত

وَحِى শব্দটি এখানে পারিভাষিক অর্থে নয় বরং আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অন্তরে কোনো ইচ্ছার উদ্রেক করা। حـــوارى শব্দের ওপর অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। এসব হাওয়ারীগণই ওসব লোক যারা গোটা কওমের মধ্য থেকে হযরত ঈসা আ.-এর ওপর ঈমান এনেছিল এরাই দাওয়াতী কাজে তাকে সাহায্য করেছিল এবং এরাই হযরত ঈসা আ.-এর খলীফার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল। তাদের এ বিশেষ গুরুত্বের কারণে মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের সামনেও ওসব সত্য তুলে ধরবেন যদ্বারা নাসারাদের ওপর প্রমাণ চূড়ান্ত হবে। উক্ত প্রমাণ চূড়ান্ত করণের কতক দিক এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

এক ঃ হাওয়ারীগণ যে দীনকে কবুল করেছিল তা খৃষ্টবাদ অগ্নিপূজার মতবাদ নয়, তা ছিল ইসলাম।

দুই ঃ হাওয়ারীরা হযরত ঈসা আ.-কে ঈসা ইবনে মারইয়াম বলতো। তার উলুহিয়াত বা খোদায়ীত্বের কোনো ধারণা তাদের চিন্তা-চেতনায় বর্তমান ছিল না। তারা আল্লাহ্ তা'আলাকেই হযরত ঈসা আ.-এর সমগ্র বিশ্বচরাচরের রব স্বীকার করতো।

তিন ঃ তারা হযরত ঈসা আ.-কে সত্তাগত দিক থেকে মুজিযা প্রদর্শনকারী মনে করতো না। বরং তাকে স্রেফ ওসব মুজিযা প্রকাশ পাবার মাধ্যম মনে করতো। তাই দেখা যায়, তারা খাঞ্চা নাযিল করার জন্য যে আবেদন পেশ করেছিল তা ঈসা আ.-এর নিকট করেনি যে, আপনি আমাদের জন্য খাঞ্চা নাযিল করুন। বরং তারা এ আবেদন করেছিল যে, যদি এটা আপনার প্রভুর হেকমতের পরিপন্থী না হয় তাহলে আপনি তাঁর সমীপে আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য খাঞ্চা নাযিল করেন, যাতে করে তা দ্বারা আমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

www.pathagar.com

যখন এ সকল বিষয় হযরত মসীহ্ আ., হাওয়ারীগণ ও নাসারাদের উপস্থিতিতে সামনে আসবে তখন ঐ মুহূর্তে ঐ সকল মিথ্যার জারিজুরি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যা মসীহ্‌রা হযরত মসীহ্ আ. বা হাওয়ারীদের সম্পর্কে রটিয়েছিল এবং যেগুলোর দ্বারা নিজেদের বিদআতসমূহে তাদেরকে জড়িত ও কলুষিত করেছিল।

প্রশ্ন ছিল আল্লাহর সাধ্য সম্পর্কে নয় হেকমত সম্পর্কে

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ঃ এ প্রশ্নের ব্যাপারে এটা স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, হাওরীদের প্রশ্ন আল্লাহর কুদরত বা শক্তি সামর্থের ব্যাপারে ছিল না। বরং প্রশ্ন ছিল তাঁর হেকমত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। অর্থাৎ এ ধরনের খোলামেলা নিশানী দেখানো তাঁর হেকমতের অনুকূল হবে কিনা ? হাওয়ারীরা ছিল যথারীতি ঈমানদার । তারা এ সত্যের ব্যাপারে অনবহিত থাকতে পারে না যে, তাদের এ আবেদন ছিল বনী ইসরাঈলের ঐ দাবীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যাতে তারা আল্লাহকে দেখার জন্য বায়না ধরেছিল ; যার ফলশ্রুতিতে বজ্রপাত এসে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। যদিও সর্বপ্রকার মুজিযাই স্বভাব নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীতই হয়ে থাকে, তথাপি তা উপকরণের পর্দাতেই প্রকাশ পায়। এমন হয় না যে সকল পর্দাই উন্মোচন করে দেয়া হবে। এ কারণেই মহান আল্লাহ এ ধরনের দাবী ও আবদারকে কখনো উৎসাহিত করেননি ও প্রশ্রয় দেননি ; যাতে মুজিযা প্রকাশ পাবার জন্য নির্ধারিত যে স্থায়ী নীতি রয়েছে মানুষের বাসনা সে সীমারেখাকে অতিক্রম করে যাবে। তাই হযরত মসীহ আ. এ থেকে বারণ করেছেন এবং যখন হাওয়ারীদের পূণর্বার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার জন্য আবেদন জানালেন, মহান আল্লাহ তখন তা পসন্দ করেননি। বরঞ্চ এরশাদ হলো, নাযিল করার ব্যাপার তা আমি খাঞ্চা নাযিল করে দেবো। কিন্তু মনে রেখো যারা এহেন সুস্পষ্ট নিশানী দেখার পরও কুফরীতে নিমজ্জিত হবে তাদেরকে আমি ঐ শাস্তিই প্রদান করবো যা আর কাউকে আমি কখনো দেবো না। অনুমিত হয়, এরপর হাওয়ারীগণ তাদের এ আবেদন থেকে সরে এসেছিল। তাফসীরকারদেরও একদল এটাই মনে করেন যে, খাঞ্চা অবশেষে নাযিল হয়নি। ইঞ্জীলেও তার কোনো উল্লেখ নেই।

আয়াত ঃ ১১৬-১১৮

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ ق بِحَقٍّ ط اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ط تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ط اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ج وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط

www.pathagar.com

وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

নাসারাদের লাঞ্ছনা—আখেরাতে

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ الاية : ওপরে যেসব কথা উল্লেখিত হয়েছে তারও উদ্দেশ্য যদিও—যেমন আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি—নাসারাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা ; তথাপি তা সরাসরি নয় বরং পরোক্ষভাবে। এক্ষণে ঐ প্রশ্নের অবতারণা করা হচ্ছে যা মহান আল্লাহ নাসারাদের মূল গোমরাহী সম্পর্কে হযরত ঈসা আ.-কে জিজ্ঞেস করবেন। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি নাসারাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছিলে যে, আল্লাহর পরিবর্তে আমাকে ও আমার মাকে উপাস্য বানিয়ে নাও? হযরত ঈসা আ. জবাবে বলবেন, আচ্ছা আমি এমন কথা কিভাবে মুখ থেকে বের করতে পারি যার কোনোই অধিকার আমার ছিল না? না আপনি আমাকে এরূপ বলার অনুমতি দিয়েছেন, না দুনিয়ার সৃষ্টি ও পরিকল্পনায় আমার কোনো অংশীদারিত্ব ছিল যে, আমি তার দাবীদার হবো। বস্তুত নাসারাদের—যারা হযরত মসীহ আ. ও তার মাকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছিল—গোটা মানবজাতির সামনে সর্বাত্মকভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করাই হবে এ প্রশ্নোত্তরের উদ্দেশ্য।

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ : সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে আমরা এ অংশটির ওপর আলোচনা করে এসেছি। সেখানে আমরা বলেছি যে, এটা হচ্ছে হযরত মসীহ আ.-এর বাণী "আমার এবং তোমাদের পিতা" এরই সঠিক ও যথার্থ ব্যাখ্যা। সেখানে এটা দেখে নিন।

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ : شهيد শব্দটি এখানে রক্ষক ও পাহারাদার অর্থে এসেছে। তাৎপর্য এই যে, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে মওজুদ ছিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত তো আমি পর্যবেক্ষণ করছিলাম যে, তারা কোন্‌সব ক্রিয়াকলাপে নিরত। কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তারপর তো আমার আর কিছুই জানা নেই যে, তারা কি গড়েছে আর কি ভেঙ্গেছে। ওপরে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, مَا اُجِبْتُمْ এ প্রশ্নের এটাই হচ্ছে সেই দিক যার ভিত্তিতে আম্বিয়া আ. তাদের অজ্ঞতার বিষয়টি তুলে ধরবেন।

নাসারাদের শাফাআত থেকে হযরত মসীহ আ.-এর নিঃসম্পর্কতা

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ الاية : হযরত মসীহ আ.-এর এ উক্তিটির অলংকারিত্বের ব্যাখ্যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। মন বলছে যে বাক্যেটি হবার কথা ছিল নিম্নরূপ : اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ কিন্তু যদি এরূপই বলা হতো তাহলে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় নাসারাদের জন্য শাফাআত হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

আর আম্বিয়া আ.-এর ব্যাপারে এটা সর্বজন বিদিত যে, তারা মুশরিকদের জন্য শাফাআত করবেন না। এজন্য হযরত মসীহ আ. কথা এমন ভঙ্গীতে বলবেন যে, কথা সত্যও হবে, দরবারে ইলাহীর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও হবে। দরদ ও সহানুভূতিপূর্ণও হবে এবং তদ্বারা তার ওপর মুশরিক ও দীনের বিকৃতি সাধনকারীদের জন্য সুপারিশের দায়িত্ব বর্তাবে না। إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ এ ভাষ্যটির ওপর চিন্তা করলে বুঝা যাবে এ উক্তিটিতে ঐ সকল সৌন্দর্যই যথারীতি বর্তমান যেগুলোর প্রতি আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি। এবং একই সাথে এ দিকটিও লক্ষণীয় যে, হযরত মসীহ আ. নিজেকে নিজে তাদের শাফাআতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়েছেন।

আয়াত ঃ ১১৯-১২০

قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

صدق শব্দটির ওপর আমরা সূরা আলে ইমরানের ১৭ নম্বর আয়াতের তাফসীরে আলোচনা করেছি। এখানে صادقين বলতে বুঝানো হয়েছে ঐসব লোকদের যারা মহান আল্লাহর সাথে কৃত স্বীয় প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকারের বেলায় সম্পূর্ণ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছে। তাতে তারা কোনোরূপ পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেনি। জীবনের সর্বপ্রকার উত্থান পতনে তারা সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শরীআতের ওপর কায়েম থেকেছে– من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه -"আর মু'মিনদের মধ্যে রয়েছে ওসব কর্মবীর পুরুষরাও যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্য করে দেখিয়েছে।"

সত্যনিষ্ঠদের চরম সফলতার দিন

অর্থাৎ মহান আল্লাহ বলবেন আজই সেই দিন যেদিন সত্যনিষ্ঠদের কৃতকার্যতা ও সফলতা প্রকাশ পাবে। অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, খিয়ানতকারী ও মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষায় জীবন অতিবাহিতকারীদের জন্য আজ আক্ষেপ ও বিফলতা ভিন্ন কিছুই নেই। যারা আল্লাহর সাথে নিজেদের অঙ্গীকার নিষ্ঠা ও সততার সাথে পূর্ণ করেছে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানের পর উদ্যান ; যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। তারা তাতে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে অর্থাৎ তাদের রব তাদের কাছ থেকে কিছু চেয়েছিলেন তারা তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবিক তা পুরোপুরি পালন করে দেখিয়েছে। অপরদিকে তারা তাদের রবের কাছ থেকে যা কিছু আশা করেছিল তাদের আশা ও ধারণা কল্পনা অপেক্ষা লাখো কোটি গুণ বেশী পরিমাণে তা পূর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে যে,

www.pathagar.com

প্রকৃত সফলতা তো এটাই। আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে তার মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

এ ছিল এ সূরার তাফসীর প্রসঙ্গে সর্বশেষ কটি লাইন। যা কাগজের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হলো।

وَاٰخِرِ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

লাহোর
৮ রমযানুল মুবারক, ১৩৮৭ হিজরী
১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ ঈসায়ী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com